सत्यं शिवं सुन्दरम्।

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासविरचित

सचित्र श्रीरामचरितमानस

मूल, शब्दार्थ, टीका, बाङ्गाला पद्यानुवाद, मौलिक शब्दबोध तथा विस्तृत भूमिका एवं परिशिष्ट

प्रणेता—श्रीविजयकाली भट्टाचार्य्य

সত্যং শিবং সুন্দরম্

শ্রীমদ্ গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত

সচিত্র শ্রীরামচরিতমানস

মূল, বাংলা পদ্যানুবাদ, বাংলা টীকা, মৌলিক শব্দবোধ, বিস্তৃত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ

প্রণেতা :—

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য

खण्डाकारे प्रकाशित—१० खण्डमे रामचरितमानसकी समाप्ति होगी
बालकाण्ड—४ खण्ड, अयोध्याकाण्ड—३ खण्ड, अरण्यकाण्ड,
किस्किन्ध्याकाण्ड एवं सुन्दराकाण्ड १ खण्ड
लङ्काकाण्ड—१ खण्ड, उत्तरकाण्ड—१ खण्ड
ग्राहक पक्षे—मूल्य प्रति खण्ड—३) अग्रिम जमा १)
सर्व्वशेष खण्डे जमा परिशोध्य ।

খণ্ডাকারে প্রকাশয়িতব্য—১০ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে
বালকাণ্ড—৪ খণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড—৩ খণ্ড
অরণ্যকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ড—১ খণ্ড
লঙ্কাকাণ্ড—১ খণ্ড, উত্তরকাণ্ড—১ খণ্ড।

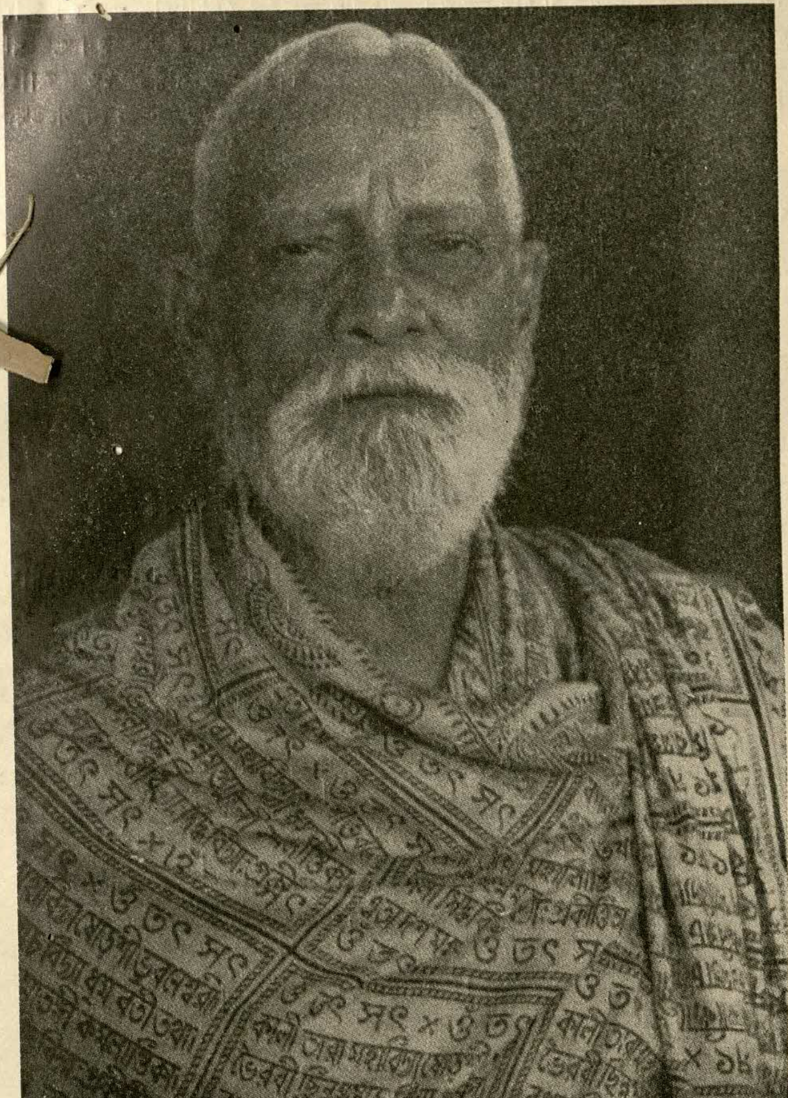
গ্রাহক পক্ষে—মূল্য প্রতি খণ্ড—৩৲ অগ্রিম জমা ১৲
সর্ব্বশেষ খণ্ডে জমা পরিশোধ্য।

নিয়মিত গ্রাহক পক্ষে নাম ও ঠিকানা লিখাইয়া টাকা দিবেন।

পুস্তক প্রাপ্তির স্থানঃ—
চিরঞ্জীব ঔষধালয়ঃ—১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২।
আর্য্যবিদ্যাপীঠ—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

প্রকাশকঃ—
কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য এম-এ, স্মৃতিতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী।
আর্য্য বিদ্যাপীঠ—৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, ৪র্থ তল, কলিকাতা—৯।

১১৮।২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বঙ্কিমপ্রেস হইতে মুদ্রিত।



বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা পদ্যে অনুবাদক ভাগবতধর্ম্মী ভক্তচূড়ামণি স্বভাবকবি কৃত্তিবাসের
ষোড়শ পুরুষ অধস্তন সুযোগ্য বংশধর ভক্তপ্রবর

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরবাটী, কলিকাতা।

"গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত রামচরিত-মানস উত্তর প্রদেশীয় ভক্ত ও সুধীগণের অমূল্য সম্পৎ ও একখানি সর্ব্বজন সমাদৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভাষার দুর্ব্বোধ্যতাবশতঃ বাঙ্গালীরা তাহার রস গ্রহণে অসমর্থ। মূল ও কবিতা সহ সহজ পয়ার ছন্দে টীকা, টিপ্পনী ও ভূমিকাদি সহ প্রকাশে বঙ্গভাষাভাষীর পক্ষে তাহা সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে।" পত্রদ্বারা প্রকাশকের প্রতি তিনি অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়াছেন; সামাজিক, পারিবারিক নীতি এবং ধর্ম্মপরায়ণতার বহু প্রচার জন্য আনন্দ অনুভব করিয়া এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ব্যয়ের একতৃতীয়াংশ বহন করিয়া ইনি প্রকাশককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। —ইতি বিনীত প্রকাশক।

†১। **শ্রীহর্ষ** — ২। শ্রীগর্ভ বা ধাহু — ৩। শ্রীনিবাস — ৪। মেধাতিথি — ৫। আরব বা আরু — ৬। বিক্রম বা ত্রিবিক্রম — ৭। কাক — ৮। ধুরন্ধর (ধাঁধু) — ৯। গুহ বা গুই গুয়—১০। মাধবাচার্য্য — ১১। কোলাহল সন্ন্যাসী— ††১২। উৎসাহ— ১৩। আহিত— ১৪। উধু বা উদ্ধব — ১৫। শিয়ো বা শিব — ১৬। নৃসিংহ — ১৭। গর্ভেশ্বর — ১৮। মুরারি ওঝা

বনমালী — ¶ **কৃত্তিবাস**

অনিরুদ্ধ ১৯ — লক্ষ্মীধর হালদার ২০ — মনোহর পণ্ডিত ২১

— ২২। গঙ্গা মন্দ — ২৩। রামাচার্য্য — ২৪। বিশ্বেশ্বর

গোবিন্দ ঠাকুর ২৫

রুদ্র   জনার্দ্দন   বলরাম ২৬ ‡‡

রঘুনন্দন   ভৃগুরাম   রামনারায়ণ   জয়রাম ২৭

সুন্দররাম ২৮

ধনঞ্জয়   কালিদাস ২৯

নন্দকুমার   পার্ব্বতীচরণ   কাশীনাথ   রঘুনাথ   প্রতাপনারায়ণ   চণ্ডীচরণ   আনন্দচন্দ্র ৩০

দুর্গাপ্রসাদ (গৌরীশঙ্কর)   ঠাকুরদাস ৩১

তারিণীশঙ্কর   রামকিশোর   রামধন*   হরনাথ ৩২

ব্রজনাথ   রমেশচন্দ্র ৩৩

যদুনাথ   রাধিকানাথ ৩৪

যোগেশ   হরিচরণ   **সুরেশ**   প্রভাস ৩৫

শম্ভু   সমরেশ ৩৬

স্বপনেশ ৩৭

---

† (আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কান্যকুব্জ (কনৌজ) হইতে আনীত বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন। ইনি নৈষধ চরিত গ্রন্থের প্রণেতা)।

†† মুখ বংশীয় প্রথম কুলীন।

¶ ইনি স্বনাম ধন্য প্রসিদ্ধ রামায়ণ প্রণেতা।

‡‡ ইনি হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে বাস করেন, সম্ভবতঃ ইঁহার নামেই গ্রামের নামকরণ হয়।

* ইনি কাঞ্জারী শ্রোত্রিয় নবদ্বীপাধিপতির গুরুবংশীয়া কন্যা বিবাহ করিয়া ধর্ম্মদহ গ্রামে বাস করেন।

রামচরিতমানস

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ভূমিকা সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—পরিশিষ্ট সূচীপত্র

শ্রীশ্রীশঃ শরণম্

গ্রন্থকারের নিবেদন—

বার্দ্ধক্যের ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়োজনে হিন্দি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক-গ্রন্থরূপে সমগ্র তুলসীদাসের গ্রন্থাবলী পাঠের ইচ্ছা প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে বলবতী হয়। তুলসীদাসের রামচরিত-মানসের স্থান যে সর্ব্বোচ্চে, তাহা জানিয়া শ্রদ্ধাভরে পড়িয়া প্রায় এক বৎসরে সমগ্র গ্রন্থ শেষ করি কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়াই যে টুকু আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহাতে যেন অতৃপ্তি রহিয়া গেল। এজন্য চর্ব্বিত-চর্ব্বণের প্রবৃত্তি প্রবলাকার ধারণ করে এবং ইহার আনন্দ একাকী উপভোগ করিয়া যখন অতৃপ্তি রহিয়া গেল তখন পাঁচজনের উপভোগযোগ্য করিবার মানসে কবিতায় অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি হয়। এদেশের কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ যেভাবে একজনে পড়িয়া পাঁচজনকে আনন্দ দান করে; তেমনি তুলসীদাসী রামায়ণও অন্যতম গ্রন্থরূপে বাংলার ভক্ত ও সুধীসমাজে বিস্তারলাভ করুক ইহাই হইয়াছিল মনের উদ্দেশ্য কিন্তু ভক্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাসের ভক্তির উৎস অকবি ও অভক্তের অনুবাদ দ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে না, তাই মূলগ্রন্থকে স্বরূপে বুঝিবার ক্ষমতা যাহাতে পাঠকগণের হয় এবং পাঠকগণ যাঁহারা গানের সুরে মূল আবৃত্তি করিতে চান এবং ছন্দেও অনুরূপ আবৃত্তির সুযোগ পান এজন্য কবিতা, বাংলাশব্দার্থ ও তৎসহ মৌলিক শব্দবোধ সংযোজিত করিয়াছি। কারণ বাংলার বহুশব্দ সংস্কৃতভাষার অনুরূপভাবে বানান করিয়া কথ্য ভাষায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে কিন্তু তুলসীদাস স্বরমাধুর্য্য রক্ষার প্রয়োজনে এবং প্রাকৃত-জনের উচ্চারণ সৌকর্য্যের জন্যও তিনি এমনভাবে বানানের শিথিলতা করিয়াছেন, তাহাতে স্থান বিশেষে ভাষা বুঝিতে একটু কষ্ট পাঠকের প্রথম প্রথম অনেক ক্ষেত্রে হয়। বানানের শিথিলতা বুঝিতে পারিলে সে কষ্ট কম হয় কিন্তু মৌলিক শব্দবোধ সংস্কৃত ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে এবং বাংলা ভাষার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিলে তুলসীদাসের ভাষাও বাংলা-ভাষা-ভাষীর পক্ষে অথবা সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে বোঝা সহজসাধ্য হইবে। ভক্তের অন্তরের উৎস, মূল গ্রন্থ স্বরূপে না বুঝিলে ঠিক্‌ভাবে অনুভব করা যায় না। কেবল অনুবাদ পড়িয়া নিজে এই অসুবিধা বোধ করিয়াছিলাম, সেজন্য পাঠকগণের অর্থ বুঝিতে সহজ হয়, তাহার প্রয়াস করিয়াছি। মূল গ্রন্থের প্রশংসা শ্রেষ্ঠ কবির ভাষাদ্বারা শেষ করা যায় না বা বুঝান যায় না, নিজে রসিক হইয়া বুঝিলেই তবে ঠিক্ বুঝা যাইবে। একটা কথা অন্ততঃ বুঝিয়াছি যে জীবনের অপরাহ্নে অকবিকে কবি হইবার প্রবৃত্তি অন্ততঃ এ গ্রন্থ জন্মাইয়া দিয়াছে। ছন্দিত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের নিবিড় যোগ আছে, তাঁহাদের দৃষ্টি দিয়া দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, আদর্শ রাজধর্ম্ম, আদর্শ পারিবারিক ধর্ম্ম, আদর্শ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, আদর্শ সৌভ্রাত্রধর্ম্ম সহ ভক্তিরহস্য,

ত্যাগ, বৈরাগ্য, সদাচার এবং সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার সহজ ও সরলতম ব্যাখ্যান, যে ইহাতে আছে তাহা প্রত্যেক পাঠক মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন। এমন সহজ ও সরলভাবে, আদর্শকে পরিস্ফুট আর কোন গ্রন্থে করা হইয়াছে, এমন মনে হয় না অন্ততঃ এমন দ্বিতীয় গ্রন্থ পড়িবার সৌভাগ্য লেখকের ঘটে নাই। ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান বহুগ্রন্থে থাকিলেও উপাখ্যানমুখে এমন সরস ও মধুর করিবার ব্যবস্থা আর কোন গ্রন্থে আছে তাহা দেখি নাই।

এই গ্রন্থের পাঠান্তরও কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিয়াছি। শ্লোকের সন্নিবেশও বহু পুস্তকে বিভিন্ন প্রকার। শ্লোক সাজাইবার ব্যবস্থা গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত পুস্তকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে হইয়াছে বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। পাঠও মুখ্যতঃ ঐ পুস্তকের গ্রহণ করিয়াছি। তবে কবির নিগূঢ় অর্থ অনেক সময় একাধিক থাকে। কবিতা-অনুবাদে তাহা প্রকাশ সম্ভব হয় না বলিয়া যে অর্থ অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য তাহাই কবিতায় সন্নিবেশ করিয়াছি।

কবিতা রচনা করিয়া ছাপাইবার সঙ্গতি ছিলনা অথবা বৃদ্ধবয়সে ইহা মুদ্রণ শেষ করিতে পারিব তাহা এখনও মনে করিতে পারিতেছি না কিন্তু কতিপয় সুধীজনের উৎসাহে রামকৃপাপ্রার্থী হইয়া এ কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছি। এ বিষয়ে প্রধানভাবে মহা-মহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দে এম, এ, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই কবিতার রচনা প্রসঙ্গে সুকবি অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ত্রুটি সংশোধন করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

বিনীত—
শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ
'আর্য্যবিদ্যাপীঠ'
৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৯।

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৫
রথযাত্রা দিবস।

গোস্বামী তুলসীদাস রচিত

রামচরিতমানস

ভূমিকা

ভক্ত কবি তুলসীদাসকর্ত্তৃক রচিত **রামচরিতমানস** প্রচলিত ভাষায় **তুলসী-রামায়ণ** নামে পরিচিত। এই বইখানি প্রচলিত হিন্দী ভাষায় লিখিত নহে। আর্য্যাবর্ত্তের কয়েক প্রকারের কথ্য ভাষা যথা—অবধী ভাষা, রোহিলখণ্ডী ভাষা, পূর্ব্বাঞ্চলের ভোজপুরী

ভাষা, কাশীর কথ্য ভাষা, মথুরার ব্রজভাষা, রাজস্থানী ভাষা, তাৎকালিক কথ্য, বাংলা ভাষা, মূল সংস্কৃত ভাষা ও তাহার বহু অপভ্রংশ শব্দ একত্র যোজনা করিয়া তিনি এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীর নিকট তাঁহার প্রাণের আবেদন পৌঁছাইবার জন্য তিনি একজন ভগবৎ-প্রেরিত দূতের ন্যায় ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতীক্ রামচরিত্রকে জনমনের অন্তস্তলে প্রবেশ করাইতে চাহিয়া বহুভাষার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। নিজে অকিঞ্চন হইয়া এক সামাজিক ধর্মরাষ্ট্রগঠনই তাঁহাকে যেন তাঁহাকে এই ভাষা-গঠনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। যে সমাজে প্রত্যেকে স্বধর্ম পালন করে তাহাই ধর্মরাজ্য অথবা রামরাজ্য। বর্ত্তমানে আর্য্যাবর্ত্তের বহু অঞ্চলের জনগণ এই গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থের পর্য্যায়ে আনিয়া তাহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন বা অবশ্য পাঠ্য বা নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া স্থান দেন। বিনা প্রচারে বোধহয় প্রতি বৎসর লক্ষ পুস্তক বিক্রীত হয়। গ্রন্থ খানি ৩০০ বৎসরের পুরাতন হইলেও ইহা একখানি কালজয়ী গ্রন্থ। হিন্দীভাষাভাষিগণ ব্যতীত দেবনাগরী অক্ষরে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাও এই পুস্তকের সমাদর করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহা অনূদিত হইয়াছে। এমন কি বহির্ভারতেও ইহার বহু সমাদর।

কালজয়ী গ্রন্থ ও কালজয়ী মনুষ্য—কালজয়ী মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রন্থ কালজয়ী হয়। কালজয়ী মনুষ্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন আসে, তাহাতে অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ বা অতি জনপ্রিয় ব্যক্তিও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হন। অবশ্য এ বিষয়ে ভারতের একটী বিশেষত্ব আছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের মনুষ্য বা ঐতিহ্য ভারতে নূতন রূপ লইয়া বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় অথবা আরো উজ্জ্বল হয়। ভারত বৈদিক ঋষির জ্ঞানের ভিত্তিতে পরবর্ত্তী কালে তাহার ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে বা আজো তুলিতেছে। বৈদিক ঋষির জ্ঞানের ভিত্তির সহিত সম্পর্কশূন্য ঐতিহ্যকে ভারত গ্রহণ করে নাই। যে টুকু গ্রহণ করে, তাহা পরিপাক করিয়াই গ্রহণ করে। তুলসী রামায়ণে এক প্রাচীনতম আদর্শপুরুষের চরিত্র আশ্রয় করিয়া এমন কালোপযোগী বিশ্লেষণ তুলসীদাস করিয়াছেন যে সর্ব্বশ্রেণীর জনমনে ইহার স্বাভাবিক আবেদন এমন গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করে যে তাহার প্রভাব সকল যুগের জনসমাজকে পবিত্র ও মধুর করিতে পারে।

তুলসীরামায়ণের ইতিবৃত্তাংশ মূল রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইলেও মূল রামায়ণ হইতে ইহা একখানি পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হইবে। কেবল উপাখ্যানাংশেই যে পার্থক্য তাহা নহে, তত্ত্বাংশের বিশ্লেষণও সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার তত্ত্বাংশের বীজ প্রধানতঃ অধ্যাত্মরামায়ণ নামক একখানি পুরাণগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার পুষ্টি বিধান বহু পুস্তক হইতে করা হইয়াছে। শ্রীরামতাপনীয় উপনিষৎ, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, প্রসন্নরাঘব, হনুমন্নাটিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তবে গোস্বামী এই সকল গ্রন্থের

সাহায্যে রামতত্ত্বকে এমনভাবে নিজস্ব রচনাশৈলী দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন যে ইহা চয়নাত্মক গ্রন্থ না হইয়া সকল কালের সকল দেশের উপযোগী একখানি ধর্ম্মগ্রন্থরূপে স্থান পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। যাহার জন্য ইহার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আজও এতাদৃশ ক্রমবর্দ্ধমান সমাদর লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

নূতন ভাষা-গঠন-সূত্র—ভারতের ন্যায় বহুভাষাভাষী জনগণের একটী সাধারণ ভাষা গঠন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ভাষার শিথিলতাতে যেমন দোষ, ভাষার কাঠিন্যে ও নাগপাশ বন্ধনেও তেমনি দোষ। জন সাধারণ ও শিক্ষিত সাধারণ উভয়ের গ্রহণযোগ্য মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বনে সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হয়। তুলসীদাস তাৎকলিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার পুস্তকে বহুভাষার সমন্বয়াত্মক তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া এই সহজ ভাষা গঠন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হিন্দিভাষার শিথিলতা দোষ এবং সংস্কৃতভাষার কাঠিন্য ও নাগপাশ-বন্ধন দোষ পরিহার করিয়া নূতন ভাষা গঠন যে সম্ভব, তাহার পথপ্রদর্শক-রূপে আমরা তুলসী রামায়ণকে ধরিতে পারি। সমগ্র ভারতের পক্ষে সমন্বয়াত্মক একটী ভাষা সংস্কৃতকোষগ্রন্থের আশ্রয়ে তুলসীদাসী নীতিতে হওয়ার সম্ভাব্যতা আছে। তুলসী রামায়ণের ভাষাসূত্র সেই নূতন ভাষা গঠনের সন্ধান দিতে পারে। তুলসীরামায়ণের ভারতব্যাপী প্রবর্ত্তনে সেই কার্য্য সুগম হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। ভাষার বিকাশে মনস্তত্ত্বের একটা বৃহৎ স্থান আছে। ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে রামায়ণ মহাভারতাদি বহু সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ঐ ভিত্তিতে তুলসী রামায়ণও রচিত। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা গঠন কোন বহুজনপ্রিয় পুস্তকের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করিতে তুলসী রামায়ণ সমধিক উপযোগী। আজ জড়বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষাকেও নূতন রাষ্ট্রভাষার সহিত সমন্বয়ের প্রয়োজনও আছে। তুলসীরামায়ণের ভাষাগঠন গবেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখিলে দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে সহজতর যে এক নূতন সংস্কৃত ভাষা গঠন করা যায়, তাহা তুলসী রামায়ণ পড়িলে ভালই বুঝা যাইবে।

তুলসীরামায়ণে ভক্তিবাদ—ভারতের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহামানব কালধর্ম্মের উপযোগী করিয়া অতীত ঐতিহ্যের বিকাশ সাধন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করিয়া বেদ, উপনিষৎ ও গীতা সাহায্যে যে ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রত্যেক পল্লীতে বা নগরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাদ্বারা ভক্তি ও ত্যাগ তত্ত্বের রূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মায়াবাদ বা ব্রহ্মবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন এবং বৌদ্ধমত বেদবাহ্য মত বলিয়া সাধারণভাবে সমালোচিত হইলেও ত্যাগপূত সেবাধর্ম্ম, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহাতেও ত্যাগপূত প্রচ্ছন্ন ভক্তিসূত্র রহিয়া গিয়াছে। মহামানবগণ জনগণের মনে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইবার সূত্রমাত্র বাহির করেন। বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম হইতে এবং শঙ্করের ব্যাপক শিবপূজার

প্রতিষ্ঠা হইতে ভক্তিসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভক্তিবাদী শঠকোপ বা সেই সম্প্রদায়ের রামানুজাচার্য্য বা জগদ্‌গুরু রামানন্দ ভক্তিতত্ত্বকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রাচীন আর্য্যগণের অধ্যাত্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যান করিয়া জনসমাজের মধ্যে ত্যাগপূত সেবাধর্ম্মেরই প্রচার করিয়াছেন। কারণ পরবর্ত্তী কালে এই তত্ত্ব গ্রহণের উপযোগী মন অধিক প্রকট হইয়াছিল। যজ্ঞের ধূমে ঋষিযুগের ত্যাগপূত সেবাধর্ম্ম মলিন হইলে তথাগত বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব, বৌদ্ধের প্রভাব মলিন হইলে শঙ্করের আবির্ভাব। শঠকোপ, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের অন্তর্নিহিত ভক্তিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভক্তিবাদের মাধ্যমে জগদ্‌গুরু রামানন্দের দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে রামায়ণের ব্যাপক প্রচার হয়। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকযুগে অধ্যাত্মরামায়ণ হরপার্ব্বতী-মুখে রামায়ণের ইতিবৃত্ত আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অধ্যাত্মরামায়ণে শিবকে রামভক্ত বলা হইয়াছে। এই ভক্তিবাদে রামনাম প্রচারে ভক্ত রামানন্দ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে বাংলার চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম প্রচারদ্বারা ভক্তিবাদ সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তুলসীদাসের রামনাম প্রচারের মাধ্যমে ভক্তিবাদ প্রচার একই ভক্তিবাদের প্রকারভেদ মাত্র। তুলসীদাসের ভক্তিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য তুলসী রামায়ণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্‌গুরু রামানন্দ, চৈতন্যদেব ও তুলসীদাস নামতত্ত্বের মহিমা প্রচার করিয়াছেন।

তুলসীর শিব, হনুমান, লক্ষ্মণ, ভরত, বিভীষণ ভক্তিতত্ত্বের এক একটী রূপ, এমন কি তুলসীর নারদও ভক্তিতত্ত্বের এক বিচিত্র নিদর্শন: সকলেই রামভক্ত কিন্তু বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত নহেন। সর্ব্বত্যাগী শিব হইয়া রামতত্ত্বে প্রবেশের অধিকার তুলসী অতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভরতের অহেতুকী ভক্তির নিদর্শন সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। লক্ষ্মণের ভক্তি রামানুগামী হইলেও অতিভক্তি মাঝে মাঝে রামকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিত। হনুমানের নিরভিমানাত্মক আত্মহারা ভক্তি সর্ব্বদা প্রভুর সেবায় নিরত ছিল। এইরূপ নারদের বিষ্ণুভক্তি তুলসীর লেখনীতে অতি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ বিভীষণ ও সীতার যে ভক্তি তাহারও এক একটা বিশিষ্টতা আছে। অধিকারিভেদে ভক্তির বৈচিত্র্য তুলসী এমন মধুরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে তুলসী-রামায়ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে।

তুলসীরামায়ণে শিবতত্ত্ব—তুলসীর নামতত্ত্বের সহজ ও সরল বিশ্লেষণ শিবতত্ত্বের মধ্য দিয়া অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তুলসীর শিব অবিরাম রামনাম জপে রত। সর্ব্বত্যাগী শিব হইয়াই রামতত্ত্বকে বুঝিতে হয়। আর রামতত্ত্ব বুঝিতে নামতত্ত্বই সবচেয়ে বড়। নামকে অবিরাম অনুধ্যান করিতে করিতে নামীর সকল গুণ উচ্চাঙ্গের ভক্তের মনে অভিব্যক্ত হয়। এইভাবে নাম ও নামীর একত্ব সাধনে ভক্তির পরাকাষ্ঠা। তবে রামচরিত্রকে বোধগম্য করা যে অতি দুরূহ, তাহা তুলসীর বর্ণিত সতীচরিত্র এবং

ভরদ্বাজচরিত্র হইতে বুঝা যায়। নামের মাধ্যমে সেই পথ সুগম হয়। শিব হইলে তবে ঠিক্ রামতত্ত্বকে বুঝা যায়। মূল রামায়ণে শিবতত্ত্বের কোন উল্লেখ নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণে শিব যে রামের উপাসক, এই কথাই বলা হইয়াছে। এই শিবতত্ত্বের বীজ তুলসীদাস সেখান হইতে আহরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তাঁহার বিশ্লেষণের বিশেষত্ব এই যে, শিবের আদর্শে জগতের সকল বিষয়ভোগমুক্ত হইয়া রামনামে মজিয়া না গেলে সতীর ন্যায় বা ভরদ্বাজের ন্যায় সন্দেহদোলায় দুলিতে হইবে। সমালোচকের দৃষ্টিতে রামকে সাধারণ মানুষ মনে করিয়া যে সমস্ত আলোড়ন মনে জাগে, তাহাতে মানুষমাত্রকে ক্ষেত্রবিশেষে রামচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবর্ত্তিত করে। অথবা তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে অনুভূতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাহার সমাধানের জন্য শিবতত্ত্ব একমাত্র অবলম্বন ইহাই তুলসী শিবতত্ত্বে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায় শিবকে মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং শিবের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যসূত্র আছে। তুলসী রামায়ণ এই দিক্ দিয়া সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকগণ শিবের সহিত মহাকালীর সংযোগ সাধন করিয়া শিবের গুণাতীত রূপের পরিচয় দিয়াছেন। আবার শৈব সম্প্রদায় শিবের সহিত সতীর সংযোগ সাধন করিয়া যোগাগ্নিদগ্ধ সতীকে শিবমস্তকে চড়াইয়া তাণ্ডবের কল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে পৃথিবী কম্পিত হইলে নারায়ণ ৫১ খণ্ডে সে দেহ খণ্ডিত করিয়া সমগ্র ভারতে ৫১ পীঠ স্থাপন করিয়া আর্য্যভূমি ও অনার্য্যভূমি ভেদ উঠাইয়া এক বিশাল ভারত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ঐক্যসূত্র স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য সর্ব্বত্যাগী শিব ভারতের সকল দেশে সমানভাবে পূজা পাইবার যোগ্য। শিবপত্নী সতী যোগাগ্নিতে দেহ ভস্ম করিয়া পার্ব্বতীরূপে শিবভক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত রামের উপাসক হইয়াছেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের এই জটিল প্রশ্নের সমাধানকল্পে নামই যে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব তাহা তুলসীদাস শিবতত্ত্বের মাধ্যমে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উচ্চাঙ্গের ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে এজন্য তুলসীদাসী রামায়ণ ধর্ম্মগ্রন্থ।

তুলসীরামায়ণে অধ্যাত্মতত্ত্ব—তুলসীরামায়ণের অধ্যাত্মতত্ত্ব মুখ্যতঃ ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া বিকসিত হইয়াছে। ইহার বীজ প্রধানতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইলেও অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ব্যাপারে তুলসীদাস নিজস্ব পথ অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইতিবৃত্তাংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনেক কিছু সঙ্গতি আছে। তুলসীরামায়ণেও তেমনি আছে। আবার তুলসীদাস দ্বৈতবাদের ভিত্তিভূমিতে অদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অধ্যাত্মরামায়ণে অদ্বৈতবাদের দ্বৈতব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তুলসী রামায়ণে রামকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সগুণরূপে মায়া মনুষ্যাকারে মানুষের সুখ দুঃখ বিনাশের জন্য আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ফলে রামানুজসম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অথবা চৈতন্য মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের তত্ত্বগত জটিলতা তুলসী রামায়ণে নাই। সকল ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় নামের প্রাধান্য দেওয়া হইলেও তুলসী তাহা সহজ সরল ভাষায়

করিয়াছেন, যাহা সহজে ভক্তের মনে রেখাপাত করে। যথাযথভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া রামের জীবনচরিতকে যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে নির্গুণ ব্রহ্মরূপী রামের সগুণ মূর্ত্তিকে অনুভব করা যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম মানুষের জীবন-চরিতের মাঝে সগুণ হয় ইহার মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই। সর্ব্বত্যাগী শিব হইয়া এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিলে তবে এই অভেদজ্ঞান পরিপক্ব হয়। রামের যে নৃপরূপে অবস্থিতি, তাহা বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ চক্ষুতে মানুষোচিত বহু ত্রুটির সন্ধান দেয়, যার জন্য সতীর ও ভরদ্বাজের সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু কাকভুষুণ্ডির বা যাজ্ঞবল্ক্যের সন্দেহ ছিল না। এই তত্ত্ব বহু পরীক্ষার পরে শিব ভবানীকে বুঝাইয়াছিলেন এবং কাকভুষুণ্ডি ও যাজ্ঞবল্ক্য তাহা শুনিয়াছিলেন। তুলসীদাস পরম ভক্তের দৃষ্টিতে রামের এই নির্গুণ তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানুষের অভিমান ও ভগবৎসৃষ্ট মায়া স্বরূপে রামকে চিনিতে দেয় না। বাস্তবিক অভিমানের অতীত হইলে এবং সর্ব্বতোভাবে মন অবিদ্যামুক্ত হইলে তখন ভগবানের করুণা যথাবিধি বর্ষিত হয় এবং সগুণ রামে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গ ও রামনামজপই এই উদ্দেশ্যে প্রধান অবলম্বন। ক্রোধাদি রিপু ও মায়া দ্বৈতবুদ্ধি আনে। মায়াবিবশ হইয়াই মানুষ ঈশ্বরকে জীব বলিয়া ভুল করে। অসাধুসঙ্গ পরনিন্দা প্রভৃতিদ্বারা ঈশ্বরকে স্বরূপে বুঝা যায় না। বিষয়বুদ্ধিতে মন আসক্ত থাকে বলিয়া ঈশ্বরকে স্বরূপে উপলব্ধি করা যায় না। সাধারণ জীব শোক, হর্ষ, ভয় প্রীতি, বিয়োগ প্রভৃতি রোগে অহরহ ভুগিতেছে। ফলে ঈশ্বরানুভূতি বা আত্মসুখ তাঁহাদের দুষ্প্রাপ্য হয়। তাই শিব হইয়া রঘুপতি কথা শুনিলেই তবে সগুণ রাম নির্গুণের রূপ ধারণ করে। তুলসীর অধ্যাত্মতত্ত্বের এই সহজ ও সরল রূপ যাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এমন সহজ ও সরল ব্যাখ্যা কোন গ্রন্থে নাই।

বাল্মীকি রামায়ণে রামকে প্রজাপতিসম, বীর্য্যে বিষ্ণুসদৃশ বলা হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে তাঁহাকে ভগবান্ নারায়ণ ও পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে রামকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। তাঁহাকে পরম পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তিনি মায়ারূপে প্রকাশ্যমান জগৎ—তাহাই হইল প্রকৃতি, চুম্বক প্রস্তরের নিকট লোহের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে। **অধ্যাত্ম রামায়ণের** সীতাই যেন প্রকৃতি, পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়া সৃষ্টিক্রিয়া চলে। পুরুষবাচক দেবতার সহিত রামের সমন্বয় করিয়া স্ত্রীবাচক যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সহিত সীতার সমন্বয় করিয়া নারদ প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অধ্যাত্ম রামায়ণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের অব্যক্ত ও মহান্, এবং অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস দৃষ্টিতে এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতত্ত্বে ব্যাখ্যা অগস্ত্যমুখে অরণ্যকাণ্ডে রামের নিকট করা হইয়াছে। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, স্বয়ংপ্রভা সুগ্রীব, বালি, হনুমান, নারদ, মন্দোদরী, ব্রহ্মা, ভরদ্বাজ, কৌশল্যা—সকলেই অধ্যাত্মরামায়ণে রামকে পরমব্রহ্ম বলিয়াছেন অথবা বিষ্ণু ও নারায়ণের সমপর্য্যায়ে আনিয়াছেন। বিরিঞ্চি, প্রজাপতি, শিব প্রভৃতি তাঁহার গৌণরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনিই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদিরূপে

অবতীর্ণ হন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন। এই যাবতীয় সৃষ্টি মায়াসৃষ্ট। সত্ত্ব, রজ, তম, গুণদ্বারা ইহা সকল কর্ম্মে সাধিত হয়। রাম এ সকলের অতীত। অদ্বৈতবাদের এই দ্বৈতব্যাখ্যা অধ্যাত্মরামায়ণ করিয়াছেন।

তুলসী এই তত্ত্বকে সহজতর ও সরলতর ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তিমার্গের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যাতে নির্গুণতত্ত্বও বাদ যায় নাই। রামায়ণ বহু দেখা যায় তুলসী বলিয়াছেন। জৈনগণ লিখিত কানাড়ি ভাষায় পম্পা রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, ভুষুণ্ডি রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামাণান্তর্গত রামগীতা যাহা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল—তাহারই উল্লেখ অন্যভাবে তিনি করিয়াছেন। রামসীতা বাদ দিয়া কোন রামায়ণ লিখিত হয় নাই।

কাল—রামচন্দ্রের কালপ্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি দৃষ্টে তাহা বুঝা যায়। পরম্পরাগত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের পৌর্ব্বাপর্য্যের কথা সকলে জানে। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র এবং দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভারতের সকল প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে মহাভারতের যুদ্ধ এবং তাহার পূর্ব্বে রামায়ণের কথা আছে। মহাভারতে রামায়ণের আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মহাভারতে রামায়ণের শ্লোকবিশেষের উল্লেখ দেখিয়া মনে করা যায় যে দ্বাপরযুগ আরম্ভের পূর্ব্বেই রামায়ণ রচিত হইয়াছে। মহাভারতের যুদ্ধকাল এবং যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম তারিখ প্রভৃতি ব্যাপারে মহা-মহোপাধ্যায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহাভারতের লিখিত প্রমাণ হইতে যে সমস্ত বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে পাঁচ সহস্র পূর্ব্বে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছে ধরিয়া লইলে রামায়ণ যে তাহারও পূর্ব্বে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক—পুস্তকের উপাখ্যানাংশের রূপকের ব্যাখ্যা যিনি যে ভাবেই করুন, সামাজিক জীবনের আদর্শকে বিভিন্ন প্রকারে উন্নীত করিতে তুলসী রামায়ণের স্থান সর্ব্বোচ্চে। উপাখ্যান দ্বারা ইতিবৃত্তের তত্ত্বসমূহকে বিশ্লেষণার্থ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যানের যে শৈলী প্রাচীন কাল হইতে ভারতে অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে এখানেও সেই ভাবে তাহা করা হইয়াছে। সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেণীর লোক ইহার শিক্ষণীয় অংশকে গ্রহণ করিয়া সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে ধন্য করিতে পারেন। তুলসী-রামায়ণের অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ উত্তরকাণ্ডে কাকভুষুণ্ডি মুখে করা হইয়াছে। কাকভুষুণ্ডির রূপককে যিনি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন সমগ্র রামচরিতমানসে তাহার বক্তব্য বিষয়ই লোকশিক্ষার প্রধান উপাদান। তবে অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিবর্গ অতি সহজ ভাষায় উত্তরকাণ্ডে তাঁহার বিবৃতি হইতে রামতত্ত্ব ভালই বুঝিতে পারিবেন।

যুদ্ধ জয় করিয়া লঙ্কা হইতে রাম অযোধ্যায় ফিরিলে শিব তাঁহাকে স্তুতি করিয়া হিমাচলে গমন করেন এবং কাকভুষুণ্ডিকে সর্ব্বকালের জন্য রামতত্ত্ব শুনাইতে রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই তুলসীদাসের আখ্যায়িকার শেষ। মূলরামায়ণের সীতাত্যাগ

লক্ষ্মণ-বর্জনাদি বেদনাত্মক চিত্র তুলসীদাসের রামায়ণে নাই। উত্তরকাণ্ডে জানকীর দুই পুত্র লব কুশের উল্লেখমাত্র আছে। তুলসী তাহাদের বিনয়ী, সর্বগুণাকর ও রামমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাকভুসুণ্ডির বর্ণনাকালে কোন স্থানে 'গরুড় শুন' কোন স্থানে 'পার্বতী শুন' এইরূপ লিখিত আছে। যদিও কাকভুসুণ্ডি ব্যাপারটী গরুড়কে শুনাইতেছেন, তথাপি 'পার্বতী শুন' এই কথা দ্বারা মনে হয়, শিব যে সরল ভাষায় পার্বতীকে রামতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন সেই ভাষাই কাকভুসুণ্ডি ব্যবহার করিয়াছেন। শিব কাকভুসুণ্ডিকে ও পার্বতীকে শুনাইয়াছেন। তুলসীদাস সর্বত্যাগী শিব হইয়া যোগ্য অধিকারীর জন্য সর্বযুগোপযোগী এই সরল বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার আংশিক উপলব্ধিতেও জাতির ও সমাজের বহু কল্যাণ হইবে।

উপসংহার—আজ অনন্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী দেশসমূহ অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতেছে। বাহিরের ঐশ্বর্য্য জাতির শান্তি বা আন্তর্জাতিক শান্তির কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিতে, পরিবারে, সমাজে, প্রদেশে এমন কি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তির আবহাওয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। মাত্র দশ বৎসর মধ্যে এক যিশুখৃষ্টধর্মীয় দুইটী পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হইল তাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বরং শান্তির পথ ব্যাহত হইয়াছে। তৃতীয় যুদ্ধ যেন আগতপ্রায়। ভারত অকৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা তাহা বাধা দিতে চেষ্টা করিলেও তাহার ভিত্তিভূমি ভারতীয় আদর্শের বাক্যমাত্র বহন করে। অধ্যাত্মভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সমাজ পাশ্চাত্য আদর্শে ভোগপ্রবণ ও বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিতেছে। জড়বিজ্ঞানের শিথিল ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া ভারত বিশ্বের পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞানাভিমানী বর্তমানের নেতৃস্থানীয় গরুড়গণকে কাকভুসুণ্ডিরূপী তুলসীদাসের পাদমূলে বসিয়া ভোগপ্রবণ কর্মধারাকে ত্যাগপ্রবণ করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিলে ভারতের ঐতিহ্য প্রকৃত রক্ষিত হইবে; অন্যের পথপ্রদর্শকও হইতে পারিবে। এতদর্থে ভারতের প্রতি পরিবারে রামচরিতমানসের বীজ বপন করিতে হইবে। জাতির মানসিক পরিবর্তন না করিতে পারিলে কেবল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিদ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। তাঁহারাই বিশ্বসমস্যা সমাধানের হোতা হইবেন যাঁহারা প্রকৃত রামতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমাজ গড়িবেন। ভারতের বহু মহামানব এই কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন পরেও করিবেন। ইদানীন্তন যুগে মহাত্মা গান্ধী ও যুগাবতার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন। আজ তাহার বীজ থাকিলেও ক্ষেত্র ক্রম ঊষর হইতেছে। ভারতের প্রতি ঘরে রামচরিতমানসসরের বারি বর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রকে যথাযথ সিক্ত করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পাইবে। আজও রামতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্যপালন করিলে রামরাজ্য হয়। অন্তরে বাহিরে অকিঞ্চন মনোবৃত্তির পোষণেই সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃত সত্ত্বগুণের আদর্শ প্রতিষ্ঠাদ্বারা ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়া পরস্পরের মধ্যে অর্থবণ্টনশুচিতার ব্যবস্থা না করিলে আদর্শ রাষ্ট্র বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। শেষপর্য্যন্ত নানাপ্রকারে অন্তর্দ্বন্দের সৃষ্টি করে। জনমনকে সচেতন রাখিতে রামচরিতমানসের ন্যায় গ্রন্থের বহুল প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

তুলসীরামায়ণে রস ও ছন্দ পরিচয়

এইবার তুলসী রামায়ণে রাম ও ছন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। প্রথমে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে বর্ণ, অর্থ, রস ও ছন্দের আদি সাধক সরস্বতী ও গণপতিকে তুলসীদাস প্রণাম জানাইতেছেন। কাব্যরচনায় ইহাদিগের প্রয়োজন থাকিবেই। স্বরব্যঞ্জনাত্মক বর্ণ ও তাহাদের অর্থসঙ্গতি কথা বলিতেই প্রয়োজন হয় কিন্তু কবিতা লিখিতে রস ও ছন্দের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। রসপ্রসঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে অলঙ্কারও আসিয়া পড়ে। তুলসীদাস ছন্দ, রস ও অলঙ্কারের প্রয়োগে যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহা যে কোন রসিক কবি এ পুস্তক পড়িলে অনুভব করিবেন। তাঁহার ছন্দের এমন মাধুর্য্য যে তাঁহার এই কবিতা গানের সুরে যথাবিধি গীত হইলে মানুষ অর্থ না বুঝিয়াও ভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। রসের আলোচনা ভালভাবে করিতে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তবে সংক্ষেপে বলি যে ভোজনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে, যেমন মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় রসের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয় এবং সুনিপুণ পাচক তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারেন। তেমনি মানুষের মনে সুপ্তভাবে যে প্রেম, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা, নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য স্থায়িভাবে নিগূঢ় থাকে, তাহা হইতে যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও শান্ত ভাবের উদয় হয়। তাহার আশ্রয়েই কাব্য। রসসৃষ্টি কাব্যের প্রাণ। এমন কি ভয়, ঘৃণা, গ্লানি আদি গুণের সাক্ষাৎ অনুভব আনন্দপ্রদ না হইলেও কাব্যে উপলব্ধ রসাত্মক এই সকল গুণের অনুভব আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। কারণ এই অনুভবের এমন একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে যে অনুভবকালে অনুভবকর্ত্তা তন্ময়তাবশে আপনার ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। এই কায়িক ভাব হইতে মনের জন্মগত বা সংস্কারগত বিবিধ মনোবৃত্তির উদয় হইয়া কখন যেমন স্থায়িভাবের সৃষ্টি করে, কখন সঞ্চারী ভাবের সৃষ্টি করে, সাময়িক ভাবে আসে বা যায়। এই প্রকারে উপর্য্যুক্ত নয়টী রসের কাহারো মতে বাৎসল্যসহ দশটী রসের উদ্ভব হয়। তুলসীরামায়ণে সকল রসের সমন্বয় এমন অদ্ভুতভাবে আছে যে তাহা সকল শ্রেণীর পাঠকের চিত্ত মনের অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করে এবং উপাখ্যান বা রূপকও ইতিহাসের রূপ লয়। যার জন্য হরগৌরী বিবাহ এবং বিষ্ণুকল্পিত নারদের মায়া স্বয়ম্বরেও উপস্থিত হইবার বাসনা মনে মনে উদ্দীপ্ত হয়। যদিও নিজ দীনতা প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁহার অলঙ্কার, ছন্দ, ভাবভেদ, রসভেদ প্রভৃতি কিছুর বোধ নাই ইহা তিনি লিখিয়াছেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহার বিপরীতই দেখা যায়। বাস্তবিক একজন অকিঞ্চন ভক্তে যে এত গুণের একত্র সমাবেশ, তাহা এক তুলসীদাসেই দেখা যায়। ইহার সুষ্ঠু পরিবেশন করিতে গেলে একখানি পৃথক্ গ্রন্থ রচিত হয়।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে কবিতা পদ্যে লিখিত হইয়া আসিতেছে। কবিতা গদ্যে বা পদ্যে হইতে পারে কিন্তু পদ্যবদ্ধ কবিতার সৌন্দর্য্য অধিক। এজন্য পদ্য ও ছন্দ একার্থবাচী বলা চলে। প্রথম ছন্দশাস্ত্র-রচয়িতা পিঙ্গলাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ-সূত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা, হিন্দী, বা অন্য প্রাদেশিকভাষাতে অল্পাধিক তাহা অনুবর্ত্তন করা হয়।

প্রত্যেক ছন্দে সাধারণতঃ চারিটী চরণ থাকে, তাহাকে পদ বা পাদ বলা হয়। একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণ বা মাত্রাদ্বারা চরণ নিরূপিত হয়। চারিটী চরণ কখন দুই পংক্তিতে, কখন বা চারিটী পংক্তিতে লেখা হয়। কোন ছন্দে ছয় চরণ থাকে। হিন্দিতে তাহাকে 'ছপ্পয়' বলা চলে। তুলসী রামায়ণে দুইটী দোহার মধ্যস্থলে একটী চৌপাই ও শেষাংশ ২টী চরণ ধরিয়া ছপ্পয় বলা চলে, তাহা প্রধানতঃ চৌপাইএর অংশ বলিয়া চৌপাই বলাও চলে। যে ছন্দে বর্ণের সংখ্যার নিয়ম অনুবর্ত্তন করা হয়, তাহা বর্ণবৃত্ত ছন্দ আর যে ছন্দে মাত্রাসংখ্যার অনুবর্ত্তন করা হয়, তাহা মাত্রিক ছন্দ। তুলসীদাস মাত্রিক ছন্দের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। একটী হ্রস্বস্বরযুক্ত বর্ণ একমাত্রা, দীর্ঘস্বরযুক্ত দ্বিমাত্রা সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ, অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্ত শব্দও দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রিক।

তুলসীদাস রামায়ণে মুখ্যতঃ চোপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দগীতিকা এই চারি প্রকার মাত্রিক ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা পদ্য অনুবাদে অনুরূপ ভাবে বর্ণবৃত্ত ছন্দ করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় মাত্রিক ছন্দ কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না; তবে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ এদিকেও লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন।

চৌপাই—চারি চরণের প্রতি চরণে ১৬ মাত্রা। অন্তে হ্রস্ব-বৃদ্ধি-হ্রস্ব থাকিলে ঐ ছন্দ শ্রুতিকটু হয়। এজন্য বৃদ্ধিমাত্রারূপে শেষে দীর্ঘ মাত্রার সুর রক্ষা করিয়া, পড়িতে হয়। বঙ্গানুবাদে চতুর্দ্দশপদী পয়ারে তাহা লিখিত হইয়াছে।

দোহা—চারি চরণের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৩ মাত্রা, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১১ মাত্রা প্রতি ছত্রে ২৪ মাত্রা। প্রথম ও তৃতীয়ের আদিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-হ্রস্ব থাকিবে না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের অন্তে লঘুমাত্রার প্রয়োজন। পাঠভঙ্গি তদনুরূপ হইবে। বঙ্গানুবাদের দ্বাদশ অক্ষরে যতি দিয়া পরবর্ত্তী ১০ অক্ষরে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ আক্ষরিক মিলে শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে শেষ অক্ষরে মিল রাখা হইয়াছে।

সোরঠা—প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৩ মাত্রা। মোট প্রতি ছত্রে ২৪ মাত্রা। দোহার ঠিক বিপরীত সোরঠা। সোরঠার ১১ মাত্রার শেষে আক্ষরিক মিল প্রথম ও তৃতীয় চরণে থাকে। দোহাক্ষেত্রে আক্ষরিক মিল দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে থাকে। বঙ্গানুবাদের আক্ষরিক ছন্দে প্রতি চরণে ১২টী অক্ষর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় চরণের শেষ অক্ষরে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষ অক্ষরে মিল রাখা হইয়াছে।

ছন্দ (হরি-গীতিকা)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১৬ মাত্রা। দ্বিতীয় ও চতুর্থে ১২ মাত্রার অন্তে ক্রমশঃ এক হ্রস্ব এক দীর্ঘ মাত্রা হয়। বঙ্গানুবাদে ১২ অক্ষরে যতি দিয়া মোট ২৪ অক্ষরে দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ শেষ করা হইয়াছে। কতিপয় চৌপায়ের শেষে সোরঠা বা দোহা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় আছে। আবার ভাবাবেগে তুলসীদাস চৌপাই কয়েকটী লিখিবার পরে এক বা একাধিক ছন্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন।

ভক্তপ্রবর তুলসীদাস নিজের জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বা লিখেন নাই। তিনি নিজেকে দীনাতিদীন মূঢ় প্রাকৃতজন বলিয়াই মনে করিতেন। নিজের জীবনচরিত বর্ণনা নিরর্থক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। প্রভু রামচন্দ্রের চরিত দিয়া তাঁহার হৃদয়ের সবটুকু স্থান পূরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি রামনাম ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ নামগ্রহণে নামীর সকল গুণ হৃদয়কে অধিকার করে ইহাতেই ছিল তাঁহার রামনামব্রতের মর্য্যাদা। তাঁহার সাধনা 'রাম হ'তে নাম বড়' এই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ধারাবাহিক জীবনীর ইতিহাস সঙ্কলন কঠিন। তবে কিম্বদন্তীরূপে তাঁহার জীবনকথা যাহা চলিয়া আসিয়াছে, আর তাঁহার নিবিড় সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের লিখিত কোন ইতিহাস অথবা তাঁহার রচিত কতিপয় পুস্তক যাহাতে তাঁহার সুখদুঃখের কথা বলিয়াছেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার 'রামচরিতমানস' তাঁহার মনের কথার ইঙ্গিত দেয়। তাঁহার সমসাময়িক লেখক নাভাজী (ভক্তমালগ্রন্থপ্রণেতা) এবং তাঁহার স্বরচিত হনুমানবাহুক তাঁহার ব্যক্তিগত ইতিহাসের কিছু পরিচয় দেয়।

তাঁহার জন্মশকাব্দ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস হইতে প্রকাশিত রামচরিতমানসের ভূমিকায় ১৫৫৪ বিক্রমাব্দে তাঁহার জন্ম অর্থাৎ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে। অধ্যাত্ম-রামায়ণের ভূমিকাতে ডক্টর প্রবোধ বাগ্‌চি মহাশয় ১৫৮৮ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম বৎসর বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্রাট আকবর (রাজত্বকাল ১৫৫৬—১৬০৫) এবং তাঁহার রাজস্বসচিব রাজা তোডরমল্ল তুলসীদাসের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার স্বলিখিত দোহা অনুসারে তাঁহার রামচরিতমানস রচনাকাল ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। সে সময় এক মতে তাঁহার বয়স ৭৬ অন্যমতে ৪৩ বর্ষ। রামচরিতমানসের রচনাশৈলী ও কাব্য-প্রতিভা দেখিয়া তাহা বৃদ্ধবয়সে লিখিত হইয়াছিল এ কথা মনে হয় না বরং মনে হয় যৌবন বয়সে ভিন্ন এমন কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয় না এজন্য ডক্টর বাগ্‌চি মহাশয়ের মতই অধিকতর সমর্থনযোগ্য। পণ্ডিত নারায়ণপ্রসাদ মিশ্র লিখিত পুস্তকে লিখিত জন্মকালও ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।

প্রয়াগের নিকট বাঁদা জেলার রাজাপুর গ্রামে আত্মারাম দুবে নামক এক প্রতিষ্ঠিত সরযূপারীণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম হুলসী দেবী। তাঁহাদের পুত্র 'রামবোলা' পরে গোস্বামী তুলসীদাস নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে তুলসীর জন্ম সময়ে স্বাভাবিক ক্রন্দনধ্বনি হয় নাই। তাঁহার প্রথম শব্দ রামরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম 'রামবোলা' দেওয়া হয়। ৩২টী দাঁতসহ তাহার জন্ম হয়। জ্যোতিষমতে ইহাতে পরিবারে অশুভ সূচনার ইঙ্গিতে নবজাতশিশুকে এক দাসীসহ মাতুল ভবনে প্রেরণ করা হয়। পরের দিনে সূতিকাগৃহে মাতার মৃত্যু হয়। চুনিয়া নাম্নী দাসী পাঁচ বৎসর তাঁহাকে প্রতিপালন করে। পরে তাহারও দেহান্তর

হয়। নিরাশ্রয় বালক দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দিনপাত করিতে থাকে। অতঃপর রামশৈলে অবস্থিত অনন্তানন্দের শিষ্য নরহরি আনন্দ ভগবৎপ্রেরণায় তাহার ভার গ্রহণ করেন এবং উপনয়ন সংস্কারান্তে বালককে রামমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। তিনি নিজেই বালককে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। তাঁহার এমন তীক্ষ্ণ মেধা ছিল যে কিছু একবার শুনিলে তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। এখান হইতে তিনি গুরু নরহরি সহ শূকর ক্ষেত্রে (বর্ত্তমান সোঁরো) পৌছেন। সেখান নরহরি তাহাকে রামচরিত শুনান। কিছুদিন পরে তুলসীদাস অধ্যাপক সনাতন সমীপে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালাভ সমাপ্ত করিয়া নিজ্ জন্মভূমিতে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার সমস্ত পরিবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে পিতৃপিতামহের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সকলকে রামকথা শুনাইতে থাকেন।

দীনবন্ধুপাঠকের কন্যা রত্নাবলীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অস্বাভাবিক ভাবে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী ছিলেন যার জন্য স্ত্রীকে পিতৃগৃহে পাঠাইতেন না। সকলে তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিত বলিয়া স্ত্রী কুণ্ঠাবোধ করিতেন। একবার তাঁহার স্ত্রীর মাতা পীড়িত হইলে স্ত্রী ভাইসহ পিত্রালয়ে যান। যাইবার সময়ে স্বামীকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু অনুরাগাতিশয্যে তুলসী তাঁহার পিছু পিছু যাত্রা করেন এবং স্ত্রীর শিবিকা পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন। স্ত্রী পৌছিবামাত্র স্বামীকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া ধিক্কারজনক বাক্যে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন—'অস্থিচর্ম্মময় এই দেহের প্রতি তোমার এই অনুরাগে ধিক্! যদি ইহার অর্দ্ধেক অনুরাগ রামের প্রতি থাকিত তবে তোমাকে ভবদুঃখ ভোগ করিতে হইত না।' এই ব্যাপারে তাঁহার যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহাতে ঐস্থান ত্যাগ করিয়া চিত্রকূট, মথুরা, প্রয়াগ, শূকরক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাশীতে পৌছিয়া সকলকে রামকথা শুনাইতে থাকেন। কিম্বদন্তী আছে, যে পথে তিনি প্রত্যহ প্রাতে শৌচার্থ গমন করিতেন সেইপথে ফিরিবার কালে একটী বৃক্ষে শৌচাবশিষ্ট জল সিঞ্চন করিতেন। সেই বৃক্ষে এক প্রেত বাস করিত। সেই প্রেত তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলেন—তোমার নিয়মিত জলসিঞ্চনে প্রীত হইয়াছি তুমি কিছু বর চাও আমি তাহা দিব। তিনি রামদর্শনলাভ বর প্রার্থনা করেন। প্রেত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া হনুমানজীর সন্ধান দেন এবং হনুমানজী রামের দর্শন করাইতে পারিবেন তাহাও বলিয়া দেন। প্রেতের কথামত হনুমানজীর দর্শনলাভ সম্ভব হয়। হনুমানজী চিত্রকূটে রামের দর্শন হইবে একথা তুলসীদাসকে বলেন। অতঃপর হনুমানজীর কথামত তুলসীদাস চিত্রকূটে রামঘাটে আসন নির্দ্দিষ্ট করেন। এখানে একদিন ভ্রমণকালে তুলসীদাস ধনুর্ব্বাণধারী দুইটী কুমারকে দেখিতে পান এবং দেখিয়া মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম হন। অতঃপর হনুমানজী এই রহস্য ভেদ করেন। তুলসীদাস তাহাতে খেদ করিতে থাকিলে হনুমানজী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরদিন প্রাতে রামচন্দ্রের দর্শন হইবে একথা বলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে বালকরূপে রামচন্দ্র হনুমানজীর কথামত পরদিন আবির্ভূত হন এবং তুলসীকে তিলক পরাইয়া দেন এবং নিজেও তাঁহার নিকট হইতে তিলক

পরেন এই সময় হনুমানজী তোতাপাখীর রূপ ধারণ করিয়া এই কথা বলেন—

চিত্রকূটকে ঘাটপর, ভই সন্তনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসৈ, তিলক দেত রঘুবীর॥
চিত্রকূট ঘাটের পরে সাধুগণ মিলি করে ভীড়।
তুলসীর ঘসা চন্দনে তিলক পরায় রঘুবীর॥

চিত্রকূটের ঘাটে তুলসী চন্দন ঘসিতেছে এবং রামচন্দ্র তুলসীকে চন্দন পরাইয় দিতেছেন। তুলসীও রামচন্দ্রকে তিলক পরাইলেন। অতঃপর হনুমানজীর আজ্ঞায় তুলসীদাস অযোধ্যার দিকে যাত্রা করেন। ঐ সময় প্রয়াগে মাঘমেলা চলিতেছিল। পর্ব্বকাল অতীত হইলে একদিন এক বটবৃক্ষতলে অবস্থানকালে যাজ্ঞবল্ক্য ও ভরদ্বাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। তিনি সেখানে রামকথা যেমনটী তাঁহার গুরুর মুখে শুনিয়াছিলেন তেমনি শুনিতে পান। সেখান হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রহ্লাদ ঘাটের সমীপে এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দিনের রচিত কবিতা রাত্রিতে লুপ্ত হইয়া যাইত। অতঃপর অষ্টম দিনে মাতৃভাষায় পদ্য রচনা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন। এই সময় অযোধ্যাতে গিয়া তিনি স্বয়ং শিবকর্তৃক রামচরিতমানস রচনা করিতে আদিষ্ট হইয়া এই কার্য্য করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন এইরূপ পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে।

এই রামচরিত মানসের ইতিবৃত্তাংশ মূল বাল্মীকি রামায়ণ আশ্রয় করিয়া লিখিত হইলেও ইহার বীজ—'শিব রামভক্ত'—এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পুস্তক রচনা করেন। এই তত্ত্ব তিনি অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রামচরিতমানসে ও অধ্যাত্মরামায়ণে শিবতত্ত্ব মুখ্যতঃ এক প্রকার। তবে অধ্যাত্মরামায়ণের এই বিবৃতি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে সূতমুখে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাহার বক্তা হইলেও সেখানে হরপার্ব্বতী-সংবাদরূপে সমগ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্মরামায়ণের যে উপক্রমণিকাধ্যায় তাহাই রামচরিতমানসের বীজ। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তুলসীদাসের লেখনীতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। নারদ মূল বাল্মীকি রামায়ণে আছেন, অধ্যাত্মরামায়ণে আছেন আবার তুলসীরামায়ণেও আছেন কিন্তু সকল স্থানে তাঁহার রূপ ঠিক্ একভাবে দেখান হয় নাই। তুলসীর নারদ পরম ভক্তরূপে রামচরিতমানসের বহু উপাদান প্রদান করিয়াছেন। হরপার্ব্বতী বিবাহে তিনি ঘটকালি করিয়া অঘটন ঘটাইয়াছেন। আবার শিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অভিমানদৃপ্ত হইলে বিষ্ণু ছলনা করিয়া তাঁহার অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। নারদও দুষ্ট ভক্তের ন্যায় গুরুকে প্রতিশোধ দিয়া তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব রক্ষা করিয়া ধরাধামে তাঁহার সেবক হইতে চাহিয়াছেন। পাঠকগণ তুলসীদাসের অপূর্ব্ব রচনাশৈলী নারদবর্ণনায় পড়িয়া মোহিত হইবেন এবং অপূর্ব্ব শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তুলসীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা তদানীন্তন মোগল সম্রাট আকবর ও তাঁহার রাজস্বসচিব তোডরমল্লকেও তাঁহার অনুরাগী করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদী

দণ্ডী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ও তাঁহার রামচরিতমানসকে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচরিতমানস পড়িয়া তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমর-ভূষিতা।

"কাশীরূপ আনন্দ-কাননে ভ্রমণশীল যে তুলসী বৃক্ষ তাহা স্বয়ং তুলসীদাস, তাঁহার রামচরিত মানসের কবিতা হইল সেই তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী আর সেই মঞ্জরীতে শোভা পাইতেছেন রামরূপী ভ্রমর।"

রামচরিত মানসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি প্রত্যহ ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে রাখিয়া আসিতেন পুস্তকখানি সকলের নীচে রক্ষিত হইত। একদিন দরজা খুলিয়া দেখা গেল পুস্তকখানি সর্ব্বোপরি রহিয়াছে এবং তাহাতে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" লিখিত আছে। স্বয়ং বিশ্বনাথ উঁহা লিখিয়াছেন বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত কিম্বদন্তী আছে। কতিপয় বিদ্বিষ্ট ব্রাহ্মণ রামচরিতমানস চুরি করিবার জন্য তস্কর নিযুক্ত করেন। তস্করেরা রাত্রিতে তাঁহার বাসস্থান ধনুর্দ্ধারী প্রহরী-বেষ্টিত দেখিয়া চুরি করিতে অক্ষম হয় এবং পরে এই কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করে। তুলসীদাস তাহাদিগকে প্রভু রামচন্দ্রের দর্শনকারী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া প্রণাম করেন এবং প্রভুর এই রক্ষণাবেক্ষণে কষ্ট হইতেছে জানিয়া সমস্ত তৈজসপত্র বিলাইয়া দেন এবং পুস্তকখানি রাজা তোডরমল্লের নিকট প্রেরণ করিয়া নিজে অকিঞ্চন হন। এই ভাবে তাঁহার জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়া যায়। তদানীন্তনকালের রাজপুরুষগণ তাঁহাকে ভারতে শ্রেষ্ঠতম পুরুষরূপে গণ্য করিতেন।

তুলসীদাস তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণনাম মুখরিত বৃন্দাবনে রামনাম শুনিতে না পাইয়া দুঃখিত মনে বসিয়াছিলেন এমন সময় এক বন্ধু তাঁহাকে মদনগোপাল মন্দিরে লইয়া যান। সেখানে কৃষ্ণকে রঘুনাথরূপে না দেখিলে তাঁহার মন প্রণত হইতে চাহিতেছে না তাই—তিনি বংশীধারী কৃষ্ণমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"কহা কহৌ ছবি আজকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব লবৈ ধনুষবাণ লো হাথ॥"

অর্থাৎ— **কি কব হে ছবি! আজিকার তরে, নব সাজ করহ ধারণ।**
তুলসী মস্তক যবে নত করে ধনুর্ব্বাণ করহ গ্রহণ॥

তখন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভক্তের প্রীতির জন্য তাহাই করিলেন। তুলসীর ভাষায় তুলসী কহিতেছেন—

"ক্রীট মুকুট মাথে ধর্যো ধনুষবান লিয় হাথ।
তুলসী নিজজন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥"

অর্থাৎ— **কিরীট মুকুট শিরোপরে ধরি ধনুষ্পাণি নাথ নিজে হন।**
তুলসীরে জানি নিজভক্তজন রামরূপে করেন তোষণ॥

তুলসীদাসের জীবনের শেষাংশে অসিঘাটের উপর থাকিতে লাগেন এবং প্রভু রামচন্দ্রের বিষয়ে পদরচনা করিতে হনুমানজীকর্তৃক আদিষ্ট হন। তিনি শেষবয়সে অববাহুক নামক দারুণ বাতব্যাধির যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার হনুমানবাহুক গ্রন্থে তাঁহার দেহের যন্ত্রণার কথা হনুমানজীর নিকট কাতরভাবে নিবেদন করিয়াছেন যে হনুমানজী রামকৃপায় বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছেন অথচ তিনি তাঁহার এই সামান্য বাহুর পীড়া নিবারণ করিতে পারিতেছেন না, বলিয়া আর্ত্তভাবে নিবেদন করেন। পরে এই প্রার্থনায় তাঁহার পীড়ার উপশম হয় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে সজ্ঞানে রামনাম করিতে করিতে তিনি দেহ রক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত শেষ দোহা—

রামনাম জস বরনি কৈ, ভয়উ চহত অব মৌন।
তুলসী কে মুখ দীজিএ, অবহী তুলসী মৌন॥
রাম নাম কহি রামযশ গাহি এবে মৌন রহিতে বাসনা।
তুলসীর মুখে দয়া করি দাও তুলসীর পাতা আর সোনা॥

তুলসীর মৃত্যুকাল বিষয়ে প্রসিদ্ধ এই দোহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

সংবৎ সোরসহৈ অসী, অসী গঙ্গ কে তীর।
সাবন শুক্লা সপ্তমী, তুলসী তজ্যো শরীর॥
বিক্রমাব্দ যবে ষোল শত আশি অসি নাম সুরধুনী তীর।
শ্রাবণী সপ্তমী শুক্ল-পক্ষ-মাঝে ত্যজিলেন তুলসী শরীর॥

শেষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কলির প্রভাব তাঁহার চিত্তকে বিশেষ ব্যথিত করিত। তিনি কলিযুগের সকলস্তরের মানুষের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে এযুগের সমাজের এক নিখুঁত চিত্রের অঙ্কন করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমী হইয়াও ব্রাহ্মণগনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই। কলিযুগের বর্ণনায় উত্তরকাণ্ডে তাৎকালিক সমাজের পরিচয় দিয়াছেন—

বর্ণ ও আশ্রম কলি নাহি ধরে চারি। বেদবিরোধ করমে রত নরনারী॥
বিপ্রে বেদ বেচে নৃপে প্রজাদলে খায়। কারো না বিশ্বাস এবে বেদ-মহিমায়॥
তারে পথ কহে যাহা ভাল লাগে মনে। পণ্ডিতের পরিচয় মুখর বচনে॥
মিথ্যা কাজে দম্ভে রত যেই জন রয়। সবে তারে সাধুরূপে করে পরিচয়॥
অমঙ্গল বেশ ভূষণ তথৈব ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি যার জ্ঞান।
তিনি যোগিবর তিনি সিদ্ধ নর কলিযুগে তিনি পূজা পান॥
ওহে নাথ ! নরগণ নারীবশে যায়। কপিসম পুরুষেরে নারীরা নাচায় ইত্যাদি॥

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সম্পদের শেষ নাই। তপস্বীরা ধনবান্, গৃহী দরিদ্র— কালের এ কৌতুক বলিয়া শেষ হয় না—ইত্যাদি।

তুলসী রচিত অন্য পুস্তক যথা—বিনয় পত্রিকা, কবিত্ব রামায়ণ, দোহাবলী, গীতাবলী, রামাজ্ঞা, জানকীমঙ্গল, কৃষ্ণগীতাবলী, পার্ব্বতী-মঙ্গল, বৈরাগ্য-সন্দীপনী প্রভৃতি।

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥१॥

रामं लक्ष्मणपूर्व्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्
काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्म्मिकम्
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्त्तिम्।
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥२॥
जयति रघुवंशतिलकः कौशल्यानन्दिवर्द्धनो रामः।
दशवदन-निधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥३॥
जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा।
अजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना ॥४॥
कृत्वा पाप-सहस्राणि महापातकजान्यपि
मुच्यते सर्व्वपापेभ्यो "रामरामे"ति कीर्त्तनात् ॥५॥
नमस्तस्मै मुनीन्द्राय श्रीयुताय तपस्विने।
सर्व्वज्ञानाधिवासाय नित्यं वाल्मीकये नमः ॥६॥
राम रामेति रामेति कूजन्तं मधुराक्षरम्।
आरूढ़कविताशाखं वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम् ॥ ॥७॥
यत्र यत्र रघुनाथकीर्त्तनं तत्र तत्र शिरसा कृताञ्जलिम्।
वाष्पवारि-परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥८॥

নরোত্তমে নারায়ণে নতি করি নরে। দুর্গা বাণী ব্যাসে নমি পাঠারম্ভ তরে ॥১॥
লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ রাম যিনি রঘুবর। সীতাপতি নমি তাঁরে তিনি মনোহর ॥
কাকুৎস্থ করুণাধার তিনি গুণধাম। বিপ্রপ্রিয় ধর্ম্মাশ্রয়ী যাঁর নাম রাম ॥
রাজরাজ সত্যসন্ধ তিনি দাশরথি। শ্যামতনুধর তিনি সুশান্তমূরতি ॥
রঘুকুলবর যিনি জন অভিরাম। রাবণারি রামচন্দ্রে করিনু প্রণাম ॥২॥
রঘুকুলভালশোভী জয় হৌক তাঁর। কৌশল্যানন্দন যিনি রাম অবতার ॥
করিলেন যিনি দুষ্ট রাবণে নিধন। দশরথপুত্র তিনি কমললোচন ॥৩॥
লোকের রক্ষক হরি জয়ী ভগবান্। বিশ্বরূপ গুণহীন অজ গুণবান্ ॥৪॥
সহস্র অন্যায় কাজ মহান্ পাতক। রামনাম উচ্চারণ সকল নাশক ॥৫॥
শ্রীমান্ মুনীন্দ্র যিনি তপস্বিপ্রবর। বাল্মীকিরে নমি আমি সর্ব্বগুণাকর ॥৬॥
'রাম' 'রাম' চারুবর্ণ কূজন যে করে। কাব্যশাখী বন্দি হেন কবি-পিকবরে ॥৭॥
রামনাম সঙ্কীর্ত্তন হয় যেথা যেথা। কৃতাঞ্জলি মারুতিরে নতি কর সেথা ॥
নিশাচরগণে যিনি করেন নিধন। রাম নামে সিক্ত হয় যাঁহার নয়ন ॥ ॥৮॥

বাংলা অর্থ—নারায়ণ—আদিপুরুষ বিষ্ণু; **নর**—জীব-চৈতন্য; **নরোত্তম**—নিরুপাধি-চৈতন্য; **প্রজাপতি**—ঈশ-চৈতন্য; **দেবী**—দুর্গা; **সরস্বতী**—বাগ্‌দেবী; **উদীরয়েৎ**—পাঠ করিবে; **জয়**—অষ্টাদশ পুরাণ; রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি, শিব পুরাণ, মহাভারত, সূর্য্যবংশধর্ম্ম অথবা মনুসংহিতা—জয়নামে অভিহিত, **উদীরয়েৎ**—পড়িবে।

श्रीरामचरितमानस

(बालकाण्ड) प्रथम सोपान

श्लोक—वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥१॥
भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥२॥
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥३॥
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ।
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥४॥
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।
सर्व्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥५॥
यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा-
यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः।
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥६॥
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि।
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥७॥

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীশ্রীরামচরিত মানস—প্রথম সোপান

বালকাণ্ড (পদ্যানুবাদ)

মঙ্গলাচরণ—**মঙ্গলাচরণ করে তুলসী এখন। অবধান কর সবে ওহে মহাজন॥**

শুভহেতু নমি দোঁহা বাণী বিনায়ক। বর্ণ অর্থ রস আর ছন্দের সাধক॥ ॥১॥
শিবশিবা নমি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-প্রতিমা। সিদ্ধ ঈশে নাহি হেরে এই দুই বিনা ॥২॥
জ্ঞানমূর্ত্তি নিত্যগুরু শিবে শিরে রাখি। বাঁকা চাঁদও পূজা পান যাঁর ভালে থাকি ॥৩॥

সীতারামগুণ-পুণ্যারণ্যে লীলা যার। কবীশ্বর কপীশ্বর বন্দি জ্ঞানাধার ॥৪॥
নমি সীতা রামপ্রিয়া সর্ব্বশ্রেয়ঃপরা। সৃষ্টিস্থিতিলয়-হেতু ক্লেশরাশিহরা ॥৫॥
যাঁর মায়াবশে রহে সর্ব্ব ধরাতল। ব্রহ্মা আদি যত দেব অসুর সকল ॥
যাঁর সত্তাবশে বিশ্ব সত্য মনে হয়। রজ্জুতে অহির সম ভ্রম উপজয় ॥
নমি রামে পরমেশে পুরুষপ্রবরে। যাঁর পদতরী ভবসিন্ধু পার করে ॥৬॥
আগম-পুরাণ-বেদে কহিছে যে বাণী। রামায়ণে অন্যত্র বা যত যা বাখানি ॥
তুলসী তাহাতে রচে রঘুনাথ-গান। তাহার অন্তরে যাহা করে সুখ দান ॥
ভাষায় নিবদ্ধ করি মতি অনুসার। প্রাঞ্জল সুন্দরভাবে করিছে প্রচার ॥৭॥

বাংলা অর্থঃ—বাণী—সরস্বতী; বিনায়ক—গণপতি; কবীশ্বর—কবিশ্রেষ্ঠ (বাল্মীকি); কপীশ্বর—কপিশ্রেষ্ঠ (হনুমান); উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণী—সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী; অমৃষা—সত্য (ন+মৃষা); অহেঃ—সর্পের; যৎপাদপ্লবঃ—যাহার পদরূপভেলা; ভবাম্ভোধেঃ—ভবসাগরের; তিতীর্ষাবতাম্—উত্তরণ করিতে ইচ্ছুক জনগণের; নিগদিতং—কথিত; ভাষানিবন্ধম্—মাতৃভাষায় লিখিত বাণী; অতিমঞ্জুলম্—অতিসুন্দর; আতনোতি—বিস্তার করিতেছে। (শ্লোক ১-৭)

सोरठा—जो सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिबर बदन।
करउ अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥१॥
सो— मूक होइ बाचाल, पंगु चढ़इ गिरिबर गहन।
जासु कृपाँ सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहन ॥२॥
सो— नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन बारिज नयन।
करउ सो मम उर धाम, सदा छीरसागर सयन ॥३॥
सो— कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुना अयन।
जाहि दीन पर नेह, करउ कृपा मर्दन मयन ॥४॥
सो— बंदउँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि।
महामोह तम पुंज, जासु बचन रबि कर निकर ॥५॥

मौलिक शब्दबोध :—

जो—यः (यम्); सुमिरत—स्मृत्वा; सिधि—सिद्धिः; गन नायक—गणनायकः; रासि—राशिः; सुभ गुन—शुभगुणः; जासु—यस्य; स्याम—श्यामः; तरुन—तरुणः; अरुन—अरुणः; सो—सः; उर—उरः; छीर—क्षीरम्; सयन—शयानः; करुना—करुणा; नेह—स्नेहः; मयन—मदनः। (सोरठा—१-५)

সোরঠা—স্মরণ যাঁহার করে সিদ্ধিদান গণপতি যিনি গজেন্দ্রবদন।
শুভগুণগ্রাম বুদ্ধির আধান অনুকম্পাপর তিনি যেন হন ॥১॥
সো—মূকজনে যিনি করি বাগ্মিবর পঙ্গুরে চড়ান পর্ব্বত বিশাল।
কলিমলদাহী অতি দয়াপর মোর পরে তিনি হউন কৃপাল ॥২॥

সো—নীলপদ্মসম শ্যামতনু যাঁর তরুণ অরুণ কমল নয়ন।
মম হিয়া মাঝে স্থিতি হোক তাঁর সতত যাঁহার ক্ষীরাব্ধি শয়ন ॥৩॥
সো—কামারি দেখান করুণা তাঁহার দীনপরে যিনি স্নেহপরায়ণ।
কুন্দ-ইন্দু-সম শরীর যাঁহার করুণা-আধার পার্ব্বতী-রমণ ॥৪॥
সো—গুরুপাদপদ্মে প্রণতি আমার নররূপহরি কৃপা-পারাবার।
রবিকর-সম বাক্যাবলী যাঁর মহামোহরূপ হরে অন্ধকার ॥৫॥

বাংলা অর্থঃ—জো—যাহাকে; সুমিরত—স্মরণ করিয়া; হোই—হয়; গন-নায়ক—গণপতি, গণেশ; সোই—তিনি; সদন—ধাম, গৃহ; গহন—দুর্গম; জাসু—যাহার; সো—সেই; দ্রবউ—দ্রাবিত (দয়াপর) হউন; কলিমলদহন—কলিপাপ দহন-কারী; সরোরুহ—পদ্ম; বারিজ—পদ্ম; করউ—করুন; উর—হৃদয়; ছীর—ক্ষীর (দুগ্ধ), সয়ন—শয়ান; কুন্দ—পুষ্পবিশেষ; রমন—প্রীতিদাতা; অয়ন—আশ্রয়; জাহি—যাহার; নেহ—স্নেহ; মর্দন ময়ন—মদন মর্দ্দনকারী; বন্দউ—বন্দনা করি (আমি); কঞ্জ—কমল; নিকর—সমূহ (সোরঠা ১-৫)।

चौपाइ—बंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा॥
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥१॥
चौ—सुकृति संभु तन बिमल बिभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी॥२॥
चौ—श्रीगुर पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिब्य दृष्टि हियँ होती॥
दलन मोह तम सो सप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू॥३॥
चौ—उघरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख भव रजनी के॥
सूझहिं राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥४॥
दोहा— जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान।
कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान॥१॥

मौलिक शब्दबोध :—

पदुम—पद्मम्; अमिय—अमृतम्; मूरिमय—मूलमय; चूरन—चूर्ण; समन—शमनः; सम्भू—शम्भुः; तन—तनुः; प्रसूती—प्रसूतिः; बस—वशः; ज्योती—ज्योतिः; भाग—भाग्यम्। (चौ १-४; दोहा १)

গুরুবন্দনা—গুরুর বন্দনা গান তুলসীরচিত। শুন ওহে সাধুজন হ'য়ে অবহিত॥

চৌপাই—বন্দিলাম গুরুপাদ-কমল-পরাগ। রুচিতে সুরভি যাহা ভরা অনুরাগ॥
চূর্ণিত অমৃতমূল-সম সুশোভন। ভবরোগ-সমূহের করয়ে শমন॥১॥
চৌ—পুণ্যাত্ম-পুরুষ-শম্ভু-বিমলবিভূতি। মনোরম সুখপ্রদ মঙ্গলপ্রসূতি।
জন-মন-দর্পণের মলবিনাশন। সর্ব্বগুণপ্রসূ যার তিলকধারণ॥২॥

চৌ—গুরুপাদ-নখমণি জ্যোতির আধার। দিব্যদৃষ্টি দান করে স্মরণ যাঁহার ॥
স্বপ্রকাশ সূর্য্য সম মোহতম নাশে। বহু ভাগ্য হ'লে তবে হৃদয়ে প্রকাশে॥৩॥
চৌ—বিমল হিয়ার আঁখি তাহে উন্মোচিয়া। ভবনিশা-দুখ যত দেয় মিটাইয়া।
শ্রীরামচরিতমণি যে খনি মাঝারে, গুপ্ত বা প্রকট যদি প্রকাশে তাহারে ॥৪
দোহা—যথা সিদ্ধাঞ্জনে আলিপ্ত নয়নে সাধক সিদ্ধ উত্তম জনে।
সকৌতুকে ভূরি রতনের খনি হেরে বিশ্বে তথা শৈলবনে ॥১॥

বাংলা অর্থঃ—পদুম—পদ্ম ; সরস অনুরাগা—অনুরাগ দ্বারা সরস ; অমিয়—অমৃত ; মূরিময়—মূলময় ; চূরণ—চূর্ণ ; সমন—শমন কারক ; সুকৃতি—পুণ্যবান্ ; বিভূতী—ভস্ম ; মঞ্জুল—সুন্দর ; মোদ—আনন্দ ; প্রসূতি—জননী ; মঞ্জু—সুন্দর ; মুকুর—দর্পণ ; কিয়ে—কৃত ; শ্রীগুর—শ্রীগুরু ; জোতী—জ্যোতিঃ ; হিয়—হিয়া, হৃদয় ; হোতী—হয় ; দলন—দলনকারী ; সপ্রকাসূ—প্রকাশ ; বড়ে—বড় ; ভাগ—ভাগ্য ; আবই—আসে ; উঘরহি—খুলিয়া যায় ; মিটহি—মিটিয়া যায় ; সূঝহি—দেখাইয়া দেয় ; গুপুত—গুপ্ত ; জেহি খানিক—যে খনিতে ; জথা—যথা ; হীকে—হৃদয়ের ; অঞ্জি—অঞ্জন দিয়া ; কৌতুক—কৌতূহল ভরে ; দৃগ—চক্ষু ; সুজান—সুজ্ঞানী ; নিধান—খনি ; দেখত—দেখে ; (চৌ—১-৪—দো—১)

चौपाइ—गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन ॥
तेहिं करि बिमल बिबेक बिलोचन। बरनउँ राम चरित भव मोचन ॥१॥
चौ—बंदउँ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना ॥
सुजन समाज सकल गुन खानी। करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥२॥
चौ—साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥३॥
चौ—मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥
राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥४॥
चौ—बिधि निषेधमय कलि मल हरनी। करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥
हरि हर कथा बिराजति बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥५॥
चौ—बटु बिस्वास अचल निज धरमा। तीरथराज समाज सुकरमा ॥
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा ॥६॥
चौ—अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥७॥
दोहा—सुनि समुझहिं जन मुदित मन, मज्जहिं अति अनुराग।
लहहिं चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥

मौलिक शब्दबोध :—

दृग दोष —दृग्दोषः ; महीसुर —महीसुर (बिप्र) ; संसय —संशयः ; खानी—खनिः ; कपासू—

कार्पासः ; निरस—नीरसः ; बिसद—विशद ; जग—जगत् ; जस—यशः ; मुद—मोदः ; सुरसरि—सुरसरित् ; सरसइ—सरस्वती ; रबिनन्दनि—रविनन्दिनी ; बरणी—बरणीया (श्रेष्ठा); बटु—बटः; बिस्वास—विश्वासः; धरमा—धर्म्मः; सुकरमा—सुकर्म्म ; देसा—देशः ; कलेसा—क्लेशः : अकथ—अकथ्य ; प्रगट—प्रकट ; प्रभाऊ—प्रभाव ; अछत—अक्षतः । (चौ—१७ ; दो—२)

চৌ—গুরুপদরজ মৃদু সুন্দর অঞ্জন। আঁখি-সুধাসম, দৃষ্টি-দোষ-বিভঞ্জন॥
বিমল করিয়া তাহে বিবেক লোচন। শ্রীরামচরিত গাহি সংসার-নাশন ॥১॥
চৌ—প্রথমে বন্দিনু আমি ব্রাহ্মণ-চরণ। যাহে করে মোহজাত সংশয় হরণ॥
সুজন সমাজ রহে সর্ব্বগুণাধান। নতি করি সুভাষণে হ'য়ে প্রেমবান্ ॥২॥
চৌ—শুভ্রতুলাময় ফল সগুণ অরস। কার্পাসের বস্ত্রসম সাধুর মানস॥
দুখ সহি পরছিদ্র করি সংগোপন। বিশ্বযোড়া যশ তাহে করে আহরণ ॥৩॥
চৌ—আনন্দমঙ্গলময় সজ্জন-সঙ্গম। এইরূপ জেনো তীর্থ প্রয়াগ জঙ্গম॥
রামভক্তি তাহে যেন সুরধুনীধারা। ব্রহ্মের বিচার তাহে সরস্বতী পারা ॥৪॥
চৌ—বিধি ও নিষেধে ভরা কলিমলনাশী। কর্ম্মকথা যমুনার যেন জলরাশি॥
হরি ও হরের কথা রচে বেণী তথা। আনন্দমঙ্গল দেয় শ্রোতারে সে কথা॥৫॥
চৌ—বিশ্বাস অক্ষয় বট আপন ধরমে। তীর্থরাজ পরিক্রম মঙ্গল করমে॥
সব দেশে সব কালে লভ্য এ সমাজ। সাদরে সেবিলে সুখ করিবে বিরাজ ॥৬॥
চৌ—অবর্ণ্য এ তীর্থরাজে অলৌকিক মানি। প্রভাব প্রত্যক্ষতরে সদ্যফল জানি ॥৭॥
দো—শুনিয়া বুঝিয়া প্রমুদিত হিয়া অনুরাগে যারা ডুব দেয়।
তীর্থস্নাত যথা অক্ষত এ কায়ে চতুর্ব্বর্গ ফল তারা পায় ॥২॥

বাংলা অর্থঃ—তেহি—তাহা দ্বারা ; বিবেক বিলোচন—বিবেকরূপ চক্ষু ; ভবমোচন—ভবদুঃখ মোচনকারী ; মহীসুর—ব্রাহ্মণ ; খানি—খনি ; কপাসূ—কার্পাস ; বিসদ—বিশদ (শুভ্র); দুরাবা—গোপন করে; জেহিঁ—যাহার (কারণ); জগ—জগতে ; জহঁ—যেখানে ; সরসই—সরস্বতী ; রবিনন্দনি—যমুনা ; বরনী—বরণীয় ; সুনত—শুনিয়া ; মুদ—আনন্দ; দেনী—দাতা ; বটু—বট (অক্ষয় বটবৃক্ষ); সুকরমা—সুকর্ম্ম ; সেবত—সেবন করিয়া ; সমন কলেসা—ক্লেশ শমনকারী ; অকথ—অকথ্য, অবর্ণনীয় ; তীরথ রাউ—তীর্থরাজ ; দেই—দেয় ; প্রভাউ—প্রভাব ; সুনি—শুনিয়া ; সমুঝহি—বুঝে ; মজ্জহি—নিমগ্ন হয় ; লহহি—পায়, লয় ; অছত—অক্ষত ; (চৌ—১-৭, দো—২)

चौ—मज्जन फल पेखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला॥
सुनि आचरज करै जनि कोई। सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥१॥
चौ—बालमीक नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी॥
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥
चौ—मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई॥
सो जॉनब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥३॥

चौ—बिनु सतसंग बिवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥
सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥४॥
चौ—सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥५॥
चौ—बिधि हरिहर कबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥
सो मो मन कहि जात न कैसें। साक बनिक मनि गुन गन जैसें ॥६॥

दो— बंदउँ संत समान चित, हित अनहित नहिं कोइ।
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥३क॥
दो— संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु।
बालबिनय सुनि करि कृपा, राम चरन रति देहु॥३ख॥

मौलिक शब्दबोध :—

पेखिअ—प्रेक्ष्यते; बकउ—बकः; आचरज—आश्चर्य्यः; बाल्मीक—बाल्मीकिः; घटजोनी—घटयोनिः; मुखनि—मुखेन; थलचर—स्थलचर; कीरति—कीर्त्तिः; जतन—यत्नः; प्रभाऊ—प्रभावः; आन—अन्यः; उपाऊ—उपायः; बिनु—बिना; सहित्वा—सहि—(बांला); सठः—शठः; पारस—स्पर्शमणिः; पारस—स्पर्शः; कुधात—कुधातुः; अनुसरही—अनुसरति; साक बनिक—शाक बणिक्; बन्दउ—बन्दे; अनहित—अहितः; सुमन—सुमनाः; दोइ—द्वौ; सुभाउ—सुभावः; सनेहु—स्नेहः; देहु—देहि; नभचर—नभश्चरः।

বিপ্র ও সৎসঙ্গবর্ণনা—বিপ্র-সাধু-সঙ্গ দেয় চতুর্ব্বর্গ ফল।
তুলসীরচিত যাহা পাবন নির্ম্মল॥

চৌ—তাহাতে মজ্জন ফল সন্থ লোকে পায়। কাক হয় পিক, বক হংস হ'য়ে যায়॥
ইহা শুনি কেহ যেন বিস্মিত না হয়। সৎসঙ্গমহিমা কভু গুপ্ত নাহি রয় ॥১॥
চৌ—বাল্মীকি নারদ আর মুনি কুম্ভযোনি। নিজমুখে সবে বর্ণে আপন জীবনী।
জলচর স্থলচর নভশ্চরগণ। জগতে যতেক জীব জড় ও চেতন ॥২॥
চৌ—যে জন যতন করি যখন যথায়। মতিগতি যশ ঋদ্ধি শুভ যাহা পায়।
সৎসঙ্গ কারণ তাহা ধর এই জ্ঞান। লোকে বেদে নাহি হেরি কোন পথ আন্ ॥৩॥
চৌ—সাধু সঙ্গ বিনা জ্ঞান নাহি উপজয়। বিনা রামকৃপা তাহা সুলভ না হয়।
সাধু সঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গলের মূল। সিদ্ধিরূপী ফল তাহে সাধনা যে ফুল ॥৪॥
চৌ—সাধুসঙ্গে শুদ্ধ হয় যত শঠ জনা। পরশি পরশমণি লোহা হয় সোনা।
সুজন কুসঙ্গ যদি দৈববশে করে। ফণিমণি যথা সর্পদোষ নাহি ধরে ॥৫॥
চৌ—ব্রহ্মা বিষ্ণু বাণী শিব কবি সুধীজন। সৎসঙ্গ মহিমাগানে অসমর্থ হন॥
আমার তো কথা নাই আমি যে নির্গুণ। শাকের বণিক আমি গাহি মনিগুণ॥৬॥

দো—বন্দি সাধুজন সমচিত্ত যিনি অরি মিত্রে নাহি ভেদজ্ঞান।
করদ্বয়গত সুবাসিত ফুল যথা করে দেহে গন্ধ দান ॥৩ক॥
দো—সাধু মৃদু চিত ধরা হিতে জানি স্বভাবে করে পিরীতি দান।
বালক-বিনয় শুনি কৃপা করি রামে রতি করুন প্রদান ॥৩খ॥

বাংলা অর্থঃ—**পেখিয়**—(প্রেক্ষিবে) দেখিবে ; **হোহি**—হয় ; **আচরজ করৈ**—আশ্চর্য্যজ্ঞান করিবে ; **জনি**—না ; **কোঈ**—কেহ ; **গোই**—গুপ্ত রহিবে ; **ঘটজোনী**—ঘটযোনি, কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ; **মুখনি**—মুখে ; **হোনী**—জীবনবৃত্তান্ত (যাহা হইয়াছে) ; **থলচর**—স্থলচর ; **জে**—যাহারা; **জহানা**—যেখানে; **কীরতি**—কীর্তি ; **ভূতি**—ঐশ্বর্য্য; **ভলাঈ**—মঙ্গল; **জব**—যখন; **জেহি**—যেই (যত্নদ্বারা); **জেহি**—যাঁহারাই; **পাঈ**--পাইয়াছে; **সো**--তাহা; **জানব**—জানিবে ; **আন**—অন্য ; **উপাউ**—উপায় ; **বিনু**—বিনা ; **সোঈ**—তাহা ; **ফূলা**—ফুল ; **সুধরহি**—সংশোধিত হয় ; **পারস**—স্পর্শমণি ; **কুধাত**—কুধাতু (লোহ) ; **সুহাই**—সুন্দর ; **পরহী**—পড়ে ; **অনুসরহী**—অনুসরণ করে ; **কোবিদ**—পণ্ডিত ; **সকুচানী**—সঙ্কুচিত হয় ; **মো মন**—আমার মনে ; **ন কহি জাত**—কহা যায় না ; **কৈসে**—কেমন প্রকারে ; **জৈসে**—যেমন প্রকারে ; **হিত**—হিতকারী ; **অনহিত**—অহিতকারী ; **সুমন**—পুষ্প ; **দোই**—দুই ; **সুভাউ**—স্বভাব ; **রতি**—প্রীতি ; **দেহু**—দাও। (চৌ—১-৬ ; দো—৩ক, ৩খ)

चौ—बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें। उजरें हरष बिषाद बसेरें ॥१॥
चौ—हरि हर जस राकेश राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥
जे पर दोष लखहिं सहसाखी। पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥२॥
चौ—तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥
उदय केत सम हित सबही के। कुंभकरन सम सोवत नीके ॥३॥
चौ—पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं॥
बंदउँ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनह पर दोषा ॥४॥
चौ—पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर अध सुनइ सहस दस काना॥
बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही ॥५॥
बचन बज्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा ॥६॥
दो०—उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहिं खल रीति।
जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करइ सप्रीति ॥४॥

मौलिक शब्दबोध :—

संतिभायें—सद्भावे ; राकेस—राकेश (राका+ईशः) पूर्णचन्द्रः ; सहसाखी—सहस्राक्षिः ; माखी—मक्षिका ; कृसानु—कृशानुः, अग्निः ; महिषेसा—महिषेशरः ; अवगुन—अपगुणः ; धनेसा—धनेशः, कुबेरः ; उदय केत—उदयकेतुः, धूमकेतुः ; कुम्भकरन—कुम्भकर्णः ;

পরিহরহী—পরিহরতি ; গরহী—গলতি, গলয়তি ; জস—যশঃ ; সহস—সহস্র ; বরনই—বর্ণয়তি ; স্তনই—শৃণোতি ; সক্র—শক্রঃ ; প্রিয়ারা—প্রিয়ঃ ; মীত—মিত্রম্ ; জরহি—জ্বলতি ; জুগ—যুগঃ ; বিনতী—বিনতিঃ। (চৌ—১-৬ ; দো—৪)

খলবন্দনা—তুলসী বন্দিছে খলে হ'য়ে শুদ্ধমতি। তবু না ত্যজিবে খল আপন প্রকৃতি।

চৌ—শুদ্ধচিতে বন্দি পুন দুষ্ট খলগণে। যাঁহার দক্ষিণ বাম বিনা প্রয়োজনে।
পরের অহিত হেরি লাভ মানে মনে। পরনাশে হর্ষ পরসুখে দুখ গণে ॥১॥

চৌ—হরিহর-যশশ্চন্দ্র রাহুরূপে গ্রাসে। সে ধরে হাজার হাত পরকাজ নাশে ॥
পরদোষ হেরে হ'য়ে সহস্র নয়ান। পরহিত-হবি দূষে মক্ষিকা-সমান ॥২॥

চৌ—মহিষাসুরের ন্যায় রোষাগ্নি তাহার। পাপধনে পূর্ণ তার কুবের-ভাণ্ডার
ধূমকেতুসম লোকে তাহে পায় ভয়। কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা তার হ'লে ভাল হয় ॥৩॥

চৌ—পরের অকাজ লাগি তনু ত্যজে তথা। নিজ নাশি বৃষ্টি-শিলা শস্য নাশে যথা ॥
কুপিত বাসুকি-সম নমি সেই জন। পরদোষ-বর্ণনায় সহস্রবদন ॥৪॥

চৌ—দুষ্টগণে নতি করি—পরদোষ শুনে †পৃথুরাজ-সম যারা দশহাজার কাণে ॥
পুন ইন্দ্র-সম বন্দি সেই দুষ্ট জন। *সুরানীক-দ্বারা যার মঙ্গল-সাধন ॥৫॥

চৌ—পরদোষ নিরখিতে সহস্র-নয়ন। প্রিয় তার বজ্রসম কঠোর বচন ॥৬॥

দো—অরি-উদাসীন-মিত্র-হিত শুনি দহে খল ইহা তার নীতি।
জানি যুক্তকরে এই দীন জন খলে নতি করিছে সপ্রীতি ॥৪॥

বাংলা অর্থ—বহুরি—পুনঃ ; সতিভায়ঁ—সদ্ভাবে, ; দাহিনেহু বায়ঁ—দক্ষিণকে বাম করে (প্রতিকূল আচরণ করে) ; জিন্হ ফেরে—যাঁহার কাছে ; উজরে—উজাড় গেলে (ধ্বংস হইলে); বসেরে—প্রতিষ্ঠাতে ; রাকেস—রাকার (পূর্ণিমার) ঈশ অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র ; ভট—বীর সেনা ; লখহি—লক্ষ্য করে, দেখে ; সহসাখি—সহস্রাক্ষি ; মাখী—মক্ষিকা (দূষণকারী); কৃসানু—অগ্নি ; মহিষেসা—মহিষাসুর; অঘ—পাপ ; অবগুন—অগুণ ; ধনেসা—ধনেশ, কুবের ; উদয়কেতু—ধূমকেতু ; সোতে—নিদ্রা ; নীকে—ভাল ; পরিহরহী—পরিহার করে ; লাগি—(লাগিয়া) জন্য ; জিমি—যেমন ; হিম উপল—তুষার খণ্ড ; কৃষী—কৃষিজাত দ্রব্য ; দলি—দলিত করিয়া ; গরহী—গলিয়া যায় ; জস—যে জন ; শেষ—শেষ (অনন্ত দেব) ; সরোষা—সরোষে ; সহস—সহস্র ; বরনই—বর্ণনা করে ; প্রনবউঁ—প্রণাম করি ; সুনই—শুনে ; কানা—কাণ ; সক্র—ইন্দ্র (শক্র); পিআরা—প্রিয় ; সুরানীক

† বেণ রাজার পুত্র পৃথু ধর্ম্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে কষ্ট ছিল না। তিনি এক মহাযজ্ঞ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু সে যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পৃথুকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। পৃথু কোন ঐহিক, পারলৌকিক সুখ বা মোক্ষ কামনা না করিয়া সহস্রকর্ণ প্রার্থনা করেন যাহাতে সেই সকল কর্ণে নিরন্তর বিষ্ণুর গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পান। এই বর লাভে পৃথুরাজ সহস্র কর্ণে ঈশ্বরের যশ শুনিতে পাইতেন।

* সুরসেনাকে ইন্দ্র এবং সুরা-(মদ) প্রাচুর্য্যকে দুষ্ট মান দান করে।

সুরসেনা অন্যপক্ষে মদ্যপ্রাচুর্য্য ; নিহারা—দেখে ; মীত—মিত্র ; সুনত—শুনিয়া ; জরহি—জ্বলিয়া যায় ; জুগ—যুগ, দুইটি ; জোরি—যুড়িয়া, যুক্ত করিয়া ; (চৌ—১-৬, দো-৪)

चौ— मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥
वायस पलिअहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिष कबहुं कि कागा ॥१॥
चौ— बंदउँ संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारुन देहीं ॥२॥
चौ— उपजहिं एक संग जग माहीं। जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहीं ॥
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥३॥
चौ— भल अनभल निज निज करतूती। लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥४॥
चौ— गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥
दोहा—भलो भलाइहि पैं लहइ, लहइ निचाइहि नीचु।
सुधा सराहिअ अमरताँ, गरल सराहिअ मीचु ॥५॥

मौलिक शब्दबोध :—

दिसि—दिशि ; कागा—काकः ; बरना—वर्ण्यते ; दारुन—दारुण ; अगाधू—अगाध ; कलिमल सरि—कलिमलसरित् (कर्मनाशा)। (चौ—१-५ ; दो—५)

চৌ—নিজমনে বিচারিয়া খলে করি নতি। কভু না পারিব তার ফিরাইতে মতি ॥
বায়সে পালয়ে যদি অতি অনুরাগে। নিরামিষ ভোজ্যে কভু তার প্রীতি জাগে ?॥১॥
চৌ—সদসৎ উভজনে করিনু প্রণতি। দুখ দেয় দোঁহে তবু ধরে ভিন্ন গতি ॥
একের বিরহ যেন প্রাণ হরি লয়। মিলনে দারুণ দুখ আন উপজয় ॥২॥
চৌ—জলমাঝে একসাথ জন্ম দুজনার। পদ্ম ও জলৌকা—কিন্তু ভিন্ন গুণাধার ॥
সাধু ও অসাধু যথা অমৃত গরল। দোঁহার জনক ভবে জলধির জল ॥৩॥
চৌ—ভালমন্দ জ্ঞান নিজ নিজ কর্ম্মবশ। ধরাতে আনিছে দোঁহা যশ অপযশ ॥
অমৃত চন্দ্রমা গঙ্গা তথা সাধু জন, বিষ অগ্নি কর্ম্মনাশা নিষাদ ভীষণ ॥৪॥
চৌ—এ সবার গুণাগুণ জানে সর্ব্বজন রুচিমত সবে কাজ করয়ে আপন ॥৫॥
দো—করিবে সুজন সুপথ গ্রহণ নীচ পথ লবে নীচ জন।
অমরতা দান সুধার করম। বিষ করে মৃত্যু আবাহন ॥৫॥

বাংলা অর্থঃ—অপনী দিসি—নিজ দৃষ্টিভঙ্গিমত; নিহোরা—মিনতি; তিনহ্—তাহার; ওর—দিক্; ন লাউব ভোরা—ভুলাইয়া আনিতে পারিবনা; পালিঅহি—পালিবে; হোহি—হইবে; কবহুঁ—কভু; কাগা—কাক; বীচ—পার্থক্য; কছু—কিছু; বরনা—বর্ণনীয় আছে; বিছুরত—বিরহ; উপজহি—উপজে (জন্মায়); বিলগাহি—পৃথক্ হয়; ভল—ভাল;

অনভল—মন্দ; করতুতী—কর্ম্মফল; লহত—দেয়; অপলোক—অপযশ; বিভুতী—বিভূতি, সম্পৎ; কলিমল সরি—কলিপাপদাতা সরিৎ (কর্ম্মনাশা); ভাব—ভাল লাগে; তেহি—তাহার; সোই—তাহা; ভলো—ভাল; ভলাইহি—ভালভাব; পৈ লহই—পাইয়া লয়; নিচাইহি—নীচভাব; সরাহিঅ—প্রশংসাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে; মীচু—মৃত্যু; হরি লেহী—হরণ করিয়া লয়; (চৌ—১-৫; দো—৫)।

चौ— खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥१॥
चौ— भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए॥
कहहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥२॥
चौ— दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥३॥
चौ— माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥
कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥४॥
चौ— सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा॥५॥
दोहा— जड़ चेतन गुन दोषमय, बिस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहहिं पय, परिहरि बारि बिकार॥६॥

मोलिक शब्दबोध :—

सुरसरि—सुरसरित्; क्रमनासा—कर्म्मनाशा; बिस्व—विश्व; महिदेव—महीदेव; अवनीसा—अवनीश; गवासा—गवाशी; करतार—कर्त्ता; सुजीवनु—सञ्जीवन। (चौ—१-५; दो—६)

চৌ—গুণদোষ দোঁহাকার জলধি অপার। অসাধুর দোষ যত, সাধু গুণাধার॥
সেই হেতু দোষগুণ কিছু বাখানিব। ত্যাজ্য কিংবা গ্রাহ্য আর কেমনে বুঝিব॥১॥
চৌ—ভাল মন্দ বিধাতার সব প্রণয়ন। দোষ-গুণ-বশে বেদে পৃথক্-করণ
বিধির মায়ায় দুই একত্র মিশ্রিত। বেদে ইতিহাসে আর পুরাণে বর্ণিত॥২॥
চৌ—সুখ দুখ পাপ পুণ্য আর দিন রাতি। সাধু ও অসাধু আর সুজাতি কুজাতি।
দানব ও দেব তথা ভাল মন্দ জন। জীবন-বিনাশী বিষ সুধা সঞ্জীবন॥৩॥
চৌ—মায়ার প্রপঞ্চ ব্রহ্ম জীব জগদীশ, অলক্ষ্মী সহিত লক্ষ্মী দীন অবনীশ,
কাশী ও মগধ গঙ্গা নদী কর্ম্মনাশী, মরু ও মালব দেশ বিপ্র গোমাংসাশী॥৪॥
চৌ—স্বরগ নরক সৃষ্টি পিরীতি বিরাগ, নিগমে আগমে করে দোষগুণ ভাগ॥৫॥
দো—জড় ও চেতন ধরে দোষগুণ বিধাতার সকল বিধান।
সন্তহংসগণ গুণ-দুগ্ধ লন দোষ-বারি নাহি করি পান॥৬॥

বাংলা অর্থঃ—অঘ—পাপ; গাহা—গাথা; অবগাহা—গভীর; তেহি তেঁ—সেই হেতু; কছু—কিছু; বখানে—ব্যাখাত হইল; সংগ্রহ—গ্রহণ; ত্যাগ—বর্জ্জন;

পহিচানে—পরিচয় ; ভলেউ—ভাল ; পোচ—মন্দ ; উপজায়ে—সৃষ্টি করিয়াছেন ; বিলগায়ে—বিলগ্ন অর্থাৎ পৃথক্ করিয়াছেন ; সানা—মিশ্রিত ; অমিঅ—অমৃত ; সুজীবনু—সঞ্জীবন ; মীচু—মৃত্যু, মাহুরু—বিষ ; লচ্ছি—লক্ষ্মী ; রঙ্ক—দরিদ্র ; মগ—মগধ ; সুরসরি—(সুরসরিৎ) গঙ্গা; ক্রমনাসা—কর্ম্মনাশা ; মরু—মারোয়াড়; মারব—মালাবার; বিভাগা—বিভাগ করিয়াছে ; করতার—কর্ত্তা, বিধাতা ; গহহি—গ্রহণ করে ; গবাসা—গোমাংসাশী ; (চৌ—১-৫ ; দো—৬)

चौ— अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता॥
काल सुभाउ करम बरिआईं। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाईं॥१॥

चौ— सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं॥
खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू॥२॥

चौ— लखि सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥
उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥३॥

चौ— किएहुँ कुबेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत हनुमानू॥
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू॥४॥

चौ— गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचहिं मिलइ नीच जल संगा॥
साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं॥५॥

चौ— धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई॥
सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता॥६॥

दोहा— ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग।
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहिं सुलच्छन लोग॥७(क)॥

दोहा— सम प्रकास तम पाख दुहुँ, नाम भेद बिधि कीन्ह।
ससि सोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस दीन्ह॥७(ख)॥

दोहा— जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि।
बंदउँ सब के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥

दोहा— देव दनुज नर नाग, खग प्रेत पितर गंधर्ब।
बंदउँ किंनर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्ब॥७(घ)

मौलिक शब्दबोध :

बस—वश ; हरिजन—हरि-(भक्त) जनः ; अभङ्गू—अभङ्ग्य ; जग—जगत् ; निबहू—निर्व्वाहः ; कियेहुँ—कृते ; सुक सारी—शुकशारी ; गारी—गालि ; सुजोग—सुयोगः ; सुलच्छन—सुलक्षण ; प्रकास—प्रकाशः ; पाख—पक्ष ; पानि—पाणि ; जुग—युग ; लोग—लोकः (चौ १—६ ; दो—७क—७घ)।

চৌ—বিধাতা এ জ্ঞান যদি প্রদান করিবে। দোষ ত্যজি গুণ নিতে মানস চাহিবে॥
সময় স্বভাব কর্ম্ম হ'লে বলবান্, সুজনে সুপথ হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যান্॥১॥
চৌ—খলে ভাল করে যদি সুসঙ্গ সে পায়। মলিন স্বভাব তার তথাপি না যায়॥
হরিভক্ত যথোচিত তা' লন শোধিয়া। শুভ্রযশ তাহে দেন দুখ বিদলিয়া॥২॥
চৌ—জগদ্-বঞ্চক যদি সাধুবেশ ধরে। বেশের প্রতাপে সেও পূজালাভ করে॥
শেষ রক্ষা নাহি হয় ছলবেশ ধ'রে। কালনেমি দশানন রাহু-সম মরে
চৌ—মান লভে সাধু করি কুবেশ ধারণ। জাম্ববান্ হনুমান্ জগতে যেমন॥৩॥
সুসঙ্গের লাভ আর কুসঙ্গে কুফল। লোকে বেদে ভালরূপে জানিছে সকল॥৪॥
চৌ—গগনে চড়িছে ধূলি পবন-প্রসঙ্গে। কর্দ্দম হইয়া নামে নীচে জল-সঙ্গে
শুকশারী সাধুগৃহে রামভদ্রে স্মরে। বিনাইয়া গালি দেয় অসাধুর ঘরে॥৫॥
চৌ—কুসঙ্গেতে পড়ি ধূম বর্ণ করে কালো। সুসঙ্গেতে মসী হ'য়ে লেখে শাস্ত্র ভালো।
অগ্নি-বায়ু-জল-সঙ্গ সেই যদি ধরে। মেঘ হ'য়ে বিশ্ব-জীবে প্রাণদান করে॥৬॥
দো—গ্রহ-বারি-বস্ত্র ভেষজ-পবন সুযোগ কুযোগ যদি পায়।
হবে ধরা মাঝে সুবস্তু কুবস্তু সাধুজন লক্ষ্য করে তায়॥৭ক॥
দো—কৃষ্ণ শুক্ল পক্ষ কালধর্ম্মে সম নাম-ভেদ বিধির বিধান।
চন্দ্রমার ক্ষয় বৃদ্ধি বিচারিয়া যশ অপযশ তার দান॥৭খ॥
বিশ্ববন্দনা—তুলসী হেরিছে বিশ্ব সীতারামময়। কবিতা তাহার তাই বিশ্বপ্রেম দেয়॥
দো—বিশ্বে জীব যত জড় ও চেতন সবাকারে রামময় জানি।
বন্দিনু সবার চরণকমল নিয়ত হইয়া যুক্তপাণি॥৭গ॥
দো—দেব-নাগ-নরে প্রেত-পিতৃগণে দনুজ-গন্ধর্ব্ব-খগবরে।
রাক্ষস-কিন্নরে বন্দিনু সবারে কৃপা কর সবে এবে মোরে॥৭ঘ॥

বাংলা অর্থঃ—**জব তব**—যখন তখন; **দেই**—দেন; **তজি**—ত্যজি, ত্যাগ করিয়া; **মনু**—মন; **রাতা**—রক্ত (অনুরক্ত) হয়; **সুভাউ**—স্বভাব; **বরিআঈ**—বৃহত্ত্ব, প্রবলতা; **ভলেউ**—ভাল (লোক); **চুকই**—চুকায়, নাশ করে; **ভলাঈ**—ভালভাব; **সুধারি**—সংশোধন করিয়া; **দলি**—দলিত করিয়া, **অভঙ্গূ**—ভঙ্গের অযোগ্য; **লখি**—লক্ষ্য করিয়া; **জেউ তেউ**—যাহাদিগকে তাহাদিগকে; **পূজি অহিঁ**—পূজা করে; **উঘরহি**—প্রকাশিত হয়; **নিবাহূ**—নির্ব্বাহ; **লাহূ**—লাভ; **সব কাহূ**—সবাকার; **কীচহি**—কর্দ্দমে; **রজ**—ধূলি; **গণি**—গণিয়া; **গারী**—গালি; **কারিখ**—কালিমা; **প্রকাস**—জ্যোৎস্না। (চৌ—১-৬; দো—৭ক-৭খ)

চৌ— आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ बासी॥
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥१॥
चौ— जानि कृपाकर किंकर मोहू। सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू॥
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। तातें बिनय करउँ सब पाहीं॥२॥

चौ— करन चहउँ रघुपति गुन गाहा। लघु मति मोरि चरित अवगाहा॥
सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥३॥
चौ— मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी॥
छमिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहहिं बालबचन मन लाई॥४॥
चौ— जौं बालक कह तोतरि बाता। सुनहिं मुदित मन पितु अरु माता॥
हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूषन भूषनधारी॥५॥
चौ— निज कबित्त केहि लाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका॥
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं॥६॥
चौ— जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई॥
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई॥७॥
दोहा— भाग छोट अभिलाषु बड़, करउँ एक बिस्वास।
पैहहिं सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहिं उपहास॥८॥

मौलिक शब्दबोध—

थल—स्थल ; सीय—सीता ; छाड़ि—(বাংলা পদ্য) ছাড়ি ; आछी—(বাংলা) আছে ; तोतरि—(বাংলা) তোতলা ; कुर—क्रूर ; भनिति—भणित (रचना) ; सकृत—सकृत् ; पूर—पूर्ण ; बड़—(বাংলা) বড় ; छमिहहि—क्षमिष्यति ; ढिठाई—धृष्टता। (चौ—१-७ ; दो—८)

দীনতা প্রকাশ—দীনতা প্রকাশ করি তুলসী এখন। আপন বিনয় সবে করে নিবেদন।
চৌ—*চারি যোনি গত জীব জলস্থলানিলে। স্বকর্ম্ম সাধিছে চারি আশি লক্ষ মিলে।
সীতারামময় জানি সর্ব্বধরাধাম। যুক্ত-করে সবাকারে করিনু প্রণাম ॥১॥
চৌ—কৃপা কর মূঢ় দাসে জানিয়া কিঙ্কর। সবে মিলি অকপটে হও কৃপাপর।
বুদ্ধিবল ভরসা ত মম কিছু নাই। একারণে নতি করি সবারে জানাই ॥২॥
চৌ—রঘুপতি গুণগাথা বর্ণিবারে সাধ। লঘুমতি মোর, রামচরিত অগাধ।
না হেরিনু ইথে কোন উপায়-সঙ্গতি। মনোরথ রাজোচিত, মতি দীন অতি ॥৩॥
চৌ—বুদ্ধি নীচ, উচ্চ রুচি কেমনে মিটাই। মাগিনু অমৃত বিশ্বে, তক্র জুটে নাই।
ক্ষমিয়া ধৃষ্টতা মম সাধু সুধীজন। চিত্ত ভরি শুন সবে বাল-নিবেদন ॥৪॥
চৌ—আধ-আধ কথা শিশু কথয়ে যখন। পিতা মাতা শুনে তাহা হ'য়ে হৃষ্টমন।
কপট হাসিবে ক্রূর কুবিচারী জন। পরদোষ প্রখ্যাপন যাহার ভূষণ ॥৫॥
চৌ—সরস নীরস হোক্ কবিতা আপন। কভু নিজ প্রিয় নয় হয় না এমন॥
পরের কবিতা শুনি তুষ্ট যার মন। এ হেন পুরুষবর আছে কত জন ॥৬॥
চৌ—নদী-বাপী-তুল্য বিশ্বে হেরি বহু জনা। উছল বাণের জলে বাড়ায় আপনা।
পারাবার-সম রহে পূত কয়জনা। পূর্ণচন্দ্রে বৃদ্ধি হেরি বাড়ায় আপনা ॥৭॥

* জরায়ুজ; অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চারিটী যোনিভেদে যাবতীয় জীবসৃষ্টি হয়।

দো—ভাগ্য ছোট বটে অভিলাষ বড়, তাহে এক আছয়ে বিশ্বাস।
সুজন সকলে শুনে সুখী হয়, খল কিন্তু করে পরিহাস ॥৮॥

বাংলা অর্থঃ—পাখ—পক্ষ; দুহুঁ—দুই; জত—যত; জোরি—জুড়িয়া; লখহি—লক্ষ্য করে; সুলচ্ছণ—সুলক্ষণ, বুদ্ধিমান্; লোগ—লোক, পুরুষ; অবগাহা—অগাধ; তাঁতে—সেই হেতু; আকর—যোনি, উৎপত্তিস্থান; মোহূ—আমার প্রতি; ছোহূ—কৃপা; ভরোস—ভরসা, আশা; পাহী—পার্শ্বে; করন চহউ—করিতে চাই; সূজ ন—বুঝি না; অঙ্গ উপাউ—আংশিক উপায়; মতি—বুদ্ধি; রঙ্ক—দরিদ্র; রাউ—রাজা; জুরই ন—জুটে না; ছাছী—ঘোল; ঢিঠাঈ—ধৃষ্টতা; লাঈ—লাগাইয়া; জৌঁ—যদি; তোতরি—তোত্‌লা; নীকা—সুন্দর; ফীকা—হাল্‌কা; ভনিতি—কবিতা; সরি—সরিৎ, নদী; বাঢ়ি—বৃদ্ধি; বঢ়হিঁ—বাড়ায়; সকৃত—একবার; পূর—পূর্ণ; ভাগ—ভাগ্য; পৈহহিং—পাইবে; করিহহি—করিবে; সুনিহহি—শুনিবে। (চৌ—১-৭, দো-৮)

चौ— खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥
हंसहि बक दादुर चातकही। हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥१॥
चौ— कबित रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू ॥
भाषा भनिति मोरि मति मोरी। हँसिबे जोग हँसें नहिं खोरी ॥२॥
चौ— प्र पद प्रीतिभु न सामुझि नीकी। तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥
हरि हर पद रति मति न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥३॥
चौ— राम भगति भूषित जियँ जानी। सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानीं।
कबि न हउँ नहिं बचन प्रबींनू। सकल कला सब बिद्या हीनू ॥४॥
चौ— आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥
भाव भेद रस भेद रस अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥५॥
चौ— कबित बिबेक एक नहिं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें ॥६॥
दोहा— भनिति मोरि सब गुन रहित, बिस्व बिदित गुन एक।
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति, जिन्ह कें बिमल बिबेक ॥९॥

मौलिक শব্দবোধ :—

मोरा—मोर (বাংলা পদ্য); प्रवीनू—प्रवीण; आखर—अक्षर; अरथ—अर्थ; कबित—कविता; बिचारि—(বাংলা পদ্য) विचारि, विचार्य्य; कुतरकी—कुतर्की। (चौ—१—६; दो—९)

চৌ—খল-পরিহাসে তবু মম হিত জানি। কলকণ্ঠ পিকে কাক দিয়ে থাকে গ্লানি॥
বক দূষে হংসরাজে ভেক পাপিয়ায়। খলমন দোষ হেরে বিমল কথায় ॥১॥
চৌ—কবিতায় রুচি রামে প্রেম নাহি যার। এ কবিতা হাস্যরস যোগাইবে তার॥
ভাষাময় কাব্য তাহে মম ভ্রান্ত মন। হাসযোগ্য বটে তার না দোষ কখন ॥২॥

চৌ—প্রভুপদে প্রীতি-বুদ্ধি ভাল নাহি যাঁর। এই কবিতা লাগিবে নীরস তাঁহার ॥
হরিহর-পদে রতি অকুতর্কী চিত। রঘুবর-কথা শুনি হবে প্রমুদিত ॥৩॥
চৌ—রামভক্তিপূত যারা হৃদয়ে বুঝিয়া। প্রশংসি শুনিবে ভাল সুবাণী মানিয়া ॥
অকবি অবুদ্ধি আমি নহি ত প্রবীণ। কলাজ্ঞানহীন তথা বিদ্যাতে বিহীন ॥৪॥
চৌ—অক্ষরার্থ বহুবিধ নানা অলঙ্কার। ছন্দের বিধান আছে বিবিধ প্রকার।
ভাবভেদ রসভেদ রয়েছে অপার। অনেক প্রকার দোষ-গুণ কবিতার ॥৫॥
চৌ—কবিতা-বিচার-বোধ না আছে আমার। সাদা পাতে এই সত্য লিখি পুনর্ব্বার ॥৬
দো—বচন আমার হীন সর্ব্বগুণে ধরা জানে রামগুণ এক।
সে কথা বিচারি শুনিবে সুমতি আছে যার, বিমল বিবেক ॥৯॥

বাংলা অর্থঃ—হংসহি—হাঁসকে ; হঁসহি—হাসে ; বতকহী—বার্ত্তালাপ ; নেহূ—স্নেহ ; তিন্‌হ কহুঁ—তাঁহাদের ; এহ—ইহা ; ভোরি—ভোলা, ভ্রান্ত ; হঁসিবে জোগ—হাঁসিবার যোগ্য ; হঁসে—হাস্যে ; খোরী—দোষ ; সামুঝি—বোধশক্তি ; নীকি—সুন্দর ; লাগিহি—লাগিবে ; হিয়—অন্তরে ; সরাহি—প্রশংসা করিতে করিতে ; কাগদ—কাগজ, কোরে—কোরা, সাদা। (চৌ—১-৬ ; দো—৯)

चौ— एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥
चौ— भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥
बिधुवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥२॥
चौ— सब गुन रहित कुकबि कृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी ॥
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥३॥
चौ— जदपि कबित रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥
सोइ भरोस मोरें मन आवा। केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥४॥
चौ— धूमउ तजइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी। राम कथा जग मंगल करनी ॥५॥
छं०— मंगल करनि कलि मल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की।
गति कूर कबिता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की ॥
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि, होइहि सुजन मन भावनी।
भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥
दोहा— प्रिय लागिहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग।
दारु बिचारु कि करइ कोउ, बंदिअ मलय प्रसंग ॥१०(क)॥
दोहा— स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहिं सब पान।
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥१०(ख)॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

সরিস—সদৃশ ; জদপি—যদ্যপি ; পাথ—পথ ; মসান—শ্মশান ; কূর—ক্রূর ; করুআই—কটুতা ; অগরু—অগুরু ; (চৌ—১-৫ ; দো—১০-ক, খ)

চৌ—এর মাঝে রামনাম পরম উদার। পাবন পুরাণ তথা শ্রুতিবাক্য সার।
মঙ্গল-আধার তাহা অমঙ্গল-হারী। জপিছেন উমা সহ যাহা ত্রিপুরারি ॥১॥
চৌ—বিচিত্র কবিতা যদি সুকবি লিখিবে। রামনাম বিনা তাহা কভু না শোভিবে।
চন্দ্রাননা সালঙ্কারা যদি সুসজ্জিতা। শোভা নাহি পায় কভু বস্ত্রবিবর্জ্জিতা ॥২॥
চৌ—ভাষা যদি কবিগুণ কিছু নাহি পায়। রামনাম রামযশ ভরা থাকে তায়।
সাধু মানি শুনে জ্ঞানী করে সমাদর। গুণগ্রাহী মন তার সম মধুকর ॥৩॥
চৌ—যদ্যপি কবিতারসে ইহা বিবর্জ্জিত। রামের প্রতাপ কিন্তু ইথে প্রকাশিত ॥
সে আশা-আলোকে মোর মন ভ'রে যায়। সুসঙ্গ মহিমা-লাভ কেবা নাহি পায় ॥৪॥
চৌ—স্বাভাবিক কটুগন্ধ করি বিবর্জ্জিত। অগুরু-সংযোগে ধূম হয় সুবাসিত ॥
রচনা বিরস তবু বর্ণি সুবিষয়। রামকথা ধরা-মাঝে শুভ উপজয় ॥৫॥
ছন্দ—শুভ এনে দেয় কলিমল হরি তুলসী-রচিত রঘুনাথ-কথা।
কুটিল-গমনা কবিতা-সরিৎ পূত জলে ভরা সুরধুনী যথা ॥
প্রভুর সুযশ গাহে যে কবিতা সুজন-মানস করয়ে তোষণ।
শিব অঙ্গে যদি শ্মশান-বিভূতি পূত মনোরম তাহার স্মরণ ॥
দো—মধুর লাগিবে অতি সবাকার হেতু তার রাম-যশ-সঙ্গ
চন্দনে কে করে দারুর বিচার বন্দে সবে মলয়-প্রসঙ্গ ॥১০ক॥
দো—কৃষ্ণগাভী-পয় শুভ্র ও সুরভি গুণযুত সবে করে পান।
সীতারাম-যশ ভাষায় প্রকাশ জ্ঞানিগণ শুনি করে গান ॥১০খ॥

বাংলা অর্থঃ—এহি মহঁ—এর মাঝে ; জেহি—যাহাকে ; পুরারী—ত্রিপুরারি, মহাদেব. জোউ····সোউ—যাহা····তাহা ; ন সোহ—শোভা পায় না ; সঁবারী—সুসজ্জিত ; তাহী—তাহাকে ; কেহী—কেহ ; বড়প্পনু—বড় ভাব, মহত্ব ; করুআঈ—কটুতা ; বসাঈ—দূঢ় করে ; ভদেশ—নিন্দাহ´ ; ভাবনী—দীপ্তিকরী ; সুহাবনি—সুন্দর ; সুজান—সুজ্ঞানী। (চৌ—১-৫, দো—১০ ক, খ)।

चौ— मनि मानिक मुकुता छबि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥
नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥१॥
चौ— तैसेहिं सुकबि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं ॥
भुगति हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवति धाई ॥२॥
चौ— राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥
कबि कोबिद अस हृदयँ बिचारी। गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥३॥

चौ— कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥४॥
चौ— जौं बरषइ बर बारि बिचारू। होहिं कबित मुकुतामनि चारू ॥५॥
दोहा— जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं, राम चरित बर ताग ॥
पहिरहिं सज्जन बिमल उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥

मौलिक शब्दबोध :—

मनि—मणि ; मानिक—माणिक्य ; मुकुता—मुक्ता ; तरुनी—तरुणी ; सोभा—शोभा ; भगति—भक्ति ; बिहाइ—विहाय (वि—हा+ल्यप) ; आवति—आगच्छति ; जुगुति—युक्ति ; धुनि—धुनयित्वा ; अनत—अन्यत्र ; (चौ—१—४ ; दो—११)

চৌ—মণি মুক্তা মাণিক্যের নিজরূপ যথা। অহি গজ গিরি শিরে ন শোভয়ে তথা ॥
তরুণীর কায়ে আর কিরীটে রাজার। বৃদ্ধি পায় অতিশয় সুন্দরতা তার ॥১॥
চৌ—সুকবি-কবিতা তথা বুধে হেন কয়। কবিচিতে জনমিয়া জ্ঞানীতে শোভয়।
বাণী ব্রহ্মলোক ত্যজি ভকতিকারণ। ধাবমান হন কবি করিলে স্মরণ ॥২॥
চৌ—রামের চরিত-সরে না করি সিনান। শ্রান্তি নাহি যায় ধরি কোটি পথ আন ॥
সুপণ্ডিত কবি যিনি এ তত্ত্ব বিচারি। হরিযশ গাহিবেন কলিমলহারী ॥৩॥
চৌ—প্রাকৃত জনের গুণ কবি যদি গা'ন। বাণী নিজে মাথা নেড়ে বিমত জানান ॥
হৃদয়-বারিধি-মাঝে শুক্তি যে সুমতি। সুজন কহেন—তাহে স্বাতী সরস্বতী ॥৪॥
চৌ—বরষেন শ্রেষ্ঠ বারি যদি বিচারিয়া। কবিতা মুকুতা তাহে যাবে জনমিয়া ॥৫॥
দো—যুক্তিতে বিঁধিয়া সে মুক্তানিকরে কবচ রচি রামচরিত।
পরিলে সজ্জন বিমল হৃদয়ে হইবেন প্রীতিতে শোভিত ॥১১॥

বাংলা অর্থঃ—উপজহি—জন্মায় ; অনত—অন্যত্র ; বিহাঈ—ত্যাগ করিয়া ; আবতি—আসে ; ধাই—ধাইয়া ; বিনু অন্হবায়ে—স্নান না করিয়া ; জই—যায় ; কীন্হে—কৃত হইলে ; বারি বিচারু—বিচাররূপী বারি। জুগুতি—যুক্তি (দ্বারা); বেধি—বিদ্ধ করিয়া ; পোহি অহি—গাঁথিয়া, তাগ—তাগা, কবচ ; পহিরহি—পরিধান করে ; সোভা অনুরাগ—অনুরাগরূপী শোভা। (চৌ—১-৪ ; দো-১১)

चौ— जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराला ॥
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल भाँड़े ॥१॥
चौ— बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के ॥
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंधक धोरी ॥२॥
चौ— जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊँ ॥
ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहहिं सयाने ॥३॥

चौ— समुझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी। कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥
एतेहु पर करिहहिं जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥४॥
चौ— कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मति अनुरूप राम गुन गावउँ ॥
कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥५॥
चौ— जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥६॥
दोहा— सादर सेस महेस बिधि, आगम निगम पुरान।
नेति नेति कहि जासु गुन, करहिं निरंतर गान ॥१२॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

করতব—কর্ত্তব্য ; মগ—মার্গ ; ছাঁড়ে—ছাড়ি (বাংলা পদ্য) ; কঞ্চন—কাঞ্চন ; কোহ—ক্রোধ বিবিধি—বিবিধ ; বিনতী—বিনতি ; অসঙ্কা—আশঙ্কা ; মারুত—মরুৎ ; তূল—তূলক। অলপ—অল্প ; বেষ—বেশ ; সেস—শেষ ; (চৌ—১-৬ ; দো—১২)

চৌ—কলির করাল কালে জন্মলাভ ক'রে। কাক-সম কার্য্য আর হংসবেশ ধ'রে ॥
বেদমার্গ ত্যজি যারা হীনপথ ধরে। কলিমল-ভাণ্ডরূপী পাপ-কলেবরে ॥১॥
চৌ—কামিনী-কাঞ্চন-ক্রোধ-দাস-রূপ ধরে। রামভক্ত কহি নিজে কপট আচরে
তাহাদের পুরোভাগে লভি আমি স্থান। ধর্ম্মধ্বজী ধন্ধাকারী কপট-প্রধান ॥২॥
চৌ—নিজ অপরাধ সব ব'লে যদি যাব। কথা বে'ড়ে যাবে বটে পার নাহি পাব ॥
অল্পভাষে সেই হেতু করিনু বর্ণন। তার মাঝে যত সব বুঝ হে ধীমন্ ॥৩॥
চৌ—বিবিধ বিনতি মোর বুঝিয়া সকলে। হয়ত না দোষ দিবে মোরে দোষী ব'লে ॥
এর পর সংশয় কারো যদি জানি। তারে আরো হীনমতি জড় ব'লে মানি ॥৪॥
চৌ—নহিক সুবক্তা নহি কবি অপরূপ। রামগুণ-গান গাহি মতি অনুরূপ ॥
কোথা রঘুপতি কথা কে বর্ণিতে পারে। কোথা হীনমতি আমি নিরত সংসারে ॥৫॥
চৌ—চণ্ড যে পবন মেরু-গিরিরে উড়ায়। তুলার গণনা কিবা তার তুলনায় ॥
রামের প্রভুতা বুঝি প্রমাণে অমিত। কহিতে চরিত তাঁর হতেছি কুণ্ঠিত ॥৬॥
দো—বাণী ও অনন্ত ব্রহ্মা ও মহেশ বেদ তথা নিগম পুরাণ।
নেতি নেতি করি গুণ বাখানিয়া করে সদা যাঁর গুণগান ॥১২॥

বাংলা অর্থঃ—জনমে—জন্মলাভ করে ; করতব—কর্ত্তব্য ; মগ—মার্গ ; ছাঁড়ে—ছাড়িয়া ; ভাঁড়ে—ভাঁড়, ভাণ্ড ; কহাই—কহিয়া ; কঞ্চন—কাঞ্চন ; কোহ—ক্রোধ ; ধীঙ্গ—প্রতারক ; ধরমধ্বজ—ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মের মিথ্যা অবতারণাকারী ; ধন্ধক ধোরী—কুধন্ধার ভারবহনকারী ; তাতেঁ—সেই হেতু ; থোরে মহুঁ—অল্পের মধ্যে ; সয়ানে—সেয়ানা বা চতুর লোক ; খোরী—দোষ ; অসংকা—আশঙ্কা ; জে....তে—যাহারা....তাহারা, মোহি তে—আমা হইতে ; রঙ্কা—হীন, অভাগ্য ; কহাবউঁ—কহিতে পারিব ;

কহাঁ—কোথায় ; মারুত—বায়ু ; কেহি লেখে—কোন্ গণনা ; কদরাঈ—কাপুরুষতা ; মাহী—মধ্যে ; সেস—শেষ, অনন্তদেব। (চৌ—১-৬, দো—১২)।

चौ— सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई॥
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥१॥
चौ— एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा॥
ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥२॥
चौ— सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥
जेहि जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करि कीन्ह न कोहू॥३॥
चौ— गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥
बुध बरनहिं हरि जस अस जानी। करहिं पुनीत सुफल निज बानी॥४॥
चौ— तेहिं बल मैं रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई। तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई॥५॥
दोहा— अति अपार जे सरित बर, जौं नृप सेतु कराहिं।
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहिं॥१३॥

मौलिक शब्दबोध :—

प्रभाउ—प्रभाव ; कोहू—कोप ; भगतन—भक्तगण (बहु वचन) ; साहिब—प्रभु (आरेबिक) ; कीरति—कीर्त्ति ; मोहि—मम ; नाइ—नत्वा ; सुफल—सफल ; (चौ—१-५ ; दो—१३)

চৌ—প্রভুর প্রভুতা বহু জানে সর্ব্বজনা। তথাপি ছাড়ে না কেহ তাঁহার বর্ণনা॥
ইথে বেদ এক হেতু করয়ে নির্দ্দেশ। ভজন-প্রভাব বহু নাহি তার শেষ॥১॥
চৌ—ঈশ এক ইচ্ছাহীন অরূপ অনাম। সৎ-চিদানন্দময় অজ পরধাম॥
বিশ্বরূপে ঈশ রহে ব্যাপক আকার। বহু দেহ ধরি পালে বিবিধ আচার॥২॥
চৌ—জনম তাঁহার হেরি ভক্ত হিত লাগি। পরম দয়াল তিনি ভক্ত অনুরাগী॥
মমতা করুণা তাঁর আছে ভক্তপরে। সদয় হইলে রোষ নাহি তার তরে॥৩॥
চৌ—নষ্টের উদ্ধার করি দীনে কৃপা কাজ। সরল সবল প্রভু নিজে রঘু-রাজ॥
বর্ণিয়া হরির যশ হেনমতে জানি। পূত ও সার্থক করে বুধ নিজ বাণী॥৪॥
চৌ—এই বলে বলী কহি রামগুণ-কথা। রামের চরণে নমি জানাই বারতা॥
হরিগুণ গান করে পূর্ব্ব মুনিগণ। সে পথ সুগম জানি লইনু শরণ॥৫॥
দোহা—দুর্গম অপার মহা স্রোতস্বিনী সেতু যদি নৃপ রচে তায়।
অতি ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকা চড়ি বিনা শ্রমে পার হ'য়ে যায়॥১৩॥

বাংলা অর্থঃ—জানত—জানে ; তদপি—তথাপি ; কহ বিনু—না কহিয়া ; রাখা—রাখিয়াছে ; ভাঁতি—প্রকার ; ভাষা—কহিয়াছে ; অনীহ—ইচ্ছাহীন, চেষ্টাহীন ;

তেহি—তিনি ; **ভগতন**—ভক্তগণ ; **জেহি**—যাহার ; **জেহি**—যিনি ; **ছোহূ**—কৃপা ; **কোহূ**—ক্রোধ ; **সাহিঁব**—স্বামী ; **গঈ**—গত (অপগত) দ্রব্যাদি ; **বহোর**—পুন ফিরাইয়া দেয় ; **গরীব নেবাজূ**—গরিবের বন্ধু ; **সুফল**—সফল ; **পুনীত সুফল**—পবিত্র উত্তমফল (ভগবৎ প্রেম) দাতা ; **নাই**—নত করিয়া ; **মুনিন্ হ**—মুনিগণ (বাল্মীকি ব্যাস আদি) ; **মগ**—মার্গ ; **করাহি**—করায় ; চৌ—১-৫ ; দো.—১৩)

चौ— एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहउँ रघुपति कथा सुहाई॥
ब्यास आदि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना॥१॥

चौ— चरन कमल बंदउँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे॥
कलि के कबिन्ह करउँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा॥२॥

चौ— जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हरि चरित बखाने॥
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगें। प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागें॥३॥

चौ— होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू॥
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल कबि करहीं॥४॥

चौ— कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥५॥

चौ— तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे॥६॥

दोहा— सरल कबित कीरति बिमल, सोइ आदरहिं सुजान।
सहज बयर बिसराइ रिपु, जो सुनि करहिं बखान॥१४(क)॥

दोहा— सो न होइ बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर।
करहु कृपा हरि जस कहउँ, पुनि पुनि करउँ निहोर॥१४(ख)॥

दोहा— कबि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल।
बालबिनय सुनि सुरुचि, लखि मो पर होहु कृपाल॥१४(ग)

सो०— बंदउँ मुनि पद कंजु, रामायन जेहिं निरमयउ।
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषन सहित॥१४(घ)॥

सो०— बंदउँ चारिउ वेद, भव बारिधि बोहित सरिस।
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु॥१४(ङ)॥

सो०— बंदउँ बिधि पद रेनु, भव सागर जेहि कीन्ह जहँ।
संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे खल बिष बारुनी॥१४(च)॥

दोहा— बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन, बंदि कहउँ कर जोरि।
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि॥१४(छ)॥

মৌলিক শব্দবোধ—

মনহি—মনসি ; বরনে—বর্ণে (বাংলা পদ্য); গুন গ্রামা—গুণগ্রাম ; পটোরে—পটে ; বয়র—বৈর ; বিসরাই—বিস্মরি (বাংলা পদ্য); বখান—ব্যাখ্যান ; বারিধি বোহিত—বারিধিবাহন (জাহাজ) ; সপনেহুঁ—স্বপ্নেঽপি ; বরনত—বর্ণিত্বা ; জহঁ—যত্র ; সসি—শশী ; প্রগটে—প্রকটতি। সনমানূ—সম্মান ; পরনামা—প্রণাম ; (চৌ ১—৬ ; দো—১৪ক—১৪ছ)

চৌ—তথা মনোবলী হ'তে বাসনা আমার। মনোহারী রঘুপতি-গাথা গাহিবার ॥
ব্যাস-আদি শ্রেষ্ঠ কবি পূর্ব্বে বহু গুণী। ভক্তিভরে হরিগান করেছেন শুনি ॥১॥
চৌ—বন্দি আমি তা' সবার চরণ-কমল। সার্থক করুন মোর অভীষ্ট সকল ॥
সেই কলি কবিগণে জানাই প্রণাম। যাঁহারা গাহেন সদা রামগুণগ্রাম ॥২॥
চৌ—গ্রাম্য কবি যাঁরা হ'ন অতি বুদ্ধিমান্। ভাষাতে করেন রাম-চরিত বাখান ॥
অতীতে বা বর্ত্তমানে ভাবীকালে তথা। সবাকারে অকপটে নমিনু সর্ব্বথা ॥৩॥
চৌ—প্রসন্ন হইয়া কর মোরে বরদান। সাধুগণ যেন দেন কবিতার মান ॥
কভু নাহি করে বুধে সমাদর যার। বালোচিত কাজ তাহা ব্যর্থ শ্রমসার ॥৪॥
চৌ—ভাল তাহা—ধন তথা যশ কবিতার। গঙ্গা-সম হিত যাহা সাধে সবাকার ॥
হীন এ কবিতা তথা শুদ্ধ রামযশ। সংশয় জাগিছে দুয়ে নাহি সমঞ্জস ॥৫॥
চৌ—তোমাদের কৃপা তাহে করিবে শোভন। শণ বস্ত্রোপরে যথা রেশম-সীবন ॥৬॥
দো—সুবিমল যশ সরল কবিতা সমাদর করয়ে সুজন।
শত্রু ভুলে যায় সহজ বৈরিতা বাখানে ও করয়ে শ্রবণ ॥১৪ক॥
দো—শুদ্ধমতি বিনা তাহা নাহি হয় মতি-বল মম অল্প অতি।
কৃপা কর সবে হরিযশ গাব পুন পুন করি এ মিনতি ॥১৪খ॥*
দো—হে কবি সজ্জন! মরাল-সমান রাম-চরিত-মানস-সরে।
শুনিয়া বিনতি হেরি বাল-রুচি কৃপাদান কর মম পরে ॥১৪গ॥

নিজ দীনতা ও দেব-দেবীনতি—নিজ দৈন্য কহি আদি কবিরে প্রণমে।
বেদ ব্রহ্মাদিরে তথা তুলসী সম্ভ্রমে ॥

সো—বন্দিলাম মুনি চরণ-কমল যিনি রচিলেন রামায়ণ।
খরযুত সেই রচনা কোমল, দোষ-বিরহিত সদূষণ ॥১৪ঘ॥
সো—বন্দি মহাতরি সেই চারিবেদ, ভবাম্বোধি যারা পার করে।
স্বপনেও যারা নাহি পুষে খেদ, রঘুনাথ-যশ গান করে ॥১৪ঙ॥
সো—বন্দিলাম আমি বিধিপদ-রেণু, সৃষ্টি যার ভবপারাবার।
সাধু খল সুধা শশী কামধেনু, তথা বিষ বারুণী আধার ॥১৪চ॥
দো—দেব-বিপ্র-বুধ- গ্রহ আদি পদে, প্রণমিয়া কহি জুড়ি কর।
সুপ্রসন্ন সবে করুন পূরণ, মনোরথ মম মনোহর ॥১৪ছ॥

বাংলা অর্থ ঃ—তিন্হ কেরে—তাহাদের ; পুরবহুঁ—পুরাইবে ; পরনামা—

প্রণাম, জিন্হ—যাহাদের ; ভয়ে—হইয়াছিল ; অহহিঁ—আছে ; হোইহহিঁ—হইবে ; কপট—কপটতা ; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়া ; দেহু—দাও ; হোহু—হও ; সনমানূ—সম্মান আদরহীঁ—আদর করে ; বাদি—ব্যর্থ ; ভূতি—সম্পত্তি ; ভলি—ভাল ; সব কহঁ—সবাকার ; ভদেশা—উপহাসজনক ; রঘুবর চরিত মানস—রামচরিতমানস ; চৌ—১-৬, দো—১৪ক—১৪ছ)।

चौ— पुनि बंदउँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥
मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥१॥
चौ— गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवउँ दीनबंधु दिन दानी ॥
सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के ॥२॥
चौ— कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥३॥
चौ— सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला ॥
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ राम चरित चित चाऊ ॥४॥
चौ— भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती। ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥
जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥५॥
चौ— होइहहिं राम चरन अनुरागी। कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥६॥
दोहा— सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर, जौं हर गौरि पसाउ।
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥

मौलिक शब्दबोध :—

सारद—शारदा ; जुगल—युगल ; पाप हर—पापहर ; हर अबिबेको—अविवेकहर ; सिय पी—सीताप्रिय ; निरुपधि—निरुपाधि (अकपट) ; सिरिजा—सृजिल (बांला पद्य) ; आखर—अक्षर ; अरथ—अर्थ ; सुमिरि—स्मरि (बांला पद्य) ; पाइ—पाइया (बांला) ; बिभाती—विभाति ; सुराती—सुरात्रि ; सचेता—सचेताः ; पसाऊ—प्रसाद ; (चौ—१-६ ; दो—१५)

চৌ—বন্দি পুন বাণী তথা অমর-সরিৎ। মনোরম দোঁহাকার পবিত্র চরিত ॥
স্বরধুনী পাপহানি করে স্নান-পানে। বাণী অবিবেক নাশে গুণ-যশ-গানে ॥১॥
চৌ—মহেশ ভবানী মম গুরু পিতা মাতা। বন্দিলাম যারা দীনবন্ধু নিত্যদাতা ॥
শ্রীরামের সখা স্বামী সেবক-প্রবর। অকপটে সর্ব্বরূপে মম হিতকর ॥২॥
চৌ—কলি আগমন হেরি ধরাহিত-ব্রতী। সৃজিলা শাবর মন্ত্র হর ও পার্ব্বতী ॥
মিল নাই অর্থ নাই জপ নাই যার। মহেশ-প্রতাপে করে প্রভাব বিস্তার ॥৩॥
চৌ—মমোপরি সে মহেশ হ'য়ে অনুকূল। কহালেন রামকথা সর্ব্বশুভমূল ॥
শিবশিবা কৃপা স্মরি সুপ্রসন্ন মনে। উৎসাহ লভিনু রামচরিত-বর্ণনে ॥৪॥

চৌ—মহেশ্বর-কৃপাপূত মম কথা হেন। তারাসহ শশী শোভে পূর্ণিমাতে যেন,
প্রীতিভরে এই কথা মিলি যত জন। বুঝি অবধানপর করিবে শ্রবণ ॥৫॥
চৌ—রামের চরণে তারা হবে অনুরাগী। কলিমল-বিবর্জ্জিত-সুমঙ্গল-ভাগী ॥৬॥
দো—স্বপনেও হন যদি আমা পরে হরগৌরী সত্য দয়াবান্।
তাহা সত্য হবে যা' কহি ভাষায় হেন তার প্রভাব মহান্ ॥
সীতারাম-ধামাদি বর্ণনা—রাম-ধাম আদি যত রামপরিজন।
তুলসী সবার করে মহিমা বর্ণন ॥

বাংলা অর্থ ঃ—**দিন দানী**—নিত্য দাতা; **সিয় পী**—সীতাপ্রিয় (রামচন্দ্র) **নিরুপধি**—নিরুপাধি অর্থাৎ কপটতারহিত; **সিরিজা**—সৃষ্টি করিলেন; **অনমিল**—অমিল; **আখর**—অক্ষর; **অরথ**—অর্থ; **উমেস**—শিব; **সুমিরি**—স্মরিয়া; **পসাউ**—প্রসাদ; **চিত চাউ**—সাগ্রহ চিত্তে; **বিভাতী**—শোভা পায়; **মিলি**—মিলিয়াছে; **মনছুঁ**—মনে কর; **সচেতা**—সচেতন হইয়া; **সাচেহুঁ**—সত্যসত্য; **মোহিপর**—মম পরে; **পসাউ**—প্রসাদ, প্রসন্নতা; **জৌ....তৌ**—যদি....তবে; **ফুর**—সত্য; চৌ—১-৬; দো—১৫)।

चौ— बंदउँ अवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥
प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरि। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥१॥
चौ— सिय निंदक अघ ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ बसाए ॥
बंदउँ कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची ॥२॥
चौ— प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू। बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥
दसरथ राउ सहित सब रानीं। सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥३॥
चौ— करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥
सो०— बंदउँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद।
बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥१६॥

मौलिक शब्दबोध—

कलुष नसावनि—कलुषनाशिनी; **तुसारू**—तुषार; **भूआल**—भूपाल; **अघ ओघ**—अघौघ; **नारि**—नारी; **बिस्व**—विश्व; (चौ—१-४; दो—१६)

চৌ—বন্দিনু অযোধ্যাপুরী পরম পাবন। বন্দি সরযূরে কলি-কলুষ-নাশন ॥
বন্দিনু অযোধ্যাবাসী নরনারী যত। যাহে প্রভু রাখিতেন মমতা নিয়ত ॥১॥
চৌ—সীতাকুৎসাকারী প্রতি হ'য়ে ক্ষমাবান্। শোক হরি অযোধ্যাতে প্রভু দেন স্থান॥
কৌশল্যা-প্রতীক্ প্রাচী নমিনু তাঁহারে। কীর্ত্তি যার পরিব্যাপ্ত ভুবন মাঝারে ॥২॥
(পূর্ব্বদিকে রবি যথা হ'লে সমুদিত। অন্ধকার নাশি করে দিক্ উদ্ভাসিত ॥
তেমনি কৌশল্যা পূর্ব্বদিক্ মূর্ত্তিমতী। দিলেন বিশ্বের তরে ভাস্বর মূরতি ॥

চৌ—যাঁহা হ'তে জন্মে রাম-শশী মনোহর। বিশ্বসুখদাতা খল-কমলে তুষার ॥
দশরথ রাজা সহ তাঁর যত রাণী। সুপাবনী শুভময়ী মূর্ত্তি বলি মানি ॥৩॥
চৌ—নমি সবাকারে কায়মনোবাক্য দিয়া। দয়াপর হৌন্ সুত-সেবক জানিয়া ॥
শ্রীরামের মাতাপিতা মহিমার সীমা। প্রকটে সবারে সৃজি ধাতার মহিমা ॥৪॥
সো—অযোধ্যার ভূপে বন্দিনু এবার শুদ্ধ প্রেম ছিল রাম-পদে যাঁর।
দয়াল বিরহ নাহি সহি আর তৃণসম ত্যজে নিজ দেহভার ॥১৬॥

বাংলা অর্থঃ—কলুষনসাবনি—পাপনাশী ; অঘ ওঘ—পাপ সমূহ ; নসায়ে—নাশ করিলেন ; বিসোক—শোকশূন্য ; বনাই—করিয়া ; বসায়ে—বসাইলেন ; প্রাচী দিসি—পূর্ব্ব দিক্ ; মাচী—ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; প্রগটেউ—প্রকট হইয়াছিলেন ; মানী—গণ্য করি ; করম মন বানী—কায়মনোবাক্যে ; অবধি—প্রান্তসীমা ; ভুআল—ভূপাল (নৃপ) ; বিছুরত—ছাড়িয়া ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৬)।

चौ— प्रनवउँ परिजन सहित बिदेहू। जाहि राम पद गूढ़ सनेहू ॥
जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥१॥
चौ— प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥
राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥२॥
चौ— बंदउँ लछिमन पद जल जाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥
रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥३॥
चौ— सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥
सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥४॥
चौ— रिपुसूदन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी ॥
महाबीर बिनवउँ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना ॥५॥
सो०— प्रनवउँ पवनकुमार, खल बन पावक ग्यानघन।
जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर ॥१७॥

मौलिक शब्दबोध :—

बिलोकत—बिलोक्य ; नेम—नियम ; लुबुध—लुब्ध ; तजइ—त्यजति ; पासू—पार्श्व ; भगत—भक्त ; सहस्रसीस—सहस्रशीर्ष ; ग्यान घन—ज्ञानघन। (चौ—१-५ ; दो—१७)

চৌ—এবে নমি জনকেরে সহ পরিজন। রামে গুপ্তস্নেহ যিনি করেন ধারণ ॥
ভোগমধ্যে যোগ যাঁর লুক্কায়িত ছিল। রামেরে হেরিয়া যাহা সুষ্ঠু প্রকাশিল ॥১॥
চৌ—ভ্রাতৃগণ মধ্যে নমি ভরতে প্রথম। বর্ণনার পারে যাঁর ব্রত ও নিয়ম ॥
রামপাদপদ্মে করি চিত্ত সমর্পণ। লুব্ধ-ভৃঙ্গ-সম করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥২॥

রামায়ণ খর-রাক্ষস নাম সংযুক্ত হইয়াও খর (কঠোর) নয় কিংবা দূষণরাক্ষস নাম যুক্ত হইয়াও দূষণ-(দোষ) যুক্ত নহে। [সোরঠা—১৪ঘ]

চৌ—বন্দিলাম লক্ষ্মণের চরণ-কমল। ভক্তে সুখ দেয় যাহা সুন্দর শীতল ॥
রঘুপতি-কীর্ত্তি যদি বিমল নিশান। লক্ষ্মণের যশ তাহে দণ্ডের সমান ॥৩॥
চৌ—অনন্ত সহস্রশির জগৎ কারণ। ভূমিভার তরাইতে অবতীর্ণ হন ॥
কৃপাসিন্ধু গুণাকর সুমিত্রানন্দন। সদা হৌন মোর পরে কৃপা-পরায়ণ ॥৪॥
চৌ—শত্রুঘ্ন-চরণ-পদ্মে এবে নমি আমি। শূর ও সুশীল তিনি ভরতানুগামী ॥
নমিনু এখন আমি বীর হনুমানে। রামচন্দ্র যাঁর যশ আপনি বাখানে ॥৫॥

সো—নমিনু এবার পবনকুমারে, খলদাবানল জ্ঞান মূর্ত্তিমান্।
শ্রীরাম যাঁহার হৃদয়-আগারে, শরধনু ধরি রহে বর্ত্তমান ॥১৭॥

বাংলা অর্থঃ—গোই—গোপন করিয়া ; পদজল জাতা—পাদপদ্ম ; জাকা—যাহার ; ভয় টারন—ভয়ত্রাতা ; রিপুসূদন—শত্রুঘ্ন ; তজই ন—ত্যজিল না ; পাসূ—পার্শ্ব ; নেম—নিয়ম ; আপ—নিজে, আপনি ; (চৌ—১-৫ ; দো—১৭)।

चौ— कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा ॥
बंदउँ सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥१॥
चौ— रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते ॥
बंदउँ पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे ॥२॥
चौ— सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिबर बिग्यान बिसारद॥
प्रनवउँ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥
चौ— जनकसुता जग जननि जानकी। अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥
ताके जुग पद कमल मनावउँ। जासु कृपाँ निरमल मति पावउँ ॥४॥
चौ— पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल बंदउँ सब लायक ॥
राजिवनयन धरें धनु सायक। भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥५॥
दोहा— गिरा अरथ जल बीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न।
बंदउँ सीता राम पद, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥

मौलिक शब्दबोध :—

रीछ—ऋक्ष ; जेते—यावन्तः ; समेते—समेत ; चेरे—अनुचर ; बिग्यान बिसारद—विज्ञान-विशारद ; सीसा—शीर्ष ; निरमल—निर्म्मल ; धरे धनु सायक—धनुःसायकधर ; बिपति—विपत्ति ; अरथ—अर्थ ; जग जननि—जगज्जननी ; सुक—शुक ; (चौ—१५ ; दो—१८)

চৌ—সুগ্রীব জাম্ববান্ আর নিশ্যচর-রাজ। অঙ্গদাদি যত আছে বানর-সমাজ
ভক্তিভরে বন্দি আমি সবার চরণ। নীচতনু যারা লভে রাম-দরশন ॥১॥
চৌ—রঘুপতি-পাদপদ্মে উপাসকদল। খগ মৃগ সুর নর অসুর সকল ॥
সবাকার পাদপদ্মে আমি নতিপর। নিষ্কাম হইয়া যাঁরা হন অনুচর ॥২॥

চৌ—শুক আদি ভক্ত, মুনি সনক নারদ। যত মুনিবর ব্রহ্মজ্ঞান-বিশারদ॥
সবারে প্রণমি রাখি শির ধরাপরে। আপন সেবক জানি কৃপা কর মোরে॥৩॥
চৌ—জগন্মাতা সীতা হন জনকের সুতা। কৃপাময় রামচন্দ্রে অতি ভক্তিযুতা॥
চরণ-কমলে তাঁর প্রণতি জানাই। তাঁহারি কৃপাতে যেন শুদ্ধা মতি পাই॥৪॥
চৌ—কায়মনোবাক্যে নমি রাঘবনায়ক। চরণ-কমল যাঁর সর্ব্বার্থসাধক॥
ধনুকশায়কধর কমল-নয়ন। ভক্ত-সুখদাতা তিনি বিপদভঞ্জন॥৫॥
দোহা—শব্দ-অর্থ-সম বারি-বীচি যেন বচনে পৃথক্ বাস্তবে নয়।
সীতারামে বন্দি তেমনি বুঝিয়া যাঁহাদের প্রিয় দীনজনে হয়॥১৮॥

রামনামমহিমা—নামের মহিমা কত তুলসী গাহিছে।
রাম হ'তে নাম বড় বুঝাতে চাহিছে॥

বাংলা অর্থঃ—ঋছ রাজা—ঋক্ষরাজ (জাম্ববান্), নিশাচর রাজা—রাক্ষসরাজ (বিভীষণ); কীস সমাজা—বানর সমাজ; জেতে—যত; সব কেরে—সবাকার; বিনু-কাম—নিষ্কাম; চেরে—চেলা (অনুচর); মনাবউঁ—মান্য করি; সব লায়ক—সর্ব্ব-কার্য্যে সমর্থ; কহিয়ত—কহিতে (বাক্যে); খিন্ন—দীন দুঃখী; (চৌ—১-৫, দো-১৮)।

चौ— बंदउँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो। अगुन अनुपम गुन निधान सो॥१॥
चौ— महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदेसू॥
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥२॥
चौ— जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥
सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपि जेईं पिय संग भवानी॥३॥
चौ— हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीन्ह अमी को॥४॥
दोहा— बरषा रितु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास।
राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास॥१९॥

मौलिक शब्दबोध :—

गणराऊ—गणराज (गणेश); सुद्ध—शुद्ध; जापू—जप; पिय—प्रिय; तिय भूषण—स्त्रीभूषण; ती—स्त्री; अमी—अमृत; रित—ऋतु; सालि—शालि; बरन—वर्ण; सावन—श्रावण; भादव—भाद्र; पूजिअत—पूज्यते; जपि—जपित्वा; कासीं—काशी; (चौ—१—४; दो—१९)

চৌ—বন্দিলাম রামনাম রাঘব-বাচক। অগ্নি-রবি-হিমকর জনমদায়ক॥*
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবময় তিনি বেদপ্রাণ। গুণাতীত অনুপম গুণের নিধান॥১॥

* বিরাট নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে বিরাট সগুণ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির উদ্ভব হইয়াছে।

চৌ—যেই নাম মহামন্ত্র জপেন মহেশ। কাশীধামে মুক্তিহেতু যার উপদেশ॥*
নামের মহিমা ভাল গণেশ বিদিত। যাহার প্রভাবে তিনি প্রথম পূজিত ॥২॥
চৌ—নামের প্রতাপ আদি কবি জানিতেন। বিপরীত জপে সিদ্ধি-লাভ করিলেন॥†
যে নাম পতির সঙ্গে জপেন ভবানী, সহস্র নামের তুল্য—ইহা শিব বাণী ॥৩॥
চৌ—পার্ব্বতী-হৃদয়ে শিব রাম-প্রীতি জানি। অর্দ্ধাঙ্গিনী করিলেন শিরোমণি মানি॥‡
রামনামতত্ত্ব শিবে ঠিক্ জানা ছিল। কালকূট তাই তাঁরে সুধাফল দিল ॥৪॥
দো—বর্ষা ঋতু হয় রাঘবে ভকতি ভক্তেরা শালি কহে তুলসীদাস।
বর বর্ণযুগ হয় রামনাম তারা হল শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস ॥১৯॥

বাংলা অর্থঃ—কৃসানু—কৃশানু, অগ্নি; হিমকর—চন্দ্র; বিধি—ব্রহ্মা, পিয়—প্রিয়; হরষে—হরষিত হয়; হী কো—(পার্ব্বতী) হৃদয়ের; তিয় ভূষণ—স্ত্রীজাতির ভূষণস্বরূপ; তী কো—স্ত্রীকে; কিয়—করিয়াছিলেন; অমী কো—অমৃতের; সাবন—শ্রাবণ; ভাদব—ভাদ্র; সুদ্ধ—শুদ্ধ; জাপু—জপ (চৌ—১-৪; দো—১৯)।

चौ— आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू ॥१॥
चौ— कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥२॥
चौ— नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥
भगति सुतिय कल करन बिभूषन। जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥३॥
चौ— स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के॥
जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से ॥४॥
दोहा— एकु छत्रु एकु मुकुटमनि, सब बरननि पर जोउ।
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजित दोउ ॥२०॥

मौलिक शब्दबोध—

सुठि—सुष्ठु; बिलगाती—विलगति; संघाती—संहन्ति; करन—कर्ण; पूषन—पूषणः (सूर्य्य); धर बसुधा के—वसुधाधर; जीह—जिह्वा; छत्रु—छत्र; बिराजत—विराजते; सुतिय—सुस्त्री; जसोमति—यशोमति; दोउ—द्वौ; एकु—एक; (चौ—१-४; दो—२०)

চৌ—মধুর অক্ষর দুটী মানসমোহন। দুইটী নয়ন-সম ভকত জীবন॥
স্মরিতে সহজ তথা সবার সুখদ। ইহলোকে লাভদায়ী পরত্র শুভদ ॥১॥

---

* রামনাম লইয়া কাশীতে মৃত্যুতে মুক্তি হয় ইহা পুরাণের বচন।

† 'রাম' স্থলে 'মরা' মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে।

‡ সমুদ্রমন্থনে বিষ উত্থিত হইলে মহাদেব কালকূট বিষ পান করিয়া অমরতা লাভ করেন, পুরাণে লিখিত আছে।

চৌ—বর্ণিতে শুনিতে তথা স্মরিতে শোভন। তুলসীর প্রিয় যথা শ্রীরাম লক্ষণ॥
বর্ণিতে বর্ণের প্রীতি মনে হয় ভিন্ন। ব্রহ্ম-জীব-সম তারা বাস্তবে অভিন্ন ॥২॥
চৌ—কৃষ্ণার্জ্জুন-সম দোঁহা ভ্রাতৃভাবে রয়। বিশ্ব পালি সবিশেষে জনত্রাতা হয়॥
ভক্তিললনার চারু কর্ণ আভরণ। ধরাহিতহেতু যেন শশী ও তপন ॥৩॥
চৌ—সুধা-সম স্বাদ তুষ্টি আনিছে মুক্তিতে। অনন্ত-কচ্ছপ-সম বসুধা ধরিতে॥
ভক্তজনচিতে যেন কমলে ভ্রমর। জিহ্বা-যশোদায় যেন কৃষ্ণ হলধর ॥৪॥
দোহা—ছত্ররূপে রেফ অনুস্বার শিরে রহে দোঁহা সর্ব্ববর্ণপরে।
রেফ অনুস্বারে রচে রাম-নাম তুলসী তা' হেরে সর্ব্বাক্ষরে ॥২০॥

বাংলা অর্থঃ—বরন বিলোচন—বর্ণের চক্ষুস্বরূপ অর্থাৎ 'র' রেফরূপে ম অনুস্বার-রূপে বর্ণের মস্তকে অবস্থিত থাকে, চক্ষু যেরূপ মানুষের উর্দ্ধাঙ্গে থাকে। লাহু—লাভ; নিবাহু—নির্ব্বাহ (সেবাকার্য্যের জন্য); সুঠি—উত্তম; নীকে—মধুর; বরনত—বর্ণনা করিয়া; সঁঘাতী—মিলিত হয়; সুতিয়—সুস্ত্রী; কল—সুন্দর; করণ—কর্ণ; পূষন—সূর্য্য; সুগতি সুধা—মুক্তিরূপী অমৃত; কমঠ—কচ্ছপ; ধর বসুধাকে—পৃথিবীর ধারক; জীহ—জিহ্বা; জসোমতি—যশোদা; হরি—কৃষ্ণ; হলধর—বলরাম; ছত্র—ছত্র (ছাতা) বরননি পর—বর্ণের উপরে; বিরাজত—বিরাজ করে; (চৌ—১-৪, দো-২০)।

चौ— समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥
चौ— को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू॥
देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥२॥
चौ— रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें॥
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयँ सनेह बिसेषें ॥३॥
चौ— नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी॥
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥४॥
दोहा— राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरीं द्वार।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ, जौं चाहसि उजिआर ॥२१॥

मौलिक शब्दबोध :—

सरिस—सदृश; परसपर—परस्पर; साधी—साध्य; अधीना—अधीन; सुमिरिअ—स्मृत्वा; सुसाखी—सुसाक्षी; दुभाषी—द्विभाषी; उजिआर—उज्ज्वल; (चौ—१-४; दो—२१)

চৌ—সমান বুঝিবে দুই নাম আর নামী। প্রভুরে জানিবে সদা প্রীতি অনুগামী॥
ব্রহ্মের উপাধি দুই রূপ আর নাম। অবর্ণ্য অনাদি বলি বুঝিবে ধীমান্ ॥১॥
চৌ—কে বড় কে ছোট যদি বল দোষ হয়। গুণভেদ শুনি সাধু নিজে বুঝি লয়॥
রূপ নামাধীন দেখে সাধু ভক্তজনে। নাম বিনা রূপজ্ঞান হইবে কেমনে ॥২॥

চৌ—নামজ্ঞান বিনা রূপে বিশেষ না রয়। করতলগত রূপে কোথা পরিচয়॥
রূপ যদি নাহি হেরি নাম মাত্র স্মরে। হৃদয়ে আসিয়া যায় তাহা প্রেমভরে॥৩॥
চৌ—নাম রূপে ভেদ কোথা কে বর্ণিতে পারে। বুঝিলে সে সুখ পায়
বাখানিতে নারে॥
নির্গুণ সগুন মাঝে নাম সাক্ষী দেয়। চতুর দোভাষী নাম সকল বুঝায়॥৪॥
দো—রামনামরূপী মণিদীপ ধর আপন রসনার দুয়ারে
হে তুলসী! তুমি অন্তর বাহির চাহ যদি দীপ্ত করিবারে॥২১॥

বাংলা অর্থ ঃ—অনুগামী—অনুচর ; পরস্পর—পরস্পর ; সুসামুঝি—সুবুদ্ধি ; সমুঝিহহি—বুঝিবে ; সুসাখী—সুসাক্ষী ; দুভাষী—দ্বিভাষী ; দেহরী দ্বার—দেউড়ী দ্বার ; ভীতর—ভিতর ; উজিআর—উজ্জ্বল ; (চৌ—১-৪ ; দো—২১)।

चौ— नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥१॥
चौ— जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ॥
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥२॥
चौ— जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी॥
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा॥३॥
चौ— चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥४॥
दोहा— सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन।
नाम सुप्रेम पियूष हृद, तिन्हहुँ किए मन मीन॥२२॥

मौलिक शब्दबोध :—

जागहि—जागर्त्ति ; बिरति—बिरक्त ; बिरञ्चि—बिरिञ्चि ; अनुभवहि—अनुभवति ; अनुपा—अनुपम ; अकथ—अकथ्य ; जानहिं—जानाति ; लय लायें—लय लीन ; अरत—आर्त्त ; अधारा—आधार ; पियूष—पीयुष ; जेऊ...तेऊ—ये...ते ; जे—ये ; (चौं—१-४ ; दो—२२)

চৌ—রসনায় নাম জপি যোগী জাগরিবে। ব্রহ্মার প্রপঞ্চ বর্জি বৈরাগ্য ভুঞ্জিবে॥
অনুপম ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। বাক্যাতীত নামরূপহীন অনাময়॥১॥
চৌ—গূঢ় আত্মা গতি যদি জানিতে চাহিবে। জিহ্বাতে জপিয়া নাম জানিয়া লইবে।
সাধক জপিয়া নাম হ'লে লয়-লীন। অনিমাদি সিদ্ধিলাভ তাহার অধীন॥২॥
চৌ—মহাদুখী জন যদি রাম-নাম লয়। সর্ব্ববিঘ্ন টুটে যায় সুখ উপজয়॥
চতুর্ব্বিধ রামভক্ত ধরাধামে রয়। নিষ্পাপ উদার তারা পুণ্যাত্মা নিশ্চয়॥৩॥
চৌ—চতুর্ধা-সুবুদ্ধি জনে নামই আশ্রয়। জ্ঞানী কিন্তু সব চেয়ে প্রভু-প্রিয় হয়।
চতুর্ব্বেদে চতুর্যুগে নাম-গুণ গায়। সবিশেষ কলিযুগে অনন্য উপায়॥৪॥

দো—কোনই কামনা মনে নাই যার শ্রীরামে ভকতি-রসে লীন।
নামপ্রেমামৃত-সরোবর মাঝে নিজ মনে সেই করে মীন ॥২২॥

বাংলা অর্থঃ—বিরতি—বৈরাগ্যবান্ ; বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী—ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট প্রপঞ্চ বিবর্জ্জিত ; জেউ····তেউ—যাহারা····তাহারা ; অনিমাদিক—অণিমাদি আট প্রকার সিদ্ধি ; আর্ত্ত—সঙ্কটযুক্ত ; সুকৃতী—পুণ্যাত্মা ; চারিউ—চারি প্রকার (আর্ত্ত, জ্ঞানী, অর্থার্থী) ; আন—অন্য ; পিযূষ হ্রদ—অমৃতপূর্ণ হ্রদে ; তিন্হ হুঁ—তাঁহারা ; জিজ্ঞাসু; কিএ—করিয়াছেন; মীন—মৎস্য; অধারা—আধার, আশ্রয়; (চৌ—১-৪;দো—২২)

चौ— अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥
मोरें मत बड़ नामु दुहू तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें ॥१॥
चौ— प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥
एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू ॥२॥
चौ— उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी ॥३॥
चौ— अस प्रभु हृदयँ अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥४॥

दोहा— निरगुन तें एहि भाँति बड़, नाम प्रभाउ अपार।
कहउँ नामु बड़ राम तें, निज बिचार अनुसार ॥२३॥

मौलिक शब्दबोध :—

सरूपा—स्वरूप ; अकथ—अकथ्य ; अनूपा—अनुपम ; जुग—युग, युग्म ; प्रौढ़ि—प्रौढ़ि (धृष्टता) ; अगम—अगम्य ; दुखारी—दुःखी ; सत—सत् ; प्रगटत—प्रकटते ; मोल—मूल्य ; प्रभाउ—प्रभाव ; निरगुन—निर्गुण ; अछत—आछे (बांला) ; (चौ—१-४ ; दो—२३)

চৌ—সগুণ অগুণ ব্রহ্ম দুই রূপ তার। ভাষাতীত আদিহীন অগাধ অপার ॥
মোর মতে নাম বড় এ দুই হইতে। দোঁহারে স্ববশে আনে নাম নিতে নিতে॥১॥
চৌ—দাসের ধৃষ্টতা মনে না লবে সুজন। কহিনু প্রতীতি প্রেম যথা কহে মন।
কাষ্ঠ অগ্নি সমরূপ দুটী ব্রহ্মে জানো। দারু-গূঢ় রহে এক প্রত্যক্ষ আন মানো॥২॥
চৌ—অগম্য হ'লেও দুটী নামেতে সরল। ব্রহ্ম রাম হ'তে জানো নাম যে প্রবল ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম এক অবিনাশী। সত্য ও চেতন ঘন আনন্দের রাশি ॥৩॥
চৌ—অবিকারী প্রভু র'ন সবার হৃদয়ে। তথাপি সকল জীবে বেদনা ভুঞ্জয়ে ॥
যতনে নিরূপি নাম সাধন করিলে। অমূল্য-রতন-সম ব্রহ্ম-রত্ন মিলে ॥৪॥

দো—নির্গুণ হইতে নাম অতি বড় সে নামের প্রভাব অপার
কহি রাম হ'তে নাম বড় মানি অনুসরি আপন বিচার ॥২৩॥

বাংলা অর্থঃ—সরূপা—স্বরূপ ; অনূপা—অনুপম ; মোরেঁ—আমার ; বুঁতে—বলদ্বারা ; জুগ—দুইটী, যুগ ; প্রৌঢ়ি—ধৃষ্টতা ; জনি—না, জন কী—(দাস) জনের ; তেঁ—হইতে ; কহেউঁ—কহিতেছে ; অছত—আছে ; দুখারী—দুঃখী ; সত—সৎস্বরূপ ; রতন তে—রত্নজ্ঞান হইতে ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৩) ;

चौ— राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए साधु सुखारी॥
नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद मंगल बासा॥१॥

चौ— राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥
रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी॥ ॥

चौ— सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा॥
भंजेउ राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥३॥

चौ दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन॥
निसिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल कलि कलुष निकंदन॥४॥

दोहा— सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ।
नाम उधारे अमित खल, बेद बिदित गुन गाथ॥२४॥

मौलिक शब्दबोध :—

सहि—सहित्वा ; सुखारी—सुखी ; भगत—भक्त ; मुद—मोद ; बासा—वास ; तिय—स्त्री ; रिषि—ऋषि ; सेन—सेना ; दुरासा—दुराशा ; दलइ—दलयति ; निसि—निशा ; निकन्दन—निकृन्तन ; सबरी—शबरी ; गीध—गृध्र ; अनयासा—अनायास ; (चौ—१-४ ; दो—२४)

চৌ—ভক্তহিতে রামচন্দ্র নরতনু ধরে। দুখ সহি সাধুজনে সদা সুখী করে
ভক্ত জপি অনায়াসে প্রেম সহ নাম। হন নিজে আনন্দ ও মঙ্গলের ধাম॥১॥

চৌ—তাপস-গৃহিনী এক রাঘব তরা'ন। কোটি খল রামনামে কিন্তু ত'রে যা'ন
সুকেতুর তনয়ারে ঋষি-শুভতরে। সেনাপুত্রসহ রাম বাক্‌শুন্য করে॥২॥

চৌ—রাম নাশে ভক্তদোষ দুখ ও দুরাশে। নিশার তামস যথা রবিকর নাশে।
ভাঙ্গিয়াছিলেন রাম শঙ্করের চাপ। ভব-ভয় ভেঙ্গে দেয় নামের প্রতাপ॥৩॥

চৌ—রাঘব দণ্ডকে করে সুষ্ঠু সুশোভন নামে পূত করে কিন্তু অগণিত মন॥
রঘুনাথ করে নাশ রাক্ষস-নিকরে। কলির কলুষ যত নামে নাশ করে॥৪॥

দো—শবরী ও গৃধ্র প্রধান ভকতে রঘুনাথ করে সুগতি প্রদান।
নাম উদ্ধারয়ে অসংখ্য কপটে নামগুণ গাহে বেদের বাখান॥২৪॥

বাংলা অর্থঃ—সহি—সহ্য করিয়া ; সুখারী—সুখী ; হোহি—হয় ; তারী—মুক্তি দিয়াছিলেন ; সুধারী—সংশোধন করিয়াছিলেন ; বিবাকী—বাকশক্তি শূন্য ; নাসা—নাশ করিয়াছিলেন ; ভঞ্জেউ—ভাঙ্গিলেন ; আপু—নিজে ; সুহাবন—সুন্দর ; দলে—দলিত করিলেন ; নিকন্দন—নাশন ; সুসেবকনি—সুসেবককে ; গাথ—গাঁথা, কথা ; শবরী—শবরী নামক স্ত্রী, গীধ—জটায়ু নামক গৃধ্র ; (চৌ—১-৪, দো—২৪)।

चौ— रामँ सुकंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥
नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरिद बिराजे॥१॥
चौ— राम भालु कपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं॥२॥
चौ— राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा॥
राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी॥३॥
चौ— सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती॥
फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥४॥
दोहा— ब्रह्म राम तें नाम बड़, बर दायक बर दानि।
रामचरित सत कोटि महँ, लिय महेस जियँ जानि॥२५॥

मौलिक शब्दबोध :—

सरन—शरण ; बिरिद—विरुद (गद्यपद्यमयी प्रशंसा) ; रजधानी—राजधानी ; जीति—जयति ; बर दानि—बरदाता ; करहु—कुरु ; सत—शत ; (चौ—१-४ ; दो—२५)

চৌ—সুগ্রীব ও বিভীষণ এই দুই জন। সর্ব্বজন জানে—লভে রামের শরণ॥
বহু দীন ত'রে যায় নামের কৃপায়। লোকে বেদে গদ্যে পদ্যে নাম-যশ গায়॥১॥
চৌ—ভল্লুক বানর সেনা রামের রচন। অল্প শ্রমে হয় নাই সমুদ্র-বন্ধন॥
নাম নিলে হয় ভব-সিন্ধুর শোষণ। মনোমাঝে বিচারিয়া দেখহ সুজন॥২॥
চৌ—রাম রণে রাবণেরে সবংশে বধিয়া। সীতা-সহ নিজ-পুরে গেলেন চলিয়া॥
রাজা রাম, অযোধ্যায় তাঁর রাজধানী। গুণ গাহে অপরূপ সুর, মুনি, বাণী॥৩॥
চৌ—প্রীতিভরে ভক্ত কিন্তু রাম-নাম স্মরি। মোহ-সেনা জয় করে শ্রম নাহি করি॥
সতত ভুঞ্জয়ে সুখ প্রেমপূর্ণ মনে। নামের প্রসাদে চিন্তা না থাকে স্বপনে॥৪॥
দো—নাম বড় জানি ব্রহ্ম রাম হ'তে বরদেরে বর দেয় নাম।
রামের চরিত শত-কোটি জানি শিব নিজে লন রাম-নাম॥২৫॥

সমাপিয়া একদিন মাসপারায়ণে।
নমিছে বিজয় শর্ম্মা শ্রীরাম-চরণে॥

বাংলা অর্থঃ—সুকণ্ঠ—সুগ্রীব ; **সরণ**—শরণ, আশ্রয় ; **নেবাজে**—কৃপা করিয়াছিলেন ; **বর বিরিদ**—শ্রেষ্ঠ পদ্যগদ্যময়ী রচনা ; **বটোরা**—সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; **সুখাহী**—শুকাইয়া যায় ; **লেত**—লইয়া ; **পগু ধারা**—পদার্পণ করিয়াছিলেন ; **জীতি**—জয় করিয়া থাকেন ; **ফিরত**—বিচরণ করিয়াছিলেন ; **জিয়ঁ**—হৃদয়ে ; (চৌ—১-৪, দো—২৫)।

মাস-পারায়ন, প্রথম বিশ্রাম।

चौ— नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी ॥
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥१॥
चौ— नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥
चौ— ध्रुवँ सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥३॥
चौ— अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाउ।
कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥४॥
दोहा— नामु राम को कलपतरु, कलि कल्यान निवासु।
जो सुमिरत भयो भाँग तें, तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

साजु—সজ্জা ; रासी—রাশি ; सुक—শুক ; जग=জগৎ ; सिरोमनि—শিরোমণি ; सगलानि—সগ্লানি ; अपतु—অপত্রপ (নির্লজ্জ) ; मुकुत—মুক্ত ; (चौ—१-४ ; दो—२६)

চৌ—নামের প্রসাদে শিব হ'লেন অমর। অশুভ সাজ হ'লেও সব শুভঙ্কর ॥
শুক-সনকাদি আর সিদ্ধ, মুনি, যোগী। নামের প্রসাদে সবে ব্রহ্ম-সুখ-ভোগী ॥১॥
চৌ—নারদ জানেন নাম কত গুণাধার। বিশ্বপ্রিয়-হরিপ্রিয় হর প্রিয় যাঁর ॥
নাম জপি প্রহ্লাদ গুরু-কৃপা পান। ভক্ত-শিরোমণিরূপে পেয়েছেন স্থান ॥২॥
চৌ—অনাদর গ্লানি পেয়ে জপি হরিনাম। ধ্রুব লভিলেন ধ্রুব অনুপম ধাম ॥
স্মরিয়া পবন-সুত সুপাবন নাম। নিজ বশে রাখিলেন রঘুপতি রাম ॥৩॥
চৌ—*গজেন্দ্র ‡গণিকা আর †অজামিল নাম। হরিনাম জপি যান বৈকুণ্ঠের ধাম ॥
নামের মহিমা আমি কি কহিব আর। না পারে বর্ণিতে নিজে রাম গুণ তার ॥৪॥

---

* রাজা প্রদ্যুম্ন অভিশাপে হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিকূট পর্ব্বতের এক সরোবরে বিহারকালে এক মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। হূহূ নামে গন্ধর্ব্ব ঋষিশাপে মকর হইয়া তথায় বাস করিত। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে গজ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মকর উহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া চলিল। শুঁড়ের অগ্রভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় গজ ঐ শুঁড় দ্বারা পদ্ম উৎপাটন করিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ গজ ও মকর উভয়ের উদ্ধার সাধন করেন।

† অজামিল ঈশ্বরনিষ্ঠ ও মাতৃপিতৃভক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। এক সময় এক বেশ্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া সর্ব্বস্বে জলাজলি দেন ও চৌর্য্য এবং সুরাপানাদি-দোষে দুষ্ট হন। অন্তিমকালে বার্দ্ধক্যে তাঁহার ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে যমদূতের দর্শনে ভীত হইয়া কাতরে স্বপুত্র নারায়ণের নাম লইয়া কাতরভাবে চীৎকার করাতে যমদূত পলায়ন করে ও পুনর্জীবন লাভ হয় পরে হরিদ্বারে ভগবানের আরাধনায় মুক্তিলাভ করেন।

‡জীবন্তী নামক এক বেশ্যা ছিল। একদিন এক মহাত্মা তাঁহার বাড়ীতে হঠাৎ

দো—রাম-নাম যেন কল্পবৃক্ষ-সম কলিযুগে কল্যাণ-আবাস।
তুচ্ছ ভাঙ্ পাতা সদৃশ তুলসী নাম স্মরিয়া তুলসীদাস ॥২৬॥

বাংলা অর্থ—সাজু—সজ্জা; আপু—আপনি (নারদ); জপত—জপিয়া; ভে—হইলেন; সগলানি—সগ্লানি; নাউঁ—নাম; অচল—স্থির; ঠাউঁ—ঠাঁই, স্থান, সুমিরি—স্মরণ করিয়া; অপনে—আপনি, নিজে; কহঁা লাগি—কোন্ পর্য্যন্ত; ভয়ো—হইলেন। (চৌ—১-৪, দো—২৬)।

चौ— चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जपि जीव बिसोका ॥
बेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥१॥
चौ— ध्यानु प्रथम जुग मख बिधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूजें ॥
कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥
चौ— नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥
चौ— नहिं कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलंबन एकू ॥
कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥४॥
दोहा— राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल।
जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल ॥२७॥

मौलिक शब्दबोध—

बिसोका—विशोक; परितोषत—परितुष्यति; मलीना—मलिन; समरथ—समर्थ; नरकेसरी—नरकेशरी; जाला—ज्वाला; (বাংলা) दलि—दलित्वा; (चौ—१-४; दो—२७)

চৌ—চরি যুগে তিন কালে তিন লোকে আর। নাম জপি জীব যত নাশে শোক-ভার
শাস্ত্রে বেদে সাধুগণে এই কথা বলে। রাম-নামে রুচি হয় পূর্ণ পুণ্য-ফলে ॥১॥
চৌ—সত্যযুগ ধ্যানপর ত্রেতা যাগপর। ইষ্ট পূজি পরিতোষ যখন দ্বাপর ॥
কলিযুগ পাপমূল কেবল মলিন। পাপের সাগরে মগ্ন জন-মনোমীন ॥২॥
চৌ—নাম কল্পবৃক্ষ তাহে একালে ভীষণ। নাশয়ে সংসার-জ্বালা করিলে স্মরণ ॥
রামনাম কলিযুগে ইষ্ট-ফলদাতা। পরলোকে হিতকর ইহ পিতামাতা ॥৩॥
চৌ—কলিতে না আছে ধর্ম্ম, ভক্তি ও বিচার। কলিযুগে রামনাম আশ্রয় সবার ॥
কলিকাল কালনেমি কাপট্যনিধান। নাম করে হনুমানে ধীর বুদ্ধিমান্ ॥৪॥

উপস্থিত হন। তখন সে তাহার পাখীকে পড়াইতেছিল। মহাত্মা পাখীকে রামনাম শিখাইতে কহিয়া চলিয়া যান। অতঃপর পাখীকে রাম-নাম পড়াইতে পড়াইতে তাহার রামনামে প্রেম হয় এবং ঐ নাম নিজে উচ্চারণ করিতে থাকেন। মৃত্যুকালে ঐ নাম উচ্চারণে তাহার মুক্তি হয়।

দো—রামনাম-জপ নৃসিংহ-সমান হিরণ্যকশিপু যেন কলি।
জপকারী জনে প্রহ্লাদের ন্যায় পালে সদা নিশাচর দলি ॥২৭॥

বাংলা অর্থ :—**চহুঁ**—চারি ; **তীনি**—তিন, **তিহুঁ**—তিন ; **এহু**—এই ; **মখ**—যজ্ঞ ; **দূজে**—দ্বিতীয়ে ; **পরিতোষত**—পরিতুষ্ট হন ; **পূজে**—পূজা দ্বারা ; **কামতরু**—কল্পবৃক্ষ ; **নিধানূ**—নিধান, আকর ; **সমরথ**—সমর্থ ; **নরকেসরী**—নৃসিংহ ; **কনককসিপু**—হিরণ্যকশিপু ; **জাপক**—জপকর্তা ; **সুরসাল**—সুরগণের শত্রু ; **কপট**—কপটতা ; **পালিহি**—পালন করিবে ; **দলি**—দলিত করিয়া : (চৌ—১-৪, দো—২৭)

चौ— भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥१॥

चौ— मोरि सुधारिहि सो सब भाँतीं। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती ॥
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥२॥

चौ— लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥
गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥३॥

चौ— सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी ॥
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस अंस भव परम कृपाला ॥४॥

चौ— सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी। भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥५॥

चौ— रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोतें ॥६॥

दोहा— सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपालु।
उपल किए जलजान जेहिं, सचिव सुमति कपि भालु ॥२८(क)॥

दोहा— हौंहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास।
साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥

मौलिक शब्दबोध—

कुभायँ—कुभाव ; दिसि—दिशि ; (বাংলা) माथा—मस्तक ; मोसो—मादृश ; पोसो—पोषे (বাংলা), पुष्णाति ; रीती—रीति ; गनी—गण्य ; नागर—नागरिक ; अनुहारी—अनुसारी ; सुजान—सुज्ञानी ; अंस भव—अंशभव ; भनिति—भणिति (रचना) ; भगति—भक्ति ; जान-शिरोमनि—ज्ञानि-शिरोमणि ; निशोतें—निशित ; जलजान—जलयान ; सहत—सहते ; उजागर—उज्ज्वल ; आलसहूँ—आलस्य ; भालु—भल्लुक ; (चौ १—६ ; दो—२८क, ख)

চৌ—স্বভাব-কুভাব-ক্রোধ-আলস্য-আধারে। দশদিকে রামনাম মঙ্গল বিস্তারে ॥
সেই শুভ স্মরি গাই রামনাম-গাথা। নাম লব তাঁর পদে নত করি মাথা ॥১॥
চৌ—রাম সর্ব্বদিকে লবে মোরে সংশোধিয়া। তৃপ্ত নহে কৃপা যাঁর কৃপা প্রকাশিয়া ॥
শ্রীরাম উত্তম প্রভু আমি কুসেবক। নিজগুণে দয়ানিধি পালন-কারক ॥২॥

চৌ—ধনী কি দরিদ্র বাস গ্রামে কি নগরে। যশ ও অযশভাগী বিদ্বানে ও জড়ে॥
সুপ্রভুর এই রীতি লোকে বেদে ভণে। ভক্তি চিনি লন প্রভু বিনীত-বচনে ॥৩॥
চৌ—সুকবি কুকবি আর নরনারী যত। রাজারে প্রশংসে সবে নিজ মতি-মত॥
সুজন সুশীল সাধু সর্ব্ব নরপতি। ঈশ অংশে জন্ম লভে অতি কৃপামতি ॥৪॥
চৌ—ভাষা, ভক্তি, গতি, নতি লভি পরিচয়। মিষ্টভাষে রাজা মান সবে প্রদর্শয়॥
এই জানো সাধারণ নরপতি-কাজ। জ্ঞানি-শিরোমণি রাম কোশলের রাজ ॥৫॥
চৌ—রাম পূত-প্রেমে করে সবারে তোষণ। ধরামাঝে আমা সম কেবা মূঢ় জন ॥৬॥

দো—শঠ সেবকের পিরীতি ও রুচি রাখিলেন রাম কৃপা ক'রে।
ভাসালেন যিনি জলেতে পাষাণ করি মন্ত্রী ভল্লুক বানরে ॥২৮-ক॥
দো—সীতানাথ প্রভু তাঁহার সেবক এক আছে এ তুলসীদাস।
জনমত রটে সকলে কহিছে রাম সহেন সে উপহাস ॥২৮-খ॥

বাংলা অর্থঃ—**ভাঁয়**—ভাব; **অনখ**—ক্রোধ; **গাথা**—গান; **নাই**—নত করিয়া; **সুধারিহি**—সংশোধন করিবেন; **অঘাতী**—শেষ হয়; **মোসো**—মাদৃশ; **পোসো**—পালন করিয়াছেন; **সুসাহিব**—সুপ্রভু; **পহিচানত**—জানিয়া লয়; **গনী**—গণ্যমান্য; **নাগর**—নগরবাসী; **উজাগর**—যশস্বী; **অনুহারী**—অনুসারে; **সরাহত**—প্রশংসা করে; **অংস ভব**—অংশজাত; **সনমানহি**—সম্মান করে; **ভনিতি**—বাক্য; **পহিচানী**—জানিয়া; **জান শিরোমনি**—জ্ঞানিগণের শিরোমণি-স্বরূপ; **রীঝত**—সন্তুষ্ট হন; **নিসোতে**—তীক্ষ্ণ, প্রবল; **মোতে**—আমা হইতে; **রখিহহি**—রাখিবেন; **কহাবত**—কিম্বদন্তী। **প্রাকৃত**—সাধারণ সংসারী; চৌ—১-৬; দো—২৮ক, খ)

चौ— अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥
समुझि सहम मोहिं अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें ॥१॥
चौ— सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही॥
कहत नसाइ होइ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥
चौ— रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की॥
जेहिं अघ बधेउ ब्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥३॥
चौ— सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी॥
ते भरतहि भेंटत सनमाने। राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥४॥

दोहा— प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान।
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥

दोहा— राम निकाईं रावरी, है सबही को नीक।
जौं यह साँची है सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९(ख)॥

दोहा— एहि बिधि निज गुन दोष कहि, सबहि बहुरि सिरु नाइ।
बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२९(ग)॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

ढिठाई—धृष्टता ; चाही—चाहि (বাংলা),(निरीक्ष्य); जन—(भक्त) जन ; रहति—रय (বাংলা) (तिष्ठति) ; किए की—कृतेऽपि ; करति सुरति—स्मरणं करोति ; सय—शत ; करतूति—कृत्य ; सपनेहुँ—स्वप्नेऽपि ; हेरी—हेरे (বাংলা) (दृष्टवान्); बिसद—विशद ; नसाइ—नश्यति ; सुनि—(বাংলা পদ্য) श्रुत्वा ; नसाइ—नश्यति ; नाइ—नत्वा ; (चौ—१-४ ; दो—२९क, ख)

চৌ—বড় পাপ-দোষ পুষে ধৃষ্ট মোর মন। যা' শুনি নরক করে নাসিকাকুঞ্চন ॥
আপনার কৃত দোষে আপনি ডরাই। রাম তাহা স্বপনেও মনে লন নাই ॥১॥

চৌ—শুনিয়া ও নিরখিয়া মানস আঁখিতে। মম মতি ভক্তি প্রভু লাগে প্রশংসিতে ॥
বাক্যে প্রগল্‌ভতা কিন্তু অকপট মন। হৃদয় বিচারি প্রভু তাহে তুষ্ট হন ॥২॥

চৌ—ভক্ত-কৃত দোষ প্রভু চিতে নাহি লন। হৃদয়ের ভাব করি শতধা স্মরণ ॥
যে ভুলে বধেন বালি হ'য়ে ব্যাধ-প্রায়। সেই ভুল সুগ্রীব করিল পুনরায় ॥৩॥

চৌ—যদ্যপি দোষেতে দুষ্ট ভক্ত বিভীষণ। রাম-হিয়া তাঁর দোষ না করে গণন ॥
ভরত-মিলনে দেন বিভীষণে মান। রাজ-সভামাঝে তার করেন বাখান ॥৪॥

দো—প্রভু তরুতলে কপি শাখা-পরে তাহে করে আপন-সমান।
তুলসী কহিছে প্রভু-রাম-সম কেহ নাই শীলের নিধান ॥২৯ক॥

দো—হে রাম! তোমার যাহা লাগে ভালো তাহা ভালো অপরে গণিবে।
ইহা সত্য যদি সদা হয় তবে তুলসীর ভালই হইবে ॥২৯খ॥

দো—নিজ দোষ-গুণ কহি হেন মতে শির নত করি সবাকারে।
কলি-পাপ নাশে যে রাম সুযশ তাহা আমি চাহি বর্ণিবারে ॥২৯গ॥

বাংলা অর্থ ঃ—**ঢিঠাই**—ধৃষ্টতা ; **খোরী**—দোষ ; **অঘ**—পাপ ; **সকোরী**—সঙ্কুচিত করিবে ; **সহম**—ভীত করে ; **অপডর**—কল্পিত ভয় ; **সুধি কীন্‌হি**—স্মরণ করেন ; **সুচিত চখ**—সুচিত্তরূপী চক্ষু ; **চাহী**—দেখিয়া ; **কহত নসাই**—কথায় নষ্টামি ; **নীকী**—ভাল ; **রীঝত**—সন্তুষ্ট হন ; **জী**—হৃদয় ; **চুক**—ভুল ; **কিয়ে কী**—কৃত হইলে ; **সুরতি করত**—স্মরণ করেন ; **সয়**—শত ; **হিয়ে কী**—হৃদয়ের ; **ফিরি**—পুনঃ ; **সুকণ্ঠ**—সুগ্রীব ; **কুচালী**—কু আচরণ ; **করতুতি**—কার্য্য ; **কেরী**—করিয়াছিল ; **ন হেরী**—দেখেন নাই ; **ভেটত**—মিলিয়া ; **সনমানে**—সম্মান করিয়াছিলেন ; **বখানে**—ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন ; **তর**—তল ; **ডার**—ডাল ; **রাম সে**—রাম-সদৃশ ; **নিকাই**—মধুর ভাবঃ **রাবরী**—আপন ; **নীক**—ভাল ; **জৌ....তৌ**—যদি....তবে ; **সাঁচী**—সত্য ; **বহুরি**—পুনরায়; **বিসদ**—বিশদ, শুভ্র ; **নসাই**—নষ্ট হয় ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৯, ক, খ গ)

चौ— जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥
कहिहउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥१॥

चौ— संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा॥
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥२॥
चौ— तेहि सन जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥
ते श्रोता बकता समसीला। सवँदरसी जानहिं हरिलीला ॥३॥
चौ— जानहिं तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना॥
औरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुनहिं समुझहिं बिधि नाना ॥४॥
दोहा— मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकरखेत।
समुझी नहिं तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥
दोहा— श्रोता बकता ग्याननिधि, कथा राम कै गूढ़।
किमि समुझौं मैं जीव जड़, कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ॥३०(ख)॥

मौलिक शब्दबोध :—

जागबलिक—याज्ञवल्क्य ; समसीला—समशील ; सवँदरसी—समदर्शी ; कहहिं—कथयति ; सुनहि—शृणोति ; सूकरखेत—शूकरक्षेत्र (स्थानविशेषः) ; अचेत—अचेताः ; किमि—कथम् ; बकता—बक्ता ; सुजाना—सुज्ञानी ; ग्याना—ज्ञान ; (चौ—१-४ ; दो—३०क, ख)

রামচরিত-ইতিহাস—রাম-কথা তথা করে তুলসী বাখান।
যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজে যেমন শুনান॥
চৌ—যাজ্ঞবল্ক্য মুনি কহি চারু সুবচন। ভরদ্বাজ মুনিরে যা' বাখানিয়া ক'ন॥
কহিবারে চাহি সেই সংবাদ বাখানি। সাধুজন! শুন সবে মনে সুখ মানি ॥১॥
চৌ—শিব রচিলেন এই চরিত সুন্দর। উমারে শুনান পুন হ'য়ে কৃপাপর॥
রামভক্ত অধিকারী পে'য়ে মহেশ্বর। ভুসুণ্ডি-কাকেরে তাহা কন সবিস্তর ॥২॥
চৌ—যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পুন তাঁহা হতে পান। মুনি ভরদ্বাজে তিনি করেন বাখান॥
সমান-স্বভাব ছিল বক্তা ও শ্রোতার। হরিলীলা-জ্ঞান-দৃষ্টি সম দোঁহাকার ॥৩॥
চৌ—তিন কাল—ভূত, ভাবী তথা বর্ত্তমান। করে আমলক-সম তাঁহাদের জ্ঞান॥
আর যারা রহে হরি-ভকত সুজন। সে চরিত নানাবিধ শুনি বুঝি ক'ন ॥৪॥
দো—বরাহের ক্ষেত্রে নিজ গুরু মুখে আমি তাহা করিনু শ্রবণ।
বুঝি নাই হায়! বালক-স্বভাবে মন ছিল অবোধ তখন ॥৩০ক॥
দো—শ্রোতা বক্তা হবে সম-জ্ঞাননিধি শ্রীরাম-চরিত অতি গূঢ়।
কেমনে বুঝিব জড় জীব হ'য়ে কলিমল-পূরিত বিমূঢ় ॥৩০খ॥

বাংলা অর্থ ঃ—জাগবলিক—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি ; **সুনাঈ**—শুনাইলেন ; **বখানী**—ব্যাখ্যান করিয়া ; **মানী**—মানিয়া ; **সুহাবা**—সুন্দর ; **সুনাবা**—শুনাইলেন ; **দীন্হা**—দিলেন ; **চীন্হা**—চিনিলেন ; **পাবা**—পাইলেন ; **গাবা**—গাহিলেন ; **বকতা**—বক্তা ; **সবদরসী**—সমদর্শী ; **গ্যানা**—জ্ঞান ; **সুজানা**—সুজ্ঞানী ; **সুনী**—শুনিয়াছিলাম ;

করখেত—শূকর ক্ষেত্র (স্থানবিশেষ); তসি—তাহা; অচেত—অল্পবুদ্ধি; কলিমল—কলিপাপ; বালপন—বালোচিত ভাব; (চৌ—১-৪; দো—৩০ক, খ,)।

चौ— तदपि कही गुर बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा॥
भाषाबद्ध करबि मैं सोई। मोरें मन प्रबोध जेहिं होई॥१॥

चौ— जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहउँ हियँ हरि के प्रेरें॥
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी॥२॥

चौ— बुध बिश्राम सकल जन रंजनि। रामकथा कलि कलुष बिभंजनि॥
रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी॥३॥

चौ— रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनि मूरि सुहाई॥
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि॥४॥

चौ— असुर सेन सम नरक निकंदिनि। साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि॥
संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सी॥५॥

चौ— जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी। जीवन मुकुति हेतु जनु कासी॥
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसीदास हित हियँ हुलसी सी॥६॥

चौ— सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी॥
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी। रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥७॥

दोहा— रामकथा मंदाकिनि, चित्रकूट चित चारु।
तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर बिहारु॥३१॥

मौलिक शब्दबोध :—

प्रेरे—प्रेरणा; सरिता—सरित्; तरनी—तरणी; पनंग—पन्नग; अरनी—अरणि; भुअंगिनि—भुजङ्गिनी; जम गन—यमगण (यमदूतगण); परमिति—प्रमिति; (चौ—१-७; दो—३१)

চৌ—তবু কিন্তু গুরু মোরে ক'ন বার বার। বুঝেছিনু অল্প কিছু বুদ্ধি অনুসার॥
মাতৃভাষে ছন্দবদ্ধ করিলাম তাহে। মনের প্রবোধ মম মিলে যাবে যাহে॥১॥

চৌ—যাহা কিছু বুদ্ধিবল বিবেক ধরিনু। শ্রীরাম-প্রেরণাবশে তাহাই করিনু॥
আপন সংশয়, মোহ, ভ্রম তা' হরিবে। ভবনদী-নৌকা হ'য়ে পার করি দিবে॥২॥

চৌ—বুধের বিশ্রাম ইথে মনের তোষণ। এই কথা কলিপাপ করে বিনাশন॥
ইথে জানো কলিসর্পে ভরণী-বর্ষণ।* জ্ঞানাগ্নি সৃজিতে তাহা অরণিঘর্ষণ॥৩॥

চৌ—এই কথা কলিযুগে কামধেনু জানো। সাধু-তরে সঞ্জীবনীমূল বলি মানো।
বসুধার পৃষ্ঠে তাহা সুধা-নদী-সম। সর্পে ভেক-সম নাশে ভবভয়ভ্রম॥৪॥

* ভরণী নক্ষত্রে বৃষ্টি হইলে সর্পডিম্ব নষ্ট হইয়া যায়।

চৌ—অসুরের সেনা সম নরকনাশিনী। সাধু তথা সুধীকুলে পর্ব্বতনন্দিনী ॥†
সুজন-সমাজরূপী বারিধিতে' রমা। জগতের সব ভার বহে পৃথ্বী-সমা ॥৫॥
চৌ—যমদূত-মুখে মসী যমুনার ন্যায়। কাশীসম সব জীবে তথা মুক্তি দেয় ॥
রামের প্রিয় তুলসী যেমন পাবন। তুলসীর হিতে যথা হুলসীর মন ॥৬॥‡
চৌ—মহেশের প্রিয় অতি নর্ম্মদা যেমন। সর্ব্বসিদ্ধিসুখ দেয় তথা ভূরি ধন ॥
গুণে সুরগণ-মাতা অদিতি বুঝিব। রামভক্তি-প্রেমসীমা সহিতে তুলিব ॥৭॥
দো— রাম-কথা যার মন্দাকিনী-সম চিত্ত চিত্রকূট প্রেম বন।
তুলসী কহিছে—হেন বন লভি সীতারাম করে বিহরণ ॥৩১॥

বাংলা অর্থঃ—বারহি বারা—বারে বারে; করবি—করিব; প্রেরে—প্রেরণা, বিভঞ্জনি—নাশকারী; পন্নগ—সর্প; মূরি—মূল; ভূঅঙ্গিনী—ভুজঙ্গিনী, সর্প; নিকন্দিনি—নাশকারী; পরমিতি—প্রমিতি, শেষ সীমা; বিহারু—বিচরণ স্থান। বিবুধ—দেবতা; মেকল সৈল সুতা—নর্ম্মদা; (চৌ—১-৭; দো—১-৭, ৩১।)

चौ-- रामचरित चिंतामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥
जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥१॥
चौ-- सदगुर ग्यान बिराग जोग के। बिबुध बैद भव भीम रोग के ॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥२॥
चौ-- समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥३॥
चौ-- काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के ॥
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दवारि के ॥४॥
चौ-- मंत्र महामनि बिषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥
हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से ॥५॥
चौ— अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥
सुकबि सरद नभ मन उडगन से। रामभगत जन जीवन धन से ॥६॥
चौ— सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से ॥७॥
दोहा— कुपथ कुतरक कुचालि, कलि कपट दंभ पाषंड।
दहन राम गुन ग्राम जिमि, इंधन अनल प्रचंड ॥३२(क)॥
दोहा— रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सब काहु।
सज्जन कुमुद चकोर चित, हित बिसेषि बड़ लाहु ॥३२(ख)॥

---

† পর্ব্বতনন্দিনী গঙ্গা অথবা পার্ব্বতী (দুর্গা)। ‡ তুলসীদাসের মাতা হুলসীদেবী।

মৌলিক শব্দবোধ :—

সিংগারু—শৃঙ্গার ; দানি—দাতা ; বৈদ—বৈদ্য : কোহ—ক্রোধ ; কেহরি—কেশরী ; উড়ুগণ—উড়ুগণ ; গঙ্গ—গঙ্গা ; মাল—মালা ; কুতরক—কুতর্ক ; (চৌ—১-৭ ; দো—৩২ক, খ)

চৌ—শ্রীরাম-চরিত চিন্তামণি সুশোভন। সুজন-সুমতি-রূপ নারীর ভূষণ॥
জগতের শুভকারী রামগুণগ্রাম। মুক্তিধন দেয়, ল'য়ে যায় ধর্ম্মধাম ॥১॥
চৌ—সদ্গুরু হ'য়ে দেয় স্থিতপ্রজ্ঞাযোগ। অশ্বিনীকুমার হ'য়ে নাশে ভব-রোগ॥
সীতারামে পিরীতির জননী-জনক। ব্রত-নিয়ম-পালনে প্রেরণা-দায়ক ॥২॥
চৌ—পাপ-তাপ-শোক-দুঃখ-বিনাশকারণ। ইহ পর লোক সুষ্ঠু করয়ে পালন॥
বিচার-রাজার বীর সচিব আপন। লোভ শুষে, উদধিরে অগস্ত্য যেমন ॥৩॥
চৌ—কলি-পাপ-কাম-ক্রোধ নাশে মনোবনে। কেশরী-শাবক যথা নাশে করিগণে॥
শিবের অতিথি পূজ্য প্রিয় ও সুখদ। দারিদ্র্য-দাবাগ্নি নাশে কামদ জলদ ॥৪॥
চৌ—বিষয়াহি-বিষনাশে মন্ত্র মহামণি। নিদারুণ ভাললিপি সুষ্ঠু সংশোধনী॥
মোহরূপী তম নাশে যথা রবি-কর। সেবক-শালির মেঘ-সম পুষ্টিকর ॥৫॥
চৌ—কল্পতরু-সম তাহা অভীষ্ট-ফলদ। ভক্তে হরিহর যথা সুলভ সুখদ॥
সুকবি-শরৎ-চিত্ত-নভে তারাসম! রামভক্ত জনগণে ধন প্রাণোপম ॥৬॥
চৌ—ভূরিভোগ-সম তাহা বহু পুণ্য দানে। বিশ্বহিতে সাধু-সম সত্য শুভ আনে॥
ভক্তচিত্ত-সরোবরে মরাল শোভন। গঙ্গার তরঙ্গমালা সদৃশ পাবন ॥৭॥

দো—কুপথ কুতর্ক তথা কদাচার কলিশঠ দাম্ভিক পাষণ্ড।
রামগুণগ্রাম দহিবে সবারে ইন্ধনে যথা অগ্নি প্রচণ্ড ॥৩২ক॥
দো—রামের চরিত পূর্ণিমার শশী সবাকার মানস-সুখদ॥
চকোর-মানসে কুমুদিনী-সম সাধুমনে অতি লাভপ্রদ ॥৩২খ॥

বাংলা অর্থ ঃ—সিংগারু—সাজসজ্জা ; দানি—দাতা ; বিবুধ বৈদ—দেববৈদ্য (অশ্বিনীকুমার) ভূপতি বিচার কে—বিচাররূপী ভূপতির ; কুম্ভজ—অগস্ত্য ; কোহ—ক্রোধ ; কেহরি—কেশরী, সিংহ ; পুরারি—ত্রিপুরারি (শিব), ঘন—মেঘ ; দবারি—দাবাগ্নি ; মেটত—মিটাইয়া দেয় ; কূ অঙ্ক—কুলিপি, কঠোর লিখন ; পাল—পালক ; উড়ুগণ—নক্ষত্রগণ ; তরঙ্গমাল সে—তরঙ্গমালা সদৃশ ; কুচালি—কদাচার ; দহন—দহনকারী ; রাকেশ কর—পূর্ণিমাচন্দ্রের কিরণ ; সজ্জন কুমুদ—সজ্জনরূপী পদ্ম। নিরুপাধি—ছলরহিত (নিরুপাধি) ; লাহু—লাভ, (চৌ—১-৭ ; দো-৩২ক, খ)।

चौ— कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥
सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथाप्रबंध बिचित्र बनाई ॥१॥
चौ— जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु करै सुनि सोई॥
कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी। नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥२॥

चौ— रामकथा कै मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥
नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥३॥
चौ— कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनिसन्ह गाए॥
करिअ न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥४॥
दोहा— राम अनंत अनंत गुन, अमित कथा बिस्तार।
सुनि आचरजु न मानिहहिं, जिन्ह कें बिमल बिचार ॥३३॥

मौलिक शब्दबोध :—

बखानी—व्याख्याय ; आचरजु—आश्चर्य ; मिति—परिमिति, परिमाण ; कलपभेद—कल्पभेद ; संसय—संशय ; आनी—आनोय ; मानी—मत्वा ; (चौ—१-४ ; दो—३३)

চৌ—কেমনে ভবানী প্রশ্ন শিবে জিজ্ঞাসিল প্রত্যুত্তরে শিব তাহা বাখানিয়া দিল ॥
সেই সব কথা আমি কহিব গাহিয়া। বিচিত্র প্রবন্ধে গাথা রচনা করিয়া ॥১॥
চৌ—এ কথা শোনেন নাই আজো যেই জন। শুনি এবে যেন তিনি বিস্মিত না হন॥
অলৌকিক কথা এই শুনেন যে জ্ঞানী। বিস্মিত না হন যেন এ বিশেষ জানি ॥২॥
চৌ—রাম-কথা ধরাধামে অসীম অপার। মনোমাঝে এ বিশ্বাস রহে যেন তাঁর॥
বহুধা প্রকট হয় রাম অবতার। রামায়ণ শতকোটি সংখ্যাতে অপার ॥৩॥
চৌ—হরিকথা মনোহর কল্পভেদে নানা। মুনিগণ গে'য়েছেন আছে হেন জানা॥
এই কথা হৃদে চিন্তি না কর সংশয়। সমাদরে প্রেমভরে শুন পরিচয় ॥৪॥
দো— অন্তহীন রাম বহুগুণাধার তাঁর কথা অমিত অপার।
শুনি চমকিত নাহি কভু তিনি আছে যাঁর বিমল বিচার ॥৩৩॥

বাংলা অর্থঃ—কহব—কহিব ; বনাঈ—রচনা করিয়া; সুনী হোই—শুনিয়াছেন ; মিতি—পরিমাণ ; অসি—এমন ; মানিহহি—মানিবে ; (চৌ—১-৪ ; দো—৩৩)।

चौ— एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥
पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी ॥१॥
चौ— सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउँ बिसद राम गुन गाथा॥
संबत सोरह सै एकतीसा। करउँ कथा हरि पद धरि सीसा ॥२॥
चौ— नौमी भौमबार मधुमासा। अवधपुरीं यह चरित प्रकासा॥
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥३॥
चौ— असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहिं रघुनायक सेवा॥
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना। करहिं राम कल कीरति गाना ॥४॥
दोहा— मज्जहिं सज्जन बृंद बहु, पावन सरजू नीर।
जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुंदर स्याम सरीर ॥३४॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

করি দূরী—দূরীকৃত্য ; ধূরী—ধূলি ; সীসা—শীর্ষ ; মজ্জহি—মজ্জতি ; একতীসা—একত্রিংশৎ ; আবহি—আগচ্ছতি ; সোরহ—ষোড়শ ; (চৌ—১—৪ ; দো—২৪)

গ্রন্থরচনাকাল—রামচরিতমানস যবে আরম্ভিল।
গুরুদেবে নমি শির তুলসী গাহিল ॥

চৌ—সকল সংশয় দূর হেনমতে করি। গুরুদেব-পদধূলি রাখি শিরোপরি ॥
করযোড়ে নমি কহি পুন সবিনয়। কথা-রচনাতে যেন দোষ নাহি হয় ॥১॥
চৌ—শিব-পদে ভক্তিভরে নোয়াইয়া মাথা। সবিস্তারে বর্ণি এবে রামগুণগাথা ॥
সংবৎ এক তিরিশ আর ষোলশত। কহিলাম হরিপদে শির করি নত ॥২॥
চৌ—চৈত্রের নবমী তিথি মঙ্গল বাসরে। এ চরিত প্রকাশিল অযোধ্যানগরে ॥
বেদমতে যেই দিনে রামের জনম। সেই দিনে সেথা সর্ব্বতীর্থ-সমাগম ॥
চৌ—অসুর ও নাগ-খগ-নর-মুনি-দেবে। সকলে আসিয়া সেথা রঘুনাথে সেবে ॥
জনম উৎসব রচে তথা জ্ঞানিগণ। সবে মিলি রামগাথা করেন কীর্ত্তন ॥

দো—অবগাহ করে সাধু-সুধীজন ভূরি পাবন সরযূ নীর।
জপে রাম-নাম বক্ষে ধরি ধ্যানে শ্যামসুন্দর তাঁর শরীর ॥৩৪॥

বাংলা অর্থঃ—ধূরী—ধূলি ; অব—এক্ষণে ; সোরহ সৈ—ষোল শত ; একতীসা—একত্রিশ ; ভৌমবার—মঙ্গলবার ; মধুমাসা—বাসন্তী চৈত্র মাস ; আই—আসিয়া ; লাগ ন—স্পর্শ করিবে না ; খোরী—দোষ ; (চৌ—১-৪ ; দো—৩৪)।

चौ— दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना ॥
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा बिमल मति ॥१॥
चौ— राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा ॥२॥
चौ— सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा ॥३॥
चौ— रामचरितमानस एहि नामा। सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा ॥
मन करि बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौं एहिं सर परई ॥४॥
चौ— रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥५॥
चौ— रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥
तातें रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥६॥
चौ— कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥७॥

दोहा— जस मानस जेहि बिधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु।
अब सोइ कहउँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा बृषकेतु ॥३५॥

मौलिक शब्दबोध :—

दरस—दर्शन ; परस—स्पर्शन ; हरइ—हरति ; राम धामदा—रामधामद ; खानि—खनि ; सुनत—श्रुत्वा ; नासहिं—नश्यति ; पाइअ—प्राप्नोति ; मन करि—मनःकरी ; जरइ—ज्वलयति ; परइ—पतति ; दारिद दावन—दारिद्रद्रावन ; नसावन—नाशन ; सुसमउ—सुसमय ; हेरि—(बांला पद्य) दृष्ट्वा ; अरम्भा—आरम्भ ; (चौ—१-७ ; दो—३५)

চৌ—করি দরশ-পরশ-পান-নিমজ্জন—সরযূতে পাপ নাশে—পুরাণ-বচন ॥
সরযূ-মহিমা পূত অতি অনুপম। শুদ্ধমতি সরস্বতী বর্ণিতে অক্ষম ॥১॥
চৌ—চারি যোনি জীবজন্মা† অসংখ্য ধরায়। ভবমুক্তি লভে তনু ত্যজি অযোধ্যায় ॥
রামে স্থান দিল যেই পুরী মনোহারী। সর্ব্বলোকে সুবিদিত ধরা-পূতকারী ॥২॥
চৌ—সর্ব্বরূপে এই পুরী জানি মনোহর। সর্ব্বসিদ্ধি দেয় তাহা মঙ্গল-আকর ॥
আরম্ভিনু হেন কথা বিমল-বচনে। কাম-মদ-দম্ভ নাশে পশিলে শ্রবণে ॥৩॥
চৌ—তার নাম হল রাম-চরিত-মানস। শুনিলে শ্রবণ হয় শান্তিতে সরস ॥
বিষয়-দাবাগ্নি মন-করীরে দহিলে। সুখ ভুঞ্জে সবে এই সরে প্রবেশিলে ॥৪॥

আদিগ্রন্থপ্রণেতা—তুলসী গাহিছে শিব-রচিত মানস।
কলিপাপতাপ নাশে তাহে রাম-যশ ॥

চৌ—রচিয়া মহেশ তাহা মানসে রাখেন। অবসরমতে তাহা গৌরীরে কহেন ॥
রামচরিতমানস বর-নাম ইথে। শ্রেয় মানি শিব হন হরষিত চিতে ॥৫॥
চৌ—কহিব সে রামকথা সুখদ সুন্দর। মন দিয়া শুন সাধু করি সমাদর ॥৬॥
দো—চরিত-মানস বিশ্বে প্রচারিল যে কারণে যে বিধি ধরিয়া।
সকল প্রসঙ্গ কহিব এখনি বৃষকেতু ভবানী স্মরিয়া ॥৩৫॥

বাংলা অর্থঃ—**দরশ**—দর্শন ; **পরস**—স্পর্শ ; **পানা**—পান ; **হরই**—হরণ করে ; **রাম ধামদা**—রামের ধাম দান কারী অর্থাৎ পরম ধাম দাতা ; **খানি**—আকর। উৎপত্তিভূমি ; **কথা কর**—কথার ; **অরম্ভা**—আরম্ভ ; **নসাহি**—নাশ করে ; **পাইঅ**—পায় ; **মন করি**—মনোরূপী হস্তী ; **জরঈ**—জ্বলিয়া ; **দারিদ**—দারিদ্র্য ; **দাবন**—দ্রাবণ, ন)শকারী ; **নসাবন**—নাশন ; **সুসমউ**—সুসময় ; **ভাষা**—কহিয়াছিলেন ; **হেরি**—দেখিয়া ; **সুনহু**—শোন ; **সুমিরি**—স্মরিয়া ; **বৃষকেতু**—মহেশ্বর ; (চৌ—১-৭, দো-৩৫)।

चौ— संभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी। रामचरितमानस कबि तुलसी ॥
करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥१॥

---

† জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার যোনিতে অসংখ্য জীব জন্মায়।

चौ— सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू॥
बरषहिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥२॥
चौ— लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी॥
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीलताई॥३॥
चौ— सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥
मेधा महि गत सो जल पावन। सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन॥४॥
चौ— भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥५॥
दोहा—सुठि सुंदर संबाद बर, बिरचे बुद्धि बिचारि।
तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥३६॥

मौलिक शब्दबोध :—

अनुहारी—अनुसारी ; सुचित—सुचित्त ; अगाधू—अगाध ; सुसीतलताई—सुशीतलता ; सकिलि—सङ्कल्य ; सुथल—सुस्थल ; चिराना—चिरायते ; सुठि—सुष्ठु ; (चौं—१-५ ; दो—३६)

চৌ—শিব-কৃপায় সুমতি হিয়াতে ভরিল। রাম-চরিত-মানস তুলসী গাহিল॥
তুলসী রচিল নিজ মতি অনুসরি। সুচিত্ত সুজনে লবে সংশোধন করি॥১॥
চৌ—সাত্ত্বিক-মানস-ভূমে হৃদয়-গহ্বর। মেঘ—সাধু সেথা, বেদ-পুরাণ—সাগর॥
সিন্ধু হ'তে মেঘ রাম-যশো-বারি লয়। পবিত্র গহ্বরে তাহা আনি ভরি দেয়॥২॥
চৌ—সগুণ যে লীলা হেথা কহিব বাখানি। তাহার স্বচ্ছতা নাশে হৃদয়ের গ্লানি॥
প্রেম ও ভকতি যাহা বর্ণনে না যায়। মধুরতা শীতলতা মানি লহ তায়॥৩॥
চৌ—সুকর্ম্ম-শালির হিত এই জলে জানো। রামভক্তজন-প্রাণ-পুষ্টি তাহে মানো॥
বুদ্ধিমান্ বিশ্বজনে করে তা' পাবন। সঙ্কুচিত পথে আগে পশিবে শ্রবণ॥৪॥
চৌ—সাধু-চিত্ত-মহাক্ষেত্রে রহি ধীর স্থির। সুখদ শীতল হয় সুস্বাদু রুচির॥৫॥
দো—সুষ্ঠু ও সুন্দর সাধু আলোচনা কহিলাম মানসে বিচারি॥
তাহে রচে হেথা পাবন সুন্দর সরতীর্থ মনোহর চারি॥৩৬॥

বাংলা অর্থঃ—হুলসী—উল্লসিত করে ; অনুহারী—অনুসারে ; লেহু—লও ; সুধারী—সংশোধন করিয়া ; অগাধূ—অগাধ, সুগভীর ; ঘন—মেঘ ; বরষহি—বর্ষণ করে ; বর বারী—শ্রেষ্ঠ জল ; কহহি—কহিতেছি ; বরনি ন জাঈ—বর্ণন করা যায় না ; সুকৃত সালি—সৎকর্ম্মরূপী শালি ধান্য ; মেধা মহি গত—মেধারূপ পৃথিবীকে প্রাপ্ত ; সকিলি—মিলিত হইয়া ; থিরানা—স্থিরীভূত হয় ; চিরানা—চিরস্থায়ী হয় ; সুঠি—সুন্দর ; সংবাদ বর—শ্রেষ্ঠ কথোপকথন ; বিরচে—বিরচিত হইল ; তেই—তাহারাই ; এহি—এই। সীত—শীতল ; সুভগ—সুন্দর ; (চৌ—১-৫ ; দো—৩৬)।

चौ— सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥
रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा॥१॥

चौ— राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा बीचि बिलास मनोरम॥
पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई॥२॥
चौ— छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥
अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा॥३॥
चौ— सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान बिराग बिचार मराला।
धुनि अवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाँती॥४॥
चौ— अरथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥५॥
चौ— सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना॥
संतसभा चहुँ दिसि अवँराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥६॥
चौ— भगति निरूपन बिबिध बिधाना। छमा दया दम लता बिताना॥
सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस बेद बखाना॥७॥
चौ— औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहुबरन बिहंगा॥८॥
दोहा— पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारु।
माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु॥३७॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

निरखत—निरीक्ष्य ; माना—मान्यते ; अगुन—निर्गुण ; बरनव—वर्णिव (বাংলা পদ্য) ; सोहा—शोभते ; सुभासा—सुभाषा ; धुनि—ध्वनि ; ते—ते ; सम जम—शम यम ; गाई—गीयते ; सींचत—सिञ्चति; सोहा—शोभा; माना—मन्यते; हुलसी—उल्लसति; (चौ—१-८ ; दो—३७)

গ্রন্থের রূপক বর্ণনা—চরিত-মানস-সর রূপকে বর্ণিয়া।
রামতত্ত্ব কহিলেন তুলসী গাহিয়া॥

চৌ—সাতটী সোপান সপ্ত-কাণ্ড সেই সরে। জ্ঞান-নেত্রে হেরি মনে প্রসন্নতা ভরে॥
প্রাকৃতিক-গুণাতীত মহিমা অবাধ। সেই বারি-গভীরতা বর্ণিব অগাধ॥১॥
চৌ—রামসীতা-যশোবারি সেথা সুধাসম। উপমা রচিত যাহা বীচি মনোরম॥
সুন্দর চৌপাই তাহে ঘন পদ্মনাল। মুক্তা-ফল-দাতা শুক্তি তার যুক্তিজাল॥২॥
চৌ—ছন্দ, দোহা ও সোরঠা তাহে মনোলোভা। বহুবর্ণ-পদ্ম-সম দেয় তাহে শোভা॥
অনুপম অর্থযুত উচ্চ ভাবে ভাষে। পুষ্প-রস-রেণু-সম ছড়ায় সুবাসে॥৩॥
চৌ—সেথা পুণ্যরাশি-কথা অলি মনোহর। বৈরাগ্য বিচার-জ্ঞান যেন হংসবর॥
সেথায় বক্রোক্তি ধ্বনি গুণ জাতি আর। চারু-মীন-সম ফেরে বিবিধ প্রকার॥৪॥
চৌ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-তত্ত্বের বিচার। জ্ঞান ও বিজ্ঞান কথা সহিত তাহার॥
নব রস, তপ, জপ, যোগ ও বিরাগ—হেন জলচরে যেন ভরে এ তড়াগ॥৫॥

চৌ—পুণ্যবান্ সাধুর যে রামগুণ গান। জলপক্ষিসম করে বৈচিত্র্য প্রদান॥
চতুর্দিকে আম্রবন-সম সাধুসভা। ঋতুরাজ-সম তাহে শ্রদ্ধা মনোলোভা॥৬॥
চৌ—ভক্তি-নিরূপণ-তত্ত্ব বিবিধ প্রকার। ক্ষমা, দয়া, দম—যেন বিতান লতার॥
শম, যম ও নিয়ম—ফুল, ফল, জ্ঞান। হরিভক্তি-জ্ঞান—ফল-রসের সমান॥৭॥
চৌ—আরো কথা যত ধরি বিবিধ প্রসঙ্গ। শুক পিক আদি সেথা বিচিত্র বিহঙ্গ॥৮॥
দো—রোমাঞ্চে বুঝিবে বাগিচা ও বন সুখ সেথা পক্ষীর বিহার।
সজ্জন যে মালী আঁখিজলে করে সদা সেথা সেচন সবার॥৩৭॥

বাংলা অর্থঃ—**প্রবন্ধ**—কাণ্ড; **নিরখত**—নিরখিয়া, দেখিয়া; **মানা**—মান দান করে; **পুরইনি**—কমলিনী; **সীপ**—মুক্তাগৃহ, শুক্তি; **পরাগ**—পুষ্পরেণু; **মকরন্দ**—পুষ্পরস; **ধুনি**—ধ্বনি; **অবরেব**—বক্রোক্তি; **কহব**—কথা; **সুকৃতী**—পুণ্যাত্মা; **চহুঁ দিসি**—চতুর্দ্দিকে; **অবঁরাঈ**—আম্রকানন; **দম**—বাহ্য-ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; **জম**—(অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ) যম; **নিয়ম**—(শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান; **সুমন**—নির্মল মন; **সম**—শম, অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ; (চৌ—১-৮; দো—৩৭)।

चौ— जे गावहिं यह चरित सँभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥
सदा सुनहिं सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी॥१॥
चौ— अति खल जे बिषई बग कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा।
संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना॥२॥
चौ— तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥
आवत एहिं सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइ न जाई॥३॥
चौ— कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सैल बिसाला॥४॥
चौ— बन बहु बिषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥५॥
दोहा— जे श्रद्धा संबल रहित, नहिं संतन्ह कर साथ।
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति, जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ॥३८॥

मौलिक शब्दबोध—

बिषइ—विषयी; **बग**—वक; **कागा**—काक; **सम्बुक**—शम्बुक; **आवत**—आगत्य; **बलाक**—वलाका; **कारज**—कार्य्य; **कुपन्थ**—कुपथ; (चौ—१-५; दो—३८)

চৌ—এ চরিত-মাধুর্য্যের যে জন গায়ক। এই সরোবরে তিনি চতুর রক্ষক॥
সাদরে শুনেন সদা যত নরনারী। চরিত-মানসে তাঁরা দিব্য অধিকারী॥১॥
চৌ—কাক-বক-রূপী যিনি বিষয়ী ও খল। ভাগ্যহীন তাঁর তরে নহে এই স্থল॥
বিষয়ী শৃগাল-ভেক-শম্বূকসমান। বিষয়-রসের হেথা না পান সন্ধান॥২॥

চৌ—সেই হেতু তার হিয়া হার মানি লয়। স্বার্থপর-বক-কাক-সম দশা হয়॥
এই সরে আসা জেনো বড়ই কঠিন। নাহি আসা যায় হেথা রাম-কৃপা বিন্॥
চৌ—প্রবল কুসঙ্গী তার কুপথ ভীষণ। ব্যাঘ্র-সিংহ-সাপ যেন কুসঙ্গি-বচন॥
গৃহকাজ তাতে যেন বিবিধ জঞ্জাল। তাহে রচে সুদুর্গম পর্ব্বত বিশাল॥৪॥
দোহা—শ্রদ্ধার সম্বল নাহিক যাঁহার, সঙ্গ নাহি লন সাধু-সাথ।
এ মানস-সর অগম্য তাঁহার, প্রিয় নয় যাঁর রঘুনাথ॥৩৮॥

বাংলা অর্থঃ—সঁভারে—সামলাইয়া, সাবধানে ; তাল—সরোবর ; রখবারে—রক্ষক ; সুরবর—শূরবর ; বিষঈ—বিষয়ী ; বগ—বক ; কাগা—কাক ; হারে—হারিয়া যায় ; আই ন জাই—আসিতে পারে না ; হরি—সিংহ ; ব্যালা—ব্যাল, সর্প ; সাথ—সঙ্গ ; কঠিনাঈ—কঠিনতা ; করালা—করাল, ভয়ানক ; (চৌ—১-৫ ; দো—৩৮)

चौ— जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नीद जुड़ाई होई॥
जउता जाड़ विषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा॥१॥
चौ— करि न जाइ सर मज्जन पाना। फिरि आवइ समेत अभिमाना॥
जौं बहोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा करि ताहि बुझावा॥२॥
चौ— सकल बिघ्न ब्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही॥
सोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥३॥
चौ— ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ॥
जो नहाइ चह एहिं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥४॥
चौ— अस मानस मानस चख चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥
भयउ हृदयँ आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥५॥
चौ— चली सुभग कबिता सरिता सो। राम बिमल जस जल भरिता सो॥
सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंजुल कूला॥६॥
चौ— नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकंदिनि॥७॥
दोहा— श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहुँ कूल।
संतसभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल॥३९॥

मौलिक शब्दबोध :—

नीद—निद्रा ; ब्यापहिं—व्याप्नोति ; सुकृपाँ—सुकृपया ; बिलोकहिं—विलोकयति ; जरई—ज्वलयति ; तजहिं—त्यजति ; भाऊ—भाव ; करउ—करोतु ; चख—चक्षु ; उछाहू—उत्साह ; अवगाही—अवगाह्य ; त्रयताप=त्रिताप ; (चौ—१-७ ; दो—३९)

চৌ—কেহ সেথা যায় যদি বহু কষ্ট ক'রে। নিদ্রার জড়তা তা'রে জড়াইয়া ধরে॥
শীতের জড়তা ঘোর বুকে হানা দেয়। গেলেও মজ্জনসুখ অভাগা না পায়॥

চৌ—গিয়া বিনা অবগাহে বিনা জল পানে। আসিবে ফিরিয়া পুন বহি অভিমানে॥
যদি পুন কেহ তারে পুছিতে আসিবে। সরোবর নিন্দনীয় তারে বুঝাইবে ॥২॥
চৌ—রঘুনাথ-কৃপাদৃষ্টি পড়ে যার পরে। সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যায় তাহে না আবরে ॥
যে জন সাদরে করে সেথা নিমজ্জন। ত্রিতাপের জ্বালা তারে করে না দহন ॥৩॥
চৌ—রামপদে প্রীতি যেবা ধরে মনোহর। সে জন না ত্যজে কভু এই সরোবর ॥
এই সরে স্নান ভাই! বাঞ্ছা যদি কর। মন দিয়া ভাল ক'রে সাধুসঙ্গ ধর ॥৪॥
চৌ—মন-আঁখি চাই এই সরে স্নান-তরে। কবি শুদ্ধ মতি লভে অবগাহ ক'রে ॥
উচ্ছল-হৃদয়ানন্দ তাহাতে লভিবে। প্রেম ও প্রমোদধারা তাহে উছলিবে ॥৫॥
চৌ—তাহে নদী-সম চলে কবিতা সুন্দর। রাম-যশোবারি-ভরা অতি মনোহর ॥
এ কবিতা সরযূ-সমা সুমঙ্গল মূল। লোক বেদ মত দুটী তার চারু কূল ॥৬॥
চৌ—মানস-নন্দিনী নদী সরযূ-পাবনী। কলিপাপ-তৃণ-তরু-মূল-উৎপাটনী ॥৭॥

দো—মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ীতে যেন পুর-গ্রাম-নগর-দুকূল ॥
মহতী অযোধ্যা সাধুবৃন্দ যেন সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মূল ॥৩৯॥

বাংলা অর্থঃ—জাই—যায়; জাএহিঁ—গেলেও; নীদ জুড়াঈ—নিদ্রারূপী শীতলতা; জড়তা জাড়—মূর্খতারূপী শৈত্য; গায়েহুঁ—গিয়াও; আবই, আবা—আসে; বিলোকহি—দেখে; ত্রয়তাপ—ত্রিতাপ; তজহিঁ—ত্যাগ করে; কাউ—কভু; নহাই চহ—নাইতে চায়; অবগাহী—গাঢ়ভাবে নিমগ্ন হইয়া; উমগেউ—উপছিয়া উঠে; সরিতা সো—নদীর মত; নন্দিনি—নন্দিনী, কন্যা; (চৌ—১-৭, দো—৩৯)।

चौ— रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥
सानुज राम समर जसु पावन। मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥१॥
चौ— जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥
त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी ॥२॥
चौ— मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही ॥
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥३॥
चौ— उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥
रघुबर जनम अनंद बधाई। भवँर तरंग मनोहरताई ॥४॥

दोहा— बालचरित चहु बंधु के, बनज बिपुल बहुरंग।
नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग ॥४०॥

मौलिक शब्दबोध :—

जसु—यशः; देवधुनि—सुरधुनी; सोहति—शोभते; भंवर—भ्रमिभव; चहु—चतुः; बारि बिहङ्ग—वारिविहङ्ग (जल पक्षी); रिसानी—रोष; (चौ—१-४; दो—४०)

চৌ—রামভক্তি-সুরধুনী সেখানে আসিয়া। সুকীর্ত্তি-সরযূ-সাথে গিয়াছে মিলিয়া॥
পূত-যুদ্ধ-যশ যাহা রাম ও লক্ষণে। মিশিয়াছে যেন চারু মহানদ শোণে॥১॥
চৌ—দুই নদী মাঝে যেন ভক্তি-গঙ্গা-ধারা। বৈরাগ্য ও জ্ঞান সহ হয় একাকারা॥
ত্রিধারা ত্রিতাপে † করে সদা ত্রাস দান। রামের স্বরূপ লাভে হয় ধাবমান॥২॥
চৌ—সরযূ-মূল মানসে* গঙ্গার মিলন। শ্রবণে সুজন-মন হয় সুপাবন॥
(কীর্ত্তি সরযূর মূল রামের চরিত। রামভক্তি গঙ্গা তাহে হইয়া মিলিত॥
শ্রবণে সুজন-মন হয় বিগলিত। ভক্তিরূপী গঙ্গা তাহে হয় প্রবাহিত॥)
মাঝে মাঝে আখ্যায়িকা বিবিধ প্রকার। বন-উপবন-সম দুই তীরে তার॥৩॥
চৌ—হর-গৌরী-পরিণয়ে বরযাত্রীদল। অগণিত জলচর সেথায় সকল॥
রঘুবর জন্মকালে আনন্দ-উল্লাস। আবর্ত্ত ও তরঙ্গের সৌন্দর্য্যবিলাস॥৪॥
দোহা—শৈশব চরিত চারিটী ভ্রাতার বিচিত্র বৃহৎ কমলোপম।
রাজারাণী তথা পুণ্য পরিজন জলপক্ষী-অলিকূল-সম॥৪০॥

বাংলা অর্থ ঃ—জুগ বিচ—দুই-এর মধ্যে ; সোহতি—শোভা পায় ; সুবিরতি—বৈরাগ্য ; তিমুহানী—ত্রিমোহনা, ত্রিধারা সঙ্গম ; সমুহানী—মিলিত হয় ; বরাতী—বরযাত্রী ; বধাই—আনন্দোৎসব ; ভবঁর—আবর্ত্ত ; বনজ—পদ্ম ; (চৌ—১-৪ ; দো—৪০)।

चौ— सीय स्वयंबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई॥
नदी नाव पटु प्रस्न अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका॥१॥
चौ— सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई॥
घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥२॥
चौ— सानुज राम बिबाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥३॥
चौ— राम तिलक हित मंगल साजा। परब जोग जनु जुरे समाजा॥
काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी॥४॥
दोहा— समन अमित उतपात सब, भरत चरित जपजाग।
कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमल बग काग॥४१॥

मौलिक शब्दबोध :—

नाव—नौ ; सोह—शोभा ; धार—धारा ; रिसानी—रोष ; हरषहि—हृष्यति ; पुलकाहि—पुलकायते ; केवट—कैवर्त्तक ; साजा—सज्जा ; परब योग—पर्व्वयोग ; काई—कर्द्दम ; घनेरी—घनीभूत ; उतपात—उत्पात ; जपजाग—जपयज्ञ ; (चौ—१-४ ; दो—४१)

---

† আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ।

* কীর্ত্তিরূপী সরযূর মূল রামচরিত রামভক্তিরূপী গঙ্গায় মিলিয়া সজ্জনকর্ণে প্রবেশ করিলে মন পবিত্র হয়।

চৌ—সীতা স্বয়ম্বর-কথা অতি সুমধুর। সরযূশোভাতে যেন তাহা ভরপুর ॥
নৌকা সেথা যেন পটু প্রশ্ন বহুতর। কর্ণধার বুদ্ধিমান্ উত্তম উত্তর ॥১॥
চৌ—প্রশ্ন শুনি পরস্পর যাহা আলোচনা। এ নদীতে যাত্রীসম তাহার গণনা।
ভৃগুরাম-ক্রোধ যেন খর-স্রোতোধারা। শ্রীরামের সুবচন বাঁধা-ঘাট-পারা ॥২॥
চৌ—বিবাহ উৎসব যাহা সানুজ রামের। জলোচ্ছ্বাস সেথা—সুখ দেয় সকলের ॥
হর্ষ ও পুলক যাহা শুনি কহি হয়। স্নানের আনন্দে তথা পুণ্যাত্মা লভয় ॥৩॥
চৌ—অভিষেক-তিলকের তাহা শুভ সাজ। পর্ব্বযোগে যবে মিলে মানব-সমাজ ॥
কুমতি-কৈকেয়ী-মন শৈবাল-সমান। যাহা পিছু করে ঘোর বিপত্তি-প্রদান ॥৪॥
দো—উপদ্রবে নাশে জপ যজ্ঞ যাহা তাহা জানো ভরতচরিত।
খলদোষ তথা কলিপাপ যেন কাকে বকে কর্দ্দমে বিদিত ॥৪১॥

বাংলা অর্থ :—সো—সদৃশ ; ছাঈ—ছাইয়া আছে ; ধার—ধারা ; রিসানী—রোষ, ক্রোধ ; পটু প্রশ্ন—নিপুণ প্রশ্ন ; কেবট—মাঝি ; উমগ—বন্যা, জলোচ্ছাস ; সুকৃতো—পুণ্যাত্মা ; নহাহীঁ—নায় ; স্নান করে ; জুরে—মিলিত হয় ; কাঈ—কাদা ; ঘনেরী—ঘনীভূত ; সমন—শমনকারক ; কলি অঘ—কলির পাপ ; জলমল—কর্দ্দম ; উতপাত—উৎপাত, উপদ্রব ;(চৌ—১-৪ ; দো—৪১)।

चौ— कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥
हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥१॥
चौ— बरनब राम बिबाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू ॥२॥
चौ— बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥
चौ— सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई ॥४॥
दोहा— अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परसपर हास।
भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास ॥४२॥

मौलिक शब्दबोध :—

रितु—ऋतु ; ब्याहू—विवाह ; उछाहू—उत्साह ; पाथा—पाथः (बारि) ; अवलोकनि—अवलोकन ; सरद—शरत् ; सुभाउ—स्वभाव ; बिसद—विशद ; (चौ—१-४ ; दो—४२)

চৌ—সুন্দর সরযূ কীর্ত্তি গায় ঋতু ছয়ে। মনোহর সুপাবন সকল সময়ে ॥
হেমন্ত-সূচিত হর-পার্ব্বতী-বিবাহে। শীত সুখদাতা প্রভু-জনম-উৎসাহে ॥১॥
চৌ—রামের বিবাহ-সভা বর্ণিত যেমন। সুখদ শুভদ তাহা বসন্ত-বর্ণন ॥
গ্রীষ্ম ঋতু দুঃখদায়ী রাম-বনবাস। পথের কাহিনী যেন উত্তপ্ত বাতাস ॥২॥

চৌ—নিশাচর-যুদ্ধ ঘোর বর্ষার সমান। সুরকুল-শালি-ধান্যে করে পুষ্টিদান॥
রামরাজ্যে যত সুখ সমৃদ্ধি বিনয়। শরৎ-নির্ম্মল-সুখ তাহা প্রকটয় ॥৩॥
চৌ—সতী-শিরোমণি সীতা গুণের আধান। অনুপম সুনির্ম্মল বারির সমান॥
ভরত-প্রকৃতি তাহে অতি শীতলতা। সদা একরস নাহি বর্ণিতে যোগ্যতা ॥৪॥
দো—দেখা শুনা তথা আলাপ মিলন প্রীতি আর হাস্য পরিহাস।
চারি ভা'য়ে ভাল ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সে সলিলে মাধুরী সুবাস ॥৪২॥

বাংলা অর্থ ঃ—রুরী—সুন্দর; হিম—হেমন্ত; ব্যাহূ—বিবাহ, সিসির—শীত; উছাহূ—উৎসাহ; বরনব—বর্ণনা; ঋতুরাজূ—ঋতুরাজ বসন্ত; রারী—যুদ্ধ; বড়াঈ—মহত্ব; পাথা—জল; বোলনি—আলাপ; ভায়প—ভ্রাতৃত্ব; অবলোকনি—দেখা শুনা; চহু বন্ধু—চারি ভাই; (চৌ—১-৪; দো—৪২)।

चौ— आरति बिनय दीनता मोरी। लघुता ललित सुबारि न थोरी॥
अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमल हारी॥१॥
चौ—राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि कलुष गलानी॥
भव श्रम सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥२॥
चौ— काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन॥
सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥३॥
चौ— जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥
तृषित निरखि रबि कर भव बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी॥४॥
दोहा— मति अनुहारि सुबारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ।
सुमिरि भवानी संकरहि, कह कबि कथा सुहाइ॥४३(क)॥
दोहा— अब रघुपति पद पंकरुह, हियँ धरि पाइ प्रसाद।
कहउँ जुगल मुनिबर्य कर, मिलन सुभग संबाद॥४३(ख)॥

मौलिक शब्दबोध :—

आरति—आर्त्ति; आस पिआस—आशा-पिपासा; पानी—पानीय; गलानि—ग्लानि; तोषक तोषा—तोष-तोषक; दारिद—दारिद्र्य; बढ़ावन—वर्द्धन; पङ्करुह—पङ्करुह (पद्म); कोह—क्रोध; जुगल—युगल; (चौ—१-४; दो—४३ क, ख)

চৌ—কাকুতি মিনতি মোর দীনতা বিনয়। ললিত লঘুতা—তাহা জলে কম নয়॥
অদ্ভুত সলিল-গুণ শ্রুতি-সুখকারী। আশা-পিপাসারে নাশে মনোমল-হারী॥১॥
চৌ—এই জল রাম-প্রেম করিছে পোষণ। কলির কলুষ গ্লানি করিয়া হরণ॥
পানে শ্রান্তি নাশে তথা বাড়ায় সন্তোষ। পাপ-দুঃখ নাশি নাশে দরিদ্রতা-দোষ॥২
চৌ—কাম, ক্রোধ, মদ, মোহ বিনাশ করিয়া। শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দেয় বাড়াইয়া॥
সাদরে মজ্জন পান যে জন করিবে। হৃদয়ের পাপ তাপ তার বিনাশিবে॥৩॥

চৌ—যে জন এ জন্মে নাহি ধৌত করে মন। হেন কাপুরুষে কলি করে প্রবঞ্চন ॥
মরীচিকা-বারি হেরি তৃষ্ণায় কাতর। দুঃখী জীব মৃগ-সম ছুটিতে তৎপর ॥৪॥
দো—মতি-মত বারি- গুণ বিচারিয়া নিজ চিতে করাইয়া স্নান।
ভবানীরে স্মরি নমি মহেশ্বরে কবি গাহিছে সুন্দর গান ॥৪৩ক॥

যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ-সংবাদ—ভরদ্বাজ-যাজ্ঞবল্ক্য কথোপকথন।
তুলসী শুনেন করি প্রয়াগে গমন ॥

দোহা—এবে রঘুপতি চরণ-কমল হৃদে ধরি লভিয়া প্রসাদ।
বরণীয় মুনি দুজনার কহি মনোহর মিলন-সংবাদ ॥৪৩খ॥

বাংলা অর্থঃ—আরতি—আর্ত্তভাব; আস পিআস—আশা-পিপাসা; তোষক তোষা—সন্তোষ-তোষণকারী; দুরিত—পাপ; বঢ়াবন—বর্দ্ধক; তেঁ—হইতে; বিগোএঁ—বঞ্চিত; রবী কর ভব বারী—মরীচিকা জল; পঙ্করুহ—পদ্ম; সংবাদ—কথোপকথন; গনি—গণ্য করিয়া; অন্হবাই—স্নান করিয়া; (চৌ—১-৪; দো—৪৩ক, খ,)

चौ— भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना ॥१॥
चौ— माघ मकरगत रबि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई ॥
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं ॥२॥
चौ— पूजहिं माधव पद जलजाता। परसि अखय बटु हरषहिं गाता ॥
भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥३॥
चौ— तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मज्जन तीरथ राजा ॥
मज्जहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥४॥
दोहा— ब्रह्म निरूपन धरम बिधि, बरनहिं तत्त्व बिभाग।
कहहिं भगति भगवंत कै, संजुत ग्यान बिराग ॥४४॥

मौलिक शब्दबोध :—

सम—शम ; सुजाना—सुज्ञानी ; गाता—गात्र ; रिषय समाजा—ऋषिसमाज ; गाहृ—गाथा ; संजुत—संयुत ; बरनहि—वर्णयति ; अखय—अक्षय ; (चौ—१-४ ; दो—४४)

চৌ—ভরদ্বাজ মুনি যাঁর আশ্রম প্রয়াগে। মন ভ'রে আছে যাঁর রাম-অনুরাগে ॥
মুনিবর শম-দম-দয়ার নিধান। পরমার্থপথে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান ॥১॥
চৌ—মাঘ মাসে ছিল যদা ভাস্কর মকরে। সকলে প্রয়াগতীর্থে যাতায়াত করে ॥
দনুজ কিন্নর দেব যায় সর্ব্ব জন। ত্রিবেণীতে সমাদরে করিতে মজ্জন ॥২॥
চৌ—পূজে সেথা শ্রীমাধব-কমল-চরণ। পরশি অক্ষয়বট পুলকে মগন ॥
ভরদ্বাজের আশ্রম পরম পাবন। অতি রম্য মুনিবর-মানস-মোহন ॥৩॥

চৌ—তথা মিলি যত মুনি-ঋষির সমাজে। আসি সবে অবগাহে সেই তীর্থরাজে॥
প্রাতঃস্নান সমাপিয়া প্রফুল্ল অন্তর। হরিগুণ-গাথা কন সবে পরস্পর ॥৪॥
দো— ব্রহ্ম নিরূপণ ধর্ম্মের বিধান আর ক'ন তত্ত্বের বিভাগ।
কহেন ভকতি ভগবানে রতি তার সহ জ্ঞান ও বিরাগ ॥৪৪॥

বাংলা অর্থ :—পদ পঙ্করুহ—পাদপদ্ম; আব—আসে; পদ জলজাতা—পাদপদ্ম; জাহিঁ—যায়; উছাহা—উৎসাহ; গাহা—গাথা; বরনহিঁ—বর্ণনা করে; সংজুত—সংযুক্ত; পরস্পর—পরস্পর; (চৌ—১-৪; দো—৪৪)।

চৌ— এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহীঁ। পুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহীঁ॥
প্রতি সংবত অতি হোই অনংদা। মকর মজ্জি গবনহিঁ মুনিবৃংদা ॥১॥
চৌ— এক বার ভরি মকর নহাএ। সব মুনীস আশ্রমন্হ সিধাএ॥
জাগবলিক মুনি পরম বিবেকী। ভরদ্বাজ রাখে পদ টেকী ॥২॥
চৌ— সাদর চরন সরোজ পখারে। অতি পুনীত আসন বৈঠারে॥
করি পূজা মুনি সুজসু বখানী। বোলে অতি পুনীত মৃদু বানী ॥৩॥
চৌ— নাথ এক সংসউ বড় মোরেঁ। করগত বেদতত্ত্ব সবু তোরেঁ॥
কহত সো মোহি লাগত ভয় লাজা। জৌঁ ন কহউঁ বড় হোই অকাজা ॥৪॥
দোহা— সংত কহহিঁ অসি নীতি প্রভু, শ্রুতি পুরান মুনি গাব।
হোই ন বিমল বিবেক উর, গুর সন কিএঁ দুরাব ॥৪৫॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

পখারে—প্রক্ষালয়তি; অনন্দা — আনন্দ; জাহীঁ—যাতি; মজ্জি — মজ্জিত্বা; গবনহিঁ—গচ্ছতি; লাজা—লজ্জা; (চৌ—১-৪; দো—৪৫)

চৌ—হেন মতে সমাপিয়া সবে মাঘস্নান। নিজ নিজ আশ্রমেতে ফিরি চলি যান॥
বর্ষে বর্ষে চলে হেন মকরে মজ্জন। আনন্দ লভিয়া ফিরে যান মুনিগণ ॥১॥
চৌ—একবার মকরেতে স্নান সমাপিয়া। সকল মুনীন্দ্র যান আশ্রমে ফিরিয়া॥
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যিনি বিবেকি-প্রধান। ভরদ্বাজ নমি তাঁরে যে'তে নাহি দেন ॥২
চৌ—কমল-চরণ যত্নে করি প্রক্ষালন। ভক্তিভরে দেন তাঁরে বসিতে আসন॥
পূজা করি তাঁর যশ কহিয়া বাখানি। অতঃপর কহিলেন মৃদু পূত বাণী ॥৩॥
চৌ—হে নাথ! রহিছে মম সংশয় অপার। বেদতত্ত্ব করতলে সব আপনার॥
কহিতে আমার লাগে ভয় আর লাজ। তবু না কহিব যদি হইবে অকাজ ॥৪॥
দো— প্রভো! এই নীতি কহে সাধুজন বেদ ও পুরাণ পুন গায়।
বিমল বিবেক কেহ না লভিবে গুরু-পার্শ্বে সত্য যে লুকায় ॥৪৫॥

বাংলা অর্থ :—নহাহীঁ—স্নান করে; গবনহিঁ—গমন করে; সিধাএ—

চলিয়া গেল ; টেকী—ধরিয়া ; পখারে—প্রক্ষালন করিল ; বৈঠারে—বসাইলেন ; গাব—গায় ; কিঐ দুরাব—গোপন করিলে ; (চৌ—১-৪ ; দো—৪৫)।

चौ— अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥
राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥१॥
चौ— संतत जपत संभु अबिनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥
आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं॥२॥
चौ— सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥
रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही॥३॥
चौ— एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥
नारि बिरहँ दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोषु रन रावनु मारा॥४॥
दोहा— प्रभु सोइ राम कि कोउ अपर, जाहि जपत त्रिपुरारि।
सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह, कहहु बिबेकु बिचारि॥४६॥

मौलिक शब्दबोध :—

हरहु—हर ; मरत—मृत्वा ; मुनिराया—मुनिराज ; दाया—दया ; करत—करोति ; जपत—जपति ; सर्बग्य—सर्व्वज्ञ ; सुनहु—शृणु ; (चौ—१-४ ; दो—४६)

চৌ—হেন বিচারিয়া মোহ করিনু প্রকাশ। হর তাহা ওহে নাথ! কৃপা মাগে দাস॥
রামনামের প্রভাব অমিত ধরায়। সাধু সুধী চতুর্ব্বেদ পুরাণাদি গায়॥১॥
চৌ—সদা জপিছেন নাম শম্ভু অবিনাশী। শিব ভগবান্ যিনি জ্ঞান-গুণরাশি॥
বিশ্ব মাঝে চারি জীব লভিছে জনম। কাশীতে মরণে পদ লভিবে পরম॥২॥
চৌ—রামনামে সেই ফল লভে, মুনিবর! দয়া করি এই শিক্ষা দেন মহেশ্বর॥
কেবা সেই রাম প্রভো! জিজ্ঞাসি তোমায়। কহিয়া হে কৃপানিধি! বুঝাও আমায়॥৩
চৌ—এক ত ছিলেন রাম অযোধ্যাকুমার। তাঁহার চরিত-কথা জানিছে সংসার॥
বহু দুঃখ পান নারী-বিরহ-কারণ। ক্রুদ্ধ হ'য়ে রণে তিনি মারেন রাবণ॥৪॥
দো— এই কি সে রাম, আর কেবা আন্ জপিছেন যাঁরে ত্রিপুরারি।
তুমি সত্যধাম সর্ব্বজ্ঞানাধার কহ তাহা বিবেকে বিচারি॥৪৬॥

বাংলা অর্থঃ—প্রগটউ প্রকট করিব ; হরহু—হরণ কর ; ছোহু—কৃপা ; গাবা—গায় ; অহহীঁ—আছে ; দায়া—দয়া ; কবন—কে ; তোহী—তোমাকে ; মোহী —আমাকে ; অবধেস—অযোধ্যারাজ ; কোউ—কেহ ; জাহি—যাহাকে ; চারি আকর— জরায়ু, অণ্ড, স্বেদ ও ভূমিক্ষেত্রে ; (চৌ—১-৭ ; দো-৪৬)।

चौ— जैसें मिटै मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥
जागबलिक बोले मुसुकाई। तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई॥१॥

चौ— रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥
चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥२॥
चौ— तात सुनहु सादर मनु लाई। कहउँ राम कै कथा सुहाई॥
महामोहु महिषेसु बिसाला। रामकथा कालिका कराला॥३॥
चौ— रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी॥४॥
दोहा— कहउँ सो मति अनुहारि अब, उमा संभु संबाद।
भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिषाद॥४७॥

मौलिक शब्दबोध :—

बिस्तारी—विस्तार्य्य : क्रम—कर्म्म ; चतुराई—चतुरता ; मनु—मनः ; महिषेसु—महिषेशः (महिषासुर) ; बखानी—व्याख्याय ; सुनु—शृणु ; (चौ—१-४ ; दो—४७)

চৌ—যে বারতা ঘুচাবে সে মম ভ্রম ভারি। কহ সেই কথা নাথ! বিশেষ বিস্তারি॥
স্মিতহাসে যাজ্ঞবল্ক্য বচন শুনান। রামমহিমাতে তব আছে ভূরি জ্ঞান॥১॥
চৌ—কায়মনোবাক্যে তোমা রামভক্ত জানি। মোর সাথে চপলতা ইথে তব মানি॥
শুনিতে চাহিছ তুমি রামগুণ গূঢ়। প্রশ্নে মনে হয় যেন তুমি অতি মূঢ়॥২॥
চৌ—হে তাত! শুনহ সুখে অবধানপর। কহিব রামের কথা অতীব সুন্দর॥
মহিষ-অসুর-রূপী অজ্ঞান বিশাল। রামনামে নাশে যথা কালিকা করাল॥৩॥
চৌ—রামকথা সুধাকর-কিরণ-সমান। সজ্জন-চকোর তুষ্ট যাহা করি পান॥
সংশয়ে আকুল ছিল ভবানীর মন। শিব তাঁরে বাখানিয়া রামতত্ত্ব কন॥৪॥
দো— কহিব এখন স্বমতি বিচারি সেই উমা-মহেশ-সংবাদ।
কখন তা' ঘটে হেতু কি তাহার শুনি তাহা মিটিবে বিষাদ॥৪৭॥

বাংলা অর্থঃ—জাগবলিক—যাজ্ঞবল্ক্য ; মুসুকাঈ—স্মিতহাস্যে ; ক্রম—কর্ম ; চাহহু সুনৈ—শুনিতে চাহি ; মনহুঁ—মনে করিতেছ ; রাম কৈ—রামের ; মহিসেসু—মহিষাসুর ; তব—তখন ; বখানী—ব্যাখ্যান করিয়া ; সংবাদ—কথোপকথন ; সুনু—শুন ; কালিকা করাল—ভয়ঙ্করী কালী ; (চৌ—১-৪ ; দো—৪৭)।

चौ— एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥
संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी॥१॥
चौ— रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥२॥
चौ— कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥३॥

चौ— तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा॥
पिता बचन तजि राजु उदासी। दंडक बन बिचरत अबिनासी॥४॥
दीहा— हृदयँ बिचारत जात हर, केहि बिधि दरसनु होइ।
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गएँ जान सबु कोइ॥४८(क)॥
सो०— संकर उर अति छोभु, सती न जानहिं मरमु सोइ।
तुलसी दरसन लोभु, मन डरु लोचन लालची॥४८(ख)॥

मौलिक शब्दबोध :—

मुनिबर्ज—मुनिवर्य्य ; बिदा—विदाय ; राजु—राज्य ; जानहिं—जानाति ; मरमु—मर्म्म ; लालची—लालसा ; सुनी—शुनि (बांला पद्य) श्रुत्वा ; (चौ १—४ ; दो—४८क, ख)

—শিব-সতী সংবাদ—সতী ও শিবের কথা তুলসী গাহিল।
যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজে যেমন বর্ণিল॥

চৌ—ত্রেতাযুগ মাঝে হেন একবার শুনি। মহেশ্বর মিলিলেন কুম্ভযোনি মুনি॥
সঙ্গে জগতের মাতা ছিলেন ভবানী। পূজেন মহেশে ঋষি জগদীশ মানি॥১॥
চৌ—রামকথা কুম্ভযোনি ক'ন বাখানিয়া। অতি সুখ গণিলেন মহেশ শুনিয়া॥
হরিভক্তি পুছিলেন ঋষি মহেশ্বরে। অধিকারী পে'য়ে শিব তোষেন উত্তরে॥২॥
চৌ—কহিতে শুনিতে তথা রামগুণগান। কিছুদিন মহেশ্বর সেথা র'য়ে যান॥
বিদায় অগস্ত্যপাশে ল'য়ে ত্রিপুরারি। ভবনে চলেন সহ দক্ষের কুমারী॥৩॥
চৌ—সেই অবসরে হরি হরিতে ভূভার। জন্ম ল'ন রঘুকুলে হ'য়ে অবতার॥
পিতৃবাক্যে রাজ্য ত্যজি হইয়া উদাসী। ফিরেন দণ্ডক-বনে হরি অবিনাশী॥৪॥
দোহা— শিব চিন্তিলেন বিচারি হৃদয়ে কি উপায়ে দরশন হবে।
প্রভু গুপ্তরূপে অবতার হন পার্শ্বে গেলে সবে জানি লবে॥৪৮-ক॥
দোহা— শঙ্কর-হৃদয় অতীব ক্ষুভিত সতী নাহি জানে তাঁর মন।
শঙ্করে আছিল— দরশনে লোভ মনে ভয়, লালসী লোচন॥৪৮-খ॥

বাংলা অথ ঃ—মাহী—মধ্যে ; পাহী—পার্শ্বে ; জানী—জানিয়া ; মুনিবর্জ—মুনিশ্রেষ্ঠ ; কহী—কহিলেন ; মুনি সন—মুনি হইতে, বিদা—বিদায় ; ভঞ্জন—ভঙ্গ করিতে ; রাজূ—রাজ্য ; বিচারত জাত—বিচার চলিলে ; গএঁ জান—জানিয়া যাইবে ; ছোভু—ক্ষোভ, আন্দোলন ; ডোরু—ভয় ; মরমু—মর্ম্ম ; (চৌ—১- ; দো—৪৮)।

चौ— रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा॥
जौं नहिं जाउँ रहइ पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा॥१॥
चौ— एहि बिधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा॥
लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा॥२॥

चौ— करि छलु मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥
मृग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥३॥
चौ— बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥
कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें ॥४॥
दोहा— अति बिचित्र रघुपति चरित, जानहिं परम सुजान।
जे मतिमंद बिमोह बस, हृदयँ धरहिं कछु आन ॥४६॥

मौलिक शब्दबोध :—

तुरत—त्वरया ; रघुराई—रघुराज ; जाके...ताके—यस्य...तस्य ; जानहि—जानाति ; सुजान—सुज्ञानी ;कबहुँ—(बांला) कभु, कदापि ; (चौ—१-४ ; दो—४६)

চৌ—মানুষের হাতে মৃত্যু চেয়েছে রাবণ। প্রভুও রাখিতে চান ব্রহ্মার বচন ॥
শিবে চিন্তা—খেদ রবে তাঁহে না হেরিলে। বিচারিয়া মনে তাঁর সিদ্ধান্ত না মিলে॥১॥
চৌ—মহেশ্বর চিন্তাকুল হন হেনমতে। দশশির সে সময় চলে সেই পথে ॥
মারীচ যে নীচাশয় নিল তার সঙ্গ। অতি দ্রুত হইল সে কপট কুরঙ্গ ॥২॥
চৌ—মূঢ় সে রাবণ ছলে বৈদেহী হরিল। প্রভুর প্রভাব তার বিদিত না ছিল ॥
মৃগ বধি ভাই সহ প্রভু আসি ঘরে। আশ্রম হেরিয়া প্রভু-আঁখি জলে ভরে ॥
চৌ—বিরহ-বিকল যেন রঘুরাজ বনে। ভাই সহ চলিলেন সীতা-অন্বেষণে ॥
সংযোগ-বিয়োগ স্বপ্নে না আছিল যাঁর। বিরহের কাতরতা প্রকটিল তাঁর ॥৪॥
দোহা—অতীব বিচিত্র রাঘব-চরিত সুজন যে, জানে সে বারতা।
বিমূঢ় মানব মোহেতে বিবশ চিন্তে মনে অন্য কিছু কথা॥৪৯॥

বাংলা অর্থ ঃ—জাচা—যাচিয়াছিল ; বিধি বচন—ব্রহ্মার বাক্য ; কীন্হ চহ—করিতে চাহিলেন ; সাচ্চা—সত্য ; জাউঁ—যাই ; পছিতাবা রহই—পশ্চাত্তাপ রহিবে ; বনত—সিদ্ধান্ত ; ন বনাবা—হইলনা ; সোচবস—চিন্তাবশ ; কুরঙ্গা—হরিণ ; হরী—হরিলেন ; বন্ধু—ভাই ; ছায়ে—ছাইল, ভরিল ; খোজত—খুঁজিয়া ; কবহুঁ—কভু ; কছু—কিছু ; তুরত—ত্বরা ; (চৌ—১-৪, দো—৪৯)।

चौ— संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हरषु बिसेषा ॥
भरि लोचन छबिसिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥१॥
चौ— जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥२॥
चौ— सतीं सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥
संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥३॥
चौ— तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥
भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥४॥

दोहा— ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद।
सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत बेद ॥५०॥

मौलिक शब्दबोध :—

पुलकत—पुलकित ; कृपानिकेता—कृपानिकेतन ; संकरु—शङ्कर ; परनामा—प्रणाम ; नावत—नमति ; सीसा—शीर्षः ; बिरज—विरागी ; (चौ—१-४ ; दो—५०)

চৌ—এ হেন সময় শম্ভু রামে নেহারিল। সবিশেষে হিয়া তাঁর হরষে ভরিল ॥
রূপ-সিন্ধু হেরি নীরে ভরে চক্ষুদ্বয়। অসময়ে শিব নাহি দেন পরিচয় ॥১॥
চৌ—সচ্চিদানন্দের জয়, ধরাপূতকারী— উচ্চারিয়া চলিলেন আপনি কামারি ॥
করুণানিধান শিব পুন পুলকিত। হেনমতে চলিলেন সতীর সহিত ॥২॥
চৌ—মহেশের হেন দশা সতী বিলোকিল। সংশয় বিশেষ তাঁর হৃদয় ভরিল ॥
জগতের বন্দনীয় ঈশ্বর শঙ্করে। সুর-নর-মুনিগণ শির নত করে ॥৩॥
চৌ—তিনি কিনা নৃপসুতে করেন প্রণাম। ঘোষিয়া সচ্চিদানন্দ তথা পরধাম ॥
তাঁর রূপ বিলোকিয়া হেন বিমোহিত। অদ্যাপি হৃদয়ে প্রেম রহে প্রতিষ্ঠিত ॥৪॥
দো—ব্যাপক যে ব্রহ্ম মায়াহীন অজ কলাহীন অনীহ অভেদ।
তিনি দেহধর শুধু এক নর যাঁরে নাহি জানে কভু বেদ ?॥৫০॥

বাংলা অর্থঃ—ছবিসিন্ধু—শোভা-সমুদ্র ; ন চিন্হারী কীন্হি—পরিচয় দিলেন না। মনোজ নসাবন—কামদেব ধ্বংসকারী (শিব) ; পুলকত—পুলকিত পরনাম—প্রণাম ; বিরজ—মায়ারহিত ; অকল—কলাহীন ; অনীহ—চেষ্টারহিত ; নাবত—নত করিলেন ; সীসা—শীর্ষ (মস্তক) ; চৌ—১-৪ ; দো—৫০)।

चौ— बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥
खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥१॥
चौ— संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बग्य जान सबु कोई ॥
अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदयँ प्रबोध प्रचारा ॥२॥
चौ— जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी ॥
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥३॥
चौ— जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥४॥
छं०— मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहीं।
कहि नेति निगम पुरान आगम, जासु कीरति गावहीं ॥
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी।
अवतरेउ अपने भगत हित, निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥

सो०— लाग न उर उपदेसु, जदपि करेउ सिवँ बार बहु।
बोले बिहसि महेसु, हरिमाया बलु जानि जियँ ॥५१॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

अग्य—अज्ञ ; सम्भुगिरा—शम्भुगीः ; जद्यपि—यद्यपि ; अन्तर जामी—अन्तर्यामी ; सुभाउ—स्वभाव ; नित—नित्य ; निकाय—निचय ; (चौ—१-४ ; दो—५१)

চৌ—বিষ্ণু যিনি সুরহিতে নরতনুধারী। তিনি কিনা সর্ব্ববিৎ যথা ত্রিপুরারি ॥
সন্ধান করেন তিনি অজ্ঞতুল্য নারী। জ্ঞানধাম লক্ষ্মীপতি যিনি অসুরারি ॥১॥
চৌ—শম্ভুকথা অন্যপক্ষে মিথ্যা নাহি হয়। শিব যে সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্বজনে কয় ॥
এ সংশয় সতীমনে জাগিল অপার। হিয়া হ'তে না হইল নিরসন তা'র ॥২॥
চৌ—যদ্যপি প্রকাশ নাহি করেন ভবানী। সব বুঝিলেন কিন্তু হর মনে জানি ॥
ওহে—সতী! শুন, নারী এ স্বভাব ধরে। এ সংশয় না পুষিবে তোমার অন্তরে ॥৩॥
চৌ—যাঁর কথা কুম্ভযোনি করেন বর্ণন। যাঁর প্রতি ভক্তি তাঁরে করাই শ্রবণ ॥
তিনি মম ইষ্টদেব হন রঘুবীর। সেবেন সতত যাঁরে মুনি তথা ধীর ॥৪॥
ছন্দ—মুনি ধীর যোগী সিদ্ধ শুদ্ধচিত সতত যাঁহার ধ্যানেতে তৎপর।
নেতি নেতি কহি বেদ পুরাণাদি সুযশ যাঁহার গাহিতে মুখর ॥
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ভূমণ্ডল-পতি মায়াধনে যিনি একমাত্র ধনী।
হন অবতার ভক্তহিত-তরে স্বতন্ত্র যে তিনি রঘুকুল-মণি ॥
সো—লাগিল না ভাল সেই উপদেশ ক'ন মহেশ্বর যাহা বারবার।
মধুর হাসিয়া কহেন মহেশ হরি-মায়াবল হেরিনু অপার ॥৫১॥

বাংলা অর্থঃ—শ্রীপতি—লক্ষ্মীপতি ; প্রবোধ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান ; সুভাউ—স্বভাব ; কাউ—কভু ; সুনাঈ—শুনাইয়াছি ; ভুবন নিকায় পতি—ভুবনসমূহের স্বামী ; নিজতন্ত্র—স্বতন্ত্র ; নিত—নিত্য ; কুম্ভজ রিষি—অগস্ত্য ; (চৌ—১-৪, ছ—১ ; দো—৫১)।

चौ— जौं तुम्हरें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥
तब लगि बैठ अहउँ बटछाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥१॥
चौ— जैसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥
चलीं सती सिव आयसु पाई। करहिं बिचारु करौं का भाई ॥२॥
चौ— इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ नहिं कल्याना ॥
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥३॥
चौ— होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥
अस कहि लगे जपन हरिनामा। गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥४॥
दोहा— पुनि पुनि हृदयँ बिचारु करि, धरि सीता कर रूप।
आगें होइ चलि पंथ तेहि, जेहिं आवत नरभूप ॥५२॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

परीछा—পরীক্ষা ; बटछाहीं—বটচ্ছায়া ; जतनु—যত্ন ; साखा—শাখা ; जब लगि...तब लगि—যাবত্...তাবত্ ; मोरेहु—মমাপি ; (चौं—१-४ ; दो—५२)

চৌ—যদি তুমি মনে ইথে সন্দিহান হও। তবে কেন নিজে গিয়া পরীক্ষা না লও ?॥
বসি র'ব বটমূলে তোমার লাগিয়া। যতক্ষণ তুমি নাহি আসিবে ফিরিয়া ॥১॥
চৌ—যাহে মোহ-ভ্রম তব হয় নিরসন। বিবেকে তা' বিচারিতে করহ যতন ॥
শিবের আদেশ পে'য়ে চলিলেন সতী। কিবা করা যায়—ইতি চিন্তাকুলমতি ॥২॥
চৌ—হেনমতে শম্ভু ইথে করে অনুমান। দক্ষের সুতার বুঝি না হবে কল্যাণ ॥
মম বাক্যে যদি তার না যায় সংশয়। বিধি বিপরীত বুঝি, গতি ভাল নয় ॥৩॥
চৌ—রামের বিধান যাহা নিশ্চয় ফলিবে। তর্কের বিস্তারে শুধু শাখাই বাড়িবে ॥
ইহা কহি জপে রত হ'লে 'হরিনাম'। সতী চলিলেন যেথা প্রভু সুখধাম ॥৪॥
দো— বার বার নিজে বিচারি হৃদয়ে সীতারূপ ধরিলেন সতী।
হয়ে আগুয়ান ধরেন সে পথ যে পথে চলেন রঘুপতি ॥৫২॥

বাংলা অর্থ ঃ—জৌ...তৌ—যদি...তবে ; কিন—কেন না ; অহউঁ—থাকিব ; তব লাগি...জব লাগি—ততক্ষণ...যতক্ষণ ; ঐহহু—আসিবে ; জাই—যায় ; অনুমানা—অনুমান করিয়াছিলেন ; কহে—কথায় ; বঢ়াবৈ—বাড়াইবে ; আগে হোই—অগ্রগামী হইয়া ; আবত—আসিতেছিলেন ; মোরেহু—আমারও ; (চৌ—১-৪, দো—৫২)।

चौ— लछिमन दीख उमाकृत बेषा। चकित भए भ्रम हृदयँ बिसेषा ॥
कहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥१॥
चौ— सती कपटु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी ॥
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना। सोइ सरबग्य रामु भगवाना ॥२॥
चौ— सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाउ प्रभाऊ ॥
निज माया बलु हृदयँ बखानी। बोले बिहसि रामु मृदु बानी ॥३॥
चौ— जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥
दोहा— राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोचु।
सती सभीत महेस पहिं, चलीं हृदयँ बड़ सोचु ॥५३॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

बेषा—বেশ ; मतिधीरा—ধীরমতি ; सबदरसी—সর্ব্বদর্শী ; अकेलि—একাকিনী ; सुभाउ—স্বভাব ; प्रभाऊ—প্রভাব ; सरबग्य—সর্ব্বজ্ঞ ; (चौ—१—४ ; दो—५३)

চৌ—সীতাবেশে সতী যান লক্ষ্মণ হেরিল। চকিত হৃদয় তাঁর ভ্রান্তি বুঝি নিল ॥
কহিতে না পারি কিছু গম্ভীর রহিল। প্রভুশক্তি লক্ষ্মণের ভাল জানা ছিল ॥১॥

চৌ—সতীর কপট বেশ চিনে সুরস্বামী। তিনি হন সর্ব্বদর্শী তথা অন্তর্যামী॥
যাঁহার স্মরণে মিটে সকল অজ্ঞান। সর্ব্বজ্ঞানাধার তিনি রাম ভগবান্ ॥২॥
চৌ—সতী চাহে গুপ্ত রাখে আপনার ভাব। নারীর স্বভাবে দেখ কেমন প্রভাব॥
নিজ মায়াবল রাম মানসে চিন্তিয়া। সতীপানে মৃদু বাণী কহেন হাসিয়া ॥৩॥
চৌ—যুক্ত-করে প্রভু করি সতীরে প্রণাম। পিতৃ-পরিচয় দিয়া কন নিজ-নাম॥
কহিলেন পুন তারে—কোথা বৃষকেতু। বনে একাকিনী তুমি ফির কোন হেতু ॥৪॥

দো— মৃদু গূঢ় বাণী রাম-মুখে শুনি সতীমনে হইল সংশয়॥
ভীতা ভীতা সতী মহেশের পাশে চলিলেন চিন্তিত-হৃদয় ॥৫৩॥

বাংলা অর্থঃ—কপটু—কপটতা; কীন্হ চহ—করিতে চাহিলেন, দুরাউ—গোপন; লীন্হ—লইলেন; বহোরি—পুনর্ব্বার; উপজা—উপজিল, জন্মিল; পহিঁ—পার্শ্বে; সোচু—চিন্তা; জোরি পানি—যুক্ত করে; (চৌ—১-৪; দো—৫৩)।

চৌ— মৈঁ সংকর কর কহা ন মানা। নিজ অগ্যানু রাম পর আনা॥
জাই উতরু অব দেহউঁ কাহা। উর উপজা অতি দারুন দাহা ॥१॥
চৌ— জানা রাম সতীঁ দুখু পাবা। নিজ প্রভাউ কছু প্রগটি জনাবা॥
সতীঁ দীখ কৌতুকু মগ জাতা। আগেঁ রামু সহিত শ্রী ভ্রাতা ॥২॥
চৌ— ফিরি চিতবা পাছেঁ প্রভু দেখা। সহিত বংধু সিয সুংদর বেষা॥
জহঁ চিতবহিঁ তহঁ প্রভু আসীনা। সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীস প্রবীনা ॥३॥
চৌ— দেখে সিব বিধি বিষ্নু অনেকা। অমিত প্রভাউ এক তেঁ একা॥
বংদত চরন করত প্রভু সেবা। বিবিধ বেষ দেখে সব দেবা ॥४॥

দোহা— সতী বিধাত্রী ইংদিরা, দেখীং অমিত অনূপ।
জেহিং জেহিং বেষ অজাদি সুর, তেহি তেহি তন অনুরূপ ॥৫৪॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

কহা—কথা; উতরু—উত্তর; বন্দত—বন্দিত্ব; অনূপ—অনুপম; (চৌ—१-४; দো—৬৪)

চৌ—শিবের বচন শুনি নিজে মানি নাই। আপন অজ্ঞান যাহা রাঘবে চাপাই॥
শিবেরে উত্তর আমি কি দিব এখন। নিদারুণ দাহে হয় দগ্ধ মম মন ॥১॥
চৌ—রাম যবে জানিলেন সতী দুঃখপর। স্বপ্রভাব প্রকটেন হইয়া তৎপর।
চলিবার কালে সতী কৌতুক হেরিল। সীতা রাম ও লক্ষ্মণ সে পথে চলিল ॥২॥
চৌ—পিছুতে তাকা'লে হ'ল প্রভু দরশন। সুবেশে সজ্জিত সহ সীতা ও লক্ষ্মণ॥
সর্ব্বদিকে হেরিলেন প্রভু সমাসীন। সেবিছেন তাঁরে যত মুনীশ প্রবীণ ॥৩॥
চৌ—বহু শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভু-পার্শ্বে যান। এক হ'তে আন্ সবে প্রভাব দেখান॥
প্রভুসেবা করিছেন বন্দিয়া চরণ। সর্ব্বদেব ভিন্নবেশ করিয়া ধারণ ॥৪॥

দো—　লক্ষ্মী, সতী, বাণী　হেরিলেন বহু　অগণিত অনুপম সাজে।
ব্রহ্মা আদি দেবে　হেরিলেন তথা　রামদেহে সকলে বিরাজে ॥৫৪॥

বাংলা অর্থঃ—সংকর কর—শঙ্করের ; কাহা উতরু—কি উত্তর ; উপজা—উপজিল ; জানা—জানিলেন ; জনাবা—জানাইলেন ; শ্রী—লক্ষ্মী, সীতা ; চিতবা—দেখিল ; চিতবহি—দেখে ; বন্দত—বন্দিয়া ; বিধাত্রী—ব্রহ্মাণী ; ইন্দিরা—লক্ষ্মী ; অজাদি—ব্রহ্মা প্রভৃতি ; (চৌ—১ ৪ ; দো—৫৪ ।)

चौ— देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥
चौ— पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा ॥
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे ॥२॥
चौ— सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता। देखि सती अति भईं सभीता ॥
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। नयन मूदि बैठीं मग माहीं ॥३॥
चौ— बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥४॥
दोहा— गईं समीप महेस तब, हँसि पूछी कुसलात।
लीन्हि परीछा कवन बिधि, कहहु सत्य सब बात ॥५५॥

मास पारायण　दूसरा विश्राम

मौलिक शब्दबोध—
मुदि (बांला)—मुद्रित्वा ; मग माहीं—मार्गमध्ये ; नाइ—नत्वा ; सीसा—शीर्ष ; कुसलात—कुशलता :परीछा—परीक्षा ; (चौ—१-४ ; दो—५५)

চৌ—সতী যেথা যেথা হেরে রঘুপতি যত। সেথা সেথা শক্তি-সহ দেবগণ তথা ॥
চরাচর যত জীব আছে এ সংসারে। সবারে হেরেন সতী অনেক প্রকারে ॥১॥
চৌ—প্রভুরে সেবেন বহুবেশে দেবগণ। অন্যরূপে প্রভু নাহি দেন দরশন ॥
সতী হেরিলেন সেথা বহু রঘুনাথে। একবেশে একরূপে র'ন সীতা-সাথে ॥২॥
চৌ—সেই রঘুবর সেই লক্ষ্মণ সে সীতা। দেখি সতী হইলেন অতি ভীতা ভীতা ॥
হিয়া কাঁপে জ্ঞান-শূন্য হ'ল কলেবর। আঁখি মুদি বসিলেন পথের উপর ॥৩॥
চৌ—পুন বিলোকন করি মেলিয়া নয়ান। দক্ষের কুমারী কিছু দেখিতে না পান ॥
পুন পুন রামপদে মস্তক নমিয়া। সতী যান যেথা শিব ছিলেন বসিয়া ॥৪॥

দো—　সতী যান চলি　যেথা শিব র'ন　শিব হাসি পুছেন কুশল।
পরীক্ষা করিলে　কোন্ পথ ধ'রে—যেমন ঘটিল সত্য বল ॥৫৫॥

মাস পারায়ণে দুই দিন সমাপনে।
নমিছে বিজয় শর্ম্মা রাঘব-চরণে ॥

বাংলা অর্থঃ—শক্তিন্‌ হ—শক্তিগণের ; দূসর—দ্বিতীয় ; ন ঘনেরে—বহু ছিল না ; ভঈ—হইলেন ; তনু সুধি—দেহের বুদ্ধি ; উঘারি—খুলিয়া ; তব—তখন ; পূছী—জিজ্ঞাসা করিলেন ; কুসলাত—কুশলতা ; (চৌ—১-৪ ; দো-৫৫)।

মাস পারায়ণ—দ্বিতীয় বিশ্রাম

चौ— सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥
कछु न परीछा लीन्हि गोसाईं। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाईं॥१॥
चौ— जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥
तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना॥२॥
चौ— बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहिं झूँठ कहावा॥
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदयँ बिचारत संभु सुजाना॥३॥
चौ— सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥
जौं अब करउँ सती सन प्रीति। मिटइ भगति पथु होइ अनीती॥४॥
दोहा— परम पुनीत न जाइ तजि, किएँ प्रेम बड़ पापु।
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदयँ अधिक संतापु॥५६॥

मौलिक शब्दबोध :—

परीछा—परीक्षा ; भगति—भक्ति ; पथु—पन्था ; किएँ—कृते ; प्रगटि—प्रकट्य ; गोसाई—गोस्वामी ; विचारत—विचारितवान् ; अनीती—अनीति ; (चौ—१-४ ; दो—५६)

সতীর স্বামি-সমীপে তথ্যগোপন—সতী সীতাবেশ-কথা শিবে না প্রকাশে।
তুলসী গাহে সে গাথা আপনার ভাষে॥

চৌ—রামের প্রভাব সতী নিজে বুঝি লন। ভয়ে শিব-পার্শ্বে তাহা করেন গোপন॥
কিছু না পরীক্ষা লই, সতী শিবে—ক'ন। তোমা-সম আমি তাঁরে করিনু বন্দন॥১॥
চৌ—যে কথা কহিলে প্রভো! সত্য তাহা জানি। আমিও তেমনি ভাবি এই মনে মানি॥
মহেশ্বর হ'য়ে তদা ধ্যান-পরায়ণ। বুঝিয়া নিলেন সব সতী-আচরণ॥২॥
চৌ—শিব নতি করে পুন রাঘব-মায়ায়। যার প্রেরণা সতীরে অসত্য কহায়॥
ভবিতব্য হরি ইচ্ছা মানি বলবতী, মনে মনে চিন্তিলেন মহেশ সুমতি॥৩॥
চৌ—সতী যে ধরেন নিজে সীতা-সম বেশ। শিব হৃদে পান তাহে দুখ সবিশেষ।
শিব চিন্তে—করি যদি সতী সনে প্রীতি। ভক্তিপথ নষ্ট হ'বে বাড়িবে দুর্নীতি॥৪॥
দো— সুগভীর প্রেম ত্যজি বা কেমনে দেখা'লেও প্রেম পুন পাপ।
মহেশ্বর কিছু নাহি প্রকাশিয়া হিয়ামাঝে পা'ন তীব্র তাপ॥৫৬॥

বাংলা অর্থঃ—সমুঝি—বুঝিয়া ; কীন্‌হ দুরাউ—গোপন করিলেন ; নাঈ—তুল্য ; মৃষা—মিথ্যা ; চরিত—আচরণ ; প্রেরি—প্রেরণা দিয়া ; ঝুঁট—মিথ্যা ; কহাবা—

কহাইলেন ; অনীতী—নীতিহীন ; কিএ—করিলে ; প্রগটি—প্রকাশ করিয়া ; ন তজি জাই—ত্যাগ করা যায় না ; কিএ—করিলে ; কছু—কিছু ; (চৌ—১-৪ ; দো—৫৬)।

চৌ— তব সংকর প্রভু পদ সিরু নাবা। সুমিরত রামু হৃদয়ঁ অস আবা ॥
এহিং তন সতিহি ভেঁট মোহি নাহীं। সিব সংকল্পু কীন্হ মন মাহীं ॥১॥
চৌ— অস বিচারি সংকরু মতিধীরা। চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা ॥
চলত গগন भै গিরা সুহাঈ। জয় মহেস ভলি ভগতি দ্রৃঢ়াঈ ॥২॥
চৌ— অস পন তুম্হ বিনু করই কো আনা। রামভগত সমরথ ভগবানা ॥
সুনি নভগিরা সতী উর সোচা। পূছা সিবহি সমেত সকোচা ॥৩॥
চৌ— কীন্হ কবন পন কহহু কৃপালা। সত্যধাম প্রভু দীনদয়ালা ॥
জদপি সতীं পূছা বহু ভাঁতী। তদপি ন কহেউ ত্রিপুর আরাতী ॥৪॥
দোহা— সতীं হৃদয়ঁ অনুমান কিয়, সবু জানেউ সর্বগ্য।
কীন্হ কপটু মৈं সংভু সন, নারি সহজ জড় অগ্য ॥৫৭(ক)॥
সো০— জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ হোই রসু জাই, কপট খটাঈ পরত পুনি ॥৫৭(খ)॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

মন মাহীं—মনোমধ্যে ; দ্রৃঢ়াঈ—দৃঢ়তা ; সমরথ—সমর্থ ; নভগিরা—নভোগীঃ ; জদপি... তদপি—যদ্যপি...তথাপি ; ত্রিপুর আরাতী—ত্রিপুরারাতি ; (চৌ—১-৪ ; দো—৫৭ক, খ)

চৌ—শম্ভু প্রভু-পদে নিজ শির নত করে। পথ নির্দ্ধারিতে হৃদে রঘুনাথে স্মরে ॥
মনের মাঝারে শিব এ সঙ্কল্প করে। সতীসনে না মিলিব এই কলেবরে ॥১॥
চৌ—হেনমতে বিচারিয়া শিব ধীরমতি। নিজগৃহে চলিলেন স্মরি রঘুপতি ॥
চলিতে শুনেন পথে আকাশে একথা—"জয় শিব !" ভাল তব ভক্তির দৃঢ়তা ॥২॥
চৌ—এই পণ তুমি বিনা করে কোন্ আন্। রামভক্ত ভগবান্ তুমি শক্তিমান্" ॥
আকাশের বাণী শুনি ক্ষুব্ধ সতী-চিত। শিবপার্শ্বে পুছিলেন হ'য়ে সঙ্কুচিত—॥৩॥
চৌ—"কোন্ পণ কর প্রভু কহ হে কৃপাল। প্রভু সত্যধাম তুমি দীনেতে দয়াল ॥"
বহুধা শিবেরে সতী এই প্রশ্ন করে। কিছু না কহেন শিব তাহার উত্তরে ॥৪॥
দো— সতী নিজ মনে করে অনুমান সকল জেনেছেন সর্ব্বজ্ঞ।
কপটতা করি আমি শিব-সনে— স্বভাবে নারীরা জড় অজ্ঞ ॥৫৭ক॥
সো— দুধে জলে মিলি দুধ হ'য়ে বিকায় মধুর প্রীতির হেরি এই রীতি।
দুষ্ট অম্ল রস পড়ে যদি তা'য় দুধে জলে ভিন্ন হইবে প্রতীতি ॥৫৭খ॥

বাংলা অর্থ :—আবা—আসিল ; ভেট—সাক্ষাৎ ; ভলি—ভাল ; দৃঢ়াঈ—দৃঢ়তা ; আনা—অন্য ; নভগিরা—আকাশবাণী ; সোচা—চিন্তা করিলেন ; সকোচা—সঙ্কোচ ;

জদপি....তদপি—যদ্যপি....তথাপি; ত্রিপুর আরাতী—ত্রিপুরারি (শিব); জানেউ—জানিয়াছেন; কপটু—কপটতা; সরিস—সদৃশ; বিকাই—বিক্রীত হয়; বিলগ হোই জাই—পৃথক্ হইয়া যায়; খটাই—অম্লরস; পরত—পড়িলে; (চৌ—১-৪; দো—৫৭ক,খ)।

चौ— हृदयँ सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥
कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥१॥
चौ— संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदयँ अकुलानी॥
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई॥२॥
चौ— सतिहि ससोच जानि बृषकेतू। कहीं कथा सुंदर सुख हेतू॥
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा। बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा॥३॥
चौ— तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन॥
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥४॥
दो०— सती बसहिं कैलास तब, अधिक सोचु मन माहिं।
मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहिं॥५८॥

मौलिक शब्दबोध :—

अकुलानी—आकुल; तापइ—तापयति; तर—तल; सरूपु—स्वरूप; मरमु—मर्म्म; रुख—रुक्षता; अवलोकि—अवलोक्य; (चौ—१-४; दो—५८)

চৌ—নিজের কুকার্য্য বুঝি শোককুল চিত। উদ্বিগ্ন হলেন সতী বর্ণনা-অতীত॥
দয়ার সাগর শিব পরম অগাধ। প্রকাশিয়া নাহি কন সতী-অপরাধ॥১॥
চৌ—মহেশ্বর-মুখভাব হেরেন ভবানী। প্রভু ত্যজে তাঁরে—চিন্তি, মনে ভুঞ্জে গ্লানি॥
আপনার দোষ বুঝি কিছু না কহেন। কুম্ভকার-ভাঁটি-সম অন্তরে দহেন॥২॥
চৌ—সতী শোকাকুল অতি জানি বৃষকেতু। কহিলেন মিষ্ট কথা তাঁর সুখহেতু॥
চলিবার পথে কহি বহু ইতিহাস। বিশ্বনাথ উপনীত ভূধর কৈলাস॥৩॥
চৌ—তথা পুন শম্ভু বুঝি আপনার পণ। বটচ্ছায়ে বসিলেন করি পদ্মাসন॥
ধরেন সহজ রূপ শিব আপনার। সমাধিস্থ হইলেন অখণ্ড অপার॥৪॥
দো— সতী রহিলেন কৈলাস ভূধরে মন অতি শোক-সমাকুল।
তার মর্ম্ম কিছু কেহ নাহি জানে দিন তাঁর যুগ-সমতুল॥৫৮॥

বাংলা অর্থ :—সোচ—চিন্তা; সমুঝত—বুঝিয়া; প্রগট—স্পষ্ট; রুখ—রুক্ষাচার; অকুলানী—আকুল; তপই—তাপিত করিল; অবাঁ—কুম্ভকারের ভাঁটি; তর—তল; সিরাহি—চলিয়া যায়; সম্হারা—ধরিলেন; (চৌ—১-৪; দো—৫৮)।

चौ— नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहउँ दुख सागर पारा॥
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना॥१॥

चौ— सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥
अब बिधि अस बूझिअ नहिं तोही। संकर बिमुख जिआवसि मोही ॥२॥
चौ— कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥
जौं प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा ॥३॥
चौ— तौ मैं बिनय करउँ कर जोरी। छूटउ बेगि देह यह मोरी ॥
जौं मोरें सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥४॥
दोहा— तौ सबदरसी सुनिअ प्रभु, करउ सो बेगि उपाइ।
होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम, दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥

मौलिक शब्दबोध :—

नित—नित्य ; आरति—आर्त्ति ; सबदरसी—सर्व्वदर्शी ; उपाइ—उपाय ; बिहाइ—विहाय ; बिनहिं—विना ; जिआवसि—जीवयति ; पारा—पार ; (चौ—१-४ ; दो—५९)

চৌ—নিত্য হৃদে বহে সতী নব শোকভার ॥ চিন্তে—পার পাব কবে দুঃখ-পারাবার ॥
রাঘবের অপমান করেছি আপনি। পতির বচন যত মিথ্যা মনে গণি ॥১॥
চৌ—তার যোগ্য ফল মোরে দিল ভগবান্। অতঃপর যথোচিত হইল বিধান।
নাহি বুঝি হে বিধাতঃ! তোমার বিধান। মহেশ্বর বাম তবু রাখ মোর প্রাণ ॥২॥
চৌ—সতীর হৃদয়গ্লানি না যায় কথনে। সুমতি স্মরেন হেন নিজ মনে মনে ॥
"দীনেতে দয়াল প্রভু—কহে সর্ব্বজন। বেদে গায় কহি তাঁরে—বিপদবারণ ॥৩॥
চৌ—করযোড়ে সেই বর চাহি সবিনয়। ত্বরা এই দেহ যেন অবসান হয় ॥
যদি ভক্তি রহে মম শিবের চরণে। চাহি এই সত্য-পণ কায়-বাক্য-মনে ॥৪॥
দো— সর্ব্বদর্শী তুমি তাই প্রভু, শুন ত্বরা কর পথ উদ্ভাবন।
শ্রম বিনা যেন মৃত্যু হয় মম তাহে ঘোর-বিপত্তি-খণ্ডন" ॥৫৯॥

বাংলা অর্থ ঃ—নিত—নিত্য ; সোচু ভারা—শোক-ভার ; জৈহউঁ পারা—পার যাইব ; মৃষা—মিথ্যা ; বূঝিঅ—উচিত বুদ্ধি ; জিআবসি—বাঁচাইবে ; সুমিরি—স্মরণ করিলেন ; কর জোরী—কর যুড়িয়া ; বেগি—ত্বরা ; এহূ ব্রতু—এই ব্রত ; বিহাই—ত্যাগ পাইয়া ; সসোচ—চিন্তাযুক্ত ; (চৌ—১-৪ ; দো—৫৯)।

चौ— एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥
बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी ॥१॥
चौ— राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे ॥
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥२॥
चौ— लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥
देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥३॥

चौ— बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदयँ तब आवा ॥
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥४॥
दोहा— दच्छ लिए मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग।
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥

मौलिक शब्दबोध :—

बीते—व्यतीते ; सनमुख—सम्मुख ; जाग—याग ; कोउ—कोऽपि ; (चौ—१-४ ; दो—६०)

চৌ—হেন মতে শোকাকুলা প্রজেশ-কুমারী। বর্ণনে না যায় তার দুঃখ অতি ভারী ॥
এইরূপে চলে বর্ষ হাজার সাতাশি। ত্যজেন সমাধি তবে শম্ভু অবিনাশী ॥১॥
চৌ—রামনাম শিব যবে নিজে উচ্চারিল। শিবের সমাধিভঙ্গ সতী বুঝি নিল ॥
শিব-পদে বন্দিলেন সতী সেইক্ষণ। পুরোভাগে শিব তাঁরে দিলেন আসন ॥২॥
চৌ—চারু হরিকথা শিব করেন বর্ণন। প্রজাপতি-পদ দক্ষ লভেন তখন ॥
ব্রহ্মা বিচারেন দক্ষে সুযোগ্য ধারক। তখন করেন তাঁরে প্রজেশ-নায়ক ॥৩॥
চৌ—যখন লভেন দক্ষ বড় অধিকার। হৃদয়ে আসিল তাঁর অতি অহঙ্কার ॥
এই ধরাধামে হেন কেহ না জন্মিল। মত্ততা প্রভুত্ব লভি যার না আসিল ॥৪॥
দো— দক্ষ মুনিগণে আবাহিয়া করে আয়োজন—এক বড় যাগ।
করি নিমন্ত্রণ যত দেবতারে—লভিবেন যাঁরা যজ্ঞভাগ ॥৬০॥

বাংলা অর্থঃ—বীতে—অতীত হইল ; সহস—সহস্র ; তেজী—ত্যাগ করিলেন ; প্রজেস—প্রজাপতি ; লায়ক—যোগ্য ; নহি জনমা—জন্মে নাই ; নেবতে—নিমন্ত্রণ করিলেন ; পাবত—পাইবে ; রসালা—সরস ; (চৌ—১-৪, দো—৬০)।

चौ— किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥
बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥१॥
चौ— सतीं बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना ॥
सुर सुंदरी करहिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥२॥
चौ— पूछेउ तब सिवँ कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरषानी ॥
जौं महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहौं मिस एहीं ॥३॥
चौ— पति परित्याग हृदयँ दुखु भारी। कहइ न निज अपराध बिचारी ॥
बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेमरस सानी ॥४॥
दोहा— पिता भवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयसु होइ।
तौ मैं जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥

मौलिक शब्दबोध :—

बिरञ्चि—विरिञ्चि ; जान—यान ; हरषानी—हर्षिता ; जग्य—यज्ञ ; (चौ—१-४ ; दो—६१)

সতীর দক্ষযজ্ঞ স্থলে যাত্রা—সতী যাত্রা করিলেন দক্ষযজ্ঞস্থল।
তুলসী কহিছে তাহা বিস্তারি সকল ॥

চৌ—কিন্নর পন্নগ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব সকল। চলিলেন নারীসহ ল'য়ে সেবাদল ॥
বিরিঞ্চি মহেশ বিষ্ণু তিনে বাদ দিয়া। সব দেব চলিলেন বিমানে চড়িয়া ॥১॥

চৌ—সতী হেরিলেন বহু গগনে বিমান। চলিয়াছে মনোরম বিবিধ বিধান ॥
অমর-কামিনী যত করে কলগান। শ্রবণে শুনিয়া টুটে মুনিজন-ধ্যান ॥২॥

চৌ—বাখান করিতে সতী মহেশে পুছেন। পিতৃযজ্ঞ জানি কিছু হর্ষ লভিলেন ॥
চিন্তিলেন—'মহেশ্বর আজ্ঞা দিলে মোরে। কিছু দিন সেথা রব সেই ছল ধ'রে' ॥৩॥

চৌ—পতি-ত্যক্ত সতী হৃদে পান দুখ ভারী। কহিতে না পারি কিছু স্বদোষ বিচারি ॥
তথাপি বলেন সতী বাণী শুভঙ্করী। ভয় প্রেম ও সঙ্কোচে গেল মন ভরি ॥৪॥

দো— পিতার ভবনে উৎসব পরম প্রভো! যদি তব আজ্ঞা পাই।
হে কৃপালো! মম গমনে মানস যত্নে যজ্ঞ দেখিবারে চাই ॥৬১॥

বাংলা অর্থ :—জান—যান, বিমান; জাত চলে—চলিয়া যাইতে যাইতে; এহী মিস—এই ছলে; সানী—মিশ্রিত; দেখন জাউঁ—দেখিতে যাই; আয়সু—আজ্ঞা; পূছেউ—পুছিলেন; (চৌ—১-৪; দো—৬১)।

चौ— कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥
दच्छ सकल निज सुता बोलाईं। हमरें बयर तुम्हउ बिसराईं ॥१॥

चौ— ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना ॥
जौं बिनु बोलें जाहु भवानी। रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥२॥

चौ— जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा ॥
तदपि बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई ॥३॥

चौ— भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥
कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ। नहि भलि बात हमारे भाएँ ॥४॥

दोहा— कहि देखा हर जतन बहु, रहइ न दच्छकुमारि।
दिए मुख्य गन संग तब, बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥

मौलिक शब्दबोध :—

बयर—वैरता; बिसराई—विस्मृतवान्; बिनहिं—विना; बिदा—विदाय; सीलु—शील; भाएँ—भावे; जाहु—याहि; बस—वश; मुख्य गन—मुख्यगण; (चौ—१-४; दो—६२)

চৌ—শিব ক'ন—ভাল, ইহা করি সমর্থন। কিন্তু অনুচিত ইহা বিনা নিমন্ত্রণ ॥
সকল কন্যারে দক্ষ আমন্ত্রণ করে। আমা-প্রতি বৈরভাবে তোমা পরিহরে ॥১॥

চৌ—ব্রহ্ম-সভা-মধ্যে আমা সনে মনান্তর। তাহে দক্ষ করে মোরে আজি অনাদর ॥
অনাহূত সেথা যদি যাও, হে ভবানী! না পাবে আদর, হবে মর্য্যাদার হানি ॥২॥

চৌ—যদ্যপি সুহৃদ্-প্রভু-পিতা-গুরু-গেহে। আমন্ত্রণ বিনা লোক যায় অসন্দেহে ॥
কিন্তু যদি বিসম্বাদ-ক্ষেত্র সেথা হয়। অনাহূত গেলে পরে দোষ উপজয় ॥৩॥
চৌ—বিবিধ বিধানে শিব সতীরে বুঝান। ভবিতব্যবশে সতী নাহি লভে জ্ঞান ॥
প্রভু কন—যাও যদি বিনা আমন্ত্রণ, মম মতে ইথে নাহি শুভ সংঘটন ॥৪॥
দো— হর বহু ভাষি করিলে যতন না রহিলে দক্ষের কুমারী।
নিজ মুখ্যগণে তাঁর সাথে দিয়া দিলেন বিদায় ত্রিপুরারি ॥৬২॥

বাংলা অর্থঃ—নীক—ভাল; মন ভাবা—ভাষা, মনোভাব; নেবত—নিমন্ত্রণ; বিসরাঈ—বিস্মরণ করিল; তেহি তেঁ—সেই হেতু হইতে; জাহু—যাও; কানী—মর্য্যাদা; বোলেহুঁ—আমন্ত্রণে; মান—মানিয়া; ভাবী বস—ভবিতব্যতা বশে; ভাএঁ—ভাবে (মতে); বিদা কীন্হ—বিদায় করিলেন; মুখ্য—প্রধান অনুচর; (চৌ—১-৪; দো—৬২)।

चौ— पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी ॥
सादर भलेहिं मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥१॥
चौ— दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥
सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥२॥
चौ— तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ ॥
पाछिल दुखु न हृदयँ अस ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा ॥३॥
चौ— जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना ॥
समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥४॥
दोहा— सिव अपमानु न जाइ सहि, हृदयँ न होइ प्रबोध।
सकल सभहि हठि हटकि तब, बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥

मौलिक शब्दबोध :—

कुसलाता—कुशलता ; गाता—गात्र ; कतहुँ—कुत्रापि ; भागा—भाग ; पाछिल—पश्चात् ; हठि—हठतापूर्वक ; जरे—ज्वलति ; जागा—याग ; (चौ—१-४ ; दो—६३)

চৌ—ভবানী গেলেন যবে পিতার ভবন। দক্ষভয়ে কেহ তাঁরে না করে যতন ॥
মাতা তাহে করিলেন বহু সমাদর। ভগিনীরা সবে হ'ল উপহাসপর ॥১॥
চৌ—দক্ষ নাহি পুছিলেন তাঁহার কুশল। সতীরে বিলোকি দেহে জ্বলিল অনল ॥
যজ্ঞশালে সতী গিয়া হেরিলেন যাগ। কোথা না হেরেন সেথা মহেশের ভাগ ॥২॥
চৌ—শিববাক্য স্মরি তাঁর চিত্ত গেল ভ'রে। পতি-অপমান বুঝি দহেন অন্তরে ॥
পূর্ব্বকার দুঃখ হৃদে তত নাহি ব্যাপে। যতটা ব্যাপিল হিয়া এই পরিতাপে ॥৩॥
চৌ—নিদারুণ বহু দুঃখ বিশ্বে পীড়া দেয়। স্বজনের অপমান সহা নাহি যায় ॥
একথা চিন্তিয়া সতী হন জাতক্রোধ। জননীও তাঁরে দেন বিবিধ প্রবোধ ॥৪॥

দোহা—শিবে অপমান না যায় সহনে নাহি মানে হৃদয় প্রবোধ।
সভাসদে সতী ভর্ৎসিয়া তখন কহিলেন বচন সক্রোধ ॥৬৩॥

বাংলা অর্থঃ—কাহুঁ ন—কেহ না; সনমানী—সম্মান করিলেন; ভলেহিঁ—ভালভাবে; মুসুকাতা মিলিঁ—স্মিতহাস্যে মিলিলেন; জরে—জলিল; জাগা—যজ্ঞ; কতহুঁ—কোথায়? ; চিত চঢ়েউ—মনে উদয় হইল; পাছিল—পশ্চাদ্‌বর্ত্তী; ন ব্যাপা—ব্যাপিল না; সভহি—সভাকে, হঠি—হঠতাপূর্ব্বক; হটকি—শাসাইয়া; গাতা—গাত্র; কীন্হ প্রবোধা—সান্ত্বনা দান করিলেন; (চৌ—১-৪; দো—৬৩)।

चौ— सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥
सो फलु तुरत लहब सब काहूँ। भली भाँति पछिताब पिताहूँ ॥१॥
चौ— संत संभु श्रीपति अपबादा। सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा॥
काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥२॥
चौ— जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥
पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥३॥
चौ— तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू॥
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा ॥४॥
दोहा— सती मरनु सुनि संभु गन, लगे करन मख खीस।
जग्य बिधंस बिलोकि भृगु, रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥

मौलिक शब्दबोध :—

सभासद—सभासद; मुनिन्दा—मुनीन्द्रा; मरजादा—मर्य्यादा; जीभ—(बांला) जिभ (जिह्वा); पराई—पलायित्वा; जगदातमा—जगतात्मा; जोग अगिनि—योगाग्नि; बिधंस—बिध्वंस; मुनीस—मुनीश; सुक्र—शुक्र; (चौ—१-४; दो—६४)

সতীর দেহত্যাগ ও পার্ব্বতীর জন্মরহস্য—
যোগাগ্নিতে সতীদেহ বিনাশ লভিল।
গিরিঘরে সুতা হ'য়ে উমা জনমিল॥

চৌ—শুনুন সভাসদ্ তথা মুনিরাজগণ! শিব-নিন্দা করে যারা করে বা শ্রবণ॥
সত্বর লভিবে তারা তাহার কুফল। মম পিতা-তরে আছে অনুতাপানল ॥১॥
চৌ—সাধু-শম্ভু-নৃপতির নিন্দাবাদ যেথা। সদাচার-সীমা জানো লঙ্ঘিয়াছে সেথা॥
শক্তি থাকে কর তার জিহ্বার কর্ত্তন। নহিলে রুধিয়া কাণ কর পলায়ন ॥২॥
চৌ—জগতের আত্মা যিনি শিব ত্রিপুরারি। জগতের পিতা তিনি সর্ব্ব-হিতকারী॥
দুষ্টমতি পিতা দক্ষ নিন্দা করে তাঁর। সে দক্ষ ঔরসে জন্ম হইল আমার ॥৩॥
চৌ—ত্বরিত ত্যজিব আমি দেহ সেই হেতু। হৃদে ধরি চন্দ্রমৌলি যিনি বৃষকেতু॥
যোগাগ্নিতে দেহ দিল সতী ইহা বলি। হাহাকারে ভ'রে গেল সেই যজ্ঞস্থলী॥
দোহা—সতীর মরণ শুনি শম্ভুগণ লাগে সবে যজ্ঞ বিনাশিতে।
যাগের বিনাশ বিলোকিয়া ভৃগু চান তাহা রক্ষণ করিতে ॥৬৪॥



तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चन्द्रमौलि बृषकेतू ॥
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा ॥

ত্বরিত্ ত্যজিব আমি দেহ সেই হেতু। হৃদে ধরি চন্দ্রমৌলি যিনি বৃষকেতু ॥
যোগাগ্নিতে দেহ দিল সতী ইহা বলি। হাহাকারে ভ'রে গেল সেই যজ্ঞস্থলী ॥

বাংলা অর্থঃ—মুনিন্দা—মুনীন্দ্র ; জিন্হ—যাহারা ; পছিতাব—পশ্চাত্তাপ পাইবে ; বসাঈ—(নিজ) বশীভূত ; ন ত—নতুবা ; পরাঈ চলিঅ—চলিয়া যাইবে ; সুক্র-সম্ভব—ঔরসজাত ; জোগ অগিনি—যোগাগ্নি ; জারা—জ্বলিলেন ; খীস করণ—ধ্বংস করণ ; চন্দ্রমৌলি, বৃষকেতু—শিব ; মরজাদা—মর্য্যাদা ; (চৌ—১ ৪ ; দো—৬৪)।

चौ— समाचार सब संकर पाए। बीरभद्रु करि कोप पठाए॥
जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा॥१॥
चौ— भै जगबिदित दच्छ गति सोई। जसि कछु संभु बिमुख कै होई॥
यह इतिहास सकल जग जानी। तातें मैं संछेप बखानी॥२॥
चौ— सतीं मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारबती तनु पाई॥३॥
चौ— जब तें उमा सैल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तहँ छाईं॥
जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिम भूधर दीन्हे॥४॥
दोहा— सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति॥
प्रगटीं सुंदर सैल पर, मनि आकर बहु भाँति॥६५॥

मौलिक शब्दबोध :—

जग्यबिधंस—यज्ञविध्वंस ; संपति—सम्पत्ति ; सुमन—सुमनाः (पुष्प) (चौ = १-४ ; दो—६५)

চৌ—লভি এই সমাচার দেব মহেশ্বর। বীরভদ্রে পাঠা'লেন হ'য়ে কোপপর॥
যজ্ঞনাশ করে বীর আসিয়া আপনি। সুরগণে সাজা দেয় যথাযোগ্য গণি॥
চৌ—দক্ষরাজ-গতি হ'তে জগতে জানিল। মহেশ-বিমুখী জন যে গতি লভিল॥
ধরা-মাঝে সর্ব্বজনে জানে এ বারতা। সেই হেতু কহিলাম সংক্ষেপে এ কথা॥২॥
চৌ—মৃত্যুকালে সতী বর হরি কাছে মাগে। জন্ম জন্ম কাটে যেন শিব-অনুরাগে॥
এ কারণ সতী স্বীয় কলেবর ধ'রে। জন্মিলেন সাধ ক'রে হিমগিরি-ঘরে॥৩॥
চৌ—যে সময় হ'তে উমা শৈলগৃহে যান। সিদ্ধি ও সম্পদে পূর্ণ হইল সে স্থান॥
যথা তথা মুনিগণ আশ্রম রচিল। যথাযোগ্য বাসস্থান হিমগিরি দিল॥৪॥
দো—ফোটে ফুল সেথা সঙ্গে ফল ফলে নানা দ্রুম শোভে মনোহর।
প্রকটে সুন্দর গিরির অন্তরে বহুবিধ মণির আকর॥৬৫॥

বাংলা অর্থঃ—ফলু—ফল (দণ্ড) ; তাতেঁ—সেই হেতু ; ছাই—ছাইল, পূর্ণ হইল ; সুমন—ফুল ; প্রগটী—প্রকটিত হইল ; বাস—বাসস্থান ; (চৌ—১-৪ ; দো-৬৫)।

चौ— सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥१॥
चौ— सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥
नित नूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥२॥

चौ— नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए ॥
सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दींन्हा ॥३॥
चौ— नारि सहित मुनि पद सिरु नावा। चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा ॥
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥४॥
दोहा— त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह, गति सर्बत्र तुम्हारि।
कहहु सुता के दोष गुन, मुनिबर हृदयँ बिचारि ॥६६॥

मौलिक शब्दबोध :—

बहहीं—बहति ; बयरु—वैरता ; पखारि—प्रक्षाल्य ; सबु—सर्व्व ; (चौ—१-४ ; दो—६६)

চৌ—সকল সরিৎ তথা পুণ্য জল বহে। খগ মৃগ ও মধুপ সুখী সবে রহে ॥
সহজ বৈরিতা সর্ব্বজীবে করে ত্যাগ। গিরিপরে সর্ব্বজীবে করে অনুরাগ ॥১॥

পার্ব্বতীর ভবিতব্য-বিচার—পার্ব্বতীর যোগী স্বামী ললাটে বুঝায়।
নারদ বিচারি কহে, তুলসী তা' গায় ॥

চৌ—গিরিজার জন্মলাভে শৈল শোভে তথা। রামেরে ভজিলে নরে শোভা ধরে যথা॥
উৎসব নূতন নিত্য তাঁর গৃহে হয়। ব্রহ্মা আদি ভরপুর গাহি তাঁর জয় ॥২॥
চৌ—নারদ জানিয়া সেই সব পরিবেশ। কুতূহলী গিরি-গৃহে করেন প্রবেশ ॥
শৈলরাজ তাঁরে করে ভূরি আবাহন। বরাসন দেন করি পদ-প্রক্ষালন ॥৩॥
চৌ—গিরি নারী সহ নমি নারদ-চরণ। পাদোদকে সর্ব্ব গৃহ করেন সেচন ॥
নিজ ভাগ্য গিরি করি বিবিধ বর্ণন। কন্যাকে বন্দিতে ক'ন মুনির চরণ ॥৪॥
দো—ত্রিকালজ্ঞ তুমি ধর সর্ব্বজ্ঞান গতি হেরি সর্ব্বত্র তোমারি।
নিজ মুখে কহ সুতা-দোষগুণ হে মুনীশ ! হৃদয়ে বিচারি ॥৬৬॥

বাংলা অর্থ ঃ—সোহ—শোভা পাইল ; বয়রু—বৈরতা ; কৌতুকহীঁ—কৌতুক-বশ ; নাবা—নতি করিল ; সিংচাবা—সিঞ্চিত করিল ; বোলি—ডাকিয়া ; পখারি—ধৌত করিয়া ; মেলী—মিলাইলেন ; (চৌ—১-৪ ; দো—৬৬)।

चौ— कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी। सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥
सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥१॥
चौ— सब लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी ॥
सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पैहहिं पितु माता ॥२॥
चौ— होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा ॥३॥
चौ— सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥
अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना ॥४॥

दोहा— जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेष।
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥६७॥

मौलिक शब्दबोध :—

बिहसि—विहस्य ; खानी—खनि ; त्रिय—स्त्रियः ; संसय छीना—संशयक्षीण ; नगन—नग्न ; रेख—रेखा ;पियारी—प्रियः (चौ—१-४ ; दो—६७)

চৌ—মুনীশ হাসিয়া গূঢ় মৃদু বাণী ক'ন। সকল গুণের খনি তব সুতা হন॥
সুশীলা চতুরা চারু তব সুতা জানি। নাম তার উমা তথা অম্বিকা ভবানী ॥১॥
চৌ—সর্ব্ব শুভ চিহ্ন ধরে তোমার কুমারী। চিরতরে হইবে সে পতির পিয়ারী॥
অচলা এয়োতি জেনো সদা সে ভুঞ্জিবে। মাতাপিতা তাহা হ'তে সুযশ লভিবে ॥২॥
চৌ—ধরাধামে সর্ব্বস্থানে এঁর পূজা হবে। সেবিলে ইঁহারে কিছু দুর্ল্লভ না র'বে॥
সংসারে স্ত্রীজন যত এই নাম স্মরি। চলি যাবে পাতিব্রত্য-খড়্গধারে চড়ি॥৩॥
চৌ—হে গিরীশ ! তব সুতা অতি সুলক্ষণা। তা'র মাঝে হইবে সে কখন অগুণা॥
নির্গুণ নিরভিমান মাতাপিতৃহীন। সকল-সংশয়-হীন তথা উদাসীন॥৪॥
দো—যোগী জটাধারী কামহীন মন নগ্ন ও অশুভ বেশধর।
হেন স্বামী সহ ইহার মিলন— এই রেখা দেখি হস্তপর ॥৬৭॥

বাংলা অর্থ :—হোইহি—হইবে ; পিয়হি—প্রিয়তমের (স্বামীর) ; অহিবাতা—এয়োতি ; এহি তেঁ—ইহা হইতে ; পৈহহিঁ—পাইবে ; সেবত—সেবা করিয়া ; ত্রিয়—স্ত্রীজন ; সংসয় ছীনা—সংশয়-ক্ষীণ ; নগন—নগ্ন ; পরী—পড়িয়াছে ; মিলিহি—মিলিবে ; এহি কর—ইহার ; অসিধারা—খড়গ ধার ; চৌ—১-৪ ; দো—৬৭)।

चौ— सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥
नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना ॥१॥
चौ— सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदयँ धरि राखा ॥२॥
चौ— उपजेउ सिव पद कमल सनेहू। मिलन कठिन मन भा संदेहू॥
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछँग बैठी पुनि जाई ॥३॥
चौ— झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी॥
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥४॥

दोहा— कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो बिधि लिखा लिलार।
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न मेटनिहार ॥६८॥

मौलिक शब्दबोध :—

गिरा—गीः ; हरषानी—हरषित ; मैना—मेनका ; नैना—नयन ; देव रिषि—देवर्षि ; उछँग—उत्सङ्ग ; लिलार—ललाट ; दसा—दशा ; कोउ—कोऽपि ; (चौ—१-४ ; दो—६८)

চৌ—শুনি মুনিকথা হিয়া সত্য মানি লয়। দম্পতি দুঃখিত উমা হরষিত হয় ॥
বাহিরে সমান মনে পৃথক্ চিন্তিল। নারদের দৃষ্টি ইথে ভেদ না হেরিল ॥১॥
চৌ—হিমগিরি গিরিজায়া মেনকা সসখী। আঁখিজলে ভরি গেল তনুতে পুলকী ॥
দেব-ঋষি-বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয়। সেই ঋষি বাক্যে ভরে উমার হৃদয় ॥২॥
চৌ—শিবের চরণ-পদ্মে স্নেহ উপজয়। মিলন দুরূহ জানি মনে দ্বিধা হয় ॥
অসময় বুঝি প্রীতি গোপন করিয়া। আসন নিলেন সতী সখী-ক্রোড়ে গিয়া ॥৩॥
চৌ—দেবর্ষির বাণী মিথ্যা হইবে কেমনে। রাজা, রাণী, সখীবৃন্দ চিন্তে মনে মনে ॥
হৃদয়ে ধীরতা রাখি গিরিরাজ কহে। বলুন হে নাথ! যদি অন্য পথ রহে ॥৪॥

দো—কহে মুনিবর, শুন গিরিরাজ! বিধি যাহা ললাটে লিখিবে।
নর, নাগ, মুনি, দেব ও দনুজ বল কেবা তাহারে খণ্ডিবে ॥৬৮॥

বাংলা অর্থ :—হরষানী—হর্ষিত ; ভেদু—রহস্য ; বিলগানা—পৃথক্ ; মেনা—মেনকা ; নৈনা—নয়ন ; দেবরিষি—দেবর্ষি ; ভা—হইল ; দুরাঈ—গোপন করিল ; উছঙ্গ—ক্রোড় ; ঝূটি—মিথ্যা ; লিলার—ললাটে ; মেটনিহার—মিটাইবে ; সমুঝব—আন্তরিক বুদ্ধি ; সুনু—শুন ; কোউ—কেহই ; চৌ—.-৪ ; দো—৬৮)।

चौ— तदपि एक मैं कहउँ उपाई। होइ करै जौं दैउ सहाई ॥
जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥१॥
चौ— जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने ॥
जौं बिबाहु संकर सन होई। दोषउ गुन सम कह सबु कोई ॥२॥
चौ— जौं अहि सेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥
भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥३॥
चौ— सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥
समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं। रबि पावक सुरसरि की नाईं ॥४॥

दोहा— जौं अस हिसिषा करहिं नर, जड़ बिबेक अभिमान।
परहिं कलप भरि नरक महुँ, जीव कि इस समान ॥६९॥

मौलिक शब्दबोध—

दैउ—दैव ; सहाई—सहाय ; अनुमाने—अनुमान्ये ; सेज—शय्या ; सयन—शयन ; अपूत—अपवित्र ; समरथ—सयर्थ ; परहिं—पतति ; (चौ—१-४ ; दो—६९)

চৌ—তবুও কহিনু তোমা একটী উপায়। সিদ্ধ হবে যদি দৈব হইবে সহায়।
যে বর সমীপে তব করি পরিচয়। মিলিবে উমার তাহা, তাহে না সংশয় ॥১॥
চৌ—বরের যে সব দোষ এখনি বাখানি। সেই সব শিবে আছে তাহা অনুমানি ॥
উমার বিবাহ যদি শঙ্করের সনে। দোষ তার গুণ-সম সর্ব্বলোকে ভণে ॥২॥

চৌ—সর্পশয্যাপরে বিষ্ণু করেন শয়ন। বুধ তাহে নাহি করে দোষ দরশন॥
শোষিছে রবি ও অগ্নি বটে সর্ব্বরস। তাদের ত তাহে নাহি নিন্দার পরশ ॥৩॥
চৌ—শুভ ও অশুভ বারি সুরধুনি বহে। তারে কিন্তু কেহ নাহি অপবিত্র কহে॥
সমর্থ জনের দোষ না হেরি গোঁসাই। রবি, অগ্নি, গঙ্গা-সম দোষ তাহে নাই ॥৪॥
দো—যদি কোন নর হেন স্পর্দ্ধা করি জড় মূঢ় ধরে অভিমান।
কল্পকাল পচে নরক মাঝারে— জীব ঈশ কভু না সমান ॥৬৯॥

বাংলা অর্থঃ—দৈউ—দৈব; বরু—বর; অনুমানে—অনুমান করিয়া; অহি সেজ—সর্পশয্যা; বহঈ—বহে; সমরথ কহুঁ—সমর্থজনের; হিসিষা—ঔদ্ধত্য; সহাঈ—সহায়; কৃসানু—অগ্নি; নাঈ—তুল্য; (চৌ—১-৪; দো—৬৯)।

चौ— सुरसरि जल कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना॥
सुरसरि मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसहि अंतरु तैसें ॥१॥
चौ— संभु सहज समरथ भगवाना। एहि बिबाहँ सब बिधि कल्याना॥
दुराराध्य पै अहहिं महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥२॥
चौ— जौं तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी॥
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥३॥
चौ— बर दायक प्रनतारति भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन॥
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साधें ॥४॥
दोहा— अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस।
होइहि यह कल्यान अब, संसय तजहु गिरीस ॥७०॥

मौलिक शब्दबोध :—

बारुनि—बारुणी; आसुतोष—आशुतोष; भाविउ—भवितव्य; इच्छित—इप्सित; अवराधें—आराधने; असीस—आशिस्; कलेसू—क्लेश: (चौ—१-४; दो—७०)

চৌ—গঙ্গা জলে মদ কভু যদি চোয়াইবে। সাধু জন তাহা কভু পান না করিবে॥
গঙ্গা-গর্ভে মিলি মদ পাবনতা পায়। ঈশ ও অনীশে ভেদ হেন দেখা যায় ॥১॥
চৌ—স্বভাবতঃ শক্তিধর শম্ভু ভগবান্। এ বিবাহে হবে তাই সর্ব্বথা কল্যাণ॥
*দুরারাধ্য হয় বটে মহেশ-অর্চ্চন। স্বল্পে তুষ্ট হন তিনি করিলে ভজন ॥২॥
চৌ—তপস্যা করিবে যদি তোমার কুমারী। ভবিতব্য খণ্ডাইতে পারে ত্রিপুরারি॥
যদ্যপি ধরার মাঝে অগণিত বর। দ্বিতীয় ইঁহার বর নাহি শিবেতর ॥৩॥
চৌ—ভক্তে বর দিয়া চান দুঃখ বিনাশিতে। কৃপাসিন্ধু শিব চান ভকতে তুষিতে॥
শিবের অর্চ্চনা বিনা ফল মনোমত। না লভিবে কোটি যাগে জপে হ'লে রত ॥৪॥
দো—হেন কহি মুনি স্মরি ভগবানে গিরিজারে দিলেন আশিস্।
শুভ হবে ইথে সংশয় ত্যজিবে শুন মম কথা হে গিরীশ ॥৭০॥

* তুলসীদাসের মতে ইহা লিখিত হইল।

বাংলা অর্থঃ—বারুনি—মদ্য; ভাবিউ—ভবিতব্য; মেটি সকহিঁ—মিটাইতে পারে; এহি কঁহ—ইঁহার; প্রণতারতি—ভক্তদুঃখ; ইচ্ছিত—ইপ্সিত; অবরাধে—আরাধনে; সাধে—সাধনাতে; আশীস—আসিস্; অব—এখন; লহিঅ ন—লইবে না, পাইবে না; পৈ—কিন্তু; অহহি—হয়; (চৌ—১-৪; দো—৭০)।

चौ— कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥
पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना॥१॥

चौ— जौं घरु बरु कुलु होइ अनूपा। करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा॥
न त कन्या बरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानपिआरी॥२॥

चौ— जौं न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू। गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू॥
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥३॥

चौ— अस कहि परी चरन धरि सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा॥
बरु पावक प्रगटै ससि माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥४॥

दोहा— प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्रीभगवान्।
पारबतिहि निरमयउ जेहिं, सोइ करिहि कल्यान॥७१॥

मौलिक शब्दबोध :—

बैना—वचन; बरु—वरं; कुअरी—कुमारी; कन्त—कान्त; जोगू—योग्य; प्रगटे—प्रकटति; सुमिरहु—स्मर; सीसा—शीर्ष; (चौ—१-४; दो—७१)

চৌ—ইহা কহি ব্রহ্মলোকে করেন গমন। মুনি গেলে ঘটে যাহা করহ শ্রবণ॥
পতিরে একান্তে লভি মেনকা জানায়। মুনির বচন নাথ! নাহি বুঝা যায়॥১॥

চৌ—ঘর বর কুল যদি উত্তম মিলিবে। সুতাতুল্য বর সহ বিবাহ ঘটিবে।
নহিলে বরং কন্যা রহিবে কুমারী। জেনো নাথ! কন্যা মম প্রাণের পিয়ারী॥২॥

চৌ—গিরিজার যোগ্য বর যদি না মিলিবে। স্বভাবতঃ জড় গিরি সকলে কহিবে।
পতি বিচারিয়া হেন ঘটাও বিবাহ। কভু নাহি যাহে হবে হৃদে কোন দাহ॥৩॥

চৌ—হেন কহি পতিপদে শির নত করে। গিরিরাজ কহিলেন তাঁরে প্রীতিভরে॥
শশিমাঝে অগ্নিতাপ যদিও সম্ভবে। নারদবচন কভু মিথ্যা নাহি হবে॥৪॥

দো—প্রিয়ে পরিহর সকল উদ্বেগ স্মর শুধু তুমি ভগবান্।
পার্ব্বতীর যিনি স্রষ্টির কারণ তাঁহা হ'তে তাহার কল্যাণ॥৭১॥

বাংলা অর্থঃ—আগিল—পরবর্ত্তী; চরিত—ঘটনা; বরু—বর; বরু—বরং; কন্ত—স্বামী; যোগূ—যোগ্য; পরী—পড়িয়া; নিরময়উ—নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সুমিরহু—স্মরণ কর; কুলু—কুল; অনূপা—অনুপম; (চৌ—১-৪; দো—৭১)।

चौ— अब जौं तुम्हहि सुता पर नेहू। तौ अस जाइ सिखावनु देहू॥
करै सो तपु जेहिं मिलहिं महेसू। आन उपायँ न मिटिहि कलेसू॥१॥

चौ— नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका। सबहि भाँति संकरु अकलंका॥२॥
चौ— सुनि पति बचन हरषि मन माहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। सहित सनेह गोद बैठारी॥३॥
चौ— बारहिं बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥
जगत मातु सर्बग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृदु बानी॥४॥
दोहा— सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावउँ तोहि।
सुंदर गौर सुबिप्रबर, अस उपदेसेउ मोहि॥७२॥

मौलिक शब्दबोध :—
सिखावनु—शिक्षा ; देहू—देहि ; कलेसू—क्लेश ; तजहु—त्यज ; सपन—स्वप्न ; सुनावउँ—श्रावयामि ; उपदेसेउ—उपदिशति ; (चौ—१-४ ; दो—७२)

চৌ—স্নুতা পরে তব যদি সত্য স্নেহ থাকে। তবে তুমি গিয়া এই শিক্ষা দাও তাকে।
আচরে সে তপ যাহে লভিবে মহেশ। অন্য পথ নাহি আর মিটাবারে ক্লেশ॥১॥
চৌ—নারদ-বচনে আছে রহস্য ও হেতু। সর্ব্ব-মহাগুণাধার হন বৃষকেতু॥
হেন বিচারিয়া তুমি আশঙ্কা ত্যজিবে। শিব যে কলঙ্কহীন সর্ব্বথা জানিবে॥২॥
চৌ—পতিবাক্যে মেনকার মন হরষিত। ত্বরিত গিরিজাপাশে হন উপনীত॥
উমারে নেহারি তাঁর আঁখি জলে ভরে। সস্নেহে বসান তারে নিজ ক্রোড়পরে॥৩॥
চৌ—উমারে মেনকা বুকে বার বার ল'ন। গদগদকণ্ঠে নাহি স্ফুরিল বচন॥
জগতের মাতা যিনি সর্ব্বজ্ঞা ভবানী। মাতারে মধুর ভাষে ক'ন মৃদুবাণী॥৪॥
দো—শুন মাতঃ! আমি দেখেছি স্বপন যাহা এবে শুনাব তোমায়।
গৌর চারু এক ব্রাহ্মণ-প্রবর উপদেশ দিলেন আমায়॥৭২॥

বাংলা অর্থ :—সিখাবনু—শিক্ষা ; দেহু—দাও ; করৈ—করে ; সগর্ভ—রহস্যযুক্ত ; অসংকা—আশঙ্কা ; লেতি লাঈ—লাগাইতে লাগিল ; সপন—স্বপ্ন ; সুনাবউঁ—শুনাইলেন ; উপদেসেউ—উপদেশ দিলেন ; (চৌ—১-৪ ; দো—৭২)।

चौ— करहि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी॥
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥१॥
चौ— तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिष्नु सकल जग त्राता॥
तपबल संभु करहिं संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥२॥
चौ— तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तपु अस जियँ जानी॥
सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी॥३॥
चौ— मातु पितहि बहुबिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल मुख आव न बाता॥४॥

दोहा— बेदसिरा मुनि आइ तब, सबहि कहा समुझाइ।
पारबती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ ॥७३॥

मौलिक शब्दबोध :—

नसावा—नाशक ; प्रपञ्चु—प्रपञ्च ; संघारा—संहार ; सेषु—शेष ; अधार—आधार ; बिसमित—विस्मित ; महतारी—माता ; तपबल—तपोबल ; (चौ—१—४ ; दो—७३)

চৌ—সেই তপ কর তুমি হে শৈল কুমারী। নারদ কহেন যাহা যথার্থ বিচারি।
তব মাতা পিতা দোঁহা এই মতে জানো। তপ দুঃখ-দোষ নাশি সুখ দেয় মানো ॥১॥
চৌ—তপোবলে রচে বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিধাতা। তপোবলে বিষ্ণু নিজে সর্ব্ববিশ্বত্রাতা।
তপোবলে মহেশ্বর করিছে সংহার। তপোবলে শেষ নাগ ধরে মহীভার ॥২॥
চৌ—তপের আধার সৃষ্টি জানিবে ভবানী। তপ কর গিয়া হৃদে ইহা ধ্রুব জানি ॥
মেনকা বিস্মিতা শুনি পার্ব্বতী-বচন। গিরিরাজে ডাকি আনি শুনান স্বপন ॥৩॥
চৌ—মাতা ও পিতারে উমা বহু বুঝাইয়া। তপস্যা করিতে যান প্রফুল্ল হইয়া।
মাতা পিতা আর সব প্রিয় পরিজন। ভয়েতে বিকল, নাহি তাঁরা কিছু ক'ন ॥৪॥
দো—বেদসিরা মুনি আসিয়া সবারে পার্ব্বতীতত্ত্ব বুঝা'য়ে ক'ন।
পার্ব্বতী-মহিমা শুনি সর্ব্বজন লভিলেন প্রবোধ তখন ॥৭৩॥

বাংলা অর্থঃ—করহি জাই—যাইয়া কর; ভাবা—ভাল লাগিল; নশাবা—নাশক; সংঘারা—সংহার; বিসমিত—বিস্মিত; মহতারী—মাতা; হঁকারী—হাঁকিয়া (জোরে ডাকিয়া); হরষাঈ—হর্ষিত হইয়া; প্রবোধহি—প্রকৃষ্ট জ্ঞান; (চৌ—১-৪; দো—৭৩)।

चौ— उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥१॥
चौ— नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए ॥२॥
चौ— कछु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥३॥
चौ— पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥४॥
दोहा— भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराजकुमारि।
परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥७४॥

मौलिक शब्दबोध :—

जोगू—योग्य ; सहस—सहस्र ; सागु—शाक ; बेल पाती—बिल्वपत्र ; सुखाई, सुखानेउ—शुष्क ; परना—पर्ण ; अपरना—अपर्णा ; दुसह—दुःसह (चौं—१-४ ; दो—७४)

চৌ—উমা হৃদে ধরি পশুপতির চরণ। বিপিনে চলেন নিজে তপস্যা-কারণ॥
সুকুমার তনু তপে যোগ্যতা না ছিল। পতিপদ স্মরি দুঃখ সকল সহিল ॥১॥
চৌ—শিবপদে নিত্য নব প্রেম উপজয়। পাসরি দেহের সুখ তপে মগ্ন রয়।
কন্দাদি হাজার বর্ষ করেন ভোজন। শাক ভুঞ্জি শতবর্ষ করেন যাপন ॥২॥
চৌ—বহুদিন ভুঞ্জিলেন বারি ও বাতাস কিছু দিন করিলেন পূর্ণ উপবাস॥
শুষ্ক বিল্বপত্র যাহা পড়ে ধরাতল। ত্রিসহস্র বর্ষ তাহা ভোজনে সম্বল ॥৩॥
চৌ—শুষ্ক পর্ণ পরিহরি রহে নিরাহার। অপর্ণা এ নাম তাই হইল তাহার।
তপঃক্ষীণ হেরে সবে উমার শরীর। হইল আকাশ-বাণী ধীর সুগম্ভীর ॥৪॥
দো—হ'ল মনোরথ সফল তোমার শুন ওহে পর্ব্বতকুমারী!
তপ সুদুঃসহ কর পরিহার তোমা তরে পতি ত্রিপুরারি ॥৭৪॥

বাংলা অর্থঃ—বিপিন—বন; বিসরী—বিস্মরিল; সহস—সহস্র; সাগু—শাক; গবাঁএ—অতীত করিলেন; বতাসা—বাতাস; পাতী—পত্র; সুখাঈ—শুষ্ক হয়; সুখানেউ—শুষ্ক; পরণা—পর্ণ, পত্র; অপরনা—অপর্ণা; খীন—ক্ষীণ; পরই—পড়ে; প্রবোধহি—প্রকৃষ্ট জ্ঞান; সংবত—বর্ষ; খাঈ—খাইলেন; (চৌ—১-৪, দো—৭৪)।

चौ— अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी॥
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥१॥
चौ— आवै पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥
मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥२॥
चौ— सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी॥
उमा चरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥३॥
चौ— जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा।
जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनहिं राम गुन ग्रामा ॥४॥
दोहा— चिदानंद सुखधाम सिव, बिगत मोह मद काम।
बिचरहिं महि धरि हृदयँ हरि, सकल लोक अभिराम ॥७५॥

मौलिक शब्दबोध :—

हठ—हठता; रिषीसा—ऋषीश; गिरा—गी: (वाणी); (चौ—१-४; दो—७५)

চৌ—হেন তপ হে ভবানী! কেহ না আচরে। বহু ধীর মুনি জ্ঞানী আসে পূর্ব্বে পরে॥
এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাণী হৃদয়ে ধরিবে। ইহা তুমি সত্য তথা পবিত্র জানিবে ॥১॥
চৌ—আসিবেন পিতা যবে আবাহন তরে। জিদ্ পরিহরি তুমি যাবে নিজ ঘরে॥
গেলে তব পার্শ্বে কভু সপ্ত ঋষিবর। এই নভোবাণী মানি ল'বে সত্যপর ॥২॥
চৌ—শুনিয়া আকাশবাণী ব্রহ্মার কথিত। পুলকিত দেহে হ'ন সতী হরষিত॥
উমার চরিত চারু করিনু বর্ণন। চারু শিবগাথা এবে করহ শ্রবণ ॥৩॥

শিবের রামনাম জপ ও বিবাহপ্রস্তাব— সতীর দেহান্তে শিব জপে রামনাম।
শুনিতেও চান শুধু রাম-গুণ-গ্রাম ॥
জপে তুষ্ট রাম নিজে আবির্ভূত হন।
শিব-উমা-পরিণয় প্রস্তাব-কারণ ॥

চৌ—যেই দিনে করিলেন সতী তনু-ত্যাগ। শিবের সেদিন হ'তে সংসারে বিরাগ ॥
জপেন সতত তিনি রঘুনাথ-নাম। সর্ব্বত্র শুনেন শুধু রাম-গুণ-গ্রাম ॥৪॥
দো—চিদানন্দময় সুখধাম শিব তাঁর নাই মোহ-মদ-কাম।
বিচরেন ধরা হৃদে ধরি হরি সর্ব্বজন-মন অভিরাম ॥৭৫॥

বাংলা অর্থ:—সন্তত—সতত ; সুচি—শুচি ; বোলাবন আবৈ—ডাকিতে আসে ; হঠ—হঠকারিতা ; রিষীসা—ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ; বাগীসা—শ্রেষ্ঠ বাক্য ; গিরা—বাক্য ; ত্যাগা জাই—ত্যাগ পাইল ; জব তে....তব তে—যখন হইতে....তখন হইতে ; মহি—মহী, পৃথিবী ; অভিরাম—আনন্দদায়ক ; কাহুঁ—:কহ ; (চৌ—১-৪ ; দো—৭৫)।

चौ— कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहिं बखाना
जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥
चौ— एहि बिधि गयउ कालु बहु बीती। नित नै होइ राम पद प्रीती ॥
नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हृदयँ भगति कै रेखा ॥२॥
चौ— प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला ॥
बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥३॥
चौ— बहुबिधि राम सिवहि समुझावा। पारबती कर जन्मु सुनावा ॥
अति पुनीत गिरिजा कै करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥

दोहा— अब बिनती मम सुनहु सिव, जौं मो पर निज नेहु।
जाइ बिबाहहु सैलजहि, यह मोहि मागें देहु ॥७६॥

मौलिक शब्दबोध :—

उपदेशहिं—उपदिशति ; जदपि—यद्यपि ; बीती—व्यतीत ; नेमु—नियम ; बिस्तर सहित—सविस्तर ; नेहु—स्नेह ; देहु—देहि ; तदपि—तथापि ; (चौ १—४ ; दो—७६)

চৌ—মুনিগণে করি কোথা জ্ঞান শিক্ষা-দান। কোথাও বা রামগুণ করেন বাখান ॥
যদ্যপি অকাম তিনি তবু ভগবান্—ভকত-বিরহে তিনি নিজে দুঃখ পান ॥১॥
চৌ—হেন মতে বহুকাল হইল অতীত। রামপ্রীতি নিত্য নব হ'ল উন্মেষিত ॥
নিয়ম ও প্রেম রাম হেরে মহেশ্বরে। শিবের হৃদয় পূর্ণ দৃঢ়-ভক্তিভরে ॥২॥
চৌ—ভক্তে দেখা দে'ন রাম হইয়া কৃপাল। রূপশীলনিধি তিনি তেজস্বী বিশাল ॥
বহুরূপে শিবে তিনি প্রশংসিয়া ক'ন। তোমা বিনা কেবা হেন ব্রতপরায়ণ ॥

চৌ—বিবিধ প্রকারে রাম শম্ভুরে বুঝান। পার্ব্বতীর জন্মকথা তাঁহারে শুনান॥
পরম পবিত্র জানি গিরিজা-চরিত। কৃপানিধি রঘুরাজ ক'ন বিস্তারিত ॥৪॥

দো—বিনতি আমার এবে শুন শিব যদি রাখ প্রীতি মমোপরে।
গিরিতনয়ারে করহ বিবাহ এই ভিক্ষা দাও তুমি মোরে ॥৭৬॥

বাংলা অর্থঃ— উপদেশহিঁ—উপদেশ দিতেছেন; সুজানা—জ্ঞানী; বীতী গয়উ—চলিয়া গেল; নৈ—নূতন; নেমু—নিয়ম; সরাহা—প্রশংসা করিল; নিরবাহা—নির্ব্বাহ করে; করনী—কার্য্য; মাগে—ভিক্ষা; (চৌ—১-৪; দো—৭৬)।

चौ— कह सिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥
चौ— मातु पितु गुर प्रभु कै बानी। बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी॥
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥
चौ— प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना॥
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥३॥
चौ— अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी॥
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥
दोहा— पारबती पहिं जाइ तुम्ह, प्रेम परिच्छा लेहु।
गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन, दूरि करेहु संदेहु ॥७७॥

मौलिक शब्दबोध :—

बिनहिं बिचार—विचार बिना; अग्या—आज्ञा; जुत—युत; अन्तरधान—अन्तर्धान; दूरि करेहु—दूरीकुरु; अग्या—आज्ञा; आए—आगत; (चौ—१-४; दो—७७)

চৌ—শিব ক'ন—পরিণয় শুভ নাহি মানি। মানিয়া লইব তবু প্রভুবাণী জানি।
শিরে ধরি রাখি দিব আজ্ঞা আপনার। পরম ধরম নাথ! ইহাতে আমার॥১॥
চৌ—পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু সবার বচন। নির্ব্বিচারে আচরিলে মঙ্গল-সাধন॥
আপনি সর্ব্বথা হিত করেন সাধন। আপনার আজ্ঞা নাথ! না করি লঙ্ঘন॥২॥
চৌ—প্রভু তুষ্ট হ'ন শুনি শঙ্কর-বচন। ভকতি-বিবেকপূত ধর্ম্ম্য সে কথন॥
প্রভু ক'ন—হর! তব রক্ষা হ'ল পণ। হিয়া মাঝে রাখ তুমি আমার বচন॥৩॥
চৌ—এই কথা কহি রাম অন্তর্হিত হ'ন। শিব সে মূরতি হৃদে করেন ধারণ॥
সপ্ত-ঋষি সেই ক্ষণে আসেন সেথায়। তোষেন সবারে শিব মধুর কথায় ॥৪॥
দো—পার্ব্বতী-সমীপে গমন করিয়া দূর কর তোমরা সংশয়।
গিরিবরে কহি গৃহে আনাইয়া প্রেমের প্রমাণ নিতে হয় ॥৭৭॥

বাংলা অর্থঃ—মেটি ন জাহী—লঙ্ঘন করিতে পারি না; করিঅ—করিয়া;

অগ্যা—আজ্ঞা ; তোষেউ—তুষ্ট হইলেন ; ভাষী—কহিয়া ; পুহি—পার্শ্বে ; পঠয়েহু—পাঠাও ; উর—হৃদয়ে ; রাখী—রাখিলেন ; (চৌ—৪ ; দো—৭৭)।

चौ— रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी। मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥
चौ— केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥
कहत बचन मनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥२॥
चौ— मनु हठ परा न सुनइ सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥
नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना ॥३॥
चौ— देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥४॥
दोहा— सुनत बचन बिहसे रिषय, गिरिसंभव तव देह।
नारद कर उपदेसु सुनि, कहहु बसेउ किसु गेह ॥७८॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

अवराधहु—आराधयसि ; किन—कथं न ; सिखाया—शिक्षा ; भीति—भित्ति ; पंखन्ह—पक्ष ; किसु—कस्य ; भरतारा—भर्त्ता ; सुनु—शृणु ; रिषय—ऋषयः ; (चौ—१-४ ; दो—७८)

উমার পরীক্ষা—উমার পরীক্ষা নিতে সপ্ত-ঋষি চান।
পরীক্ষাতে সমুত্তীর্ণা তুলসী তা' গা'ন ॥

চৌ—গিরিকুমারীরে হেরে তদা ঋষিগণ। তপোমূর্ত্তি করে যেন তপস্যাচরণ ॥
মুনিগণ পুছে শুন হে শৈলকুমারি! কি কারণে কর তুমি হেন তপ ভারী ॥১॥
চৌ—আরাধনা কর কারে বল কিবা চাও। আমাদের কাছে তুমি এ সত্য শুনাও ॥
কহিতে পার্ব্বতী গেল সঙ্কোচে ভরিয়া। পাছে সবে হাসে শুনি মূর্খতা বুঝিয়া ॥২॥
চৌ—জিদ্‌বশ মন নারে সুশিক্ষা লভিতে। বারিপরে ভিত্তি যেন চাহে উঠাইতে ॥
নারদের কথা আমি যথার্থ মানিনু। বিনা পক্ষে পক্ষিসম উড়িতে চাহিনু ॥৩॥
চৌ—দেখ মুনি অবিবেক কেমন আমার। শিবে আমি স্বামিরূপে চাহি লভিবার ॥
দো—শুনি সে বচন হাঁসি ঋষি বলে—তুমি গিরি-সম জড় বুদ্ধি-ধর।
নারদ হইতে উপদেশ লভি, করে নাই কখনও কেহ ঘর ॥৭৮॥

বাংলা অর্থ ঃ—কবন—কোন্ ; কৈসী····জৈসী—কেমন····যেমন ; অবরাধহু—আরাধনা করিতেছ ; কিন—কেন না ; সকুচাঈ—সঙ্কুচিত হইতেছে ; হঁসিহহু—হাসিবে ; হঠ—জিদ্ ; পরা—পড়িয়াছে ; চহত—চাহিতেছে ; ভীতি—ভিত্তি ; কহা—কথা ; পংখন্হ—পক্ষ ; উড়ানা—উড়িতে ; ভরতারা—ভর্ত্তা ; বসেউ—স্থায়ী হইল, বাস করিল ; কিন—কেন না ; কিসু—কাহার, কেহ ; (চৌ—১-৪, দো—৭৮)।

चौ— दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥
चित्रकेतु कर घरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥

चौ— नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहिं तजि भवनु भिखारी ॥
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥२॥
चौ— तेहि कें बचन मानि बिस्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥
निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ॥३॥
चौ— कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ ॥
पंच कहें सिवँ सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥४॥
दोहा— अब सुख सोवत सोचु नहिं, भीख मागि भव खाहिं।
सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥৭৯॥

मौलिक शब्दबोध :—

उपदेसेनहि—उपदिशति ; सिख—शिक्षा ; अवसि—अवश्य ; चीनहा—चिह्न ; मराएन्हि—मारयति ; सोते—शेते ; सरिस—सदृश ; भीख—भिक्षा ; (चौ—१-४ ; दो—७९)

চৌ—দক্ষসুতগণে মুনি দেন উপদেশ। কেহ ঘরে তার পরে না করে প্রবেশ ॥†।
*বৈরাগ্যে নিঃশেষ হ'ল চিত্রকেতুঘর। হিরণ্যকশিপু লভে কুলনাশ-বর ॥১॥‡

† শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ বর্ণনায় শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—দক্ষ বিষ্ণুমায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া অসিক্লীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। পিতা তাহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলিলে তাহারা সকলে পশ্চিমদিকে নারায়ণসর তীর্থ গমন করেন। সেখানে জল স্পর্শ করিলে মনের মল দূরীভূত হইয়া পরমহংস-জনোচিত বুদ্ধির উদয় হইল। তাঁহারা পিতার আজ্ঞামত প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে নারদ বলিলেন—ভূমির অন্ত না দেখিয়া কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে? এই কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরকে জানা প্রয়োজন নতুবা কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। নারদের কথায় তাহারা অনিবর্ত্তনীয় পথে প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে প্রজাপতি দক্ষ নারদের কথায় তাঁহার পুত্রগণের বিনাশলাভ বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া অতীব শোক-সন্তপ্ত হন। পরে পুনরায় প্রজাপতিদল পাঞ্চজনীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন এবং তাহাদিগকে প্রজাসৃষ্টিকরিতে বলেন † তাহারাও নারদের কথায় অগ্রজগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অতঃপর দক্ষ নারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, তিনি ত্রিলোক ভ্রমণ করিবেন বটে কিন্তু কোথায়ও তাঁহার স্থান হইবে না। নারদ এই শাপ স্বীকার করিলেন।

* শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চিত্রকেতুর বর্ণনায় শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেন—পূর্ব্বকালে শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাঁহার বহু ভার্য্যা ছিল কিন্তু পুত্র ছিল না। এক সময় অঙ্গিরাঋষি ভ্রমণ প্রসঙ্গে তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে চিত্রকেতু তাঁহার অপুত্রক জনিত অশান্তির কথা নিবেদন করেন। ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরা তদুদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞশেষ ভোজনার্থ দিলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কৃতদ্যুতির চিত্রকেতু-সংসর্গে গর্ভধারণ করিয়া একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্র জন্মিবার পরে চিত্রকেতু

চে—নারদের শিক্ষা শুনে যেই নরনারী। অবশ্য সংসার ত্যজি হবে সে ভিখারী॥
সজ্জনের চিহ্ন দেহে দোষভরা মন। চান—সবে নিঃস্ব হৌক যথা তিনি হন॥২॥
চৌ—তাঁহার কথার পরে করিয়া বিশ্বাস। তুমি চাহিতেছ পতি সহজ উদাস॥
নির্গুণ নির্লজ্জ আর কুবেশী কপালী। কুলহীন গৃহহীন দিগম্বর ব্যালী॥৩॥
চৌ—কি সুখ লভিবে তুমি ইহারে বরিয়া। সে ধূর্ত্তের প্রতারণা-বচনে ভুলিয়া॥
লোকে বলে—শিব সতী বিবাহ করিল। ত্যজিয়া তাহারে পুন মারিয়া ফেলিল॥৪॥
দো—সুখে নিদ্রা যায় নাহি চিন্তা তার ধরামাঝে ভিক্ষা মাগি খায়।
স্বভাবতঃ সে যে এককতা-প্রিয় সেথা কি গো নারী শোভা পায়? ॥৭৯॥

বাংলা অর্থঃ—**উপদেসেন্‌ হি**—উপদেশ দিলেন; **জাই**—যাইয়া; **ঘালা**—শেষ করিয়াছে; **হালা**—অবস্থা; **সিখ**—শিক্ষা; **অবসি**—অবশ্য; **চীনহা**—চিহ্ন; **আপু**

রাণীর প্রতি অধিক অনুরাগী হইলে সপত্নীগণ ঐ পুত্রকে বিষপ্রদান করিয়া হত্যা করে। পুত্রহত্যার সংবাদে রাজা অচেতন হন। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য অঙ্গিরা নারদসহ সেথায় আসেন এবং সংসারের অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর নারদ মৃত রাজপুত্রের জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া তাঁহাকে পিতৃদত্ত বিষয় ভোগ করিতে বলিলেন। ঐ জীবাত্মা বলেন পূর্ব্বজন্মে তিনি রাজার শত্রু ছিলেন। বর্ত্তমানে পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা শোক ত্যাগ করিলেন। চিত্রকেতু সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া জ্ঞানমূর্ত্তি হওয়াতে বিদ্যাধরাধিপতিত্ব লাভ করেন। চিত্রকেতুর এইভাবে সংসার মোচন হয়।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে হিরণ্যকশিপুর সবংশ নিধনব্যাপারে যুধিষ্ঠির নারদকে প্রশ্ন করেন—সমদর্শী ভগবান্‌ অসমদর্শীর ন্যায় দৈত্যগণকে সংহার করিলেন কেন? তদুত্তরে নারদ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ যে প্রকৃতির—আত্মার নহে—তাহা বুঝাইতে বলেন—সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে দেবতা ও ঋষি দেহে প্রবেশ করে, রজোগুণ বৃদ্ধিকালে তাহা অসুরদিগের দেহে প্রবেশ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে রাক্ষস দেহে প্রবেশ করিয়া গুণ প্রকৃতি-বিশেষের ভজনা করে। ভগবান্‌ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেহে ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য সাধন করেন।

অতঃপর নারদ বলিলেন—বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় এক সময় সনকাদি ঋষিগণকে ঠিক্‌ভাবে না চিনিতে পারার ফলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই যার ফলে তাঁহারা অভিশাপ দেন যেন তাহারা অসুরযোনিতে জন্মায়। এই ভাবে শাপগ্রস্ত হইয়া স্বস্থানচ্যুত হইবার কালে ঋষিগণ পুনঃ বলেন তিন জন্ম পরে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে। তাহারা দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে জন্মগ্রহণ করে। হরি নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে ও বরাহ মূর্ত্তি ধরিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে অভিলাষী হন কিন্তু তাহাতে অক্ষম হন এবং নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা পরে বিশ্বস্রবার ঔরসে ও কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষস হইয়া জন্মলাভ করেন। ভগবান্‌ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাপমোচনার্থ তাহাদিগকে নিহত করেন।

সরিস—নিজের মত ; কপালী—নরকপাল ধারণকারী ; ব্যালী—সর্পধারী ; বরু—বর (স্বামী) ; বৌরায়ে—দুষ্টামি ; পঞ্চ কহেঁ—পাচজনের কথায় ; অবডেরি—ত্যাগ করিয়া ; মারাএ হী—মারিয়া ফেলিল ; সোবত—নিদ্রা যায় ; খটাহি—টিকিয়া থাকিবে; দিগম্বর—উলঙ্গ ; অগেহ—গৃহহীন ; নিলজ—লজ্জাহীন ; (চৌ—১-৪ ; দো—৭৯) ।

चौ— अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जस लीला ॥१॥

चौ— दूषन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी ॥
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥२॥

चौ— सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा । हठ न छूट छूटै बरु देहा ॥
कनकउ पुनि पषान तें होई । जारेहुँ सहजु न परिहर सोई ॥३॥

चौ— नारद बचन न मैं परिहरऊँ । बसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊँ ॥
गुर कें बचन प्रतीति न जेहीं । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥४॥

दोहा— महादेव अवगुन भवन, बिष्नु सकल गुन धाम ।
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥८०॥

मौलिक शब्दबोध :—

सुचि—शुचि ; जस—यशः ; बिहसि—विहस्य ; बरु—वरं ; रम—रमति ; परिहरऊ—परिहरामि ; सपनेहुँ—स्वप्नेऽपि ; पषान—पाषाण ; (चौ—१-४ ; दो—८०)

চৌ—ভাল চাও এবে মানো মোদের বচন । ভাল বর তোমা তরে করি নির্ব্বাচন ॥
সুশীল সুন্দর অতি শুচি সুখদাতা । বেদে যার গায় যশ তথা লীলা-গাথা ॥১॥

চৌ—দোষ-বিবর্জ্জিত তিনি সর্ব্বগুণ-রাশি । লক্ষ্মীপতি ভগবান্ বৈকুণ্ঠ-নিবাসী ॥
মিলাইয়া দিব হেন বর তোমা তরে । শুনিয়া ভবানী হাসি ক'ন প্রত্যুত্তরে ॥২॥

চৌ—সত্য কহি গিরি হ'তে জন্মলাভ করি । দেহ যায় যাক্ তবু জিদ্ যেন ধরি ॥
পাষাণ হইতে স্বর্ণ জন্ম লাভ করে । জারণেও নিজরূপ নাহি পরিহরে ॥৩॥

চৌ—নারদের বাক্য আমি নাহি কভু ছাড়ি । ভয় কিবা—ঘর থাক্, যাক্ বা উজাড়ি ॥
গুরু-বাক্যে যার সদা বিশ্বাস না রয় । স্বপনেও সুখ তার সুগম না হয় ॥৪॥

দো—হৌন মহাদেব অগুণ-আধার বিষ্ণু হৌন সর্ব্বগুণাধার ।
কিন্তু যার যাহে মজিয়াছে মন অভিলাষ তাহাতে তাহার ॥৮০॥

বাংলা অর্থ ঃ—বরু—বর (স্বামী) ; বিহসি—হাসিয়া ; এহা—এই ; ন ছূট—ছুটিবে না ; বরু—বরং ; জাঁরেহু—জ্বালিলে ; সহজু—স্বাভাবিক ভাব ; বসউ—স্থায়ী হৌক ; উজরউ—উজাড় যাউক ; সিধি—সিদ্ধি; রম—প্রীত হয় ; (চৌ—১-৪ ; দো—৮০) ।

चौ— जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥
अब मैं जन्मु संभु हित हारा । को गुन दूषन करै बिचारा ॥१॥

चौ— जौं तुम्हरें हठ हृदयँ बिसेषी। रहि न याइ बिनु किएँ बरेषी ॥
तौ कौंतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं ॥२॥
चौ— जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ॥
तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेसू ॥३॥
चौ— मैं पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा ॥
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी ॥४॥
दोहा— तुम्ह माया भगवान सिव, सकल जगत पितु मातु।
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥

मौलिक शब्दबोध :—
सीसा—शीर्ष ; पा—पद ; गवनहु—गच्छ ; हरषत—हृष्यति ; गातु—गात्र ; सिख—शिक्षा ; कुआरी—कुमारी ; नाइ—नत्वा ; कौतुकिअन्ह—कौतुकिनाम् ; (चौ—१-४ ; दो—८१)

চৌ—হে মুনীশ ! দিতে যদি পূর্ব্বে উপদেশ। নতশিরে মানিতাম তোমার নির্দ্দেশ ॥
শম্ভু তরে নিরূপিত আমার জীবন। দোষগুণ বিচারিব কেমনে এখন ॥১॥
চৌ—সবিশেষ জিদ্ যদি রহে তব চিতে। ঘটকালি নাহি করি না পার থাকিতে ॥
বর ক'নে বহু সংখ্যা আছে এ ধরায়। কৌতুকিগণের চিতে আলস্য কোথায়? ॥২॥
চৌ—কোটি কোটি জন্মে আমি এই জিদ্ ধরি। শিবেরে বরিব কিম্বা রহিব কুমারী ॥
ত্যজিব না কভু আমি নারদ-নির্দ্দেশ। শতবার ক'ন যদি আপনি মহেশ ॥৩॥
চৌ—"দেবগণ ! পায়ে ধরি"—জগদম্বা ক'ন। "বিলম্ব না করি যাও নিজ নিকেতন ॥"
শুদ্ধ প্রেম বুঝি—বলে যত মুনি জ্ঞানী। "জগদম্বা জয় হোক, জয়তু ভবানী" ॥৪॥
দো—ভগবান্ শিব তাঁর মায়া তুমি মাতা পিতা দোঁহা বিশ্ব তরে।
হেন কহি সবে নত করি শির পুলকিত চলে নিজ ঘরে ॥৮১॥

বাংলা অর্থঃ—সুনতিউঁ—শুনিতাম ; হারা—সপিয়াছি ; বরেষী—ঘটকালি ; রগর—হঠতা ; পা পরউ—পায়ে পড়ি; জগদম্বিকে—জগন্মাতা ; গাতু—গাত্র ; হঠ—জিদ্; কৌতুকি অন্হ—কৌতুকিগণের ; ভয়উ—হইতেছে ; (চৌ—১-৪ ; দো—৮১)।

चौ— जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि बिनती गिरिजहिं गृह ल्याए ॥
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥१॥
चौ— भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥
मनु थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥
चौ— तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥
तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते ॥३॥
चौ— अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध लराई ॥
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे ॥४॥

दोहा— सब सन कहा बुझाइ बिधि, दनुज निधन तब होइ।
संभु सुक्र संभूत सुत, एहि जीतइ रन सोइ ॥८२॥

मौलिक शब्दबोध :—

हिमवन्तु—हिमवन्तम्; मगन—मग्न; सुनत—श्रुत्वा; थिर—स्थिर; रीते—रिक्त; दुखारे—दुःखित; तारकु असुर—तारकासुर; सुजान—सुज्ञानी; (चौ—१-४; दो—८२)

মদন ভস্ম—শিবের মদন ভস্ম তুলসী গাহিল।
বিচিত্র সে তত্ত্ব তাহে বিশ্ব চমকিল॥

চৌ—গিরিরাজে পাঠা'লেন মুনিরা আসিয়া। গিরিজাকে গৃহে নিতে বিনতি করিয়া॥
পুনরায় সপ্ত-ঋষি শিব-পার্শ্বে যা'ন। উমার সকল কথা তাঁহারে শুনান॥১॥

চৌ—উমা-ভক্তি শুনি শিব আনন্দিত হ'ন। সপ্ত-ঋষি চলিলেন তুষ্ট স্বভবন॥
মন স্থির করি জ্ঞানী মহেশ তখন। মনে মনে রামে হ'ন ধ্যান-পরায়ণ॥২॥

চৌ—সে কালে তারকাসুর লভেন জনম। বাহুবল বীর্য্যতেজ ধরিয়া পরম॥
সর্ব্বলোক লোকপতি করেন বিজিত। দেবগণ যুদ্ধে হন সম্পত্তি-বর্জ্জিত॥৩॥

চৌ—অজর অমর সে না জানে পরাজয়। দেবগণ বহু যুদ্ধে পরাজিত হয়॥
ব্রহ্মার নিকটে তা'রা করে হাহাকার। ব্রহ্মা হেরে সর্ব্বদেব বহে দুঃখ-ভার॥৪॥

দো—সকলেরে ক'ন বুঝা'য়ে বিধাতা তবে হবে দনুজ-নিধন।
মহেশ-ঔরসে জন্মিবে যে সুত অসুরে জিনিবে করি রণ॥৮২॥

বাংলা অর্থ :—জাঈ—গেলেন; সুনাঈ—শুনাইলেন; সনেহ—প্রেম; করন লগে—করিতে লাগিলেন; লোকপতি—লোকপাল; রীতে—শূন্য; পুকারে—চীৎকার করিল; দুখারে—দুঃখিত; জীতই—জিতিবে; (চৌ—১-৪; দো—৮২)।

चौ— मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥
सती जो तजीं दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥१॥

चौ— तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी। सिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥
जदपि अहइ असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी॥२॥

चौ— पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करै छोभु संकर मन माहीं॥
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई। करवाउब बिबाहु बरिआई॥३॥

चौ— एहि बिधि भलेहिं देवहित होई। मत अति नीक कहइ सबु कोई॥
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू। प्रगटेउ बिषमबान झषकेतू॥४॥

दोहा— सुरन्ह कही निज बिपति सब, सुनि मन कीन्ह बिचार।
संभु बिरोध न कुसल मोहि, बिहसि कहेउ अस मार॥८३॥

मौलिक शब्दबोध :—

कहा—कथा; सहाई—सहायता; जदपि...तदपि—यद्यपि—तथापि; छोभु—क्षोभ; करवाउब—कारयामि; अस्तुति—स्तुति; प्रगटेउ—प्रकटति; (चौ—१-४; दो—८३)

চৌ—মম কথা সবে শুনি করহ উপায়। ধ্রুব কার্য্য-সিদ্ধি হ'লে ঈশ্বর সহায় ॥

সতী যিনি দক্ষযজ্ঞে ত্যজিলেন দেহ। এবে তাঁর জন্মস্থান হিমাচল-গেহ ॥১॥

চৌ—তপোরতা তিনি চা'ন শিবেরে বরিতে। সর্ব্বত্যাগী শিব কিন্তু মগ্ন সমাধিতে ॥

এই তত্ত্ব বিপরীত নহে বুঝিবার। তথাপি শ্রবণ কর বচন আমার ॥২॥

চৌ—পাঠাও মদনে শিব সদনে সত্বর। কামসৃষ্টি তরে সেই হউক তৎপর ॥

শিবপার্শ্বে গিয়া আমি মাথা নোয়াইব। জোর করি পরিণয়ে রাজি করাইব ॥৩॥

চৌ—এই বিধি ধর যদি হবে দেবহিত। সর্ব্বদেব ক'ন—ইহা উত্তম কল্পিত ॥

দেবগণ হয় ভারী শিবে স্তুতিপর। প্রকটেন কামদেব সহ পঞ্চশর ॥৪॥

দোহা—দেবগণ কামে নিজ দুখ কহে শুনি কাম করয়ে বিচার।

শম্ভুর বিরোধে অশুভ আমার হাসিয়া কহেন ইহা মার ॥৮৩॥

বাংলা অর্থঃ—কহা—কথা; হোইহি—হইবে (কার্য্য); পঠবহু—পাঠাও; ছোভু—ক্ষোভ, প্রবৃত্তি; করবাউব—করাইব; বরিআঈ—জোর করিয়া; ভলেহি—ভালভাবে; অস্তুতি—স্তুতি; অতি হেতু—অতিমাত্রা; বিষমবান- পঞ্চশর (কামদেব); ঝষকেতু—মীনকেতু (কামদেব); বিপতি—বিপত্তি; বিহসি—হাসিয়া; মার—কামদেব; বিষমবাণ—বিজোড়বাণ বিশিষ্ট, পঞ্চশর (কামদেব); (চৌ—১-৪; দো-৮৩)।

चौ— तदपि करब मैं काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥

पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥१॥

चौ— अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥

चलत मार अस हृदयँ बिचारा। सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥२॥

चौ— तब आपन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥

कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥

चौ— ब्रह्मचर्य ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना ॥

सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु भागा ॥४॥

छं०— भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो, सुभट संजुग महि मुरे।

सदग्रंथ पर्बत कंदरन्हि महुँ, जाइ तेहि अवसर दुरे ॥

होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभरु परा।

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ, कोपि कर धनु सरु धरा ॥

दोहा— जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम।

ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ॥८४॥

मौलिक शब्दबोध :—

देही—देह; सन्त—सन्तः; प्रसंसही—प्रशंसन्ति; धनुष—धनुः; मरनु—मरण; प्रभाउ प्रभाव; कटकु—कटक (सेना); संजुग—संयुग (युद्ध); कोपि—कुपित्वा; सरु—शर; तदपि—तथापि; करतार—कर्त्ता; रखवार—रक्षक; (चौ—१-४; दो—८४)

চৌ—তথাপি সাধিব আমি হিত সবাকার। বেদ বলে পরধর্ম্ম পর উপকার॥
পরহিত লাগি হয় তনুত্যাগ যার। সাধুজন গায় সদা সুযশ তাঁহার॥১॥
চৌ—হেন কহি নমি দেবে কাম চলি যায়। হস্তে পুষ্পধনু ল'য়ে বসন্ত সহায়॥
চলিবার কালে মনে করয়ে বিচার। শিবের বিরোধে ধ্রুব মরণ আমার॥২॥
চৌ—কামদেব করি নিজ প্রভাব বিস্তার। নিজবশে আনিলেন সকল সংসার॥
কোপযুত হন যবে নিজে মীনকেতু। ক্ষণমাত্রে ধ্বংস হয় সর্ব্বশ্রুতিসেতু॥৩॥
চৌ—ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তথা বিবিধ সংযম; জ্ঞান ও বিজ্ঞান সব ধীরতা ধরম॥
জপ যোগ ও বৈরাগ্য সদাচার যত—সভয়ে বিবেকসৈন্য পলায়ন-রত॥৪॥
ছন্দ—বিবেক সসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল কামের সেনানী ধরারে বেড়িল।
সুগ্রন্থ ধাইল পর্ব্বত-কন্দরে শাস্ত্রাচার যত দূরে পলাইল।
হে বিধি! কি হবে কে হবে রক্ষক ধরাধাম সব বিপর্য্যাসে ভরে।
হেন কেবা বল দুই মাথা ধরে যাহে ক্রুদ্ধ কাম শরধনু ধ'রে॥
দোহা—সজীব জগতে নারী ও পুরুষ যারা ছিল চর ও অচর।
নিজ নিজ মান ত্যজিল সকলে সবে হ'ল কামের কিঙ্কর॥৮৪॥

বাংলা অর্থ ঃ—সুমন ধনুস—পুষ্পধন্বা (কামদেব); বিস্তারা—বিস্তার করিলেন; বারিচরকেতু—মীনকেতু (কামদেব); মিটে—শেষ হইবে; কটকু—কটক (সৈন্য); ভাগা—পালাইল; সুভট—সুসেনা; মুরে—ব্যাপিল; হোনিহার—ভবিতব্য; করতার—কর্ত্তা; রখবার—রক্ষক; মরজাদ—মর্য্যাদা; খরভরু—চাঞ্চল্য; পরা—পড়িল; মাথ—মাথা; জেহি কঁহু—যাহার; কোপি—কুপিত হইয়া; সরু—শর; ধরা—ধরিলেন; বস কাম—কামবশ; সংজুগ—যুদ্ধ, সংযুগ; (চৌ—১-৪; ছ, দো—৮৪)।

चौ— सब के हृदयँ मदन अभिलाषा। लता निहारि नवहिं तरु साखा॥
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाईं। संगम करहिं तलाव तलाईं॥१॥
चौ— जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी। को कहि सकइ सचेतन करनी॥
पसु पच्छी नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी॥२॥
चौ— मदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका॥
देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला॥३॥
चौ— इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी॥४॥
छं०— भए कामबस जोगीस तापस, पावँरन्हि की को कहै।
देखहिं चराचर नारिमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे॥
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयं।
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, कामकृत कौतुक अयं॥

सो०— धरी न काहूँ धीर, सब के मन मनसिज हरे।
जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महुँ ॥८५॥

मौलिक शब्दबोध :—

नवहिं—नमति ; पच्छी—पक्षी ; जोगीस—योगीश ; पावँरन्हि—पामरस्य ; जड़न्ह—जड़ानाम ; बिसारी—विस्मृत्य ;महुँ—मध्ये ; जे—यान् ; (चौ—१-४ ; दो—८५)

চৌ—কামরিপু-বশ হয় সবার হৃদয়। লতারে হেরিয়া তরু নতশাখী হয় ॥
নদী উছলিয়া ছুটি ধায় পারাবারে। তড়াগ পুকুর সহ যায় মিলিবারে ॥১॥
চৌ—জড়ে যেথা হেন দশা যা' বর্ণিনু হেথা। চেতনের দশা কহ কি হইবে সেথা ॥
পশু পক্ষী জলে স্থলে নভে যা'রা রয়। কামবশ হয় সবে বিস্মরি সময় ॥২॥
চৌ—ব্যাকুল মদন-বাণে সকলে হইল। চখাচখি নিশিদিন কামেতে ডুবিল।
দনুজ-কিন্নর-দেব-ভূত-নর-ব্যাল। কামাতুর ভূতপ্রেত-পিশাচ-বেতাল ॥৩॥
চৌ—এদের কি দশা কিবা কহিব বাখানি। মদনের অনুচর সবাকারে জানি ॥
বিরাগী পুরুষ সিদ্ধ মহামুনি যোগী। কামবশে তাঁহারাও যোগত্যাগী ভোগী ॥৪॥
ছন্দ—হ'ল কামবশ যোগীশ তাপস পাপীদের কথা কিবা আর বলি।
হেরেন অচরে চরে নারীময় যাঁরা ব্রহ্মময় বুঝেন সকলি ॥
অবলা হেরিল সব নরে ভরা পুরুষেরা হেরে বিশ্ব নারীময়।
দুই দণ্ড মাঝে এ ব্রহ্মাণ্ডময় কামের কৌতুক চলিল নির্ভয় ॥
সোরঠা—ধরাধামে কেহ নাহি রহে ধীর কাম করে সব মানস হরণ।
যাঁহাদের নিজে রাখে রঘুবীর তা'রা শুধু রক্ষা পাইল তখন ॥৮৫॥

বাংলা অর্থ :—নবহিঁ—নত হয় ; উমগি—উচ্ছলিত হইয়া তলাব—পুষ্করিণী ; তলাঈ—তড়াগ ; করনী—কর্তব্য ; বিসারী—বিস্মরণ করিয়া ; কোকা—চক্রবাক চক্রবাকী (চখাচখী) ; চেরে—চেলা, অনুচর ; পাবঁরন্হি কী—পামরগণের(কথা) ; ধরী ন—ধরিলেন না ; ধীর—ধীরতা ; মনসিজ—কামদেব ; উবরে—বাঁচিলেন ; (চৌ—১-৪ ; দো—৮৫)।

चौ— उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जौ लगि कामु संभु पहिं गयऊ ॥
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥१॥
चौ— भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे ॥
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥२॥
चौ— फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥३॥
चौ— बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥
जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा ॥४॥
छं०— जागइ मनोभव मुएहुँ मन बन, सुभगता न परै कही।
सीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही ॥

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा।
कलहंस पिक सुक सरस रव करि, गान नाचहिं अपछरा॥

दोहा— सकल कला करि कोटि बिधि, हारेउ सेन समेत।
चली न अचल समाधि सिव, कोपेउ हृदयनिकेत ॥८६॥

मौलिक शब्दबोध :—

मारु—मार ; जथाथिति—यथास्थिति ; तुरत—त्वरित ; दुराधरष—दुराधर्ष ; मुएहुँ—मुमूर्षु ; अपछरा—अप्सरा ; हृदय निकेत—हृदय निकेतन (कामदेव) ; (चौ—१-४ ; दो—८६)

চৌ—দুই দণ্ড ধরি হেন কৌতুক চলিল। যাবৎ না শিব কামপার্শ্বে পহুঁছিল॥
শিবে হেরি কামে ঘোর শঙ্কা উপজিল। সংসার চলিল তথা যথা পূর্ব্বে ছিল॥১॥
চৌ—ত্বরায় হইল সবে আনন্দে মগন। কাটিলে নেশার ঘোর মাতাল যেমন॥
মহেশে হেরিয়া কাম অতি ভয় পান। দুরাধর্ষ ও দুর্গম মানি ভগবান্॥২॥
চৌ—সাধন না করি কিছু যে'তে পায় লাজ। মৃত্যু স্থির করি চিত্তে চিন্তে এক কাজ॥
রুচির বসন্ত ঋতু ত্বরা প্রকটিল। কুসুমিত নব তরু-রাজি বিরাজিল॥৩॥
চৌ—বন উপবন তথা বাপিকা তড়াগে। শোভাতে শোভিল ভূরি দিকের বিভাগে॥
যথা তথা অনুরাগ উছলিত হয়। হেরিয়া মুমূর্ষু চিতে কাম উপজয়॥৪॥
ছন্দ—কামদেব জাগে মুমূর্ষু মানসে বনশোভা সেথা বর্ণনা অতীত।
মদন-অনল-সখা-সম বহে মৃদুল পবন গন্ধে ভরা শীত॥
সরসে বিকসে কমল বহুল মধুকর-পুঞ্জ সেথা গুঞ্জরিল।
হংস পিক শুক সুরসাল গাহে অপ্সরার দল নাচিল গাহিল॥
দো—কোটিরূপে কাম কলা প্রকাশিয়া সেনা সহ হ'ল পরাজিত।
অটল সমাধি শিবের না টলে কামদেব হইল কুপিত॥৮৬॥

বাংলা অর্থঃ—**घरी**—ঘড়ি (ঘণ্টা) ; **जौं लगि**—যতক্ষণ না ; **ससंकेउ**—শঙ্কিত হইলেন ; **जथाथिति**—যথাস্থিতি ; **मद उतरि गए**—মত্ততা চলিয়া গেল ; **मतवारे**—মত্ত ব্যক্তি ; **माना**—মানিলেন, পাইলেন ; **ठानि**—স্থির করিয়া ; **रचेसि**—রচনা করিল ; **बिराजा**—বিরাজিত হইল ; **उमगत**—উথলিত হইল ; **मुएहुँ**—মুমূর্ষু ; **न परे**—শেষ হইল না ; **मदन अनल**—কামাগ্নি ; **सही**—নিশ্চিত হইল ; **कंज**—পদ্ম ; **गुंजत**—গুঞ্জন করিল ; **हारेउ**—হারিয়া গেল ; **चली न**—টলিল না ; **हृदयनिकेत**—কামদেব ; **कोपेउ**—কুপিত হইলেন ; **सुखारे**—সুখী ; (চৌ—১-৪, দো—৮৬)।

चौ— देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा॥
सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने॥१॥
चौ— छाड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥
भयउ ईस मन छोभु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥२॥

चौ— सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ कोपु कंपेउ त्रैलोका ॥
तब सिवँ तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥३॥
चौ— हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी।
समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी ॥४॥
छं०— जोगी अकंटक भए पति गति, सुनत रति मुरछित भई।
रोदति बदति बहु भाँति करुना, करति संकर पहिं गई ॥
अति प्रेम करि बिनती बिबिध बिधि, जोरि कर सन्मुख रही।
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव, अबला निरखि बोले सही ॥
दोहा— अब तें रति तव नाथ कर, होइहि नामु अनंगु।
बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥

मौलिक शब्दबोध :—

रिस—रोष ; त्रिलोका—त्रिलोक ; छारा—क्षार ; मुरछित—मूर्च्छित ; (चौ—१-४ ; दो—८७)

চৌ—রসাল বিটপে এক চারু শাখা পরে। মদন চড়িয়া উঠে অতি ক্রোধভরে।
ফুলের ধনুতে করি শর সংযোজন। ক্রোধভরে আকর্ণ সে করে আকর্ষণ ॥১॥
চৌ—বক্ষ্য লক্ষ ক'রে বাণ বিষম ছাড়িল। জাগিলেন মহেশ্বর সমাধি ভাঙ্গিল।
শিব মনে নিদারুণ ক্ষোভ উপজিল। নয়ন মেলিয়া চারিভিতে নেহারিল ॥২॥
চৌ—সুরভি পল্লবে কামে মহেশ হেরিল। উপজে তাহার কোপ ত্রিলোক কম্পিল ॥
তৃতীয় নয়ন শিব করিলে বিস্তার। পলকে মদন জ্বলি হল ছারখার ॥৩॥
চৌ—মদনের আর্তনাদ জগৎ ব্যাপিল। দেবতা ত্রাসিত সুখ অসুর লভিল ॥
কামসুখ বিচারিয়া চিন্তাকুল ভোগী ॥ অকণ্টক হইলেন সাধক ও যোগী ॥৪॥

সতীকে বরদান ও দেবগণের প্রার্থনা—

বর লভি রতি এবে লইবে বিদায়।
দেবগণ তুষ্ট ইথে তুলসী তা' গায় ॥

ছন্দ—যোগী সুখী হ'ল পতি-গতি শুনি রতির চেতনা বিলোপ লভিল।
কাঁদি বিনাইয়া অনুকম্পা মাগি মহেশের পাশে রতি পঁহুছিল ॥
অতি প্রেমভরে বিবিধ বিনয়ে যুক্ত করি কর পুরোভাগে র'ন।
প্রভু আশুতোষ কৃপাময় শিব অবলা হেরিয়া কহেন বচন ॥
দোহা—আজ হ'তে জানো রতি! তব পতি নাম লাভ করিল অনঙ্গ।
বিনা নিজ বপু সর্ব্বদেহে ব্যাপে শুন নিজ মিলন-প্রসঙ্গ ॥৮৭॥

বাংলা অর্থ :—**রসাল বিটপ**—আম বৃক্ষ; **মাখা মন**—ক্রুদ্ধমনে; **সুমন চাপ**—পুষ্পধন্বা (কামদেব); **রিস**—রোষ; **তাকি**—লক্ষ্য করিয়া; **তানে**—টানিল; **বিষম বিসিখ**—পঞ্চবাণ; **উঝারি**—খুলিয়া; **উঘারা**—খুলিবে; **চিতবত**—দেখিয়া; **জরি**—জ্বলিয়া; **ছারা**—ক্ষার (ভস্ম); **ডরপে**—ভয় পাইলেন; **সুখারী**—সুখী;

সোচহি—চিন্তান্বিত হইল; করুনা করোতি—প্রার্থনা করিল; নাথ কর—নাথের; ব্যাপিহি—ব্যাপ্ত হইবে; আএ—আসিয়াছে; (চৌ—১-৪; দো—৮৭)।

चौ— जब जदुबंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥
कृष्न तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥१॥

चौ—रति गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहउँ बखानी॥
देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए॥२॥

चौ— सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता॥
पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥३॥

चौ— बोले कृपासिंधु बृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू।
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी॥४॥

दोहा— सकल सुरन्ह के हृदयँ अस, संकर परम उछाहु।
निज नयनन्हि देखा चहहिं, नाथ तुम्हार बिबाहु॥८८॥

मौलिक शब्दबोध—

चन्द्र अवतंसा—चन्द्रावतंस (शशिभूषण, शिव); बिनवउँ—विनमामि: तोरा—तव; बखानी—व्याख्याय; बिरञ्चि—विरिञ्चि; उछाहु—उत्साह; (चौ—१-४; दो—८८)

চৌ—হবে যদুবংশে যবে কৃষ্ণ অবতার। হরণ হইবে তবে মহামহীভার॥
তব পতি হইবেন কৃষ্ণের তনয়। আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হয়॥১॥

চৌ—রতি চ'লে যায় শুনি মহেশ্বর বাণী। কহিব অপর কথা এখন বাখানি॥
দেবগণ সবে যবে এ সংবাদ পা'ন। ব্রহ্মা আদি দেব সবে বৈকুণ্ঠেতে যা'ন॥২॥

চৌ—বিষ্ণু ও ব্রহ্মারে ল'য়ে সর্ব্ব দেবগণ। কৃপাধাম শিব-পার্শ্বে উপনীত হ'ন॥
সর্ব্বদেব মহেশ্বরে হ'লে স্তুতিপর। চন্দ্রমৌলি শিব তুষ্ট হ'ন সর্ব্বপর॥৩॥

চৌ—কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু অতঃপর ক'ন। বল দেবগণ! হেথা কেন আগমন॥
ব্রহ্মা ক'ন—প্রভু তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী। তথাপি সভক্তি মোরা কহি তোমা স্বামী॥৪॥

শিব বিবাহ প্রস্তাব—শিবের বিবাহ এবে চাহে দেবগণ।
তুলসী বর্ণিবে তাহা করহ শ্রবণ॥

দোহা—হে শঙ্কর! শুন সর্ব্বদেব রাখে হিয়ামাঝে ইচ্ছা অভিনব।
সবে নিজ চোখে দেখিতে চাহিছে তব শুভ বিবাহ উৎসব॥৮৮॥

বাংলা অর্থঃ—হোইহি—হইবে; কৃষ্ণ তনয়—কৃষ্ণের পুত্র (প্রদ্যুম্ন); গবনী—চলিয়া গেলেন; চন্দ্র অবতংসা—শশিভূষণ (শিব); বিনবউঁ—বিনয় করিয়া বলিতেছি; দেখা চহহিঁ—দেখিতে চাহিতেছে; (চৌ—১-৪; দো—৮৮)।

चौ— यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन मद मोचन॥
कामु जारि रतिकहुँ बरु दीन्हा। कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा॥ ॥

चौ— सासति करि पुनि करहिं पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥
पारबतीं तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा॥२॥
चौ— सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी। ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी॥
तब देवन्ह दुंदुभीं बजाईं। बरषि सुमन जय जय सुर साईं॥३॥
चौ— अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए॥
प्रथम गए जहँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥४॥
दोहा— कहा हमार न सुनेहु तब, तब नारद कें उपदेस।
अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेउ कामु महेस॥८६॥

মৌলিক শব্দবোধ :—

পসাঊ—প্রসাদ (করুণা); বরষি—বর্ষিত্বা; (বাংলা পদ্য); সাঈ—স্বামী; সাসতি—শাসন; সুনেহু—শ্রুত; তুরতহি—ত্বরিত; সুভাঊ—স্বভাব; (চৌ—১-৪; দো—৮৬)

চৌ—হে কামারি! বিচারিয়া কর পরিণয়। মোদের নয়ন যাহে সুখে পূর্ণ হয়।
কামে দহি রতিরে যে কর বরদান। কৃপাসিন্ধু! তব ইহা সাধু অবদান॥১॥
চৌ—শাসন করিয়া পুন অনুকম্পাদান। হে নাথ! প্রভুর ইহা স্বভাব মহান্॥
গিরিরাজ সুতা করে তপস্যা অপার। বিবাহ করিয়া তুমি লহ তার ভার॥২॥
চৌ—ব্রহ্মার বিনয় শুনি স্মরি রামবাণী। তাই হৌক—বলি শিব মুখে ল'ন মানি॥
দুন্দুভিনিনাদ করে যত দেবগণ। 'জয় প্রভু' কহি করি পুষ্প বরিষণ॥৩॥
চৌ—সপ্ত ঋষি আসিলেন যথা-অবসর। সবারে পাঠা'ন ব্রহ্মা গিরিরাজ ঘর॥
তাঁহারা প্রথমে গিয়া যথায় ভবানী। কহেন ছলনাময়ী সুমধুর বাণী॥৪॥
দো— মো'সবার কথা মিথ্যা মনে করি নিলে তুমি নারদ-নির্দ্দেশ।
এবে যে অসত্য হ'ল তব পণ কামে ভস্ম করেন মহেশ॥৮৯॥

বাংলা অর্থঃ—করহু—কর; সোই কছু—তেমন কিছু; জারি—জ্বালাইয়া; সাসত করি—শাসন করিয়া; পসাউ—করুণা; সুভাউ—স্বভাব; হোউ—হউক; সুর সাই—সুরস্বামী; ছল সানী—ছলনা মিশ্রিত; ঝূট—মিথ্যা; জারেউ—জ্বালাইলেন; বজাঈ—বাজাইলেন; সুমন—পুষ্প; মহি—মহী; (চৌ—১-৪; দো—৮৯)।

তিন দিন সমাপিয়া মাসপারায়ণে।
চিরঞ্জীবসুত নমে রাঘব-চরণে॥

মাস পারায়ণ—তৃতীয় বিশ্রাম

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

রামচরিতমানস

প্রথম খণ্ড—পরিশিষ্ট

অগস্ত্য, কুম্ভযোনি, ঘটযোনি—(দো—৩ক, চৌ—২) ঋষিবর পুলস্ত্যের পত্নী হবির্ভূর গর্ভে অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভে বা ঘটে উৎপত্তি স্থান যাঁহার তিনি ঘটযোনি বা কুম্ভযোনি। পৌরাণিক উপাখ্যানে বিশিষ্টভাবে ইহার উৎপত্তি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অগ অর্থাৎ পর্ব্বতকে যিনি স্তব্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অগস্ত্য। প্রবাদ আছে পৃথিবীর ভারসাম্য বিধানের জন্য হিমালয় হইতে অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি গমনকালে বিন্ধ্যপর্ব্বত মস্তক অবনমিত করিয়াছিলেন। যাবৎ ফিরিয়া না আসেন তাবৎ কাল অবনমিত থাকিতে ক'ন। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই ফলে বিন্ধ্যপর্ব্বত অবনমিত রহিয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠ ঋষির সম্বন্ধে তুলসীদাস লিখিয়াছেন—একবার শিব স্বয়ং অগস্ত্যাশ্রমে গেলে অগস্ত্য শিবের নিকট বিশেষভাবে রামগুণগান করেন। শিব রামগুণগান শুনিয়া সেখানে সতীসহ কয়েকদিন থাকিয়া অগস্ত্যসহ পরস্পর রামের গুণকীর্ত্তন করেন এবং তাহাতে সতী বিস্মিত হন। মিত্রা ও বরুণের পুত্রেরও অগস্ত্যনামে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি আতাপি ও বাতাপি নামক মহাসুরদ্বয়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রশোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে।

বাল্মীকি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে অগস্ত্যের বিষয়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। রামচন্দ্র বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি সময়ে অগস্ত্যশিষ্য সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইয়া অগস্ত্য-ভ্রাতরি আশ্রম ও তথা হইতে অগস্ত্যাশ্রমে গমন করেন। সেখানে অগস্ত্যকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। রাম যে রাবণ বধের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অগস্ত্যের পূর্ব্ব হইতে তপোবলে জানা ছিল। তিনি তাঁহাকে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পথনির্দ্দেশ করেন এবং বহু দিব্যাস্ত্রাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া রাবণ বধের সহায়ক হন। অগস্ত্য যে মহাতপা ঋষি ছিলেন, তাঁহার প্রভাবে দাক্ষিণাত্য রাক্ষসপ্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিল এবং জনগণ নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতেছিল, একথা বাল্মীকি রামায়ণে লিখিত আছে। দক্ষিণভারতে অগস্ত্যের অসীম প্রভাবের কথা সকল দাক্ষিণাত্যবাসীর নিকট আজও জনপ্রবাদ হইয়া আছে। আজিও দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা ও অন্যান্য যাবতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টারূপে অগস্ত্যের নাম সর্ব্বজনবিদিত। রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের পর দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসংস্কৃতি প্রচারকার্য্যে তিনি জীবনপাত করিয়াছিলেন ইহা দাক্ষিণাত্যের বর্ত্তমান ইতিহাসদৃষ্টেও বুঝিতে পারা যায়।

অগস্ত্য সম্বন্ধে পৌরাণিক কিম্বদন্তী এইরূপ—শিববিবাহে যোগদানকালে পৃথিবীর সকল জীব একত্র হইলে হিমাচল পতনোন্মুখ হয়। বিশ্বকর্ম্মা ভারসাম্য বিধানের জন্য সশিষ্য অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মাকে উপদেশ দেন। তাহাতে নিজদলসহ অগস্ত্য ব্রহ্মার

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। শিববিবাহে যোগদানের ইচ্ছা সত্ত্বেও যোগদান করিতে না পারিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে তাঁহার অনুচরগণ যথা কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধরাদি জাতিগণ সমাজে কদাপি মর্য্যাদালাভ করিতে পারিবে না।

অজামিল—(দো—২৬, চৌ-৪) শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে শুকদেব পরীক্ষিৎকে বিষ্ণুদূত-যমদূত সংবাদ প্রসঙ্গে বলেন যে কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক দাসীপতি ব্রাহ্মণ ছিল। সর্ব্বদা দাসীসংসর্গে তাহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হইয়াছিল। সে সতত অশুচি অবস্থায় পাশক্রীড়া, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদি নিন্দিত কার্য্যদ্বারা জীবিকা অবলম্বন করিয়া কুটুম্বদের ভরণ পোষণ করিত এবং প্রজাদিগকে যাতনা দিত। এইভাবে ৮৮ বৎসর জীবন কাল অতীত হয়। ইহার দশটী পুত্র ছিল। কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। সে পিতা ও মাতার অতি প্রিয় ছিল। অজামিল এই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুতে বদ্ধহৃদয় হইয়া ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিত। এইভাবে হঠাৎ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সে সময় ভীমকায় যমদূতগণ সমাগত দেখিয়া উচ্চৈস্বরে "নারায়ণ" 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যুকালে অজামিলের মুখে হরিনাম শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ উপস্থিত হইল। যমদূতগণ যখন তাহার জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল, বিষ্ণুদূতগণ তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিল। উভয় দূতগণের মধ্যে তর্কের ক্ষেত্র উপস্থিত হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা চলিল—মানুষ কর্ম্মের অধীন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার তাহাকে কর্ম্ম করাইতে বাধ্য করে। কেহ কখনও ক্ষণকালের জন্যও নিষ্কর্ম্মা থাকে না। সেই সকল কর্ম্মজনিত যে অদৃষ্ট তাহাই জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। যে বাসনা অতিশয় বলবতী তদ্দারা জীবের পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহ প্রাপ্তি হয়। প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ এই বিপর্য্যয় হয়। কিন্তু পুরুষ যদি স্বয়ং পরমেশ্বরের উপাসনায় তৎপর হয় তবে অচিরে তাঁহাতে বিলয় পাইতে পারে। এই অজামিল প্রথম বয়সে সদাচারী, ব্রতধারী, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি ছিল। অহঙ্কারশূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধবর্গের সেবা করিত। সকল প্রাণীর সঙ্গে সৌহৃদ্য ছিল। এই সাধু ও পরিমিতভাষী অসূয়াহীন পুরুষ একবার পিতার আজ্ঞা পালনার্থ বনে গমন করে। ফল, পুষ্প সমিধাদি আহরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক শিথিল-বস্ত্রা দাসীতে ক্রীড়াসক্ত এক ভ্রষ্টাচার শূদ্রকে আলিঙ্গিত দেখিয়া কামের বশীভূত হয়। তাহাতে পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় এবং সেই দাসীর প্রতি অনুরাগী হইয়া নিজ ব্রাহ্মণ পত্নীকে ত্যাগ করে এবং যথেচ্ছচারী হইয়া সব ধনসম্পত্তিদ্বারা তাহার পরিবারদের পোষণ করে এবং তাহার জন্য সে পাপজীবন যাপন করিয়াছে প্রায়শ্চিত্তও কিছু করে নাই। অতএব যমদূতের এখানে অধিকার। অতঃপর বিষ্ণুদূত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই ব্রাহ্মণ যেহেতু অবশ হইয়া মোক্ষপ্রদ হরিনাম উচ্চারণ করিয়াছে তাহাদ্বারা ইহার পাপের নিষ্কৃতি হইয়াছে। হরিনাম উচ্চারণই পাপীদের উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। বিষ্ণুনাম কীর্ত্তন করিলে ভগবান্ তাহাকে

আমার বলিয়া ভাবেন। পাপের মূলোৎপাটন করিতে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। অতএব তোমরা ইহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।

অজামিল উভয় দূতগণের মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিলেন; এইভাবে যমদূতের মুখে সগুণ ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিষ্ণুদূতের মুখে নির্গুণ ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া ভগবানে ভক্তিমান্ হইলেন; আপনার অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলে মৃত্যুকালে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া দেবদূতের দর্শনের আশায় আত্মা প্রসন্ন হইলে বলেন— সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধিপ্রবেশ হইয়াছে। দেহাদিতে 'আমার' 'আমি' বলিয়া যে অভিমান আছে তাহা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিত্তকে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনাদিদ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব। ক্ষণকালের সাধুসঙ্গে অজামিলের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি পুত্রাদিস্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মোচন করিয়া গঙ্গাতীরে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন এবং পরব্রহ্মে তাঁহার চিত্ত নিশ্চল হইয়া রহিল। এইরূপে অজামিল নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের নিত্যধামে গমন করিলেন।

অনন্ত—(দো-১২) বাসুকী ও শেষনাগ নামে পরিচিত। পৃথিবীর ভার হরণার্থ ও দানবকুল নাশনার্থ বসুদেব তনু হইতে ইহার জন্ম। ভগবানের পার্ষৎরূপে ইনিও যুগে যুগে মর্ত্তে আগমন করেন। নারায়ণ রামরূপে মর্ত্তে আগমন করিলে লক্ষ্মণও অনন্তের রূপ লইয়া অবতার গ্রহণ করেন।

অশ্বিনীকুমার—(দো—৩২, চৌ-২) অশ্বীনামক সূর্য্যপত্নীর যমজপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দেবচিকিৎসকরূপে খ্যাত। ইহাদের নিকট হইতে ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে দক্ষপ্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অক্ষয়বট—(দো—৪৪, চৌ—৩) এই নামধারী বটবৃক্ষ বিশেষ। প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণীতীরে অবস্থিত। অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তীর্থযাত্রিগণ অদ্যাপি সেই বৃক্ষমূলে জলসেচ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

ইন্দ্র—(দো—৪, চৌ-৫) ইন্দ্র দেবরাজ, আদিত্যপুত্র ও পূর্ব্বদিক্‌পতি বলিয়া শাস্ত্রে বিদিত। তাঁহার স্ত্রীর নাম শচী, বাহন—ঐরাবত, অস্ত্র—বজ্র, পুরী—অমরাবতী, বন—নন্দন, প্রাসাদ—বৈজয়ন্ত, পুত্র—জয়ন্ত ঋষভাদি।

কর্ম্মনাশা—(দো—৫, চৌ—৪) নদীবিশেষ। ঐখানে স্নানে সকল অর্জ্জিত পুণ্যের নাশ হয় বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

কালনেমি—(দো-২৭, চৌ-৪) যুদ্ধকাণ্ডে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইলে রামচন্দ্র বিশেষ শোকাক্রান্ত হইলেন। সুগ্রীবের পরামর্শমত বৈদ্য সুষেন আহূত হইল। সুষেণের পরামর্শমত হনুমানকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধি আনিবার জন্য পাঠান হইল। বিশল্যকরণী ঔষধ আনিতে গমন করিতে দেখিয়া রাবণ কালনেমি রাক্ষসকে হনুমানকে মারিবার জন্য

ষড়যন্ত্র করিতে পরামর্শ দিলেন। হনুমানের মৃত্যুতে লক্ষ্মণের মৃত্যু, লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের মৃত্যু অবধারিত জানিয়া কালনেমি রাবণের কথামত তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া হনুমান্‌কে নিহত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। পবননন্দন হনুমান্ গরুড়ের ন্যায় বেগে গমন করিতে পথে ভরতের সহিত সাক্ষাতে আদ্যোপান্ত রামের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া ঔষধি আনিতে গমন করিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কপটবেশী কালনেমি স্বরচিত মায়া আশ্রমে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কালক্ষেপ করিতে চাহিলেন এবং সরোবরে নামাইয়া কুম্ভীরদ্বারা আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। হনুমান্ কুম্ভীরকে জল হইতে তুলিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিলেন। হনুমান্ ও কালনেমির যুদ্ধে কালনেমির মৃত্যু হয়। হনুমান্‌কর্ত্তৃক আহৃত ঔষধির নস্যদ্বারা লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়।

কালিকা-মহিষাসুর—দশমহাবিদ্যা যথা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা শিবের মায়াশক্তি বলিয়া পৌরাণিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যতমা কালী বা কালিকা। শিবের হিমালয় গৃহের দশদিক্ রক্ষা-কল্পে এই দশটী মায়াশক্তি দ্বাররক্ষাকর্ত্রীরূপে বিরাজ করিতেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-মতে কালী বা দুর্গারূপে ইনি মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। তিনি দেবগণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে বন্দিত হইয়াছেন। দেবাসুর-যুদ্ধে কালিকা মহিষাসুরকে বধ করিয়া-ছিলেন। কালিকা বা চণ্ডীর সহিত যুদ্ধে মহিষাসুর প্রবল ক্রোধের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে বর্ণিত আছে। তুলসীদাস রামনাম ভবভয় নাশ করে বলিয়াছেন। যেমন কালিকা মহিষাসুরকে নাশ করিয়া দেবগণের অসুরভয় নাশ করিয়াছিলেন। ন্যায়দর্শন মুক্তিবাদে রামনামই তারক ব্রহ্ম নাম বলিয়া বর্ণিত আছে। (দো—৪৭, চৌ-১)।

কুবের—(দো-৪, চৌ-৩) মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবসের ঔরসে ইলবিলা নামিকা ভরদ্বাজকন্যার গর্ভে যক্ষপতি বৈশ্রবণ বা কুবের নামক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মেন। তিনি তপশ্চর্য্যাদ্বারা ব্রহ্মা ও দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ধনরক্ষক এবং লোকপালরূপে বরলাভেচ্ছু হন এবং ধনাধি-পত্যের বরলাভ করেন। তিনি রাবণের ভ্রাতা ছিলেন ও লঙ্কাপুরীতে বাস করিতেন। পুষ্পকরথের প্রথম অধিকারী এবং লঙ্কানগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতৃরূপে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

খরদূষণ—(দো—১৪) অরণ্যকাণ্ডে অগস্ত্যাশ্রম অতিক্রম করিয়া রাম প্রভৃতি পঞ্চবটী গমন করিয়া তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই আশ্রমে শূর্পনখা উপস্থিত হইলে রামকে দেখিয়া তাহার কামবিকার হয় এবং রাম অথবা লক্ষ্মণের সহিত বিবাহের প্রস্তাব জানায়। তাহাতে তাঁহারা অসম্মত হইলে সীতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদ করেন। ছিন্ননাসিকা সূর্পনখা নিজ ভ্রাতা খরের নিকট রামাদির বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। খর রাম ও লক্ষ্মণের বিনাশের জন্য চৌদ্দজন রাক্ষস প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সেই রাক্ষসগণ নিহত হয়। সূর্পনখা সে সংবাদ লইয়া খর-সমীপে গমন করিয়া রোদন-পরায়ণা হইলে খর রামবধের প্রতিশ্রুতি সূর্পনখাকে দেন।

রামের উদ্দেশ্যে খরদূষণের রাক্ষসসৈন্যসহ অভিযান দেখিয়া রাম সীতাকে রক্ষণার্থ লক্ষ্মণকে নিযুক্ত করিয়া এবং গুহাতে অবস্থান করিতে বলিয়া নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথমে রাক্ষস সৈন্য ও দূষণ নিহত হইলে খর যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়। তখন সসৈন্য ত্রিশিরা নামক রাক্ষসের সহিত রামের যুদ্ধে তাহারা নিহত হইলে রাম খরের রথ ধ্বংস করিয়া প্রবল যুদ্ধের পর সসৈন্য খর নিহত হয়। অতঃপর সীতা লক্ষ্মণ সহ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। এ সংবাদ সূর্পনখা রাবণ সমীপে লইয়া যান।

গণিকা—(দো-২৬, চৌ-৪) প্রাচীনকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলানাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। সে সঙ্কেতস্থানে নাগরকে লইয়া আসিবার উদ্দেশে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিত। পথে পুরুষ দিগকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ধনী শুল্কপ্রদ মনে করিয়া পরে চলিয়া গেলে মনে করিত ইহার চেয়ে কোন বেশী ধনী এবার আসিয়া অনেকদিতে পারে—এ যায় যাক্, এরূপ দুরাশায় নিদ্রাশূন্য হইয়া সে দ্বারে দাড়াইত। কখন বাহিরে কখন ভিতরে যাতায়াত করিয়া দিন কাটিত। পরে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইত। এইরূপে তাহার দুঃখপ্রদ ধনচিন্তা হইতে পরম বৈরাগ্য উপস্থিত হইল ও চিন্তা করিল—অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান রতি বিশুদ্ধ শান্তিপ্রদ। এই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা ত্যাগ করিয়া অকারণ দুঃখপ্রদ ভয়, শোক ও পীড়াদায়ক তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিয়াছিলাম। যে পুরুষদেহরূপ গৃহের অস্থি-বংশ, পঞ্জর বংশখণ্ড, পদদ্বয়, মুখ, ত্বক্, রোম ও নখ যাহার আচ্ছাদন ও ক্ষরণশীল নয়টী দ্বার আছে, সেই বিষ্ঠাপূর্ণ দেহকে আমি ভিন্ন কোন কামিনী এমন সেবা করে। এখানে আমি একাই মূঢ়বুদ্ধি যেহেতু আত্মশান্তিপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট সুখভোগ ইচ্ছা করিতেছি। আমি আত্মসম্মানদ্বারা ইহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় ইহার সহিত বিহার করিব। আমি সন্তোষ সহকারে শ্রদ্ধা করিয়া যাহা পাইব তাহাতে জীবন ধারণ করিয়া পতিরূপী আত্মার সহিত বিহার করিব। আশাই দুঃখ নিরাশাই পরম সুখ। কেননা কান্তের আশা ত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রা গিয়াছিল। সাংখ্যদর্শন—"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"।

গজেন্দ্র উপাখ্যান—(দো—২৬, চৌ—৪) শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—ত্রিকূটনামে এক সুন্দর সুশোভিত পর্ব্বত নানাপ্রকার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত এবং বহু ফল-পুষ্পদ্বারা শোভমান বৃক্ষ সরোবরাদিসমন্বিত নানাপ্রকার পশুপক্ষীদ্বারা মুখরিত থাকিত। সেকালে উহার কাননবাসী এক গজেন্দ্র স্ত্রীগজগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সরোবরের জলদ্বারা ইচ্ছামত করিণীগণের স্নানাদি করাইয়া জলপানের ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহাতে অন্যের যে কষ্ট হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না। ঐ সরোবরে এক কুম্ভীর ছিল। ঐ কুম্ভীর দৈবপ্রেরিত হইয়া উহার চরণ আক্রমণ করিল। হস্তীও কুম্ভীরকে আকর্ষণ করিতে লাগিল অন্যান্য হস্তিনী সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও হস্তীকে তাহারা রক্ষা করিতে পারিল না। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিল কাহারও মৃত্যু হইল না ক্রমে হস্তীই বলহীন হইতে লাগিল এবং পরিজন-

হস্তিনীবর্গের শক্তির উপর সে নির্ভর করিতে পারিল না। তখন চিন্তা করিল যে পরম পুরুষ ব্রহ্মাদি একমাত্র আশ্রয়, আমি তাঁহার স্মরণ করি। এই কথা মনে করিয়া ভগবানের স্মরণ লইয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে বুঝিয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ধ্যান করিয়া তাঁহার কাছে নানাপ্রকারে বিনতি ও প্রণাম জানাইল। নানাপ্রকারে ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন ও জয়গান করিয়া সে তাঁহার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করিল। সে নিজ গজ-জন্ম না চাহিয়া কেবল তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও অনন্ত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে পর-তত্ত্বের স্তবে রত হইল। তখন নারায়ণ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। নারায়ণকে দর্শন করিয়া শুণ্ডদ্বারা পদ্ম তুলিয়া কহিল—হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। গজেন্দ্রকে পীড়িত দেখিয়া ভগবান্ সরোবর হইতে গজেন্দ্রকে কুম্ভীরের সহিত উত্তোলন করিলেন অনন্তর চক্রদ্বারা কুম্ভীরের মুখ ছেদন করিয়া দেবগণের সম্মুখে গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

এই গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিলেন। বিষ্ণুব্রতই ছিল তাঁহার সাধনা। মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি নারায়ণকে ধ্যান করিতেছেন এমন সময় অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণ সহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার পূজা না করিয়া মৌনী রহিলেন। তাহাতে তিনি কুপিত হইয়া অভিশাপ দিলেন যে যেহেতু তাঁহার অবমাননা করিয়া তাঁহার জড়বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন সেইহেতু তিনি গজরূপে অজ্ঞানে নিমগ্ন হউন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈবই এই ঘটনার মূল চিন্তা করিতে করিতে গজজন্ম প্রাপ্ত হইলেন। গজ-জন্মেও পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হন নাই। পদ্মনাভ গরুড়বাহন ভগবান্ গজেন্দ্রকে এইরূপে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে আপন পার্ষদ করিলেন।

গৃধ্র—(দো-২৪) জটায়ু নামক গৃধ্র পক্ষীরাজ পর্ব্বতে বাস করিতেন। রাবণ আকাশপথে সীতাকে লইয়া যাইবার সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে সীতার ক্রন্দনশব্দ শুনিলেন। রাবণকে সীতা হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলেন—রাম তোমার রাজ্যে কোন অত্যাচার করেন নাই। জন-স্থানবাসী অত্যাচারী খরের নিধন করিয়াছেন। অতঃপর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া জটায়ুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জটায়ু প্রথমে জয়লাভ করিলেও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে রাবণ তাহাকে ছিন্নপক্ষ করিয়া ধরণীতে পাতিত করিল। তখন রাবণ বৈদেহীকে লইয়া চলিবার পথে বৈদেহীর নূপুর চরণভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতে পতিত হয়। সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত রাম ও লক্ষ্মণ ছিন্নপক্ষ জটায়ুকে দেখিতে পাইয়া রাক্ষস-ভ্রমে তাহার সংহারে উদ্যত হইলে রামের নিকট জটায়ু সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলেন। জটায়ুকে দেখিয়া রাম দুঃখ করেন। জটায়ু যথাযথ সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলেন, সীতার নূপুর প্রদান করেন এবং সীতার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে আশ্বাস দিয়া ও রাবণের পরিচয় দিয়া সীতাহরণ-কারী যে রাবণ এই কথা বলিয়া জটায়ু প্রাণত্যাগ করেন।

চিত্রকেতু—(দো-৭৯, চৌ-১) শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চিত্রকেতুর উপাখ্যান আছে। শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে বিখ্যাত সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাঁহার বহু ভার্য্যা ছিল কিন্তু তাঁহার একটীও পুত্র হয় নাই। এক সময় অঙ্গিরা ঋষি সমগ্র লোক ভ্রমণকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সকল ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও নিঃসন্তানজনিত দুঃখের কথা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর অঙ্গিরা চিত্রকেতুর প্রার্থনায় একটী পুত্রেষ্টি যাগ করেন যার ফলে যজ্ঞশেষ ভোজন করিলে কৃতদ্যুতি নাম্নী জ্যেষ্ঠা মহিষী চিত্রকেতু সংসর্গে এক পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গিরা বিদায়কালে বলিয়া যান এই পুত্র তোমাকে সুখ ও দুঃখ উভয় প্রদান করিবে। পুত্র জন্মিবার পর রাজার কৃতদ্যুতির প্রতি অনুরাগের মাত্রাধিক্য দেখিয়া সপত্নীগণ পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। তাহাতে কৃতদ্যুতি বিশেষ শোকাতুরা হইয়া রোদন-পরায়ণা হইলে রাজাও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বিপন্ন অবস্থায় অচেতন থাকিবার কালে অঙ্গিরা নারদ সহ সেখানে আসেন এবং আত্মজ্ঞানমূলক সান্ত্বনা দিতে থাকেন। বহুপ্রকার সান্ত্বনা-বাক্যে চিত্রকেতু সান্ত্বনালাভ করিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর তাঁহারা স্ব-পরিচয় প্রদান করিয়া বলেন—তুমি শ্রীহরিপরায়ণ। তোমার শোকমগ্ন হওয়া উচিত নয়। স্ত্রী, গৃহ, ধন ও ঐশ্বর্য্যমাত্রই সন্তাপদায়ক—স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথ সম মিথ্যা। অতএব আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া এই সকল বস্তুতে ধ্রুববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। যাহাতে পরম শ্রেয়ঃ পাওয়া যায় তাহা মনে মনে ধারণ কর। অনন্তর দেবর্ষি নারদ শোকপরায়ণ রাজা ও তাঁহার বন্ধুগণের নিকট মৃত রাজপুত্রকে প্রত্যক্ষ করাইয়া তাহাকে বিষয় ভোগ করিতে এবং নৃপাসনে আসীন হইতে বলেন। তখন জীবাত্মা উত্তর দেন—আমি কর্ম্মফলে দেব, পশু ও মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। কর্ম্ম-ক্রমে সকলেই পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, নাশক, রক্ষক, বিদ্বেষ্টা, শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন হইয়া থাকে। অতএব পুত্র বলিয়া শোকার্ত্ত না হইয়া শত্রু বলিয়া মৃত্যুতে আনন্দিত হউন না কেন। স্বর্ণাদি পণ্য যেমন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় সেইরূপ জীবও নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। জীবাত্মার কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে স্নেহশৃঙ্খল ছেদনপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর নারদ সেই বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুকে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন।

জলধি—(অমৃত-বিষ-বারুণী-রাহু) (দো—৫, চৌ-৩) তুলসীদাস এক জলধিজলে অমৃত, গরল ও বারুণী এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তি হয় লিখিয়াছেন। সমুদ্রে যে অমৃত, গরল ও মোহকরী বারুণীর উৎপত্তি হয় তাহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধে তাহার সুদীর্ঘ উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট বলিতেছেন—ভগবান্ জলগর্ভে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে ঘূর্ণ্যমান মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবতা-দিগকে অমৃত পরিবেশন করেন। সেই প্রসঙ্গে বহু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাতে ভগবানের মহিমা প্রকটিত হইয়াছিল। হরির পরাক্রমের সীমা নাই। যখন অসুরগণ

শাণিত অস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু দেবতার প্রাণ নাশ করেন আবার ইন্দ্র প্রভৃতির সহিত লোকত্রয় দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীভ্রষ্ট হয় তাহাতে যজ্ঞকার্য্য বন্ধ হইয়া পড়ে, তখন দেবগণ বিথর্য্যস্ত হইলে ইন্দ্র বরুণাদি সুমেরু শৃঙ্গে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হন এবং ভগবানের নিকট সকল কথা নিবেদন করিয়া স্তুতিপর হন। তিনি আদ্য, অনন্ত, বিকাররহিত ও সর্ব্বান্তর্যামী, উপাধি বিহীন, অচিন্ত্য ও বাক্যের অবিষয়, অবিদ্যা ও বিদ্যার সহিত সংস্থষ্ট নহেন—ইত্যাদি কহিয়া প্রণাম করিয়া বলেন—ঋষি ও দেবশরীর সত্ত্বগুণদ্বারা সৃষ্ট, দৈত্যদানব রজঃদ্বারা ও রাক্ষস তমোগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সকলেই তাঁহার মধ্যে থাকিলেও কেহ তাঁহার মতি বুঝিতে পারে না। তবে ভগবান্ অনন্ত-শক্তিপর তাঁহার স্বভাব ও কর্ম্ম তর্কদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। তিনি নির্গুণ ও অথচ সগুণ। তাঁহাকে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি তাহাকে দেখিতে পান। তাঁহাতে আশ্রিত স্বাধীন মায়া-দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার অভ্যন্তরে থাকেন। এই ভাবে তাঁহাকে স্তুতি করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সমুদ্র মন্থনাদিদ্বারা ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মাদি সুরগণ ও গন্ধর্ব্বগণকে বলিলেন—দানবগণ শুক্রাচার্য্যের আনুকূল্য লাভ করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। দেবগণের নিজেদের উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সন্ধি করা প্রয়োজন। দৈত্য ও দানবের সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্র অমৃত উৎপাদন করিয়া তাহা পান করা প্রয়োজন। অতঃপর ক্ষীরোদসাগরে ঔষধি তৃণ লতাদি নিক্ষেপ করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড, বাসুকিকে রজ্জু ও আমাকে সহায় করিয়া অনলসভাবে সাগরমন্থন করিলে দৈত্যদের ক্লেশ ও তোমাদের শুভ হইবে। সাগর হইতে যে কালকূটবিষ উঠিবে তাহাতে ভীত হইবে না। অন্যান্য সামগ্রীর ইচ্ছামত প্রাপ্তি না হইলেও ক্রোধ করিবে না। সাগরমন্থনে উদ্ভূত অমৃত সকলকে দিবার আশ্বাসে সকলকে এই কার্য্যে রত করালেন। মন্থনে সর্ব্বপ্রথমে হলাহল নামক তীব্র বিষ উত্থিত হইল। প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ শিব এই বিষ পান করিলেন তাহাতে তাঁহার গণ্ডস্থল নীলবর্ণ হইল। বিষপানের সময় যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল তাহাই সর্প বৃশ্চিকাদি ও ডাঁশ ও বিষৌষধি এই পৃথিবীতে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিষপানের পরে দেব ও দানবগণ অত্যুৎসাহে সাগর মন্থন করিতে লাগিল তাহাতে কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা, অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, কৌস্তুভমণি, কল্পবৃক্ষ ও অপ্সরা সকল উদ্ভূত হইল অবশেষে শ্রীহরিপরায়ণা লক্ষ্মীও জলতল হইতে উত্থিত হইলেন। এই লক্ষ্মী নিত্য আশ্রয়ের সন্ধানে কোন যোগ্য আধার পাইলেন না। অগত্যা নিত্য সত্ত্বগুণশালী মুকুন্দকে বররূপে গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি ও প্রজাগণ বিষ্ণুকে স্তব করিয়া লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষে কোন না কোন সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি দৈত্য ও দানবদিগকে উপেক্ষা করাতে তাহাদের বল, উদ্যোগ ও লজ্জা নষ্ট হইল। তাহারা লোভী হইল। অতঃপর সমুদ্রমধ্য হইতে বারুণীনামে মোহকরী কমললোচনা কন্যা উত্থিত হইল। শ্রীহরির অনুমতিক্রমে অসুরেরা তাহাকে গ্রহণ করিল। অতঃপর কশ্যপাত্মজেরা অমৃতের অভিলাষ করিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে অমৃতপূর্ণ কলস লইয়া ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইলেন।

তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পারদর্শী। যজ্ঞভাগভোজী অসুরগণ সেই কলস হরণ করিয়া লইলে দেবগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্ নিজ মায়াদ্বারা দেবাসুরগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অমৃতপাত্র সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে প্রস্তুত হইলে সকলে তাহা মানিয়া লইলেন। দেব ও অসুরের পৃথক্ পঙ্‌ক্তি রচনা করিয়া উভয় দলকে উপবেশন করাইয়া ইচ্ছামত দেবতাদিগকে পান করাইতে লাগিলেন। মোহিনীমূর্ত্তির সহিত প্রণয়ভঙ্গের ভয়ে দৈত্যগণ আপত্তি করিল না। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সুধা পান করিতে লাগিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র তাহা দেখাইয়া দিলেন। অমৃতপানকালে শ্রীহরি ক্ষুরধার অস্ত্রে রাহুর শিরশ্ছেদ করিলেন। অমৃতস্পৃষ্ট হেতু মস্তক অমর হইল দেহ পড়িয়া রহিল। চন্দ্রসূর্য্যাদির ন্যায় রাহু গ্রহ হইল। তবে বৈরবুদ্ধিতে পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্যের প্রতি রাহু ধাবমান হয় বলিয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ হয়। দেবতা ও অসুর উভয়ের দেশ, কাল, হেতু (মন্দরপর্ব্বত) অর্থ্য, (সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লতা প্রভৃতি) কর্ম্ম ও বুদ্ধি একই ছিল কিন্তু ফল ভিন্ন হইল। দেবগণ ভগবানের আশ্রিত বলিয়া অমৃতরূপ ফল লাভ করিলেন। অসুরেরা তাহা নহে বলিয়া সুধাপানে বঞ্চিত হইল। মনুষ্যগণ ঈশ্বর হইতে নিজেকে ভিন্ন ভাবিয়া প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যে কোন কর্ম্ম করে ভেদবুদ্ধির আশ্রয়হেতু মূলত্যাগ করিয়া শাখা সেচনের ন্যায় সে সমুদায়ই ব্যর্থ হয়। অসুরবৎ সুখদুঃখের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু মানুষ যদি এক তত্ত্ব ভাবিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেই সকল অনুষ্ঠান করে তদ্দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে সমুদয় শাখা-প্রশাখায়ও সেক করা হয়। ভগবদ্‌চরণে অর্পিত ব্যক্তির সকল কর্ম্ম শুভপ্রদ হইয়া থাকে। তুলসীদাস অতি সংক্ষেপে এই মাত্র কয়টী ছন্দে সদসৎ প্রগতি আলোচনাতে—কি গ্রহণযোগ্য কি বা বর্জ্জনীয়, তাহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন সকল কর্ম্ম সীতারামময় ভাবিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াই কর্ম্ম কল্যাণকর হয়। অমৃত-বারুণী-বিষ রূপককে তুলসীদাস এক বাস্তবরূপ প্রদান করিয়াছেন

তাপসগৃহিনী—(দো-২৪, চৌ-২) রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র সহ জনকপুরীতে যাইবার সময়ে মিথিলায় নিকটস্থ বনে একটী আশ্রম দেখিয়া সেই বনের নির্জ্জনতার কারণ রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই বন কিভাবে গৌতমের কোপে জনশূন্য হইয়াছে তাহা বর্ণনা কালে বলিলেন যে, গৌতমের সহিত অহল্যা সেই বনে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। মুনির অনুপস্থিতি কালে দেবরাজ মুনিবেশ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে অহল্যার নিকট কামাতুর হইয়া গমন করেন। গৌতম তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাপ দেন এবং অহল্যাকেও অদৃশ্যা হইয়া সেখানে থাকিতে বলেন যাবৎ রামচন্দ্র নিজে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শপূত করেন। রামলক্ষ্মণ তখন অহল্যার পাদবন্দনা করিলেন। অহল্যার তপস্যাতে ও রামের পাদস্পর্শে অহল্যার পাষাণরূপের মুক্তি হয়।

ত্রিবেণী—প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

ধূমকেতু—সপুচ্ছ দুষ্ট গ্রহ বিশেষ। আকাশে যাহার উদয়ে মর্ত্তে অকল্যাণ লক্ষণ দেখা যায়।

ধ্রুব—(দো-২৬, চৌ-৩) ব্রহ্মার অংশ হইতে মনুর জন্ম। মনু শতরূপার পতি। তাহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র জন্মে। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি পতির অধিকতর প্রিয়া ছিলেন। সুনীতির পুত্র উত্তম। একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন। তখন ধ্রুবেরও পিতার ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা হয় কিন্তু রাজা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন না এমন কি বাক্যদ্বারা সমাদর করিলেন না। অতঃপর সুরুচি ধ্রুবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তাহার রাজাসনে অধিকার নাই। তাহাকে রাজাসনে অধিকারলাভ করিতে হইলে ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার গর্ভে জন্মাইতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের নিকট ধ্রুবসম্বন্ধে বর্ণনা কালে পরিচয় দিলেন যে উক্তরূপে ধ্রুব মাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া সুনীতির ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। সুনীতি ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে ঈশ্বরের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া রাজসিংহাসনে বসিবার সাধনা করিতে হইবে—বলিলেন। অতঃপর মন সংযত করিয়া মাতার পরামর্শমত ধ্রুব পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এই সংবাদে নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া এই কঠিন কার্য্য বালকের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে এই নিষ্ফল উদ্যম ত্যাগ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু ধ্রুব নিবৃত্ত হইলেন না। তখন নারদ প্রীত হইয়া বালককে বাসুদেবের ভজনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বলিলেন এবং যমুনার তীরে মধুবনে সংযত মনে হরির ধ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর উত্তানপাদ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং রাজ্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া নারদের উপদেশমত ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্রুব তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিলেন। হৃদয়মধ্যে ভগবানের যে রূপ দেখিতে পাইলেন বাহিরেও সেইরূপ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া হরির গুণবর্ণনায় অভিলাষী হইলেন। ভক্তিযোগে প্রেমবান্ হইয়া ভগবানের স্তবে রত হইয়া সর্ব্ববিশ্বব্যাপী ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। জীব যেমন সংসার-বদ্ধ, ভগবান্ অন্যপক্ষে নিত্যমুক্ত—এই দুই রূপে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ বুঝিয়া ভগবান্ শুদ্ধ—জীব মলিন, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ—জীব অজ্ঞ, ভগবান্ আত্মা—জীব জড়, ভগবান্ নির্বিকার—জীব বিকারী, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যশালী—জীব ঐশ্বর্য্যহীন ইত্যাদি ঈশ্বর হইতে জীবের ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ধ্রুবের স্তবে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবলোকে তাঁহার ভাবী স্থান নিরূপণ করিয়া বলিলেন—তোমার পিতা ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করিলে তুমি রাজ্য শাসনের ভার প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ ধ্রুবকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তাহাকে আপনার পরম পদ প্রদান করিলেন। অতঃপর ধ্রুব তপস্যায় সফল হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন জানিয়া রাজা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া ধ্রুব ও উত্তমকে লইয়া পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার জন্য উৎকৃষ্ট ভবন নির্দ্দেশ করিলেন। ধ্রুব সেখানে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজা বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া বার্দ্ধক্যে বনগমন করিলে ধ্রুব রাজা হইলেন।

ধ্রুব রাজা হইয়া বিবাহ করেন। দুই স্ত্রী তাহার ছিল—ভ্রমি ও ইলা। ইলার গর্ভে তাহার এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। উত্তম বিবাহ করেন নাই। তিনি একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য মধ্যে যক্ষগণকর্ত্তৃক নিহত হন। যক্ষগণের সহিত ধ্রুবের প্রবল যুদ্ধ জানিয়া মুনিগণ ধ্রুবের নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট তাঁহাদের শত্রুকুলের ধ্বংস কামনা করিলেন। ঋষিগণের কথায় আসন্ন নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগে শত্রুধ্বংসের ক্ষেত্র হইল। ধ্রুবের নিরপরাধ গুহ্যকগণের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র নিক্ষেপ দেখিয়া পিতামহ মনুর দয়া হইল। মনু তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বিশেষতঃ সাধুপুরুষদের ব্রত শিক্ষা করিয়া একার্য্য তাঁহার পক্ষে অনুচিত বুঝাইলেন। তত্ত্ব চিন্তা করিলে তোমার ভ্রাতা কেহ নাই, কেহ তাহাকে বধও করে নাই। কালশক্তিতে গুণের বিক্ষোভ জন্ম-মৃত্যুর মূল কারণ। কেহ কাহাকেও বধ করে না। ঈশ্বরের স্বপক্ষ-বিপক্ষ নাই। তিনি মৃত্যুরূপী আবার সর্ব্বজীবে প্রবেশও করিতেছেন। কুবেরানুচরগণ তোমার ভ্রাতৃহন্তা নহেন, সৃষ্টি-সংহার বিষয়ে ঈশ্বরই কারণ। ভগবান্ সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাকে ভক্তি করিলে 'আমি' ও 'আমার' এই অজ্ঞান-গ্রন্থিভেদ হয়। তাঁহাকে প্রণয়-বচন ও প্রণামদ্বারা প্রসন্ন করিলেই মঙ্গল হইবে। কুবের এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া কোন বিষয়ের বাসনা থাকিলে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন মহাভাগবত ধ্রুব বলিলেন—হে দেব! আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। অতঃপর তিনি সকলের আত্মস্বরূপ সর্ব্বোপাধিক ভগবানে একান্ত ভক্তি করিয়া আপনার আত্মাতেও যাবতীয় প্রাণীতে সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলেন। এইভাবে ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয়, যজ্ঞদ্বারা পাপনাশ করিয়া তিনি পৃথিবী শাসন করিয়া স্বপুত্রকে রাজসিংহাসন দান করিলেন।

অতঃপর তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে অজ্ঞতাজনিত স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আত্মাতে মায়া-বিরচিত বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হইলেন। দেহ, পুত্র, কলত্র, মিত্র, সামর্থ্য, ধনাগার অন্তঃপুর প্রভৃতি সকলি মায়া বিরচিত ভাবিয়া বদরিকাশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ধ্যান করিতে করিতে আমি ধ্যানকারী অন্যে আমার ধ্যেয় এইরূপ ভেদশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। দেহাভিমান নষ্ট হইল আর নিজেকে ধ্রুব বলিয়া স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। এইভাবে ধ্রুব বিষ্ণুপদে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোকের নির্ম্মল জ্যোতিষ্করূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

নররূপ হরি—(সো-৫, ৩পৃঃ) রামশৈলের উপর অবস্থানকারী অনন্তানন্দের শিষ্য শ্রীনরহর্য্যানন্দ তুলসীদাসের প্রথম গুরু। নরহরিকে নররূপ হরি বলিয়া তুলসী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন।নরহরি তুলসীদাসকে রামমন্ত্রে দীক্ষাদান করেন।

নারদ—(৩ক দো, ৭ পৃঃ) শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাসের নিকট নারদ আপন জীবনী বর্ণনা করিয়াছিলেন! ব্যাস যখন সরস্বতী নদীতটে নিজের আশ্রমে বসিয়া বহুশাস্ত্রালোচনায় পরেও আত্মতৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া

চিন্তান্বিত ছিলেন তখন নারদ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—সমগ্র মহাভারত প্রণয়ন করিয়া বহু জ্ঞানলাভের পর শোক করিবার কারণ কি? ব্যাস নারদকে বলিলেন—আপনি ব্রহ্মার মানসপুত্র আপনার জ্ঞান অগাধ অতএব আপনাকেই এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিতেছি। তখন নারদ উত্তরে বলিলেন—তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ সবিস্তারে বর্ণনা কর নাই। ভগবানের যশ বর্ণনা না করিয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার পরিতোষ হয় না। তদুত্তরে ব্যাস তাঁহাকে বলেন—তুমি হরির অংশরূপে জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ অতএব তুমি তাঁহার পরাক্রম বর্ণনা কর। তখন নারদ উত্তর করিলেন—আমি কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের এক দাসী গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকালে আমি তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তাঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতাম ও হরিগুণগান শ্রবণ করিতাম, ক্রমশঃ আমার নারায়ণে অনুরাগ জন্মিল, রজঃ ও তমোগুণ নাশ পাইল এবং বিনয় ও শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। অতঃপর ভগবান্ স্বয়ং আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন। তাহাতে আমি বাসু-দেবের মায়া জানিতে পারি। এই কর্ম্মভূমিতে ভক্তিযোগ ও জ্ঞান ভগবৎ তুষ্টির জন্য আচরিত কর্ম্মের অধীন। ভগবানের সন্তোষ সাধন করিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মে। ভক্তি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমি ভগবানের এই উপদেশ পালন করিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে জ্ঞান ও প্রীতি প্রদান করেন। তুমিও এইভাবে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের যশঃ কীর্ত্তন কর। ইহাতেই পণ্ডিতগণের জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি।

নারদের প্রতি দক্ষের অভিশাপ—(দো-৭৯, চৌ-১) শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—দক্ষপ্রজাপতি বিষ্ণুমায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া পাঞ্চজনী অসিক্নীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। পিতা তাহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে কহিলে তাহারা নারায়ণতীর্থে গমন করে। সেই সরের জলস্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের মনের মল দূরীভূত হইয়া পারমহংস্য ধর্ম্মে বুদ্ধি উদিত হইল। তাহারা প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নারদ তাহাদিগকে কহিলেন—যে জীবতত্ত্ব না জানিয়া প্রজাসৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে? ঈশ্বরকে না জানিয়া এবং তাহাতে চিত্ত সমর্পণ না করিয়া বৃথা কর্ম্মে কি ফল? কালচক্র জগৎকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা না জানিয়া অসৎ কাম্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানে কি ফল হইবে? অতঃপর তাহারা দেবর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অনি-বর্ত্তনীয় পথে প্রস্থান করেন। কিছুদিন পরে দক্ষের পুত্রগণ নারদের কথামত বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রজাপতি দক্ষ শোকসন্তপ্ত হইলেন। পুনঃ পাঞ্চজনীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেন। তাহারা অগ্রজগণের ন্যায় নারায়ণ সরোবরে গমন করিয়া স্নান করিলে তাঁহাদের পাপ দূরীভূত এবং চিত্ত সংশোধিত হইল। এবারও নারদ তাহাদিগকে অগ্রজগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বলেন। তাঁহারাও ঐরূপ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। নারদ এই পুত্রগণের বিনাশসাধন করিয়াছেন শুনিয়া প্রজাপতি নারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন—যে আমার স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত পুত্রগণকে ভিক্ষুকমার্গের

উপদেশ দিয়া অসাধুর কর্ম্ম করিয়াছ। আমার পুত্রগণ দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় নাই। তুমি বালকগণের বুদ্ধিভ্রংশের কারণ। তোমা হইতে লোকের সৌহৃত্ব বিনষ্ট হয়। তোমার মতে বিষয়নিবৃত্তি হইলে স্নেহপাশ ছিন্ন হয় কিন্তু বৈরাগ্য না হইলে স্নেহপাশ ছিন্ন হয় না। লোকের কথায়ও বৈরাগ্য হয় না। অনুভবদ্বারা বিষয়ের দুঃখজনকত্ব বুঝিলে আপনা হইতে বৈরাগ্য হয়। আমার প্রতি এই অপকারজন্য তুমি ত্রিলোক ভ্রমণ করিবে বটে কিন্তু তোমার কোথাও স্থান হইবে না। শুকদেব বলিলেন—নারদ 'তাহাই হোক' বলিয়া প্রজাপতির শাপ স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্ষমতাশীল ব্যক্তির ক্ষমাই সাধুতা।

তুলসীরামায়ণে সপ্তঋষি নারদের অপযশ ব্যাখ্যায় পার্ব্বতীকে বলেন যে নারদ দক্ষের পুত্রগণের সংসার নাশের কারণ সুতরাং নারদের কথামত পার্বতীর শিবকে পতিরূপে নির্ব্বাচন দুঃখের কারণ হইবে এই বলিয়া পার্ব্বতীকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন যদিও পার্ব্বতী তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু—(দো—২৬, চৌ-৪) শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠিরের নারদের প্রতি প্রশ্ন ছিল—সমদর্শী ভগবান্ অসমদর্শীর ন্যায় দৈত্যগণের সংহার করিলেন কেন? যিনি নির্গুণ, তাঁহার সুরগণের বা প্রয়োজন কি? এই প্রসঙ্গে নারদ প্রহ্লাদচরিত্র বর্ণনা দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

"সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির; আত্মার নহে। হে রাজন্ এক কালে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সত্বগুণ নিজবৃদ্ধিকালে দেবতা ও ঋষিদেহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বৃদ্ধি সাধন করে; রজোগুণ নিজবৃদ্ধি সময়ে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ কালের অনুগামী হইয়া নিজবৃদ্ধি সময়ে রাক্ষসদিগকে ভজনা করে। পরমেশ্বরের বিভিন্ন শরীরে ক্রীড়া করার ইচ্ছা হইলে কালবিশেষে ঈশ্বর সত্বগুণপ্রধান দেবগণকে বর্দ্ধিত করিয়া অসুরের বিনাশসাধন করেন আবার রজোগুণপ্রধান অসুরের পুষ্টি করিয়া রাক্ষসেরও নিধন করেন, কখন বা তমোগুণপ্রধান রাক্ষসেরও পুষ্টি করেন। দেহাভিমান হেতু প্রাণীদের আমি ও আমার এইরূপ বৈষম্য। আর এই বৈষম্যজন্য পীড়ন, তাড়ন ও নিন্দার সৃষ্টি। দেহ লইয়া অভিমান, দেহের বিনাশে প্রাণিগণের নাশ কিন্তু ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও সকলের আত্মা তাঁহার অভিমান নাই। জীবের হিতার্থে দণ্ডবিধান করা তাঁহার কাজ। অতএব শত্রুভাবে, ভক্তিভাবে, ভয়ে, স্নেহে বা সকামভাবে তাঁহাকে অনুধ্যান করিলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।"

অতঃপর বিষ্ণুভৃত্যগণের শাপগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে নারদ বলেন—একদা ব্রহ্মার তনয় সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর দর্শনার্থী হইলে জয় ও বিজয় নামক দুই দ্বারপাল তাঁহাদিগকে চিনিতে না পারাতে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। তাহাতে ঋষিগণকর্তৃক তাহারা অসুর যোনিতে জন্মলাভের অভিশাপগ্রস্ত হয়। পরে

দয়ালু ঋষিগণ তিন জন্মের পরে তাহাদের বিষ্ণুলোকে স্থান হইবে এ বরও দেন। তাহারা পরে দিতির দুই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠের নাম হিরণ্যকশিপু এবং কনিষ্ঠের নাম হিরণ্যাক্ষ। শ্রীহরি নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে এবং বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু স্বীয় পুত্র হরিভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া তাহাকে মৃত্যুজনক যন্ত্রণা দেয়। সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ শান্ত ও সমদর্শী প্রহ্লাদকে ভগবানের তেজ আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল যার জন্য কোন উপায়ে হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বধ করিতে পারিল না। তৎপরে ঐ দুইজন বিশ্বশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রাক্ষস হইয়াছিল। তাহারা সকল লোকের পীড়াকর হয়। ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাপমোচনার্থ তাহাদিগকে নিহত করেন। বিষ্ণুর দ্বারপাল দুইজন বৈরভাবে বহুদিন কৃষ্ণকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করার জন্য তাহারা ভগবানের সাযুজ্যলাভ করিয়া হরিসন্নিধানে গমন করে।

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একাগ্রচিত্ততা এবং প্রহ্লাদের প্রতি পিতার বিদ্বেষবর্ণনা প্রসঙ্গে নারদ বলেন—ভগবান্ বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলে ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু শোকসন্তপ্ত হন এবং হরির বিনাশ করিয়া দেবগণকে নষ্ট করিতে চান। হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ নানাপ্রকারে লোকসকলের অত্যাচার করিতে থাকিলে যজ্ঞভাগের অভাবহেতু অলক্ষিত শরীরে তাঁহারা ভূতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে হিরণ্যকশিপুর ইচ্ছা হইল সে অজেয়, অজর ও প্রতিপক্ষহীন হইয়া অদ্বিতীয় রাজা হইবেন যার জন্য কঠোর তপে রত হন। দেবতারা স্বস্থানে ফিরিলেন অতঃপর তিনি সকল লোককে পীড়ন আরম্ভ করেন। পীড়নে কাতর হইয়া দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া হরির শরণাপন্ন হন। হিরণ্যকশিপুর তপে সন্তপ্ত হইয়া তাহারা স্বর্গে যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ভক্তগণের সম্পূর্ণ বিনাশ না হয় তাহার উপায় স্থির করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ভগবান্ স্থানভ্রষ্ট হইলে সাধু-গো-ব্রাহ্মণ সকলের বিশেষ কষ্ট হইবে। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মাদি মুনিবৃন্দদ্বারা পরিবৃত হইয়া হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গমন করেন এবং তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন কহিয়া বর দিতে সম্মত হন। ইহাতে আনন্দিত হইয়া এই বর চান যেন ভগবানের সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে তাহার মৃত্যু না আসে। হরির নিকট এই বরলাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ করিল। অতঃপর বিশ্বজয়ী হইয়া লোকপালগণের তেজ ও স্থান হরণ করে। তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ভগবান্ অভয়দান করেন ও বলেন—হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে বলবান্ হইয়াছে বটে তথাপি যখন সে নির্ব্বৈর, প্রশান্ত ও মহাত্মা প্রহ্লাদের প্রতি দ্বেষাচরণ করিবে তখন আমি তাহাকে বধ করিব। হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ গোবিন্দে অর্পিতচিত্ত হইয়া সর্ব্ব আত্মার, সকল প্রাণীর প্রিয় ছিলেন, মান্যজনে প্রণত হইতেন এবং দীনজনে বাৎসল্যপরায়ণ ছিলেন সেই মহাভাগবৎ পুত্রের প্রতি হিরণ্যকশিপু দ্রোহাচরণ করিতে লাগিল এবং শেষে

বধ করিতে প্রস্তুত হইল এবং অনুচরগণকে বধের জন্য আদেশ দিল। দৈত্যগণের চেষ্টা বিফল হইল এমন কি বিষদান করিয়াও তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইল না। বালক প্রহ্লাদ পিতার আদেশমত গুরু-সমীপে শিক্ষালাভ করিলেও ঐ শিক্ষা তাহার মনঃপূত হয় নাই বরং সহপাঠী বালকদিগকে সুবিধামত ভগবান্ বিষ্ণুর চরণে আরাধনা করার উপদেশ দিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় সংযম ও অনাসক্তি বিষয়ে আলাপ আলোচনায় রত থাকিতেন এবং দৈত্যগণকে দৈত্যসংসর্গ ত্যাগ করিয়া নারায়ণের শরণাগত হইতে কহিতেন এবং অসুরভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও মিত্রতাপর হইতে কহিতেন এবং নিরন্তর নাম সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিতেন এবং নিষ্কাম হইয়া হরিভজনা করিতে বলিতেন। আরো বলিতেন নির্ম্মল ভক্তিতে হরি প্রীত হন এবং ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বিড়ম্বনা ইত্যাদি আলোচনাতে কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজনায় উপদেশ দিতেন। দৈত্য বালকেরা প্রহ্লাদের আদেশ উত্তমরূপে গ্রহণ করিত।

অতঃপর একদিন হিরণ্যকশিপু তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। দম্ভের সহিত প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই বলিস সর্ব্বত্র ঈশ্বর তবে এই স্তম্ভে নাই কেন বলিয়া স্তম্ভে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ নিজভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য ও আপনার সর্ব্বভূতব্যাপ্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অতি অদ্ভুতরূপে দৃষ্ট হইলেন নৃসিংহ মূর্ত্তিতে নখাগ্রদ্বারা হৃৎপদ্ম উৎপাটন করিয়া নখদ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র অনুচরবর্গকে বধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, ও চারণগণ নৃসিংহরূপী ভগবানের প্রতি স্তুতিপর হইলেন এবং প্রহ্লাদও বহুপ্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বাক্‌সংযম, ব্রতধারণ, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, বেদব্যাখ্যা, নির্জ্জনে অবস্থান, জপ এবং সমাধি এই দশটী মোক্ষসাধন। ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানে কার্য্যকারণ অনুসন্ধান জিতেন্দ্রিয়গণ করেন। অন্য প্রকারে সে জ্ঞান হয় না। অতঃপর নির্গুণ নৃসিংহ কোপ সংযত করিয়া প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিলেও নিষ্কাম প্রহ্লাদ কোন বর লইতে চাহিলেন না। তবে এই মাত্র কহিলেন—আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ অবগত না হইয়া যে নিন্দা করিয়াছেন এবং আপনাকে মিথ্যা কটূক্তি করিয়াছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তিনি যেন ঐ দুস্তর পাপরাশি হইতে মুক্ত হন।

বাল্মীকি—(৬—দো ২ চৌ, ৭ পৃঃ) অধ্যাত্মরামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে চিত্রকূট বাল্মীকি আশ্রম গমন সেখানে বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ হইলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া রামনাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি বলিলেন—"আমি রামনামের প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি। পূর্ব্বে আমি কিরাতগণের সঙ্গে থাকিতাম। ব্রহ্মণ কুলে জন্মিয়া শূদ্রাগর্ভে আমার অনেকগুলি পুত্র হয়। আমি তাহাদিগকে ভরণপোষণে অসমর্থ হই। চৌর্য্য লুণ্ঠনাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম। একদিন সপ্তঋষির সহিত সাক্ষাৎ

হয়। তাহাদের প্রশ্নে আমি আমার জীবন কথা বলি। শুনিয়া তাঁহারা বলেন—যে তুমি পরিবারবর্গের প্রতিপালন জন্য যে লুণ্ঠনাদি দ্বারা পাপ সঞ্চার কর তাহার ভাগ তাহারা লইতে প্রস্তুত কিনা? তাঁহারা অপেক্ষমান থাকিয়া তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা তরে সেখানে রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফিরিলাম। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার চিত্তশুদ্ধি হইল। তাঁহাদের নিকট অনুশোচনা করাতে তাঁহারা তাহাকে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। তিনি রামনাম উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইলে অক্ষর উল্টা করিয়া ম-রা এই জপ করিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দীর্ঘদিন তপস্যাকালে বল্মীকস্তূপে দেহ আবৃত হইল। অতঃপর দীর্ঘকাল পরে পুনরাগমন কালে আমাকে বল্মীকস্তূপ হইতে বাহির করিলেন এবং বাল্মীকি নাম প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রামনাম প্রভাবে তাঁহার পরিবর্ত্তনের কথা কহিয়া সশিষ্য বাল্মীকি রামকে পর্ব্বত ও গঙ্গাসঙ্গমস্থলে আশ্রমশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাসের কথা বলিলেন। এইভাবে বাল্মীকি আত্মজীবনী বর্ণনা করেন এবং রামনামের অপার প্রভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। মূল বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকির এই ইতিবৃত্তের উল্লেখ নাই।

বালিবধ—(দো-২৯, চৌ-৩) ভগবান্ রামচন্দ্র সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপাচারিগণের বিনাশসাধন ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন জন্য মানবরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন তাঁহার বালি বধে ঐ নীতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শ্রীরাম তাপনীয় উপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত যখন রাবণের নিধন বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন তখন সুগ্রীব বলিতেছেন—বালি আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে আমি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি তুমি আমার প্রতি কৃপাপর হও। এই কাতরোক্তিতে ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র বালিবধের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তা' ছাড়া বালিবধ না হইলে রাবণ সহ যুদ্ধের সহায়ে বালির শক্তি নিয়োজিত হইয়া রাবণ সহায়ক হইবার আশঙ্কাও তাঁহার ছিল। অধিকন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারে শরণাগত-দীনার্ত্তের পরিত্রাণপরায়ণ রামচন্দ্র রাজনীতিকের নীরবতা অবলম্বন করিতে পারেন না। কামাতুর হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূর হরণরূপ পাপে বালি দুষ্ট ছিল। সুতরাং তাহার বধে রামচন্দ্র ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে ত্রুটি করেন নাই। ছদ্ম আক্রমণের সমর্থনে বলা যায় যে লোকক্ষয় পরিহারের জন্য একার্য্য তিনি করিয়াছিলেন। তাৎকালিক অসুর সমাজে সামাজিক রীতিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে পত্নীরূপে গ্রহণ দোষাবহ ছিল না। জীবিতকালে ভার্য্যাহরণ সর্ব্বত্র দোষাবহ এজন্য বিভীষণ বা সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ দোষবহ হয় নাই।

বাসুকিকোপ—(দো-৪, চৌ-৪) অনন্তদেব কূর্ম্মরূপে বা বাসুকিরূপে অনন্ত পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কোপ হইলে কেবল পৃথিবীর নয় সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসের সম্ভাবনা হইত। নাগরাজ বাসুকির কোপের কথা শাস্ত্রে লিখিত নাই। কিন্তু নাগের

(সর্পের) কোপ সম্বন্ধে সকলের জানা আছে। সুতরাং নাগরাজের কোপ আরো কত ভয়াবহ। এই সম্ভাব্যমান কোপের কল্পনা করিয়া তুলসীদাস কুপিত বাসুকির কোপের ন্যায় খলের নিন্দা করিয়াছেন।

ভরদ্বাজাশ্রম—(দো-৪২, চৌ-১) এই আশ্রম অদ্যাপি প্রয়াগতীর্থে বর্ত্তমান আছে। যেখানে তীর্থযাত্রিগণ দর্শনার্থ সমবেত হন। তুলসীদাস মকরস্নানে প্রয়াগে আসিলে সেই আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য ও ভরদ্বাজের মধ্যে রামচরিত বিষয়ক আখ্যান শ্রবণ করেন কিম্বদন্তী আছে।

ভৃগুরাম—(দো-৪১, চৌ-২) জমদগ্নিপুত্র ভৃগুবংশীয় রাম বা পরশুরাম। দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ জনক রাজার বাটী মিথিলা হইতে প্রত্যাগমনকালে প্রতিকূল লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। অতঃপর ধনুর্ব্বাণসহ ভগবান্ ক্রুদ্ধ জামদগ্ন্যকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া দশরথ—রক্ষা করুন, পুত্রের প্রাণদান করুন ইত্যাদি প্রার্থনা জানাইলেন। রামকে বৈষ্ণবধনু প্রদান করিয়া সেই ধনুকে জ্যারোপণ করিতে পারিলে পরশুরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাম সক্রোধে সেই ধনু লইয়া জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণ সন্ধান করিয়া পরশুরামকে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন এবং তিনি যে কোন লোকগতি রোধ করিতে সক্ষম হইবেন জানাইলেন। তখন পরশুরাম মলিনবদন হইয়া স্বদত্ত পৃথিবীতে বাস না করিয়া দিব্যগতি রোধের অনুরোধ জানাইলেন এবং স্বোপার্জিত পুণ্যলোক রামবাণের লক্ষ্যরূপে নির্ণয় করিলেন। রাম বাণদ্বারা পরশুরামের পুণ্যলোক যাইবার পথ সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে পরশুরাম বসুন্ধরা জয় করিয়া কশ্যপকে দান করিলে তিনি পরশুরামকে পৃথিবীতে বাস করিতে দিবেন না বলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পৃথিবীতেও বাস করিবেন না। ধনুগ্রহণ দেখিয়া রাম যে স্বয়ং বিষ্ণু এবং মধুদৈত্যের হন্তা তাহা বুঝিলেন। পরশুরামের স্বর্গলোক প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইলে পরশুরাম স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন এবং পিত্রাজ্ঞাতে মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তুলসীদাস রামের মিথিলা হইতে দশরথসহ প্রত্যাগমনকালে ভৃগুরাম-ক্রোধের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

মারীচ—(দো-৪৯, চৌ-২) বিশ্বামিত্র দশরথের অনুমতি অনুসারে রাক্ষসের অত্যাচার হইতে সিদ্ধাশ্রমকে মুক্ত করিবার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম ছয়রাত্রি অনন্যকর্ম্মা হইয়া যজ্ঞ রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইলেন। বিশ্বামিত্র মৌনাবলম্বন করিয়া যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। ষষ্ঠদিনে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে মারীচ ও সুবাহু রাক্ষসদ্বয় অনুচরবর্গসহ যজ্ঞ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে রাম মানবাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মারীচকে হতচেতন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রম রাক্ষসগণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিল। সূর্পনখার নাসিকা কর্ত্তন ব্যাপার রাবণ সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া সীতাহরণার্থ অভিসন্ধি করিবার জন্য মারীচের সাহায্য প্রার্থনাকল্পে পুন মারীচাশ্রমে গমন করেন। মায়ামৃগ রূপ ধারণ করিয়া রামলক্ষ্মণকে অতি দূরে অপসারিত করিয়া সীতাহরণের জন্য অভিসন্ধি করিতে মারীচ রাবণ কর্তৃক

আদিষ্ট হন। মারীচ বিশ্বামিত্রাশ্রমে রামের বাল্যকালের বীর্য্যবত্তার কথা কহিয়া রাবণকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেও রাবণ নিবৃত্ত হন নাই। রাবণের প্রতি রাজ-কর্ত্তব্যতা ছলে মারীচ অনিচ্ছায় এই কার্য্যে স্বীকৃত হন। রথারোহণে রাবণ ও মারীচ রামাশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। মারীচ মায়ামৃগরূপে সীতাকে প্রলোভিত করেন এবং সীতা রামকে ঐ মৃগ তাঁহার জন্য আনিয়া দিতে বলেন। মায়ামৃগের অনুসরণ করিতে রাম আশ্রম হইতে বহুদূরে গমন করিয়া মায়ামৃগ বধ করেন। বাণাহত মৃগেয় রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া রাম তুল্য স্বরে লক্ষণকে আহ্বান করিলে লক্ষ্মণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ও দুর্ব্বাক্য দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আশ্রমের বাহিরে চলিয়া গেলে রাবন সীতাকে হরণ করেন।

যম-যমুনা—(দো-৩১, চৌ-৬) সূর্য্যের পুত্র যম এবং কন্যা যমুনা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। যমুনাস্নানে যমভীতি নিবারিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তুলসীদাস বলেন—যমদূতের মুখে যমুনা মসীলেপন করেন। অর্থাৎ যমুনাভক্তজনের নিকট যমদূতের স্থান নাই।

যশোদা-কৃষ্ণ-হলধর—(দো-২৪, চৌ-৪) নন্দপত্নী যশোদার পুত্র কৃষ্ণ ও রোহিণীর পুত্র বলরাম উভয়ের প্রতি যশোদা পুত্রসম স্নেহপরায়ণা ছিলেন। তুলসীমতে রামনাম জিহ্বারূপ যশোদার কৃষ্ণ ও বলরাম সম প্রীতিপ্রদ।

শবরী—(দো-৩৪, চৌ-২) জনস্থানে জটায়ুর নিকট রামলক্ষ্মণ সীতাহরণকারীর সংবাদ পাইয়া অরণ্যমধ্যে এক বিকৃতকায় গ্রীবামস্তকহীন সর্ব্বজীবঘাতী মহাকায় জীব তাঁহাদের পথরোধ করিয়া আছে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাদ্বারা আক্রান্ত হইলেন। এই দানব তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে ভয় দেখাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। এ অবস্থায় নিজেদিগকে বিপন্ন মনে করিয়া ঐ কবন্ধের ভুজচ্ছেদনে রাম সঙ্কল্প করিলেন। তাহার দুই বাহু ছেদন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদের সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। পরে সে তাহার পূর্ব্বজন্ম কথা কহিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মে প্রাপ্ত এক ঋষির অভিশাপের কথা বলিল এবং বনের পশুভক্ষণ করিয়া জীবনধারণের পরিচয় প্রদান করিল। নিজ দুর্ভাগ্যের কথা সহ রামলক্ষ্মণের সাক্ষাতে নিজের সৌভাগ্যের পরিচয়ও প্রদান করিল। সে রাম-লক্ষ্মণের দর্শনলাভ করিয়া রামদ্বারা তাহার বাহু ছিন্ন হইলে সে যে মুক্ত হইবে তাহার কথাও বলিল। রামও সীতার সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপনের পরামর্শও পাইলেন। সুগ্রীব সহায়ে সীতা উদ্ধার হইবে ইহাও কবন্ধ রামকে জানাইয়া দিল। অতঃপর পম্পাতীরে শবরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। নীচকুলজাতা শবরী রামলক্ষ্মণের পাদ-বন্দনা করে। রামের নিকটতাহার গুরু আশ্রমবাসী পূর্ব্ব ঋষিগণের শাপ পরিচয় পাইয়া রামের অনুমতি লইয়া শবরী অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। এইভাবে ভক্তিমতী শবরী শাপমুক্ত হয়।

শম্ভুগণ—দো-৬৪, শম্ভুগণ অর্থে সাধারণতঃ একাদশ রুদ্রকে বুঝায়। মহাভারত গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্য পুরাণে রুদ্রগণ এগারজন বলা হইয়াছে। পুরাণে নামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। মহাভারতে অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর এই এগারজনের উল্লেখ আছে। তুলসীদাস বলেন

—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া শিব বলভদ্রসহ শম্ভুগণকে যজ্ঞ ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিবের অসংখ্য অনুচর ও শিবগণ বা শম্ভুগণ নামে খ্যাত। তাঁহারা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিলেন।

শিবদক্ষবিদ্বেষ উপাখ্যান—(দো-৬২, চৌ-২) শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের নিকট এই উপাখ্যান বর্ণনা করেন। পূর্ব্বকালে প্রজাপতিদের যজ্ঞে দেবগণ, অনুচরসহ মুনিগণ ও অগ্নিদেবতাগণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাদের সভায় প্রবেশ করিলে। তিনি পৌঁছিবামাত্র সভাসদ্গণ সকলে আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব উঠিলেন না। তাঁহারা দক্ষের যথোচিত সৎকার করেন। তিনি লোকগুরু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে আসন গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট রহিলেন দেখিয়া সেই অনাদর দক্ষের সহ্য হইল না। তখন দক্ষ সক্রোধে বলিলেন—শিব অতি নির্লজ্জ। সে লোকপালগণের যশ নষ্ট করিতেছে। তাহার আচরণ অশোভন হইয়াছে। এই মূঢ় ব্রাহ্মণ আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াও আমার প্রতি কোন সম্মান সে দেখাইল না। ইহাকে জামাতা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

সে উলঙ্গ হইয়া ভূতপ্রেতগণ সহ ইচ্ছামত হাঁসে, কাঁদে শ্মশানে ঘুরে, গলায় প্রেতের মালা, শবের অস্থি তাহার ভূষণ, শিব নাম হইলেও বাস্তবিক অশিব। ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে ইহাকে কন্যাদান করিয়া কি অন্যায় না করিয়াছি। শিব ইহাতে রুষ্ট না হইয়া বসিয়া রহিলেন। দক্ষ ক্রোধে অভিশাপ দিলেন—দেবতাদের যজ্ঞ সময় ইন্দ্র উপেন্দ্রাদির সহিত সে যেন যজ্ঞভাগ না পায়। কাহারো কথা না মানিয়া এই অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অপর পক্ষে শিব অনুচর নন্দীশ্বর ইহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন—যে ভগবান্ শিব কখনও কাহারো অনিষ্ট করেন না যে শিবকে হীন মনে করিয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিবে, তাহার পরামর্শ সিদ্ধ হইবে না। এই দক্ষ দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে। সে পশুর সমান, স্ত্রীকামী হউক এবং ছাগতুল্য মুখাকৃতি হউক। অপরপক্ষে ভৃগুও পুন অভিশাপ দিলেন ভবব্রতধারী বা ভবের অনুচরগণ সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ড হউক। জটা, ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া সভাস্থানে প্রবেশ করুক। আরো শাপ দিলেন—যেখানে ভূতপতি থাকে সেখানেই তোমাদিগকে চিরকাল থাকিতে হইবে। মহাদেব এইরূপ শাপ ও প্রতি অভিশাপে উভয় পক্ষের বিনাশ বুঝিয়া অনুচরগণ সহ তথা হইতে বাহির হইলেন।

এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষ চলিবার কালে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইহাতে তিনি গর্ব্বিত হইলেন এবং এক যজ্ঞ করিয়া শিবসহ ব্রহ্মিষ্ঠগণকে অগ্রাহ্য করিয়া এক বিরাট্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। সেথায় ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি সিদ্ধ ও দেবতাদের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ হইল। শিব অনুচরগণ সহ উপেক্ষিত হইলেন।

এই ভাবে ভূতপতি সহ দক্ষের বিদ্বেষ আরম্ভ। সেই পিতৃযজ্ঞে শিবের অনিচ্ছাকৃত অনুমোদন লইয়া সতীর যোগদানের ইচ্ছা হয়। অতঃপর সকল কথা তুলসীদাস মনোজ্ঞ ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তুলসীদাসের উপাখ্যানের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে।

শিব ও কাকভুষুণ্ডি—(দো-৩০, চৌ-২) বাল্মীকি রামায়ণে রামের বিষয়ে কাকভুষুণ্ডি ও শিবের আলোচনা নাই কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কাকভুষুণ্ডি ও শিবতত্ত্ব নাতিসংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তুলসীদাসের লেখনী তাহার এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন যাহা সহজে বোধগম্য হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের শিব ও কাকভুষুণ্ডির বর্ণনা পাঠকগণ অনেক কিছু ঐ পুস্তকে পাইবেন। আর তাহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যান রামচরিতমানস হইতে যথাস্থানে পাইবেন। তুলসীদাস রামচরিত মানসের শিবতত্ত্ব প্রধানভাবে অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে গ্রহণ করিলেও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতেই প্রথমতঃ এই দুইয়ের তথ্য গৃহীত হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্ব্বাণপ্রকরণে বশিষ্ঠ রামকে আত্মপরিচয় প্রদানকলে বলিতেছেন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কমলযোনি ব্রহ্মা। তাঁহার মানসপুত্র তিনি নিজে এবং যুগে যুগে সপ্তর্ষি-লোকে তাঁহার অবস্থিতি। একদা ইন্দ্রসভায় নারদাদি ঋষিগণের নিকট তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ডে কতিপয় চিরজীবী আছেন তাহার মধ্যে কাকভুষুণ্ডি অন্যতম। সুমেরু পর্ব্বতের ঈশান কোণে কল্পবৃক্ষের কোটরে রাগাদিদোষ-পরিশূন্য শান্তস্বভাব এক বায়স বাস করে। এই বায়স নীরোগ মহাবুদ্ধিধর, জীবন্মুক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী ও কালজ্ঞ। ইনি ধ্যানী, জ্ঞানী, মৌনী সমাধিমুখী ও দীর্ঘজীবী। ইনি বহুকল্পের আরম্ভ, সমাপ্তি ও তন্মধ্যগত জীবচক্রের বিবিধ দশা, লোকপালদের জন্ম অবগত আছেন। ইনি মমত্ববর্জ্জিত ও ও নিরহঙ্কার। ইনি বিজ্ঞদের গণনায় বিজ্ঞতম বলিয়া গণ্য। বশিষ্ঠ এই কাকভুষুণ্ডির নিকট গমন করিলে যথোচিত তিনি অভ্যর্থিত হইলেন এবং পরস্পর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বশিষ্ঠের আগমন কারণ ভুষুণ্ডি জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠ তাহার আয়ুষ্কাল কুল, জন্মকাল ও বাসস্থানের ইতিবৃত্ত জানিতে চাহিলেন, তখন ঐ ভুষুণ্ডি প্রথমে দেবতার নমস্য, পূজ্য ও উপাস্য স্বর্গগামিগণের শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেবের কথা বলিলেন। তাঁহার বর্ণনা যোগবাশিষ্ঠের অনুরূপভাবে তুলসী নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তারে বর্ণনা কয়িাছেন। সেখানে শিবপরিবারে প্রধানা অষ্টমাতৃকার বর্ণনা আছে। সেই মাতৃকার অন্যতমা অলম্বুষা, তাঁহার বাহন—চণ্ডনামক কাক। অন্যতমা মাতৃকা ব্রাহ্মীর বাহন হংসীর গর্ভে ঐ চণ্ডকাকের ঔরসে যে অণ্ড সৃষ্ট হয় তাহাতেই যে একুশটী কাকের উদ্ভব হয় তাহারাই কল্পবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। সকলে শিবপদ লাভ করিয়াছে কেবল ভুষুণ্ডি রহিয়া গিয়াছে। তিনি বশিষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন—

আমি এখানে আত্মসন্তোষ অবলম্বনে মোহনির্মুক্ত অবস্থায় কালপাত করিতেছি বিভিন্ন কল্পে সকল নষ্ট হইলেও এই কল্পতরু নষ্ট হয় না। কল্পতরুর কৃপায় আমার পাপ তাপ নাই। পূর্ণকাম হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি বা করিতে থাকিব। কল্পান্তকালে দেহ

থাকার প্রারব্ধ আমার ব্যতীত অন্য যোগীর নাই। যুগান্তকালেও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। দেবাসুরের যুদ্ধে সমুদ্রমন্থনকালে এমন কি কল্পান্ত পবনের তাড়নায় সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র নিপতিত হইলেও নীড় ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও বাসনাশূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থান করি। এমন কি ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের পরে অব্যক্তে সমাধি স্থাপন করিয়া সুষুপ্তের ন্যায় অতিবাহনকারী শত শত মনুর পরিবর্ত্তন, সৃষ্টির আরম্ভ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি, মর্ত্ত্যমণ্ডলের বিভাগ, হিরণ্যাক্ষের দৌরাত্ম্য, বরাহ অবতার, পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম লক্ষ্য করি। পরবর্ত্তী কালে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষির জন্ম হয়। আপনার জন্ম ইহার পূর্ব্বে, আরো আপনার সাতজন্মের কথা আমার স্মরণ হয়। যুগে যুগে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থের আবির্ভাব ও বেদাদি গ্রন্থের উদয় হইয়া থাকে। বাল্মীকি নামক পুরুষ দ্বাদশবার, দ্বাদশবার লক্ষশ্লোকাত্মক রামায়ণ, শতবার ব্যাসের জন্ম, সাতবার মহাভারতের প্রচার, ভগবান্ বিষ্ণুর রাক্ষস বধার্থ দশবার রাম নামে জন্ম, তিনবার নরসিংহ শরীরে তিন হিরণ্যকশিপুর বধ, ভূভার-হরণের জন্য হরির পঞ্চদশবার বসুদেব গৃহে জন্ম এবার তাহার ষোড়শ জন্ম সকলি ভুষুণ্ডির সম্মুখে ঘটিয়াছে। এইভাবে বহু তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশ বশিষ্ঠ ভুষুণ্ডি সংবাদে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই তুলসীদাস সহজবোধ্য করিয়া তাহার রামায়ণে প্রকাশ করিয়াছেন। তুলসীর কাকভুষুণ্ডি যোগবাশিষ্ঠ ও রামায়ণের কাকভুষুণ্ডি অনাদি অনন্ত কালের একমাত্র ব্যখ্যাতা। সেই ভুষুণ্ডিকে আবার শিব তত্ত্ব-কথা শুনাইতেছেন। তুলসীর শিব রামভক্ত, শিব রামকে শুনাইতেছেন আবার ভবানীকে শুনাইতেছেন। শিবের যে রূপ যোগবাশিষ্ঠের আছে তাহাই তুলসী লইয়াছেন, বিশেষত্ব এই যে যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ প্রকরণের শিব বা ভুষুণ্ডী সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য আর তুলসীর শিব ও ভুষুণ্ডী সর্ব্বজনবোধ্য। তুলসীর রামায়ণ তাহার স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণকে গোস্বামী তুলসীদাস অতি সহজ ও সরল ভাষায় সমগ্র রামায়ণের সহিত নিপুণভাবে যোজনা করিয়াছেন।

শুকদেব—(দো-১৮, চৌ-৩) বাল্মীকিরচিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য প্রকরণে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের নিকট রামচন্দ্র প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাচ্ছলে বর্ণনা করিতেছিলেন যে অধ্যয়ন সমাপনান্তে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছেন—সমস্ত পার্থিব ভোগ অনিত্য এবং জীবনে আয়ু, অর্থ প্রভৃতি নিরর্থক, বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে কোন এক প্রকার মোহময় উপাদান মানুষকে ক্লিষ্ট করে মাত্র সুতরাং নিরর্থক সংসারযাত্রায় এমন কি রাজৈশ্বর্য্যে কোন লাভ নাই। এগুলি সুখ অপেক্ষাও দুঃখই বেশী প্রদান করে, সুতরাং মিথ্যার অভিমানমাত্র না করিয়া মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। এই প্রকারে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর রাম বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের নিকট জানিতে চাহিলেন এবং বৈরাগ্য অবলম্বনই যে শ্রেয় পন্থা তাহাই কহিলেন সেখানে নারদাদি বহুঋষিগণের উপস্থিতিতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর সকলেই জানিতে উদ্‌গ্রীব হইলে বাল্মীকি বলিলেন—যে রামের অবস্থা ব্যাসনন্দন শুকদেবের ন্যায়ই হইয়াছে অন্তরে তাহার সকল জ্ঞানই

আছে বাহিরে কেবল শান্তি অপেক্ষা করিতেছে। অতঃপর রামচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ হইয়াও কেন শান্তি পান নাই কিরূপে বা গুরূপদেশের পর শান্তি লাভ করিয়াছিলেন—এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র কহিলেন—তোমার পার্শ্বে স্বয়ং ভগবান্ ব্যাস উপবিষ্ট আছেন। তাহার পুত্র শুক। সংসারের গতি চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে বিবেকের উদয় হয়। তিনি বিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করিলেও মনে শান্তি হইল না তবে তাঁহার মন বিষয়ভোগে বিরত হইল। অতঃপর তিনি নিজের পিতার নিকট আত্মতত্ত্ব ও সংসার-গতি জানিতে চাহিলেন। তাহাতে শুকের তৃপ্তি হইল না বুঝিয়া তিনি শুককে ভূতলে জনকের নিকট সকল তত্ত্ব জানিতে পাঠাইলেন। শুক সুমেরু পর্ব্বত হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জনকের নিকট আগমন বার্ত্তা জানাইলে জনক উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাঁহাকে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহাকে অপেক্ষমান রাখিয়া নানাপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী ও মদোন্মত্ত কামিনীদ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শুক সে সকলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সেই স্থানে সুসম, সুস্থ, মৌনী ও মুদিতমানস হইয়া প্রসন্ন মনে রহিলেন। এইভাবে জনক শুকদেবের স্বভাব সুপরিচিত হইয়া শুককে সম্মুখে আনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বাগত জানাইয়া কহিলেন—আপনার সাংসারিক কার্য্য নিঃশেষিত হইয়াছে এখন আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করুন। শুকদেব সংসার উৎপত্তি ও সংসার উপশম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে জনক বলেন—সংসার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞানের ক্ষয়ে সংসারের উপশম হয়। শুক বলেন—এ তত্ত্ব পূর্ব্ব হইতে বিচারবলে বুঝিলেও হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল হয় নাই। তাহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। তখন জনক একমাত্র অবিচ্ছিন্ন চিন্ময় পরমাত্মা ব্যতীত সংসারে কিছু নাই। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্বীয় সঙ্কল্পবশতঃ জীবরূপে সংসারে বদ্ধ হন এবং সঙ্কল্পের অবসানে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। এ বিষয়ে আপনার জানিবার কিছু নাই আপনি শৈশব হইতে এ বিষয়ে সিদ্ধকাম। আপনার যেরূপ পূর্ণতা জন্মিয়াছে, আপনার পিতা বেদব্যাসেরও তেমন হয় নাই। ভোগ-বাসনা আবাল্য পরিহার করায় আপনি মুক্ত পুরুষ। কেবল ভ্রান্তি ত্যাগ করুন। তাঁহার উপদেশে শুকদেব মৌনাবলম্বনে ব্রতী হইয়া ছিন্নসংশয় হইলেন, পরিশেষে তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় ধীরে ধীরে পরমাত্মায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

শাবর উৎসব—(দো- , চৌ-৩) শূদ্রগণ নবরাত্রিক উৎসব পালন ও শিবপূজা দ্বারা শিবের তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন। কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই উৎসব প্রতিপালিত হয় না। কেবল ভক্তিদ্বারা বিনা মন্ত্রেও শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন। তুলসীদাস কলিযুগে কেবল ভক্তিদ্বারা বিনা মন্ত্রে শিব তুষ্ট হন বলিয়াছেন। শাবর উৎসবে শূদ্রগণ বিনা মন্ত্রে শিবভজন করিলেও শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া তন্ত্রের উক্তি পৌরাণিকগণ স্বীকার করিয়াছেন।

সনক—(দো-২৬, চৌ-১) সনক, সনন্দন, সনাতন, কপিল, অসুর, পঞ্চশিখ এই সাতজন

সাংখ্য-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে সনক অন্যতম। সিদ্ধপুরুষগণ মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

সপ্ত ঋষি, সপ্তর্ষি—(দো-৮২, চৌ-২) সপ্ত ঋষি ও সপ্তর্ষি একার্থবাচী নহে। সংস্কৃত ভাষায় কতিপয় শব্দ আছে শব্দগত অর্থ প্রকাশ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ করে যথা কৃষ্ণ সর্প পৃথক্‌ভাবে কৃষ্ণবর্ণের সর্প বুঝায় কিন্তু একত্র কৃষ্ণসর্প অর্থে কেউটে সাপ। এইরূপ পঞ্চাম্রাঃ। পঞ্চ আম্র অর্থে পাঁচটী আম্রবৃক্ষ কিন্তু পঞ্চাম্র শব্দে একটী অশ্বত্থ, একটী পিচুমর্দ্দ, দুইটী চম্পক, তিনটী নাগকেশর, সাতটী তাল এবং নয়টী নারিকেল, বুঝায়। অনুরূপভাবে সপ্তর্ষি শব্দে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, ভৃগু, বশিষ্ঠ শাতাতপ ও নারদ এই একাদশ জন। সপ্ত ঋষি বলিতে সাতজন ঋষি। তুলসীদাস সতীবিবাহে সপ্ত ঋষির কথাই বলিয়াছেন। সপ্তর্ষির কথা বলেন নাই। সপ্ত-ঋষি বলিলে নারদ তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন না। তুলসীদাসের সপ্ত ঋষির বর্ণনায় নারদ অন্যতম ছিলেন না কারণ তাঁহারা পার্ব্বতীর নিকট নারদকে নিন্দা করিয়াছিলেন।

সুকেতু তনয়া—(দো-২৪, চৌ-২) বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র সহ রাম সরযূতীরে উপস্থিত হইলে দৈত্যপতি সুন্দের স্ত্রী তাড়কা রাক্ষসীর পরিচয় প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন যে তাড়কা রাক্ষসী মারীচ নামে পুত্রসহ এই জনপদ ধ্বংস করিয়া সদর্পে দীর্ঘকাল বাস করিতেছে। এই তাড়কা সুকেতু নামক যক্ষের মহাবলশালিনী কন্যা। ব্রহ্মা সুকেতুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যারত্ন বর প্রদান করেন। তাড়কার পুত্র মারীচ শাপ গ্রস্ত হইয়া রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে পরাস্ত করিতে উদ্যতা হইলে ঋষির শাপে সে তাড়কা রাক্ষসী হয়। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তাড়কা-রাক্ষসীকে বধ করেন।

সুরমাতা অদিতি—(দো-৩১, চৌ-৭) সত্ত্বগুণপ্রধান সূর্য্য ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণ কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দিতির গর্ভে রজোগুণপ্রধান দৈত্য-গণের ও দনুর গর্ভে তমোগুণপ্রধান দানবগণের জন্ম হয়। মূর্ত্তিমতী সত্ত্বগুণরূপে অদিতির স্থান নিরূপিত হয়। রামনাম সত্ত্বগুণকে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে, একারণ রাম নাম সুরমাতা অদিতির সমগুণসম্পন্ন বলিয়া তুলসীদাস বর্ণনা করিয়াছেন। এক ঔরসে সত্ত্ববহুল দেবতা, রজোবহুল মনুষ্য ও তমোবহুল অসুরের জন্ম কথা পুরাণে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক রচনার্থে ব্যবহৃত পুস্তকাবলী পরিচয়

শ্রীরামচরিতমানস—গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর।

,, (সূচীপত্র) —শ্রীশিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

,, —শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, খাদিপ্রতিষ্ঠান

,, —শ্রীজ্বালাপ্রসাদ মিশ্র-ভ্রাতা লক্ষ্মীপুর

অধ্যাত্ম রামায়ণ (ভূমিকা সহ)—ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, কলিকাতা।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ

,, (বঙ্গানুবাদ) চন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমদ্ভাগবত (বাংলা অনুবাদ)—পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

বাল্মীকি রামায়ণ—মেট্রোপলিটন্ প্রেস প্রকাশিত

সভাষ্য মহাভারত—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শব্দকল্পদ্রুম—

শ্রীরামতাপনীয়োপনিষৎ—

ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয় কুমার দত্ত

অধ্যাত্ম রামায়ণ—পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন

ভক্তমাল—নাভাজী লিখিত

হনুমানবাহুক—তুলসীদাস রচিত

দোহাবলী— ,,

বিনয় পত্রিকা— ,,

উপদেষ্টৃগণ—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কদর্শনতীর্থ।

,, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

শ্রীগণেশায় নমঃ

রামচরিতমানস

প্রথম খণ্ড

(বালকাণ্ড)

শ্লোক— বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাং চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ ॥১॥
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
তাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্ ॥২॥
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যতে ॥৩॥
সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥৪॥
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্ ॥৫॥
যন্মায়াবশবর্ত্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা-
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥৬॥
নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্ রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি ॥

সোরঠা— জো সুমিরত সিধি হোই, গন নায়ক করিবর বদন।
করউ অনুগ্রহ সোই, বুদ্ধি রাসি সুভ গুন সদন ॥১॥
মূক হোই বাচাল, পঙ্গু চঢ়ই গিরিবর গহন।
জাসু কৃপাঁ সো দয়াল, দ্রবউ সকল কলিমল দহন ॥২॥
নীল সরোরুহ স্যাম, তরুন অরুন বারিজ নয়ন।
করউ সো মম উর ধাম, সদা ছীরসাগর সয়ন ॥৩॥
কুন্দ ইন্দু সম দেহ, উমা রমন করুনা অয়ন।
জাহি দীন পর নেহ, করউ কৃপা মর্দ্দন ময়ন ॥৪॥
বন্দউঁ গুরু পদ কঞ্জ, কৃপা সিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহতম পুঞ্জ, জাসু বচন রবি কর নিকর ॥৫॥

বন্দউঁ গুরু পদ পদুম পরাগা। সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা॥
অমিঅ মূরিময় চূরন চারু। সমন সকল ভব রুজ পরিবারু॥
সুকৃতি সম্ভু তন বিমল বিভূতী। মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসূতী॥
জন মন মঞ্জু মুকুর মল হরনী। কিএঁ তিলক গুন গন বস করনী॥
শ্রীগুর পদ নখ মনি গন জোতী। সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ঁ হোতী॥
দলন মোহ তম সো সপ্রকাসূ। বড়ে ভাগ উর আবই জাসু॥
উঘরহিঁ বিমল বিলোচন হী কে। মিটহিঁ দোষ দুখ ভব রজনী কে॥
সূঝহি রাম চরিত মনি মানিক। গুপুত প্রগট জহঁ জো জেহি খানিক॥

দোহা—জথা সুঅঞ্জন অঞ্জি দৃগ, সাধক সিদ্ধ সুজান।
কৌতুক দেখত সৈল বন, ভূতল ভূরি নিধান॥১॥

চৌপাই—গুরু পদ রজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন। নয়ন অমিঅ দৃগ দোষ বিভঞ্জন॥
তেহিঁ করি বিমল বিবেক বিলোচন। বরনউঁ রাম চরিত ভব মোচন॥১॥
বন্দউঁ প্রথম মহীসুর চরনা। মোহ জনিত সংসয় সব হরনা॥
সুজন সমাজ সকল গুন খানী। করউঁ প্রনাম সপ্রেম সুবানী॥২॥
সাধু চরিত সুভ চরিত কপাসূ। নিরস বিসদ গুনময় ফল জাসূ॥
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা। বন্দনীয় জেহিঁ জগ জস পাবা॥৩॥
মুদ মঙ্গলময় সন্ত সমাজূ। জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ॥
রাম ভক্তি জহঁ সুরসরি ধারা। সরসই ব্রহ্ম বিচার প্রচারা॥৪॥
বিধি নিষেধময় কলি মল হরনী। করম কথা রবিনন্দনি বরনী॥
হরি হর কথা বিরাজতি বেনী। সুনত সকল মুদ মঙ্গল দেনী॥৫॥
বটু বিস্বাস অচল নিজ ধরমা। তীরথরাজ সমাজ সুকরমা॥
সবহি সুলভ সব দিন সব দেসা। সেবত সাদর সমন কলেসা॥৬॥
অকথ অলৌকিক তীরথরাউ। দেই সদ্য ফল প্রগট প্রভাউ॥৭॥

দোহা—সুনি সমুঝহিঁ জন মুদিত মন, মজ্জহিঁ অতি অনুরাগ।
লহহিঁ চারি ফল অছত তনু, সাধু সমাজ প্রয়াগ॥২॥

চৌপাই—মজ্জন ফল পেখিঅ ততকালা। কাক হোহিঁ পিক বকউ মরালা॥
সুনি আচরজ করৈ জনি কোঈ। সৎসঙ্গতি মহিমা নহিঁ গোঈ॥১॥
বালমীক নারদ ঘটজোনী। নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী॥
জলচর থলচর নভচর নানা! জে জড় চেতন জীব জহানা॥২॥
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ। জব জেহিঁ জতন জহাঁ জেহিঁ পাঈ॥
সো জানব সতসঙ্গ প্রভাউ। লোকহুঁ বেদ ন আন উপাউ॥৩॥
বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ। রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোঈ॥
সতসঙ্গত মুদ মঙ্গল মূলা। সোই ফল সিধি সব সাধন ফূলা॥৪॥

সঠ সুধরহিঁ সতসংগতি পাই। পারস পরস কুধাত সুহাই ॥
বিধি বস সুজন কুসংগত পরহীঁ। ফনি মনি সম নিজ গুন অনুসরহীঁ ॥৫॥
বিধি হরিহর কবি কোবিদ বানী। কহত সাধু মহিমা সকুচানী ॥
সো মো মন কহি জাত ন কৈসেঁ। সাক বনিক মনি গুন গন জৈসেঁ ॥৬॥

দোহা—বন্দউঁ সন্ত সমান চিত, হিত অনহিত নহিঁ কোই।
অঞ্জলি গত সুভ সুমন জিমি, সম সুগন্ধ কর দোই ॥৩ক॥

দোহা—সন্ত সরল চিত জগত হিত, জানি সুভাউ সনেহ।
বালবিনয় সুনি করি কৃপা, রাম চরন রতি দেহ ॥২খ॥

চৌপাই—বহুরি বন্দি খল গন সতিভাএঁ। জে বিনু কাজ দাহিনেহু বাএঁ ॥
পর হিত হানি লাভ জিন্হ কেরেঁ। উজরেঁ হরষ বিষাদ বসেরে ॥১॥
হরি হর জস রাকেশ রাহু সে। পর অকাজ ভট সহসবাহু সে ॥
জে পর দোষ লখহিঁ সহসাখী। পর হিত ঘৃত জিন্হ কে মন মাখী ॥২॥
তেজ কৃসানু রোষ মহিষেসা। অঘ অবগুন ধন ধনী ঘনেসা ॥
উদয় কেত সম হিত সবহী কে। কুম্ভকরন সম সোবত নীকে ॥৩॥
পর অকাজু লগি তনু পরিহরহীঁ। জিমি হিম উপল কৃষী দলি গরহীঁ ॥
বন্দউঁ খল জস সেষ সরোষা। সহস বদন বরনই পর দোষা ॥৪॥
পুনি প্রনবউঁ পৃথুরাজ সমানা। পর অঘ সুনই সহস দস কানা ॥
বহুরি সক্র সম বিনবউঁ তেহী। সন্তত সুরানীক হিত জেহী ॥৫॥
বচন বজ্র জেহি সদা পিআরা। সহস নয়ন পর দোষ নিহারা ॥৬॥

দো—উদাসীন অরি মীত হিত, সুনত জরহিঁ খল রীতি।
জানি পানি জুগ জোরি জন, বিনতী করই সপ্রীতি ॥৪॥

মৈঁ অপনী দিসি কীন্হ নিহোরা। তিন্হ নিজ ওর ন লাউব ভোরা ॥
বায়স পলিঅহিঁ অতি অনুরাগা। হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা ॥১॥
বন্দউঁ সন্ত অসজ্জন চরনা। দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরনা ॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেহীঁ। মিলত এক দুখ দারুন দেহীঁ ॥২॥
উপজহিঁ এক সঙ্গ জগ মাহীঁ। জলজ জোঁক জিমি গুন বিলগাহী ॥
সুধা সুরা সম সাধু অসাধু। জনক এক জগ জলধি অগাধু ॥৩॥
ভল অনভল নিজ নিজ করতূতী। লহত সুজস অপলোক বিভূতী ॥
সুধা সুধাকর সুরসরি সাধু। গরল অনল কলিমল সরি ব্যাধু ॥৪॥
গুন অবগুন জানত সব কোঈ। জো জেহি ভাব নীক তেহি সোঈ ॥৫॥

দোহা—ভলো ভলাইহি পৈ লহই, লহই নিচাইহি নীচু।
সুধা সরাহিঅ অমরতাঁ, গরল সরাহিঅ মীচু ॥৫॥

খল অঘ অগুন সাধু গুন গাহা। উভয় অপার উদধি অবগাহা ॥
তেহি তেঁ কছু গুন দোষ ৰখানে। সংগ্রহ ত্যাগ ন ৰিনু পহিচানে ॥১॥
ভলেউ পোচ সৰ ৰিধি উপজাএ। গনি গুন দোষ ৰেদ ৰিলগাএ ॥
কহহিঁ ৰেদ ইতিহাস পুরানা। ৰিধি প্রপঞ্চু গুন অবগুন সানা ॥২॥
দুখ সুখ পাপ পুন্য দিন রাতী। সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী ॥
দানব দেৰ উঁচ অরু নীচু। অমিঅ সুজীবনু মাহুরু মীচু ॥৩॥
মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীসা। লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীসা ॥
কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা। মরু মারব মহিদেব গবাসা ॥৪॥
সরগ নরক অনুরাগ ৰিরাগা। নিগমাগম গুন দোষ ৰিভাগা ॥৫॥

দোহা—জড় চেতন গুন দোষময়, ৰিশ্ব কিন্হ করতার।
সন্ত হংস গুন গহহি পয়, পরিহরি ৰারি ৰিকার ॥৬॥

চৌ—অস ৰিবেক জৰ দেই ৰিধাতা। তৰ তজি দোষ গুনহিঁ মনু রাতা ॥
কাল সুভাউ করম ৰরিআঈ। ভলেউ প্রকৃতি বস চুকই ভলাঈ ॥১॥
সো সুধারি হরিজন জিমি লেহীঁ। দলি দুখ দোষ বিমল জসু দেহীঁ ॥
খলউ করহিঁ ভল পাই সুসংগূ। মিটই ন মলিন সুভাউ অভংগূ ॥২॥
লখি সুবেষ জগ ৰঞ্চক জেউ। বেষ প্রতাপ পূজিঅহিঁ তেউ ॥
উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ। কালনেমি জিমি রাবন রাহূ ॥৩॥
কিএহুঁ কুবেষু সাধু সনমানূ। জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ ॥
হানি কুসংগ সুসংগতি লাহূ। লোকহুঁ ৰেদ ৰিদিত সৰ কাহূ ॥৪॥
গগন চঢ়ই রজ পবন প্রসঙ্গা। কীচহিঁ মিলই নীচ জল সঙ্গা ॥
সাধু অসাধু সদন সুক সারীঁ। সুমিরহিঁ রাম দেহিঁ গনি গারীঁ ॥৫॥
ধুম কুসঙ্গতি কারিখ হোঈ। লিখিঅ পুরান মঞ্জু মসি সোঈ ॥
সোই জল অনল অনিল সঙ্ঘাতা। হোই জলদ জগ জীবন দাতা ॥৬॥

দো—গ্রহ ভেষজ জল পবন পট, পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুৰস্তু সুৰস্তু জগ, লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ ॥৭ক॥
সম প্রকাশ তম পাখ দুহুঁ নাম ভেদ ৰিধি কীন্হ।
সসি সোষক পোষক সমুঝি, জগ জস অপজস দীন্হ ॥৭খ॥
জড় চেতন জগ জীব জত, সকল রামময় জানি।
ৰন্দউ সৰ কে পদ কমল, সদা জোরি জুগ পানি ॥৭গ॥
দেব দনুজ নর নাগ, খগ প্রেত পিতর গন্ধর্ব্ব।
ৰন্দউ কিন্নর রজনিচর, কৃপা করহু অব সর্ব ॥৭ঘ॥

চৌ—আকর চারি লাখ চৌরাসী। জাতি জীব জল থল নভ ৰাসী ॥
সীয় রামময় সৰ জগ জানী। করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী ॥১॥

জানি কৃপাকর কিঙ্কর মোহূ। সব মিলি করহু ছাড়ি ছল ছোহূ ॥
নিজ বুধি বল ভরোস মোহি নাহী। তাতেঁ বিনয় করউঁ সব পাহী ॥২॥
করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা। লঘু মতি মোরি চরিত অবগাহা ॥
সূঝ ন একউ অঙ্গ উপাউ। মন মতি রঙ্ক মনোরথ রাউ ॥৩॥
মতি অতি নীচ উঁচি রুচি আছী। চহিঅ অমিঅ জগ জুরই ন ছাছী ॥
ছমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাই। সুনিহহিঁ বালবচন মন লাঈ ॥৪॥
জৌ বালক কহ তোতরি বাতা। সুনহিঁ মুদিত মন পিতু অরু মাতা ॥
হঁসিহহিঁ কূর কুটিল কুবিচারী। জে পর দূষন ভূষনধারী ॥৫॥
নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা। সরস হোউ অথবা অতি ফীকা ॥
জে পর ভনিতি সুনত হরষাহীঁ। তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ ॥৬॥
জগ বহু নর সর সরি সম ভাঈ। জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হি জল পাঈ ॥
সজ্জন সকৃত সিন্ধু সম কোঈ। দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ ॥৭॥

দো—ভাগ ছোট অভিলাষু বড়, করউঁ এক বিস্বাস।
পৈহহিঁ সুখ সুনি সুজন সব খল করিহহিঁ উপহাস ॥৮॥

খল পরিহাস হোই হিত মোরা। কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা ॥
হংসহি বক দাদুর চাতকহী। হঁসহিঁ মলিন খল বিমল বতকহী ॥১॥
কবিত রসিক ন রাম পদ নেহূ। তিন্হ কহ সুখদ হাস রস এহূ ॥
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী। হঁসিবে জোগ হঁসেঁ নহিঁ খোরী ॥২॥
প্রভু পদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী। তিন্হহি কথা সুনি লাগিহি ফীকী ॥
হরি হর পদ রতি মতি ন কুতরকী। তিন্হ কহুঁ মধুর কথা রঘুবর কী ॥৩॥
রাম ভগতি ভূষিত জিয়ঁ জানী। সুনিহহিঁ সুজন সরাহি সুবানী ॥
কবি ন হোউঁ নহিঁ বচন প্রবীনূ। সকল কলা সব বিদ্যা হীনূ ॥৪॥
আখর অরথ অলঙ্কৃতি নানা। ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধানা ॥
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা। কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকারা ॥৫॥
কবিত বিবেক এক নহি মোরে। সত্য কহউঁ লিখি কাগদ কোরে ॥৬॥

দোহা—ভনিতি মোরি সব গুন রহিত, বিস্ব বিদিত গুন এক।
সো বিচারি সুনিহহিঁ সুমতি, জিন্হ কেঁ বিমল বিবেক ॥

চৌ— এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা। অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা ॥
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। উমা সহিত জেহি জপত পুরারী ॥১॥
ভনিতি বিচিত্র সুকবি কৃত জোউ। রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ ॥
বিধুবদনী সব ভাঁতি সঁবারী। সোহ ন বসন বিনা বর নারী ॥২॥
সব গুন রহিত কুকবি কৃত বানী। রাম নাম জস অঙ্কিত জানী ॥
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী। মধুকর সরিস সন্ত গুনগ্রাহী ॥৩॥

খল অঘ অগুন সাধু গুন গাহা। উভয় অপার উদধি অবগাহা ॥
তেহি তেঁ কছু গুন দোষ বখানে। সংগ্রহ ত্যাগ ন বিনু পহিচানে ॥১॥
ভলেউ পোচ সব বিধি উপজাএ। গনি গুন দোষ বেদ বিলগাএ ॥
কহহিঁ বেদ ইতিহাস পুরানা। বিধি প্রপঞ্চু গুন অবগুন সানা ॥২॥
দুখ সুখ পাপ পুন্য দিন রাতী। সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী ॥
দানব দেব উঁচ অরু নীচু। অমিঅ সুজীবনু মাহুরু মীচু ॥৩॥
মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীসা। লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীসা ॥
কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা। মরু মারব মহিদেব গবাসা ॥৪॥
সরগ নরক অনুরাগ বিরাগা। নিগমাগম গুন দোষ বিভাগা ॥৫॥

দোহা—জড় চেতন গুন দোষময়, বিস্ব কিন্হ করতার।
সন্ত হংস গুন গহহি পয়, পরিহরি বারি বিকার ॥৬॥

চৌ—অস বিবেক জব দেই বিধাতা। তব তজি দোষ গুনহিঁ মনু রাতা ॥
কাল সুভাউ করম বরিআঈ। ভলেউ প্রকৃতি বস চুকই ভলাঈ ॥১॥
সো সুধারি হরিজন জিমি লেহীঁ। দলি দুখ দোষ বিমল জসু দেহীঁ ॥
খলউ করহিঁ ভল পাই সুসংগূ। মিটই ন মলিন সুভাউ অভংগূ ॥২॥
লখি সুবেষ জগ বঞ্চক জেউ। বেষ প্রতাপ পূজিঅহিঁ তেউ ॥
উঘরহিঁ অন্ত ন হোই নিবাহূ। কালনেমি জিমি রাবন রাহূ ॥৩॥
কিএহুঁ কুবেষু সাধু সনমানূ। জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ ॥
হানি কুসংগ সুসংগতি লাহূ। লোকহুঁ বেদ বিদিত সব কাহূ ॥৪॥
গগন চঢ়ই রজ পবন প্রসঙ্গা। কীচহিঁ মিলই নীচ জল সঙ্গা ॥
সাধু অসাধু সদন সুক সারীঁ। সুমিরহিঁ রাম দেহিঁ গনি গারীঁ ॥৫॥
ধুম কুসঙ্গতি কারিখ হোঈ। লিখিঅ পুরান মঞ্জু মসি সোঈ ॥
সোই জল অনল অনিল সঙ্ঘাতা। হোই জলদ জগ জীবন দাতা ॥৬॥

দো—গ্রহ ভেষজ জল পবন পট, পাই কুজোগ সুজোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ, লখহিঁ সুলচ্ছন লোগ ॥৭ক॥
সম প্রকাশ তম পাখ দুহুঁ নাম ভেদ বিধি কীন্হ।
সসি সোষক পোষক সমুঝি, জগ জস অপজস দীন্হ ॥৭খ॥
জড় চেতন জগ জীব জত, সকল রামময় জানি।
বন্দউ সব কে পদ কমল, সদা জোরি জুগ পানি ॥৭গ॥
দেব দনুজ নর নাগ, খগ প্রেত পিতর গন্ধর্ব।
বন্দউ কিন্নর রজনিচর, কৃপা করহু অব সর্ব ॥৭ঘ॥

চৌ— আকর চারি লাখ চৌরাসী। জাতি জীব জল থল নভ বাসী ॥
সীয় রামময় সব জগ জানী। করউঁ প্রনাম জোরি জুগ পানী ॥১॥

জানি কৃপাকর কিঙ্কর মোহূ। সব মিলি করহু ছাড়ি ছল ছোহূ ॥
নিজ বুধি বল ভরোস মোহি নাহী। তাতেঁ বিনয় করউঁ সব পাহী ॥২॥
করন চহউঁ রঘুপতি গুন গাহা। লঘু মতি মোরি চরিত অবগাহা ॥
সূঝ ন একউ অঙ্গ উপাউ। মন মতি রঙ্ক মনোরথ রাউ ॥৩॥
মতি অতি নীচ উঁচি রুচি আছী। চহিঅ অমিঅ জগ জুরই ন ছাছী ॥
ছমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাই। সুনিহহিঁ বালবচন মন লাঈ ॥৪॥
জৌ বালক কহ তোতরি বাতা। সুনহিঁ মুদিত মন পিতু অরু মাতা ॥
হঁসিহহিঁ কূর কুটিল কুবিচারী। জে পর দূষন ভূষনধারী ॥৫॥
নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা। সরস হোউ অথবা অতি ফীকা ॥
জে পর ভনিতি সুনত হরষাহীঁ। তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ ॥৬॥
জগ বহু নর সর সরি সম ভাঈ। জে নিজ বাঢ়ি বঢ়হি জল পাঈ ॥
সজ্জন সকৃত সিন্ধু সম কোঈ। দেখি পূর বিধু বাঢ়ই জোঈ ॥৭॥

দো—ভাগ ছোট অভিলাষু বড়, করউঁ এক বিস্বাস।
পৈহহিঁ সুখ সুনি সুজন সব খল করিহহিঁ উপহাস ॥৮॥

খল পরিহাস হোই হিত মোরা। কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা ॥
হংসহি বক দাদুর চাতকহী। হঁসহিঁ মলিন খল বিমল বতকহী ॥১॥
কবিত রসিক ন রাম পদ নেহূ। তিন্হ কহ সুখদ হাস রস এহূ ॥
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী। হঁসিবে জোগ হঁসেঁ নহিঁ খোরী ॥২॥
প্রভু পদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী। তিন্হহি কথা সুনি লাগিহি ফীকী ॥
হরি হর পদ রতি মতি ন কুতরকী। তিন্হ কহুঁ মধুর কথা রঘুবর কী ॥৩॥
রাম ভগতি ভূষিত জিয়ঁ জানী। সুনিহহিঁ সুজন সরাহি সুবানী ॥
কবি ন হোউঁ নহিঁ বচন প্রবীনূ। সকল কলা সব বিদ্যা হীনূ ॥৪॥
আখর অরথ অলঙ্কৃতি নানা। ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধানা ॥
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা। কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকারা ॥৫॥
কবিত বিবেক এক নহি মোরে। সত্য কহউঁ লিখি কাগদ কোরেঁ ॥৬॥

দোহা—ভনিতি মোরি সব গুন রহিত, বিস্ব বিদিত গুন এক।
সো বিচারি সুনিহহিঁ সুমতি, জিন্হ কেঁ বিমল বিবেক ॥

চৌ— এহি মহঁ রঘুপতি নাম উদারা। অতি পাবন পুরান শ্রুতি সারা ॥
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। উমা সহিত জেহি জপত পুরারী ॥১॥
ভনিতি বিচিত্র সুকবি কৃত জোউ। রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ ॥
বিধুবদনী সব ভাঁতি সঁবারী। সোহ ন বসন বিনা বর নারী ॥২॥
সব গুন রহিত কুকবি কৃত বানী। রাম নাম জস অঙ্কিত জানী ॥
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী। মধুকর সরিস সন্ত গুনগ্রাহী ॥৩॥

জদপি কৱিত রস একউ নাহীঁ। রাম প্রতাপ প্রগট এহি মাহী ॥
সোই ভরোস মোরেঁ মন আৱা। কেহিঁ ন সুসঙ্গ বড়প্পনু পাৱা ॥৪॥
ধূমউ তজই সহজ করুআই। অগরু প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাঈ ॥
ভনিতি ভদেশ বস্তু ভলি বরনী। রাম কথা জগ মঙ্গল করনী ॥৫॥
ছন্দ—মঙ্গল করনি কলি মল হরনি, তুলসী কথা রঘুনাথ কী।
গতি কূর কৱিতা সরিত কী, জ্যোঁ সরিত পাৱন পাথ কী ॥
প্রভু সুজস সংগতি ভনিতি ভলি, হোইহি সুজন মন ভাবনী।
ভব অংগ ভূতি মসান কী, সুমিরত সুহাবনি পাৱনী ॥
দো—প্রিয় লাগিহি অতি সবহি মম, ভনিতি রাম জস সঙ্গ।
দারু ৱিচারু কি করই কোউ বন্দিঅ মলয় প্রসঙ্গ ॥১০ক॥
দো—স্যাম সুরভি পয় ৱিসদ অতি, গুনদ করহিঁ সব পান।
গিরা গ্রাম্য সিয় রাম জস, গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান ॥১০খ॥
চৌ—মনি মানিক মুকুতা ছবি জৈসী। অহি গিরি গজ সির সোহ ন তৈসী ॥
নৃপ কিরীট তরুনী তনু পাঈ। লহহিঁ সকল সোভা অধিকাই ॥১॥
তৈসেহিঁ সুকবি কৱিত বুধ কহহীঁ। উপজহিঁ অনত অনত ছবি লহহীঁ ॥
ভগতি হেতু বিধি ভবন বিহাই। সুমিরত সারদ আবতি ধাঈ ॥২॥
রাম চরিত সর বিনু অন্হ বাএঁ। সো শ্রম জাই ন কোটি উপাএঁ ॥
কৱি কোৱিদ অস হৃদয়ঁ ৱিচারী। গাবহিঁ হরি জস কলি মল হারী ॥৩॥
কীন্হেঁ প্রাকৃত জন গুন গানা। সির ধুনি গিরা লগত পছিতানা ॥
হৃদয় সিন্ধু মতি সীপ সমানা। স্বাতি সারদা কহহিঁ সুজানা ॥৪॥
জৌঁ বরষই বর বারি ৱিচারূ। হোহিঁ কৱিত মুকুতামনি চারূ ॥৫॥
দো—জুগুতি বেধি পুনি পোহিঅহিঁ রাম চরিত বর তাগ।
পহিরহিঁ সজ্জন ৱিমল উর সোভা অতি অনুরাগ ॥১১॥
চৌ—জে জনমে কলিকাল করালা। করতব বায়স বেষ মরালা ॥
চলত কুপংথ বেদ মগ ছাড়ে। কপট কলেবর কলি মল ভাঁড়ে ॥১॥
বঞ্চক ভগত কহাই রাম কে। কিংকর কঞ্চন কোহ কাম কে ॥
তিন্হ মহঁ প্রথম রেখ জগ মোরী। ধীংগ ধরমধ্বজ ধংধক ধোরী ॥২॥
জৌঁ অপনে অবগুন সব কহউঁ। বাঢ়ই কথা পার নহিঁ লহউঁ ॥
তাতে মৈঁ অতি অলপ বখানে। থোরে মহুঁ জানিহহিঁ সয়ানে ॥৩॥
সমুঝি বিবিধ বিধি বিনতী মোরী। কোউ ন কথা সুনি দেইহি খোরী ॥
এতেহু পর করিহহিঁ জে অসঙ্কা। মোহি তে অধিক তে জড় মতি রঙ্কা ॥৪॥
কবি ন হোউঁ নহি চতুর কহাবউঁ। মতি অনুরূপ রাম গুন গাবউঁ ॥
কহঁ রঘুপতি কে চরিত অপারা। কহঁ মতি মোরি নিরত সংসারা ॥৫॥

জেহিঁ মারুত গিরি মেরু উড়াহীঁ। কহহু তুল কেহি লেখে মাহীঁ ॥
সমুঝত অমিত রাম প্রভুতাঈ। করত কথা মন অতি কদরাঈ ॥৬॥
দো—সারদ সেস মহেশ বিধি, আগম নিগম পুরান।
নেতি নেতি কহি জাসু গুন; করহিঁ নিরন্তর গান ॥১২॥

চৌ— সব জানত প্রভু প্রভুতা সোঈ। তদপি কহেঁ বিনু রহা ন কোঈ ॥
তহাঁ বেদ অস কারন রাখা। ভজন প্রভাউ ভাঁতি বহু ভাষা ॥১॥
এক অনীহ অরূপ অনামা। অজ সচ্চিদানন্দ পর ধামা ॥
ব্যাপক বিস্বরূপ ভগবানা। তেহিঁ ধরি দেহ চরিত কৃত নানা ॥২॥
সো কেবল ভগতন হিত লাগী। পরম কৃপাল প্রনত অনুরাগী ॥
জেহি জন পর মমতা অতি ছোহূ। জেহি করুনা করি কীন্হ ন কোহূ ॥৩॥
গঈ বহোর গরীব নেবাজূ। সরল সবল সাহিব রঘুরাজূ ॥
বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানী। করহিঁ পুনীত সুফল নিজ বানী ॥৪॥
তেহিঁ বলমৈঁ রঘুপতি গুন গাথা। কহিহউঁ নাহ রাম পদ মাথা ॥
মুনিন্হ প্রথম হরি কীরতি গাঈ। তেহিঁ মগ চলত সুগম মোহি ভাঈ ॥৫॥
দো—অতি অপার জে সরিত বর, জোঁ নৃপ সেতু করাহিঁ।
চঢ়ি পিপীলিকউ পরম লঘু, বিনু শ্রম পারহি জাহিঁ ॥১৩॥

চৌ— এহি প্রকার বল মনহি দেখাঈ। করিহউঁ রঘুপতি কথা সুহাঈ ॥
ব্যাস আদি কবি পুংগব নানা। জিন্হ সাদর হরি সুজস বখানা ॥১॥
চরন কমল বন্দউঁ তিন্হ কেরে। পুরবহুঁ সকল মনোরথ মেরে ॥
কলি কে কবিন্হ করউঁ পরনামা। জিন্হ বরনে রঘুপতি গুন গ্রামা ॥২॥
জে প্রাকৃত কবি পরম বয়ানে। ভাষাঁ জিন্হ হরি চরিত বখানে ॥
ভএ জে অহহিঁ জে হোইহহিঁ আগেঁ। প্রনবউ সবহি কপট সব ত্যাগেঁ ॥৩॥
হোহু প্রসন্ন দেহু বরদানূ। সাধু সমাজ ভনিতি সনমানূ ॥
জো প্রবন্ধ বুধ নহি আদরহীঁ। সো শ্রম বাদি বাল কবি করহী ॥৪॥
কীরতি ভনিতি ভূতি ভলি সোঈ। সুরসরি সম সব কহঁ হিত হোঈ ॥
রাম সুকীরতি ভনিতি ভদেসা। অসমঞ্জস অস মোহি অঁদেসা ॥৫॥
তুম্হরী কৃপাঁ সুলভ সোউ মোরে। সিঅনি সুহাবনি টাট পটোরে ॥৬॥
দো—সরল কবিত কীরতি বিমল, সোই আদরহিঁ সুজান।
সহজ বয়র বিসরাই রিপু, জো সুনি করহিং বখান ॥১৪ক॥
সো ন হোই বিনু বিমল মতি, মোহি মতি বল অতি থোর।
করহু কৃপা হরি জস কহউ, পুনি পুনি করউ নিহোর ॥১৪খ॥
কবি কোবিদ রঘুবর চরিত, মানস মঞ্জু মরাল।
বালবিনয় সুনি সুরুচি লখি, মো পর হোহু কৃপাল ॥১৪গ॥

সোরঠা—ৱন্দউ মুনি পদ কঞ্জু, রামায়ন জেহিঁ নিরময়উ।
সখর সুকোমল মঞ্জু, দোষ রহিত দূষন সহিত॥১৪ঘ॥
ৱন্দউ চারিউ বেদ, ভব ৱারিধি বোহিত সরিস।
জিন্হহি ন সপনেহুঁ খেদ, ৱরনত রঘুৱর ৱিসদ জসু॥১৪ঙ॥
ৱন্দউ ৱিধি পদ রেনু, ভব সাগর জেহিঁ কীন্হ জহঁ।
সন্ত সুধা সসি ধেনু, প্রগটে খল ৱিষ ৱারুনী॥১৪চ॥
দো—ৱিবুধ ৱিপ্র বুধ গ্রহ চরন ৱন্দি কহউ কর জোরি।
হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল মঞ্জু মনোরথ মোরি॥১৪ছ॥

চৌ—পুনি বন্দউঁ সারদ সুরসরিতা। জুগল পুনীত মনোহর চরিতা॥
মজ্জন পান পাপ হর একা। কহত সুনত এক হর অৱিৱেকা॥১॥
গুর পিতু মাতু মহেস ভবানী। প্রনবউঁ দীনৱন্ধু দিন দানী॥
সেবক স্বামি সখা সিয় পী কে। হিত নিরুপধি সব ৱিধি তুলসী কে॥২॥
কলি ৱিলোকি জগ হিত হর গিরিজা। সাৱর মন্ত্র জাল জিন্হ সিরিজা॥
অনমিল আখর অরথ ন জাপূ। প্রগট প্রভাউ মহেশ প্রতাপূ॥৩॥
সো উমেস মোহি পর অনুকূলা। করিহিঁ কথা মুদ মঙ্গল মূলা॥
সুমিরি সিবা সিব পাই পসাউ। ৱরনউঁ রাম চরিত চিত চাউ॥৪॥
ভনিতি মোরি সিব কৃপাঁ ৱিভাতী। সসি সমাজ মিলি মনহুঁ সুরাতী
জে এহি কথহি সনেহ সমেতা। কহিহহিঁ সুনিহহিঁ সমুঝি সচেতা॥৫॥
হোইহহিঁ রাম চরন অনুরাগী। কলি মল রহিত সুমঙ্গল ভাগী॥৬॥
দো—সপনেহুঁ সাচেহুঁ মোহি পর, জোঁ হর গৌরি পসাউ।
তৌ ফুর হোউ জো কহেউঁ সব, ভাষা ভনিতি প্রভাউ॥১৫॥

চৌ—বন্দউঁ অবধ পুরী অতি পাৱনি। সরজূ সরি কলি কলুষ নসাৱনি॥
প্রনবউঁ পুর নর নারি বহোরী। মমতা জিন্হ পর প্রভুহি ন থোরী॥১॥
সিয় নিন্দক অঘ ওঘ নসাএ। লোক ৱিসোক বনাই বসাএ॥
বন্দউঁ কৌসল্যা দিসি প্রাচী। কীরতি জাসু সকল জগ মাচী॥২॥
প্রগটেউঁ জহঁ রঘুপতি সসি চারু। ৱিস্ব সুখদ খল কমল তুসারু॥
দসরথ রাউ সহিত সব রানী। সুকৃত সুমঙ্গল মূরতি মানী॥৩॥
করউঁ প্রনাম করম মন বানী। করহু কৃপা সুত সেবক জানী॥
জিন্হহি ৱিরচি বড় ভয়উ ৱিধাতা। মহিমা অৱধি রাম পিতু মাতা॥৪॥
সো—ৱন্দউ অবধ ভুআল, সত্য প্রেম জেহি রাম পদ।
বিছুরত দীনদয়াল, প্রিয় তনু তৃন ইব পরিহরেউ॥১৬॥

চৌ—প্রনবউঁ পরিজন সহিত ৱিদেহূ। জাহি রাম পদ গূঢ় সনেহূ॥
জোগ ভোগ মহঁ রাখেউ গোঈ। রাম ৱিলোকত প্রগটেউ সোঈ॥১॥

প্রনবউঁ প্রথম ভরত কে চরনা। জাসু নেম ব্রত জাই ন বরনা॥
রাম চরন পঙ্কজ মন জাসূ। লুবুধ মধুপ ইব তজই ন পাসূ॥২॥
বন্দউঁ লছিমন পদ জলজাতা। সীতল সুভগ ভগত সুখ দাতা॥
রঘুপতি কীরতি বিমল পতাকা। দণ্ড সমান ভয়উ জস জাকা॥৩॥
সেষ সহস্রসীস জগ কারন। জো অবতরেউ ভূমি ভয় টারন॥
সদা সো সানুকূল রহ মো পর। কৃপাসিন্ধু সৌমিত্রি গুনাকর॥৪॥
রিপুসূদন পদ কমল নমামী। সূর সুসীল ভরত অনুগামী॥
মহাবীর বিনবউঁ হনুমানা। রাম জাসু জস আপ বখানা॥৫॥

সো—প্রনবউঁ পবনকুমার, খল বন পাবক জ্ঞানঘন।
জাসু হৃদয় আগার, বসহিঁ রাম সর চাপ ধর॥১৭॥

চৌ— কপিপতি রীছ নিসাচর রাজা। অঙ্গদাদি জে কীস সমাজা॥
বন্দউঁ সব কে চরন সুহাএ। অধম সরীর রাম জিন্হ পাএ॥১॥
রঘুপতি চরন উপাসক জেতে। খগ মৃগ সুর নর অসুর সমেতে॥
বন্দউঁ পদ সরোজ সব কেরে। জে বিনু কাম রাম কে চেরে॥২॥
সুক সনকাদি ভগত মুনি নারদ। জে মুনিবর বিগ্যান বিসারদ॥
প্রনবউঁ সবহি ধরনি ধরি সীসা। করহু কৃপা জন জানি মুনীসা॥৩॥
জনকসুতা জগ জননি জানকী। অতিসয় প্রিয় করুনানিধান কী॥
তাকে জুগ পদ কমল মনাবউঁ। জাসু কৃপাঁ নিরমল মতি পাবউঁ॥৪॥
পুনি মন বচন কর্ম্ম রঘুনায়ক। চরন কমল বন্দউঁ সব লায়ক॥
রাজিবনয়ন ধরেঁ ধনু সায়ক। ভগত বিপতি ভঞ্জন সুখদায়ক॥৫॥

দো—গিরা অরথ জল বীচি সম, কহিঅত ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দউঁ সীতা রাম পদ, জিন্হহি পরম প্রিয় খিন্ন॥১৮॥

চৌ— বন্দউঁ নাম রাম রঘুবর কো। হেতু কৃসানু ভানু হিমকর কো॥
বিধি হরি হরময় বেদ প্রান সো। অগুন অনূপম গুন নিধান সো॥১॥
মহামন্ত্র জোই জপত মহেসূ। কাসীঁ মুকুতি হেতু উপদেসূ॥
মহিমা জাসু জান গনরাউ। প্রথম পূজিঅত নাম প্রভাউ॥২॥
জান আদিকবি নাম প্রতাপূ। ভয়উ সুদ্ধ করি উলটা জাপূ॥
সহস নাম সম সুনি সিব বানী। জপি জেঈঁ পিয় সঙ্গ ভবানী॥৩॥
হরষে হেতু হেরি হর হী কো। কিয় ভুষন তিয় ভুষন তী কো॥
নাম প্রভাউ জান সিব নীকো। কালকূট ফলু দীন্হ অমী কো॥৪॥

দো—বরষা রিতু রঘুপতি ভগতি, তুলসী সালি সুদাস।
রাম নাম বর বরন জুগ, সাবন ভাদব মাস॥১৯॥

চৌ— আখর মধুর মনোহর দোউ। বরন বিলোচন জন জিয় জোউ॥
সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহু। লোক লাহু পরলোক নিবাহু॥১॥
কহত সুনত সুমিরত সুঠি নীকে। রাম লখন সম প্রিয় তুলসী কে॥
বরনত বরন প্রীতি বিলগাতী। ব্রহ্ম জীব সম সহজ সঁঘাতী॥২॥
নর নারায়ন সরিস সুভ্রাতা। জগ পালক বিসেষি জন ত্রাতা॥
ভগতি সুতিয় কল করন বিভুষন। জগ হিত হেতু বিমল বিধু পূষন॥৩॥
স্বাদ তোষ সম সুগতি সুধা কে। কমঠ সেষ সম ধর বসুধা কে॥
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকর সে। জীহ জসোমতি হরি হলধর সে॥৪॥

দো—একু ছত্রু একু মুকুটমনি, সব বরননি পর জোউ।
তুলসী রঘুবর নাম কে, বরন বিরাজত দোউ॥২০॥

চৌ— সমুঝত সরিস নাম অরু নামী। প্রীতি পরসপর প্রভু অনুগামী॥
নাম রূপ দুই ঈস উপাধী। অকথ অনাদি সুসামুঝি সাধী॥১॥
কো বড় ছোট কহত অপরাধূ। সুনি গুন ভেদু সমুঝিহহিঁ সাধূ॥
দেখিঅহিঁ রূপ নাম আধীনা। রূপ গ্যান নহিঁ নাম বিহীনা॥২॥
রূপ বিসেষ নাম বিনু জানেঁ। করতল গত ন পরহিঁ পরিচানেঁ॥
সুমিরিঅ নাম রূপ বিনু দেখেঁ। আবত হৃদয়ঁ সনেহ বিসেষেঁ॥৩॥
নাম রূপ গতি অকথ কহানী। সমুঝত সুখদ ন পরতি বখানী॥
অগুন সগুন বিচ নাম সুসাখী। উভয় প্রবোধক চতুর দুভাষী॥৪॥

দো—রাম নাম মনিদীপ ধরু, জীহ দেহরীঁ দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ, জৌঁ চাহসি উজিআর॥২১॥

চৌ— নাম জীহঁ জপি জাগহিঁ জোগী। বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনূপা। অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥১॥
জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেউ। নাম জীহঁ জপি জানহিঁ তেউ॥
সাধক নাম জপহিঁ লয় লাএঁ। হোহিঁ সিদ্ধ অনিমাদিক পাএঁ॥২॥
জপহিঁ নামু জন আরত ভারী। মিটহিঁ কুসঙ্কট হোহিঁ সুখারী॥
রাম ভগত জগ চারি প্রকারা। সুকৃতী চারিউ অনঘ উদারা॥৩॥
চহূ চতুর কহুঁ নাম অধারা। গ্যানী প্রভুহি বিসেষি পিআরা॥
চহুঁ জুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ। কলি বিসেষি নহিঁ আন উপাউ॥৪॥

দো—সকল কামনা হীন জে, রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিযূষ হ্রদ, তিনহহুঁ কিএ মন মীন॥২২॥

চৌ— অগুন সগুন দুই ব্রহ্ম সরূপা। অকথ অগাধ অনাদি অনূপা॥
মোরেঁ মত বড় নামু দুহু তেঁ। কিএ জেহিঁ জুগ নিজ বস নিজ বূতেঁ॥১॥

প্রৌঢ়ি সুজন জনি জানহি জন কী। কহউ প্রতীতি প্রীতি রুচি মন কী॥
একু দারুগত দেখিঅ একূ। পাবক সম জুগ ব্রহ্ম বিবেকূ ॥২॥
উভয় অগম জুগ সুগম নাম তেঁ। কহেউঁ নামু বড় ব্রহ্ম রাম তেঁ॥
ব্যাপকু একু ব্রহ্ম অবিনাসী। সত চেতন ঘন আনন্দ রাসী॥৩॥
অস প্রভু হৃদয়ঁ অছত অবিকারী। সকল জীব জগ দীন দুখারী॥
নাম নিরূপন নাম জতন তেঁ। সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তেঁ॥৪॥

দো— নিরগুন তেঁ এহি ভাঁতি বড়, নাম প্রভাউ অপার।
কহউঁ নামু বড় রাম তেঁ, নিজ বিচার অনুসার॥২৩॥

চৌ— রাম ভগত হিত নর তনু ধারী। সহি সঙ্কট কিএ সাধু সুখারী॥
নামু সপ্রেম জপত অনয়াসা। ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা॥১॥
রাম এক তাপস তিয় তারী। নাম কোটি খল কুমতি সুধারী॥
রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী। সহিত সেন সুত কীন্হি বিবাকী॥২॥
সহিত দোষ দুখ দাস দুরাসা। দলই নামু জিমি রবি নিসি নাসা॥
ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপূ। ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ॥৩॥
দণ্ডক বন প্রভু কীন্হ সুহাবন। জন মন অমিত নাম কিএ পাবন॥
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন। নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন॥৪॥

দো— সবরী গীধ সুসেবকনি, সুগতি দীন্হি রঘুনাথ।
নাম উধারে অমিত খল, বেদ বিদিত গুন গাথ॥২৪॥

চৌ— রাম সুকণ্ঠ বিভীষন দোউ। রাখে সরন জান সবু কোউ॥
নাম গরীব অনেক নেবাজে। লোক বেদ বর বিরিদ বিরাজে॥১॥
রাম ভালু কপি কটকু বটোরা। সেতু হেতু শ্রমু কীন্হ ন থোরা॥
নামু লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ। করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ॥২॥
রাম সকুল রন রাবনু মারা। সীয় সহিত নিজ পুর পগু ধারা॥
রাজা রামু অবধ রজধানী। গাবত গুন সুর মুনি বর বানী॥৩॥
সেবক সুমিরত নামু সপ্রীতি। বিনু শ্রম প্রবল মোহ দলু জীতী॥
ফিরত সনেহঁ মগন সুখ অপনেঁ। নাম প্রসাদ সোচ নহিঁ সপনেঁ॥৪॥

দো— ব্রহ্ম রাম তেঁ নামু বড়, বর দায়ক বর দানি।
রামচরিত সত কোটি মহঁ, লিয় মহেস জিয়ঁ জানি॥২৫॥

মাসপারায়ণ, পহলা বিশ্রাম

চৌ— নাম প্রসাদ সম্ভু অবিনাসী। সাজু অমঙ্গল মঙ্গল রাসী॥
সুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী। নাম প্রসাদ ব্রহ্মসুখ ভোগী॥১॥
নারদ জানেউ নাম প্রতাপূ। জগ প্রিয় হরি হরি হর প্রিয় আপূ॥
নামু জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদূ। ভগত সিরোমনি ভে প্রহলাদূ॥২॥

ধ্রুব সগলানি জপেউ হরি নাউঁ। পায়উ অচল অনূপম ঠাউঁ ॥
সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ। অপনে বস করি রাখে রামূ ॥৩॥
অপতু অজামিলু গজু গনিকাউ। ভএ মুকুত হরি নাম প্রভাউ ॥
কহৌঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ। রামু ন সকহিঁ রাম গুন গাঈ ॥৪॥
দো— নামু রাম কো কলপতরু, কলি কল্যান নিবাসু।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগ তেঁ, তুলসী তুলসীদাসু ॥২৬॥
চৌ— চহুঁ জুগ তীনি কাল তিহুঁ লোকা। ভএ নাম জপি জীব বিসোকা ॥
বেদ পুরান সন্ত মত এহু। সকল সুকৃত ফল রাম সনেহু ॥১॥
ধ্যানু প্রথম জুগ মখবিধি দূজে। দ্বাপর পরিতোষত প্রভু পূজেঁ ॥
কলি কেবল মল মূল মলীনা। পাপ পয়োনিধি জন মন মীনা ॥২॥
নাম কামতরু কাল করালা। সুমিরত সমন সকল জগ জালা ॥
রাম নাম কলি অভিমত দাতা। হিত পরলোক লোক পিতু মাতা ॥৩॥
নহিঁ কলি করম ন ভগতি বিবেকু। রাম নাম অবলম্বন একু ॥
কালনেমি কলি কপট নিধানু। নাম সুমতি সমরথ হনুমানু ॥
দো— রাম নাম নরকেসরী, কনককসিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহলাদ জিমি, পালিহি দলি সুরসাল ॥২৭॥
চৌ— ভায় কুভায় অনখ আলসহুঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহুঁ ॥
সুমিরি সো নাম রাম গুন গাথা। করউঁ নাই রঘুনাথহি মাথা ॥১॥
মোরি সুধারিহি সো সব ভাঁতী। জাসু কৃপা নহিঁ কৃপাঁ অঘাতী ॥
রাম সুস্বামি কুসেবকু মোসো। নিজ দিসি দেখি দয়ানিধি পোসো ॥২॥
লোকহুঁ বেদ সুসাহিব রীতি। বিনয় সুনত পহিচানত প্রীতী ॥
গনী গরীব গ্রাম নর নাগর। পণ্ডিত মূঢ় মলীন উজাগর ॥৩॥
সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুহারী। নৃপহি সরাহত সব নর নারী ॥
সাধু সুজান সুসীল নৃপালা। ঈস অঁস ভব পরম কৃপালা ॥৪॥
সুনি সনমানহিঁ সবহি সুবানী। ভনিতি ভগতি নতি গতি পহিচানী ॥
যহ প্রাকৃত মহিপাল সুভাউ। জান সিরোমনি কোসলরাউ ॥৫॥
রীঝত রাম সনেহ নিসোতেঁ। কো জগ মন্দ মলিনমতি মোতেঁ ॥৬॥
দো— সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি, রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিএ জলজান জেহিঁ, সচিব সুমতি কপি ভালু ॥২৮(ক)॥
হৌঁহু কহাবত সবু কহত, রাম সহত উপহাস।
সাহিব সীতানাথ সো, সেবক তুলসীদাস ॥২৮(খ)॥
চৌ— অতি বড়ি মোরি ঢিঠাঈ খোরী। সুনি অঘ নরকহুঁ নাক সকোরী ॥
সমুঝি সহম মোহি অপডর অপনেঁ। সো সুধি রাম কীন্হি নহিঁ সপনেঁ ॥১॥

সুনি অবলোকি সুচিত চখ চাহী। ভগতি মোরি মতি স্বামি সরাহী ॥
কহত নসাই হোই হিয়ঁ নীকী। রীঝত রাম জানি জন জী কী ॥২॥
রহতি ন প্রভু চিত চুক কিএ কী। করত সুরতি সয় বার হিএ কী ॥
জেহিঁ অঘ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী। ফিরি সুকণ্ঠ সোই কীন্হি কুচালী ॥৩॥
সোই করতুতি বিভীষন কেরী। সপনেহুঁ সো ন রাম হিয়ঁ হেরী ॥
তে ভরতহি ভেঁটত সনমানে। রাজসভাঁ রঘুবীর বখানে ॥৪॥

দো— প্রভু তরু তর কপি ডার পর, তে কিএ আপু সমান।
তুলসী কহূঁ ন রাম সে, সাহিব সীলনিধান ॥২৯(ক)॥
রাম নিকাঈঁ রাবরী, হৈ সবহী কো নীক।
জৌঁ যহ সাঁচী হৈ সদা, তৌ নীকো তুলসীক ॥২৯(খ)॥
এহি বিধি নিজ গুন দোষ কহি, সবহি বহুরি সিরু নাই ॥
বরনউঁ রঘুবর বিসদ জসু, সুনি কলি কলুষ নসাই ॥২৯গ॥

চৌ— জাগবলিক জো কথা সুহাঈ। ভরদ্বাজ মুনিবরহি সুনাঈ ॥
কহিহউঁ সোই সংবাদ বখানী। সুনহুঁ সকল সজ্জন সুখু মানী ॥
সম্ভু কীন্হ যহ চরিত সুহাবা। বহুরি কৃপা করি উমহি সুনাবা ॥
সোই সিব কাগভুসুণ্ডিহি দীন্হা। রাম ভগত অধিকারী চীন্হা ॥২॥
তেহি সন জাগবলিক পুনি পাবা। তিন্হ পুনি ভরদ্বাজ প্রতি গাবা ॥
তে শ্রোতা বকতা সমসীলা। সবঁদরসী জানহিঁ হরিলীলা ॥৩॥
জানহিঁ তীনি কাল নিজ গ্যানা। করতল গত আমলক সমানা ॥
ঔরউ জে হরিভগত সুজানা। কহহিঁ সুনহিঁ সমুঝহিঁ বিধি নানা ॥৪॥

দো— মৈঁ পুনি নিজ গুর সন সুনী, কথা সো সূকরখেত।
সমুঝী নহিঁ তসি বালপন, তব অতি রহেউঁ অচেত ॥৩০(ক)॥
শ্রোতা বকতা গ্যাননিধি, কথা রাম কৈ গূঢ়।
কিমি সমুঝৌঁ মৈঁ জীব জড়, কলি মল গ্রসিত বিমূঢ় ॥৩০(খ)॥

চৌ—তদপি কহী গুর বারহিঁ বারা। সমুঝি পরী কছু মতি অনুসারা ॥
ভাষাবদ্ধ করবি মৈঁ সোই। মোরেঁ মন প্রবোধ জেহিঁ হোঈ ॥১॥
জস কছু বুধি বিবেক বল মেরেঁ। তস কহিহউঁ হিয়ঁ হরি কে প্রেরেঁ ॥
নিজ সন্দেহ মোহ ভ্রম হরনী। করউঁ কথা ভব সরিতা তরনী ॥২॥
বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জনি। রামকথা কলি কলুষ বিভঞ্জনি ॥
রামকথা কলি পন্নগ ভরনী। পুনি বিবেক পাবক কহুঁ অরনী ॥৩॥
রামকথা কলি কামদ গাঈ। সুজন সজীবনী মূরি সুহাই ॥
সোই বসুধাতল সুধা তরঙ্গিনি। ভয় ভঞ্জনি ভ্রম ভেক ভুঅঙ্গিনি ॥৪॥

অসুর সেন সম নরক নিকন্দিনি। সাধু বিবুধ কুল হিত গিরিনন্দিনি ॥
সন্ত সমাজ পয়োধি রমা সী বিস্ব ভার ভর অচল ছমা সী ॥৫॥
জম গন মুহঁ মসি জগ জমুনা সী। জীবন মুকুতি হেতু জনু কাসী ॥
রামহি প্রিয় পাবনি তুলসী সী। তুলসিদাস হিত হিয়ঁ হুলসী সী ॥৬॥
সিবপ্রিয় মেকল সৈল সুতা সী। সকল সিদ্ধি সুখ সম্পতি রাসী ॥
সদগুন সুরগন অম্ব অদিতি সী। রঘুবর ভগতি প্রেম পরমিতি সী ॥৭॥

দো—রামকথা মন্দাকিনী, চিত্রকূট চিত চারু ॥
তুলসী সুভগ সনেহ বন, সিয় রঘুবীর বিহারু ॥৩১॥

চৌ—রামচরিত চিন্তামনি চারু। সন্ত সুমতি তিয় সুভগ সিঙ্গারু ॥
জগ মঙ্গল গুন গ্রাম রাম কে। দানি মুকুতি ধন ধরম ধাম কে ॥১॥
সদগুর জ্ঞান বিরাগ জোগ কে। বিবুধ বৈদ ভব ভীম রোগ কে ॥
জননি জনক সিয় রাম প্রেম কে। বীজ সকল ব্রত ধরম নেম কে ॥২॥
সমন পাপ সন্তাপ সোক কে। প্রিয় পালক পরলোক লোক কে ॥
সচিব সুভট ভূপতি বিচার কে। কুম্ভজ লোভ উদধি অপার কে ॥৩॥
কাম কোহ কলিমল করিগন কে। কেহরি সাবক জন মন বন কে ॥
অতিথি পূজ্য প্রিয়তম পুরারি কে। কামদ ঘন দারিদ দবারি কে ॥৪॥
মন্ত্র মহামনি বিষয় ব্যাল কে। মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভাল কে ॥
হরন মোহ তম দিনকর কর সে। সেবক সালি পাল জলধর সে ॥৫॥
অভিমত দানি দেবতরু বর সে। সেবত সুলভ সুখদ হরি হর সে ॥
সুকবি সরদ নভ মন উড়গন সে। রামভগত জন জীবন ধন সে ॥৬॥
সকল সুকৃত ফল ভূরি ভোগ সে। জগ হিত নিরুপধি সাধু লোগ সে ॥
সেবক মন মানস মরাল সে। পাবন গঙ্গ তরঙ্গ মাল সে ॥৭॥

দোহা—কুপথ কুতরক কুচালি কলি, কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রাম গুন গ্রাম জিমি, ইন্ধন অনল প্রচণ্ড ॥৩১ক॥
রামচরিত রাকেস কর, সরিস সুখদ সব কাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোর চিত, হিত বিসেষি বড় লাহু ॥৩১খ॥

চৌ—কীন্হি প্রস্ন জেহি ভাঁতি ভবানী। জেহি বিধি সঙ্কর কহা বখানী ॥
সো সব হেতু কহব মৈঁ গাঈ। কথাপ্রবন্ধ বিচিত্র বনাঈ ॥১॥
জেহিঁ যহ কথা সুনী নহিঁ হোঈ। জনি আচরজু করৈ সুনি সোঈ ॥
কথা অলৌকিক সুনহিঁ জে গ্যানী। নহিঁ আচরজু করহিঁ অস জানী ॥২॥
রামকথা কৈ মিতি জগ নাহীঁ। অসি প্রতীতি তিন্হ কে মন মাহীঁ ॥
নানা ভাঁতি রাম অবতারা। রামায়ন সত কোটি অপারা ॥৩॥

কলপভেদ হরি চরিত সুহাএ। ভাঁতি অনেক মুনীসন্হ গাএ॥
করিঅ ন সংসয় অস উর আনী। সুনিঅ কথা সাদর রতি মানী॥৪॥
দো— রাম অনন্ত অনন্ত গুন, অমিত কথা বিস্তার।
সুনি আচরজু ন মানিহহিঁ, জিন্হ কেঁ বিমল বিচার॥৩৩॥
চৌ—এহি বিধি সব সংসয় করি দূরী। সির ধরি গুর পদ পঙ্কজ ধুরী॥
পুনি সবহী বিনবউঁ কর জোরী। করত কথা জেহিঁ লাগ ন খোরী॥১॥
সাদর সিবহি নাই অব মাথা। বরনউঁ বিসদ রাম গুন গাথা॥
সংবত সোরহ সৈ একতীসা। করউঁ কথা হরি পদ ধরি সীসা॥২॥
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা। অবধপুরীঁ যহ চরিত প্রকাসা॥
জেহি দিন রাম জনম শ্রুতি গাবহিঁ। তীরথ সকল তহাঁ চলি আবহিঁ॥৩॥
অসুর নাগ খগ নর মুনি দেবা। আই করহিঁ রঘুনায়ক সেবা॥
জন্ম মহোৎসব রচহিঁ সুজানা। করহিঁ রাম কল কীরতি গানা॥৪॥
দো— মজ্জহিঁ সজ্জন বৃন্দ বহু, পাবন সরজূ নীর।
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর, সুন্দর স্যাম সরীর॥৩৪॥
চৌ— দরস পরস মজ্জন অরু পানা। হরই পাপ কহ বেদ পুরানা॥
নদী পুনীত অমিত মহিমা অতি। কহি ন সকই সারদা বিমল মতি॥১॥
রাম ধামদা পুরী সুহাবনি। লোক সমস্ত বিদিত অতি পাবনি॥
চারি খানি জগ জীব অপারা। অবধ তজেঁ তনু নহিঁ সংসারা॥২॥
সব বিধি পুরী মনোহর জানী। সকল সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল খানী॥
বিমল কথা কর কীন্হ অরম্ভা। সুনত নসাহিঁ কাম মদ দম্ভা॥৩॥
রামচরিতমানস এহি নামা। সুনত শ্রবন পাইঅ বিশ্রামা॥
মন করি বিষয় অনল বন জরঈ। হোই সুখী জৌঁ এহিঁ সর পরঈ॥৪॥
রামচরিতমানস মুনি ভাবন। বিরচেউ সম্ভু সুহাবন পাবন॥
ত্রিবিধ দোষ দুখ দারিদ দাবন। কলি কুচালি কুলি কলুষ নসাবন॥৫॥
রচি মহেস নিজ মানস রাখা। পাই সুসমউ সিবা সন ভাষা॥
তাতেঁ রামচরিতমানস বর। ধরেউ নাম হিয়ঁ হেরি হরষি হর॥৬॥
কহউঁ কথা সোই সুখদ সুহাঈ। সাদর সুনহু সুজন মন লাঈ॥৭॥
দো— জস মানস জেহি বিধি ভয়উ, জগ প্রচার জেহি হেতু।
অব সোই কহউঁ প্রসঙ্গ সব, সুমিরি উমা বৃষকেতু॥৩৫॥
চৌ—প্রসাদ সুমতি হিয়ঁ হুলসী। রামচরিতমানস কবি তুলসী॥
করই মনোহর মতি অনুহারী। সুজন সুচিত সুনি লেহু সুধারী॥১॥
সুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধূ। বেদ পুরান উদধি ঘন সাধূ॥
বরষহিঁ রাম সুজস বর বারী। মধুর মনোহর মঙ্গলকারী॥২॥

লীলা সগুন জো কহহিঁ বখানী। সোই স্বচ্ছতা করই মল হানী ॥
প্রেম ভগতি জো বরনি ন জাঈ। সোঈ মধুরতা সুসীতলতাঈ ॥৩॥
সো জল সুকৃত সালি হিত হোঈ। রাম ভগত জন জীবন সোঈ ॥
মেধা মহি গত সো জল পাবন। সকিলি শ্রবন মগ চলেউ সুহাবন ॥৪॥
ভরেউ সুমানস সুথল থিরানা। সুখদ সীত রুচি চারু চিরানা ॥৫॥
দো—সুঠি সুন্দর সংবাদ বর, বিরচে বুদ্ধি বিচারি।
তেই এহি পাবন সুভগ সর, ঘাট মনোহর চারি ॥৩৬॥
চৌ—সপ্ত প্রবন্ধ সুভগ সোপানা। গ্যান নয়ন নিরখত মন মানা ॥
রঘুপতি মহিমা অগুন অবাধা বরনব সোই বর বারি অগাধা ॥১॥
রাম সীয় জস সলিল সুধাসম। উপমা বীচি বিলাস মনোরম ॥
পুরইনি সঘন চারু চোপাঈ। জুগুতি মঞ্জু মনি সীপ সুহাঈ ॥২॥
ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা। সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা ॥
অরথ অনূপ সুভাব সুভাসা। সোই পরাগ মকরন্দ সুবাসা ॥৩॥
সুকৃত পুঞ্জ মঞ্জুল অলি মালা। গ্যান বিরাগ বিচার মরালা ॥
ধুনি অবরেব কবিত গুন জাতী। মীন মনোহর তে বহুভাঁতী ॥৪॥
অরথ ধরম কামাদিক চারী। কহব গ্যান বিগ্যান বিচারী ॥
নব রস জপ তপ জোগ বিরাগা। তে সব জলচর চারু তড়াগা ॥৫॥
সুকৃতী সাধু নাম গুন গানা। তে বিচিত্র জলবিহগ সমানা ॥
সন্ত সভা চহুঁ দিসি অবঁরাঈ। শ্রদ্ধা রিতু বসন্ত সম গাঈ ॥৬॥
ভগতি নিরূপন বিবিধ বিধানা। ছমা দয়া দম লতা বিতানা ॥
সম জম নিয়ম ফূল ফল গ্যানা। হরি পদ রতি রস বেদ বখানা ॥৭॥
ঔরউ কথা অনেক প্রসঙ্গা। তেই সুক পিক বহুবরন বিহঙ্গা ॥
দো—পুলক বাটিকা বাগ বন, সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন সনেহ জল, সীঞ্চত লোচন চারু ॥৩৭॥
চৌ—জে গাবহিঁ য়হ চরিত সঁভারে। তেই এহি তাল চতুর রখবারে ॥
সদা সুনহিঁ সাদর নর নারী। তেই সুরবর মানস অধিকারী ॥১॥
অতি খল জে বিষঈ বগ কাগা। এহি সর নিকট ন জাহি অভাগা ॥
সম্বুক ভেক সেবার সমানা। ইহাঁ ন বিষয় কথা রস নানা ॥২॥
তেহি কারন আবত হিয়ঁ হারে। কামী কাক বলাক বিচারে ॥
আবত এহিঁ সর অতি কঠিনাঈ। রাম কৃপা বিনু আই ন জাঈ ॥৩॥
কঠিন কুসঙ্গ কুপন্থ করালা। তিন্হ কে বচন বাঘ হরি ব্যালা ॥
গৃহ কারজ নানা জঞ্জালা। তে অতি দুর্গম সৈল বিসালা ॥৪॥
বন বহু বিষম মোহ মদ মানা। নদীঁ কুতর্ক ভয়ঙ্কর নানা ॥৫॥

দো— জে শ্রদ্ধা সম্বল রহিত, নহিঁ সন্তন্হ কর সাথ।
তিন্হ কহুঁ মানস অগম অতি, জিন্হহি ন প্রিয় রঘুনাথ ॥৩৮॥

চৌ— জৌঁ করি কষ্ট জাই পুনি কোঈ। জাতহিঁ নীদ জুড়াঈ হোঈ॥
জড়তা জাড় বিষম উর লাগা। গএহুঁ ন মজ্জন পাব অভাগা ॥১॥
করি ন জাই সর মজ্জন পানা। ফিরি আবই সমেত অভিমানা॥
জৌঁ বহোরি কোউ পূছন আবা। সর নিন্দা করি তাহি বুঝাবা ॥২॥
সকল বিঘ্ন ব্যাপহিঁ নহিঁ তেহী। রাম সুকৃপাঁ বিলোকহিঁ জেহী॥
সোই সাদর সর মজ্জনু করঈ। মহা ঘোর ত্রয়তাপ ন জরঈ ॥৩॥
তে নর হহ সর তজহিঁ ন কাউ। জিন্হ কেঁ রাম চরন ভল ভাউ॥
জো নহাই চহ এহিঁ সর ভাঈ। সো সতসঙ্গ করউ মন লাঈ ॥৪॥
অস মানস মানস চখ চাহী। ভই কবি বুদ্ধি বিমল অবগাহী॥
ভয়উ হৃদয়ঁ আনন্দ উছাহূ। উমগেউ প্রেম প্রমোদ প্রবাহূ ॥৫॥
চলী সুভগ কবিতা সরিতা সো। রাম বিমল জস জল ভরিতা সো॥
সরজূ নাম সুমঙ্গল মূলা। লোক বেদ মত মঞ্জুল কূলা ॥৬॥
নদী পুনীত সুমানস নন্দিনি। কলিমল তৃন তরু মূল নিকন্দিনি ॥৭॥

দো— শ্রোতা ত্রিবিধ সমাজ পুর, গ্রাম নগর দুহুঁ কূল।
সন্তসভা অনুপম অবধ, সকল সুমঙ্গল মূল ॥৩৯॥

চৌ— রামভগতি সুরসরিতহি জাঈ। মিলী সুকীরতি সরজু সুহাঈ॥
সানুজ রাম সমর জসু পাবন। মিলেউ মহানদু সোন সুহাবন ॥১॥
জুগ বিচ ভগতি দেবধুনি ধারা। সোহতি সহিত সুবিরতি বিচারা॥
ত্রিবিধ তাপ ত্রাসক তিমুহানী। রাম সরূপ সিন্ধু সমুহানী ॥২॥
মানস মূল মিলী সুরসরিহী। সুনত সুজন মন পাবন করিহী॥
বিচ বিচ কথা বিচিত্র বিভাগা। জনু সরি তীর তীর বন বাগা ॥৩॥
উমা মহেস বিবাহ বরাতী। তে জলচর অগনিত বহু ভাঁতি॥
রঘুবর জনম অনন্দ বধাঈ। ভবঁর তরঙ্গ মনোহরতাঈ ॥৪॥

দো— বালচরিত চহু বন্ধু কে, বনজ বিপুল বহুরঙ্গ।
নৃপ রানী পরিজন সুকৃত, মধুকর বারি বিহঙ্গ ॥৪০॥

চৌ— সীয় স্বয়ম্বর কথা সুহাঈ। সরিত সুহাবনি সো ছবি ছাঈ।
নদী নাব পটু প্রস্ন অনেকা। কেবট কুসল উতর সবিবেকা ॥১॥
সুনি অনুকথন পরস্পর হোঈ। পথিক সমাজ সোহ সরি সোঈ॥
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী। ঘাট সুবন্ধ রাম বর বানী ॥২॥
সানুজ রাম বিবাহ উছাহূ। সো সুভ উমগ সুখদ সব কাহূ॥
কহত সুনত হরষহিঁ পুলকাহীঁ। তে সুকৃতী মন মুদিত নহাহীঁ ॥৩॥

রাম তিলক হিত কঙ্গল সাজা। পরব জোগ জনু জুরে সমাজা॥
কাঈ কুমতি কেকঈ কেরী। পরী জাসু ফল বিপতি ঘনেরী ॥৪॥
দো— সমন অমিত উতপাত সব, ভরতচরিত জপজাগ।
কলি অঘ খল অবগুন কথন, তে জলমল বগ কাগ ॥৪১॥
চৌ— কীরতি সরিত ছহূঁ রিতু রূরী। সময় সুহাবনি পাবনি ভূরী॥
হিম হিমসৈলসুতা সিব ব্যাহূ। সিসির সুখদ প্রভু জনম উছাহূ ॥১॥
বরনব রাম বিবাহ সমাজূ। সো মুদ মঙ্গলময় রিতুরাজূ॥
গ্রীষম দুসর রাম বনগবনূ। পন্থকথা খর আতপ পবনূ॥২॥
বরষা ঘোর নিসাচর রারী। সুরকুল সালি সুমঙ্গলকারী॥
রাম রাজ সুখ বিনয় বড়াঈ। বিসদ সুখদ সোই সরদ সুহাঈ ॥৩॥
সতী সিরোমনি সিয় গুনগাথা। সোই গুন অমল অনুপম পাথা॥
ভরত সুভাউ সুসীতলতাঈ। সদা একরস বরনি [ন জাঈ ॥৪॥
দো— অবলোকনি বোলনি মিলনি, প্রীতি পরসপর হাস।
ভায়প ভলি চহু বন্ধু কী, জল মাধুরী সুবাস ॥৪২॥
চৌ— আরতি বিনয় দীনতা মোরী। লঘুতা ললিত সুবারি ন থোরী॥
অদভূত সলিল সুনত গুনকারী। আস পিঁআস মনোমল হারী ॥১॥
রাম সুপ্রেমহিঁ পোষত পানী। হরত সকল কলি কলুষ গলানী॥
ভব শ্রম সোষক তোষক তোষা। সমন দুরিত দুখ দারিদ দোষা ॥২॥
কাম কোহ মদ মোহ নসাবন। বিমল বিবেক বিরাগ বঢ়াবন॥
সাদর মজ্জন পান কিএ তেঁ। মিটহিঁ পাপ পরিতাপ হিএ তেঁ ॥৩॥
জিন্হ এহিঁ বারি ন মানস ধোএ। তে কায়র কলিকাল বিগোএ॥
তৃষিত নিরখি রবি কর ভব বারী। ফিরিহহিঁ মৃগ জিমি জীব দুখারী ॥৪॥
দো— মতি অনুহারি সুবারি গুন, গন গনি মন অন্হবাই।
সুমিরি ভবানী সঙ্করহি, কহ কবি কথা সুহাই ॥৪৩(ক)॥
অব রঘুপতি পদ পঙ্করুহ, হিয়ঁ ধরি পাই প্রসাদ।
কহউঁ জুগল মুনিবর্য কর, মিলন সুভগ সম্বাদ ॥৪৩(খ)॥
চৌ— ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা। তিন্হি রাম পদ অতি অনুরাগা॥
তাপস সম দম দয়া নিধানা। পরমারথ পথ পরম সুজানা ॥১॥
মাঘ মকরগত রবি জব হোঈ। তীরথপতিহিঁ আব সব কোঈ॥
দেব দনুজ কিন্নর নর শ্রেনীঁ। সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেনীঁ ॥২॥
পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা। পরসি অখয় বটু হরষহিঁ গাতা॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন। পরম রম্য মুনিবর মন ভাবন ॥৩॥

তহঁা হোই মুনি রিষয় সমাজা। জাহি জে মজ্জন তীরথরাজা॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উছাহা। কহহিঁ পরসপর হরি গুন গাহা ॥৪॥
দো— ব্রহ্ম নিরূপন ধরম বিধি, বরনহিঁ তত্ত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভগতি ভগবন্ত কৈ, সংজুত গ্যান বিরাগ ॥৪৪॥

চৌ— এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহী। পুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহীঁ॥
প্রতি সংবত অতি হোই অনন্দা। মকর মজ্জি গবনহিঁ মুনিবৃন্দা ॥১॥
এক বার ভরি মকর নহাএ। সব মুনীস আশ্রমন্হ সিধাএ॥
জাগবলিক মুনি পরম বিবেকী। ভরদ্বাজ রাখে পদ টেকী ॥২॥
সাদর চরন সরোজ পখারে। অতি পুনীত আসন বৈঠারে॥
করি পূজা মুনি সুজসু বখানী। বোলে অতি পুনীত মৃদু বানী ॥৩॥
নাথ এক সংসউ বড় মোরেঁ। করগত বেদতত্ত্ব সবু তোরেঁ॥
কহত সো মোহি লাগত ভয় লাজা। জৌঁ ন কহউঁ বড় হোই অকাজা ॥৪॥
দো— সন্ত কহহিঁ অসি নীতি, শ্রুতি পুরান মুনি গাব।
হোই ন বিমল বিবেক উর, গুর সন কিএঁ দুরাব ॥৪৫॥

চৌ— অস বিচারি প্রগটউঁ নিজ মোহূ। হরহু নাথ করি জন পর ছোহূ॥
রাম নাম কর অমিত প্রভাবা। সন্ত পুরান উপনিষদ গাবা ॥১॥
সন্তত জপত সম্ভু অবিনাসী। সিব ভগবান গ্যান গুন রাসী॥
আকর চারি জীব জগ অহহীঁ। কাসীঁ মরত পরম পদ লহহীঁ ॥২॥
সোপি রাম মহিমা মুনিরায়া। সিব উপদেসু করত করি দায়া॥
রামু কবন প্রভু পূছউঁ তোহী। কহিঅ বুঝাই কৃপানিধি মোহী ॥৩॥
এক রাম অবধেস কুমারা। তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা॥
নারি বিরহঁ দুখু লহেউ অপারা। ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা ॥৪॥
দো— প্রভু সোই রাম কি কোউ অপর, জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্বগ্য তুম্হ, কহহু বিবেকু বিচারি ॥৪৬॥

চৌ—জৈসেঁ মিটৈ মোর ভ্রম ভারী। কহহু সো কথা নাথ বিস্তারী॥
জাগবলিক বোলে মুসুকাঈ। তুমহহি বিদিত রঘুপতি প্রভুতাঈ ॥১॥
রামভগত তুমহ মন ক্রম বানী। চতুরাই তুমহারি মৈঁ জানী॥
চাহহু সুনৈ রাম গুন গূঢ়া। কীন্হিহু প্রস্ন মনহুঁ অতি মূঢ়া ॥২॥
তাত সুনহু সাদর মনু লাঈ। কহউঁ রাম কৈ কথা সুহাঈ॥
মহামোহু মহিষেসু বিসালা। রামকথা কালিকা করালা ॥৩॥
রামকথা সসি কিরন সমানা। সন্ত চকোর করহিঁ জেহি পানা॥
এসেই সংসয় কীন্হ ভবানী। মহাদেব তব কহা বখানী ॥৪॥

দো— কহউঁ সো মতি অনুহারি অব, উমা সম্ভু সংবাদ।
ভয়উ সময় জেহি হেতু জেহি, সুনু মুনি মিটিহি বিষাদ ॥৪৭॥

চৌ—এক বার ত্রেতা জুগ মাহীঁ। সম্ভু গএ কুঁভজ রিষি পাহীঁ ॥
সঙ্গ সতী জগজননি ভবানী। পূজে ঋষি অখিলেস্বর জানী ॥১॥
রামকথা মুনিবর্জ বখানী। সুনী মহেস পরম সুখু মানী ॥
রিষি পূছী হরিভগতি সুহাই। কহী সম্ভু অধিকারী পাঈ ॥২॥
কহত সুনত রঘুপতি গুন গাথা। কছু দিন তহাঁ রহে গিরিনাথা ॥
মুনি সন বিদা মাগি ত্রিপুরারী। চলে ভবন সঙ্গ দচ্ছকুমারী ॥৩॥
তেহি অবসর ভঞ্জন মহিভারা। হরি রঘুবংস লীন্হ অবতারা ॥
পিতা বচন তজি রাজু উদাসী। দণ্ডক বন বিচরত অবিনাসী ॥৪॥

দো— হৃদয়ঁ বিচারত জাত হর, কেহিঁ বিধি দরসনু হোই।
গুপ্ত রূপ অবতরেউ প্রভু, গএঁ জান সবু কোই ॥৪৮-ক॥

সো— সঙ্কর উর অতি ছোভু, সতী ন জানহিঁ মরমু সোই।
তুলসী দরসন লোভু, মন ডরু লোচন লালচী ॥৪৮-খ॥

চৌ—রাবন মরন মনুজ কর জাচা। প্রভু বিধি বচনু কীনহ চহ সাচা ॥
জৌঁ নহিঁ জাউঁ রহই পছিতাবা। করত বিচারু ন বনত বনাবা ॥১॥
এহি বিধি ভএ সোচবস ঈসা। তেহী সময় জাই দসসীলা ॥
লীন্হ নীচ মারীচহি সঙ্গা। ভয়উ তুরত সোই কপট কুরঙ্গা ॥২॥
করি ছলু মূঢ় হরী বৈদেহী। প্রভু প্রভাউ তস বিদিত ন তেহীঁ ॥
মৃগ বধি বন্ধু সহিত হরি আএ। আশ্রমু দেখি নয়ন জল ছাএ ॥৩॥
বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাই। খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ ॥
কবহু জোগ বিয়োগ ন জাকেঁ। দেখা প্রগট বিরহ দুখু তাকেঁ ॥৪॥

দো— অতি বিচিত্র রঘুপতি চরিত, জানহিঁ পরম সুজান।
জে মতিমন্দ বিমোহ বস, হৃদয়ঁ ধরহিঁ কছু আন ॥৪৯॥

চৌ—সম্ভু সময় তেহি রামহি দেখা। উপজা হিয়ঁ অতি হরষু বিসেষা ॥
ভরি লোচন ছবিসিন্ধু নিহারী। কুসময় জানি ন কীন্হি চিন্হারী ॥১॥
জয় সচ্চিদানন্দ জগ পাবন। অস কহি চলেউ মনোজ নসাবন ॥
চলে জাত সিব সতী সমেতা। পুনি পুনি পুলকত কৃপানিকেতা ॥২॥
সতীঁ সো দসা সম্ভু কৈ দেখী। উর উপজা সন্দেহু বিসেষী ॥
সঙ্করু জগতবন্দ্য জগদীসা। সুর নর মুনি সব নাবত সীসা ॥৩॥
তিন্হ নৃপসুতহি কীন্হ পরনামা। কহি সচ্চিদানন্দ পরধামা ॥
ভএ মগন ছবি তাসু বিলোকী। অজহুঁ প্রীতি উর রহতি ন রোকী ॥৪॥

দো— ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ অজ, অকল অনীহ অভেদ।
সো কি দেহ ধরি হোই নর, জাহি ন জানত বেদ ॥৫০॥

চৌ—বিষ্ণু জো সুর হিত নরতনু ধারী। সোউ সর্বগ্য জথা ত্রিপুরারী ॥
খোজই সো কি অগ্য ইব নারী। গ্যানধাম শ্রীপতি অসুরারী ॥১॥
সম্ভুগিরা পুনি মৃষা ন হোঈ। সিব সর্বগ্য জান সবু কোঈ ॥
অস সংসয় মন ভয়উ অপারা। হোই ন হৃদয়ঁ প্রবোধ প্রচারা ॥২॥
জদ্যপি প্রগট ন কহেউ ভবানী। হর অন্তরজামী সব জানী ॥
সুনহি সতী তব নারী সুভাউ। সংসয় অস ন ধরিঅ উর কাউ ॥৩॥
জাসু কথা কুম্ভজ রিষি গাঈ। ভগতি জাসু মৈঁ মুনিহি সুনাঈ ॥
সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা। সেবত জাহি সদা মুনি ধীরা ॥৪॥

ছন্দ— মুনি ধীর জোগী সিদ্ধ সন্তত, বিমল মন জেহি ধ্যাবহীঁ।
কহি নেতি নিগম পুরান আগম, জাসু কীরতি গাবহীঁ ॥
সোই রামু ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন, নিকায় পতি মায়া ধনী।
অবতরেউ অপনে ভগত হিত, নিজতন্ত্র নিত রঘুকুলমনী ॥

সো— লাগ ন উর উপদেসু, জদপি কহেউ সিবঁ বার বহু।
বোলে বিহসি মহেসু, হরিমায়া বলু জানি জিয়ঁ ॥৫১॥

চৌ—জৌঁ তুম্হঁরে মন অতি সন্দেহূ। তৌ কিন জাই পরীছা লেহূ ॥
তব লগি বৈঠ অহউঁ বটছাহীঁ। জব লগি তুম্হ ঐহহু মোহি পাহীঁ ॥১॥
জৈসেঁ জাই মোহ ভ্রম ভারী। করেহু সো জতনু বিবেক বিচারী ॥
চলীঁ সতী সিব আয়সু পাঈ। করহিঁ বিচারু করৌঁ কা ভাঈ ॥২॥
ইহাঁ সম্ভু অস মন অনুমানা। দচ্ছসুতা কহুঁ নহিঁ কল্যানা ॥
মোরেহু কহেঁ ন সংসয় জাহীঁ। বিধি বিপরীত ভলাঈ নাহীঁ ॥৩॥
হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা।
অস কহি লগে জপন হরিনামা। গঈ সতী জহঁ প্রভু সুখধামা ॥৪॥

দো— পুনি পুনি হৃদয়ঁ বিচারু করি, ধরি সীতা কর রূপ।
আগেঁ হোই চলি পন্থ তেহিঁ, জেহি আবত নরভূপ ॥৫২॥

চৌ—লছিমন দীখ উমাকৃত বেষা। চকিত ভএ ভ্রম হৃদয়ঁ বিসেষা ॥
কহি ন সকত কছু অতি সম্ভীরা। প্রভু প্রভাউ জানত মতিধীরা ॥২॥
সতী কপটু জানেউ সুরস্বামী। সবদরসী সব অন্তরজামী ॥
সুমিরত জাহি মিটই অগ্যানা। সোই সরবগ্য রামু ভগবানা ॥২॥
সতী কীন্হ চহ তহঁহুঁ দুরাউ। দেখহু নারি সুভাউ প্রভাউ ॥
নিজ মায়া বলু হৃদয়ঁ বখানী। বোলে বিহসি রামু মৃদু বানী ॥৩॥

জোরি পানি প্রভু কীন্হ প্রনামূ। পিতা সমেত লীন্হ নিজ নামূ ॥
কহেউ বহোরি কহাঁ বৃষকেতূ। বিপিন অকেলি ফিরহু কেহি হেতূ ॥৪॥
দো— রাম বচন মৃদু গূঢ় সুনি, উপজা অতি সঙ্কোচু।
সতী সভীত মহেস পহিঁ, চলীঁ হৃদয়ঁ বড় সোচু ॥৫৩॥
চৌ—মৈঁ সঙ্কর কর কহা ন মানা। নিজ অগ্যানু রাম পর আনা ॥
জাই উতরু অব দেহউঁ কাহা। উর উপজা অতি দারুন দাহা ॥১॥
জানা রাম সতীঁ দুখু পাবা। নিজ প্রভাউ কছু প্রগটি জনাবা ॥
সতীঁ দীখ কৌতুকু মগ জাতা। আগেঁ রামু সহিত শ্রী ভ্রাতা ॥২॥
ফিরি চিতবা পাছেঁ প্রভু দেখা। সহিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেষা ॥
জহঁ চিতবহিঁ তহঁ প্রভু আসীনা। সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীস প্রবীনা ॥৩॥
দেখে সিব বিধি বিষ্ণু অনেকা। অমিত প্রভাউ এক তেঁ একা ॥
বন্দত চরন করত প্রভু সেবা। বিবিধ বেষ দেখে সব দেবা ॥৪॥
দো— সতী বিধাত্রী ইন্দিরা, দেখীঁ অমিত অনূপ।
জেহিঁ জেহিঁ বেষ অজাদি সুর, তেহি তেহি তন অনুরূপ ॥৫৪॥
চৌ— দেখে জহঁ তহঁ রঘুপতি জেতে। সক্তিন্হ সহিত সকল সুর তেতে ॥
জীব চরাচর জো সংসারা। দেখে সকল অনেক প্রকারা ॥১॥
পূজহিঁ প্রভুহি দেব বহু বেষা। রাম রূপ দূসর নহিঁ দেখা ॥
অবলোকে রঘুপতি বহুতেরে। সীতা সহিত ন বেষ ঘনেরে ॥২॥
সোই রঘুবর সোই লছিমন সীতা। দেখি সতী অতি ভঈঁ সভীতা ॥
হৃদয় কম্প তন সুধি কছু নাহীঁ। নয়ন মুদি বৈঠীঁ মগ মাহীঁ ॥৩॥
বহুরি বিলোকেউ নয়ন উঘারী। কছু ন দীখ তহঁ দচ্ছকুমারী ॥
পুনি পুনি নাই রাম পদ সীসা। চলীঁ তহাঁ জহঁ রহেঁ গিরীসা ॥৪॥
দো— গঈঁ সমীপ মহেস তব, হঁসি পূছী কুসলাত।
লীন্হি পরীছা কবন বিধি, কহহু সত্য সব বাত ॥৫৫॥

মাসপারায়ণ, দ্বিতীয় বিশ্রাম

চৌ— সতী সমুঝি রঘুবীর প্রভাউ। ভয় বস সিব সন কীন্হ দুরাউ ॥
কছু ন পরীছা লীন্হি গোসাঈঁ। কীন্হ প্রনামু তুম্হারিহি নাঈঁ ॥১॥
জো তুম্হ কহা সো মৃষা ন হোঈ। মোরেঁ মন প্রতীতি অতি সোঈ ॥
তব সঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা। সতীঁ জো কীন্হ চরিত সবু জানা ॥২॥
বহুরি রামমায়হি সিরু নাবা। প্রেরি সতিহি জেহি ঝূঁঠ কহাবা ॥
হরি ইচ্ছা ভাবী বলবানা। হৃদয়ঁ বিচারত সম্ভু সুজানা ॥৩॥
সতীঁ কীন্হ সীতা কর বেষা। সিব উর ভয়উ বিষাদ বিসেষা ॥
জোঁ অব করউঁ সতী সন প্রীতি। মিটই ভগতি পথু হোই অনীতী ॥৪॥

দো— পরম পুনীত ন জাই তজি, কিএ প্রেম বড় পাপু।
প্রগটি ন কহত মহেসু কছু, হৃদয়ঁ অধিক সন্তাপু ॥৫৬॥

চৌ—তব সঙ্কর প্রভুপদ সিরু নাবা। সুমিরত রামু হৃদয়ঁ অস আবা ॥
এহিঁ তনঁ সতিহি ভেট মোহি নাহীঁ। সিব সঙ্কল্পু কীন্হ মন মাহীঁ ॥১॥
অস বিচারি সঙ্করু মতিধীরা। চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা ॥
চলত গগন মৈ গিরা সুহাঈ। জয় মহেস ভলি ভগতি দৃঢ়াই ॥২॥
অস পন তুম্হবিনু করইকো আনা। রামভগত সমরথ ভগবানা ॥
সুনি নভগিরা সতী উর সোচা। পূছা সিবহি সমেত সকোচা ॥৩॥
কীন্হ কবন পন কহহু কৃপালা। সত্যধাম প্রভু দীনদয়ালা ॥
জদপি সতীঁ পুছা বহু ভাঁতী। তদপি ন কহেউ ত্রিপুর আরাতী ॥৪॥

দো— সতীঁ হৃদয়ঁ অনুমান কিয়, সবু জানেউ সর্বগ্য।
কীন্হ কপটু মৈঁ সম্ভু সন, নারি সহজ জড় অগ্য ॥৫৭ক॥
সো— জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ হোই রসু জাই, কপট খটাঈ পরত পুনি ॥৫৭খ॥

চৌ—হৃদয়ঁ সোচু সমুঝত নিজ করনী। চিন্তা অমিত জাই নহিঁ বরনী ॥
কৃপাসিন্ধু সিব পরম অগাধা। প্রগট ন কহেউ মোর অপরাধা ॥১॥
সঙ্কর রুখ অবলোকি ভবানী। প্রভু মোহি তজেউ হৃদয়ঁ অকুলানী ॥
নিজ অঘ সমুঝি ন কছু কহি জাঈ। তপই অবাঁ ইব উর অধিকাঈ ॥২॥
সতিহি সসোচ জানি বৃষকেতু। কহীঁ কথা সুন্দর সুখ হেতু ॥
বরনত পন্থ বিবিধ ইতিহাসা। বিস্বনাথ পহুঁচে কৈলাসা ॥৩॥
তহঁ পুনি সম্ভু সমুঝি পন আপন। বৈঠে বট তর করি কমলাসন ॥
সঙ্কর সহজ সরূপু সম্হারা। লাগি সমাধি অখণ্ড অপারা ॥৪॥

দো— সতী বসহিঁ কৈলাস তব, অধিক সোচু মন মাহিঁ।
মরমু ন কোউ জান কছু, জুগ সম দিবস সিরাহিঁ ॥৫৮॥

চৌ—নিত নব সোচু সতী উর ভারা। কব জৈহউঁ দুখ সাগর পারা ॥
মৈঁ জো কীন্হ রঘুপতি অপমানা। পুনি পতিবচনু মৃষা করি জানা ॥১॥
সো ফলু মোহি বিধাতাঁ দীন্হা। জো কছু উচিত রহা সোই কীন্হা ॥
অব বিধি অস বূঝিঅ নহিঁ তোহী। সঙ্কর বিমুখ জিআবসি মোহী ॥২॥
কহি ন জাই কছু হৃদয় গলানী। মন মহুঁ রামহি সুমির সয়ানী ॥
জৌঁ প্রভু দীনদয়ালু কহাবা। আরতি হরন বেদ জসু গাবা ॥৩॥
তৌ মৈঁ বিনয় করউঁ কর জোরী। ছূটউ বেগি দেহ যহ মোরী ॥
জৌঁ মোরেঁ সিব চরন সনেহূ। মন ক্রম বচন সত্য ব্রতু এহূ ॥৪॥

দো— তৌ সবদরসী সুনিঅ প্রভু, করউ সো বেগি উপাই।
হোই মরনু জেহিঁ বিনহিঁ শ্রম, দুসহ বিপত্তি বিহাই ॥৫৯॥

চৌ—এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী। অকথনীয় দারুন দুখু ভারী ॥
বীতেঁ সংবত সহস সতাসী। তজী সমাধি সম্ভু অবিনাসী ॥১॥
রাম নাম সিব সুমিরন লাগে। জানেউ সতীঁ জগতপতি জাগে ॥
জাই সম্ভু পদ বন্দনু কীন্হা। সনমুখ সঙ্কর আসনু দীন্হা ॥২॥
লগে কহন হরিকথা রসালা। দচ্ছ প্রজেস ভএ তেহি কালা ॥
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক। দচ্ছহি কীন্হ প্রজাপতি নায়ক ॥৩॥
বড় অধিকার দচ্ছ জব পাবা। অতি অভিমানু হৃদয়ঁ তব আবা ॥
নহিঁ কোউ অস জনমা জগ মাহীঁ। প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ ॥৪॥

দো— দচ্ছ লিএ মুনি বোলি সব, করন লগে বড় জাগ।
নেবতে সাদর সকল সুর, জে পাবত মখ ভাগ ॥৬০॥

চৌ—কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্বা। বধুন্হ সমেত চলে সুর সর্বা ॥
বিষ্ণু বিরঞ্চি মহেসু বিহাঈ। চলে সকল সুর জান বনাই ॥১॥
সতীঁ বিলোকে বোম বিমানা। জাত চলে সুন্দর বিধি নানা ॥
সুর সুন্দরী করহিঁ কল গানা। সুনত শ্রবন ছূটহিঁ মুনি ধ্যানা ॥২॥
পূছেউ তব সিবঁ কহেউ বখানী। পিতা জগ্য সুনি কছু হরষানী ॥
জৌ মহেসু মোহি আয়সু দেহীঁ। কছু দিন জাই রহৌঁ মিস এহীঁ ॥৩॥
পতি পরিত্যাগ হৃদয়ঁ দুখু ভারী। কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী ॥
বোলী সতী মনোহর বানী। ভয় সঙ্কোচ প্রেমরস সানী ॥৪॥

দো— পিতা ভবন উৎসব পরম, জৌঁ প্রভু আয়সু হোই।
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপায়তন, সাদর দেখন সোই ॥৬১॥

চৌ— কহেহু নীক মোরেহুঁ মন ভাবা। যহ অনুচিত নহি নেবত পঠাবা ॥
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈঁ। হমরেঁ বয়র তুম্হউ বিসরাঈঁ ॥১॥
ব্রহ্মসভাঁ হম সন দুখু মানা। তেহি তেঁ অজহুঁ করহিঁ অপমানা ॥
জৌঁ বিনু বোলেঁ জাহু ভাবানী। রহই ন সীলু সনেহু ন কানী ॥২॥
জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুর গেহা জাইঅ বিনু বোলেহুঁ ন সন্দেহা ॥
তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ। তহাঁ গএঁ কল্যানু ন হোঈ ॥৩॥
ভাঁতি অনেক সম্ভু সমুঝাবা। ভাবী বস ন গ্যানু উর আবা ॥
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বোলাএঁ। নহি ভলি বাত হমারে ভাএঁ ॥৪॥

দো— কহি দেখা হর জতন বহু, রহই ন দচ্ছকুমারি।
দিয়ে মুখ্য গন সঙ্গ তব, বিদা কীন্হ ত্রিপুরারি ॥৬২॥

চৌ—পিতা ভবন জব গঈ ভবানী। দচ্ছ ত্রাস কাহু ন সনমানী॥
সাদর ভলেহিঁ মিলী এক মাতা। ভগিনীঁ মিলীঁ বহুত মুসুকাতা॥১॥
দচ্ছ ন কছু পূছী কুসলাতা। সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা॥
সতীঁ জাই দেখেউ তব জাগা। কতহুঁ ন দীখ সম্ভু কর ভাগা॥২॥
তব চিত চঢ়েউ জো সঙ্কর কহেউ। প্রভু অপমান সমুঝি উর দহেউ॥
পাছিল দুখু ন হৃদয়ঁ অস ব্যাপা। জস যহ ভয়উ মহা পরিতাপা॥৩॥
জদ্যপি জগ দারুন দুখ নানা। সব তেঁ কঠিন জাতি অবমানা॥
সমুঝি সো সতিহি ভয়উ অতিক্রোধা। বহু বিধি জননীঁ কীন্হ প্রবোধা॥

দো— সিব অপমানু ন জাই সহি, হৃদয়ঁ ন হোই প্রবোধ।
সকল সভহি হঠি হটকি তব, বোলীঁ বচন সক্রোধ॥৬৩॥

চৌ—সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা। কহী সুনী জিন্হ সঙ্কর নিন্দা॥
সো ফলু তুরত লহব সব কাহূঁ। ভলী ভাঁতি পছিতাব পিতাহূঁ॥১॥
সন্ত সম্ভু শ্রীপতি অপবাদা। সুনিঅ জহাঁ তহঁ অসি মরজাদা॥
কাটিঅ তাসু জীভ জো বসাঈ। শ্রবন মূদি ন ত চলিঅ পরাঈ॥২॥
জগদাতমা মহেসু পুরারী। জগত জনক সব কে হিতকারী॥
পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী। দচ্ছ সুক্র সম্ভব যহ দেহী॥৩॥
তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতু। উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু॥
অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা। ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥৪॥

দো— সতী মরনু সুনি সম্ভু গন, লগে করন মখ খীস।
জগ্য বিধংস বিলোকি ভৃগু, রচ্ছা কীন্হি মুনীস॥৬৪॥

চৌ—সমাচার সব সঙ্কর পাএ। বীরভদ্রু করি কোপ পঠাএ॥
জগ্য বিধংস জাই তিন্হ কীন্হা। সকল সুরন্হ বিধিবত ফলু দীন্হা॥১॥
ভৈ জগবিদিত দচ্ছ গতি সোঈ। জসি কছু সম্ভু বিমুখ কৈ হোঈ॥
যহ ইতিহাস সকল জগ জানী। তাতে মৈঁ সংছেপ বখানী॥২॥
সতীঁ মরত হরি সন বরু মাগা। জনম জনম সিব পদ অনুরাগা॥
তেহি কারন হিমগিরি গৃহ জাঈ। জনমীঁ পারবতী তনু পাঈ॥৩॥
জব তেঁ উমা সৈল গৃহ জাঈঁ। সকল সিদ্ধি সম্পতি তহঁ ছাঈঁ॥
জহঁ তহঁ মুনিন্হ সুআশ্রম কীন্হে। উচিত বাস হিম ভূধর দীন্হে॥৪॥

দো— সদা সুমন ফল সহিত সব, দ্রুম নব নানা জাতি।
প্রগটীঁ সুন্দর সৈল পর, মনি আকর বহু ভাঁতি॥৬৫॥

চৌ—সরিতা সব পুনীত জলু বহহীঁ। খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহহীঁ॥
সহজ বয়রু সব জীবন্হ ত্যাগা। গিরি পর সকল করহিঁ অনুরাগা॥১॥
সোহ সৈল গিরিজা গৃহ আএঁ। জিমি জনু রামভগতি কে পাএঁ॥

নিত নূতন মঙ্গল গৃহ তাসূ। ব্রহ্মাদিক গাবহিঁ জস্থ জাসূ ॥২॥
নারদ সমাচার সব পাএ। কৌতুকহীঁ গিরি গেহ সিধাএ ॥
সৈলরাজ বড় আদর কীন্হা। পদ পখারি বর আসনু দীন্হা ॥৩॥
নারি সহিত মুনি পদ সিরু নাবা। চরন সলিল সবু ভবনু সিঁচাবা ॥
নিজ সৌভাগ্য বহুত গিরি বরনা। স্থতা বোলি মেলী মুনি চরনা ॥৪॥
দো— ত্রিকালগ্য সর্বগ্য তুম্হ, গতি সর্বত্র তুম্হারি।
কহহু স্থতা কে দোষ গুন, মুনিবর হৃদয়ঁ বিচারি ॥৬৬॥
চৌ—কহ মুনি বিহসি গূঢ় মৃহু বানী। স্থতা তুম্হারি সকল গুন খানী ॥
সুন্দর সহজ সুসীল সয়ানী। নাম উমা অম্বিকা ভবানী ॥১॥
সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী। হোইহি সন্তত পিয়হি পিআরী ॥
সদা অচল এহি কর অহিবাতা। এহি তেঁ জস্থ পৈহহিঁ পিতু মাতা ॥২॥
হোইহি পূজ্য সকল জগ মাহীঁ। এহি সেবত কছু দুর্লভ নাহীঁ ॥
এহি কর নামু সুমিরি সংসারা। ত্রিয় চঢ়িহহিঁ পতিব্রত অসিধারা ॥৩॥
সৈল স্থলচ্ছন স্থতা তুম্হারী। স্থনহু জে অব অবগুন দুই চারী ॥
অগুন অমান মাতু পিতু হীনা। উদাসীন সব সংসয় ছীনা ॥৪॥
দো— জোগী জটিল অকাম মন, নগন অমঙ্গল বেষ।
অস স্বামী এহি কহঁ মিলিহি, পরী হস্ত অসি রেখ ॥৬৭॥
চৌ—স্থনি মুনি গিরা সত্য জিয়ঁ জানী। দুখ দম্পতিহি উমা হরষানী ॥
নারদহূঁ যহ ভেদু ন জানা। দসা এক সমুঝব বিলগানা ॥১॥
সকল সখীঁ গিরিজা গিরি মৈনা। পুলকা সরীর ভরে জল নৈনা ॥
হোই ন মৃষা দেবরিষি ভাষা। উমা সো বচনু হৃদয়ঁ ধরি রাখা ॥২॥
উপজেউ সিব পদ কমল সনেহূ। মিলন কঠিন মন ভা সন্দেহূ ॥
জানি কুঅবসরু প্রীতি দুরাঈ। সখী উছঁগ বৈঠী পুনি জাঈ ॥৩॥
ঝূঠি ন হোই দেবরিষি বানী। সোচহিঁ দম্পতি সখীঁ সয়ানী ॥
উর ধরি ধীর কহই গিরিরাউ। কহহু নাথ কা করিঅ উপাউ ॥৪॥
দো— কহ মুনীস হিমবঁত স্থনু, জো বিধি লিখা লিলার।
দেব দনুজ নর নাগ মুনি, কোউ ন মেটনিহার ॥৬৮॥
চৌ—তদপি এক মৈঁ কহউঁ উপাঈ। হোই করৈ জোঁ দৈউ সহাঈ ॥
জস বরু মৈঁ বরনেউঁ তুমহ পাহীঁ। মিলিহি উমহি তস সংসয় নাহীঁ ॥১॥
জে জে বর কে দোষ বখানে। তে সব সিব পহিঁ মৈঁ অনুমানে ॥
জোঁ বিবাহু সঙ্কর সন হোঈ। দোষউ গুন সম কহ সবু কোঈ ॥২॥
জোঁ অহি সেজ সয়ন হরি করহীঁ। বুধ কছু তিন্হ কর দোষু ন ধরহী ॥
ভানু কৃসানু সর্ব রস খাহীঁ। তিন্হ কহঁ মঁদ কহত কোউ নাহীঁ ॥৩॥

সুভ অরু অসুভ সলিল সব বহঈ। সুরসরি কোউ অপুনীত ন কহঈ ॥
সমরথ কহুঁ নহি দোষু গোসাঈ। রবি পাবক সুরসরি কী নাঈ ॥৪॥
দো— জৌঁ অস হিসিষা করহিঁ নর, জড় বিবেক অভিমান।
পরহিঁ কলপ ভরি নরক মহুঁ, জীব কি ঈস সমান ॥৬৯॥

চৌ—সুরসরি জল কৃত বারুনি জানা। কবহু ন সন্ত করহিঁ তেহি পানা ॥
সুরসরি মিলেঁ সো পাবন জৈসেঁ। ঈস অনীসহি অন্তরু তৈসেঁ ॥১॥
সম্ভু সহজ সমরথ ভগবানা। এহি বিবাহঁ সব বিধি কল্যানা ॥
দুরারাধ্য পৈ অহহিঁ মহেসূ। আসুতোষ পুনি কিএঁ কলেসূ ॥২॥
জৌঁ তপু করৈ কুমারি তুম্হারী। ভাবিউ মেটি সকহিঁ ত্রিপুরারী ॥
জদ্যপি বর অনেক জগ মাহীঁ। এহি কহঁ সিব তজি দূসর নাহীঁ ॥৩॥
বর দায়ক প্রনতারতি ভঞ্জন। কৃপাসিন্ধু সেবক মন রঞ্জন ॥
ইচ্ছিত ফল বিনু সিব অবরাধেঁ। লহিঅ ন কোটি জোগ জপ সাধেঁ ॥
দো—অস কহি নারদ সুমিরি হরি, গিরিজহি দীন্হি অসীস।
হোইহি যহ কল্যান অব, সংসয় তজহু গিরীস ॥৭০॥

চৌ—কহি অস ব্রহ্মভবন মুনি গয়উ। আগিল চরিত সুনহু জস ভয়উ ॥
পতিহি একান্ত পাই কহ মৈনা। নাথ ন মৈঁ সমুঝে মুনি বৈনা ॥১॥
জৌঁ ঘরু বরু কুলু হোই অনূপা। করিঅ বিবাহু সুতা অনুরূপা ॥
ন ত কন্যা বরু রহউ কুআরী। কন্ত উমা মম প্রানপিআরী ॥২॥
জৌঁ ন মিলিহি বরু গিরিজহি জোগূ। গিরি জড় সহজ কহিহি সবু লোগূ ॥
সোই বিচারি পতি করেহু বিবাহূ। জেহিঁ ন বহোরি হোই উর দাহূ ॥৩॥
অস কহি পরী চরন ধরি সীসা। বোলে সহিত সনেহ গিরীসা ॥
বরু পাবক প্রগটৈ সসি মাহীঁ। নারদ বচনু অন্যথা নাহীঁ ॥৪॥
দো— প্রিয়া সোচ পরিহরহু সবু, সুমিরহু শ্রীভগবান।
পারবতিহি নিরময়উ জেহিঁ, সোই করিহি কল্যান ॥৭১॥

চৌ—অব জৌঁ তুম্হহি সুতা পর নেহূ। তৌ অস জাই সিখাবনু দেহূ ॥
করৈ সো তপু জেহিঁ মিলহিঁ মহেসূ। আন উপায়ঁ ন মিটিহি কলেসূ ॥১॥
নারদ বচন সগর্ভ সহেতু। সুন্দর সব গুন নিধি বৃষকেতু ॥
অস বিচারি তুম্হ তজহু অসংকা। সবহি ভাঁতি সংকরু অকলঙ্কা ॥২॥
সুনি পতি বচন হরষি মন মাহীঁ। গঈ তুরত উঠি গিরিজা পাহীঁ ॥
উমহি বিলোকি নয়ন ভরে বারী। সহিত সনেহ গোদ বৈঠারী ॥৩॥
বারহিঁ বার লেতি উর লাঈ। গদগদ কণ্ঠ ন কছু কহি জাঈ ॥
জগত মাতু সর্বগ্য ভবানী। মাতু সুখদ বোলীঁ মৃদু বানী ॥৪॥

দো—সুনহি মাতু মৈঁ দীখ অস, সপন সুনাবউ তোহি।
সুন্দর গৌর সুবিপ্রবর, অস উপদেসেউ মোহি ॥৭২॥

চৌ—করহি জাই তপু সৈলকুমারী। নারদ কহা সো সত্য বিচারী ॥
মাতু পিতহি পুনি যহ মত ভাবা। তপু সুখপ্রদ দুখ দোষ নসাবা ॥১॥
তপবল রচই প্রপঞ্চু বিধাতা। তপবল বিষ্ণু সকল জগ ত্রাতা ॥
তপবল সম্ভু করহিঁ সসংঘারা। তপবল সেষু ধরই মহিভারা ॥২॥
তপ অধার সব সৃষ্টি ভবানী। করহি জাই তপু অস জিয় জানী ॥
সুনত বচন বিসমিত মহতারী। সপন সুনায়উ গিরিহি হঁকারী ॥৩॥
মাতু পিতহি বহুবিধি সমুঝাঈ। চলী উমা তপ হিত হরষাঈ ॥
প্রিয় পরিবার পিতা অরু মাতা। ভএ বিকল মুখ আব ন বাতা ॥৪॥

দো—বেদসিরা মুনি আই তব, সবহি কহা সমুঝাই।
পারবতী মহিমা সুনত, রহে প্রবোধহি পাই ॥৭৩॥

চৌ—উর ধরি উমা প্রানপতি রচনা। জাই বিপিন লাগীঁ তপু করনা ॥
অতি সুকুমার ন তনু তপ জোগূ। পতি পদ সুমিরি তজেউ সব ভোগূ ॥১
নিত নব চরন উপজ অনুরাগা। বিসরী দেহ তপহিঁ মনু লাগা ॥
সম্বত সহস মূল ফল খাএ। সাগু খাই সত বরষ গবাঁএ ॥২॥
কছু দিন ভোজনু বারি বতাসা। কিএ কঠিন কছু দিন উপবাসা ॥
বেল পাতী মহি পরই সুখাঈ। তীনি সহস সম্বত সোই খাঈ ॥৩
পুনি পরিহরে সুখানেউ পরনা। উমহি নামু তব ভয়উ অপরনা ॥
দেখি উমহি তপ খীন সরীরা। ব্রহ্মগিরা ভৈ গগন গভীরা ॥৪॥

দো—ভয়উ মনোরথ সুফল তব, সুনু গিরিরাজকুমারি।
পরিহরু দুসহ কলেস সব, অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি ॥৭৪॥

চৌ—অস তপু কাহুঁ ন কীন্হ ভবানী। ভএ অনেক ধীর মুনি গ্যানী ॥
অব উর ধরহু ব্রহ্ম বর বানী। সত্য সদা সন্তত সুচি জানী ॥১॥
আবৈ পিতা বোলাবন জবহীঁ হঠ পরিহরি ঘর জাএহু তবহীঁ ॥
মিলহিঁ তুম্হহি জব সপ্ত রিষীসা। জানেহু তব প্রমান বাগীসা ॥২॥
সুনত গিরা বিধি গগন বখানী। পুলক গাত গিরিজা হরষানী ॥
উমা চরিত সুন্দর মৈঁ গাবা। সুনহু সম্ভু কর চরিত সুহাবা ॥৩॥
জব তেঁ সতীঁ জাই তনু ত্যাগা। তব তেঁ সিব মন ভয়উ বিরাগা ॥
জপহিঁ সদা রঘুনায়ক নামা। জহঁ তহঁ সুনহিঁ রাম গুন গ্রামা ॥৪॥

দো—চিদানন্দ সুখধাম সিব, বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয়ঁ হরি, সকল লোক অভিরাম ॥৭৫॥

চৌ—কতহুঁ মুনিন্হ উপদেসহিঁ গ্যানা। কতহুঁ রাম গুন করহিঁ বখানা॥
জদপি অকাম তদপি ভগবানা। ভগত বিরহ দুখ দুখিত সুজানা॥১॥
এহি বিধি গয়উ কালু বহু বীতী। নিত নৈ হোই রাম পদ প্রীতি॥
নেমু প্রেমু সংকর কর দেখা। অবিচল হৃদয়ঁ ভগতি কৈ রেখা॥২॥
প্রগটে রামু কৃতগ্য কৃপালা। রূপ সীল নিধি তেজ বিসালা॥
বহু প্রকার সংকরহি সরাহা। তুম্হ বিনু অস ব্রতু কো নিরবাহা॥৩॥
বহুবিধি রাম সিবহি সমুঝাবা। পারবতী কর জন্মু সুনাবা॥
অতি পুনীত গিরিজা কৈ করনী। বিস্তর সহিত কৃপানিধি বরনী॥৪॥
দো— অব বিনতী মম সুনহু সিব, জৌঁ মো পর নিজ নেহু।
জাই বিবাহহু সৈলজহি, যহ মোহি মাগেঁ দেহু॥৭৬॥
চৌ—কহ সিব জদপি উচিত অস নাহীঁ। নাথ বচন পুনি মেটি ন জাহীঁ॥
সিব ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা। পরম ধরমু যহ নাথ হমারা॥১॥
মাতু পিতা গুর প্রভু কৈ বানী। বিনহিঁ বিচার করিঅ সুভ জানী॥
তুম্হ সব ভাঁতি পরম হিতকারী। অগ্যা সির পর নাথ তুম্হারী॥২॥
প্রভু তোষেউ সুনি সঙ্কর বচনা। ভক্তি বিবেক ধর্ম জুত রচনা॥
কহ প্রভু হর তুম্হার পন রহেউ। অব উর রাখেহু জো হম কহেউ॥৩॥
অন্তরধান ভএ অস ভাষী। সঙ্কর সোই মূরতি উর রাখী॥
তবহিঁ সপ্তরিষি সিব পহিঁ আএ। বোলে প্রভু অতি বচন সুহাএ॥৪॥
দো— পারবতী পহিঁ জাই তুম্হ, প্রেম পরিচ্ছা লেহু।
গিরিহি প্রেরি পঠএহু ভবন, দূরি করেহু সন্দেহু॥৭৭॥
চৌ—রিষিন্হ গৌরি দেখী তহঁ কৈসী। মূরতিমন্ত তপস্যা জৈসী॥
বোলে মুনি সুনু সৈলকুমারী। করহু কবন কারণ তপু ভারী॥১॥
কেহি অবরাধহু কা তুম্হ চহহূ। হম সন সত্য মরমু কিন কহহূ॥
কহত বচন মনু অতি সকুচাঈ। হঁসিহহু সুনি হমারি জড়তাঈ॥২॥
মনু হঠ পরা ন সুনই সিখাবা। চহত বারি পর ভীতি উঠাবা॥
নারদ কহা সত্য সোই জানা। বিনু পংখন্হ হম চহহিঁ উড়ানা॥৩॥
দেখহু মুনি অবিবেকু হমারা। চাহিঅ সদা সিবহি ভরতারা॥৪॥
দো—সুনত বচন বিহসে রিষয়, গিরিসম্ভব তব দেহ।
নারদ কর উপদেসু সুনি, কহহু বসেউ কিসু গেহ॥৭৮॥
চৌ—দচ্ছসুতন্হ উপদেসে ন্হি জাঈ। তিন্হ ফিরি ভবনু ন দেখা আঈ॥
চিত্রকেতু কর ঘরু উন ঘালা। কনককসিপু কর পুনি অস হালা॥১॥
নারদ সিখ জে সুনহিঁ নর নারী। অবসি হোহিঁ তজি ভবনু ভিখারী॥
মন কপটী তন সজ্জন চীন্হা। আপু সরিস সবহী চহ কীন্হা॥২॥

তেহি কেঁ বচন মানি বিস্বাসা। তুম্হ চাহহু পতি সহজ উদাসা॥
নির্গুন নিলজ কুবেষ কপালী। অকুল অগেহ দিগম্বর ব্যালী॥৩॥
কহহু কবন সুখু অস বরু পাএঁ। ভল ভুলিহু ঠগ কে বৌরাএঁ॥
পঞ্চ কহেঁ সিবঁ সতী বিবাহী। পুনি অবডেরি মরাএন্হি তাহি॥৪॥
দো— অব সুখ সোবত সোচু নহি, ভীখ মাগি ভব খাহিঁ।
সহজ একাকিন্হ কে ভবন, কবহু কি নারি খটাহিঁ॥৭৯॥
চৌ—অজহূঁ মানহু কহা হমারা। হম তুম্হ কহুঁ বরু নীক বিচারা॥
অতি সুন্দর সুচি সুখদ সুসীলা। গাবহিঁ বেদ জাসু জস লীলা॥১॥
দূষন রহিত সকল গুন রাসী। শ্রীপতি পুর বৈকুণ্ঠ নিবাসী॥
অস বরু তুম্হি মিলাউব আনী। সুনত বিহসি কহ বচন ভবানী॥২॥
সত্য কহেহু গিরিভব তনু এহা। হঠ ন ছুট ছুটৈ বরু দেহা॥
কনকউ পুনি পষান তেঁ হোঈ। জারেহু সহজু ন পরিহর সোঈ॥৩॥
নারদ বচন ন মৈঁ পরিহরউঁ। বসউ ভবনু উজরউ নহিঁ ডরউঁ॥
গুর কেঁ বচন প্রতীতি ন জেহী। সপনেহুঁ সুগম ন সুখ সিধি তেহী॥৪॥
দো— মহাদেব অবগুন ভবন, বিষ্ণু সকল গুন ধাম।
জেহি কর মনু রম জাহি সন, তেহি তেহী সন কাম॥৮০॥
চৌ—জৌঁ তুম্হ মিলতেহু প্রথম মুনীসা। সুনতিউঁ সিখ তুম্হারি ধরি সীসা॥
অব মৈঁ জন্মু সম্ভু হিত হারা। কো গুন দূষন করৈ বিচারা॥১॥
জৌ তুম্রে হঠ হৃদয়ঁ বিসেষী। রহি ন জাই বিনু কিএঁ বরেষী॥
তৌ কৌতুকিঅন্হ আলসু নাহীঁ। বর কন্যা অনেক জগ মাহীঁ॥২॥
জন্ম কোটি লগি রগর হমারী। বরউঁ সম্ভু ন ত রহউঁ কুআরী॥
তজউঁ ন নারদ কর উপদেসূ। আপু কহহিঁ সত বার মহেসূ॥৩॥
মৈঁ পা পরউঁ কহই জগদম্বা। তুম্হ গৃহ গবনহু ভয়উ বিলম্বা॥
দেখি প্রেমু বোলে মুনি গ্যানী। জয় জয় জগদংবিকে ভবানী॥৪॥
দো— তুম্হ মায়া ভগবান সিব, সকল জগত পিতু মাতু।
নাই চরন সির মুনি চলে, পুনি পুনি হরষত গাতু॥৮১॥
চৌ—জাই মুনিন্হ হিমবন্তু পঠাএ। করি বিনতী গিরিজহিঁ গৃহ ল্যাএ॥
বহুরি সপ্তরিষি সিব পহিঁ জাঈ। কথা উমা কৈ সকল সুনাঈ॥১॥
ভএ মগন সিব সুনত সনেহা। হরষি সপ্তরিষি গবনে গেহা॥
মনু থির করি তব সম্ভু সুজানা। লগে করন রঘুনায়ক ধ্যানা॥২॥
তারকু অসুর ভয়উ তেহি কালা। ভুজ প্রতাপ বল তেজ বিসালা॥
তেহিঁ সব লোক লোকপতি জীতে। ভয়ে দেব সুখ সম্পতি রীতে॥৩॥

অজর অমর সো জীতি ন জাঈ। হারে সুর করি বিবিধ লরাঈ ॥
তব বিরঞ্চি সন জাই পুকারে। দেখে বিধি সব দেব দুখারে ॥৪॥
দো—সব সন কহা বুঝাই বিধি, দনুজ নিধন তব হোই।
সম্ভু সুক্র সম্ভূত সুত, এহি জীতই রন সোই ॥৮২॥
চৌ—মোর কহা সুনি করহু উপাঈ। হোইহি ঈস্বর করিহি সহাঈ ॥
সতী জো তজী দচ্ছ মখ দেহা। জনমী জাই হিমাচল গেহা ॥১॥
তেহিঁ তপু কীন্হ সম্ভু পতি লাগী। সিব সমাধি বৈঠে সবু ত্যাগী ॥
জদপি অহই অসমঞ্জস ভারী। তদপি বাত এক সুনহু হমারী ॥২॥
পঠবহু কামু জাই সিব পাহীঁ। করৈ ছোভু সঙ্কর মন মাহীঁ ॥
তব হম জাই সিবহি সির নাঈ। করবাউব বিবাহু বরিআঈ ॥৩॥
এহি বিধি ভলেহিঁ দেবহিত হোঈ। মত অতি নীক কহই সবু কোঈ ॥
অস্তুতি সুরন্হ কীন্হ অতি হেতু। প্রগটেউ বিষমবান ঝষকেতু ॥৪॥
দো—সুরন্হ কহী নিজ বিপতি সব, সুনি মন কীন্হ বিচার।
সম্ভু বিরোধ ন কুসল মোহি, বিহসি কহেউ অস মার ॥৮৩॥
চৌ—তদপি করব মৈঁ কাজু তুম্হারা। শ্রুতি কহ পরম ধরম উপকারা ॥
পর হিত লাগি তজই জো দেহী। সন্তত সন্ত প্রসংসহিঁ তেহী ॥১॥
অস কহি চলেউ সবহি সিরু নাঈ। সুমন ধনুষ কর সহিত সহাঈ ॥
চলত মার অস হৃদয় বিচারা। সিব বিরোধ ধ্রুব মরনু হমারা ॥২॥
তব আপন প্রভাউ বিস্তারা। নিজ বস কীন্হ সকল সংসারা ॥
কোপেউ জবহিঁ বারিচরকেতু। ছন মহুঁ মিটে সকল শ্রুতি সেতু ॥৩॥
ব্রহ্মচর্য ব্রত সংজম নানা। ধীরজ ধরম গ্যান বিগ্যানা ॥
সদাচার জপ জোগ বিরাগা। সভয় বিবেক কটকু সবু ভাগা ॥৪॥
ছন্দ—ভাগেউ বিবেকু সহায় সহিত সো, সুভট সংজুগ মহি মুরে।
সদগ্রন্থ পর্বত কন্দরন্হি মহু, জাই তেহি অবসর দুরে ॥
হোনিহার কা করতার কো, রখবার জগ খরভরু পরা।
দুই মাথ কেহি রতিনাথ জেহি কহুঁ কোপি কর ধনু সরু ধরা ॥
দো—জে সজীব জগ অচর চর, নারি পুরুষ অস নাম।
তে নিজ নিজ মরজাদ তজি, ভএ সকল বস কাম ॥৮৪॥
চৌ—সব কে হৃদয় মদন অভিলাষা। লতা নিহারি নবহিঁ তরু সাখা ॥
নদীঁ উমগি অম্বুধি কহুঁ ধাইঁ। সঙ্গম করহিঁ তলাব তলাঈঁ ॥১॥
জহঁ অসি দসা জড়ন্হ কৈ বরনী। কো কহি সকই সচেতন করনী ॥
পসু পচ্ছী নভ জল থল চারী। ভএ কামবস সময় বিসারী ॥২॥

মদন অন্ধ ব্যাকুল সব লোকা। নিসি দিনু নহিঁ অবলোকহিঁ কোকা॥
দেব দনুজ নর কিন্নর ব্যালা। প্রেত পিসাচ ভূত বেতালা॥৩॥
ইন্হ কৈ দসা ন কহেউঁ বখানী। সদা কাম কে চেরে জানী॥
সিদ্ধ বিরক্ত মহামুনি জোগী। তেপি কামবস ভএ বিয়োগী॥৪॥

ছন্দ—ভএ কামবস জোগীস তাপস, পাবঁরন্হি কী কো কহৈ।
দেখহিঁ চরাচর নারিময় জে, ব্রহ্মময় দেখত রহে॥
অবলা বিলোকহিঁ পুরুষময় জগু, পুরুষ সব অবলাময়ঁ।
দুই দণ্ড ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভীতর, কামকৃত কৌতুক অয়ং॥

সো—ধরী ন কাহূ ধীর, সব কে মন মনসিজ হরে।
জে রাখে রঘুবীর, তে উবরে তেহি কাল মহুঁ॥৮৫॥

চৌ—উভয় ঘরী অস কৌতুক ভয়উ। জৌ লগি কামু সম্ভু পহিঁ গয়উ॥
সিবহি বিলোকি সসংকেউ মারূ। ভয়উ জথাথিতি সবু সংসারূ॥১॥
ভএ তুরত সব জীব সুখারে। জিমি মদ উতরি গএঁ মতবারে॥
রুদ্রহি দেখি মদন ভয় মানা। দুরাধরষ দুর্গম ভগবানা॥২॥
ফিরত লাজ কছু করি নহিঁ জাঈ। মরনু ঠানি মন রচেসি উপাঈ॥
প্রগটেসি তুরত রুচির রিতুরাজা। কুসুমিত নব তরু রাজি বিরাজা॥৩॥
বন উপবন বাপিকা তড়াগা। পরম সুভগ সব দিসা বিভাগা॥
জহঁ তহঁ জনু উমগত অনুরাগা॥ দেখি মুএহুঁ মন মনসিজ জাগা॥৪॥

ছন্দ— জাগই মনোভব মুএহুঁ মন বন সুভগতা ন পরৈ কহী।
সীতল সুগন্ধ সুমন্দ মারুত মদন অনল সখা সহী॥
বিকসে সরন্হি বহু কঞ্জ গুঞ্জত পুঞ্জ মঞ্জুল মধুকরা।
কলহংস পিক সুক সরস রব করি গান নাচহিঁ অপছরা॥

দো— সকল কলা করি কোটি বিধি, হারেউ সেন সমেত।
চলী ন অচল সমাধি সিব, কোপেউ হৃদয়নিকেত॥৮৬॥

চৌ—দেখি রসাল বিটপ বর সাখা। তেহি পর চঢ়েউ মদনু মন মাখা॥
সুমন চাপ নিজ সর সন্ধানে। অতি রিস তাকি শ্রবন লগি তানে॥১॥
ছাড়ে বিষম বিসিখ উর লাগে। ছুটি সমাধি সম্ভু তব জাগে॥
ভয়উ ঈস মন ছোভু বিসেষী। নয়ন উঘারি সকল দিসি দেখী॥২॥
সৌরভ পল্লব মদনু বিলোকা। ভয়উ কোপু কম্পেউ ত্রৈলোকা॥
তব সিবঁ তীসর নয়ন উঘারা। চিতবত কামু ভয়উ জরি ছারা॥৩॥
হাহাকার ভয়উ জগ ভারী। ডরপে সুর ভএ অসুর সুখারী॥
সমুঝি কামসুখু সোচহিঁ ভোগী। ভএ অকণ্টক সাধক জোগী॥৪॥

ছন্দ— জোগী অকণ্টক ভএ পতি গতি, সুনত রতি মুরছিত ভঈ।
রোদতি বদতি বহু ভাঁতি করুনা, করতি সঙ্কর পহিঁ গঈ ॥
অতি প্রেম করি বিনতী বিবিধ বিধি, জোরি কর সম্মুখ রহী।
প্রভু আসুতোষ কৃপাল সিব, অবলা নিরখি বোলে সহী ॥

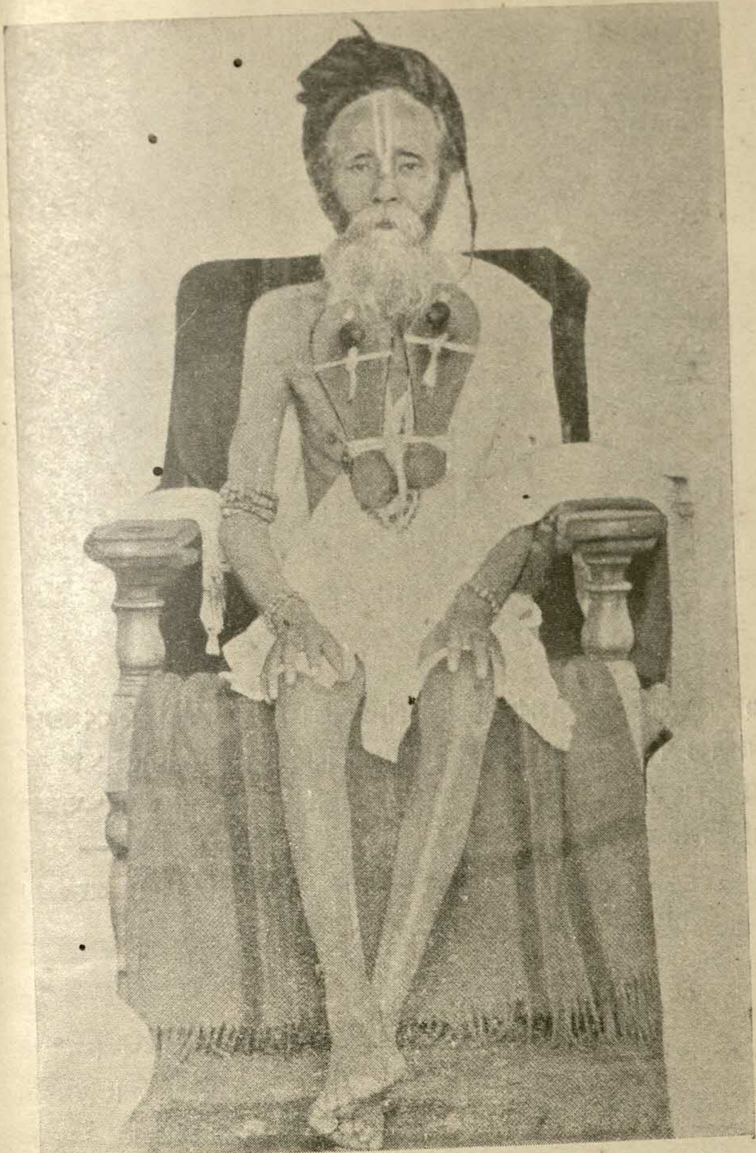
দো— অব তেঁ রতি তব নাথ কর, হোইহি নামু অনঙ্গু।
বিনু বপু ব্যাপিহি সবহি পুনি, সুনু নিজ মিলন প্রসংঙ্গু ॥৮৭॥

চৌ—জব জদুবংশ কৃষ্ণ অবতারা। হোইহি হরন মহা মহিভারা ॥
কৃষ্ণ তনয় হোইহি পতি তোরা। বচনু অন্যথা হোই ন মোরা ॥১॥
রতি গবনী সুনি সঙ্কর বানী। কথা অপর অব কহউঁ বখানি ॥
দেবন্হ সমাচার সব পাএ। ব্রহ্মাদিক বৈকুণ্ঠ সিধাএ ॥২॥
সব সুর বিষ্ণু বিরঞ্চি সমেতা। গএ জহাঁ সিব কৃপানিকেতা ॥
পৃথক পৃথক তিন্হ কীন্হি প্রসংসা। ভএ প্রসন্ন চন্দ্র অবতংসা ॥৩॥
বোলে কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু। কহহু অমর আএ কেহি হেতু ॥
কহ বিধি তুম্হ প্রভু অন্তরজামী। তদপি ভগতি বস বিনবউঁ স্বামী ॥৪॥

দো—সকল সুরন্হ কে হৃদয়ঁ অস, সঙ্কর পরম উছাহু।
নিজ নয়নন্হি দেখা চহহিঁ, নাথ তুম্হার বিবাহু ॥৮৮॥

চৌ—যহ উৎসব দেখিঅ ভরি লোচন। সোই কছু করহু মদন মদ মোচন।
কামু জারি রতি কহুঁ বরু দীন্হা। কৃপাসিন্ধু যহ অতি ভল কীন্হা ॥১॥
সাসতি করি পুনি করহিঁ পসাউ। নাথ প্রভুন্হ কর সহজ সুভাউ ॥
পারবতীঁ তপু কীন্হ অপারা। করহু তাসু অব অঙ্গীকারা ॥২॥
সুনি বিধি বিনয় সমুঝি প্রভু বানী। ঐসেই হোউ কহা সুখু মানী ॥
তব দেবন্হ দুন্দুভীঁ বজাই। বরষি সুমন জয় জয় সুর সাই ॥৩॥
অবসরু জানি সপ্তরিষি আএ। তুরতহিঁ বিধি গিরিভবন পঠাএ ॥
প্রথম গএ জহঁ রহীঁ ভবানী। বোলে মধুর বচন ছল সানী।

দো—কহা হমার ন সুনেহু তব, নারদ কেঁ উপদেস।
অব ভা ঝ ট তুম্হার পন, জারেউ কামু মহেস ॥৮৯॥



মহামানব ভুবনমঙ্গলবিগ্রহ

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজ মহাশয়ের পাদপদ্মে অর্পিত হইল।

সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণের জন্য সর্ব্বভূতে যিনি রামকে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং রামময় হইয়াছেন তাঁহার পাদমূলে এই পুস্তকখানি সমর্পণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড পড়িয়া যিনি পরমানন্দ উপভোগ করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় পত্র প্রেরণ করিয়া লেখককে ধন্য করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের শিবভবানী তন্ত্রের সকল অংশ পড়িয়া যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েকঘণ্টার মধ্যে রামনাম লইতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মৌনী হইয়াছেন।

যাঁহার গুরু পরম্পরা শঠকোপাচার্য্য রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তগণ সকলে রামভক্ত। বিশেষতঃ যাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য জগদ্গুরু রামানন্দ যিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যকে রামনামে মুখর করিয়াছিলেন সেই সীতারামদাসের পাদমূলে অর্ঘ্যরূপে এই পুস্তকখানি প্রদান করিবার অধিকার লাভ করিয়া লেখক ধন্য হইয়াছে। ইতি—

বিনীত গ্রন্থকার।

—:*:—

তল্লিখিত পত্রের শেষাংশ

"আনন্দকানন"

*　*　*　*　মগরা পোঃ, হুগলী।

*　*　*　*　৩রা ভাদ্র, ১৩৬৫

ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত শ্রীরামচরিতমানস পাঠে যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি এবং সমগ্র-ভাবে শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। তিনি যে ভাবে সাধারণকে রামচরিতমানস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপভাবে আর কেহ চেষ্টিত হইয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। * * * শ্রীভগবানের কৃপায় অবশিষ্ট খণ্ডগুলি সত্বর প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। লেখকের গ্রন্থরত্ন অনুধ্যান পাঠকগণের ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিবে। ইহার বহুল প্রচার সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

(স্বাক্ষর) **শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ**

রামচরিতমানস—দ্বিতীয় খণ্ড

অবতরণিকা

তুলসীদাস-গোস্বামী-রচিত রাম-চরিতমানসের দ্বিতীয় খণ্ডে বালকাণ্ডে বর্ণিত শিব-বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত মাসপারায়ণের চতুর্থ হইতে কিঞ্চিদধিক ষষ্ঠ পারায়ণ প্রকাশিত হইল। এ গ্রন্থকে রামায়ণ না বলিয়া বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সমন্বয়াত্মক ধর্ম্মমূলক ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া ভক্তসমাজে ইহার গুরুত্ব সর্ব্বজন-স্বীকৃত। গোস্বামী রামচরিত বর্ণনায় শিব-ভবানী তত্ত্বের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহাতে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে তেমনি বৈদিক ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সর্ব্বকালের ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের উপযোগী করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণকে আশ্রয় করিয়া ইতিবৃত্তাংশ মুখ্যতঃ গ্রহণ করা হইলেও তাঁহার লিখিত "নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্ রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি" বিবৃতি হইতে বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত এই রামায়ণের কালোপযোগী সমন্বয় যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল তাহা বুঝা যায়।

বেদ, পুরাণ ও রামায়ণের তত্ত্বগত সমন্বয় রামচরিত-মানসের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য-পরিচয় মুখ্যতঃ শিব-ভবানী তত্ত্বের পৃষ্ঠভূমিকায় সহজবোধ্য হইয়াছে। কৈবল্য উপনিষৎ মৈত্রায়ণী উপনিষৎ, শ্রীরামপূর্ব্ব তাপনীয় ও উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে শিব-উমার কথা লিখিত আছে। শিবকে আশ্রয় করিয়া বেদ ও পুরাণের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা সুধীজন বিদিত। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য হইলেও সগুণ ব্রহ্মের পরিচয় ও ব্যাখান তাহাতে আছে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতে সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইলেও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ তাহাতে পরিত্যাগ করা হয় নাই। রামচরিত-মানস গ্রন্থে রামচরিত আশ্রয় করিয়া এই সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের রামরূপী আধারে সমন্বয় করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণচরিত আশ্রয় করিয়া এই সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ প্রণয়ন করিয়া পরে ষোলখানি পুরাণ যথা—বিষ্ণু, ব্রহ্ম, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শিব, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড এবং সর্ব্বশেষে দুইখানি ভাগবতপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। ভাগবত পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবী-ভাগবত অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর শ্রীমদ্ভাগবতে সকল পুরাণের সার আহৃত হইয়াছে বলিয়া পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। ব্যাসদেব এই সকল পুরাণ রচনা করিয়া নিজ পুত্র শুকদেবকে নিজে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানু-চরিত বর্ণনা দ্বারা পুরাণের কলেবর বৃহদাকার ধারণ করে। তা'ছাড়া কর্ম্মজনিত

বাসনা ও মোক্ষনিরূপণ, শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন অন্যান্য দেবতার মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে সার্ব্বভৌম সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণও বিভিন্নভাবে পুরাণে দেখা যায়। গোস্বামী মহোদয় পুরাণের মূল তত্ত্বসমূহ তাঁহার পুস্তকে এমন ভাবে সন্নিবেশ করিয়াছেন যে তাহাতে বেদ পুরাণের তত্ত্বসমূহকে সর্ব্বকালের আদর্শ সমাজতত্ত্ব গঠনের উপযোগী করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাহাকে যেমন শিবতত্ত্বনিষ্ঠ রামতত্ত্ব বলা যায়, তেমনি রামতত্ত্বনিষ্ঠ শিবতত্ত্বও বলা যায়, তবে শিব হইয়া রামকে বুঝিতে হইবে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণেই তাঁহার বালকাণ্ড শিবতত্ত্বের আলোচনাতে ভরপুর। শিব-ভবানী চরিত্রের মধ্য দিয়া রামচরিত্র বুঝিবার শৈলী তুলসীকৃত রামচরিত-মানসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। রাম বড়, কি শিব বড় এ-কথাটি গোস্বামী নিপুণভাবে এড়াইয়া চলিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বড় ছোট বিচার তিনি করেন নাই। নামের মধ্য দিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার এবং রামের অনুচর বা পার্ষদগণ স্ব স্ব চরিতে সেই ভক্তির আদর্শকে গ্রহণ করিয়া কিরূপে আদর্শ সামাজিকরূপে পরম আনন্দ লাভ করিয়া ত্রেতাযুগের সমাজকে ধন্য করিয়াছিলেন তাহার এক নিখুঁত চিত্র এখানে অঙ্কিত হইয়াছে। গীতার ৭ম অধ্যায় হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তিবাদ আশ্রয়ে লিখিত। ইহা দ্বাপর যুগের ভক্তিতত্ত্বের এক অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যন্ত সমস্তই ভক্তিবাদে পূর্ণ। গীতার সংক্ষিপ্ত ভক্তিবাদ বহু চরিতকথার মধ্য দিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভক্তিবাদের সার হইল ভক্ত ভগবানের লীলা-মাধুর্য্যে আপ্লুত হন। ভক্তি-শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ব্যতীত ভক্তিকেও পঞ্চম পুরুষার্থরূপে গণ্য করা হয়। ভক্ত ভগবানের সহিত এক হইয়া যান ইহা ভক্ত প্রার্থনা করেন না, সালোক্য ও সাযুজ্যের ত কথাই নাই। ভক্তিই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। গোস্বামীর ভরত, লক্ষ্মণ ও হনুমান চরিত্রে ভক্তির বিভিন্ন রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্তির সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সখ্য স্থাপন শ্রীমদ্ভাগবতে অতি প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত হইলেও সেখানে বিভিন্ন চরিত কথার মধ্য দিয়া তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তুলসীদাসের রামচরিত-মানসে সেই ধারা আরো প্রাঞ্জল। বেদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে পরিপাক করিবার ক্ষমতা অল্প লোকের আছে এমন কি চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত নামক সরল ভক্তিবাদের গ্রন্থও ব্যখ্যাতা ব্যতীত স্থানবিশেষে দুর্ব্বোধ্য কিন্তু গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত গ্রন্থ যেন অতি সরল ও অতি প্রাঞ্জল। এই পুস্তকের ভাষাগত দুর্ব্বোধ্যতা বঙ্গ-ভাষাভাষীর বুঝিবার পক্ষে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যথাযথ দূর হইলে ইহা সার্ব্বভৌম পুস্তকরূপে বাংলার ভক্তসমাজে প্রচুর আদর লাভ করিতে পারে বলিয়া লেখক মনে করেন। এক কথায় বলিতে এ গ্রন্থ ষোড়শ শতকের সাহিত্য-জগতে ভারতীয় ঐতিহ্যের সহজ ও সরলতম প্রতীক।

তুলসী রামায়ণে শিব-ভবানী-তত্ত্ব

গোস্বামী তুলসীদাস রচিত রামচরিত-মানস প্রধানতঃ তুলসী-রামায়ণ নামে পরিচিত। এই রামায়ণ ব্যতীত অপর তিনখানি রামায়ণ প্রধানতঃ দেখিতে পাই। প্রথম মহর্ষি বাল্মীকি

রচিত মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। অপর একখানি মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। তৃতীয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই তিনখানি গ্রন্থে রামচরিত বর্ণিত হইলেও বিভিন্ন নিপুণ দৃষ্টান্তদ্বারা রামচরিত বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ড ১৫শ সর্গে লিখিত হইয়াছে পরমাত্মা বিষ্ণু দেবগণের দুঃখ মোচনার্থে বর প্রদান করিয়া মনুষ্যরূপে স্বীয় জন্মস্থান চিন্তা করিলেন এবং নিজেকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজা দশরথকে পিতৃভাবে গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। রাম যে স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান্ তাহা বাল্মীকি স্বীকার করিলেও তাঁহার জীবন-লীলাবৈচিত্র্যের সঙ্গে ভগবত্তার সঙ্গতি কিভাবে হয় তাহা কৌশলে বাল্মীকি সম্পাদন করিয়াছেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য একাধারে একটী মনুষ্যে স্থিতি ব্যাখ্যান করিতে গেলে তাহার জন্য যে কৌশল প্রয়োগ অপরিহার্য্য, বাল্মীকি রামায়ণে তাহা ততটা স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেই তাহা সুষ্ঠু ব্যাখ্যাত হইয়াছে বিশেষতঃ সমগ্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের পরিচয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বৈরাগ্য প্রকরণে মহর্ষি বাল্মীকি রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে অখণ্ডিত রামায়ণ উপদেশদ্বারা তাঁহার জীবন্মুক্তির স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে তিনি প্রশ্ন করিলেন—রাম কে? তিনি কেমন? তিনি বদ্ধ না মুক্ত? তিনি কোন্ রাম? ইত্যাদি। মূল বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি-শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত বাল্মীকির আলাপ পরিচয়ে যেমন রামায়ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তেমনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বাল্মীকি ভরদ্বাজকে বলিতেছেন—"আমি আমার বিনীত শিষ্য ভরদ্বাজকে ছাপ্পান্ন হাজার শ্লোকসমন্বিত মোক্ষোপযোগী রামায়ণকথার চব্বিশ হাজার শ্লোকসংযুক্ত পূর্ব্বখণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম তাহার উত্তরখণ্ড হইল এই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। অর্থাৎ সমগ্র রামলীলা সহ রামতত্ত্ব অনুভব করিতে দুইখানি গ্রন্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে অধ্যাত্ম-রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও রাম লীলা ও রামতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন তবে তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবেই রচিত। শিব-ভবানীর প্রশ্নোত্তরে রামলীলা ও রামতত্ত্ব সহজ ও সরলভাবে তাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের শিব-ভবানী উপাখ্যান যাহা আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র-মুখে রামের জনকপুর যাত্রা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে তাহার সহিত তুলসী রামায়ণে বর্ণিত শিব-ভবানীর কোন সামঞ্জস্য আছে বলা চলে না। সেখানে মূলরামায়ণে ষড়্বদন কার্ত্তিকেয়ের উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। শিব-ভবানীর প্রসঙ্গ নাই বলিলে চলে। শ্রীরাম-পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ ও শ্রীরামোত্তর-তাপনীয় উপনিষদে শিব যে ভক্তরূপে রামের নিকট উপস্থিত তাহা বলা হইয়াছে। তুলসী-রামায়ণের শিব-ভবানী বালকাণ্ডের বহুস্থান অধিকার করিয়াছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের শিব-ভবানী যেভাবে রামায়ণ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন তুলসী রামায়ণের শিব-ভবানীর আলোচনাতে সে ভাব না থাকিলেও বিশ্লেষণের সামঞ্জস্য বহুপ্রকারে আছে। সুতরাং তুলসী রামায়ণের শিব-ভবানী তত্ত্বের বীজ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে মূলতঃ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তা-ছাড়া শ্রীরামতাপনীয় উপনিষৎও উপাদান সংগ্রহে সহায়ক হইয়াছে। বাস্তবিক

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠমুখে যে রামতত্ত্ব ও রামলীলার বিশ্লেষণ, তুলসী রামায়ণে শিব-ভবানী সংবাদে তাহারই বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ হইল সগুণ নির্গুণতত্ত্বের সম্যক্ সমন্বয় বা আস্তিকতত্ত্বের বিকাশ।

উপনিষদে ও পুরাণে শিব-ভবানী তত্ত্ব—যাঁহারা উপনিষৎ, পুরাণ ও তন্ত্রাদির সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বত-গুহায় ব্রহ্মের উপাসনায় নিরত থাকিয়া সমাজ কল্যাণে চৈতন্যস্বরূপ অখণ্ড অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মের যে অবচ্ছিন্ন বা সগুণ রূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে জীবের মধ্যে শিবের সত্ত্বা যেমন অনুভব করিয়াছিলেন তেমনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তৃস্বরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি রূপের কল্পনা অথবা কেবল বিষ্ণু বা কেবল শিবের কল্পনাও করিয়াছিলেন শিবের মধ্যে বিশ্বাত্মার রূপ দেখিতে শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজার অবতারণা। সেখানে পঞ্চমহাভূত যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত এক কথায় এই বিরাট্ বিশ্ব সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান এক শিবরূপী চৈতন্যাধার ব্রহ্মে অবস্থিত। কৈবল্য উপনিষদে শিব-উমা প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও শিবের বর্ণনা আছে। পুরুষ ও স্ত্রী দেবতাত্মার বর্ণনায় পুরাণবচন যথা—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং হিতার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিকল্পনা॥

অদ্বয় অখণ্ড অপ্রমেয় নির্গুণ অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনায় স্ত্রী-পুরুষ দেবতাকে গুণময় কল্পনা করিয়া উপাসকগণ নিজের মধ্যে ঐসকল স্ত্রী ও পুরুষ দেবতাত্মার আবাহন করেন। অধিকারী ও গুণগত ভেদে দেবতার ভিন্নত্ব আপাতদৃষ্টিতে উপাসনার বিষয়বস্তু হইলেও এতদ্দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার রূপেই উপাসনা করা হয়। গুণের সহিত রূপের অভেদ কল্পনায় নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সগুণরূপে অবতারণা। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তৃস্বরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এক অখণ্ড ব্রহ্মের তিনটি মানস রূপ। পুরাণাদিতে দেখা যায় শিব ব্রহ্মস্বরূপ। কোন স্থানে বিষ্ণুও ব্রহ্ম, আবার বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রহ্মের সগুণ রূপ অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুকে গুণাতীত বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শিব ও বিষ্ণু কখন সগুণ, কখন নির্গুণ। পুরাণাদিতে দেখা যায় শিব বিষ্ণুর প্রশংসা করিতেছেন বিষ্ণু ও শিবের প্রশংসায় মুখর। আবার নারদ যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ এই দেবতাত্মগণের সহিত আলোচনারত। মনুষ্যরূপে এই দেবতাত্মগণ যেন তাঁহাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপে শিব ও বিষ্ণুর সগুণ ও নির্গুণ উভয়াত্মক রূপের পরিচয় আছে কিন্তু ব্রহ্মাকে সর্ব্বদা সগুণরূপে বর্ণনা করিয়া বিষ্ণু ও শিবের তুলনায় তাঁহার গৌণত্ব পুরাণাদিতে প্রমাণ করা হইয়াছে।

সগুণের মধ্যে নির্গুণের উপলব্ধি অথবা নির্গুণের মধ্যে সগুণের উপলব্ধি ব্রহ্মোপাসনার নামান্তর। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে এমন ব্যক্তিতে

সগুণ নিগুর্ণতত্ত্ব বিশেষরূপে প্রতিভাত হয়। আদর্শ সমাজ রচনায় অথবা চরম ও পরমতত্ত্বের অধিকারী যাঁহারা তাঁহারা এই তত্ত্বকে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সংসারে জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির যে চরম অবস্থা তাহার নাম মোক্ষ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপী চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণকে সতত প্রয়াসী দেখা যায় তাহার মধ্যে মোক্ষ হইল চরম ও পরম বর্গ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ আদর্শ সামাজিক হইবার প্রয়োজনে বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বনে অন্তরে বিভিন্ন দেবতাত্মার আবাহন করিয়া চিত্তবৃত্তির উন্নয়ন প্রসঙ্গে নিজের মধ্যে বিভিন্ন দেবতাত্মার সত্বা উপলব্ধি করিতেন। আর এই উপলব্ধি প্রসঙ্গে যে মানস বিশ্লেষণ তাহা শিব-ভবানী তত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহারা সমগ্র বিশ্বতত্ত্বকে জীবতত্ত্বের পর্য্যায়ে আনিয়া অথবা জীবের মধ্যে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া জড়-জগৎ ও চৈতন্য-জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেন। সমগ্র জড় বিশ্বজগৎকে চৈতন্যাধারে স্থাপিত করিয়া সকল সমস্যার সমাধান এবং সাধারণ ও কুতূহলী জনগণের মধ্যে তাহার প্রচার ও প্রসার এবং সহজবোধ্য করিবার নীতি ভারতে বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাই হইল সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম ও সমাজ নীতি। আচার্য্য শঙ্কর সমগ্র ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র দ্বারা বৌদ্ধবাদ নিরসন করিয়া নূতন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সহজ ও সরল ব্যাখ্যা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তুলসীদাসকৃত শিবভবানী তত্ত্ব বর্ণনায়। বৈদিক ঐতিহ্যের উপর এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

এই অধ্যাত্মতত্ত্বনিষ্ঠ সমাজ-গতির প্রবাহ সাময়িকভাবে কখন মলিন হইলেও তাহাই শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সকল যুগে আদর্শ সমাজ গঠনে এই শিব-ভবানী তত্ত্বের অপরিহার্য্যতা আছে। মানুষের জীবনে প্রশ্ন আছে, সংশয় আছে আবার তাহার সমাধান আছে। দেবতাত্মাকে অন্তরে আবাহন করিয়া সেই প্রশ্ন বা সংশয়ের সমাধান করিতে হয়। শিব-ভবানী তত্ত্ব সেই প্রশ্ন তথা সংশয়ের সমাধানাত্মক কার্য্য বুঝিয়া সার্ব্বভৌম তত্ত্বরূপে ইহাকে অধিগত করিবার প্রয়োজন আছে। বাহ্যদৃষ্টিতে শিব গুণাতীত হইলেও আদর্শ সামাজিকের তিনি সগুণ বিগ্রহও বটে আবার বিষ্ণু বাহ্য আচরণে সগুণ হইলেও গুণাতীতের পূর্ণ উপলব্ধি তাঁহাতে আছে। বাহ্যজগতে মানুষ সগুণ বাহ্যরূপের পরিচয় দিয়া থাকে কিন্তু আদর্শ মানুষে সগুণের মধ্যে একটা গুণাতীত রূপ থাকিতে পারে সাধারণ মানুষ তাহা দেখিতে পায় না। একমাত্র গুণাতীত পুরুষ সেই গুণাতীত রূপের সন্ধান পায়। তাই গুণাতীত হইয়া নিগুর্ণত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। যার জন্য শিব হইয়া রামকে বুঝিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে সামাজিক আচরণে রামের সগুণ রূপের উপলব্ধি হইবে। তুলসী রামায়ণের শিব-ভবানী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে এই বিষয়টী সহজে বোধগম্য হইবে।

শিব-ভবানী তত্ত্বে সগুণ নিগুর্ণ বিচার—সাধারণ দেহধারী মানুষের মধ্যে নিগুর্ণ পুরুষ বা গুণাতীত পুরুষের সন্ধান সাধারণ লোক করিতে অক্ষম হন। বাস্তবিক গুণাতীত পুরুষ মনুষ্য-সমাজে অতি দুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা চতুর্দ্দশাধ্যায়ে-গুণাতীত

পুরুষের বর্ণনা কয়টীমাত্র শ্লোকে করা হইয়াছে। কিন্তু সগুণ হইয়া যে গুণাতীত হওয়া সম্ভব তাহার স্বরূপ কেমন তাহা কেবল বর্ণনামাত্রে বুঝিয়া উঠা দুরূহ। গীতাতে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণ বর্ণনায় যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া আছে তাহার পূর্ণাঙ্গতর রূপ গুণাতীত পুরুষের বর্ণনায় অষ্টাদশাধ্যায়ে করা হইয়াছে কিন্তু এই রূপের জীবন্ত বিগ্রহ যে দাশরথি রাম তাহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে অতি নিপুণভাবে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতের আদর্শ সামাজিকের প্রতীক্ রাম।

একজন গুণাতীত পুরুষের জীবনের সামগ্রিক আচরণ কি জাতীয় হইতে পারে তাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয়ের ভূমিকাস্বরূপে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণ। ইহা যথাবিধি অধ্যয়নে বুদ্ধিমালিন্য দূর হইয়া মন বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। দ্বিতীয় প্রকরণ হইল মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ। নানাপ্রকার যুক্তিবাদের সঙ্কলনে মুমুক্ষু মানুষের স্বভাব সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকরণের নাম উৎপত্তি। তাহা অধ্যয়নে সংসারের অকিঞ্চিৎকরতা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সংসার যে কিছু নয় মনঃকল্পিত রাজধানীর ন্যায় মনোরথমাত্র, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বা মিথ্যা মরীচিকার ন্যায় মোহকল্পিত এবং সত্য-সম্পর্কশূন্য তাহা নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে সংসারের অসারতার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। চতুর্থ স্থিতিপ্রকরণ প্রপঞ্চসহ পরমার্থ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইহা বহু আখ্যায়িকা-সমন্বিত। পঞ্চম উপশান্তি বা উপশম প্রকরণ যাহা শ্রবণে সংসারভ্রমের শান্তি হয় এবং শ্রোতার অন্তঃকরণে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বরূপ অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যাহার ফলে শ্রোতার হৃদয়ে এই সংসার অন্তর্লীন তরঙ্গযুক্ত স্বচ্ছ নদীর ন্যায় শান্ত বলিয়া অনুভূতি হয় এবং ষষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রকরণে পূর্ণ তৃপ্তির অনুভূতি যেমন হয় তেমনি বহিরিন্দ্রিয় ভোগ ও দেহীর মন মহাকাশ স্বরূপ অনন্তে বিলীয়মান হইলে তাহার সমস্ত কার্য্যত্ব, কারণত্ব ও কর্ত্তৃত্বের প্রতি হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব থাকে না। অর্থাৎ তিনি দেহ সত্ত্বেও দেহহীন এবং সংসারসম্পন্ন হইয়াও সংসার বর্জ্জিত হন।

রাম-বশিষ্ঠ সংবাদে যে সকল তত্ত্বের সমাবেশ ধারাবাহিক রূপে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে সেই বিচার কেবল উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা দ্বারা সমৃদ্ধ ও জটিলভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু তাহার স্পষ্ট রূপ শিবতত্ত্বে যেমন আছে তেমনি শিব-ভবানী সংবাদে শিবের বহুবিধ আচরণ ও তর্কবিতর্ক বিন্যাসে রামচরিত-মানসে শিবমুখে ও অগস্ত্যমুখে বিবৃত হইয়াছে এবং ভবানীর প্রতি শিবের আচরণদ্বারা তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও এই সগুণ নির্গুণ বিচার পুস্তকারম্ভে উপক্রমণিকাধ্যায়ে এবং উত্তরকাণ্ডে নারদ, সনৎকুমার ও রাবণাদি বিষয়ে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহাতে করা হইয়াছে। তুলসী রামায়ণের শিব-ভবানী তত্ত্বের বিশ্লেষণ বলিতে দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া সগুণ নির্গুণের উপলব্ধিদ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তির সন্ধান। ইহাদ্বারা কেবল ব্যক্তি ধন্য হয় না, সমাজ বা জাতি এরূপ এক আদর্শ পুরুষের আগমনদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে দোষমুক্ত হয়। সুতরাং সকল যুগে সকল কালে এই তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আত্মোপ-

লব্ধির পরিমাপ করিবার প্রয়োজনে সকল সমাজ সংস্কারে এই তত্ত্বের প্রয়োজন থাকিবেই। কেবল ব্যাখ্যাদ্বারা ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। ভগবদ্‌বিগ্রহ কোন মহামানবের আচরণ-দ্বারা তাহা মূর্ত্ত হয়। তুলসী রামায়ণে সেই দৃষ্টি দিয়া শিব-ভবানী তত্ত্বকে অধিগত করিয়া রামতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনে শিব-ভবানীর স্থান নিরূপণ—বৈদিক যুগে শিব-ভবানীর যে রূপ উপনিষদাদিতে বিবৃত আছে তাহা সূত্রমাত্র। শঙ্করাচার্য্যের বহুধাবর্ণিত স্তোত্রাদিতে তাহার বিকাশ আছে তাহার বহুমুখী ব্যাখ্যানে শিবের অপরূপ বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রকাশিত দেখা যায়। সেখানে শিব যেমন অনাদি ও অনন্ত তেমনি আদিও বটে। তিনি চিন্ময় অদ্বিতীয় এমন কি হরি ও ব্রহ্মা তাঁহার অন্বেষণ করেন। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ এবং মন ও বাক্যের অতীত। তিনি কামদেবকে বিনাশ করিয়াছেন এবং দেবাদিদেব। শিবময় হইবার গুণোপাসনাই শিব-পূজার মূলতত্ত্ব। পৌরাণিক বা তান্ত্রিক যুগের শিবের সহধর্ম্মিনী কালী, দুর্গা, উমা ও ভবানী। গুণাতীত ও সগুণ রূপের বহু মূর্ত্তির পরিস্ফুটতা এই সকল দেবতাত্মাতে আছে। ভক্তসমাজে বা আর্য্য হিন্দুসমাজে তাঁহাদেরই গুণোপাসনা জনগণের চিত্ত সমভাবে অধিকার করিয়া আছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে গুণোপাসনার স্বরূপ এই সকল দেবতাত্মার আশ্রয়ে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। শিবের আশ্রয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা পুরাণাদি আশ্রয়ে এক সনাতন ধর্ম্মতত্ত্বে সম্ভব হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের শিব-ভক্তিমূলক স্তোত্রসমূহ কালক্রমে ভক্তিবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায় বা রামানন্দীয় বৈষ্ণব বা মাধ্বগণের মধ্যে কম সমাদর লাভ করে নাই। গোস্বামী তুলসীদাস কেবল পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আবার অনাদি শিবলিঙ্গ কেবল চতুর্ব্বর্ণের উপাস্য দেবতা ছিলেন না। পঞ্চমবর্ণেরও শিবপূজায় অধিকার স্বীকৃত। তুলসীদাসের বৈশিষ্ট্য চতুবর্ণের মর্য্যাদাদান ও প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টিতে সকল প্রকার অস্পৃশ্যতার উর্দ্ধে রামকে স্থাপন। বশিষ্ঠ জনকাদি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইতেছেন সুতরাং তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বের শিব-ভবানী ষোড়শ শতকে ভক্তিমূর্ত্তি হইয়া ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠার জীবন্ত বিগ্রহ শিব-ভবানী। রামের মধ্য দিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাহার প্রভাবও অনবদ্য।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে শিবের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—তুমি যদি আমাকে পশু বলিয়া বিবেচনা কর তুমিত পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই আছ, তুমি আমাকে যদি কলঙ্কী বলিয়া বিবেচনা কর কলঙ্কযুক্ত চন্দ্র ত তোমার মস্তকেই রহিয়াছে, যদি আমাকে খল বলিয়া মনে কর তবে বলি খল সর্পই ত তোমার কণ্ঠের ভূষণ, সকল অধন্যকে ধন্য করাই ত তোমার কাজ। কণ্ঠে কালিমা, অঙ্গে সর্প, করে নরকপাল, নয়নে অগ্নি, মস্তকে চন্দ্র, বামভাগে স্ত্রী যাঁহার ভূষণ তেমন দেবই আমার প্রণম্য। আচার্য্য শঙ্কর এইভাবে পুরাণ-বর্ণিত শিবের বর্ণনাত্মক স্তোত্র গাহিয়াছেন। শিবের সহধর্ম্মিণীরূপে ভবানীর বর্ণনা এবং শিব-ভবানী

ক—২৩

প্রশ্নোত্তরে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যভেদে জীবনের সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা এমন কি ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির বিশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভক্তের নিকট ভগবানের আবির্ভাব অর্থাৎ যিনি যেমনভাবে ভগবানের ভজনা করেন তিনি তেমনিভাবে তাহার নিকট আবির্ভূত হন এবং অনন্ত গুণাধার ঐশী শক্তির আধারভূত এক আশ্রয়কে পুরোভাগে রাখিয়া জীবনের সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমস্যা সমাধান যে সহজসাধ্য হয় তাহাই শিব-ভবানীতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া থাকে। ঐতিহাসিক পর্য্যায়ে আনিয়া শিব-ভবানী তত্ত্বের বিশ্লেষণ কেহ করেন না কিন্তু দেবতাত্মা যে ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করেন তাহা শিব-ভবানী তত্ত্বের ব্যাখ্যানে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই রহস্য যেমন কবি-কল্পনা নহে তেমন ঐতিহাসিক নহে। বিভিন্ন যুগের ঋষি, মুনি, ব্যাস, বাল্মীকি, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, সীতা, বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র যাঁহারা জীবের মধ্যে বিশিষ্ট আদর্শ স্থাপন কল্পে ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যুগে যুগে ভারতীয় সমাজের সংস্কার বা বিপ্লব সাধন করিয়াছেন। শিব-ভবানী দেবতাত্মা রূপে কখন অন্তরে কখন বাহিরে তাঁহাদের সাহচর্য্যে বিরাজ করিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের স্বরূপে উপলব্ধি করিবার অধিকার অধিকারী ভক্ত অর্জ্জন করিয়া থাকে আর এই প্রসঙ্গে ভক্ত ছোট কি ভগবান্ বড় একথা বলা সম্ভব হয় না সুতরাং শিব-ভবানীরূপী স্বীকৃত দেবতাত্মার ভক্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠান হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর যেমন শিব-ভবানী তত্ত্বকে আপনার করিয়াছেন পরবর্ত্তীকালে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সকল দ্বৈতবাদী ভক্তও এই শিব-ভবানী তত্ত্বকে আপনার করিয়া নিত্য উপাস্য দেবতারূপে ব্যক্তিতে পরিবারে বা সমাজে এই তত্ত্বের মর্য্যাদা দান করিয়া সমাজের শৃঙ্খলা ও আত্মিক বৈভব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় আত্মিক মর্য্যাদাই প্রধান মানদণ্ড না হইলে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত যেমন হয় না, তেমনি সত্ত্বগুণের প্রভাবও সমাজে স্বীকৃত হয় না। বর্ত্তমান সমাজের ত্রুটি এখানে নিহিত।

শিবতত্ত্বনিষ্ঠ রামতত্ত্ব—তত্ত্বের যে ব্যাখ্যান উপনিষদাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহার মূর্ত্তরূপের প্রকাশ শ্রীমদ্ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথাযথ ভাবে আত্মিক শক্তির উপলব্ধিতে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজ গঠিত হয়। সমাজই জাতি গঠনে বা জাতীয়তা পুষ্টির সহায়ক হয়। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহা সম্ভব হয়। ভারতের জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষের মধ্যদিয়া সামগ্রিক বিকাশ লাভ করে। আর সেই বিকাশের মূর্ত্তি রাম বা কৃষ্ণচরিত্র। কিন্তু এই চরিত্রকে বুঝিতে হইলে বিশিষ্ট অধিকার লাভের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার রামচরিত-মানসে শিবতত্ত্বনিষ্ঠ রামতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রামচরিত্রের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা আমরা বাল্মীকি রামায়ণে পাই কিন্তু তাহাতে রামতত্ত্বের পরিচয় ভাল পাওয়া যায় না। রামতত্ত্বের পরিচয় পাইতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অতি উচ্চাঙ্গের অধিকারীও সেখানে বিভ্রান্ত হইবার ক্ষেত্র আছে। বশিষ্ঠদেবের রামচরিত্র বিশ্লেষণে

শিবতত্ত্বনিষ্ঠ রামতত্ত্বের বীজ নিহিত। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে অধ্যাত্ম রামায়ণে শিব-ভবানীতত্ত্বে। আর তাহার ইঙ্গিতমাত্র আছে শ্রীরাম-পূর্ব্বতাপনীয় এবং শ্রীরাম-উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে। গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত রামচরিত-মানসে তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ভক্তিবাদে নামই তাহার প্রধান সাধন। নামই গুণাধার হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়া এবং তুলসীদাস রামনামের মধ্য দিয়া তাহা সাধন করিতে কহিয়াছেন। শিব-ভবানী আখ্যায়িকার সামগ্রিক রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিব-ভবানীর আশ্রয়ে রামের চরিত-কথার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ কেবল ব্যক্তিচরিত্র গঠন করে না ব্যক্তির স্বরূপ, পরিবারের পরিচয়, সমাজের স্বরূপ, জাতি বা জাতীয়তা গঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে চক্ষুর সম্মুখে সমগ্রভাবে আনিয়া দেয়। তখন শিব-ভবানীর অখণ্ড অদ্বয় চৈতন্যমূর্ত্তি ব্যক্তির রূপ পরিগ্রহ করে এবং রামের বাল্যলীলা হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত এমন এক আত্মিক শক্তির উদ্বোধন করে যাহাতে মানুষ পরম ও চরমতত্ত্বের সকল সংবাদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়া পাইতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে সংবাদ তাহাকে বিচলিত বা অভিভূত করিলেও সেখানে মানুষ নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না বটে কিন্তু নিজের একটা নীতিগত পরিমাপে সে সক্ষম হয়। ঈশ অনীশের ভেদ সগুণ ও নির্গুণের ভেদ তখন আর দর্শনশাস্ত্র না হইয়া দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আসিয়া যায় এবং পরস্পর আলাপ আলোচনায় ব্যক্তিগত মনের স্তর মানুষ বিশ্লেষণ করিতে পারে। জীবন-তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া একটী আদর্শ পরিবার বা সমাজ গঠনের উপযুক্ত আত্মিক শক্তির বিকাশ মনুষ্য-জীবনে সম্ভব হয়। শিব মুখ্যতঃ নির্ব্বিকার হইলেও তিনি সবিকার হইয়া নির্ব্বিকার ছিলেন এবং রামকে স্বরূপে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিজে রামতত্ত্ব বুঝিলেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভবানী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু যখন যথোচিত ভক্তিমতী ও শ্রদ্ধাপরায়ণা হইয়া সমগ্র আখ্যায়িকা আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়াছিলেন তখন সবিকার অথচ নির্ব্বিকার রামকে সমগ্ররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মানুষ-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন আচার ব্যবহারেও পরম ও চরমতত্ত্ব সবিকার হইয়া নির্ব্বিকার তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতে আছে। তাহা হইতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতি ধন্য হয়। অবতার বলিতে এইরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাব। জাতির আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ইহাই ছিল ভারতের ঐতিহ্য। আর এই ঐতিহ্যের সূত্র মলিন হইলে খণ্ড অবতার বা পূর্ণ অবতারের আবির্ভাব ঘটে। ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত হইতে এইরূপ বহু মহাপুরুষের জন্ম দিয়াছে বা দিতেছে বা ভবিষ্যতে দিবে। আর সেই মহাপুরুষকে বুঝিবার শক্তি রামচরিত-মানসের ন্যায় গ্রন্থ হইতে লাভ করা যায় রাম-চরিত্রের যথার্থ উপলব্ধিতে। আজ আমরা যাঁহাদিগকে যুগাবতার বলিয়া শ্রদ্ধার আসন দিয়া থাকি তাহাও এই দৃষ্টিতে দিয়া থাকি। স্থূল দৃষ্টিদ্বারা এরূপ মহাপুরুষকে বুঝা যায় না।

রাম জীব হইয়া শিব। রাজা হইয়া ফকির। শিব স্বয়ং রামের শিবত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই ভবানীকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া বুঝাইয়াছিলেন এবং জ্ঞান

লাভের পক্ষে ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব যে শ্রদ্ধা তাহা সম্যক্ বুঝাইয়া তবে শিক্ষা পাইবার যোগ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং শিব-ভবানী তত্ত্বকে কেবল পৌরাণিক উপাখ্যান বা তন্ত্রশাস্ত্রের কল্পনাদৃষ্টিতে না বুঝিয়া দৈনন্দিন জীবনে সগুণ হইয়া নির্গুণতত্ত্বের উপলব্ধি করিবার ব্রহ্মাস্ত্র বুঝিতে হয়। গোস্বামী তাহা বুঝিয়াই নিজে যেমন শিব হইয়াছিলেন উত্তরাধিকারিগণের জন্য সেই অমরতত্ত্বের ব্যাখ্যানও সর্ব্বযুগের উপযোগী করিয়া কালজয়ী রামচরিতমানস রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরামচরিত-মানস-সারমর্ম

বালকাণ্ড—প্রথম খণ্ড (মাসপারায়ণে প্রথম হইতে তৃতীয় বিশ্রাম পর্য্যন্ত)

সারমর্ম—মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে গোস্বামী তুলসীদাস প্রথমে সরস্বতী ও গণেশকে প্রণাম করিতেছেন কারণ শব্দ, অর্থ, রস ও ছন্দ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে সরস্বতীকে এবং শুভকামনা করিতে হইলে গণেশকে প্রণাম কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসমূর্ত্তি শিব ও ভবানী। তাঁহাদিগকে প্রণাম নিবেদন না করিয়া সিদ্ধ-পুরুষগণও ঈশ্বরকে পাইতে পারেন না। বাল্মীকি ও হনুমানও জ্ঞানমূর্ত্তি কারণ তাঁহারাই সীতারামের গুণাবলী সম্পূর্ণ অবগত আছেন। রামপ্রিয়া সীতাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ। সমগ্র বিশ্ব, ব্রহ্মাদি দেবতা ও অসুরগণ রামের সৃষ্ট মায়ার বশ। রামপদ লাভ করিলেই মায়াজনিত সকল দুঃখের শেষ হয়—এই সকলকে প্রণাম জানাইয়া তুলসীদাস পুরাণ বেদ তন্ত্র রামায়ণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া মাতৃভাষায় গানের উপযোগী করিয়া মায়াধীশ রঘুনাথ কথা নিজের অন্তরে সুখলাভের জন্য প্রচার করিয়াছেন।

গণেশ সিদ্ধিদাতা সকল শুভগুণের আধার। তিনি বোবাকেও শ্রেষ্ঠ বাগ্মী করেন, পঙ্গুকে পর্ব্বতে চড়াইতে পারেন এবং কলিকালের দুঃখ দহন করেন। উমাপ্রিয় শিব দীনের প্রতি দয়াপরায়ণ। গুরু স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ। নৃসিংহ অবতার মূর্ত্তি নররূপে বিষ্ণু ভগবান্ অথবা নরসিংহ (নরহরি)। শ্রদ্ধাভরে গুরুপাদবন্দনে সকল ভব-দুঃখের নাশ হয়। তাঁহার পদধূলি শিবদেহের বিভূতির বা ভস্মের ন্যায় পবিত্র। তাহার তিলক গ্রহণ মনের সকল মল নাশ করে, দিব্যদৃষ্টি দান করে এবং রাম-চরিত্রের যে অশেষ গুণ তাহা গুপ্ত বা প্রকট থাকিলে তাহাকে উজ্জলরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়। ১ ॥

গুরু-পদধূলিকে কজ্জলরূপে চক্ষুতে অঞ্জনরূপে ব্যবহারে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের আধার। তাঁহাকে প্রণামে মোহজাত সংশয় দূর হয়। অতঃপর সাধুগণের প্রতি প্রণাম নিবেদন করিয়া তুলসীদাস কহিতেছেন—সাধুগণের সঙ্গ ভ্রাম্যমান প্রয়াগ তীর্থের ন্যায়। তাঁহারা যেখানেই থাকেন সেইস্থানই প্রয়াগ তীর্থের ন্যায় পবিত্র। তাঁহাদের রামভক্তি যেন গঙ্গানদী, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান সরস্বতী নদীসম।

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ যমুনার সমান। এই তিনের সমাবেশে সাধুসঙ্গ ত্রিবেণী রচনা করে। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস যেন প্রয়াগ তীর্থের অক্ষয় বট আর প্রয়াগ তীর্থের পরিক্রমা দৈনন্দিন শুভকর্ম্ম-দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। যে কোন দেশে যে কোন কালে তাহাদের অত্যন্ত অভাব হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এক সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবিতকালেই সম্ভব। জীবন্মুক্ত যাঁহারা তাঁহারা জীবিতকালেই মুক্তবৎ বিচরণ করেন। কেবল সাধুসঙ্গেই জীবন্মুক্তি হয়। ২॥

সাধু-সঙ্গরূপ প্রয়াগ তীর্থে যাঁহারাই স্নান করেন তাহাদের চরিত্রের দোষসমূহ নষ্ট হয়। বাল্মীকি, নারদ, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ নিজমুখে সৎসঙ্গের অপার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার সাধুসঙ্গ লাভের ইচ্ছা রাম কৃপালাভ না হইলে হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী ও সুধীবর্গ সকলেই সৎসঙ্গের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধম তুলসীদাস তার কতটুকু বর্ণনা করিবে। সাধুরা সর্ব্বদা বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করেন। ৩॥

তুলসীদাস শুদ্ধচিত্তে খল দুষ্টপ্রকৃতি লোককে বন্দনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যদিও পরের অমঙ্গল দেখিয়া খলের আনন্দ হয় এবং পরের সুখ দেখিয়া তাহার দুঃখ হয় এবং সে প্রবল ক্রোধী স্বভাব হয় এবং পাপযুক্ত মন লইয়াই বাস করে এবং পরের অকাজ করিতে সিদ্ধহস্ত এবং পরের দোষ-ত্রুটি দেখিতে সহস্রচক্ষু এবং লোকের প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করে এবং শত্রু-মিত্র উদাসীন সকলের হিত শুনিয়াই তাহার হৃদয় দগ্ধ হয়। এহেন খলকে তুলসী প্রীতিভরে প্রণাম করিতেছে। ৪॥

তাহাকে প্রণাম করিলেও তাহার মতি পরিবর্ত্তন হইবে না তবু সৎ ও অসৎ জন উভয়েই প্রণম্য। একই জলে যেমন পদ্ম জন্মে তেমনি জোঁকও জন্মে অথচ দু'য়ের গুণ বিভিন্ন। সাধু ও অসাধু আপন রুচি অনুযায়ী কাজ করে। সাধু সৎপথ গ্রহণ করে অসাধু নীচ পথ গ্রহণ করে ইহা স্ব স্ব প্রকৃতিগত। ৫॥

অসাধু দোষের আধার এবং সাধু গুণের আধার কিন্তু বিধাতা ত এই উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাদিগকে ভগবানের মায়াস্বরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, দিন রাত্রি, সাধু অসাধু, দানব দেবতা, বিষ অমৃত, মায়া ব্রহ্ম, জীব ঈশ্বর, লক্ষ্মী অলক্ষ্মী, গঙ্গা কর্ম্মনাশা নদী, সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ ও গো-মাংসভোজী তামসিক ব্যক্তি—এই দুই লইয়াই সংসার, বেদে একের দোষ অন্যের গুণ যথেষ্ট ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধুরা গুণ অংশকে গ্রহণ করেন দোষ বর্জ্জন করেন। ৬॥

ভগবান্ এই দোষগুণের বিচারশক্তি উপযুক্তরূপে মানুষকে যদি দেন তবে মানুষ দোষ ত্যাগ করিয়া গুণই নিতে চাহিবে। কিন্তু সময়, স্বভাব ও কর্ম্মগতি যখন বলবান্ হয় তখন সজ্জন ব্যক্তিও পথভ্রষ্ট হন। সৎসঙ্গ প্রভাবে খলও ভাল হয় কিন্তু তার ভিতরের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না। হরিভক্ত ব্যক্তি তাহার দোষ দেখিবেন না বরং তাহার দোষ ঢাকিয়া গুণের অংশকে দেখিতে শিখিবেন। অসাধু ব্যক্তি সাধুবেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে যদিও তাহার সেই দুষ্ট স্বভাব চিরকাল ঢাকা থাকে না, একদিন না একদিন কালনেমি বা রাবণের ন্যায় তাহার ধ্বংস হয়। সাধু কুবেশী হইলেও জাম্ববান্ হনুমানের ন্যায় জগতে মর্য্যাদা

লাভ করে। সৎসঙ্গের লাভ ও অসৎসঙ্গের পরিণাম লোকে বেদে বহু জানা বা লেখা আছে। সঙ্গদোষ বা সঙ্গগুণে একই জিনিষের বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়। সাধুর বাড়ীতে শুকসারি পক্ষী যাহারা রামনাম করে অসাধুর বাড়ীতে তাহারাই গালাগালি করে। সঙ্গবিশেষে ধূম দ্রব্যকে মলিন করে ধূমবিশেষের মলিনতাদ্বারা কালি প্রস্তুত হইলে পুরাণাদি লেখা হয়। ধূমই বাষ্পাকারে মেঘ হইয়া বিশ্ব-জীবকে জলদান করিতেছে, অগ্নিবায়ু জলের সংস্পর্শে আসিয়া ধূমের এই পরিবর্ত্তন। সুতরাং সুযোগ ও কুযোগদ্বারা একই দ্রব্য ভালমন্দ বিবেচিত হয় লোকে শুক্লপক্ষের প্রশংসা করে কৃষ্ণপক্ষের নিন্দা করে অথচ কালধর্ম্মে দুই সমান। সকল ভালমন্দ দ্রব্য ভগবানের মায়াতে সৃষ্ট বুঝিয়া গোস্বামী তুলসীদাস ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। তিনি সকলের নিকট কৃপাপ্রার্থী। ৭ ॥

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জাতীয়—জলে স্থলে ও বায়ুতে যত জীব আছে সকলই বিধাতার সৃজন, সকলই সীতারামময়। সকলের নিকট তুলসী প্রণাম নিবেদন করিয়া রামায়ণ কবিতে লিখিতে প্রয়াসী হইতেছেন। তাঁহার কবিতা কু-বিচারের দৃষ্টিতে দেখিলে বহু ত্রুটি সন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া সকলে তাঁহার কথা বালকের কথা জ্ঞানে একটু শুনিবেন। নিজ কবিতা ত্রুটিপূর্ণ হইলেও তুলসীর নিকট তাহা শ্রুতিমধুর, সকলের নিকট ত তেমন হইবে না ইহা ত অবিসংবাদী সত্য। মানুষ নিজের দোষ ত দেখে না। পরের মন্দ জিনিসকে ভালভাবে লয় এমন জন সংসারে কমই আছে। পরের ভাল জিনিস লইয়া নিজের সম্পদ্ বৃদ্ধি করে এমন জন পৃথিবীতে বহু আছে কিন্তু পরের সম্পদ্ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিবার লোক পৃথিবীতে কমই আছে। তুলসী বলেন—তাহার ভাগ্য ছোট হইলেও অভিলাষ বড়। এই দুরভিলাষে সজ্জন আনন্দ পাইবেন, খল কিন্তু পরিহাস করিবেন ॥ ৮ ॥

খলের পরিহাসেও তুলসীর ভালই হইবে। তুলসী নিজের ত্রুটি দেখিতে শিখিবে। তবে যাহারা কবিতাতে প্রেম আছে অথচ রামে রুচি নাই, এরূপ লোকের পক্ষে এ-কবিতা হাস্যকর, তবে যাঁহাদের রামতত্ত্বে রুচি আছে কুতর্কী মতি নাই তাঁহাদের এ-কবিতা পড়িয়া আনন্দ হইবে। ছন্দবোধ, ভাববোধ, রসবোধ প্রভৃতি বহু গুণ না থাকিলে কবিতার সমাদর হয় না কাজেকাজেই তুলসীর কবিতার সমাদর কবিতারূপে নহে, কেবল ইহা রামগুণযুক্ত বলিয়া আদর করিতে শিখিলে ইহার দোষ পাঠকের চক্ষুতে পড়িবে না। সুতরাং কেবল রামগুণে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই তাঁহার কবিতার প্রধান পাঠক ॥ ৯ ॥

কেবল রামগুণ নহে রামনামও পরম পবিত্র এবং বেদের ইহা সারমর্ম্ম। ইহা মঙ্গলদাতা এবং অমঙ্গলনাশক। স্বয়ং শিব উমাসহ এই নাম জপিতেছেন। সুকবির কবিতাও রামনাম বিনা শোভা পায় না। কবিত্ববিহীন ভাষা রামনাম ও রামযশে মুখর হইলে লোকের কাছে আদর পায়। তুলসীর কবিতা উপযুক্ত কবিত্বরস-বর্জ্জিত হইলেও রামের প্রতাপের বর্ণনা থাকাতে ইহার সমাদর কিছু হবেই। সেই আশায় আশান্বিত হইয়া তুলসী এই কবিতা লিখিতে সাহসী হইয়াছেন। ধূমের কটুগন্ধ অগুরু সংযোগে যেমন সুবাসিত হয়, সৎসঙ্গে

অসৎ যেমন সৎ হয় তেমনি সুবিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা অনাদৃত হইবে না। ভস্ম শিব অঙ্গে লেপিত হইলে যেমন তাহা পবিত্র ও সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়, তেমনি প্রভু রামচন্দ্রের সুযশ গাহিতেছে যে কবিতা তাহা অনাদৃত কিরূপে হইতে পারে? কৃষ্ণ-গাভীর দুগ্ধ গুণবত্বার জন্য সমাদৃত হয়। গাভীর কৃষ্ণতার জন্য অনাদৃত হয় না। সীতারামের গুণ মাতৃভাষায় তাহা নিবদ্ধ সুতরাং সহজে বোধযোগ্য বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন ॥ ১০ ॥

মণি মুক্তা মাণিক্যাদির জন্মক্ষেত্র সাপ, ঝিনুক ও পর্ব্বত কিন্তু তাহারা শোভা পায় ভাল তরুণী স্ত্রীর অঙ্গে অথবা রাজমুকুটে। সুকবির কবিতাও তেমনি ভাবে পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেন। তাহার জন্ম কবির মনে কিন্তু শোভা পায় জ্ঞানীর হৃদয়ে। ভক্তিভরে কবি সরস্বতীকে স্মরণ করিলে সরস্বতী ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া কবির হৃদয়ে উপস্থিত হন। রামের চরিতরূপ সরোবরে স্নান না করিলে মনের শ্রান্তি যায় না এজন্য সুপণ্ডিত কবি ইহা বুঝিয়া রামযশ গাহিতে চাহিবেন। কবি সাধারণ লোকের গুণগানে মুখর হইলে সরস্বতীও তাহাতে অনভিমত জানান। হৃদয়-সমুদ্রে কবির সুমতি হইল ঝিনুক, সরস্বতী হইল সেখানে স্বাতী নক্ষত্র। তিনি যদি ভাল জল সিঞ্চন করেন তাহাতে কবিতারূপী মুক্তা জন্মিবে। আর সেই মুক্তা যদি যুক্তিসহকারে ছিদ্র করিয়া রামচরিতরূপী কবচ প্রস্তুত করা যায় এবং সজ্জন ব্যক্তি তাহা ধারণ করেন তাহা বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিবে ॥ ১১ ॥

সারমর্ম্ম—গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন—এই ভয়ঙ্কর কলিকালে বেশ হংসের ন্যায় শুভ্র বা নির্ম্মল হইলেও মন কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বা মলিন। ঋষি-প্রদর্শিত বেদমার্গ অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চারিটী আশ্রম পথ ত্যাগ করিয়া কামিনী, কাঞ্চন, ক্রোধাদি রিপুর দাস হইয়া রামভক্ত সাজিয়া কপট আচরণ করাই সকলের স্বভাব। আর তার প্রথমেই ধর্ম্মধ্বজী কপটচূড়ামণি আমি স্বয়ং। আমার অপরাধের সীমা নাই। তবু আমার বিনয় শুনিয়া অনেকে আমাকে দোষ দিবেন না কিন্তু আমি আমার কথা অকপটে বলিয়াছি। আমি সুবক্তাও নহি, কবিও নহি। আমার ইচ্ছা হইয়াছে রামগুণ গান করি। রঘুপতির গুণের শেষ নাই আমি সাংসারিক বদ্ধ জীব। দুই-এর তুলনা হয় না। সরস্বতী, অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ড ও ইন্দ্রাদি ও পুরাণ 'নেতি নেতি' তত্ত্বে তাঁহার অনন্ত গুণকে সীমার মধ্যে না আনিতে পারিয়া তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

সারমর্ম্ম--প্রভুর প্রভুতার কথা সকলে জানিলেও বর্ণনা করিতে ছাড়েন না। ইহার কারণ তাঁহাকে ভজনার পদ্ধতির শেষ নাই। তিনি ইচ্ছাহীন, অরূপ, অনাম, সচ্চিদানন্দময়, অজ ও শ্রেষ্ঠ ধাম। বিশ্বরূপে তিনি বহু দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। ভক্তের হিতের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া। রঘুরাজ প্রভুরূপে তিনি অপার করুণাময়। তাঁহার গুণবর্ণনা করিয়া সুধীগণ ধন্য হন। পূর্ব্বাচার্য্য মুনিগণ এই পথ অবলম্বনে রামগুণ গাহিয়াছেন, সেই পথ তদ্দারা সুগম হইয়াছে সুতরাং আমি তাঁহাদের

অনুসরণ করিতেছি মাত্র। নৃপ সেতু রচনা করিলে পিপীলিকা তাহাতে চড়িয়া বিনা শ্রমে নদী পার হয় ॥ ১৩ ॥

সারমর্ম—ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনি ভক্তিভরে হরিনাম গান করিয়াছেন। ত'াছাড়া কলিকালের কবিগণ কালিদাসাদিও তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। গ্রাম্য কবিগণও স্ব স্ব মাতৃভাষাতে রামযশ গান করিয়াছেন। সবাকারে প্রণাম জানাইয়া আমিও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। তাঁহারা যেন আমার কবিতার প্রতি মর্য্যাদা দান করেন। পণ্ডিতগণের মর্য্যাদা ব্যতীত ইহা ব্যর্থ শ্রম হইবে। কবিতা হীন হইলেও বিষয়বস্তু রামযশ গান করিতেছি বলিয়া সকলে কৃপা করিয়া এই দীনের কবিতাকে মান দান করিবেন। প্রথম রামায়ণরচয়িতা বাল্মীকিকে প্রণাম। অতঃপর চারিবেদকে প্রণাম করি যাহা হরিগুণ গাহিয়াছেন। সকল উপনিষৎ হরিগুণগানে মুখর। ব্রহ্মাকে প্রণাম জানাই ভবসমুদ্র যাহার সৃষ্টি। সমুদ্র মন্থনে অমৃত, চন্দ্রমা, কামধেনু, কালকূট বিষ ও বারুণী অর্থাৎ মোহকারিণী স্ত্রী প্রভৃতি সকলই উদ্ভূত হইয়াছিল। সকলে সুপ্রসন্ন হইয়া আমার মনের অভিপ্রায় পূর্ণ করুন ॥ ১৪ ॥

সারমর্ম—অতঃপর সরস্বতী ও গঙ্গাকে প্রণাম জানাই। বাণীদেবী অবিবেক নাশকারিণী এবং গঙ্গা পাপনাশিনী। তারপরে শিব ও ভবানী যাঁহারা রামের একনিষ্ঠ সেবক তাঁহাদিগকে প্রণাম জানাই। কলিকালে ভক্তিভরে হরিনাম গান করিলেই হইল। হর ও পার্ব্বতী সর্ব্ব-সাধারণের জন্য শাবরমন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার জন্য মিল অর্থ ও জপ কিছু লাগে না, লাগে কেবল ভক্তি। সেই মহেশ্বরের কৃপায় আমার এই ভাষায় কথিত রামগুণগান যা' কিছু কহিলাম তাহাই সমাদর লাভ করিবে ॥ ১৫ ॥

সারমর্ম—অতঃপর অযোধ্যাপুরী ও সরযূ নদীকে প্রণাম জানাই। অযোধ্যাবাসী নর-নারীগণের প্রতি প্রভু মমতা পোষণ করিতেন। যঁাহারা সীতাচরিত্রে কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন প্রভু তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া অযোধ্যাতে বাসস্থান দিয়াছিলেন। কৌশল্যাকে প্রথম প্রণাম করি কারণ তিনি প্রভুর গর্ভধারিণী ছিলেন। দশরথ রাজা ও তাঁহার অন্যান্য রাণীকে প্রণাম করি সকলেই শ্রীরামের পিতামাতা ছিলেন। বিশেষতঃ অযোধ্যার রাজা দশরথের রামের প্রতি অশেষ প্রেম ছিল যার জন্য তিনি রামবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তৃণের ন্যায় স্বদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

সারমর্ম—অতঃপর জনককে প্রণাম জানাই। যিনি রামের প্রতি গুপ্ত স্নেহ ধারণ করিতেন। ভোগের মধ্যে তাঁহার যোগ লুকায়িত ছিল। রামকে দেখিয়া তাহা সুন্দর প্রকটিত হইয়াছিল। প্রভুর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভরতকে প্রথম প্রণাম জানাই যাঁহার ব্রত ও নিয়ম সকল বর্ণনার পারে। লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় যিনি রামপাদপদ্মকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণকে বন্দনা করি, রঘুপতির কীর্ত্তিরূপনিশানের তিনি ছিলেন দণ্ড। তিনিও আমার প্রতি কৃপালু হৌন। শত্রুঘ্নপদে প্রণাম জানাই, তিনি বীর সুশীল ও ভরতানুগামী ছিলেন। অতঃপর পবননন্দন হনুমানকে প্রণাম জানাই। তিনি দুষ্টরূপ বনের দাবাগ্নিস্বরূপ এবং তাঁহার হৃদয়ে রাম শরধনু ল'য়ে বিরাজ করিতেন ॥১৭॥

সারমর্ম্ম—সুগ্রীব জাম্ববানাদি, অঙ্গদাদি বানর সমাজ যাঁহারা নীচজাতি হইয়াও রামের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন সকলকে প্রণাম জানাই। এ-ছাড়া খগ, মৃগ, সুর, নর, অসুর-সকলে নিষ্কাম হইয়া রামের অনুচর ছিলেন। সকলকে প্রণাম জানাই॥ শুক আদি ভক্ত, সনক, নারদ আরো ব্রহ্মজ্ঞান-বিশারদ সকলের কাছে কৃপাপ্রার্থী হইয়া প্রণাম জানাই। জগন্মাতা সীতাকে শুদ্ধামতি পাইবার জন্য প্রণাম জানাই। অবশেষে রঘুপতিকে প্রণাম জানাই—তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট সাধন করে। ভক্তের সুখদাতা ও বিপদভঞ্জন একমাত্র তিনি। এইবার সীতারামে প্রণাম জানাই। নাম দুইটী পৃথক্ হইলেও বাস্তবিক ইহাঁরা পৃথক্ নন। জল ও তরঙ্গ, শব্দ ও অর্থ যেমন বাক্যে পৃথক্ বাস্তবিক পৃথক্ নয় সীতারাম শব্দও তেমনি ॥১৮॥

সারমর্ম্ম—রাঘব বাচক রামনামকে বন্দনা করি। কাশীধামে মুক্তি এই নাম দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিব এই মন্ত্র জপ করেন। আদি কবি বাল্মীকি নামের মহিমা জানিতেন তাই উল্টা জপিয়া 'মরা' শব্দ জপ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শিব-ভবানী এই নাম অহোরাত্র জপ করেন। শিব বলেন—এক রামনাম সহস্র নামের সমান। রামতত্ত্ব জানিতেন বলিয়া রাম (বিষ্ণু ভগবান্) প্রদত্ত কালকূট বিষ তাঁহার নিকট অমৃতের তুল্য হইয়াছিল। বর্ষার জলে যেমন শালিধান্যের পুষ্টি, রামনামে তেমনি ভক্তের পুষ্টি ॥১৯॥

সারমর্ম্ম—রামনাম বলিতে, শুনিতে এবং স্মরণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। ব্রহ্মজীবসম বর্ণগত প্রীতি অক্ষর দুটীর মধ্যে নিহিত আছে। উহা ভক্তিরূপী স্ত্রীর কর্ণের আভরণ এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধ থাকে। সকল অক্ষরের উপরে (দেবভাষা সংস্কৃত অক্ষরের) ছত্র-রূপে রেফ (র্) ও অনুস্বাররূপে ম্ অবস্থান করে ॥২০॥

সারমর্ম্ম—নাম ও নামীর মধ্যে পার্থক্য নাই। ব্রহ্মের দুই উপাধি নাম ও রূপ। কোনটী ছোট কোনটী বড় নহে। রূপ নামের অধীন। নাম বাদ দিয়া রূপজ্ঞান হয় না। রূপের পরিচয় দিতে গেলে নামের প্রয়োজন হয়। রূপ না দেখিয়া নাম স্মরণ করিতে করিতে রূপও আসিয়া যায়। বাস্তবিক নাম ও রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী সাক্ষী হইল নাম। তাহা দোভাষীর কাজ করে। গোস্বামী তুলসীদাস নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন রামনামরূপী মণিময় প্রদীপ রসনার দ্বারে সদাতরে রাখিয়া দাও তাহাতে অন্তর ও বাহির দু'টাই আলোকিত হইবে ॥২১॥

সারমর্ম্ম—নাম জপিলে যোগীর হৃদয়ে আত্মা জাগ্রত হয়। জপে প্রপঞ্চের নাশ হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাহাতে ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়। হৃদয়ে যাহা সন্নিবিষ্ট সেই আত্মাকে জানিতে নামজপই যথেষ্ট। তাহাতেই অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হয়। রামনাম লইলে সব দুঃখের অবসান হয়। চারি প্রকার সুবুদ্ধি জন পৃথিবীতে থাকে তাহা হইল—১। আর্ত্ত ২। জিজ্ঞাসু ৩। বিষয়কামী ৪। জ্ঞানী, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানীর স্থান সর্ব্বোচ্চে। বিশেষতঃ কলিযুগে নামই একমাত্র পথ। চারিবেদে চরিযুগে নামের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। নাম প্রেমরূপ সুধা-সরোবরে মনকে মৎস্যরূপে বুঝিতে পারিলেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। কোন কামনা যাহার

মনে নাই অথচ রামভক্ত হইয়া নামগানে রত থাকেন তিনিই ইহার প্রকৃত অধিকারী ॥২২॥

সারমর্ম্ম—ব্রহ্মকে সগুণ ও অগুণ দুইরূপে বর্ণনা করা হয় তাহা ভাষার অতীত ও অপার। গোস্বামী তুলসীদাস বলেন নাম এই দুই হইতেও বড়। নাম অবিরাম লইতে থাকিলে সগুণ ও অগুণ ব্রহ্ম দুইই বশে আসিয়া যায়। কাষ্ঠ ও তাহার অন্তর্নিহিত অগ্নি যেমন নির্গুণ হইয়াও সগুণ, ব্রহ্ম ও রামও তেমন। এই দুই হইতেও নাম বড়। অবিকারী প্রভু সকলের অন্তরে বিরাজ করেন। তথাপি সকলে কষ্ট পাইয়া থাকেন। কিন্তু নাম সাধন করিলে ব্রহ্মরত্ন পাওয়া যায়। এমন কি নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নামই বড়। গোস্বামীর মতে রাম হইতেও নাম বড় ॥২৩॥

সারমর্ম্ম –ভক্তের কল্যাণ কামনায় রাম নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে দুঃখ সহিয়া সাধুজনকে সুখী করিয়াছিলেন। ভক্ত প্রেমসহ নাম জপিয়া আনন্দ ও মঙ্গল উপভোগ করেন। রাম একজন গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যাকে মুক্তি দিয়াছিলেন, কোটি খলব্যক্তি রামনাম লইয়া উদ্ধার পায়। রাম হরধনুমাত্র ভঙ্গ করিয়াছিলেন নাম অসংখ্য সংসার যন্ত্রণার ভয় ভেঙ্গে দেয়। রাম কেবল দণ্ডক বনকে সুশোভিত করিয়াছিলের নামে অসংখ্য মন শোভমান হয়। রাম কেবল রাক্ষসসমূহকে ধ্বংস করিরাছিলেন নাম কলির সমস্ত পাপ নষ্ট করে। রাম কেবল চণ্ডাল শবরী ও জটায়ুকে সদ্‌গতি দান করিয়াছিলেন। নাম অসংখ্য কপটকে উদ্ধার করে ॥২৪॥

সারমর্ম্ম—সুগ্রীব ও বিভীষণকে রাম উদ্ধার করিয়াছিলেন। নামে অসংখ্য দরিদ্রের উদ্ধার করে। ভল্লুক ও বানরসেনা বহুকষ্টে সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন। নাম নিলে অল্পকষ্টে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়। রাম বহুযুদ্ধ করিয়া রাবণের সেনাদল নাশ করিয়াছিলেন নাম অসংখ্য মোহসেনা নাশ করে। ব্রহ্ম ও রাম অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম হইতে নাম বড়। রামচরিত অনন্ত তাহাতে সগুণ ও নির্গুণের অদ্ভুত সমাবেশ তাই শিব নিজে রামনাম লন ॥২৫॥

সারমর্ম্ম—নাম লইয়া শিব অশুভ বেশধারী হইয়াও সকলের কল্যাণ সাধন করেন। শুকদেবও সনক নামপ্রসাদে ব্রহ্মসুখ ভোগ করেন। নারদ নাম লন বলিয়া বিশ্বের প্রিয় এবং বিষ্ণুর প্রিয় মহাদেব তাঁহার প্রিয়। নামের বলে প্রহ্লাদ ও ধ্রুব পরম ধাম লাভ করিয়াছেন। হনুমান নামের প্রভাবে রামকে বশীভূত করিয়াছেন। নামে অজামিল বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন। অপদার্থ তুলসীও তুলসীদাস নামে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন ॥২৬॥

সারমর্ম্ম—নামের দ্বারা সব শোক নাশ হয়। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে ইষ্টদেবতা পূজায় মর্য্যাদা ছিল কলিযুগে রামনামই শ্রেষ্ঠ। নামবলে হনুমান বুদ্ধিমান্ হইয়াছে। রামনাম নরসিংহ অবতারের ন্যায় কলিকালরূপ হিরণ্যকশিপু দৈত্য নাশ করিয়া নামজপকারী জনকে প্রহ্লাদের ন্যায় রক্ষা করে ॥২৭॥

সারমর্ম্ম—সৎ, অসৎ, ক্রোধী, অলস-সকলের পক্ষে রামনাম শ্রেষ্ঠ। ধনী বা দরিদ্র, নগরবাসী বা গ্রামবাসী বিদ্বান বা মূর্খ যশস্বী বা অযশস্বী ভক্তিভরে রঘুনাথের নিকট নত হন। নাম জপ করিলে আমার মত কুসেবককেও তিনি পোষণ করেন। সকল রাজার ঈশ্বরের অংশে জন্ম

তজ্জন্য সকলে রাজাকে প্রশংসা করিয়া থাকে। লোক ও বেদবিদিত প্রভুধর্ম্ম অনুসারে রাজা, গ্রামবাসী বা নগরবাসী পণ্ডিত ও মূর্খ—সকলের বিনয়-প্রীতি মতিগতি দেখিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন। ইহা সকল সংসারী রাজার ধর্ম্ম। কিন্তু কোশলরাজ রামচন্দ্র জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। তিনি তুলসীদাসের ন্যায় মূঢ়জনের প্রতিও সন্তুষ্ট। তিনি জলে প্রস্তর ভাসাইয়াছিলেন এবং ভল্লুক বানরকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন। তুলসীদাস তাঁহার সেবক বলিয়া যে জনমত রটিয়াছে রাম সে উপহাস সহ্য করেন ॥২৮॥

সারমর্ম্ম—আমি বড় উদ্ধত ও নির্লজ্জ। আমার পাপের কথাতে নরকও নাসিকা কুঞ্চন করে। রাম কিন্তু তাহা স্বপ্নেও মনে করেন না। বাক্যে নিলাজ হইলেও মনে কপটতা নাই। হৃদয়ের অকপটতা দেখিয়া ভক্তের দোষ প্রভু মনে লন না। য ভ্রাতবধূ-হরণরূপ দোষের জন্য তিনি বালিকে ব্যাধের মত বধ করিয়াছিলেন সে ভুল সুগ্রীবও করিয়াছিল। ভক্ত বিভীষণের দোষকে তিনি গণ্য না করিয়া ভরতের সহিত মিলনকালে তিনি তাহাকে মান দিয়াছিলেন। ভক্তের দোষ উপেক্ষায় তাঁহার তুলনা নাই; প্রভু তরুতলে ও কপি শাখাপরে থাকিলেও প্রভু তাহাকে আপনার জন জ্ঞান করেন। হে রাম! আপনার কল্যাণময় স্বভাব অপরকে কল্যাণ সাধনে বুদ্ধি দিবে। একথা সত্য হইলে তুলসীরও কল্যাণ হইবে। এইভাবে নিজ দোষগুণ কহিয়া সকলকে নমিয়া রামের শুভ-যশ গান করিতেছি যাহাতে কলির পাপ নষ্ট হইবে ।।২৯।'

সারমর্ম্ম-যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যে সুন্দর কথা ভরদ্বাজকে শুনাইয়াছিলেন যাহা শুনিয়া সজ্জনগণ আনন্দ অনুভব করেন শিব তাহা উমাকে কৃপা করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কাক-ভুষুণ্ডিকেও ভক্তজ্ঞানে শিব শুনাইয়াছিলেন। কাক ভুষুণ্ডির কাছ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যও শুনিয়াছিলেন মুনিদ্বয় সমদর্শী বলিয়া হরিলীলা জানিতেন। ভগবানের লীলারহস্য যিনি জানেন তিনি এই চরিতকথা বুঝেন বা শুনেন। তুলসীদাসও বাল্যবয়সে গুরুর কাছে তাহা শুনিয়াছিলেন কিন্তু বাল্যকালের মূঢ়তাবশতঃ তাহা ভাল বুঝেন নাই। শ্রোতা ও বক্তা উভয়ে জ্ঞানী না হইলে এই গূঢ় বস্তু বুঝিবেন কিরূপে? বাল্যে কলি-পাপদুষ্ট মন সেজন্য গুরুর কথা ভাল বুঝে নাই ॥৩০॥

সারমর্ম্ম—তবু গুরু বার বার আমাকে বলিয়াছিলেন আমি বুদ্ধি অনুযায়ী অল্প কিছু বুঝিয়াছিলাম। রামের প্রেরণাবশে যেটুকু বুদ্ধি ধরি তাহাতে যে সংশয় মোহ প্রভৃতি আছে রামের প্রেরণা তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। মাতৃভাষাতে তাহা ছন্দাকারে রচনা করিতেছি যাহাতে সংসার ভয় দূর করিবে পণ্ডিতগণ আনন্দিত হইবেন এবং মন তুষ্টি লাভ করিবে। ভক্তের হৃদয় চিত্রকূট, রামকথা সেথায় মন্দাকিনী, ভক্তি প্রীতি সেখানে বন, সেই বনে সীতারাম বিহার করেন ॥৩১॥

সারমর্ম্ম—সর্ব্বপ্রকারে শুভদায়ক রামনাম। তাহা সুবুদ্ধি নারীর চিন্তামণি মণিস্বরূপ, সদ্গুরুর কাজ করে, ভবদুঃখ নাশ করে, মুক্তি দান করে এবং পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, নাশ করে। ধর্ম্মবুদ্ধি দেয়, বিচার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে, কামক্রোধাদি রিপু নাশ করে এবং বিষয় বিষকে মন্ত্রশক্তি দিয়া নাশ করে। নাম মোহতমোনাশক, কঠোর বিধিলিপি সংশোধন করে, কল্প-

বৃক্ষের ন্যায় অভীষ্ট ফলদান করে, বহু পুণ্যদান করে, ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ দান করে। অগ্নি যেমন কাঠ দহন করে, তেমনি কদাচারী দাম্ভিক পাষণ্ড শঠকে দোষমুক্ত ক'রে সবাকার মনে সুখ দেয় ॥৩২॥

সারমর্ম—ভবানী শিবকে যেসব প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং শিব যাহা প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন সেই সব অলৌকিক সুন্দর কথা তুলসী গান করিয়া বর্ণনা করিবেন। মুনিগণ নানাভাবে তাহা গান করিয়াছেন কল্পভেদে তাহা অনন্ত অপার তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইবার নয়। যাঁহার বিচারবুদ্ধি আছে তিনি এই অলৌকিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হন না ॥৩৩॥

সারমর্ম—গোস্বামী তুলসীদাস গুরুদেব, বিষ্ণু ভগবান্ ও শিবকে প্রণাম করিয়া ১৬৩১ সংবৎ চৈত্র-নবমী মঙ্গলবার তিথিতে যে তিথিতে রাম জন্মিয়াছিলেন সেই তিথিতে অযোধ্যাতে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই দিনে সর্ব্বতীর্থ সমাগম অযোধ্যাতে হয়। অসুর, নর মুনি, দেবতাদি সকলে আসিয়া সরযূর পবিত্র জলে স্নান করিয়া হৃদয়ে রাঁমনাম স্মরণ করিয়া রামনাম জপ করেন ॥৩৪॥

সারমর্ম—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ যত জীব আছে সকলেই অযোধ্যায় দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করে। সর্ব্বসিদ্ধি-দানকারী এই অযোধ্যাপুরী মঙ্গলের আকর। পবিত্র বাক্যে তুলসীদাস এই রাম-চরিত-মানস রচনা করিতেছেন তাহা শ্রবণে মন শান্তিপূর্ণ হয়। ইহা মানসসরোবরতুল্য, যেখানে প্রবেশ করিলে বিষয়-দাবাগ্নিদুষ্ট মন শান্ত হয়। শিব প্রথমে ইহা রচনা করিয়া মনে মনে রাখিয়া দিলেন পরে অবসরমতে গৌরীকে কহিয়াছিলেন। যে প্রকারে ইহা বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা তুলসীদাস কহিবেন ॥৩৫॥

সারমর্ম—রামের সগুণ লীলা তুলসীদাস এ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক মানুষের হৃদয়ে রামযশ ভরিয়া রাখিলে তাহা হৃদয়ের গ্লানি নাশ করিয়া মধুরতা ও শীতলতা আনিয়া দেয়। সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আনে তাহাতে রামভক্তেরা অন্তরের পুষ্টি পায়। পৃথিবীর লোককে পবিত্র করে এবং তাহা সাধুচিত্তে ধীর ও স্থিরভাবে থাকে। এই রাম-চরিতরূপ মানস-সরোবরে সুন্দর চারিটি তীর্থ বা ঘাট আছে—১। শিব-পার্ব্বতী ২। যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ ৩। ভুষুণ্ডি-গরুড় ৪। তুলসীদাস-সন্ত সংবাদ ॥৩৬॥

সারমর্ম—রামায়ণের সপ্তকাণ্ড সেই সরে যেন সাতটী সোপান। সেই রামায়ণ-সরোবরে চৌপাই শ্লোকগুলি পদ্মের নাল সদৃশ বিদ্যমান। দোহা ও সোরঠা সেই পদ্মনালের অগ্রভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সেখানের পুণ্যকথা সেই পদ্মের ভ্রমর। কবিতার রসোক্তি ধ্বনি প্রভৃতি সেই সরোবরের মৎস্য। নবরস, তপ, জপ, যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান সেখানে জলচরসদৃশ। সাধুর রামায়ণ গুণগান সরোবরের জলপক্ষী। আম্রবন যেন সাধুসঙ্গ, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি লতাবিতান। শম যম ও নিয়ম ফুল, জ্ঞান ফল এবং হরিভক্তি ফলের রস। সেস্থানের বন ও বাগিচাতে রোমাঞ্চ পক্ষীর বিহারে সুখভোগ আর সজ্জনরূপ মালীর চক্ষুজলদ্বারা ঐ সরোবরের বৃক্ষলতা সিঞ্চিত বুঝিবে ॥৩৭॥

সারমর্ম—এ চরিত-মানস যিনি গান করেন তিনি রক্ষক এবং শ্রোতৃগণ অধিকারী। বিষয়ী ও খল এ সরোবরে কাক-বক-সম বিষয়-রসের সন্ধান পান না। গৃহকাজ জঞ্জালসমান

তাহাতে পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া এই সরোবরে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে। যিনি শ্রদ্ধাহীন ও সাধুসঙ্গ করেন না এ রাম-চরিত-মানস তাহার অগম্য। রঘুনাথ তাঁহার প্রিয় নয় ॥৩৮॥

সারমর্ম্ম—কষ্টের সহিত অনিচ্ছাতে এ সরোবরে পৌছিলে বা পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হইলে নিদ্রা আসিয়া যাইবে অথবা জড়তা আসিয়া পাঠজনিত তৃপ্তিদান করিবে না। পাঠক ইহার রস অনুভব না করিয়া ফিরিয়া আসিবেন। কেহ এ-পুস্তক সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে সে তাহার নিন্দা করিবে। কিন্তু রামের কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে সে এ-পুস্তক পড়িয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। সাধুসঙ্গ করিলে তবে এ পুস্তকপাঠে ইচ্ছা জন্মিবে। মানস চক্ষু ও শুদ্ধা মতি থাকিলে তবে এই পুস্তক গভীরভাবে পড়িবার ইচ্ছা হইবে। ইহার কবিতাসমূহ সরযূধারার মত। ইহাতে বর্ণিত লোকমত ও বেদমত সরযুর দুই কূল। রাম-চরিত-মানস গ্রন্থপাঠে কলির পাপ নাশ হয়। সরযূ যেন মানস সরোবরের কন্যা। মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী যাঁহারা রাম-চরিত-মানস পাঠও শ্রবণ করেন তাঁহারা সরযুতীরের পুর, গ্রাম ও নগর। পুস্তক বর্ণিত সাধুগণ হইলেন অযোধ্যা ॥৩৯॥

সারমর্ম্ম—গঙ্গার পবিত্রতা রামভক্তি। সুকীর্ত্তি সরযুর সমান। দুই-এর মিলন হইয়াছে এ পুস্তকে। রামলক্ষ্মণের যুদ্ধযশ ত'ার সঙ্গে মহানদ ও শোণনদী সদৃশ। পুস্তকে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তিনের যে মিলন তাহা মহানদ ও শোণের মধ্যে গঙ্গাধারার মত ধরিয়া লইতে হইবে। পুস্তকপাঠে ত্রিতাপ নষ্ট হইয়া যে রামস্বরূপ লাভের প্রবৃত্তি তাহা সরযূ নদীর সহিত মানস-সরোবরের সঙ্গম বুঝিতে হইবে। পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন গল্প ভক্তি-গঙ্গা-তীরের বন উপবন সমান। পুস্তকে বর্ণিত হর-গৌরী বিবাহের বরযাত্রীকে মানস-সরোবরের অসংখ্য জলচর মনে করিতে হইবে। রাম-জন্ম সময়ের আনন্দ উচ্ছাসবর্ণনা সরোবরের আবর্ত্তময় তরঙ্গ, চারি ভ্রাতার শৈশব-চরিত সেখানকার পদ্ম। রাজা, রাণী ও আত্মীয়-স্বজন যেন সে সরোবরের অলিকূল ॥৪০॥

সারমর্ম্ম—সীতা-স্বয়ম্বর সরযুর শোভা। নৌকা যেন প্রশ্ন, তাহার উত্তর চতুর মাঝি। পুস্তকের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা নৌকার যাত্রী। পরশুরামের ক্রোধ সে সরোবরের খরস্রোত, তাহাতে রামের মধুর কথা সে সরোবরের বাঁধা ঘাট। সানুজ রামের বিবাহ বর্ণনা সুখদায়ী জলোচ্ছাস, রাম অভিষেকের সাজসজ্জা বর্ণনা পর্ব্বের সময় তীর্থযাত্রী সমাগম আর কৈকেয়ীর কুমতি নদীর শৈবাল সমান যত কিছু বিপত্তি। পুস্তকে বর্ণিত ভরতচরিত জপযজ্ঞের মত দেখিতে হইবে। খলদোষ ও কলিপাপ বর্ণনাকে কাক বক ও কর্দ্দম সমান বুঝিতে হইবে ॥৪১।

সারমর্ম্ম—সরযূ-কীর্ত্তির বর্ণনা ছয় ঋতুতে, পার্ব্বতী-বিবাহের বর্ণনা হেমন্তে, প্রভুজন্ম বর্ণনা শীতঋতুর সুখোপলব্ধিতে, রাম-বিবাহ সভা বসন্তে, রাম বনবাস গ্রীষ্মকালে, পথের দুঃখকষ্ট গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত বাতাসে,নিশাচর যুদ্ধ বর্ষাঋতুতে তাহা দেবতারূপ শালিধান্যের পুষ্টিদাতা রামরাজ্যের সুখের বর্ণনাতে শরৎঋতু সীতার গুণ বর্ণনাতে মানসসরোবরের জল আর ভরতের প্রকৃতি সে জলের স্নিগ্ধতা। আর চারি ভাইএর আলাপ আলোচনা সে সরোবরের সুগন্ধ সমান ॥৪২॥

সারমর্ম—গোস্বামী তুলসীদাসের দীনতা প্রকাশ জলের লঘুতা গুণ, সে গুণের কথা শ্রুতিসুখকর আশারূপ পিপাসানাশকারী ও মনোমলনাশকারী। রামপ্রেমরূপ সুন্দর জলে স্নানে কলির পাপ নষ্ট হয়, পান করিলে ক্লান্তি নষ্ট করিয়া মনের সন্তোষ বাড়াইয়া দেয়, পাপদুঃখ নাশ করিয়া দারিদ্র্যজনিত দুঃখের অবসান করে। কাম, ক্রোধ, মদ ও মোহ নাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য বৃদ্ধি করে। শ্রদ্ধাভরে এই রামপ্রেমরূপ জলে ডুব দিলে বা পান করিলে হৃদয়ের সকল গ্লানি দূর হয়, এই জলে স্নান করিয়া মন পবিত্র না করিলে কলিকালের কবলে পড়িতে হইবে। অস্নাত কাপুরুষ মরীচিকাভ্রমে শুধু বিষয়-তৃষ্ণাকাতর হইয়া ছুটে, স্নানে ভয় পায়। গোস্বামী এই জলে স্নান করিয়া শিবভবানীকে স্মরণ করিয়া রামচরিতমানস রচনা করিয়াছেন। অতঃপর ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ ॥৪৩॥

সারমর্ম—একবার মাঘমাসে মকরসংক্রান্তিতে প্রয়াগে যেখানে শান্ত দান্ত দয়ালু ভরদ্বাজ আশ্রম অবস্থিত সেখানে বহুযাত্রী থাকিয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া স্নানান্তে বিষ্ণুপাদপদ্মে পূজা করিয়া অক্ষয়বট স্পর্শ করিয়া আনন্দ অনুভব করে। ভরদ্বাজ আশ্রমে বহু মুনিঋষির সমাগম হয়। সকলে প্রয়াগ স্নান সমাপ্ত করিয়া হরিগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও নানাপ্রকার ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে আলোচনা চলে ॥৪৪॥

সারমর্ম—এইরূপ প্রতি বৎসর মকরসক্রান্তিতে প্রয়াগে সকলে সমবেত হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে ফিরিয়া যান। একবার ভরদ্বাজ তাঁহার গুরু যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে ফিরিবার কালে পদপ্রক্ষালনান্তে বসিতে আসন দিয়া সবিনয়ে এক সংশয় ভঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে কুণ্ঠার সহিত থাকিতে অনুরোধ জানাইলেন ॥৪৫॥

সারমর্ম—গুরুর কাছে মনের সংশয় লুকাইলে বিমলজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, এ কারণ ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রামনামের প্রভাবের কথা যাহা বেদাদিতে কথিত হইয়াছে এবং সাধুগণ যাহা গাহিয়াছেন এবং স্বয়ং শিব যে নাম জপ করেন। বিশ্বে যত জীব জন্মিতেছে কাশীতে মরণে পরম পদ লাভ করে বলিয়া বেদে কথিত আছে। মরণকালে রামনাম লইলেও সেইফল লাভ হয় বলিয়া মহেশ্বর কহিয়াছেন। এ বিষয়ে সকল ব্যাপার বুঝাইয়া বলুন—কে সেই রাম ? আমি ত অযোধ্যার রাজপুত্র রামের কথা শুনিয়াছি যিনি স্ত্রীর বিরহে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই রাম কি সেই রাম যাহার নাম সর্ব্বদা শিবও জপ করেন ॥৪৬॥

সারমর্ম—তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন তুমি রামমহিমা অবশ্য জান। ছলনা করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিতেছ মনে হয়। যাহা হউক রামের গুণগান করিব শুন—রামনাম ঘোর অজ্ঞান নাশ করে। সকল সজ্জন রাম-কথা শুনিয়া পরম প্রীত হন। এক সময় রামের বিষয়ে ভবানীর মন সংশয়াকূল ছিল, শিব তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়াছিলেন। সেই উমা-মহেশের আলোচন তোমাকে নিজের বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করিব। তাহাতে তোমার সকল সংশয় দূর হইবে ॥৪৭॥

সারমর্ম—গোস্বামী তুলসীদাস উমামহেশ্বর সংবাদ যে ভাবে যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে

কহিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন– ত্রেতাযুগে একবার শিবের সহিত অগস্ত্য মুনির সাক্ষাৎ হয়, শিবের সঙ্গে ভবানীও ছিলেন। তখন অগস্ত্য শিবের নিকট নিজে হরিভক্তি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শিব অগস্ত্যমুনিকে যোগ্য অধিকারী বুঝিয়া শিব ভবানীসহ হরিকথা কহিবার জন্য কিছুদিন রহিয়া গেলেন এবং হরিগুণ গান করিয়া চলিয়া আসিলেন। যখন অগস্ত্যের নিকট হইতে শিব বিদায় লইয়া দক্ষকন্যাসহ ফিরিয়া আসেন তখন হরি ভূভার হরণ জন্য রঘুকুলে জন্ম লইয়াছেন এবং দণ্ডকারণ্যে পিতার আদেশে ঘুরিতেছেন। শিবের একবার হরিকে দেখার ইচ্ছা হইল কিন্তু তিনি ছদ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখা করিলে সকলে বুঝিয়া ফেলিবে মনে করিয়া দেখা করার ইচ্ছা সংযত করিলেন ॥৪৮॥

সারমর্ম্ম—রাবণ ব্রহ্মার নিকট মানুষের হাতে মরিতে চাহিয়াছে, বিষ্ণু ভগবান্ সে কথা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। মহেশ্বর রামরূপী বিষ্ণুসহ দেখা করিবার কথা যখন চিন্তা করিতেছিলেন তখন দশাননও সেই পথে চলিতেছিলেন এবং মারীচের সাহায্যে ছলে বৈদেহীকে হরণ করেন। প্রভু ঘরে আসিয়া বৈদেহীকে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ভাই লক্ষ্মণ সহ সীতা অন্বেষণে চলিলেন। যিনি সুখ দুঃখের অতীত সেই বিষ্ণু ভগবান্ও বিরহে কাতর হইলেন। সুধীজন ইহার তত্ত্ব জানে, মূঢ় তাহা কেমনে বুঝিবে ॥৪৯॥

সারমর্ম্ম—এখন শিব রামকে দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন। শিব পরিচয় দিলেন না সতীর সহিত পুলকিত মনে সচ্চিদানন্দের জয় কহিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে সতীর মনে সন্দেহ হইল ও ভাবিলেন জগতের সকলে যে শিবকে পূজা করে তিনি, রাজপুত্রকে প্রণাম করিলেন এবং রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং এখনও তাঁহাতে প্রকটিত ভক্তি অবিচলা রহিয়াছে ইহা বড় আশ্চর্য্য। কারণ অখণ্ড, অদ্বয়, ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু ভগবান্ যাঁর কথা বেদে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই তিনি দেহধারী হইয়াছেন আশ্চর্য্য বটে ॥৫০॥

সারমর্ম্ম—বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি অসুরারি তিনি শিবের মত সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূঢ়ের ন্যায় স্ত্রীর সন্ধানে রত– এই আশ্চর্য্য কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় সংশয়াকুল হইল। সতী কিছু প্রকাশ্য ভাবে না বুঝিলেও শিব সতীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন—সন্দেহ করিবে না; অগস্ত্য যে বিষ্ণু ভগবানের প্রশংসা করিয়াছিলেন তিনি আমার ইষ্টদেব এই রঘুবীর। তাঁহাকে মুনিরা ও সুধীবর্গ ধ্যান করেন। তিনি আমার অধীশ্বর, তিনি রঘুকুলমণিরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। মহেশ্বরের একথা সতীর মনে সত্য বলিয়া বোধ হইল না বুঝিয়া তিনি মায়াবল যে কত বেশী তাহা বুঝিতে পারিলেন ॥৫১॥

সারমর্ম্ম—শিব সতীকে বলিতেছেন—তোমার ইহাতে সন্দেহ থাকিলে তুমি নিজে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমি তোমার জন্য এই বটবৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি নিজে বিচার করিয়া দেখ। শিবের আদেশে সতী চলিলেন, কিন্তু শিব ইহাতে ভাল বুঝিলেন না। তাঁহার বাক্যে যখন সতীর সংশয় গেল না, তখন বিধি বিপরীত মনে হইতেছে বলিয়া শিব অনুমান করিলেন। শিব হরিনাম জপে রত হইলেন। সতী সীতাবেশ ধারণ করিয়া রঘুপতির যাত্রাপথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥৫২॥

সারমর্ম—লক্ষ্মণ সতীকে সীতারূপে দেখিয়া চমকিত হইলেন ও গম্ভীর হইয়া কিছু বলিলেন না। অন্তর্যামী রাম সতীকে চিনিলেন। সতী নিজের মনোভাব গোপন রাখিতে চাহিলেন। সতীর দিকে চাহিয়া রাম মৃদু প্রণামপূর্ব্বক হাসিয়া কহিলেন যে সতী কেন একাকিনী বৃষকেতুকে ফেলিয়া বনে ঘুরিতেছেন। একথা শুনিয়া সতীর সংশয় মিটিল এবং সভয়ে শিবের পাশে ফিরিয়া গেলেন ॥৫৩॥

সারমর্ম--তখন সতী বলিলেন—শিবের কথা শুনি নাই, নিজের অজ্ঞান রামের উপর আরোপ করিয়া যে ভুল করিয়াছি তাহার জন্য অনুতপ্ত ও সঙ্কুচিত হইতেছি ভাবিলেন—এখন শিবকে কি উত্তর দিবেন, অর্থাৎ তিনি যে শিবের গুরুপত্নীর বেশ ধারণ করিয়াছেন একথা শিবকে কেমন করিয়া বলিবেন। সতীকে দুঃখিত ও অনুতপ্ত দেখিয়া রাম সতীকে নিজের প্রভাব দেখাইলেন। সতী যখন ফিরিয়া রামের দিকে তাকাইলেন তখন দেখিলেন—রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সুসজ্জিত হইয়া সে পথে চলিতেছেন আর যত মুনি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া প্রভুর চরণ সেবা করিতেছেন। লক্ষ্মী, সতী, সরস্বতী সকলেই রামদেহে শোভা পাইতেছে। এইভাবে সতীকে রাম বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন ॥৫৪॥

সারমর্ম—সতী যতবার রঘুপতিকে দেখিলেন ততবার শক্তিসহ দেবগণকেও তাঁহার সহিত দেখিলেন। সকল দেবতারা বহু বেশে রঘুনাথকে সেবা করিতেছেন। কিন্তু রঘুনাথ একই বেশে সীতাসহ বিরাজ করিতেছেন। এইভাবে সতী বিষ্ণুমায়া বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া কম্পিতহৃদয় হইলেন, মূর্চ্ছিত হইয়া চক্ষু মুদিয়া পথের উপর বসিয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখিলেন, কিছু নাই। তখন শিব যেখানে ছিলেন সতী সেখানে গেলেন, শিব তাহার নিকট কিছু জানিতে চাহিলে তিনি তথ্য গোপন রাখিলেন ॥৫৫॥

সারমর্ম—সতী শিবের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—সতী রামকে তেমনি বন্দনা করিলেন যে ভাবে শিব রামকে বন্দনা করেন। এইভাবে সতী তথ্য গোপন করিলে সতী যে তথ্য গোপন করিয়াছেন তাহা শিব ধ্যানস্থ হইয়া বুঝিলেন এবং তিনি যে রামের মায়ার প্রভাবে অসত্য কহিয়াছেন বুঝিয়া মনে দুঃখ বোধ করিলেন। শিব ভাবিলেন— ইহার পরে সতীর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিলে সমাজে ধর্ম্মের গ্লানির আদর্শ হইবে। যদিও তাঁহার প্রতি সতীর প্রেম গভীর, তথাপি তিনি সতীর মিথ্যাচরণ জন্য অধর্ম্মাচরণকে প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়া মনে মনে দুঃখ বোধ করিলেন ॥৫৬॥

সারমর্ম—শিব ধর্ম্মপথ নির্দ্ধারণ জন্য রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া পথ নির্দ্ধারণ চিন্তা করিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই জন্মে আর সতীর সহিত প্রেমসম্বন্ধ রাখিবেন না স্থির করিলেন। সতী কেবল স্বামীর গুরুর সহিত ছলনা করেন নাই, স্বামীর নিকট সত্য গোপন করিয়া ধর্ম্মকেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং সতীর অনুতাপ না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা ধর্ম্মবুদ্ধি জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্ত্রীর সহিত প্রেম সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না। শিব যখন এইরূপ পণ স্থির করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল শিব তোমার গুরুভক্তির এবং ধর্ম্মজ্ঞানের দৃঢ়তায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই আকাশবাণীতে সতী শিবকে আকাশবাণীতে যে শিব পণ করিয়াছেন

তাহা কিরূপ জানিতে চাহিলে শিব নিরুত্তর রহিলেন। শিবের মৌনতা দেখিয়া সতী বুঝিলেন, সর্ব্বজ্ঞ শিব সকল বুঝিয়াছেন এবং নিজের কপটতার জন্য অনুতপ্ত হইলেন। ধর্ম্মবুদ্ধি শিথিল হইলে স্বামীস্ত্রী-প্রীতির মূল যে শিথিল হয় তাহা তুলসীদাস এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ॥৫৭॥

সারমর্ম্ম—সতী নিজের কুকার্য্য জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া দারুণ অন্তর্দাহ বোধ করিলেন। শিব সতীকে অনুতপ্ত জানিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টবাক্য কহিয়া অন্য প্রসঙ্গে পথ চলিতে চলিতে কৈলাস পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন এবং নিজের পণ বুঝিয়া সমাধিস্থ হইলেন। সতী সকল বুঝিলেন, অনুতাপানলে তাঁহার এক একটি দিন এক যুগসম চলিতে লাগিল ॥৫৮॥

সারমর্ম্ম—সতীর শোকের অবধি রহিল না। তিনি রামকে অপমান করিয়াছেন। স্বামীর কথাকে মিথ্যা মনে করিয়াছেন, তাহার ফল তিনি পাইয়াছেন এবং দিবারাত্র এই নিজের অপকর্ম্ম জন্য মৃত্যু চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিজের শীঘ্র মৃত্যু কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অল্প আয়াসে মৃত্যু হইয়া যেন তাঁহার বিপদ খণ্ডিত হয় এইরূপ প্রার্থনাই করিলেন ॥৫৯॥

সারমর্ম্ম—শিব দীর্ঘকাল সমাধিস্থ রহিলেন এবং তাঁহার মুখে রামনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলে তাহার সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে জানিয়া সতী তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন শিব সতীকে পার্শ্বে বসিতে আসন দিয়া হরিকথা শুনাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে সতীর পিতা দক্ষ প্রজাপতি পদ লাভ করেন। দক্ষ সেই পদ পাইয়া গর্ব্বিত হইলেন। শিব বলিতেছেন—বড় পদ পাইলে কাহার না মত্ততা জন্মায়। দক্ষ মুনিগণকে আহ্বান করিয়া এক বড় যজ্ঞ করিতেছেন, সেখানে দেবতারা সকলে যজ্ঞভাগ পাইবেন ॥৬০॥

সারমর্ম্ম—সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজনকে বাদ দিয়া সকল কিন্নর পন্নগাদিকে নিমন্ত্রণ করিয়া দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সতী সকলকে সেই যজ্ঞে যোগদান করিতে যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন সতী শিবের আজ্ঞা লইয়া কিছু কাল যজ্ঞে যোগদান ছলে পিতৃগৃহে থাকিবেন চিন্তা করিয়া ভয়, প্রেম ও সঙ্কোচে সেই যজ্ঞে যোগদান জন্য শিবের অনুমতি চাহিলেন ॥৬১॥

সারমর্ম্ম—শিব তাহা সমর্থন করিলেন বটে কিন্তু সে যজ্ঞে যোগদান যে উচিত নয় তাহাও বলিলেন। কারণ বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞে যোগদানে মর্য্যাদাহানি হবে। বন্ধু, প্রভু, পিতা ও গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায় বটে কিন্তু বিসম্বাদের ক্ষেত্রে না যাওয়াই ভাল। শিব সতীকে বহু প্রকার বুঝাইলেও কিন্তু ভবিতব্যতা বশতঃ সতী তাহাতে মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তবু শিব বলিলেন—ইহাতে ভাল হইবে না। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া শিব নিজ অনুচরসহ সতীকে দক্ষযজ্ঞে যাইতে বিদায় দিলেন ॥৬২॥

সারমর্ম্ম—দক্ষগৃহে সতী পৌছিলেন, ভগিনীরা কেহ সতীকে যত্ন করিলেন না, সকলে বরং উপহাস করিল। সতীকে দেখিয়া দক্ষের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যজ্ঞস্থানে গিয়া মহেশের ভাগ নাই দেখিয়া শিবের কথা মনে হইল। পতির প্রতি অপমানে অন্তর দহিতে লাগিল।

স্বামীর প্রতি এই অপমান সতী সহিতে পারিলেন না। সতী ক্রোধান্বিত হইলে সতীমাতা তাঁহাকে বহু সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু স্বামীর অপমান সতী সহিতে না পারিয়া ক্রোধে বলিলেন ॥৬৩॥

সারমর্ম—শিবনিন্দা যাহারা করিবে বা শুনিবে তাহারা শীঘ্র তাহার কুফল পাইবে। আমার পিতাও অনুতাপ পাইবেন। সাধু, শিব ও রাজার নিন্দা যেখানে হয় সদাচার সেখানে সীমার পারে চলিয়া গিয়াছে। হয় পালাইয়া যাও নতুবা তাহার জিব কাটিয়া ফেল। সকলের হিতকারী শিব যিনি জগতের আত্মা আমার দুষ্ট পিতা দক্ষ সেই শিবের নিন্দায় তৎপর। আমি সেই দক্ষের কন্যা। সুতরাং আমি অবিলম্বে শিবকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিব। এই বলিয়া সতী যোগাগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। হাহাকারে যজ্ঞস্থল পূর্ণ হইল। শম্ভুগণ যজ্ঞবিনাশে তৎপর হইল। যজ্ঞবিনাশ দেখিয়া ভৃগু তাহা রক্ষা করিতে চাহিলেন ॥৬৪॥

সারমর্ম—শিব এ সংবাদ পাইয়া নিজ প্রধান অনুচর বীরভদ্রকে যজ্ঞনাশ করিতে পাঠাইলেন। বীরভদ্র যজ্ঞনাশ করিয়া দেবগণকে উচিত শাস্তি দিলেন। মৃত্যুকালে সতী বিষ্ণুর কাছে বর চাহিলেন যে জন্মে জন্মে তাঁহার যেন শিবের প্রতি অনুরাগ অক্ষুন্ন থাকে। এই কারণে সতী নূতন দেহ লইয়া সাধ করিয়া হিমালয় গৃহে জন্ম লইলেন। যে সময় হইতে উমার হিমালয় গৃহে জন্ম হইল, সে সময় হইতে শৈলগৃহ নানা সম্পদে পূর্ণ হইল। মুনিরা সেখানে আসিয়া আশ্রম রচনা করিলেন। হিমগিরি নানা সৌন্দর্য্যের আকর হইল ॥৬৫॥

সারমর্ম—রাম ভজনান্তে মানুষের যে শোভা হয়, গিরিজার জন্মলাভে হিমগিরি সেই শোভা ধারণ করিল। গৃহে নানাপ্রকার উৎসব আয়োজন চলিল। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও তাঁহার জয় গাহিতে লাগিলেন। নারদ সুন্দর পরিবেশ দেখিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমগিরি ও তাহার স্ত্রী মেনকা নারদকে প্রণাম করিয়া কন্যাকে মুনির চরণ বন্দনা করিতে কহিলেন। তখন তাঁহার কন্যার ভাগ্যফল বিচার করিতে কহিলেন ॥৬৬॥

সারমর্ম—নারদ তখন হাসিয়া তাহাকে অশেষ গুণের আধার বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহার নাম উমা, অম্বিকা ও ভবানী। সে স্বামীর প্রিয়া হইবে। সকলে তাহাকে পূজা করিবে, এবং তাহা হইতে মাতাপিতার সুযশ হইবে, তাহার স্বামিসৌভাগ্য চিরস্থায়ী হইবে। তাহার নাম স্মরণ করিলেই স্ত্রীজন পাতিব্রত্যধর্ম্ম লাভ করিবে। তবে তাহার বহু সুলক্ষণ থাকিলেও তাহার গুণের মাঝে নিগুর্ণতাও থাকিবে বটে। তাহার স্বামী হইবেন নির্ভয় নিরভিমান, উদাসীন, সকল সংশয়-বর্জ্জিত, যোগী, নিষ্কাম, নগ্ন ও অশুভবেশধারী। এই ভবিতব্য তাঁহার হস্তরেখা বিচার করিয়া দেখিতেছি ॥৬৭॥

সারমর্ম—সকলে এই কথাকে মানিয়া লইলেন। বস্তুতঃ সকলকে সমান দুঃখিত দেখা গেলেও উমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল, সকলের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। শিবের পাদপদ্মে উমার প্রীতি জন্মিল। কিন্তু মনে মনে সে প্রীতি গোপন করিয়া উমা সখীর ক্রোড়ে স্থান

নিলেন। গিরিরাজ ইহার অন্যথা কোন উপায় আছে কি না নারদকে জিজ্ঞাসা করেন। নারদ বলিলেন—ললাটের লিখন কেহ অন্যথা করিতে পারে না ॥৬৮॥

সারমর্ম্ম—তার মাঝে নারদ একটা উপায় বলিলেন—যে সব গুণের কথা বলিলাম, ঐ সকল গুণ শিবে আছে। তবে শিবের সঙ্গে বিবাহ হইলে একটা সুবিধা এই যে, শিবের দোষগুলি গুণের সমান, এই কথা সকলে বলে। যাহারা অতি বড় তাহাদের দোষ গুণের সমান হয়। সর্পশয্যায় বিষ্ণু শয়ন করিলেও পণ্ডিতেরা তাহাতে দোষ ধরেন না, যথা—সূর্য্য ও অগ্নি সব রস শোষণ করেন অথচ কেহ দোষ দেয় না। গঙ্গাতে ভাল মন্দ দুই প্রকার জল প্রবাহিত হয় কিন্তু কেহ তাহাকে অপবিত্র বলে না। এইভাবে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বুঝিতে হইবে ॥৬৯॥

সারমর্ম্ম—মদ গঙ্গাজলে চোঁয়াইলেও সাধুগণ তাহা পান করেন না। মদ গঙ্গাগর্ভে মিশিয়া পাবনতা পায়। শিব স্বভাবতঃ শক্তিধর ভগবান্ সুতরাং এ বিবাহে কল্যাণ হইবে। শিবকে তপস্যা করিলে এক শিব এই বর খণ্ডাইতে পারেন। যদিও পৃথিবীতে বরের অভাব নাই, উমার জন্য শিব ব্যতীত অন্য বর দেখিতেছি না। ভক্তগণকে বর দিয়া দুঃখ নাশ করা শিবের স্বভাব। এক শিবের অর্চ্চনাতে যে মনোমত ফল পাওয়া যাইবে, অন্য কোন জপযজ্ঞে তাহা পাওয়া যাইবে না ॥৭০॥

সারমর্ম্ম—ইহা বলিয়া নারদ ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। মুনি চলিয়া গেলে মেনকা হিমগিরিকে বলেন—ভাল বর দেখিয়া উমার বিবাহ দিতে হইবে, যাহাতে পশ্চাত্তাপ না করিতে হয়। ইহার পরে তিনি স্বামীর চরণে প্রণাম করিলে গিরিরাজ মেনকাকে বলেন—নারদের কথা কখন মিথ্যা হয় না। তুমি সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ কর। যিনি পার্ব্বতীকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই তাহার কল্যাণ সাধন করিবেন ॥৭১॥

সারমর্ম্ম—যদি তুমি কন্যাকে সত্যই ভালবাস তবে তাহাকে শিক্ষা দাও সে যেন হেন তপস্যা করে যাহাতে সে শিবকে বররূপে পায়। অন্য পথ নাই। এই ব্যাপারে এক রহস্য ও হেতু এই যে শিব সর্ব্বগুণাধার ও নিষ্কলঙ্ক। আশঙ্কার কারণ নাই। পতিবাক্যে মেনকা হৃষ্ট হইয়া উমাপার্শে গিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। মেনকার মুখে কথা আসিল না। কণ্ঠ গদ্‌গদ হইল। জগন্মাতা ভবানী তখন মাতাকে কহিলেন—তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহা এইরূপ—এক গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ স্বপ্নে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন— ॥৭২॥

সারমর্ম্ম—হে গিরিজা! তুমি সেই রূপ তপস্যা কর, যে প্রকার নারদ উপদেশ দিয়াছেন। তপস্যাতে দুঃখ নাশ হইয়া সুখ আসিবে। তপস্যাতে সকল কিছু সম্ভব। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তপোবলে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তাহা সাধন করেন। তপস্যাদ্বারা শেষ নাগ পৃথিবী ধারণ করেন। তপস্যাদ্বারা সকল সৃষ্টি সম্ভব হয়। সুতরাং উমা তুমিও তপস্যা কর। উমার এই কথাতে মেনকা বিস্মিত হইন এবং হিমগিরিকে ডাকিয়া সে কথা বলেন। তখন মাতা-পিতাকে অনেক বুঝাইয়া উমা তপস্যা করিতে যান। তখন বেদশিরা মুনি আসিয়া সকলকে পার্ব্বতীতত্ত্ব বুঝাইয়া বলেন ॥৭৩॥

সারমর্ম—উমা শিবের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া তপস্যা করিতে চলিলেন। যথাক্রমে দীর্ঘকাল শাক, কন্দ, শুষ্ক বিল্বপত্র ভোজনে অতিবাহিত করেন। পরে নিরাহার কিছু দিন থাকেন। পর্ণহীন জীবনধারণ জন্য অপর্ণা নামে অভিহিত হইলেন। দেহ তপঃক্ষীণ হইলে আকাশবাণী হইল। হে পার্ব্বতী! তুমি তপস্যা ত্যাগ কর, ত্রিপুরারি শিব তোমার পতি হইবেন ॥৭৪॥

সারমর্ম—আকাশবাণীর মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বে বা পরে কোন জ্ঞানী এমন দুঃসহ তপস্যা করে নাই। তোমার পিতা তোমাকে নিতে আসিলে জিদ্ ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিবে। সপ্ত ঋষি কোন সময় তোমার নিকট আসিলে এই আকাশবাণী অনুসারে কাজ করিবে। ব্রহ্মাদ্বারা প্রদত্ত আকাশবাণী শুনিয়া উমা হরষিত হইলেন। সতীর দেহান্তের দিন হইতে শিব রামনাম জপিতে থাকেন। সকল সময় রামের গুণ শুনিতে থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে রাম ভিন্ন কিছুই ছিল না ॥৭৫॥

সারমর্ম—শিব কোথাও বা মুনিদিগকে ধ্যান শিক্ষা দিয়া, কোথাও রামগুণ ব্যাখ্যান করিয়া দিন যাপন করেন। ভগবান্ স্বয়ং নিষ্কাম হইলেও ভক্তের বিচ্ছেদ তিনি সহিতে পারেন না। যাহা হউক শিবের রামপ্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পায়। তখন শিবের সহিত তিনি নিজে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার রামনাম ব্রতের বহু প্রশংসা করিয়া পার্ব্বতীর জন্মকথা আদ্যোপান্ত কহিয়া গিরিজাকে যেন শিব বিবাহ করেন এই প্রার্থনা শিবকে জানান ॥৭৬॥

সারমর্ম—শিব এই বিবাহে ভাবী শুভ বলিয়া বুঝিলেন না, তথাপি গুরুর আদেশ বলিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং শিবের ভক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, ইহাতে তোমার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইল। এ কথা কহিয়া রাম অন্তর্হিত হইলে সপ্ত ঋষি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শিব সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কহেন--পার্ব্বতীর প্রেমের দৃঢ়তা জানিয়া তোমাদের সংশয় দূর কর ॥৭৭॥

সারমর্ম—সপ্ত ঋষি গিরিজার তপস্যাচরণ দেখিয়া তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে জিদবশে মনে সুশিক্ষা লাভ না করিয়া এক অসম্ভব বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি শিবকে স্বামিরূপে পাইতে চাই। তাহার জন্য এই তপস্যাচরণ। সে কথা শুনিয়া সপ্ত ঋষি বলিলেন—তোমার বুদ্ধিহীনতা বশতঃ এই কার্য্য করিতেছ। বিশেষতঃ নারদের উপদেশে কার্য্য করিয়া কেহ কখনও সংসার করিতে পারে নাই ॥৭৮॥

সারমর্ম—দক্ষের পুত্রগণকে নারদ এমন উপদেশ দিয়াছিলেন যে তাহারা কেহ আর সংসার করে নাই। নারদের উপদেশে চিত্রকেতুর সংসার মোচন হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা এমন যে তাহা পালন করিলে ভিখারী হইতে হইবে। নারদের অভিশাপে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ হইয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া তুমি কুবেশধারী, দিগম্বর, গৃহহীন, সর্পভূষণ, নির্গুণ শিবকে বিবাহ করিয়া কি সুখ পাইবে। প্রবাদ আছে—শিব সতীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে ও মারিয়া ফেলিয়াছে। যাহার সংসারে চিন্তাও নাই, ভিক্ষা করিয়া খায় তাহার কাছে স্ত্রীর স্থান কোথায়?৭৯॥

সারমর্ম—যদি ভাল চাও ত আমাদের কথা শুন। তোমার জন্য ভাল বর মিলাইয়া দিব। তিনি সকল গুণের আধার স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ভগবান্। তদুত্তরে ভবানী হাসিয়া কহিলেন যে, নারদের বাক্য আমি অন্যথা করিব না। আমার মন শিবে আসক্ত হইয়াছে, সর্ব্বগুণাধার স্বামীর প্রয়োজন আমার নাই ॥৮০॥

সারমর্ম—হে সপ্ত ঋষি! অন্য যে উপদেশ দিতেছ তাহা পূর্ব্বে যদি দিতে সে কথা মানিয়া লইতাম। এখন শিবের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি সুতরাং দোষগুণের বিচার করিবার সময় নাই। আর এর পরেও যদি তোমাদের ঘটকালি করার ইচ্ছা থাকে তবে বর ক'নের ত অভাব নাই। আমার এই জিদ যে কোটি জন্মেও শিবই আমার স্বামী হইবেন নতুবা কুমারী রহিব। স্বয়ং শিব উপদেশ দিলেও ইহার অন্যথা হইবে না। তখন মুনিগণ শুদ্ধ প্রেম বুঝিয়া 'ভবানী জগদম্বার জয় হোক' কহিয়া এবং শিব স্বয়ং ভগবান্ এবং শিবের মায়া ভবানী বুঝিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৮১॥

সারমর্ম—তখন সপ্তঋষিগণ হিমগিরির কাছে আসিয়া গিরিজাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে কহিয়া শিবের নিকট গিয়া উমার সকল কথা জানিলেন। উমার কথা শুনিয়া শিব আনন্দিত হ'ন এবং রামনামে মগ্ন হ'ন। সে সময় তারকাসুর জন্মিয়া অশেষ বাহুবলে সকল দেবতাদিগকে নির্জ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্পদ্ হরণ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট হাহাকার করিয়া দুঃখের কথা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাদিগকে বলেন—যে শিবের ঔরসজাত পুত্র অসুরগণকে যুদ্ধে নিধন করিবে ॥৮২॥

সারমর্ম—এখন তাহার উপায় এই যে দক্ষযজ্ঞে যে সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি উমা নাম লইয়া হিমগিরির ঘরে জন্মিয়া শিবকে বিবাহ জন্য তপস্যাচরণ করিতেছেন। সর্ব্বত্যাগী শিব কিন্তু সমাধিমগ্ন। তাঁহার সমাধিভঙ্গ করিবার জন্য মদনদেবকে পাঠাও। মদন কাম সৃষ্টি করিলে শিবের সমাধি ভঙ্গ হইবে, তখন শিবকে বিবাহে রাজি করাইব। দেবগণ কামদেবকে বিশেষভাবে তুষ্ট করিলে ইহাতে কামের অশুভ হইবে বুঝিয়াও দেবগণের মঙ্গল কারণে তিনি একাজে সম্মতি দিয়া পঞ্চশর সহ উপস্থিত হইলেন ॥৮৩॥

সারমর্ম—কামদেব দেবতাগণের হিতের জন্য নিজের ধ্বংস শিববিরোধে অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও একার্য্যে রত হইলেন। প্রথমে সকল সংসারকে নিজবশে আনিলেন। কামের কোপে মুহূর্ত্তমধ্যে বেদের নিয়ম সব বিপর্য্যস্ত হইল। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম, সংযম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সদাচার সব লোপ হইল। জীবের মন হইতে বিবেক বিলুপ্ত হইল, কামের কোপ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল। সদ্‌গ্রন্থ পর্ব্বতগহ্বরে লুকাইল, শাস্ত্রাচার লোপ পাইল। সকলের মন বিপরীত ভাবে পূর্ণ হইল। কামের হাত হইতে কেহ অব্যাহতি পাইল না। মানসম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া সকলে কামের দাস হইল ॥৮৪॥

সারমর্ম—প্রকৃতির সকল জীবই কামের দাস হইল। তরু লতাসহ মিলিতে ছুটিল, নদী সমুদ্রে ছুটিল। জড়ের যখন এই দশা, চেতনের ত কথাই নাই। পশু, পক্ষী, দেবতা, দানব, মনুষ্য, ভূত, প্রেত, পশু প্রভৃতি কেহ বাদ রহিল না, সকলেই মদনের দাস হইল। এমন কি

সিদ্ধ মুনি, যোগী তাঁহারাও ভোগী হইয়া উঠিলেন, পাপীদের ত' কথাই নাই। পুরুষ বিশ্বকে নারীময় দেখিল এবং নারী বিশ্বকে পুরুষময় দেখিল। এই ভাবে কামের হাত হইতে কেহ রক্ষা পাইল না, রাম যাহাদের রক্ষা করিলেন তাঁহারাই রক্ষা পাইলেন ॥৮৫॥

সারমর্ম—দুই দণ্ড হেন কৌতুক চলিতে থাকিলে শেষে কামদেব শিবপার্শ্বে চলিলেন। শিবকে দেখিয়া কামের ভয় হইল তখন কামের প্রভাব কমিল এবং পৃথিবী পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে থাকিল। সকলের নেশার ঘোর কাটিয়া গেল। কাম তখন ভয় পাইলেন। স্থান কঠিন বুঝিলেন, ফিরিয়া যাইতেও লজ্জিত হইলেন। অতঃপর নিজ মরণ স্থির করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তারে কামের নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া মুমূর্ষু চিত্তেও যাহাতে কাম জাগে তাহার ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতির নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিলেন। হংস, পিক ও শুক গাহিতে লাগিল, মরাল নাচিতে লাগিল, প্রকৃতি শোভাময়ী হইল। কাম পরাজিত হইলেন, শিবের অটল সমাধি টলিল না ॥৮৬॥

সারমর্ম—অবশেষে ফুলের ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া শিবের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কাম বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহেশ্বরের সমাধি ভাঙ্গিল। শিব লক্ষ্য করিয়া কামকে সুরভি পল্লবে দেখিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে শিবের তৃতীয় নয়নের পলকমাত্রে মদন ভস্ম হইল। মদনের আর্ত্তনাদে জগতের নূতন ত্রাস উপস্থিত হইল, দেবগণকে ভীত দেখিয়া অসুরগণ সুখ পাইল। ভোগী চিন্তান্বিত, সাধক ও যোগী অকণ্টক হইলেন। পতির অবস্থা শুনিয়া কামদেবের স্ত্রী রতি মূর্চ্ছিত হইলেন। কাঁদিয়া শিবের পাশে উপস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বিনয় প্রকাশসহ দুঃখ করিতে লাগিলেন। রতির আর্ত্তি ও বিনয় দেখিয়া এবং অবলা জানিয়া শিব রতিকে কহিলেন—আজ হইতে তোমার পতি অনঙ্গ হইয়া সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত থাকিবেন, আর তোমার মিলন প্রসঙ্গ শুন ॥৮৭॥

সারমর্ম—যদুবংশে কৃষ্ণ যখন অবতার হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন তখন কৃষ্ণের যিনি পুত্র হইবেন তিনি তোমার স্বামী হইবেন। দেবগণ এ সংবাদ পাইলেন, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাসহ দেবতারা শিবপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শিবকে স্তুতি করিতে লাগিলে শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তাঁহারা একবার শিবের বিবাহ দেখিতে বড়ই ইচ্ছুক হইয়াছেন জানাইলেন ।।৮৮।।

সারমর্ম—ব্রহ্মাপুরঃসর সকলে কহিলেন হে শিব ! তুমি বিচার করিয়া বিবাহে সম্মতি দিলে আমরা সকলে সুখী হইব। কামদেবকে দগ্ধ করিয়া রতিকে বর দিয়া কৃপার পরিচয় দিয়াছ। অপরাধীকে শাস্তি দিয়া অনুকম্পাদানে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। গিরিজা তোমার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভার লও। ব্রহ্মার বিনীত বাক্যে রামের কথা স্মরণ করিয়া শিব এ-বিবাহে সম্মত হইলেন। দেবগণ হর্ষে দুন্দুভিনাদ করিলেন এবং 'জয় প্রভু' কহিয়া পুষ্প বর্ষণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা সপ্ত ঋষিকে গিরিজার ঘরে পাঠাইলে তাঁহারা ভবানী যেখানে ছিলেন সেখানে গেলেন এবং ছলনা করিয়া কহিলেন যে, আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তুমি যে নারদের কথা শুনিলে তার ফল কি হইয়াছে জান কি ? তোমার ব্রত মিথ্যা হইয়াছে, শিব কামকে ভস্ম করিয়াছেন ।।৮৯।।

তুলসীরামায়ণে মনু-শতরূপা উপাখ্যানে

আদর্শ-সন্তান-জন্মদ্বারা আদর্শ-সমাজ-সৃষ্টি-তত্ত্ব

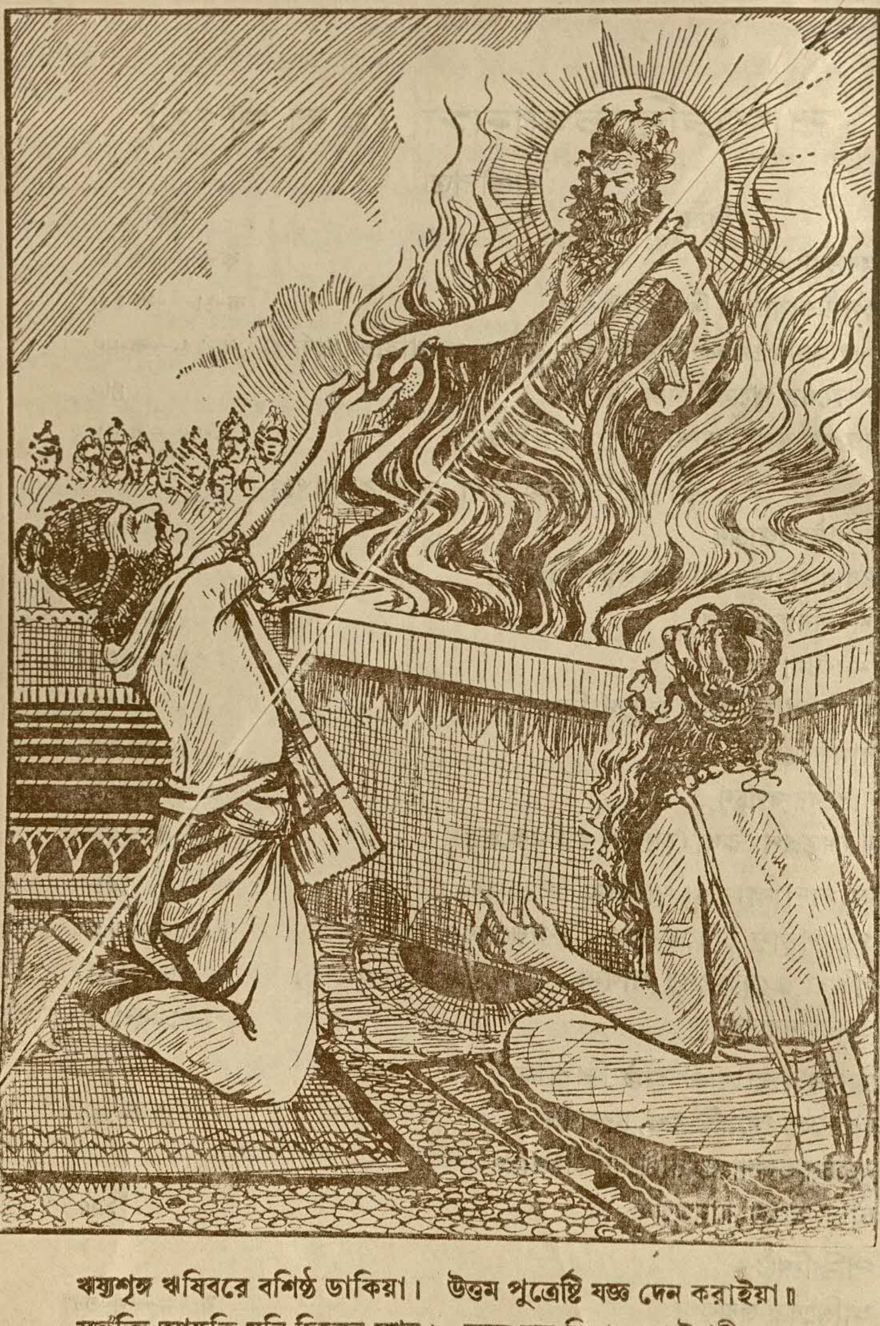
গোস্বামী তুলসীদাস শ্রীমদ্ভাগবতের মনুষ্য-সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনাদ্বারা আদর্শসমাজ সৃষ্টির এক উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত উপাখ্যান (তৃতীয় স্কন্ধ ২১ অধ্যায়) হইতে পৃথক্। সেখানে লিখিত আছে— মনুর দুই পুত্র উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত উত্তানপাদের পুত্র হরিভক্ত ধ্রুব প্রিয়ব্রতের কন্যা দেবাহুতি। দেবাহুতি কর্দ্দম মুনির পত্নী। দেবাহুতির গর্ভে সাংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ কপিলদেবের জন্ম হয়। গোস্বামী এই উপাখ্যানটীও তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু মনু-শতরূপার পুত্র সম্বন্ধে বিষ্ণু ভগবানের রামরূপে অবতার গ্রহণের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। গোস্বামী লিখিয়াছেন—মনু-শতরূপার মনে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে বার্দ্ধক্য আসিয়াছে তবু বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে না। এ অবস্থায় পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং হরিভক্তিতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে মনন করিলেন। কঠোর তপস্যাচরণে উভয়ের দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে বিষ্ণু ভগবান্ সন্তুষ্ট চিত্তে বর দিতে আবির্ভূত হইয়া মনুকে বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। মনু বিষ্ণু ভগবানের ন্যায় পুত্র প্রার্থনা করেন। শতরূপাকে অনুরূপ বর দিতে চাহিলে শতরূপাও স্বামীর মনোভিপ্রায় মত বর প্রার্থনা করেন। উভয়ের একধর্ম্মিত্ব দেখিয়া ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ আশ্বাস দেন। বিষ্ণু ভগবানের রামরূপে জন্ম এইভাবে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামী ও স্ত্রী একধর্ম্মী হইয়া স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে চাহিলেও বিষ্ণু ভগবান্ ভক্তের প্রীতির প্রয়োজনে লীলাচ্ছলে মনুষ্যসমাজে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীস্ত্রীর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উচ্চাঙ্গ জীবন যাপন এবং একধর্ম্মী হইয়া সন্তান কামনায় ভগবানের আবির্ভাব এবং তাঁহার আবির্ভাবে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতে আদর্শ সমাজ স্থাপন সম্ভব গুণকর্ম্মানুযায়ী হইতে পারে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস এক চারি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাই হইল বেদবিহিত ধর্ম্ম এবং বেদবিহিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতে সমাজের গ্লানি দূর হইয়া নূতন আদর্শ সমাজের সৃষ্টি হয়। মধ্যে মধ্যে এইরূপ মহামানব অবতার গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে ভারতের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এইভাবে সমাজ গঠনের যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে বিভিন্ন অবতারদ্বারা সম্ভব হইতেছে।

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের এবং দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা পৌরাণিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন পুরাণে বিবৃত হইতেছে। প্রত্যক্ষ-বিচারবাদী সমালোচকগণ এই যুগের ও এই অবতারের তত্ত্বকে স্বীকার করেন না, অধিকন্তু এই সমস্ত কবির কল্পনারূপে বিচার করিয়া কাল ও আদর্শের এক আধুনিক রুচিসম্পন্ন বিশ্লেষণ প্রদান করেন। যেজন্য তাঁহারা রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে অস্বীকার করেন। তন্মতে বৌদ্ধযুগের প্রভাব মলিন হইবার সময়ে এক সম্প্রদায় পৌরাণিক এইভাবে শাস্ত্রের এক কল্পিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সহিত বাস্তবতার সম্বন্ধ নাই। এক আদর্শ রচনাদ্বারা সমাজের গুণোপাসনার প্রতীকরূপে রাম বা কৃষ্ণের আদর্শকে সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে বিভিন্ন পুরাণকার এই কাল্পনিক রচনা সমূহের এক অদ্ভুত রূপ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিকৃত বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের দুএকটি উদ্ধৃতিদ্বারা প্রধানতঃ এই তত্ত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে। এই সকল সমালোচনাদ্বারা রামায়ণ গ্রন্থকে আধুনিক সমাজের যুগোপযোগী আদর্শ পুরাণরূপে গ্রহণ করিয়া সকল বিষয়কে তাঁহারা বিচার করিয়া থাকেন। এই সকল সমালোচকগণের সমালোচনা করা লেখকের অভিপ্রেত নয়। তর্কদ্বারা বিচারের শেষ হয় না। এসম্বন্ধে পরবর্ত্তী খণ্ডের ভূমিকাতে "রাম কে? কবে? কোথায়? কখন? এবং কেন?" এই প্রসঙ্গে আলোচনাদ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করার প্রয়াস করা হইবে। তবে একথা বলা চলে রামায়ণ বা মহাভারতে যে যুগেই লিখিত হউক না কেন 'রাম' বা 'কৃষ্ণ' কল্পিত চিত্র—কবির মানসপথে সকলই ছিল এবং বর্ণিত চরিত্র বাস্তবতা-বর্জ্জিত এ বিষয়ে লেখক বিশ্বাসী নহেন। জাতির আদর্শ বা ঐতিহ্য কেবল কল্পনার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে না। ভারতের ঐতিহ্য কেবল কল্পনাদ্বারা সৌধ রচনা করিয়াছে এবং একদল পৌরাণিক এই কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন এবং বিচার বুদ্ধিশীল সত্যদ্রষ্টা ঋষির বংশধরগণ এই কল্পনাকেই বাস্তবরূপ প্রদান করিয়াছেন এবং গুণোপাসনার ভিত্তিতে সকলই গড়িয়া উঠিয়াছে মনে করিতে মন কেবল সঙ্কুচিত হয় না ঐতিহ্যকে খর্ব্ব করার বুদ্ধি উদয় হয়।

আদর্শ সমাজ সৃষ্টিতে আদর্শ পরিবার এবং আদর্শ পরিবার প্রয়োজনে আদর্শবাদী মানুষের প্রয়োজন। আদর্শ একধর্ম্মী দম্পতীর অন্তরাত্মার আবেদনদ্বারা কালে কালে ইহা সম্ভব, পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে যুগে যুগে মলিনতার অবসান জন্য মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুরূপভাবে সম্ভব। সুতরাং রামজন্ম যে কালেই হউক 'রাম' কবি কল্পনার মূর্ত্তি নহে, সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে আনুপূর্ব্বিক ঘটনাপরম্পরাতে কল্পনার বহু উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। এযুগেও ইহা হইতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বের বহু মনীষীর জীবনীর সহিত অদ্যকার সেই জীবনবৃত্তান্তের সম্বন্ধবিষয়ে বিচার করিলে লেখকের যুক্তি অবাস্তব নাও হইতে পারে।

রামচরিতমানস (২য় খণ্ড)

সূচীপত্র



ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিবরে বশিষ্ঠ ডাকিয়া। উত্তম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দেন করাইয়া ॥
সর্ভক্তি আহুতি মুনি দিলেন যখন। করে চরু নিয়া ব্রহ্মা উপনীত হন ॥

রামাষ্টকস্তোত্রম্

স্মরামি রামং রঘুবংশকেতুম্,   ভজামি পাথোনিধি-বন্ধ-সেতুম্।
জানামি রামং জগদেক-হেতুম্,   নমামি রক্ষঃকুল-ধূমকেতুম্ ॥১॥
স্মরামি রামং ভবকর্ণধারম্,   ভজামি বৈবস্বতভীতিবারম্।
জানামি রামং জগদেকসারম্,   নমামি বক্ষোধৃতরত্নহারম্ ॥২॥
স্মরামি রামং নরনাথবালম্,   ভজামি ভিন্নোন্নত-সপ্ততালম্।
জানামি রামং জগদেকপালম্,   নমামি সংছেদিত-মোহজালম্ ॥৩॥
স্মরামি রামং ধনুষা বিভান্তম্,   ভজামি দূর্ব্বাদলকান্তি-কান্তম্।
জানামি রামং সদয়ং নিতান্তম্,   নমামি রাজীবদৃশং প্রশান্তম্ ॥৪॥
স্মরামি রামং হৃতসর্ব্বতাপম্,   ভজামি খণ্ডীকৃতশর্ব্বচাপম্।
জানামি রামং প্রবলপ্রতাপম্,   নমামি বিধ্বংসিত-সর্ব্বপাপম্ ॥৫॥
স্মরামি রামং বিধিশম্ভুনম্যম্,   ভজামি বাচো মনসোঽপ্যগম্যম্।
জানামি রামং জগদেকরম্যম্,   নমামি নির্হৈতুকভক্তিগম্যম্ ॥৬॥
স্মরামি রামং শ্রুতিভির্বিচেয়ম্,   ভজামি সীতাপতিমপ্রমেয়ম্।
জানামি রামং ত্রিপুরারি-গেয়ম্,   নমামি যোগীন্দ্রমনোনিধেয়ম্ ॥৭॥
স্মরামি রামং ভজতোঽভিরামম্,   ভজামি শোকার্ত্তিচয়োপরামম্।
জানামি রামং বিপদাং বিরামং,   নমামি রামং নিয়তোঽবিরামম্ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ

স্মরি রামে যিনি হন রঘুবংশকেতু।   ভজি রামে যাঁর বাঁধা পারাবারে সেতু ॥
জানি রামে যিনি হন জগদেকহেতু।   নমি রামে যিনি রক্ষঃকুলধূমকেতু ॥১॥
স্মরি রামরূপী সেই ভবকর্ণধারে।   ভজি রামে নাম যাঁর যমভীতি-পারে ॥
জানি রামে যিনি হন জগদেকসার।   নমি রামে যাঁর বক্ষ ধরে রত্নহার ॥২॥
স্মরি রামে যিনি হন বালনরনাথ।   সপ্ততাল ভেদে যাঁর ছিল সিদ্ধ হাত ॥
জানি রামে যিনি হন জগদেকপাল।   নমি রামে যাঁর ছিন্ন ছিল মোহজাল ॥৩॥
যাঁর হাতে ধনুর্ব্বাণ স্মরি সেই রাম।   ভজি রামে যিনি দূর্ব্বাদলকান্তিশ্যাম ॥
জানি রামে যিনি হন নিতান্ত সদয়।   নমি পদ্মচক্ষু রামে প্রশান্ত-হৃদয় ॥৪॥
স্মরি রামে যিনি হন সর্ব্বতাপহারী।   নমি রামে যিনি শিব-ধনুভঙ্গকারী ॥
জানি রামে যিনি হন প্রবল প্রতাপ।   নমি রামে যাঁহা হ'তে নাশে সর্ব্বপাপ ॥৫॥
স্মরি রামে যিনি বিধি-শম্ভুর প্রণম্য।   ভজি রামে যিনি বাক্য-মনের অগম্য ॥
জানি রামে যিনি হন জগদেকরম্য।   নমি রামে যিনি হেতু বিনা ভক্তিগম্য ॥৬॥
স্মরি রামে যিনি বেদে বহু প্রকটিত।   ভজি সীতাপতি রামে প্রমাণ অতীত ॥
জানি রামে যিনি হন ত্রিপুরারি-গেয়।   নমি রামে যোগিবর-মানসে নিধেয় ॥৭॥
স্মরি রামে যিনি ভক্তজনে অভিরাম।   ভজি রামে যাঁহা হ'তে শোকার্ত্তিবিরাম ॥
জানি রামে যিনি হন বিপত্তিবিরাম।   নমি রামে ভক্তিভরে সদা অবিরাম ॥৮॥

শ্রীগণেশায় নমঃ

রামচরিতমানস

দ্বিতীয় খণ্ড

(বাল কাণ্ড)

চৌ—সুনি বোলীঁ মুসুকাই ভবানী। উচিত কহেহু মুনিবর বিগ্যানী॥
তুম্হরেঁ জান কামু অব জারা। অব লগি সম্ভু রহে সবিকারা॥১॥
হমরেঁ জান সদা সিব জোগী। অজ অনবদ্য অকাম অভোগী॥
জৌঁ মৈঁ সিব সেয়ে অস জানী। প্রীতি সমেত কর্ম মন বানী॥২॥
তৌ হমার পন সুনহু মুনীসা। করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈসা॥
তুম্হ জো কহা হর জারেউ মারা। সোই অতি বড় অবিবেকু তুম্হারা॥৩॥
তাত অনল কর সহজ সুভাউ। হিম তেহি নিকট জাই নহিঁ কাউ॥
গএঁ সমীপ সো অবসি নসাঈ। অসি মন্মথ মহেস কী নাঈ॥৪॥
দো— হিয়ঁ হরষে মুনি বচন সুনি, দেখি প্রীতি বিস্বাস।
চলে ভবানিহি নাই সির, গএ হিমাচল পাস॥৯০॥

বাংলা অর্থঃ—মুসুকাই—মুচ্‌কি হাসিয়া; জান—জ্ঞান (মত); জারা—ভস্মীভূত; অব লগি—এখন পর্য্যন্ত; অজ—অজন্মা; অনবদ্য—নিন্দাতীত; সেয়ে—সেবা করিয়াছি; ঈসা—ঈশ্বর (বিষ্ণু ভগবান্); মারা—মার (কামদেব); কাউ—কভু; অবসি—অবশ্য; নাঈ—ন্যায় (সত্যকথা); নাই—নত করিয়া। (চৌ—১-৪; দো—৯০)

চৌ—অতঃপর স্মিতহাসে বলেন ভবানী। হে বিজ্ঞানী মুনি বটে কহ ঠিক্ বাণী॥
তোমা সবাকার মতে শিব কামে দহে। জানিবে এখনো শম্ভু সবিকার রহে॥১॥
আমি ত একথা জানি শিব সদা যোগী। অজ অনবদ্য তিনি অকাম অভোগী॥
যদি শিবে সেবারতা—এ বারতা জানি প্রীতিভরে দিয়ে মম কায়-মন-বাণী॥২॥
তবে মম এই পণ শুনহ মুনীশ। সত্য করাবেন নিজে কৃপানিধি ঈশ॥
তোমরা যে কহ শিব ভস্ম করে মার। প্রকটে অজ্ঞান ইথে তোমা সবাকার॥৩॥
স্বভাব সহজ তাপ রহে যে অগ্নিতে। হিম তার পাশে গিয়া না পারে রহিতে॥
পাশে গেলে হিম ধ্রুব নাশিবে আপনা। মন্মথ-শিবেও ধর এ হেন ভাবনা॥৪॥
দোহা—মুনি-হিয়া হৃষ্ট শুনি সেই কথা আর হেরি প্রীতি ও বিশ্বাস।
ভবানী চরণে শির করি নত, যায় সবে হিমগিরি পাশ॥৯০॥

সারমর্ম্ম—ভবানী সপ্তর্ষিগণকে বলিলেন—তোমাদের মতে শিব মদন ভস্ম করিয়াছেন সুতরাং তিনি সকল কামের অতীত। কিন্তু জানিবে তিনি সর্ব্ববিকারের অতীত

হন নাই। কায়মনোবাক্যে শিবকে সেবা করিয়া আমি এইটুকু বুঝিয়াছি। বিষ্ণু ভগবানের কৃপায় শিব আমার এ পণ রক্ষা করিবেন। তিনি ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক। অগ্নির পাশে বরফের যে অবস্থা কামদেবের পাশে শিবেরও সেই অবস্থা।

চৌ—সব্ প্রসঙ্গ গিরিপতিহি সুনাবা। মদন দহন সুনি অতি দুখু পাবা॥
বহুরি কহেউ রতি কর বরদানা। সুনি হিমবন্ত বহুত সুখু মানা॥১॥
হৃদয় বিচারি সম্ভু প্রভুতাঈ। সাদর মুনিবর লিএ বোলাঈ॥
সুদিনু সুনখতু সুঘরী সোচাঈ। বেগি বেদবিধি লগন ধরাঈ॥২॥
পত্রী সপ্তরিষিন্‌হ সোই দীন্‌হী। গহি পদ বিনয় হিমাচল কীন্‌হী॥
জাই বিধিহি তিন্‌হ দীন্‌হি সো পাতী। বাচত প্রীতি ন হৃদয় সমাতী॥৩॥
লগন বাচি অজ সবহি সুনাঈ। হরষে মুনি সব সুর সমুদাঈ॥
সুমন বৃষ্টি নভ বাজন বাজে। মঙ্গল কলস দসহুঁ দিসি সাজে॥৪॥

দো— লগে সঁবারন সকল সুর, বাহন বিবিধ বিমান।
হোহিঁ সগুন মঙ্গল সুভদ, করহিঁ অপছরা গান॥৯১॥

বাংলা অর্থঃ—সুনাবা—শুনাইলেন; পাবা—পাইলেন; মানা—মানিলেন; প্রভুতাঈ—প্রভাব; বোলাই লিয়ে—ডাকিয়া আনিলেন; সুনখতু—সুনক্ষত্র; সুঘরী—সুক্ষণ; সোচাঈ—বিচার করিলেন; গহি—গ্রহণ করিয়া; পাতী—পত্র; বাচত—কহিয়া; সমাতী ন—ধরে না; অজ—ব্রহ্মা; সঁবারন লগে—সাজাইতে লাগিলেন; সুভদ সগুন—শুভ শকুনি (চিহ্ন); বাচি—কহিয়া। (চৌ—১-৪; দো—৯১)

চৌ—তারা গিয়া গিরিরাজে সকল শুনান। মদন-দহনে গিরি অতি দুখ পান।
রতিরে যে করিলেন শম্ভু বরদান। তাহা শুনি হিমগিরি ভুরি সুখ পান॥১॥
মহেশ প্রভুতা গিরি হৃদয়ে বিচারি। ডাকিলেন মুনিগণে সমাদর করি॥
শুভদিনে সুনক্ষত্রে সুক্ষণ চিন্তিয়া। ত্বরা বেদমতে শুভ লগ্ন নিরূপিয়া॥২॥
গিরি সপ্ত ঋষিগণে পত্র দান করে। মিনতি সবারে করি আর পদে ধ'রে॥
ব্রহ্মারে দিলেন তাঁরা সেই পত্র ল'য়ে। পড়িয়া অশেষ প্রীতি ব্রহ্মার হৃদয়ে॥৩॥
ব্রহ্মা লগ্ন পড়ি তবে সবারে শুনান। মুনি দেবগণ তাহে বহু সুখ পান॥
দুন্দুভি বাজিল নভে পুষ্প বরষিল। শুভঘট দশ দিকে স্থাপিত হইল॥৪॥

দোহা— সকল দেবতা লাগেন সাজাতে, নিজ নিজ বাহন বিমান।
শুভদ মঙ্গল চিহ্ন দেখা গেল, অপ্সরারা গাহিলেন গান॥৯১॥

সারমর্ম—শিবের অনুচরগণ শিবকে তাঁহার নিজ দেহসজ্জা দ্বারা বিচিত্রভাবে সাজাইলেন। সুরনরনারীগণ সে সাজ দেখিয়া মুচকি হাসিলেন এবং চিন্তিলেন—এরূপ বরের অনুরূপ ক'নে আজও পৃথিবীতে পূর্ব্বে আসে নাই। দেবতারাও বরযাত্রীর সাজে সাজিলেন কিন্তু বরযাত্রীর সাজসজ্জা বরের অনুরূপ হইল না। বিষ্ণু হাসিয়া সকলকে কহিলেন—নিজ নিজ দলকে পৃথক্‌ভাবে সাজাও।

চৌ—সিবহি সম্ভু গন করহি সিঁগারা। জটা মুকুট অহি মৌরু সঁবারা॥
কুণ্ডল কঙ্কন পহিরে ব্যালা। তন বিভূতি পট কেহরি ছালা॥১॥
সসি ললাট সুন্দর সির গঙ্গা। নয়ন তীনি উপবীত ভুজঙ্গা॥
গরল কণ্ঠ উর নর সির মালা। অসিব বেষ সিবধাম কৃপালা॥২॥
কর ত্রিসূল অরু ডমরু বিরাজা। চলে বসহঁ চঢ়ি বাজহিঁ বাজা॥
দেখি সিবহি সুরত্রিয় মুসুকাহীঁ। বর লায়ক দুলহিনি জগ নাহীঁ॥৩॥
বিষ্ণু বিরঞ্চি আদি সুরব্রাতা। চঢ়ি চঢ়ি বাহন চলে বরাতা॥
সুর সমাজ সব ভাঁতি অনূপা। নহিঁ বরাত দূলহ অনুরূপা॥৪॥
দো— বিষ্ণু কহা অস বিহসি তব, বোলি সকল দিসিরাজ।
বিলগ বিলগ হোই চলহু সব, নিজ নিজ সহিত সমাজ॥৯২॥

বাংলা অর্থঃ—**সিংগারা**—সজ্জা; **মৌরু**—ময়ূর; **সঁবারা**—সাজাইলেন; **পহিরে**—পরিধান করিলেন; **ব্যালা**—সর্প; **বিভূতি**—ভস্ম; **পট**—বস্ত্র; **কেহরি ছালা**—ব্যাঘ্রচর্ম্ম; **তীনি**—তিন; **অসিব**—অশিব (অমঙ্গল); **বসহঁ**—বৃষ; **সুরত্রিয়**—সুরস্ত্রী; **মুসুকাহীঁ**—মুচ্‌কি হাসিলেন; **লায়ক**—যোগ্য; **দুলহিনি**—ক'নে; **জগ**—জগতে; **সুরব্রাতা**—দেবতাদল; **সব ভাঁতি**—সর্ব্বপ্রকারে; **বরাত**—বরযাত্রী; **দূলহ**—বর; **বিলগ**—পৃথক্; **দিসিরাজ**—দিক্‌পাল; (চৌ—১-৪; দো—৯২)

চৌ—সাজায় শিবেরে যত অনুচর তাঁর। অহি শিখিপুচ্ছ দিয়া মুকুটে জটার॥
কঙ্কন কুণ্ডল হয় সর্পেতে রচিত। বস্ত্র বাঘছাল কায়া বিভূতি-ভূষিত॥১॥
ললাটে চন্দ্রমা যাঁর শিরে গঙ্গা স্থিত। তিনটি নয়ন যাঁর সর্প উপবীত॥
নরমুণ্ডমালাধারী কণ্ঠে বিষ যাঁর। কুবেশী মঙ্গল ধাম কৃপার আধার॥২॥
করযুগে ডমরু ও ত্রিশূল বিরাজে। চলিলেন বৃষে চড়ি সঙ্গে বাদ্য বাজে॥
শিবে হেরি সুরনারী কহে স্মিতহাসে। এ বরের যোগ্য ক'নে বিশ্বে নাহি আসে॥৩॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেব স্বসমাজে ল'য়ে। স্ববাহনে চড়ি চলে বরযাত্রী হ'য়ে॥
দেবগণ ধরে ভারী অনুপম রূপ। বরযাত্রী নহে কিন্তু বর অনুরূপ॥৪॥
দোহা— বিষ্ণু কহিলেন হাসিয়া সবারে—দিক্‌পাল! কর অবধান।
স্বসমাজ সহ বরযাত্রী সবে, নিজমতে হও আগুয়ান॥৯২॥

সারমর্ম্ম—বিষ্ণুর এই পরিহাসে দেবতারা সকলে মুচ্‌কি হাসিলেন। শিবও সেই পরিহাসকে সত্য করিতে চাহিয়া আপন প্রধান অনুচর ভৃঙ্গীকে ডাকিয়া শিবগণকে পৃথক্ ভাবে দলবদ্ধ হইতে কহিয়া শিবগণের বিচিত্রতা দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

চৌ—বর অনুহারি বরাত ন ভাঈ। হঁসী করৈহহু পর পুর জাঈ॥
বিষ্ণু বচন সুনি সুর মুসুকানে। নিজ নিজ সেন সহিত বিলগানে॥১॥
মনহীঁ মন মহেসু মুসুকাহীঁ। হরি কে বিঙ্গ্য বচন নহিঁ জাহীঁ॥
অতি প্রিয় বচন সুনত প্রিয় কেরে। ভৃঙ্গিহি প্রেরি সকল গন টেরে॥২॥

সিব অনুসাসন সুনি সব আএ। প্রভু পদ জলজ সীস তিন্হ নাএ ॥
নানা বাহন নানা বেষা। বিহসে সিব সমাজ নিজ দেখা ॥৩॥
কোউ মুখহীন বিপুল মুখ কাহূ। বিনু পদ কর কোউ বহু পদ বাহূ ॥
বিপুল নয়ন কোউ নয়ন বিহীনা। রিষ্টপুষ্ট কোউ অতি তনখীনা ॥৪॥

ছন্দ— তন খীন কোউ অতি পীন পাবন, কোউ অপাবন গতি ধরেঁ।
ভূষন করাল কপাল কর সব, সদ্য সোনিত তন ভরেঁ ॥
খর স্বান সুঅর স্কাল মুখ গন বেষ অগনিত কো গনৈ।
বহু জিনস প্রেত পিসাচ জোগি, জমাত বরনত নহিঁ বনৈ ॥

সো— নাচহিঁ গাবহিঁ গীত, পরম তরঙ্গী ভূত সব।
দেখত অতি বিপরীত, বোলহিঁ বচন বিচিত্র বিধি ॥৯৩॥

বাংলা অর্থঃ—হঁসী—হাস্য; বিলগানে—পৃথক্ হইল; বিংগ্য—ব্যঙ্গ; টেরে—ডাকিলেন; সীস—শির; নাএ—নত করিলেন; কাহূ—কাহার; রিষ্টপুষ্ট—হৃষ্টপুষ্ট; জমাত—দল; পীন—স্থূল; সোনিত—শোণিত; স্বান—শ্বা (কুকুর); সুঅর—শূকর; জোগি—যোগিনী; স্কাল—শৃগাল। (চৌ—১-৪; দো—৯৩)

চৌ—বরমত বরযাত্রী নাহি হেরি ভাই। হাস্য সৃষ্টি হবে যবে পর পুরে যাই ॥
বিষ্ণুর বচনে যত সুর স্মিতহাসে। নিজ নিজ গণ সহ ভিন্ন দলে আসে ॥১॥
মনে মনে মহেশ্বর করে স্মিতহাস। ব্যর্থ নাহি হয় যেন হরি-পরিহাস ॥
বিষ্ণুবাক্য শুনি চরে প্রেষি ভৃঙ্গীঘরে। ডাকিয়া আনেন শিব প্রমথনিকরে ॥২॥
শিব আজ্ঞা শুনি হন সবে সমাগত। প্রভুর চরণ পদ্মে শির করে নত ॥
ধরে নানা বেশ যত বিভিন্ন বাহন। শিব হাসে সবাকারে করি দরশন ॥৩॥
মুখহীন কেহ কারো বিশাল আনন। পদহীন বহুপদ রহে কতজন ॥
বিপুল নয়ন কারো কেহ চক্ষুহীন। কোন জন হৃষ্টপুষ্ট কেহ তনুক্ষীণ ॥৪॥

ছন্দ— ক্ষীণতনু স্থূল কেহ বা পাবন অপাবন তথা বেশ বহু তার।
করাল ভূষণ করেতে কপাল সদ্যরক্তে মাখা দেহ সবাকার ॥
গর্দ্দভ-কুকুর-শূকর-শৃগাল-মুখ সিবগণ বেশ কেবা গণে।
আরো বহু যোনি প্রেত ও পিশাচ তথা যোগিনীরা বর্ণিব কেমনে ॥

সোরঠা— নৃত্য করে মিলি আর গাহে গীত, ছন্দ এলোমেলো নাহিক শৃঙ্খলা।
হেরিবে সর্ব্বত্র ভাব বিপরীত, কহিছে বচন অপরূপ কলা ॥৯৩॥

সারমর্ম্ম—বরও যেমন অদ্ভুত বরযাত্রীর দলও তেমনি অদ্ভুত। ফলে সমস্ত পথ হাস্য পরিহাসে পূর্ণ হইল। হিমাচল ও তাঁহার ঘর দুয়ার সুন্দরভাবে সাজাইয়া সমস্ত পর্ব্বত অরণ্যাদির সমাজ নেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে সমবেত হইলে হিমালয়ের শোভা আরো বাড়িয়া উঠিল। চারিদিকে সুখ সম্পদের শেষ রহিল না।

চৌ—জস দূলহু তসি বনী বরাতা। কৌতুক বিবিধ হোহিঁ মগ জাতা॥
ইহাঁ হিমাচল রচেউ বিতানা। অতি বিচিত্র নহিঁ জাই বখানা ॥১॥
সৈল সকল জহঁ লগি জগ মাহীঁ। লঘু বিসাল নহিঁ বরনি সিরাহীঁ॥
বন সাগর সব নদীঁ তলাবা। হিমগিরিঁ সব কহুঁ নেবত পঠাবা ॥২॥
কামরূপ সুন্দর তন ধারী। সহিত সমাজ সহিত বর নারী॥
গএ সকল তুহিনাচল গেহা। গাবহিঁ মঙ্গল সহিত সনেহা ॥৩॥
প্রথমহিঁ গিরি বহু গৃহ সঁবরাএ। জথাজোগু তহঁ তহঁ সব ছাএ॥
পুর সোভা অবলোকি সুহাঈ। লাগই লঘু বিরঞ্চি নিপুনাঈ ॥৪॥

ছন্দ— লঘু লাগ বিধি কী নিপুনতা, অবলোকি পুর সোভা সহী।
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিতা, সুভগ সব সক কো কহী॥
মঙ্গল বিপুল তোরন পতাকা, কেতু গৃহ গৃহ সোহহীঁ।
বনিতা পুরুষ সুন্দর চতুর ছবি, দেখি মুনি মন মোহহীঁ॥

দো— জগদম্বা জহঁ অবতরী, সো পুরু বরনি কি জাই।
রিদ্ধি সিদ্ধি সম্পত্তি সুখ, নিত নূতন অধিকাই ॥৯৪॥

বাংলা অর্থ—জস ···তসি—যেমন····তেমন; বনী—হইল; বিতানা—তোরণ; সিরাহী—শেষ হয়; তলাবা—পুষ্করিণী; নেবত—নিমন্ত্রণ; কামরূপ—ইচ্ছামত রূপ ধারণে সক্ষম; তুহিনাচল—হিমগিরি; সহী—নিশ্চয়; সক—সক্ষম; সোহহী—শোভা পায়, মোহহী—মোহিত হয়; পুরু—পুর; ঋদ্ধি— (চৌ—১-৪; দো-৯৪)।

চৌ—বরতুল্য বরযাত্রী চলে পথ ধরি। বিচিত্র কৌতুকে পথ গেল সব ভরি॥
হিমাচল রচে সেথা লতার বিতান। এমন বিচিত্র তাহা কে করে বাখান ॥১॥
পর্ব্বত সমাজ যত আছিল মহীতে। লঘু ও বিশাল কত কে পারে বর্ণিতে॥
অরণ্য সাগর নদী ক্ষুদ্র জলাধারে। নিমন্ত্রণ হিমগিরি পাঠান সবারে ॥২॥
সেথা কামরূপ যত চারু তনুধারী। যত সব সসমাজ আরো বরনারী॥
চলিলেন সবে তাঁরা হিমগিরি গেহে। গাহিলেন শুভগীত অতিশয় স্নেহে ॥৩॥
প্রথমে সাজান বহু গৃহ গিরিবর। যথাযোগ্য লোকে ভ'রে যায় সেই ঘর॥
পুরশোভা সেথা হেন সুন্দরতাময়। বিরিঞ্চির নিপুণতা লঘু মনে হয় ॥৪॥

ছন্দ— লঘু মনে হয় বিধি-নিপুণতা হিমগিরি শোভা যদি কেহ হেরে।
বন বাগ কূপ তড়াগ তটিনী অতি মনোহর কে বর্ণিতে পারে॥
মঙ্গলজনক বিপুল তোরণে পতাকা ও ধ্বজে বাড়ে গৃহ শোভা।
বনিতা পুরুষ সুন্দর চতুর প্রতিচ্ছবি হের মুনি-মনোলোভা॥

দোহা— জগদম্বা যেথা হন অবতার সে পুরীর কথা কে বুঝাবে॥
সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি সম্পৎ ও সুখ সেথা জেনো নিত্য বেড়ে যাবে ॥৯৪॥

সারমর্ম্ম—তুলসীদাস অতি চমৎকারভাবে শিব বিবাহের শোভা বর্ণনা করিয়াছেন।

বরযাত্রীদলকে আগাইয়া আনিবার ব্যবস্থাও হইল। দেবসেনা ও বিষ্ণু ভগবানের দল দেখিয়া সকলে প্রীত হইল কিন্তু শিবের সমাজ দেখিয়া বালকের দল কাঁপিতে কাঁপিতে সভয়ে পলায়ন করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাগল বরের কথা আর তাহার অনুগামী দলের অদ্ভুত বর্ণনা দিয়া শিব ও শিবগণের পরিচয় দিল।

চৌ—নগর নিকট বরাত সুনি আঈ। পুর খরভরু সোভা অধিকাঈ॥
করি বনাব সজি বাহন নানা। চলে লেন সাদর অগবানা॥১॥
হিয়ঁ হরষে সুর সেন নিহারী। হরিহি দেখি অতি ভএ সুখারী॥
সিব সমাজ জব দেখন লাগে। বিডরি চলে বাহন সব ভাগে॥২॥
ধরি ধীরজু তহঁ রহে সয়ানে। বালক সব লৈ জীব পরানে॥
গএঁ ভবন পূছহিঁ পিতু মাতা। কহহিঁ বচন ভয় কম্পিত গাতা॥৩॥
কহিঅ কাহ কহি জাই ন বাতা। জম কর ধার কিধোঁ বরিআতা॥
বরু বৌরাহ বসহঁ অসবারা। ব্যাল কপাল বিভূষন ছারা॥৪॥
ছন্দ— তন ছার ব্যাল কপাল ভূষন, নগন জটিল ভয়ঙ্করা।
সঙ্গ ভূত প্রেত পিসাচ জোগিনি, বিকট মুখ রজনীচরা॥
জো জিঅত রহিহি বরাত দেখত, পুন্য বড় তেহি কর সহী।
দেখিহি সো উমা বিবাহু ঘর ঘর বাত, অসি লরিকন্হ কহী॥
দো— সমুঝি মহেস সমাজ সব, জননি জনক মুসুকাহিঁ।
বাল বুঝাএ বিবিধ বিধি, নিডর হোহু ডরু নাহি॥৯৫॥

বাংলা অর্থ—খরভরু—চঞ্চল, সোরগোল; বনাব—সজ্জা; অগবানা—অগ্রগামী; বিডরি—ভয় পাইয়া; ভাগে—পলাইল; সয়ানে—শেয়ানা, বুদ্ধিমান্; পরানে—পলাইল; গাতা—গাত্র; কহিঅ কাহ—কি বলিব; ধার—সেনা; কিধোঁ—কি; বসহঁ অসবারা—বৃষে আরোহী; ছারা—ক্ষার, ভস্ম; জিঅত রহিহি—বাঁচিয়া রহিবে; অসি—এইরূপ; লরিকন্হ—বালকের দল; বুঝায়ে—বুঝাইল; নিডর—নির্ভয়; বৌরাহ—পাগল। (চৌ—১-৪, দো—৯৫)

শিব বিবাহোৎসব

(শিব উমার বিবাহ তুলসী বর্ণিল। সবে মনে মনে তাহা দেখিতে চাহিল॥)

চৌ—পুরপার্শ্বে বরযাত্রী আসি পহুঁছিল। চঞ্চল সকল পুর শোভাতে ভরিল॥
বিবিধ বাহন সাজি তখন চলিল। আগুয়ান হয়ে যত্নে সবারে আনিল॥১॥
সুরসেনা হেরি সব হিয়া হরষিত। হরিরে হেরিয়া সবে সুখে প্রপূরিত॥
শিবের সমাজ কিন্তু হেরিল যখন। পলায় সভয়ে দূরে সকল বাহন॥২॥
সুচতুর যারা সেথা ধৈর্য্য ধরি রয়। বালকেরা পলাইল করি প্রাণভয়॥
বাড়ী গেলে মাতা পিতা প্রশ্ন যবে করে। প্রত্যুত্তর দেয় দেহ কাঁপে থরথরে॥৩॥

কি বলিব কোন কথা কহা নাহি যায়। বরযাত্রী যমসেনা-সদৃশ বুঝায় ॥
বর ত পাগল তার বলদ বাহন। কপাল-ভুজঙ্গ-ধর ভস্মবিভূষণ ॥৪॥

ছন্দ— দেহে ভস্মমাখা কপাল ভূষণ নগ্ন অহিধর জটা ভয়ঙ্কর ॥
সঙ্গী ভূতপ্রেত পিশাচ যোগিনী বিকট বদন আর নিশাচর ॥
ইহা সত্য বটে বরযাত্রী দেখি পুণ্য বড় তার যে জীবিত রয় ॥
দেখিবে সেজন উমার বিবাহ—প্রতি ঘর ঘর বালকেরা কয় ॥

দোহা— মহেশ সমাজ বুঝি হেন মতে মাতা পিতা কন স্মিতহাসে।
বিবিধ প্রকারে বুঝায়ে শিশুরে কাজ নাই অকারণ ত্রাসে ॥৯৫॥

সারমর্ম্ম—অগ্রগামী বরযাত্রীদলকে আনিলে উমামাতা মেনকা বরণডালা সাজাইতে লাগেন। উমার সঙ্গীদল গান গাহিতে গাহিতে বরণডালা হাতে ল'য়ে বরণ করিতে গিয়া বরযাত্রী দেখিয়া এবং বরের বিচিত্র বেশ দেখিয়া পলায়নপরা হইলে মেনকা বড় দুঃখ পাইলেন। উমাকে কোলে লইয়া ছলছল চোখে মূর্খ পাগল বরের কথা ভাবিয়া কাতর হন এবং এমন বরে কন্যাকে সমর্পণ করিবেন না স্থির করিলেন; মেয়েদের দল সকলে বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন।

চৌ—লৈ অগবান বরাতহি আএ। দিএ সবহি জনবাস সুহাএ ॥
মৈনাঁ সুভ আরতি সঁবারী। সঙ্গ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী ॥১॥
কঞ্চন থার সোহ বর পানী। পরিছন চলী হরহি হরষানী ॥
বিকট বেষ রুদ্রহি জব দেখা। অবলন্হ উর ভয় ভয়উ বিসেষা ॥২॥
ভাগি ভবন পৈঠীঁ অতি ত্রাসা। গএ মহেসু জহাঁ জনবাসা ॥
মৈনা হৃদয় ভয়উ দুখু ভারী। লীন্হী বোলি গিরীসকুমারী ॥৩॥
অধিক সনেহঁ গোদ বৈঠারী। স্যাম সরোজ নয়ন ভরে বারী ॥
জেহিঁ বিধি তুমহি রূপু অস দীন্হা। তেহিঁ জড় বরু বাউর কস কীন্হা ॥৪॥

ছন্দ— কস কীন্হ বরু বৌরাহ বিধি জেহিঁ তুম্হহি সুন্দরতা দঈ।
জো ফলু চহিঅ সুরতরুহিঁ সো বরবস বব রহিঁ লাগঈ ॥
তুম্হ সহিত গিরি তেঁ গিরৌঁ পাবক জরৌঁ জলনিধি মহুঁ পরৌঁ।
ঘরু জাউ অপজসু হোউ জগ জীবত বিবাহু ন হৌঁ করৌঁ ॥

দো— ভঈঁ বিকল অবলা সকল, দুখিত দেখি গিরিনারি।
করি বিলাপু রোদতি বদতি, সুতা সনেহু সঁভারি ॥৯৬॥

বাংলা অর্থঃ—লৈ আএ—লইয়া আসিলেন; সুহাএ—সুন্দর; সঁবরী—সাজাইলেন; থার—থালা; পরিছন—বরণ; অবলন্হ—অবলাদের; পৈঠীঁ—প্রবেশ করিল; বোলী লীন্হী—ডাকিয়া লইলেন; গোদ—ক্রোড়; জেহিঁ....তেহিঁ—যিনি....তিনি; বাউর—পাগল; বরবস—জোর করিয়া; বব রহিঁ—বাবলা গাছে; গিরৌ—

পড়িব ; জরৌঁ—জ্বলিয়া যাইব ; জাউ—যাউক (ধ্বংস হোক্) ; সঁভারি—ভাবিয়া ; করৌঁ হৌঁ—করাইব ; দঈ—দিয়াছ ; ববূরহিঁ—বাবলাগাছে। (চৌ—১-৪ ; দো—৯৬)

চৌ—অগ্রগামী আগুয়ান বরযাত্রী আনে। সবারে তুষেন তাঁরা বাসস্থানদানে॥
মঙ্গল আরতি মাতা মেনকা সাজায়। উমার সঙ্গিনীদল শুভ গীত গায়॥১॥
মনোহর হাতে শোভে স্বুবর্ণের থালা। শিবেরে বরিতে চলে হর্ষে ল'য়ে ডালা॥
রুদ্রের বিকট বেশ হেরেন যখন। অবলা-হৃদয়ে ভয় উপজে তখন॥২॥
স্থান ত্যজি স্বভবনে পশিলেন ত্রাসে। মহেশ চলিয়া যান বরযাত্রীবাসে॥
মেনকা হিয়াতে পান দুখ অতি ভারী। সঙ্গে ডাকি লইলেন পর্ব্বতকুমারী॥৩॥
স্বীয় অঙ্কে বসালেন অতি স্নেহভরে। নীলপদ্মসম নেত্রে যায় বারি ভ'রে॥
কহেন—যে বিধি তোরে রূপ দেন হেন। মূর্খ ও পাগল বর তার তরে কেন॥৪॥

ছন্দ— কেমনে বিধাতা হেন রূপ দিয়া রচেন পাগল বর তব তরে।
যে ফল সাজিবে কল্পবৃক্ষ পরে তাহা কি মানায় বব্বুলের পরে॥
তোমা সনে আমি গিরি হতে পড়ি আগুনে বা জ্বলি ঝাঁপি বা সাগরে॥
ঘর জ্বলে যাক্ অপযশ হোক্ জীবনে কন্যারে না সঁপি এ বরে॥

দোহা— হইল বিকল অবলা সকল দুখপর যবে গিরিনারী—
করিয়া বিলাপ কাঁদি কন হেন স্নুতা স্নেহ মানসে বিচারি—॥৯৬॥

সারমর্ম্ম—অগ্রগামীদল বরযাত্রীদলকে আগাইয়া আনিতে চলিল। মাতা মেনকা মঙ্গল আরতি সাজাইতে লাগিলেন। উমার সঙ্গিনীরা শুভ গীত গাহিতে লাগিল এবং স্বর্ণডালা হাতে লইয়া বরণ করিতে চলিল কিন্তু শিবের বিকট বেশ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তখন মহেশ বরযাত্রীবাসে ফিরিয়া গেলেন। মেনকা দুঃখে অভিভূত হইয়া পার্ব্বতীকে কোলে বসাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—বিধাতা তোমার এমন রূপ দিয়া কি না পাগল বরের সৃষ্টি করিলেন। আমি আগুণে পুড়িব, জলে ঝাঁপ দিব তাও ভাল তবু তোমাকে এ বরের সহিত বিবাহ হইতে দিব না। তাহাতে যত অপযশ হয় হো'ক। নারীরা সব বিকল হইল। গিরিনারী বিলাপ করিতে লাগিলেন॥৯৬॥

চৌ—নারদ কর মৈঁ কাহ বিগারা। ভবনু মোর জিন্হ বসত উজারা॥
অস উপদেসু উমহি জিন্হ দীন্হা। বৌরে বরহি লাগি তপু কীন্হা॥১॥
সাচেহুঁ উন্হ কেঁ মোহ ন মায়া। উদাসীন ধনু ধামু ন জায়া॥
পর ঘর ঘালক লাজ ন ভীরা। বাঁঝ কি জান প্রসব কৈ পীরা॥২॥
জননিহি বিকল বিলোকি ভবানী। বোলী জুত বিবেক মৃদু বানী॥
অস বিচারি সোচহি মত মাতা। সো ন টরই জো রচই বিধাতা॥৩॥
করম লিখা জৌঁ বাউর নাহূ। তৌ কত দোসু লগাইঅ কাহূ॥
তুম্হ সন মিটহিঁ কি বিধি কে অঙ্কা। মাতু ব্যর্থ জনি লেহু কলঙ্কা॥৪॥

ছন্দ— জনি লেহু মাতু কলঙ্কু করুনা পরিহরহু অবসর নহীঁ।
দুখু সুখু জো লিখা লিলার হমরেঁ জাব জহঁ পাউব তহীঁ ॥
সুনি উমা বচন বিনীত কোমল সকল অবলা সোচহীঁ।
বহু ভাঁতি বিধিহি লগাই দূষন নয়ন বারি বিমোচহীঁ ॥

দো— তেহি অবসর নারদ সহিত, অরু রিষি সপ্ত সমেত।
সমাচার সুনি তুহিনগিরি, গবনে তুরত নিকেত ॥৯৭॥

বাংলা অর্থ—বিগারা—অন্যায় করিয়াছি ; বসত—বাসঘর ; উজারা—উজাড় করিলেন ; বৌরে—পাগল ; সাচেহুঁ—সত্য বটে ; বোলী—বলিলেন ; টরই—টলিবে ; জৌ....তৌ—যদি....তবে ; নাহু—নাথ, বর ; কত—কেমনে; জনি—না ; লিলার--ললাট; ঘালক—ঘাতক ; সোচহী—শোক করিতে লাগিল ; গবনে—গেলেন ; (চৌ-১-৪, দো-৯৭)

চৌ—নারদের কিবা করি আমি অপকার। যার ফলে তিনি ঘর করেন উজাড় ॥
উমা প্রতি উপদেশে তিনিই কারণ। যার ফলে উমা করে তপস্যাচরণ ॥১॥
সত্য তাঁর নাহি আছে মোহ আর মায়া। উদাসীন তাঁহে নাহি ধন ধাম জায়া॥
পরঘর উজাড়িতে নাহি লজ্জা ভয়। প্রসবের পীড়া-জ্ঞান বন্ধ্যার না হয় ॥
জননীর বিকলতা নেহারি ভবানী। কহেন বিবেকযুতা সুমধুরা বাণী ॥
ইহা বিচারিয়া চিন্তা পরিহর মাতা। অন্যথা না তার, যাহা করেন বিধাতা ॥৩॥
পাগল যে পতি মম কর্ম্ম অনুসারে। সে দোষ চাপাও কেন অপরের ঘাড়ে ॥
তুমি কি ঘুচাতে পার বিধাতা-লিখন। বৃথা কেন কর মাতা কলঙ্ক ধারণ ॥৪॥

ছন্দ— কহি হে জননি ! কলঙ্ক না লবে, রোদন ত্যজিবে— অবসর নাই।
সুখ দুখ যাহা লিখা মোর ভালে তাহা পাব সেথা যেথা আমি যাই ॥
শুনি উমা কথা বিনীত কোমল সকল অবলা লাগিল চিন্তিতে।
বিধির বিধান বহুধা দূষিয়া নয়নের জল লাগিল সিঞ্চিতে ॥

দোহা— সমাচার শুনি নারদ সহিত সঙ্গে নিয়া ঋষি সপ্ত জন।
সেই অবসরে আসিলেন ত্বরা গিরিরাজ নিজ নিকেতন ॥৯৭॥

সারমর্ম্ম—মেনকা নারদের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়া তিনি এই বিবাহ ঘটাইবার কারণ স্বরূপ বিলাপ করিলে ভবানী নিজ মাতা মেনকাকে ভবিতব্যতার কথা বুঝাইয়া সান্তনা দিতে লাগিলেন। এদিকে হিমালয় ব্যাপার দেখিয়া সপ্তঋষিসহ নারদকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৯৭॥

চৌ—তব নারদ সবহী সমুঝাবা। পূরুব কথাপ্রসঙ্গু সুনাবা ॥
ময়না সত্য সুনহু মম বানী। জগদম্বা তব সুতা ভবানী ॥১॥
অজা অনাদি সক্তি অবিনাসিনি। সদা সম্ভু অরধঙ্গ নিবাসিনি ॥
জগ সম্ভব পালন লয় কারিনি। নিজ ইচ্ছা লীলা বপু ধারিনি ॥২॥

জনমীঁ প্রথম দচ্ছ গৃহ জাঈ। নামু সতী সুন্দর তনু পাঈ ॥
তহঁহুঁ সতী সঙ্করহিঁ বিবাহীঁ। কথা প্রসিদ্ধ সকল জগ মাহীঁ ॥৩॥
এক বার আবত সিব সঙ্গা। দেখেউ রঘুকুল কমল পতঙ্গা ॥
ভয়উ মোহু সিব কহা ন কীন্হা। ভ্রম বস বেষু সীয় কর লীন্হা ॥৪॥
ছন্দ— সিয় বেষু সতীঁ জো কীন্হ তেহিঁ অপরাধ সঙ্কর পরিহরীঁ।
হর বিরহঁ জাই বহোরি পিতু কেঁ জগ্য জোগানল জরীঁ ॥
অব জনমি তুম্হরে ভবন নিজ পতি লাগি দারুন তপু কিয়া।
অস জানি সংসয় তজহু গিরিজা সর্বদা সঙ্করপ্রিয়া ॥
দো— সুনি নারদ কে বচন তব, সব কর মিটা বিষাদ।
ছন মহুঁ ব্যাপেউ সকল পুর, ঘর ঘর যহ সংবাদ ॥৯৮॥

বাংলা অর্থঃ—**পুরুব**—পূর্ব্ব; **ময়না**—মেনকা; **অরধঙ্গ**—অর্দ্ধাঙ্গ; **বিবাহী**—বিবাহ করিলেন; **রঘুকুলকমল পতঙ্গা**—রঘুকুলরূপীপদ্মের রবি; **কহা**—কথা; **পরীহরী**—ত্যাগ করিলেন; **জগ্য**—যজ্ঞ; **জরীঁ**—দগ্ধ হইলেন; **মিটা**—মিটিল। **সব কর**—সবাকার। (চৌ—১-৪; দো—৯৮)

চৌ—নারদ তখন নিজে সবারে বুঝান। উমা-পূর্ব্বজন্ম কথা বিস্তৃত শুনান ॥
হে মেনকা! তুমি শুন মম সত্যবাণী। তব সুতা জগতের জননী ভবানী ॥১॥
অজ ও অনাদি শক্তি নাই যাঁর নাশ। শম্ভুর অর্দ্ধাঙ্গে সদা তাঁহার নিবাস ॥
জগতের স্থিতি-রক্ষা-বিধ্বংস-কারিণী। নিজ ইচ্ছামত লীলা-শরীর-ধারিণী ॥২॥
প্রথমে জনমি তিনি দক্ষগৃহে যান। সতী নামে মনোহর তনু তিনি পান ॥
তথায় শঙ্কর সনে তাঁর বিয়ে হয়। সকল ধরার মাঝে এ প্রসিদ্ধি রয় ॥৩॥
একবার শিবসহ করি আগমন। রঘুকুলপদ্মরবি করেন দর্শন ॥
মোহবশে শিববাক্য করিয়া লঙ্ঘন। ভ্রমবশে সীতাবেশ করেন ধারণ ॥৪॥
ছন্দ— সীতাবেশ সতী করিলে ধারণ সেই দোষে শিব ত্যজেন তাহারে।
হরের বিরহে পিতৃযজ্ঞে গিয়া যোগানলে সতী দহে আপনারে ॥
এখন জনমি তোমার ভবনে নিজ পতি লাগি উগ্রতপ করে।
একথা জানিয়া সংশয় ত্যজিবে মহেশের প্রিয় সে যে সদা তরে ॥
দোহা— শুনিয়া তখন নারদ-বচন সর্ব্বজনে মিটায় বিষাদ।
ক্ষণমাঝে ব্যাপে তাহা সর্ব্বপুরে ঘরে ঘরে রটে এ সংবাদ ॥৯৮॥

সারমর্ম্ম—নারদ আসিয়া সকলকে উমার পূর্ব্বজন্মকথা বর্ণনা করেন—"উমা যে দক্ষকন্যা সতী এবং শিবের পত্নী ছিলেন এবং একবার রঘুকুলমণি রামচন্দ্রকে দেখিয়া শিবের কথা না শুনিয়া সীতাবেশ ধারণ করিয়া ছলনা করিয়া রামচন্দ্র ভগবানের অবতার কিনা তাহার পরীক্ষা করিতে চান। যে রামের উপাসনা শিব সতত করেন তাঁহার স্ত্রীর বেশ ধারণে গুরুপত্নীর বেশ ধারণ করা হইল। এই দোষে সতী স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী হইলেও স্বামী-

সমীপে দোষ গোপন করিবার কারণে শিব সতীকে ত্যাগ করেন। সতী মনের দুঃখ মিটাইতে পিতৃগৃহে গিয়া দক্ষযজ্ঞে শিবের অপমান দেখিয়া যোগাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করেন। পুনঃ তপস্যা করিয়া তোমার ঘরে জন্মিয়া পুনরায় শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করেন। তার ফলে এই বিবাহ সংঘটন।" নারদের কথায় সকলের সংশয় দূর হইল এবং চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া গেল।৯৮॥

চৌ—তব ময়না হিমবন্ত অনন্দে। পুনি পুনি পারবতী পদ বন্দে॥
নারি পুরুষ সিসু জুবা সয়ানে। নগর লোগ সব অতি হরষানে॥১॥
লগে হোন পুর মঙ্গলগানা। সজে সবহিঁ হাটক ঘট নানা॥
ভাঁতি তনেক ভঈ জেবনারা। সূপসাস্ত্র জস কছু ব্যবহারা॥২॥
সো জেবনার কি জাই বখানী। বসহিঁ ভবন জেহিঁ মাতু ভবানী॥
সাদর বোলে সকল বরাতী। বিষ্ণু বিরঞ্চি দেব সব জাতী॥৩॥
বিবিধি পাঁতি বৈঠী জেবনারা। লাগে পরুসন নিপুন সুআরা॥
নারিবৃন্দ সুর জেবঁত লানী। লগীঁ দেন গারীঁ মৃদু বানী॥৪॥
ছন্দ— গারীঁ মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি বিঙ্গ্য বচন সুনাবহীঁ।
ভোজনু করহিঁ সুর অতি বিলম্বু বিনোদু সুনি সচু পাবহীঁ॥
জেবঁত জো বঢ়্যো অনন্দু সো মুখ কোটিহূঁ ন পরৈ কহ্যো।
অচবাঁই দীন্হে পান গবনে বাস জহঁ জাকো রহ্যো॥
দো— বহুরি মুনিন্হ হিমবন্ত কহুঁ লগন সুনাঈ আই।
সময় বিলোকি বিবাহ কর পঠএ দেব বোলাই॥৯৯॥

বাংলা অর্থঃ—আনন্দে—আনন্দিত হইল; হরষানে—হর্ষিত হইল; হাটক—স্বর্ণ; হোন লগে—হইতে লাগিল; জেবনারা ভই—ভোজ্য হইল; সূপশাস্ত্র—পাক-শাস্ত্র; পাঁতি—পংক্তি, সারি; জেবনারা—ভোজন (কারী); পরুসন—পরিবেশন; সুআরা—সূপকার; জেঁবত—ভোজনরত; দেন লগীঁ—দিতে লাগিল; বিংগ্য—ব্যঙ্গ; সচু—সুখ; বঢ়্যো—বাড়িল, কহ্যো পরৈ—কহিতে পারিল; অচবাঁই—আচমন হইল; রহ্যো—রহিল; গবনে—গমন করিলেন; বহুরি—পুন; (চৌ—১-৪; দো—৯৯)।

চৌ—মেনকা ও হিমগিরি আনন্দে মগন। পুনঃ পুনঃ পার্ব্বতীরে করেন বন্দন॥
বালক যুবক বৃদ্ধ নরনারীগণ। নাগরিক যত অতি হরষিত হন॥১॥
পুরমাঝে হ'তে লাগে সুমঙ্গল গীত। চারিভিতে স্বর্ণঘট হল সুসজ্জিত॥
বহুবিধ রন্ধনাদি হ'ল সমাপিত। পাকশাস্ত্রে বিধি ছিল যথা নিরূপিত॥২॥
যেই গৃহে নিবসেন জননী ভবানী। পাকদ্রব্য তথাকার কেমনে বাখানি॥
সমাদরে ডাকিলেন বরযাত্রী যত। ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবজাতি না জানি বা কত॥৩॥
অনেক পাঁতিতে বসে নিমন্ত্রিত জন। নিপুণ পাচক তার পরিবেষ্টা হন॥
দেবতা ভোজন-রত হ'লে নারীগণ। মৃদু ব্যঙ্গচ্ছলে করে গালি বরিষণ॥৪॥

ছন্দ— দেবতা ভামিনী সুমিষ্ট বচনে ব্যঙ্গভাবে করে গালি বরিষণ।
ভোজন সময়ে মধুর বচনে ভোজের বিলম্বে সুখী দেবগণ॥
এ হেন কালেতে বিশেষ আনন্দ কোটিমুখে কেবা করিবে বর্ণন।
আচমন শেষে তাম্বুল লভিয়া সবে নিজবাসে করেন গমন॥

দোহা— পুন মুনিগণ হিমগিরি পাশে লগ্নকাল কহিয়া জানান।
সময় বিলোকি লগ্ন উপযোগী দেবগণে করেন আহ্বান ॥৯৯॥

সারমর্ম—এইরূপে মেনকা ও হিমগিরি সংশয়মুক্ত হইলে বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। বিবাহের পূর্ব্বে বরযাত্রীদলের আপ্যায়ন চলিল। ভোজনকালে দেবতা-স্ত্রীগণ বরযাত্রীদলকে নানাভাবে ব্যঙ্গচ্ছলে গালাগালি করিতে লাগিলেন। আপ্যায়ন শেষে দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া লগ্নকালে বিবাহ সুরু হইল ॥৯৯॥

চৌ—বোলি সকল সুর সাদর লীন্হে। সবহি জথোচিত আসন দীন্হে॥
বেদী বেদ বিধান সঁবারী। সুভগ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী ॥১॥
সিঙ্ঘাসনু অতি দিব্য সুহাবা। জাই ন বরনি বিরঞ্চি বনাবা॥
বৈঠে সিব বিপ্রন্হ সিরু নাঈ। হৃদয়ঁ সুমিরি নিজ প্রভু রঘুরাঈ ॥২॥
বহুরি মুনীসন্হ উমা বোলাঈঁ। করি সিঙ্গারু সখীঁ লৈ আঈঁ॥
দেখত রূপু সকল সুর মোহে। বরনৈ ছবি অস জগ কবি কো হৈ ॥৩॥
জগদম্বিকা জানি ভব ভামা। সুরন্হ মনহিঁ মন কীন্হ প্রনামা॥
সুন্দরতা মরজাদ ভবানী। জাই ন কোটিহুঁ বদন বখানী ॥৪॥

ছন্দ— কোটিহুঁ বদন নহিঁ বনৈ বরনত জগ জননি সোভা মহা।
সকুচহিঁ কহত শ্রুতি সেষ সারদ মন্দমতি তুলসী কহা॥
ছবিখানি মাতু ভবানি গবনীঁ মধ্য মণ্ডপ সিব জহাঁ।
অবলোকি সকহিঁ ন সকুচ পতি পদ কমল মনু মধুকরু তহাঁ॥

দো— মুনি অনুসাসন গনপতিহি পূজেউ সম্ভু ভবানি।
কোউ সুনি সংসয় করৈ জনি সুর অনাদি জিয়ঁ জানি ॥১০০॥

বাংলা অর্থ—**বিরঞ্চি বনাবা**—বিরিঞ্চি রচিত; **সুমিরি**—স্মরিয়া; **মোহে**—মোহিত হইল; **বরনৈ**—বর্ণিতে; **ভামা**—ভামিনী, স্ত্রী; **মরজাদ**—মর্য্যাদা, সীমা; **বনৈ**—পারে; **সকুচহি**—সঙ্কুচিত হয়; **খানি**—খনি, আকর; **গবনী**—গেলেন, **সকুচ**—সঙ্কোচ; **সিংঘাসনু**—সিংহাসন **মনু**—মনু; **সেষ**—অনন্ত; (চৌ—১-৪; দো—১০০)

চৌ—সাদরে সকল দেবে করি আবাহন। দিলেন সবারে যোগ্য বসিতে আসন॥
বেদের বিধানে হয় বেদী বিরচন। সুন্দর মঙ্গলগীত গায় নারীগণ ॥১॥
অতি দিব্য মনোহর বরসিংহাসন। ব্রহ্মার রচিত যাহা না যায় বর্ণন॥
বিপ্রগণে নমি শিব বসেন আসনে। প্রভু রঘুরাজে স্মরি রাখি হৃদাসনে ॥২॥

উমারে মুনীশগণ করে আবাহন। সজ্জিত করিয়া তারে আনে সখীগণ॥
রূপ হেরি সুরে হয় মোহের বিস্তার। ধরামাঝে কেবা রূপ বর্ণিবে তাহার॥৩॥
ভবের ভামিনী যিনি জগৎজননী। দেবগণ জানি মনে প্রণমে আপনি॥
সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা মাতা ভবানীতে। কোটি মুখ নারে যাহা কভু বাখানিতে॥৪॥
ছন্দ— কোটি কোটি মুখ জগজ্জননীর অপরূপ রূপ না পারে বর্ণিতে।
ভরিবে সঙ্কোচে বেদ শেষ বাণী জড় তুলসী কি পারিবে কহিতে॥
রূপের আকর জননী ভবানী গেলেন মণ্ডপে শিব যেথা রন।
সরমে না হেরি পতি-পাদপদ্ম মধুপ তথায় আপনার মন॥
দোহা— মুনির আদেশে গণপতিদেবে পূজিলেন শিব ও ভবানী।
কেহ ইহা শুনি সংশয় না কর দেবতা অনাদি মনে জানি॥১০০॥

সারমর্ম্ম—বিবাহকালে যথাস্থানে দেবগণ বসিলেন। বেদীতে রঘুরাজকে স্মরণ করিয়া শিব বরাসনে বসিলে উমাকে সাজাইয়া সেখানে আনা হইল। অপরূপ রূপবতী জগজ্জননী উমা শিবপার্শ্বে আনীত হইলে মুনির আদেশে তাঁহারা প্রথমে গণপতিপূজা করিলেন॥১০০॥

চৌ—জসি বিবাহ কৈ বিধি শ্রুতি গাঈ। মহামুনিন্হ সো সব করবাঈ॥
গহি গিরীস কুস কন্যা পানী। ভবহি সমরপীँ জানি ভবানী॥১॥
পানিগ্রহন জব কীন্হ মহেসা। হিয়ঁ হরষে তব সকল সুরেসা॥
বেদমন্ত্র মুনিবর উচ্চরহীँ। জয় জয় জয় সঙ্কর সুর করহীँ॥২॥
বাজহিঁ বাজন বিবিধ বিধানা। সুমনবৃষ্টি নভ ভৈ বিধি নানা॥
হর গিরিজা কর ভয়উ বিবাহু। সকল ভুবন ভরি রহা উছাহু॥৩॥
দাসী দাস তুরগ রথ নাগা। ধেনু বসন মনি বস্তু বিভাগা॥
অন্ন কনকভাজন ভরি জানা। দাইজ দীন্হ ন জাই বখানা॥৪॥
ছন্দ— দাইজ দিয়ো বহু ভাঁতি পুনি কর জোরি হিমভূধর কহ্যো।
কা দেউँ পূরনকাম সঙ্কর চরন পঙ্কজ গহি রহ্যো॥
সিবঁ কৃপাসাগর সসুর কর সন্তোষু সব ভাঁতিহিঁ কিয়ো।
পুনি গহে পদ পাথোজময়নাঁ প্রেম পরিপূরন হিয়ো।
দো— নাথ উমা মম প্রান সম গৃহকিঙ্করী করেহু।
ছমেহু সকল অপরাধ অব হোই প্রসন্ন বরু দেহু॥১০১॥

বাংলা অর্থ ঃ—**করবাঈ**—করাইলেন; **সমরপী**—সমর্পণ করিলেন; **উচ্চরহীं**—উচ্চারণ করিলেন; **ভৈ**—হইল; **ভরি জানা**—যানে ভরিয়া; **দাইজ**—যৌতুক; **কহ্যো**—কহিলেন; **রহ্যো**—রহিলেন; **পাথোজ**—পদ্ম **কা**—কি; (চৌ—১-৪; দো—১০১)

চৌ—বিবাহের বিধি শ্রুতি গেয়েছেন যথা। মহামুনিগণ সব করালেন তথা॥
হিমগিরি কুশহস্ত ধরি কন্যাপানি। ভবকরে সমর্পেন জানিয়া ভবানী॥১॥

পাণিগ্রহ করিলেন যখন মহেশ। হরষিত হইলেন সকল সুরেশ ॥
বেদমন্ত্র মুনিগণ করে উচ্চারণ। জয় মহেশ্বর ধ্বনি করে সুরগণ ॥২॥
বহুবিধ বাদ্যধ্বনি তখন হইল। বহুধা আকাশ হ'তে পুষ্প বরষিল ॥
হর ও গিরিজা দু'য়ে হল পরিণয়। আনন্দ-প্রবাহ বহে সর্ব্ববিশ্বময় ॥৩॥
দাসদাসী তথা রথ আর গজবাজি। বসন মানিক্য ধেনু তথা বস্তুরাজি ॥
স্বর্ণপাত্র তথা অন্ন রাখিয়া ভাজনে। হেন সাজাইয়া দেন না যায় বর্ণনে ॥৪॥

ছন্দ— যৌতুকাদি দিয়া বিবিধ প্রকার পুন যুক্ত-করে হিমাচল ক'ন—
পূর্ণকামে দান কেমনে বা হয়—কহি পাদপদ্ম করেন ধারণ ॥
কৃপাসিন্ধু শিব তুষিতে শ্বশুরে করেন সকলি যাহা বিধি ছিল।
মেনকা ধরিল পাদপদ্ম তাঁর হৃদয় তাহার প্রেমেতে ভরিল ॥

দোহা— হে প্রভু উমা যে মম প্রাণসম কর দাসী তোমার ভবনে।
করিও সকল অপরাধ ক্ষমা বর দাও এবে হৃষ্টমনে ॥১০১॥

সারমর্ম—হিমগিরি বেদমতে কুশহস্তে কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া শিবের করে সমর্পণ করিলেন বেদমন্ত্র ও বাদ্যধ্বনির মধ্যে বরসজ্জাদি প্রদান করিয়া হিমগিরি কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং যুক্ত করে কহিলেন পূর্ণকাম শিবেরে বরসজ্জা প্রদানের অর্থ না থাকিলেও বিধিমত দিতে হয় তাই এই দান। মেনকাও শিবের পাদপদ্ম ধারণ করিয়া আবেগ-ভরে পূর্ব্বআচরণ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিতে বলিলেন ॥১০১॥

চৌ—বহু বিধি সম্ভু সাসু সমুঝাঈ। গবনী ভবন চরন সিরু নাঈ ॥
জননীঁ উমা বোলি তব লীন্‌হী। লৈ উছঙ্গ সুন্দর সিখ দীন্‌হী ॥১॥
করেহু সদা সঙ্কর পদ পূজা। নারিধরমু পতি দেউ ন দূজা ॥
বচন কহত ভরে লোচন বারী। বহুরি লাই উর লীন্‌হি কুমারী ॥২॥
কত বিধি সৃজীঁ নারি জগ মাহীঁ। পরাধীন সপনেহুঁ সুখু নাহী ॥
ভৈ অতি প্রেম বিকল মহতারী। ধীরজু কীন্‌হ কুসময় বিচারী ॥৩॥
পুনি পুনি মিলতী পরতি গহি চরনা। পরম প্রেমু কছু জাই ন বরনা ॥
সব নারিন্‌হ মিলি ভেটি ভবানী। জাই জননি উর পুনি লপটানী ॥৪॥

ছন্দ— জননিহি বহুরি মিলি চলী উচিত অসীস সব কাহূঁ দঈঁ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতু তন তব সখীঁ লৈ সিব পহিঁ গঈঁ ॥
জাচক সকল সন্তোষি সঙ্করু উমা সহিত ভবন চলে।
সব অমর হরষে সুমন বরষি নিসান নভ বাজে ভলে ॥

দো— চলে সঙ্গ হিমবন্তু তব পহুঁচাবন অতি হেতু।
বিবিধ ভাঁতি পরিতোষু করি বিদা কীন্‌হ বৃষকেতু ॥১০২॥

বাংলা অর্থঃ—সাসু—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী; কত বিধি—কেন; সিখ—শিক্ষা; দেউ—দেবতা; দূজা—দ্বিতীয়; কত—কেন; পরতি—পড়িলেন; ভেটি—মিলিলেন;

লপটানী—জড়াইয়া ধরিলেন ; দঈ—দিলেন ; তন—তনু ; নিসান—দামামা ; তব—তখন ; পঁহুচাবন—পঁহুছাইতে ; উছঙ্গ—উৎসঙ্গ, ক্রোড় ; (চৌ—১-৪ ; দো-১০২)।

চৌ—বিবিধ প্রকারে শিব শ্বশ্রূরে বুঝান। শির নত করি তিনি গৃহে ফিরে যান॥
তখন উমারে মাতা করিয়া আহ্বান। কোলে ল'য়ে করিলেন সৎশিক্ষাদান॥১॥
শঙ্কর-চরণ তুমি পূজিবে সদাই। নারীতরে পতি ভিন্ন অন্য দেব নাই॥
একথা বলিতে বারি ভরিল নয়ন। তনয়ারে করিলেন বক্ষে আলিঙ্গন॥২॥
ক'ন—ধরা মাঝে কেন নারীর সৃজন। পরাধীন স্বপ্নে সুখ লভে না কখন॥
প্রেমভরে কহি কথা হলেন বিকল। যোগ্য কাল নহে বুঝি র'ন অচঞ্চল॥৩॥
পুন পুন মিলে আর পদে ধরি পড়ে। কহিতে না পারি কিছু গাঢ় প্রেমভরে॥
সব নারী সনে যায় ভবানী মিলিতে। শেষে মাতৃবক্ষে পড়ে চাপিয়া ধরিতে॥৪

ছন্দ— মাতৃসনে পুন মিলিতে চলিলে উচিত আশীষ সবে তারে দিল।
ফিরি ফিরি যবে মাতৃদেহ হেরে সখীগণ তারে শিবপার্শ্বে নিল॥
যাচক-গণেরে তুষিয়া শঙ্কর উমা সহ চলে নিজ নিকেতন।
হৃষ্ট দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে নভোমাঝে হয় দুন্দুভি-বাদন॥

দোহা— হিমগিরি সাথে চলেন সপ্রেমে করিবারে পিছুতে গমন।
তাঁহারে বিদায় দিলেন মহেশ বহুবিধ করিয়া তোষণ॥১০২॥

সারমর্ম—নানাভাবে শিব শাশুড়ীমাতাকে বুঝাইলে মেনকা ঘরে ফিরিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে মেনকা উমারে ডাকিয়া পতিসেবা সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ দান করিলেন। স্বামিসেবাই যে নারীর একমাত্র ধর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া কহিলেন—নারীর পরাধীনতার মধ্যে একটা সুপ্ত বেদনা থাকেই। তথাপি সংসারে তাহা সহিতেই হয়। নানা প্রকারে আবেগ প্রকাশ ও মাতার সঙ্গে কন্যার আলিঙ্গনান্তে সখীগণের নিকট হইতে বিদায় লইলে সখীগণ উমাকে শিবপার্শ্বে আনিলেন। শঙ্কর যাচকগণকে অর্থাদিদানে তুষ্ট করিয়া স্বভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন হিমগিরিও পিছু পিছু কিছুদূর চলিলেন। মহেশ মিষ্ট বাক্য বলিয়া তাঁহাকেও বিদায় দিলেন॥১০২॥

চৌ—তুরত ভবন আএ গিরিরাঈ। সকল সৈল সর লিএ বোলাঈ॥
আদর দান বিনয় বহুমানা। সব কর বিদা কীন্হ হিমবানা॥১॥
জবহিঁ সম্ভু কৈলাসহিঁ আএ। সুর সব নিজ নিজ লোক সিধাএ॥
জগত মাতু পিতু সম্ভু ভবানী। তেহিঁ সিঙ্গারু ন কহউঁ বখানী॥২॥
করহিঁ বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা। গনন্হ সমেত বসহিঁ কৈলাসা॥
হর গিরিজা বিহার নিত নয়উ। এহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়উ॥৩॥
তব জনমেউ ষটবদন কুমারা। তারকু অসুরু সমর জেহিঁ মারা॥
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা। ষন্মুখ জন্মু সকল জগ জানা॥৪॥

ছন্দ— জগু জান যন্মুখ জন্মু কর্মু প্রতাপু পুরুষারথু মহা।
তেহি হেতু মৈঁ বৃষকেতু সুত কর চরিত সংছেপহিঁ কহা॥
যহ উঁমা সম্ভু বিবাহু জে নর নারি কহহিঁ জে গাবহীঁ।
কল্যান কাজ বিবাহ মঙ্গল সর্বদা সুখু পাবহীঁ॥
দো— চরিত সিন্ধু গিরিজা রমন বেদ ন পাবহিঁ পারু।
বরনৈ তুলসীদাসু কিমি অতি মতিমন্দ গঁবারু ॥১০৩॥

বাংলা অর্থঃ—বোলাই লিয়ে—ডাকিলেন; সিধায়েঁ—চলিল; গননৃহ—(শিব) গণের; নয়উ—নূতন; ষটবদন—কার্ত্তিক; গিরিজা রমন—মহাদেব; পারু—পার; গবাঁরু—উদ্ধত (গোঁয়ার); বিদা—বিদায়; (চৌ—১-৪; দো—১০৩)।

চৌ—ত্বরিত আপন গৃহে আসি গিরিবর। আহ্বান করেন সব শৈল সরোবর॥
সমাদরে সবিনয়ে সহ বহুমান। সবারে বিদায় দেন নিজে হিমবান্ ॥১॥
যখনি পৌঁছেন শিব কৈলাস-ভবন। নিজলোকে যত সুর করেন গমন॥
জগতের পিতামাতা শম্ভু ও ভবানী। শৃঙ্গার দোঁহার তাই না কহি বাখানি॥২॥
বিবিধ প্রকারে ভুঞ্জি ভোগ ও বিলাস। সগণ করেন দোঁহা কৈলাসেতে বাস॥
শিব-শিবা নিত্য করি বিহার নূতন। কৈলাসেতে দীর্ঘকাল করেন যাপন॥৩॥
তথা জন্মে ষট্‌বদন কার্ত্তিক কুমার। যুদ্ধে যে তারকাসুরে করিল সংহার॥
আগমে নিগমে তথা প্রসিদ্ধ পুরাণে। কার্ত্তিকের জন্মকথা সর্ব্ব বিশ্ব জানে॥৪॥
ছন্দ— বিশ্বজন জানে কার্ত্তিকেরে জন্ম তাঁর কর্ম্মবল পৌরুষ অপার।
এহেতু সংক্ষেপে বৃষকেতুসুত-চরিত-বারতা করিনু প্রচার॥
এই উমা শম্ভু বিবাহ-বারতা যেই নর নারী কহে আর গায়।
কল্যাণ করমে বিবাহ উৎসবে সদাতরে সুখ তাহারাই পায়॥
দোহা— উমাপতি-কথা পারাবার-সম বেদ নাহি পায় যার পার।
কেমনে বর্ণনা করিবে তুলসী জড়মতি অতীব গোঁয়ার ॥১০৩॥

সারমর্ম—বরযাত্রী সহ উমারে বিদায় দিয়া হিমগিরি আমন্ত্রিত জনগণকে বিদায় দান করেন। এদিকে শিব উমা সহ কৈলাসে গমন করিয়া দীর্ঘকাল সুখে দিন যাপন করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম হইল ষট্‌বদন কার্ত্তিকেয়—ইহা পুরাণের বচন। ইনি যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, পুরাণাদিতে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ॥১০৩॥

শিব উমাসংবাদ

(রামতত্ত্ব যাহা শিব উমারে বুঝান। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজে সে সব শুনান॥)

চৌ—সম্ভু চরিত সুনি সরস সুহাবা। ভরদ্বাজ মুনি অতি সুখু পাবা॥
বহু লালসা কথা পর বাঢ়ী। নয়ননৃহি নীরু রোমাবলি ঠাঢ়ী॥১॥
প্রেম বিবস মুখ আব ন বানী। দসা দেখি হরষে মুনি গ্যানী॥
অহো ধন্য তব জন্মু মুনীসা। তুম্হহি প্রান সম প্রিয় গৌরীসা॥২॥

সিব পদ কমল জিন্হহি রতি নাহী। রামহি তে সপনেহু ন সোহাহীঁ॥
বিনু ছল বিস্বনাথ পদ নেহূ। রাম ভগত কর লচ্ছন এহূ॥৩॥
সিব সম কো রঘুপতি ব্রতধারী। বিনু অঘ তজী সতী অসি নারী।
পনু করি রঘুপতি ভগতি দেখাঈ। কো সিব সম রামহি প্রিয় ভাঈ॥৪॥

দো— প্রথমহিঁ মৈঁ কহি সিব চরিত বূঝা মরমু তুম্হার।
স্যুচি সেবক তুম্হ রাম কে রহিত সমস্ত বিকার॥১০৪॥

বাংলা অর্থঃ—বাঢ়ী—বাড়িয়া গেল; রোমাবলি—লোমসমূহ; ঠাঢ়ী—খাড়া হইল; গৌরীশা—গৌরীশ, মহাদেব; ন সোহাহীঁ—ভাল লাগে না; লচ্ছন—লক্ষণ; এহূ—এই; অঘ—পাপ; অসি—এই প্রকারে; বূঝা—বুঝিলাম; নীরু—নীর, জল; নেহূ—স্নেহ; আব—আসিল; (চৌ—১-৪; দো—১০৪)।

চৌ—মহেশ চরিত শুনি পাবন সরস। ভরদ্বাজে উপজিল অতীব হরষ॥
শ্রবণে তাহার আরো লালসা বাড়িল। আঁখি জলে ভরি রোমহর্ষ উপজিল॥১॥
প্রেমে আত্মহারা মুখে নাহি সরে বাণী। মুনিদশা হেরি হৃষ্ট যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানী॥
কহে—ধন্য তব জন্ম ওহে মুনিবর! প্রাণ হ'তে প্রিয়তর তব মহেশ্বর॥২॥
শিবের চরণ পদ্মে রতি নাই যাঁর। স্বপ্নে রাম-রতি কভু না জনমে তাঁর॥
বিশ্বনাথ-পদে প্রেম যদি অকপট। ভক্তিলক্ষণ রামেতে বুঝিবে প্রকট॥৩॥
শিব-সম নাহি হেরি রাম-ব্রত-ধারী। বিনা পাপে ত্যজিলেন সতীসম নারী॥
পণ করি রামভক্তি কভু দেখি নাই। শিব-সম রামভক্ত কেবা আছে ভাই॥৪॥

দোহা—প্রথমে কহিনু শিবের চরিত বুঝি তাহে মরম তোমার।
পবিত্র সেবক রাঘবের তুমি নাহি তব কোনও বিকার॥১০৪॥

সারমর্ম—যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে শিবচরিত শুনিয়া ভরদ্বাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। আরো শিবকথা শুনিতে তাঁহার লালসা বাড়িল। যাজ্ঞবল্ক্যও ভরদ্বাজের শিবভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে রামতত্ত্বে অধিকারী বলিয়া বুঝিলেন। বিনা পাপে কেবল নীতিরক্ষার প্রয়োজনে যিনি সতীর ন্যায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পণ করিয়া রামভক্তি দেখাইয়াছিলেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। শিবের গুরুপত্নী সীতার বেশ ধারণেই সতী নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীর নিকট তাহা গোপনে সতী ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের অপলাপে শিব সতীকে ত্যাগ করেন। ভরদ্বাজের সেই শিবতত্ত্বে আস্থা হইতে রামতত্ত্বে নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ যে রামসেবক হইবার অধিকারী ইহা যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন॥১০৪॥

চৌ—মৈ জানা তুম্হার গুন সীলা। কহউঁ সুনহু অব রঘুপতি লীলা।
সুনু মুনি আজু সমাগম তোরেঁ। কহি ন জাই জস সুখু মন মোরেঁ॥১॥
রাম চরিত অতি অমিত মুনীসা। কহি ন সকহিঁ সত কোটি অহীসা।
তদপি জথাশ্রুত কহউঁ বখানী। সুমিরি গিরাপতি প্রভু ধনুপানী॥২॥

সারদ দারুনারি সম স্বামী। রামু সূত্রধর অন্তরজামী॥
জেহি পর কৃপা করহিঁ জনু জানী। কবি উর অজির নচাবহিঁ বানী ॥৩॥
প্রনবউঁ সোই কৃপাল রঘুনাথা। বরনউঁ বিসদ তাসু গুন গাথা॥
পরম রম্য গিরিবরু কৈলাসূ। সদা জহাঁ সিব উমা নিবাসূ ॥৪॥

দো— সিদ্ধ তপোধন জোগিজন সুর কিন্নর মুনিবৃন্দ।
বসহিঁ তহাঁ সুকৃতী সকল সেবহিঁ সিব সুখকন্দ ॥১০৫॥

বাংলা অর্থ ঃ—**সমাগম**—মিলন; **অহীসা**—অনন্তদেব; **গিরাপতি**—বাণীর (সরস্বতীর) প্রভু; **দারুনারি**—কাষ্ঠপুত্তলিকা; **সারদ**—সরস্বতী; **জনু**—জন (ভক্ত); **অজির**—অঙ্গন, চত্বর; **সুকৃতী**—পুণ্যাত্মা; **সুখকন্দ**—সুখের মূল; (চৌ—১-৪; দো-১০৫)

চৌ—তব গুণ শীল মম রহে সুবিদিত। এবে কহি শুন তবে রাঘব-চরিত॥
শুন মুনি আজি হেথা তোমার মিলন। দিল মনে সুখ হেন না যায় বর্ণন ॥১॥
রাম কথা হে মুনীশ! অনন্ত অপার। শতকোটি শেষে নাই শক্তি বর্ণিবার॥
তবুও শুনেছি যথা কহিব বাখানি। স্মরিয়া বাণীর প্রভু রাম ধনুষ্পাণি ॥২॥
দারুময় নারীসম বাণীদেবী জানো। অন্তর্যামী স্বামী রাম সূত্রধর মানো॥
ভক্তে কৃপাপর রাম দেন ভক্তে স্থান। ভক্ত-কবি চিত্তাঙ্গনে বাণীরে নাচান॥৩॥
কৃপাল সে রঘুনাথে নত করি মাথা। বর্ণন করিব তাঁর শুভ্র গুণগাথা॥
অতি মনোহর শ্রেষ্ঠ ভূধর কৈলাস। সেথা উমা-শিব সদা করেন নিবাস ॥৪॥

দোহা— সিদ্ধ তপোধন তথা যোগিজন দেবতা কিন্নর মুনিকুল।
র'ন যদি সেথা পুণ্যাত্মা তাঁহারা সেবি শিব যিনি সুখমূল ॥১০৫॥

সারমর্ম্ম—যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজের নিকট রামচরিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রামকথা অনন্ত ও অপার। ভগবান্ অনন্তও তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। স্বয়ং সরস্বতীকেও রাম যেমন বলান তিনি তেমন বলেন। ভক্ত কবির মনোরূপ অঙ্গনে তিনি সরস্বতীকে নাচাইয়া ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। কৈলাস পর্ব্বতে যেখানে উমা-শিব বাস করেন সেখানে সিদ্ধ, তপস্বী, যোগী যাঁহারাই বাস করিবেন তাঁহারা রামভক্ত শিবের সঙ্গে থাকিয়া সকল প্রকার সুখ পাইবেন। প্রকৃত রামভক্ত সঙ্গে একত্র বাস সর্ব্বসুখ প্রদান করে। এই কার্য্য পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হয় ॥১০৫॥

চৌ—হরি হর বিমুখ ধর্ম রতি নাহী। তে হর তহঁ সপনেহুঁ নহিঁ জাহীঁ॥
তেহি গির পর বট বিটপ বিসালা। নিত নূতন সুন্দর সব কালা ॥১॥
ত্রিবিধ সমীর সুসীতলি ছায়া। সিব বিশ্রাম বিটপ শ্রুতি গায়া॥
একঁ বার তেহি তর প্রভু গয়উ। তরু বিলোকি উর অতি সুখু ভয়উ ॥২॥
নিজ কর ডাসি নাগরিপু ছালা। বৈঠে সহজহিঁ সম্ভু কৃপালা॥
কুন্দ ইন্দু দর গৌর সরীরা। ভুজ প্রলম্ব পরিধন মুনিচীরা ॥৩॥

তরুন অরুন অম্বুজ সম চরনা। নখ দুতি ভগত হৃদয় তম্ হরনা॥
ভুজগ ভূতি ভূষন ত্রিপুরারী। আননু সরদ চন্দ ছবি হারী॥৪॥
দো— জটা মুকুট সুরসরিত সির লোচন নলিন বিসাল।
নীলকণ্ঠ লাবন্যনিধি সোহ বালবিধু ভাল॥১০৬॥

বাংলা অর্থঃ—ত্রিবিধ সমীর—শীতল, মন্দ ও সুগন্ধ বায়ু; **তর**—তল; **ডাসি**—বিছাইয়া; **নাগরিপু**—ব্যাঘ্র; **ছালা**—ছাল, চর্ম্ম; **দর**—শঙ্খ; **মুনিচীরা**—মুনি-জনের পরিধানযোগ্য বল্কল বা বস্ত্র; **দুতি**—দ্যুতি, দীপ্তি; **সরদ**—শরৎ; **চন্দ**—চন্দ্র; **নলিন**—পদ্ম; **সোহ**—শোভা পায়; **পরিধন**—পরিধান; (চৌ—১-৪, দো-১০৬)।

চৌ—হরিহরে বাম, নাহি ধর্ম্মে রতি যার। স্বপনেও সেথা কভু স্থান নাহি তার॥
সেই গিরিপরে বট বিটপী বিশাল। অপরূপ নিত্য নব রহে চিরকাল॥১॥
ত্রিবিধ সমীর তথা সুশীতল ছায়। মহেশ-বিশ্রাম-তরু বলি শ্রুতি গায়॥
একবার তার তলে প্রভু শিব যা'ন। নিরখি সে তরু মনে অতি সুখ পা'ন॥২॥
নিজকরে বিছাইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন। স্বভাব-দয়াল শিব উপবিষ্ট হ'ন॥
কুন্দ-ইন্দু-শঙ্খ-সম সুশুভ্র শরীর। প্রলম্বিত বাহুযুগ পরিধানে চীর॥৩॥
তরুণ অরুণ-পদ্ম সমান চরণ। নখপ্রভা ভক্তমন-তামস-হরণ॥
ভুজঙ্গ ও বিভূতিতে শোভে ত্রিপুরারি। বদন শারদ-শশি-শোভা-অপহারী॥৪॥
দোহা— জটার মুকুট তথা গঙ্গা শিরে পদ্মসম লোচন বিশাল।
নীলকণ্ঠ যিনি লাবণ্য-ভাণ্ডার বালচন্দ্রে শোভে যাঁর ভাল॥১০৬॥

সারমর্ম্ম—কৈলাস পর্ব্বতে যেখানে একটী বিশাল বটবৃক্ষ আছে এবং সুন্দর বায়ু বহিতেছে, সেখানে যাইবার অধিকারী তাঁহারাই যাঁহাদের শিবের এবং বিষ্ণুভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মে রতি আছে। সেখানে চীরবসনধারী শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া বিভূতি-ভূষিত দেহে বসিয়া একদা শোভা পাইতেছিলেন। জটাই তাঁর মুকুট। মস্তকপার্শ্বে গঙ্গাপ্রবাহ। কপালে চন্দ্র এবং বিষ পরিপাক করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছেন॥১০৬॥

চৌ—বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসেঁ। ধরেঁ সরীরু সান্তরসু জৈসে॥
পারবতী ভল অবসরু জানী। গঈঁ সম্ভু পহিঁ মাতু ভবানী॥১॥
জানি প্রিয়া আদরু অতি কীন্হা। বাম ভাগ আসনু হর দীন্হা॥
বৈঠীঁ সিব সমীপ হরষাঈ। পূরুব জন্ম কথা চিত আঈ॥২॥
পতি হিয়ঁ হেতু অধিক অনুমানী। বিহসি উমা বোলীঁ প্রিয় বানী॥
কথা জো সকল লোক হিতকারী। সোই পূছন চহ সৈলকুমারী॥৩॥
বিস্বনাথ মম নাথ পুরারী। ত্রিভুবন মহিমা বিদিত তুম্হারী॥
চর অরু অচর নাগ নর দেবা। সকল করহিঁ পদ পঙ্কজ সেবা॥৪॥
দো— প্রভু সমরথ সর্বগ্য সিব সকল কলা গুন ধাম।
জোগ গ্যান বৈরাগ্য নিধি প্রনত কলপতরু নাম॥১০৭॥

বাংলা অর্থঃ—সান্তরস্থ—শান্তরস ; পহি—পার্শ্বে ; পূছন চহ—জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছে ; পুরারী—ত্রিপুরাসুরের বধকারী ; সমরথ—সমর্থ, শক্তিমান্ ; প্রণত—শরণাগত ; পূর্ব্ব—পূর্ব ; সর্বগ্য—সর্বজ্ঞ। (চৌ—১-৪ ; দো—১০৭)।

চৌ—সমাসীন সে কামারি শোভিছেন তথা। মূর্ত্তিমান্ শান্তরস উপবিষ্ট যথা ॥
জগন্মাতা পার্ব্বতী সে যোগ্য অবসরে। মিলিতে চলেন নিজে সেথা মহেশ্বরে ॥১॥
প্রিয়া জানি করি তাঁরে অতি সমাদর। স্ববামে আসন দান করিলেন হর।
শিবপার্শ্বে সমাসীনা হর্ষ উপজিল। পূর্ব্বজন্ম-কথা স্মরি মন উদ্ভাসিল ॥২॥
পতিহিয়া প্রেমভরা নিজে অনুমানি। উমা হাসি কহিলেন শিবে প্রিয়বাণী ॥
যে সকল কথা হবে লোক-হিতকারী। জানিতে ইচ্ছুক তাহা পর্ব্বত-কুমারী ॥৩॥
উমা ক'ন—বিশ্বনাথ ! হে নাথ পুরারি। ত্রিভুবনে সুবিদিত মহিমা তোমারি ॥
চরাচর জীব যত নাগ-নর-দেবে। সকলে মিলিয়া তব পাদপদ্ম সেবে ॥৪॥
দোহা— প্রভো শক্তিধর ! সর্ব্বজ্ঞাননিধি তুমি শুভ্র কল্যাণের ধাম।
ধ্যানযোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য আধার ভক্তকল্পতরু তব নাম ॥১০৭॥

সারমর্ম্ম—মদন-ভস্মকারী শান্তরসে ভরা শিব উপবিষ্ট থাকা কালে জগন্মাতা পার্ব্বতী তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলে শিব আনন্দিত হইয়া স্ববামে আসন দিলেন। উমা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। তখন উমা তাঁহাকে কহিলেন—জগতের যত জীব সকলকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ দেখি। তাহারা তোমার পাদপদ্ম সেবা করে। তুমি বাস্তবিক সর্ব্ব শুভের আশ্রয় এবং ভক্তকল্পতরু ॥১০৭॥

চৌ—জোঁ মো পর প্রসন্ন সুখরাসী। জানিঅ সত্য মোহি নিজ দাসী ॥
তৌ প্রভু হরহু মোর অগ্যানা। কহি রঘুনাথ কথা বিধি নানা ॥১॥
জাসু ভবনু সুরতরু তর হোঈ। সহি কি দরিদ্র জনিত দুখু সোঈ ॥
সসিভূষন অস হৃদয়ঁ বিচারী। হরহু নাথ মম মতি ভ্রম ভারী ॥২॥
প্রভু জে মুনি পরমারথবাদী। কহহিঁ রাম কহুঁ ব্রহ্ম অনাদী ॥
সেস সারদা বেদ পুরানা। সকল করহিঁ রঘুপতি গুন গানা ॥৩॥
তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী। সাদর জপহু অনঁগ আরাতী ॥
রামু সো অবধ নৃপতি সুত সোঈ। কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ ॥৪॥
দো— জোঁ নৃপ তনয় তৌ ব্রহ্ম কিমি নারি বিরহঁ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি ॥১০৮॥

বাংলা অর্থঃ—মো পর—আমার উপর ; হরহু—হরণ কর ; সহি—সে ; সোই—সহিবে ; পরমার্থবাদী—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ; অনঙ্গ আরতী—কামারি, মদনভস্মকারী ; মতি ভোরি—মতিভ্রংশ ; ভ্রমতি—সংশয়যুক্ত হইতেছে ; (চৌ—১-৪ ; দো—১০৮)।

চৌ—তুষ্ট যদি মমপরে ওহে সুখরাশি। সত্য সত্য জানি লও মোরে তব দাসী ॥
হর প্রভো এবে তুমি অজ্ঞান আমার। কহি রঘুনাথ কথা বিবিধ প্রকার ॥১॥

কল্পবৃক্ষতলে রহে বাসঘর যার। দারিদ্র্যজনিত দুখ কভু কি তাহার?
হে শশি-ভূষণ! তুমি হৃদয়ে বিচারি। হরণ করহ মম মতিভ্রম ভারী ॥২॥
হে প্রভু! যে সব মুনি পরমার্থবাদী। শ্রীরামেরে ক'ন এক ব্রহ্ম ও অনাদি॥
শেষ নাগ সরস্বতী বেদ ও পুরাণ। সকলে করেন সদা রামগুণগান ॥৩॥
তুমি পুন রামনাম ল'য়ে দিনরাতি। সাদরে জপিছ ওহে মদন-অরাতি॥
সে রাম কি অযোধ্যার রাজার সন্তান। অলক্ষ্যগতি নির্গুণ অজ কিংবা আন ॥৪॥

দোহা— রাজপুত্র ব্রহ্ম কেমনে হবেন স্ত্রী-বিরহে মতিভ্রম যাঁর॥
চরিত দেখিয়া মহিমা শুনিয়া হেরি মম বুদ্ধির বিকার ॥১০৮॥

সারমর্ম—হে সুখাধার, তুমি আমাকে তোমার দাসীজ্ঞানে রঘুনাথতত্ত্ব কহিয়া আমার সকল অজ্ঞান দূর কর। আমি কল্পতরুতলে বাস করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ সহিব ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। তুমি আমার ভ্রম দূর কর। পরমার্থবাদী মুনিগণও রামকে পরম ব্রহ্ম ও অনাদি বলিয়া ঘোষণা করেন। অনন্তদেব, সরস্বতী, বেদ পুরাণ—সকলেই রামগুণগান করে। তুমিও দেখি অহোরাত্র রাম নাম জপে রত। অযোধ্যার রাজপুত্র কি এই রাম? রাজপুত্র ব্যাপক ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারেন বিশেষতঃ যিনি স্ত্রী বিরহে কাতর হন। তাঁহার চরিত প্রত্যক্ষ করিতেছি অপর পক্ষে মহিমাও শুনিতেছি তাহাতে সংশয়াকুল হইয়াছি॥১০৮॥

চৌ—জোঁ অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ। কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোউ॥
অগ্য জানি রিস উর জনি ধরহূ। জেহি বিধি মোহ মিটৈ সোই করহূ ॥১॥
মৈঁ বন দীখি রাম প্রভুতাঈ। অতি ভয় বিকল ন তুম্হহি সুনাঈ॥
তদপি মলিন মন বোধু ন আবা। সো ফলু ভলী ভাঁতি হম পাবা ॥২॥
অজহূঁ কছু সংসউ মন মোরে। করহু কৃপা বিনবউঁ কর জোরেঁ॥
প্রভু তব মোহি বহু ভাঁতি প্রবোধা। নাথ সো সমুঝি করহু জনি ক্রোধা ॥৩॥
তব কর অস বিমোহ অব নাহীঁ। রামকথা পর রুচি মন মাহীঁ॥
কহহু পুনীত রাম গুন গাথা। ভুজগরাজ ভূষন সুরনাথা ॥৪॥

দো— বন্দউঁ পদ ধরি ধরনি সিরু বিনয় করউঁ কর জোরি।
বরনহু রঘুবর বিসদ জসু শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিচোরি ॥১০৯॥

বাংলা অর্থ—কোউ…সোউ—যে কেহ…তাহাকে; রিষ—রোষ; তদপি—তথাপি; অজহুঁ—আজও; প্রবোধা—জ্ঞান দিয়াছিলে; তব কর—তখনকার; পুনীত—পবিত্র; নিচোরি—নিংড়াইয়া; সংসউ—সংশয়; (চৌ—১-৪; দো—১০৯)।

চৌ—ব্যাপক অনীহ যদি অন্য বিভু হ'ন। কহিয়া বুঝাও নাথ! তিনি বা কেমন॥
অজ্ঞ জানি মম প্রতি রুষ্ট না হইবে। কহ প্রভু যাহে মম অজ্ঞান নাশিবে ॥১॥
আমি বনে হেরিলাম রামের সিদ্ধাই। বিকল হইয়া ভয়ে তোমা না শুনাই॥
তথাপি মলিন মনে বোধ না লভিনু। তার ফল ভালরূপে আপনি বুঝিনু ॥২॥

সংশয় আজিও রহে মনের মাঝারে। যুক্ত করে নতি করি দূর কর তারে ॥
শিক্ষা দিয়াছিলে প্রভু! মোরে বহুজ্ঞান। সে কথা চিন্তি না আজি হবে ক্রোধবান্ ॥৩॥
সে দিনের সে বিমোহ আজি নাহি ধরি। রামকথা-রুচি আজ মনে রাখি ভরি ॥
শুনাও পবিত্র সেই রামগুণচয়। সর্পরাজ-বিভূষণ! ওহে দেবাশ্রয় ॥৪॥
দোহা— বন্দিয়া চরণ নমি ধরাতলে বিনতি জানাই যুক্ত করে ॥
বর্ণন করহ শুভ্র রাম যশ বেদতত্ত্ব নিষ্কাশিত ক'রে ॥১০৯॥

সারমর্ম—যদি সর্ব্বব্যাপী চেষ্টাহীন বিভু আর কেহ থাকেন তাহাও বুঝাইয়া দিন। আমার অজ্ঞতা দূর করিয়া যথোচিত উপদেশ দান করুন। আমি রামের অপার সিদ্ধাই দেখিয়া তোমাকে শুনাই নাই তাহাতে আশ্চর্য্য হই। আমার মনের মলিনতার জন্য দুর্ভোগও অনেক ভুগিয়াছি কিন্তু এখনও সংশয় দূর হয় নাই। অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া আমার মোহ দূর করুন। রাম কথাতে আমার এখন যথেষ্ট রুচি হইয়াছে। তবে বেদতত্ত্ব নিষ্কাশিত করিয়া শুভ্র রামযশ বর্ণনা করুন। অর্থাৎ বেদে বর্ণিত ব্যাপক ব্রহ্ম রাজপুত্র রামে কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝাইয়া দিন ॥১০৯॥

চৌ—জদপি জোষিতা নহিঁ অধিকারী। দাসী মন ক্রম বচন তুম্হারী ॥
গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ ॥১॥
অতি আরতি পূছউঁ সুররায়া। রঘুপতি কথা কহহু করি দায়া ॥
প্রথম সো কারন কহহু বিচারী। নিগুর্ন ব্রহ্ম সগুন বপু ধারী ॥২॥
পুনি প্রভু কহহু রাম অবতারা। বালচরিত পুনি কহহু উদারা ॥
কহহু জথা জানকী বিবাহীঁ। রাজ তজা সো দূষন কাহীঁ ॥৩॥
বন বসি কীন্হে চরিত অপারা। কহহু নাথ জিমি রাবন মারা ॥
রাজ বৈঠি কীন্হীঁ বহু লীলা। সকল কহহু সঙ্কর সুখসীলা ॥৪॥
দো— বহুরি কহহু করুনায়তন কীন্হ জো অচরজ রাম।
প্রজা সহিত রঘুবংসমনি কিমি গবনে নিজ ধাম ॥১১০॥

বাংলা অর্থ—যোষিতা—যোষিৎ, স্ত্রী; ক্রম—কর্ম; দুরাবহি—লুকাও; সুররায়া—দেবগণের স্বামী; আরতি—আর্ত্তি, দীনতা; দায়া—দয়া; তজা—ত্যাগ করিয়াছিলেন; কাহী—কাহার; বসি—বাস করিয়া। (চৌ—১-৪; দো-১১০)।

চৌ—স্ত্রীলোক বলিয়া যদি নহি অধিকারী। কায়মনোবাক্যে জানো এদাসী তোমারি ॥
সাধুগণ গূঢ়তত্ত্ব কভু না লুকান। অধিকারী ও মুমুক্ষু যদি তাঁরা পা'ন ॥১॥
পুছিনু হে দেবস্বামিন! সহিত দীনতা। দয়া ক'রে কহ তুমি রঘুপতি-কথা ॥
প্রথমে বিচারি কহ কোন্ হেতু তরে। নিগুর্ণ সগুণ-ব্রহ্ম-কলেবর ধরে ॥২॥

(রাম অবতার হেতু কি?)

পুন প্রভো! কহ রামজন্ম অবতার। বাল্যকথা তাঁর যাহা পরম উদার ॥
বলহ কেমনে তাঁর সীতা পরিণয়। কোন্ দোষে বল তাঁর রাজ্যত্যাগ হয় ॥৩॥

বনে বসি দেখালেন চরিত্র অপার। কহ নাথ ! যথা হয় রাবণ সংহার ॥
বহু লীলা করিলেন লভি রাজাসন। চিদানন্দ ঘন শিব ! করহ বর্ণন ॥৪॥
দোহা— কহ পুনর্ব্বার ওহে কৃপাধার যে আশ্চর্য্য করিলেন রাম।
প্রজাগণসহ রঘুকুলমণি যেরূপে গেলেন নিজধাম ॥১১০॥

সারমর্ম্ম—স্ত্রীলোক হইলেও ভক্তজ্ঞানে বুঝাইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম কিজন্য সগুণরূপ ধারণ করে, রাম অবতারের কারণ, তাঁহার বাল্যলীলা, সীতাপরিণয়, রাজ্যত্যাগ, রাবণবধ, রাজ্যপালন রহস্য বর্ণনা করুন এবং তিনি স্বধামে অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মে কিরূপে লীন হইলেন ॥১১০॥

চৌ—পুনি প্রভু কহহু সো তত্ত্ব বখানী। জেহিঁ বিগ্যান মগন মুনি গ্যানী ॥
ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগা। পুনি সব বরনহু সহিত বিভাগা ॥১॥
ঔরউ রাম রহস্য অনেকা। কহহু নাথ অতি বিমল বিবেকা ॥
জো প্রভু মৈঁ পূছা নহিঁ হোঈ। সোউ দয়ল রাখহু জনি গোঈ ॥২॥
তুম্হ ত্রিভুবন গুর বেদ বখানা। আন জীব পাঁবর কা জানা ॥
প্রশ্ন উমা কৈ সহজ সুহাঈ। ছল বিহীন সুনি সিব মন ভাঈ ॥৩॥
হর হিয়ঁ রামচরিত সব আএ। প্রেম পুলক লোচন জল ছাএ ॥
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা। পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা ॥৪॥
দো— মগন ধ্যানরস দণ্ড জুগ পুনি মন বাহের কীন্হ।
রঘুপতি চরিত মহেস তব হরসিত বরনৈ লীন্হ ॥১১১॥

বাংলা অর্থ ঃ—জনি—না ; গোঈ—গোপন করিয়া ; ভাঈ—ভাল লাগিল ; ছায়ে—ছাইল, ভাবিল ; পূছা নহি হোঈ—জিজ্ঞাসা করি নাই ; পাঁবর—পামর, মূর্খ ; জানা—জানিবে ; বরনৈ লীন্হ—বর্ণনা করিতে লাগিলেন ; কা—কি ; (চৌ—১-৪ ; দো-১১১)।

চৌ—শুন প্রভু কহ মোরে সে তত্ত্ব বাখানি। যাহাতে মগন রহে সদা মুনিজ্ঞানী ॥
ভকতি ও জ্ঞান তথা বিজ্ঞান বিরাগ। বর্ণন করহ পুন করিয়া বিভাগ ॥১॥
আরো যত আছে রাম রহস্য অপার। বিমল বিবেকী তুমি কহ সবিস্তার ॥
যে প্রশ্ন তোমা না প্রভু জিজ্ঞাসি এখন। হে দয়াল ! সে তত্ত্বও না কর গোপন ॥
বিশ্বগুরু বলি তোমা আগম বাখানে। পামর অপর জীব একথা কে জানে ॥
উমা-প্রশ্ন মানে শিব সহজ সুন্দর। অকপট প্রশ্ন চিন্তে চিত্ত-সুখকর ॥৩॥
রাম কথা হর-হিয়া ব্যাপিয়া রহিল। প্রেম পুলকিত আঁখি বারিতে ভরিল ॥
রঘুনাথ রূপ রাশি ভরায় হৃদয়। পরানন্দ শিবে ভূরি সুখ উপজয় ॥৪॥
দো— ধ্যানে মগ্ন হিয়া দুদণ্ড বাহিরে আনিলেন পুন তাঁর চিতে।
রামের চরিত মহেশ তখন হরষিত লাগেন বর্ণিতে ॥১১১॥

সারমর্ম্ম—সেইভাবে রামতত্ত্ব বুঝাইয়া দিন যে অনুভূতি হইলে মুনি জ্ঞানী সকলে ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিচার করিয়া রামে লীন হন। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু রাম-রহস্য থাকিলে তাহাও বর্ণনা করুন। আমার জিজ্ঞাসার বাহিরে কোন তত্ত্ব থাকিলে

তাহাও আমাকে জানাইবেন। বেদ তোমাকে বিশ্বগুরু বলিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন সুতরাং তুমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্যক্ অধিকারী। দুই দণ্ড ধ্যানমগ্ন হৃদয় হইতে কিছুক্ষণ মনকে বাহিরে আনিয়া শিব উমার নিকট রামচরিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥১১১॥

চৌ—ঝুঠেউ সত্য জাঁহি বিনু জানেঁ। জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানেঁ ॥
জেহি জানেঁ জগ জাই হেরাঈ। জাগেঁ জথা সপন ভ্রম জাঈ ॥১॥
বন্দউঁ বালরূপ সোই রামূ। সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামূ ॥
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। দ্রবউ সো দসরথ অজির বিহারী ॥২॥
করি প্রনাম রামহি ত্রিপুরারী। হরষি সুধা সম গিরা উচারী ॥
ধন্য ধন্য গিরিরাজকুমারী। তুম্হ সমান নহিঁ কোউ উপকারী ॥৩॥
পূঁছেহু রঘুপতি কথা প্রসঙ্গা। সকল লোক জগ পাবনি গঙ্গা ॥
তুম্হ রঘুবীর চরন অনুরাগী। কীন্হিহু প্রস্ন জগত হিত লাগী ॥৪॥

দো— রাম কৃপা তেঁ পারবতি সপনেহুঁ তব মন মাহিঁ।
সোক মোহ সন্দেহ ভ্রম মম বিচার কছু নাহিঁ ॥১১২॥

বাংলা অর্থঃ—**হেরাই জাই**—হারাইয়া যায়; **ভ্রম জাঈ**—ভুলিয়া যায়; **দ্রবউ**—দয়া করুন; **সপনেহুঁ**—স্বপ্নেও; **ঝূটেউ**—মিথ্যা; **জিমি**—যেমন; **অজির**—চত্বর, (উঠান); **উচারী**—উচ্চারণ করিয়া; (চৌ—১-৪; দো—১১২)।

চৌ—"যার জ্ঞান বিনা মিথ্যা সত্য মনে হয় রজ্জুকে ভুজঙ্গ বুঝি ভ্রম উপজয় ॥
যার জ্ঞানে প্রপঞ্চের হয় অবসান। জাগরণকালে স্বপ্ন-জ্ঞানের সমান ॥১॥
বালকরূপ সেই রামে করিনু বন্দনা। যার নাম জপে সিদ্ধি হয় সম্ভাবনা ॥
মঙ্গল-ভবন রাম অমঙ্গল-হারী। কৃপা কর দশরথ-অঙ্গনবিহারী" ॥২॥
কহি নমি রঘুনাথে শিব ত্রিলোচন। হরষিত সুধাসম কহেন বচন— ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি পর্ব্বত-কুমারি! তোমার সদৃশ কেবা ধরাহিতকারী ॥৩॥
পুছিছ আমারে যাহা রাঘব-বারতা। গঙ্গা-সম বিশ্বহিতে পাবন সে কথা।
তোমারে হেরিনু রামপদে অনুরাগী। তোমার এ প্রশ্নরাজি ধরাহিত লাগি॥৪॥

দো— রাম-কৃপাবলে হে গিরিকুমারি! স্বপনেও তব মন মাঝে।
শোক, মোহ, ভ্রম, সংশয়ের লেশ বুঝিলাম এবে না বিরাজে ॥১১২॥

সারমর্ম—যাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিলে মিথ্যাকে সত্য, রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। যার জ্ঞানে প্রপঞ্চের অবসান হয়, জাগরণকালেও স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে হয় সেই বালকরূপ রামকে বন্দনা করিয়া শিব রামের কৃপাভিক্ষা করিয়া পার্ব্বতীকে কহিলেন—হে পার্ব্বতি! তুমি ধন্য তুমি রামতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছ যাহা বিশ্বহিতে অতি পবিত্র। তোমাকে এবে রামপদে প্রকৃত অনুরাগী বুঝিয়াছি। রামকৃপায় তুমি সকল প্রকার শোক-মোহ-বিবর্জ্জিত হইয়া অসংশয় হইয়াছ ॥১১২॥

চৌ—তদপি অসঙ্কা কীন্হিহু সোঈ। কহত সুনত সব কর হিত হোঈ ॥
জিন্হ হরিকথা সুনী নহিঁ কানা। শ্রবন রন্ধ্র অহিভবন সমানা ॥১॥
নয়নন্হি সন্ত দরস নহিঁ দেখা। লোচন মোরপঙ্খ কর লেখা ॥
তে সির কটু তুম্বরি সমতুলা। জে ন নমত হরি গুর পদ মূলা ॥২॥
জিন্হ হরিভগতি হৃদয়ঁ নহিঁ আনী। জীবত সব সমান তেই প্রানী ॥
জো নহিঁ করই রাম গুন গানা। জীহ সো দাদুর জীহ সমানা ॥৩॥
কুলিস কঠোর নিঠুর সোই ছাতী। সুনি হরিচরিত ন জো হরষাতী ॥
গিরিজা সুনহু রাম কৈ লীলা। সুর হিত দনুজ বিমোহনসীলা ॥৪॥
দো— রামকথা সুরধেনু সম সেবত সব সুখ দানি।
সতসমাজ সুরলোক সব কো ন সুনৈ অস জানি ॥১১৩॥

বাংলা অর্থঃ—অহিভবন—সর্পের গর্ত; মোর পঙ্খ—ময়ূরের পুচ্ছ; তুম্বরী—কটুতুম্বী, তিক্ত লাউ; সব—শব; দাদুর—ভেক; জীহ—জিহ্বা; কুলিস—কুলিশ, বজ্র; ছাতী—অলাবু, হৃদয়; দানি—দাতা; (চৌ—১-৪; দো—১১৩)।

চৌ—তথাপি যে সে আশঙ্কা কর পুনর্ব্বার। কহিলে শুনিলে হিত হবে সবাকার ॥
যে না শুনে হরিকথা কর্ণে আপনার। সর্প-গর্ত্ত-সম হয় কর্ণরন্ধ্র তার ॥১॥
আঁখি যার নাহি করে সাধু দরশন। শিখি-পুচ্ছ-চিত্রসম জেনো সে নয়ন ॥
হরি-গুরুপদে শির নত নয় যাঁর। কটুতুম্বীসম শির জানিবে তাঁহার ॥২॥
হরিপদে ভক্তি যার হৃদে নাহি স্থান। হেন জীব জীবিতেও শবের সমান ॥
যেই জন নাহি করে রাম-গুণ-গান। তার জিহ্বা জানি লও ভেকের সমান ॥৩॥
কুলিশকঠোর তার নিঠুর হৃদয়। হরিকথা শুনি নাহি হর্ষ যার হয় ॥
হে গিরিজা! রামলীলা করহ শ্রবণ। সুরহিতকারী তাহা দৈত্য-বিমোহন ॥৪॥
দোহা— রামের চরিত কামধেনুসম সেবিলে সর্ব্বথা দিবে সুখ।
সাধুর সমাজ সুরলোক যত ইহা জানি কে র'বে বিমুখ ॥১১৩॥

সারমর্ম—তথাপি সংশয়লেশ এখনও তোমাতে রহিয়াছে। যথাতত্ত্ব তাহা কহিলে ও শুনিলে বিশ্বের কল্যাণ হয়। কর্ণে হরিকথা শ্রবণ; নয়নে সাধুদর্শন, হরিপদে শিরনতি ও ভক্তি, মুখে সর্ব্বদা রামগুণগান এবং তাহাতে আনন্দবোধে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবগণের কল্যাণ হয় এবং তমোগুণসম্পন্ন দৈত্যগণ বিমূঢ় হয়। দেবগণও সাধুগণ সর্ব্বদা রাম গুণগান করেন ॥১১৩॥

চৌ—রামকথা সুন্দর কর তারী। সংসয় বিহগ উড়াবনিহারী ॥
রামকথা কলি বিটপ কুঠারী। সাদর সুনু গিরিরাজকুমারী ॥১॥
রাম নাম গুন চরিত সুহাএ। জনম করম অগনিত শ্রুতি গাএ ॥
জথা অনন্ত রাম ভগবানা। তথা কথা কীরতি গুন নানা ॥২॥
তদপি জথা শ্রুত জসি মতি মোরী। কহিহউঁ দেখি প্রীতি অতি তোরী ॥
উমা প্রস্ন তব সহজ সুহাঈ। সুখদ সন্তসম্মত মোহি ভাঈ ॥৩॥

এক বাত নহিঁ মোহি সোহানী। জদপি মোহ বস কহেহু ভবানী॥
তুম্হ জো কহা রাম কোউ আনা। জেহি শ্রুতি গাব ধরহিঁ মুনি ধ্যানা ॥৪॥
দো— কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর গ্রসে জে মোহ পিসাচ।
পাষণ্ডী হরি পদ বিমুখ জানহিঁ ঝুঠ ন সাচ ॥১১৪॥

বাংলা অর্থঃ—উড়াবনীহারী—উড়াইতে সক্ষম; বিটপ—বৃক্ষ; মোরী—আমার; তোরী—তোমার; ভাঈ—ভাল লাগে; ঝুট—মিথ্যা; সাচ—সত্য; কর তারী—করতালি; আনা—অন্য; (চৌ—১-৪; দো—১১৪)।

চৌ—রামকথা মনোহর করতালি-সম। সংশয় পক্ষীরে তাহা উড়ায় উত্তম॥
রামকথা জানো কলি-তরুর কুঠারি। সাদরে শুনহ তুমি পর্ব্বত-কুমারী ॥১॥
রামনাম গুণ তথা চরিত উত্তম। শ্রুতি গায় বহুবিধ জনম করম॥
রাম ভগবান্ যথা অনন্ত আপনি। তার গুণ কীর্ত্তি-কথা অসীম তেমনি ॥২॥
তথাপি যেমন শুনি আর যথামতি। কহিবারে চাহি হেরি তব প্রীতি অতি॥
উমা! তব প্রশ্ন অতি সহজ সুন্দর। সাধু-অনুমত ব'লে মম প্রীতিকর ॥৩॥
কিন্তু তব এক প্রশ্ন ভাল নাহি মানি। মোহবশে যদ্যপি তা' কর হে ভবানি॥
তুমি যে পুছিলে এবে রাম কেবা আন্? যার নাম শ্রুতি গায়, মুনি করে ধ্যান ॥৪॥
দোহা— কহে শুনে হেন অধম মানব গ্রাসে মোহ-পিশাচ যাহারে।
পাষণ্ড বিমুখ হরির চরণে সত্য না বুঝি বুঝে মিথ্যারে ॥১১৪॥

সারমর্ম্ম—রামকথা করতালি সমান সংশয়-পক্ষী উড়াইয়া দেয়, কুঠারসম কলির পাপবৃক্ষ ছেদন করে। রাম নিজে যেমন অসীম তাঁর গুণও তেমনি। শিব ভবানীকে বলিলেন—তোমার মনে যে সংশয় জাগিয়াছে রাম অন্য কেহ হইবেন যার কথা বেদে গান করিয়াছে। তুমি মোহবশে এ সংশয় করিয়াছ! মূঢ় মানুষের মনে এ সন্দেহ হয় ॥১১৪॥

চৌ—অগ্য অকোবিদ অন্ধ অভাগী। কাঈ বিষয় মুকুর মন লাগী॥
লম্পট কপটী কুটিল বিসেষী। সপনেহুঁ সন্তসভা নহি দেখী ॥১॥
কহহিঁ তে বেদ অসম্মত বানী। জিন্হ কেঁ সূঝ লাভু নহিঁ হানী॥
মুকুর মলিন অরু নয়ন বিহীনা। রাম রূপ দেখহিঁ কিমি দীনা ॥২॥
জিন্হ কেঁ অগুন ন সগুন বিবেকা। জল্পহিঁ কল্পিত বচন অনেকা॥
হরিমায়া বস জগত ভ্রমাহীঁ। তিন্হি কহত কছু অঘটিত নাহীঁ ॥৩॥
বাতুল ভূত বিবস মতবারে। তে নহি বোলহিঁ বচন বিচারে॥
জিন্হ কৃত মহামোহ মদ পানা। তিন্হ কর কহা করিঅ নহিঁ কানা ॥৪॥
দো— অস নিজ হৃদয়ঁ বিচারি তজু সংসয় ভজু রাম পদ।
সুনু গিরিরাজ কুমারি ভ্রম তম রবি কর বচন মম ॥১১৫॥

বাংলা অর্থ—অকোবিদ—অপণ্ডিত; অভাগী—অভাগা; বিষয় কাঈ—বিষয়

রূপী কর্দ্দম ; **মুকুর**—দর্পণ ; **সূঝ**—জ্ঞান ; **দীনা**—দীন, দুর্ভাগা ; **ভ্রমাহী**—যাতায়াত করে ; **কহত**—কথা ; **অঘটিত**—অসম্ভব ; **মতবারে**—নেশায় বিভোর ; **কৃত**—করিয়াছে ; **কানা করিঅ**—কাণ দিবে ; **তজু**—ত্যাগ কর ; **ভজু**—ভজনা কর ; (চৌ—১-৪ ; ১৫)।

চৌ—অজ্ঞ অপণ্ডিত অন্ধ আর অভাজন। বিষয়-মলিন যার মানস দর্পণ ॥
বিশেষ লম্পট ক্রূর কপটী যে জন। স্বপনেও সাধু-সভা না করে দর্শন ॥১॥
কহিবে তাহারা যত বেদ-বাহ্য বাণী। অথবা বুঝেনা নিজ লাভ তথা হানি ॥
হৃদয়-দর্পণে মল, জ্ঞাননেত্র-হীন। রামরূপ প্রত্যক্ষ না করিবে সে দীন ॥২॥
নির্গুণ সগুণ ভেদ জ্ঞান নাহি যার। কল্পিত বচন বহু কহে বার বার ॥
হরি-মায়াবশ বিশ্বে আনা গোনা করে। কহিতে অকথ্য কিছু নাহি তার তরে ॥৩॥
বাতুল ভূতের বশ মদোন্মত্ত নর। কথা যারা নাহি কহে বিচারের পর ॥
মহামোহ-মদ যারা করিয়াছে পান। তাহাদের বাক্যে কভু নাহি দিবে কাণ ॥৪॥

দোহা— ভজ রামপদ যোর কথা যাহা বিচারিয়া দ্বিধা পরিহর।
শুন হে পার্ব্বতি ! আমার বচন ভ্রমতমে সম রবিকর ॥১১৫॥

সারমর্ম্ম—মূর্খ, অভাগা, বিষয়ী, লম্পট, অজ্ঞানী, বেদে অবিশ্বাসী, সগুণ নির্গুণ তত্ত্বের ভেদে অজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী—তাহারাই পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে হরির মায়াবশে জন্মে আর মরে। তাহাদের কথায় কাণ না দিয়া হরিপদে মতি রাখিয়া নিঃসংশয় হও। আমার বাক্যে তোমার ভ্রমরূপ অন্ধকার নষ্ট হইবে ॥১১৫॥

চৌ—সগুনহি অগুনহি নহিঁ কছু ভেদা। গাবহিঁ মুনি পুরান বুধ বেদা ॥
অগুন অরূপ অলখ অজ জোঈ। ভগত প্রেম বস সগুন সো হোঈ ॥১॥
জো গুন রহিত সগুন সোই কৈসেঁ। জলু হিম উপল বিলগ নহিঁ জৈসেঁ ॥
জাসু নাম ভ্রম তিমির পতঙ্গা। তেহি কিমি কহিঅ বিমোহ প্রসঙ্গা ॥২॥
রাম সচ্চিদানন্দ দিনেসা। নহিঁ তহঁ মোহ নিসা লবলেসা ॥
সহজ প্রকাসরূপ ভগবানা। নহিঁ তহঁ পুনি বিগ্যান বিহানা ॥৩॥
হরষ বিষাদ গ্যান অগ্যানা। জীব ধর্ম অহমিতি অভিমানা ॥
রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা। পরমানন্দ পরেস পুরানা ॥৪॥

দো— পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকাস নিধি প্রগট পরাবর নাথ।
রঘুকুলমনি মম স্বামি সোই কহি সিবঁ নায়উ মাথ ॥১১৬॥

বাংলা অর্থ—**অলখ**—যাহাকে দেখা যায় না ; **বিগ্যান বিহানা**—বিজ্ঞানরূপী প্রাতঃকাল ; **পরেস**—পরেশ, পরাৎপর প্রভু ; **নিধি**—ভাণ্ডার ; **পরাবর**—জীব, মায়া এবং জগৎ ; **নায়উ**—নত করিলেন ; **মাথ**—মস্তক ; (চৌ—১-৪ ; ১১৬)।

চৌ—সগুণে অগুণে ভেদ কিছু নাহি রয়। পুরাণ আগম মুনি বুধে ইহা কয় ॥
অরূপ অগুণ অজ লক্ষাতীত যিনি। সগুণ হবেন ভক্ত-প্রেমবশে তিনি ॥১॥

অগুণ যা' তাহা হয় সগুণ কিরূপ ?   জল ও তুষারে যথা অভেদ-স্বরূপ ॥
রবিসম যার নাম মোহতম নাশে। মোহের প্রসঙ্গ তাহে কি প্রকারে আসে ॥২॥
সৎ-চিদ্-আনন্দময় রবিসম রাম।   মোহরূপী নিশা নাহি প্রবেশে সে ধাম ॥
সহজ প্রকাশরূপ তিনি ভগবান্।   বিজ্ঞান-প্রভাতও না প্রবেশে সে স্থান ॥৩॥
হরষ বিষাদ তথা জ্ঞান ও অজ্ঞান।   জীবধর্ম্মে অহংরূপী রহে অভিমান ॥
রাম যে ব্যাপক ব্রহ্ম বিশ্বে ধরে জ্ঞান।   পরানন্দময় তিনি পরেশ পুরাণ ॥৪॥
দোহা— প্রসিদ্ধ পুরুষ প্রকাশ-আধার জীব-মায়া-জগতের নাথ।
রঘুকুলমণি সেই মম প্রভু— কহি শিব করে প্রণিপাত ॥১১৬॥

সারমর্ম্ম—সগুণ ও নির্গুণে কোন ভেদ নাই। ভক্তপ্রেমবশে নির্গুণ সগুণ হন। যমন জলের সহিত বরফের বাস্তবিক ভেদ নাই। রামনামেই মোহপ্রসঙ্গ নষ্ট হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। মোহ কিংবা হর্ষবিষাদ এমন কি বিজ্ঞানের স্থানও সেখানে নাই। জীবধর্ম্মে এই সকল থাকে। তাহারা অহমিকারূপে প্রকাশ পায়। রঘুবংশমণি রামকে জীব, মায়া ও জগতের স্বামিরূপে কহিয়া শিব তাহাকে প্রণাম করিলেন ॥১১৬॥

চৌ—নিজ ভ্রম নহিঁ সমুঝহি অগ্যানী।   প্রভু পর মোহ ধরহিঁ জড় প্রানী ॥
জথা গগন ঘন পটল নিহারী।   ঝাঁপেউ ভানু কহহিঁ কুবিচারী ॥১॥
চিতব জো লোচন অঙ্গুলি লাএঁ।   প্রগট জুগল সসি তেহি কে ভাএঁ ॥
উমা রাম বিষইক অস মোহা।   নভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা ॥২॥
বিষয় করন সুর জীব সমেতা।   সকল এক তেঁ এক সচেতা ॥
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ।   রাম অনাদি অবধপতি সোঈ ॥৩॥
জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ।   মায়াধীস গ্যান গুন ধামূ ॥
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া।   ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া ॥৪॥
দো— রজত সীপ মহুঁ ভাস জিমি জথা ভানু কর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই ভ্রম ন সকই কোউ টারি ॥১১৭॥

বাংলা অর্থঃ—**ঘন পটল**—মেঘরূপ চাঁদোয়া; **ঝাঁপেউ**—ঢাকিয়াছে; **চিতব**—দেখে; **ভাএঁ**—দীপ্তিতে; **বিষইক**—বিষয়ে; **ধূরি**—ধূলি; **সোহা**—শোভা পায় (দেখা যায়); **করন**—ইন্দ্রিয়; **সুর**—ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা; **জীবসমেতা**—জীবাত্মা; **ভাস**—প্রতিভাসিত হয়; **তিহু**—তিন; **টারি সকই**—হটাইতে পারে; (চৌ—১-৪; ১১৭)।

চৌ—জ্ঞানহীন নিজ ভ্রম না পারে বুঝিতে।   নিজ দোষ প্রভুপরে চায় আরোপিতে ॥
যথা হেরি নভো-মাঝে বারিদ-পটলে।   রবিরে আবরে তাহা জ্ঞানহীনে বলে ॥১॥
অঙ্গুলি লোচনে দিয়া হেরিবে যে জন।   হেরিবে যুগল শশী তাহার নয়ন ॥
রামের বিষয়ে উমা পড়েছ যে মোহে।   ধূমধূলিতম সম আকাশে তা' রহে ॥২॥
বিষয় ইন্দ্রিয় দেব* তথা জীবাত্মন্।   এক হ'তে অপরেতে লভিছে চেতন ॥
এ সবারে প্রকাশেন পরমাত্মা যিনি।   অনাদি অযোধ্যাপতি রঘুবর তিনি ॥৩॥

* ইন্দ্রিয়াভিমানী অহং দেবতা।

জগৎ প্রকাশ্য আর প্রকাশক রাম। মায়াধীশ তিনি হন জ্ঞানগুণধাম ॥
যাঁহার সত্যতা হ'তে জড় মায়া যত। সত্যসম আভাসিছে মোহবশগত ॥৪॥

দোহা— শুক্তিতে রজত আভাসয়ে যথা মরীচিকা যথা রবিকরে।
যদ্যপি এ মিথ্যা তিন কালে সম এই ভ্রম কেবা রোধ করে ॥১১৭॥

সারমর্ম—জ্ঞানহীন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারে না। নিজের দোষ ভগবানে আরোপ করিতে চায়। মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকিতে পারেনা। বিষয়, ইন্দ্রিয়ভিমানী দেবতা* ও জীবাত্মা সকলকে পরাত্মা প্রকাশ করে। সেই পরাত্মা অযোধ্যাপতি রাম। তিনিই কেবল সত্য আর তাঁহার সত্যতা হইতে আভাস চৈতন্যরূপে সকলকে চেতন বলিয়া মনে হয়। এই ভ্রম তিন কাল ধরিয়া চলিতেছে। এই তত্ত্ব মিথ্যা হইলেও এই ভ্রম রোধ করিবার নয় ॥১১৭॥

চৌ—এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ। জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ ॥
জৌঁ সপনেঁ সির কাটৈ কোঈ। বিনু জাগেঁ ন দূরি দুখ হোঈ ॥১॥
জাসু কৃপাঁ অস ভ্রম মিটি জাঈ। গিরিজা সোই কৃপাল রঘুরাঈ ॥
আদি অন্ত কোউ জাসু ন পাবা। মতি অনুমানি নিগম অস গাবা ॥২॥
বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা ॥
আনন রহিত সকল রস ভোগী। বিনু বানী বকতা বড় জোগী ॥৩॥
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা। গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেষা ॥
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী। মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরনী ॥৪॥

দো— জেহি ইমি গাবহিঁ বেদ বুধ জাহি ধরহিঁ মুনি ধ্যান।
সোই দসরথ সুত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান ॥১১৮॥

বাংলা অর্থ:— **দেত অহই**—দিতে থাকে; **অনুমানি**—অনুমান করিয়া; **সুনহ**—শুনে; **পরস**—স্পর্শ; **গ্রহই**—গ্রহণ করে; **বাস**—গন্ধ; **করনী**—কার্য্য; **ইমি**—এই প্রকার; **সুনই**—শুনে; **বকতা**—বক্তা; (চৌ—১-৪, দো-১১৮)।

চৌ—এই মতে আছে বিশ্ব আশ্রিত হরিতে। যদিও অসত্য তাহা জানে দুঃখ দিতে ॥
স্বপ্নে শির কেহ যদি করয়ে কর্ত্তন। দুঃখ দূর নাহি হয় বিনা জাগরণ ॥১॥
যাঁর কৃপা করে এই ভ্রমের লাঘব। হে পার্ব্বতি! তিনি হন কৃপাল রাঘব ॥
যাঁর আদি তথা অন্ত কেহ নাহি পায়। বুদ্ধিতে বিচারি বেদ হেন গান গায় ॥২॥
পদ বিনা চলি তথা শুনি বিনা কাণে। হাত বিনা করি কাজ বিবিধ বিধানে ॥
মুখ বিনা সর্ব্বরসে তিনি হন ভোগী। বিনা বাক্যে বক্তা তিনি আর মহাযোগী ॥৩॥
তনু বিনা স্পর্শ, আঁখি বিনা দরশন। নাসা বিনা বহুবিধ গন্ধের গ্রহণ ॥
সকল প্রকারে হেন অপূর্ব্ব আচার। বর্ণনে না যায় যাঁর মহিমা অপার ॥৪॥

---

* ইন্দ্রিয়াভিমানী অহং দেবতা অর্থাৎ আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ইত্যাদি ভাব।

দোহা— যাঁর কথা গান করে বেদে বুধে মুনিগণ করে যাঁর ধ্যান।
তিনি ভক্ত-হিতে দশরথ-সুত অযোধ্যার পতি ভগবান্ ॥১১৮॥

সারমর্ম—সকল বিশ্ব হরিতে আশ্রিত সুতরাং হরি ব্যতীত কিছু সত্য নাই। অসত্য হইলেও বিশ্ব দুঃখ দিয়া থাকে। না জাগিলে যেমন স্বপ্নে মস্তক কর্ত্তন জন্য দুঃখ দূর হয় না। কৃপাল রাঘব আদি অন্তহীন। বেদ বলে—তিনি বিনা পদে চলেন, বিনা হাতে কাজ করেন, বিনা মুখে রসভোগ করেন, বিনা চক্ষুতে দর্শন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাঁর বাহ্য আবরণ মাত্র কিছুতে তাঁহার আসক্তি নাই। ভক্তের হিতের জন্য যেন তিনি জন্মিয়াছেন তিনি দশরথপুত্র ভগবান্ রাম ॥১১৮॥

চৌ—কাসীঁ মরত জন্তু অবলোকী। জাসু নাম বল করউ বিসোকী॥
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী। রঘুবর সব উর অন্তরজামী॥১॥
বিবসহুঁ জাসু নাম নর কহহীঁ। জনম অনেক রচিত অঘ দহহীঁ॥
সাদর সুমিরন জে নর করহীঁ। ভব বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥২॥
রাম সো পরমাতমা ভবানী। তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বানী॥
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ। গ্যান বিরাগ সকল গুন জাহীঁ॥৩॥
সুনি সিব কে ভ্রম ভঞ্জন বচনা। মিটি গৈ সব কুতরক কৈ রচনা॥
ভই রঘুপতি পদ প্রীতি প্রতীতী। দারুন অসম্ভাবনা বীতী॥৪॥
দো— পুনি পুনি প্রভু পদ কমল গহি জোরি পঙ্করুহ পানি।
বোলীঁ গিরিজা বচন বর মনহুঁ প্রেম রস সানি॥১১৯॥

বাংলা অর্থ—অবলোকী—দেখিয়া; বিসোকী—শোকহীন; দহহী—দমন করে; সুমিরন—স্মরণ; গোপদ—গোষ্পদ, (গো ক্ষুরের মত ছোট গর্ত্ত); পরমাতমা—পরমাত্মা; জাহী—চলিয়া যায়, (নাশ হয়); বীতি—চলিয়া গেল। (চৌ—১-৪; দো-১১৯)।

চৌ—কাশীধামে মৃত্যুকালে জীবেরে হেরিয়া, যাঁর নামবলে দেই বিশোক করিয়া॥
*তিনি মম প্রভু রাম চরাচর-স্বামী। রঘুবর যিনি সর্ব্বজীব-অন্তর্যামী॥১॥
বিবশে তাঁহার নাম নরে যদি লয়। বহুজন্মার্জিত তার হয় পাপক্ষয়॥
সমাদরে সেই নাম যদি কেহ স্মরে। গোষ্পদের ন্যায় ভব-বারিধি সে তরে॥২
সেই রামে পরমাত্মা জানো হে ভবানি! তাহে ভ্রম তব ইহা অনুচিত বাণী॥
হৃদয়ের মাঝে রহে যদি এ সংশয়। জ্ঞান-বিরাগাদি গুণ সব নাশ হয়॥৩॥
শুনি শিব-মুখে ভ্রম-ভঞ্জন বচন। মিটে গেল যত সব কুতর্ক-রচন॥
রঘুপতি-পদে প্রীতি প্রতীতি আসিল। ছিল যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভবিল॥৪॥
দোহা— পুন পুন ধরি প্রভু-পাদপদ্ম জোড় করি দুটী পদ্মপাণি।
হিমগিরি-সুতা কহিতে লাগেন প্রেমরস-পরিপূর্ণ বাণী॥১১৯॥

সারমর্ম—শিব বলিতেছেন—কাশীতে মৃত্যুকালে রামমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই তাহাকে মুক্ত করি। তিনি আমার প্রভু ও চরাচর স্বামী। শিবমুখে রামের সম্বন্ধে এই কথা

* শ্রীরামতাপনীয়উপনিষৎ।

শুনিয়া ভবানীর মনের কুতর্ক মিটিয়া গেল। রামপদে প্রীতি জন্মিল এবং শিবকে প্রেমপূর্ণ ভাষায় কহিলেন ॥১১৯॥

চৌ—সসি কর সম সুনি গিরা তুম্হারী। মিটা মোহ সরদাতপ ভারী ॥
তুম্হ কৃপাল সবু সংসউ হরেউ। রাম স্বরূপ জানি মোহি পরেউ ॥১॥
নাথ কৃপাঁ অব গয়উ বিষাদা। সুখী ভয়উঁ প্রভু চরন প্রসাদা ॥
অব মোহি আপনি কিঙ্করি জানী। জদপি সহজ জড় নারি অয়ানী ॥২॥
প্রথম জো মৈঁ পূছা সোই কহহূ। জৌঁ মো পর প্রসন্ন প্রভু অহহূ ॥
রাম ব্রহ্ম চিনময় অবিনাসী। সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী ॥৩॥
নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতু। মোহি সমুঝাই কহহু বৃষকেতু ॥
উমা বচন সুনি পরম বিনীতা। রামকথা পর প্রীতি পুনীতা ॥৪॥

দো— হিয়ঁ হরষে কামারি তব সঙ্কর সহজ সুজান।
বহু বিধি উমহি প্রসংসি পুনি বোলে কৃপানিধান ॥১২০(ক)॥

নবাহ্নপারায়ণ পহলা বিশ্রাম।
মাসপারায়ণ চৌথা বিশ্রাম।

সো— সুনু সুভ কথা ভবানি রামচরিতমানস বিমল।
কহা ভুসুণ্ডি বখানি সুনা বিহগ নায়ক গরুড় ॥১২০(খ)॥
সো সংবাদ উদার জেহি বিধি ভা আগেঁ কহব।
সুনহু রাম অবতার চরিত পরম সুন্দর অনঘ ॥১২০(গ)॥
হরি গুন নাম অপার কথা রূপ অগনিত অমিত।
মৈঁ নিজ মতি অনুসার কহউঁ উমা সাদর সুনহু ॥১২০(ঘ)॥

বাংলা অর্থ—পঙ্করুহ—পদ্ম; জোরি—যুড়িয়া; মনহুঁ—মনে কর; সানি—মিশাইয়া; সরদাতপ—শরৎকালের উত্তাপ; জানি পরেউ—জানা পড়িল; মোহি—আমার নিকট; কিংকরি—কিঙ্করী, দাসী; অযানী—অজ্ঞানী; অহহূ—হন; সুজান—সুজ্ঞানী; বিহগ নায়ক—পক্ষিরাজ; ভা—হইল। (চৌ—১-৪; দো—১২০ক-ঘ)।

চৌ—শশিকরসম তব শীতল বচন। শারদ-উত্তাপ-মোহ করে বিনাশন ॥
কৃপালু হইয়া সব সংশয় হরিলে। রামের স্বরূপ মম মানসে ধরিলে ॥১॥
হে দয়াল নাথ! ভব-বিষাদ মিটিল। প্রভু-পাদ-কৃপাবলে সুখ উপজিল ॥
এখন আমারে তব দাসী ব'লে জানি। স্বভাবতঃ জ্ঞানহীনা জড় ব'লে মানি ॥২॥
প্রথমে পুছিনু যাহা কহ তত্ত্বতরে। হে প্রভু! প্রসন্ন যদি রহ আমাপরে ॥
রাম কি চিন্ময় ব্রহ্ম স্বয়ং অবিনাশী। সর্ব্ব-বিবর্জ্জিত সর্ব্ব-হিয়াপুরবাসী ॥৩॥
ধরে নরতনু রাম কিবা তার হেতু। আমারে বুঝায়ে তাহা কহ বৃষকেতু!
উমার বিনীত বাণী শুনি মহেশ্বর। বুঝিয়া পবিত্র প্রীতি রামকথাপর ॥৪॥

দোহা— হরষিত চিত তখন কামারি শঙ্কর সহজ জ্ঞানবান্।
বিবিধ প্রকারে প্রশংসি উমারে ক'ন পুন করুণানিধান ॥১২০(ক)॥
(চারিদিন সঙ্গাপিয়া মাসপরায়ণে। চিরঞ্জীব-সুত নমে রাঘব-চরণে ॥)

(মাসপারায়ণ চতুর্থ বিশ্রাম)

সোরঠা—শুন শুভ কথা তুমি হে ভবানি ! শ্রীরামচরিত-মানস পাবন।
বায়স ভুষুণ্ডি কহেন বাখানি খগেশ গরুড় করিল শ্রবণ ॥১২০খ॥
সে চারু সংবাদ জানিবে উদার কেমনে ঘটিল কহিব এবার ॥
শুন সে বৃত্তান্ত রাম অবতার অতি মনোহর নিষ্পাপ অপার ॥১২০গ॥
হরি গুণ নাম কথা যে অপার অসংখ্য অমিত তাহার বর্ণন।
কহি আমি নিজ মতি অনুসার হে উমা ! সাদরে করহ শ্রবণ ॥১২০ঘ॥

সারমর্ম—পার্ব্বতী শিবকে বলিতেছেন—হে নাথ ! সুমধুর বাক্যে আপনি আমার মনের মোহ ও যাবতীয় সংশয় দূর করিয়া রামের স্বরূপ আমার সম্মুখে ধরিয়াছেন। আপনার কৃপায় আমার মনের বিপদ ঘুচিয়া সুখ লাভ হইয়াছে। এখন আমাকে আপনার মূর্খ দাসী বলিয়া জানিয়া প্রথমে যাহা প্রশ্ন করিয়াছি প্রসন্ন মনে তাহার উত্তর দিন। রাম নিজেই কি অবিনাশী চিন্ময় ব্রহ্ম ? তাঁহার নিজের কিছু নাই অথচ সকলের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেন কেন দয়া করিয়া বুঝাইয়া বলুন। স্বভাবতঃ জ্ঞানী দয়ালু শিব তাহাতে উমারে প্রশংসা করিয়া বলিলেন ॥১২০ক-খ॥

চৌ—সুনু গিরিজা হরিচরিত সুহাএ। বিপুল বিসদ নিগমাগম গাএ ॥
হরি অবতার হেতু জেহি হোঈ। ইদমিত্থং কহি জাই ন সোঈ ॥১॥
রাম অতর্ক্য বুদ্ধি মন বানী। মত হমার অস সুনহি সয়ানী ॥
তদপিঁ সন্ত মুনি বেদ পুরানা। জস কছু কহহিঁ স্বমতি অনুমানা ॥২॥
তস মৈঁ সুমুখি সুনাবউঁ তোহী। সমুঝি পরই জস কারন মোহী ॥
জব জব হোই ধরম কৈ হানী। বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী ॥৩॥
করহিঁ অনীতি জাই নহিঁ বরনী। সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরনী ॥
তব তব প্রভু ধরি বিবিধ সরীরা। হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন পীরা ॥৪॥
দো— অসুর মারি থাপহিঁ সুরন্হ রাখহি নিজ শ্রুতি সেতু।
জগ বিস্তারহিঁ বিসদ জস রাম জন্ম কর হেতু ॥১২১॥

বাংলা অর্থঃ—**বিসদ**—বিশদ, নির্ম্মল ; **ইদমিত্থং**—ঠিক্ এইরূপ ; **জস…তস**—যেমন....তেমন ; **সমুঝি পরই**—বুদ্ধিতে আসিয়াছে ; **সীদহিঁ**—কষ্ট পান ; **হরহিঁ**—হরণ করেন ; **পীরা**—পীড়া ; **থাপহিঁ**—স্থাপন করেন। (চৌ—১-৪ ; দো—১২১)।

চৌ—শুন হে গিরিজা শুভ হরির চরিত। বিপুল নির্ম্মল তাহা বেদাদি-বিদিত ॥
হরি অবতার হেথা যে কারণে হয়। সুনিশ্চয় করি তাহা কেহ নাহি কয় ॥১॥

বাক্য মন বুদ্ধি দিয়া রাম তর্কাতীত। হে সুমতি! মম মতে শুন এ চরিত॥
তথাপি সাধু ও মুনি বেদ ও পুরাণ। যা' কিছু কহেন করি নিজ অনুমান॥২॥
সুমুখি! তোমারে আমি শুনাব তেমন। যতটা বুঝিতে পারি তাহার কারণ॥
যখন যখন হয় ধরমের হানি। বৃদ্ধি পায় অসুর আর হীন অভিমানী॥৩॥
অন্যায় যা' করে তা'রা না পারি বর্ণিতে। কষ্ট পায় বিপ্র ধেনু দেব ধরণীতে॥
বিবিধ শরীর প্রভু করিয়া ধারণ। নাশেন কৃপালু হ'য়ে সজ্জন-পীড়ন॥৪॥
দোহা— অসুরে হানিয়া দেবতারে স্থাপি রাখেন তায় নিজ শ্রুতি-সেতু।
বিশ্বে বিস্তারিয়া সুবিমল যশ ইহা হল রাম জন্মহেতু॥১২১॥

সারমর্ম্ম—হে ভবানি! তুমি এই পবিত্র রামচরিতমানস শ্রবণ কর যাহা কাক ভুশুণ্ডি গরুড়কে শুনাইয়াছিলেন। রাম অবতার কথা যাহা অতি সুন্দর ও ধর্ম্মযুক্ত এবং অসংখ্য প্রকারে তাহার বর্ণনা আছে তাহা তোমাকে শুনাইব। কেন রাম অবতার হইলেন তাহা এত গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও তর্কের অতীত যে কেহ সুনিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না তবু যতটা বুঝিয়াছি এবং বেদ পুরাণাদিতে তাহা যেমনটী আছে তাহা কহিব। যখন যখন সমাজে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে বসে তমোগুণ-সম্পন্ন পাপী অভিমানী ব্যক্তি দ্বারা সমাজ ভরিয়া যায়, সত্ত্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং গোধন বিপন্ন হয় তখন কৃপাধার হরি দুষ্টকে নাশ করিয়া শিষ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদরূপ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বেদের ধারা রক্ষা করিয়া বিশ্বে ভগবানের যশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতেই রাম জন্মের হেতু জানিবে॥১২১॥

চৌ—সোই জস গাই ভগত ভব তরহীঁ। কৃপাসিন্ধু জন হিত তনু ধরহীঁ॥
রাম জনম কে হেতু অনেকা। পরম বিচিত্র এক তেঁ একা॥১॥
জনম এক দুই কহউঁ বখানী। সাবধান সুনু সুমতি ভবানী॥
দ্বারপাল হরি কে প্রিয় দোউ। জয় অরু বিজয় জান সব কোউ॥২॥
বিপ্র শ্রাপ তেঁ দূনউ ভাঈ। তামস অসুর দেহ তিন্হ পাঈ॥
কনককসিপু অরু হাটকলোচন। জগত বিদিত সুরপতি মদ মোচন॥৩॥
বিজঈ সমর বীর বিখ্যাতা। ধরি বরাহ বপু এক নিপাতা॥
হোই নরহরি দূসর পুনি মারা। জন প্রহলাদ সুজস বিস্তারা॥৪॥
দো— ভএ নিসাচর জাই তেই মহাবীর বলবান।
কুম্ভকরন রাবন সুভট সুর বিজঈ জগ জান॥১২২॥

বাংলা অর্থঃ—**তরহীঁ**—উত্তীর্ণ হন; **দোউ**—দুই (জন); **অরু**—আর; **জান**—জানে; **দূসর**—দ্বিতীয়; **কনককসিপু**—হিরণ্যকশিপু; **হাটকলোচন**—হিরণ্যাক্ষ; **মদ মোচন**—গর্ব্বনাশকারী; **বিজঈ**—বিজয়ী; **জন**—(ভক্ত) জন; **সুভট**—সুযোদ্ধা। **জস**—যশ; **দূনউ**—দুই; **শ্রাপ**—শাপ; (চৌ—১-৪; দো—১২২)।
চৌ—তার যশ গাহি ভক্ত ভবাম্বুধি তরে। কৃপাসিন্ধু ধরে তনু জনহিত-তরে॥
রামজন্মহেতু জানো বহু সংখ্যা তার। পরম বিচিত্র তাহা এক হ'তে আর॥১॥

তাহা হ'তে দুএকটী কহিব বাখানি। অবধানপর শুন সুমতি ভবানি! ॥
দ্বারপাল হরিপ্রিয় রহে দুই জন। জয় ও বিজয় নাম জানে সর্ব্বজন ॥২॥
ব্রাহ্মণের শাপ লভি ভাই দুইজন। তামস অসুর দেহ করিল ধারণ ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। ইন্দ্রগর্ব্ব চূর্ণ ক'রে জিনে স্বর্গধাম ॥৩॥
দুই জনে খ্যাতনামা যুদ্ধজয়ী বীর। হরি হানে একে ধরি বরাহ শরীর ॥
নরসিংহরূপে হরি দ্বিতীয়ে হানিল। ভকত প্রহ্লাদ-যশ তাহে বিস্তারিল ॥৪॥

দোহা— নিশাচররূপে বীর বলীয়ান্ জন্মিলেন তাঁরা দুইজন।
সুরজয়ী বলি জানে জগজ্জন কুম্ভকর্ণ সুযোদ্ধা রাবণ ॥১২২॥

সারমর্ম্ম—তাঁর যশ গান করিয়া ভক্তগণ সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হন। জনের কল্যাণ হেতু তাঁহার জন্ম। বহু কারণ এ সম্বন্ধে লিখিত আছে তার মধ্যে দু একটী কহিতেছি শুন—জয় ও বিজয় নামক দুজন হরির দ্বাররক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের শাপে তমোগুণযুক্ত অসুর দেহ ধারণ করেন। তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নাম ধারণ করিয়া ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। হরি বরাহশরীর ধারণ করিয়া একজনকে নিপাত করেন। নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া দ্বিতীয়কে ধ্বংস করেন তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ভক্ত প্রহ্লাদের যশ বিস্তারিত হয়। এই দুইজনই পরজন্মে কুম্ভকর্ণ ও রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥১২২॥

চৌ—মুকুত ন ভএ হতে ভগবানা। তীনি জনম দ্বিজ বচন প্রবানা ॥
এক বার তিন্হ কে হিত লাগী। ধরেউ সরীর ভগত অনুরাগী ॥১॥
কস্যপ অদিতি তহাঁ পিতু মাতা। দসরথ কৌসল্যা বিখ্যাতা ॥
এক কলপ এহি বিধি অবতারা। চরিত পবিত্র কিএ সংসারা ॥২॥
এক কলপ সুর দেখি দুখারে। সমর জলন্ধর সন সব হারে ॥
সম্ভু কিন্হ সংগ্রাম অপারা। দনুজ মহাবল মরই ন মারা ॥৩॥
পরম সতী অসুরাধিপ নারী। তেহিঁ বল তাহি ন জিতহিঁ পুরারী ॥৪॥

দো— ছল করি টারেউ তাসু ব্রত প্রভু সুর কারজ কীন্হ।
জব তেহিঁ জানেউ মরম তব শ্রাপ কোপ করি দীন্হ ॥১২৩॥

বাংলা অর্থ ঃ—মুকুত—মুক্ত; প্রবানা—প্রমাণ, পরিমাণ; ন মরই—মরিল না; ন জিতহিঁ—জয়লাভ করিল না; টারেউ—ভাঙ্গিলেন; কারজ—কার্য্য, কাজ; মার—আঘাত; হতে—হননে; অবতারা—অবতীর্ণ হইলেন; (চৌ—১-৪; দো—১২৩)।

চৌ—ভগবান্ হানে তবু মুক্তি নাহি পায়। দ্বিজশাপে তিন জন্ম আসে আর যায় ॥
হরি নিজে একবার তাঁহাদের লাগি। ধরিলেন দেহ হ'য়ে ভক্ত-অনুরাগী ॥১॥
কশ্যপ অদিতি তাঁর পূর্ব্ব পিতা মাতা। দশরথ ও কৌশল্যা দুই নামে খ্যাতা ॥
এককল্পে হেন মতে ল'য়ে অবতার। পবিত্র চরিত্র ধরি করেন সংসার ॥২॥

আনে জলন্ধর-সনে সমরে নির্জ্জিত-দেবগণে নিরখিয়া পরম দুঃখিত ॥
অপার সংগ্রামে নিজে শিব লিপ্ত হন। শিবের আঘাতে বলী না লভে মরণ ॥৩॥
অসুর-রাজের ছিল এক সতী নারী। তার পুণ্যে তারে নাহি জিনে ত্রিপুরারি ॥৪॥
দো— ছলনা করিয়া সতী ব্রত ভাঙ্গি প্রভু সাধে দেবতা করম।
সে সতী তখন শাপিল হরিরে ক্রুদ্ধ হ'য়ে জানিয়া মরম ॥১২৩॥

সারমর্ম্ম—ভগবান্ নিজে হত্যা করিলেও তারা দুজন মুক্তি পায় নাই। ব্রাহ্মণের শাপে তিন জন্ম তাহাদিগকে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। ভক্তের প্রতি কৃপালু হইয়া হরি নিজেই দেহ ধারণ করিলেন। হরির পূর্ব্ব পিতামাতা ছিলেন কশ্যপ ও অদিতি। দশরথ ও কৌশল্যা এই দুই নামে পরে খ্যাত হইয়াছিলেন। এক কল্পে অবতার হইয়া পবিত্রভাবে সংসারী জীবন যাপন করেন। অপর কল্পে জলন্ধর নামক অসুরের সহিত যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া দুঃখিত হন। সেই অসুরকে শিব মারিতে চাহিলেও সে মরিল না। কারণ তাহার সতীস্ত্রীর পুণ্যে শিব তাহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে হরি ছলনা করিয়া সেই সতীস্ত্রীর পতিব্রতা নষ্ট করিয়া ইষ্ট সিদ্ধি করেন। সতী স্ত্রী তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া হরিকে শাপ দেন ॥১২৩॥

চৌ—তাসু শ্রাপ হরি দীন্হ প্রমানা। কৌতুকনিধি কৃপাল ভগবানা ॥
তহাঁ জলন্ধর রাবন ভয়উ। রন হতি রাম পরম পদ দয়উ ॥১॥
এক জনম কর কারন এহা। জেহি লগি রাম ধরী নরদেহা ॥
প্রতি অবতার কথা প্রভু কেরী। সুনু মুনি বরনী কবিন্হ ঘনেরী ॥২॥
নারদ শ্রাপ দীন্হ এক বারা। কলপ এক তেহি লগি অবতারা ॥
গিরিজা চকিত ভঈঁ সুনি বানী। নারদ বিষ্ণুভগত পুনি গ্যানী ॥৩॥
কারন কবন শ্রাপ মুনি দীন্হা। কা অপরাধ রমাপতি কীন্হা ॥
ইহ প্রসঙ্গ মোহি কহহু পুরারী। মুনি মন মোহ আচরজ ভারী ॥৪॥
দো— বোলে বিহসি মহেস তব গ্যানী মূঢ় ন কোই।
জেহি জস রঘুপতি করহিঁ জব সো তস তেহি ছন হোই ॥১২৪(ক)॥
সো— কহউঁ রাম গুন গাথ ভরদ্বাজ সাদর সুনহু।
ভব ভঞ্জন রঘুনাথ ভজু তুলসী তজি মান মদ ॥১২৪(খ)॥

বাংলা অর্থ—প্রমানা—প্রকৃষ্ট মান; হতি—হত্যা করিয়া; দয়উ—দিলেন; প্রভু কেরী—প্রভুর; ঘনেরী—বিশেষ ভাবে; রমাপতি—লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু; আচরজ—আশ্চর্য্য; ছন—ক্ষণ; গাথ—গাথা, প্রশংসা (চৌ—১-৪, দো—১২৪ক-খ)।

চৌ—তাহার সে অভিশাপে হরি দেন মান। লীলাময় ভগবান করুণানিধান ॥
এ কল্পে সে জলন্ধর রাবণ হইল। রাম সনে যুদ্ধে মরি মোক্ষ সে লভিল ॥১॥
ইহা এক জানো রাম-জনম-কারণ। যাহে রাম করে নর-শরীর ধারণ ॥
শ্রীরাম প্রভুর প্রতি অবতার-কথা। শুন মুনি সবিশেষে কবি ক'ন যথা ॥২॥

নারদ হরিরে শাপ দেন একবার। এক কল্পে সে কারণে হ'ন অবতার॥
গিরিজা চকিত হ'ন শুনি হেন বাণী। নারদ যে বিষ্ণুভক্ত পুন মহাজ্ঞানী ॥৩॥
মুনি শাপ দেন তাঁরে কি হ'ল কারণ? কোন্ দোষে দোষী নিজে রমাপতি হ'ন?॥
কহ মোরে এই তথ্য ওহে ত্রিপুরারি! মুনি-মনে মোহ জন্মে এ আশ্চর্য্য ভারী ॥৪॥

দোহা— হাসিয়া বলেন মহেশ তখন— জ্ঞানী বা মূঢ় কে কোথা রয়।
যাহারে যেমন করে রঘুনাথ তেমন রূপ সে জেনো লয় ॥১২৪ক॥
সোরঠা— গাহি রামগুণ ল'ব নাম রাম ভরদ্বাজ! তুমি সাদরে শুনিবে।
সংসার-মোচন রঘুনাথ-নাম ত্যজি মদ মান তুলসী ভজিবে ॥১২৪॥খ॥

নারদের দর্পচূর্ণ—নারদের অহঙ্কার মানসে জাগিল।
হরির পরীক্ষা তাহা সমূলে নাশিল॥

সারমর্ম্ম—হরি ভগবান সতীস্ত্রীর শাপকে মর্য্যাদা দান করিলেন। যার ফলে সে অসুর জলন্ধর রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিল এবং রামরূপী ভগবানের সহিত যুদ্ধে মোক্ষলাভ করিল। শিব কহিলেন—হরিভক্ত নারদও হরিকে একবার শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। ইহাতে ভবানী বিস্মিত হইয়া শিবকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ নারদের ন্যায় মহামুনির মনেও মোহ উপস্থিত কিরূপে সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বলেন—জগতে মূঢ় বা জ্ঞানী বলিয়া কিছু নাই রাম যাঁহারে যেমন সাজান তিনি তেমনি সাজেন। যাজ্ঞবল্ক্যের ভরদ্বাজের প্রতি এই উক্তি হইতে তুলসীদাস এই শিক্ষা লাভ করিলেন—যে সব মদ মান ত্যাগ করিয়া সেই মূলাধার রামচন্দ্রের ভজনাই সংসার হইতে মুক্তির উপায় ॥১২৪ক-খ॥

চৌ—হিমগিরি গুহা এক অতি পাবনি। বহ সমীপ সুরসরী সুহাবনি॥
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা। দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা ॥১॥
নিরখি সৈল সরি বিপিন বিভাগা। ভয়উ রমাপতি পদ অনুরাগা॥
সুমিরত হরিহি শ্রাপ গতি বাধী। সহজ বিমল মন লাগি সমাধী ॥২॥
মুনি গতি দেখি সুরেস ডেরানা। কামহি বোলি কীন্হ সনমানা॥
সহিত সহায় জাহু মম হেতু। চলেউ হরষি হিয়ঁ জলচরকেতু ॥৩॥
সুনাসীর মন মহুঁ অসি ত্রাসা। চহত দেবরিষি মম পুর বাসা॥
জে কামী লোলুপ জগমাহীঁ। কুটিল কাক ইব সবহি ডেরাহীঁ ॥৪॥
দো— সূখ হাড় লৈ ভাগ সঠ স্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছীনি লেই জনি জান জড় তিমি সুরপতিহি ন লাজ ॥১২৫॥

বাংলা অর্থঃ—**সুরসরী**—সুরসরিৎ, গঙ্গা; **সুহাবনি**—সুন্দর; **ভাবা**—ভাল লাগিল; **বাধী**—বাধাপ্রাপ্ত হইল; **লাগি**—লাগিল; **ডেরানা**—ভয় পাইলেন; **জাহু**—যাও; **জলচর কেতু**—মীনকেতু, কামদেব; **সুনাসীর**—ইন্দ্র; **সূখ**—শুষ্ক; **ভাগ**—পলায়; **স্বান**—শ্বা, কুকুর; **জনি**—না; **ছীনি**—ছিনাইয়া। (চৌ—১-৪; দো—১২৫)।

চৌ—পরম পাবনী হিম-গিরি-গুহা রহে   উহার সমীপে চারু সুরধুনী বহে ॥
পবিত্র আশ্রম চারু সেথা এক রয়।   হেরিয়া নারদ-মন ভাবাবিষ্ট হয় ॥১॥
নিরখি পর্ব্বত-নদী-বিপিন-বিভাগ।   রমাপতি-পদে তাঁর জন্মে অনুরাগ ॥
হরিপ্রেমে প্রজাপতি-শাপ উন্মোচিল।   মুনির বিমল চিত্ত সমাধি লভিল ॥২॥
মুনির সমাধি ইন্দ্রে ভয় আনি দিল।   পরম আদরে কামে ডাকিয়া কহিল— ॥
সহকারী-সহ তুমি যাও মম হেতু।   হরষিত মনে চলে তথা মীনকেতু ॥৩॥
দেবেন্দ্র-মানসে এই লাগিল তরাস।   দেবর্ষি চাহিছে মনে মম পুরে বাস।
ধরামাঝে যেই জন কামী লোভী হয়। কাক-সম সবাকারে করিবে সে ভয় ॥৪॥
দোহা—   শুষ্ক অস্থি লয়ে   কুকুর পলায়,   হেরে সে যখন পশুরাজ।
মূর্খ ভাবে মনে— ছিনিয়া লইবে   ইন্দ্রের তেমনি নাহি লাজ ॥১২৫॥

সারমর্ম—হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত গঙ্গাতীরে ইন্দ্রপুরে এক আশ্রম দেখিয়া নারদ ভাবাবিষ্ট মনে হরিপদে তাঁর প্রেম জাগিল এবং তিনি সমাধিস্থ হইলেন। নারদের প্রতি দক্ষ প্রদত্ত শাপ তাহাতে মুক্ত হইল। তখন চির চঞ্চল মুনির সমাধি দেখিয়া ইন্দ্রের ভয় হইল পাছে এমন সুন্দর ইন্দ্রপুরী নারদ চাহিয়া বসে। ফলে ইন্দ্র কামদেবের দ্বারস্থ হইয়া নারদের সমাধি ভঙ্গ করিতে কহিলেন। জগতে কামী ও লোভী জনের ইন্দ্রের মত ভয় হয় পাছে কেহ তার কাম্যদ্রব্য হরণ করে। সিংহকে দেখিয়া কুকুর শুষ্ক হাড়ের টুক্রা লইয়া পলাইতে থাকে। তাহার ভয় পাছে সিংহ ঐ টুকরাটুকু কাড়িয়া লয়। ইন্দ্রেরও সেই অবস্থা হইল এই প্রসঙ্গে গোস্বামী কামীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিলেন ॥১২৫॥

চৌ—তেহি আশ্রমহিঁ মদন জব গয়উ।   নিজ মায়াঁ বসন্ত নিরময়উ ॥
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহুরঙ্গা।   কূজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা ॥১॥
চলী সুহাবনি ত্রিবিধ বয়ারী।   কাম কৃসানু বঢ়াবনিহারী ॥
রম্ভাদিক সুর নারি নবীনা।   সকল অসমসর কলা প্রবীনা ॥২॥
করহিঁ গান বহু তান তরঙ্গা।   বহুবিধি ক্রীড়হিঁ পানি পতঙ্গা ॥
দেখি সহায় মদন হরষানা।   কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা ॥৩॥
কাম কলা কছু মুনিহি ন ব্যাপী।   নিজ ভয়ঁ ডরেউ মনোভব পাপী ॥
সীম কি চাঁপি সকই কোউ তাসূ।   বড় রখবার রমাপতি জাসূ ॥৪॥
দো—   সহিত সহায় সভীত অতি মানি হারি মন মৈন।
গহেসি জাই মুনি চরন তব কহি সুঠি আরত বৈন ॥১২৬॥

বাংলা অর্থঃ—**তেহি**—সেই ; **নিরময়উ**—নির্ম্মাণ করিলেন ; **কূজহিঁ**—কূজন করে ; **গুঞ্জহিঁ**—গুঞ্জন করে ; **বয়ারী**—বায়ু ; **কাম কৃসানু**—কামাগ্নি ; **বঢ়াবনি হারী**—বৃদ্ধিকারী ; **অসম সর**—অসম (বিযোড়) শর, পঞ্চশর (কাম), **পানি পতঙ্গা**—হস্ত কন্দুক (গোলাকার খেলনা দ্রব্য), **হরষানা**—হরষিত হইলেন ; **কীন্হেসি**—করিলেন ; **ন ব্যাপী**—ব্যাপিল না ; **মনোভব**—কাম ; **সীম**—মর্য্যাদা ; **রখবার**—রক্ষক ; **গহেসি**—

গ্রহণ করিলেন ; **স্মুঠি**—সুন্দর ; **আরত**—আর্ত্ত (দীন) ; **বৈন**—বচন ; **মন মৈন**—মনে মনে ; **তান তরঙ্গী**—সুরের ঢেউ ; (চৌ—১-৪ ; দো—১২৬)।

চৌ—সে আশ্রমে কাম তদা হ'য়ে উপনীত, মায়া-বলে করিলেন বসন্ত রচিত ॥
বিচিত্র কুসুম সেথা তরুরাজি ধরে, কোকিল কূজনপর ভ্রমর গুঞ্জরে ॥১॥
ত্রিবিধ সুন্দর বায়ু তখন বহিল। কামানল শিখা তাহে বাড়িয়া চলিল ॥
রম্ভা আদি সুরনারী সকল নবীনা। চলে দলে দলে কাম-কলাতে প্রবীণা ॥২॥
তরঙ্গিত বহু তানে তারা গান করে। বহুধা কন্দুকে খেলা করে নিজ করে ॥
সহচরে হেরি কাম হয় হরষিত। পুন নানারূপে করে প্রপঞ্চ রচিত ॥৩॥
কামকলা কিছু নাহি মুনিরে মোহিল। পাপী কামে মৃত্যুভয় তাহে উপজিল ॥
আপনি রক্ষক প্রভু রমাপতি যাঁর। তারে চাপি রাখে হেন শক্তি আছে কার ॥৪॥
দোহা— কাম মনে মনে পরাজয় মানি ধরিলেন মুনির চরণ।
সহচর-সহ অতি ভয়ে ভয়ে প্রকাশিয়া মিনতি-বচন ॥১২৬ ॥

সারমর্ম্ম—ইন্দ্রের আহ্বানে কাম উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়া নারদমুনির সমাধিভঙ্গে তৎপর হইলেন। রম্ভা আদি সুরনারীরা যারা কাম কলাতে নিপুণা ছিলেন তাঁহারাও কামের সহায় হইলেন কিন্তু মুনির মন টলিল না ; ফলে কামের মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল। স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান যাহার রক্ষক তাহাকে টলায় এমন সাধ্য কার? কাম পরাজয় মানিয়া মুনির চরণ ধরিয়া স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিলেন ॥১২৬॥

চৌ—ভয়উ ন নারদ মন কছু রোষা। কহি প্রিয় ৰচন কাম পরিতোষা ॥
নাই চরন সিরু আয়সু পাঈ। গয়উ মদন তব সহিত সহাঈ ॥১॥
মুনি সুসীলতা আপনি করনী। সুরপতি সভা জাই সব ৰরনী ॥
সুনি সব কেঁ মন অচরজু আবা। মুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাবা ॥২॥
তব নারদ গবনে সিব পাহীঁ। জিতা কাম অহমিতি মন মাহীঁ ॥
মার চরিত সঙ্করহি সুনাএ। অতি প্রিয় জানি মহেস সিখাএ ॥৩॥
ৰার ৰার ৰিনবউঁ মুনি তোহী। জিমি ইহ কথা সুনায়হু মোহী ॥
তিমি জনি হরিহি সুনাবহু কবহূঁ। চলেহুঁ প্রসঙ্গ দুরাএহু তবহূঁ ॥৪॥
দো— সম্ভু দীন্হ উপদেস হিত নহিঁ নারদহি সোহান।
ভরদ্বাজ কৌতুক সুনহু হরি ইচ্ছা ৰলবান ॥১২৭॥

বাংলা অর্থঃ—**পরিতোষা**—তুষ্ট করিলেন ; **করনী**—কার্য্য ; **ৰরনী**—বর্ণনা করিল ; **আবা**—আসিল ; **মার**—কামদেব ; **তোহী**—তোমাকে ; **সুনাএহু**—শুনাইয়াছ ; **সুনাবহু**—শুনাইবে ; **দুরাএহু**—গোপন করিবে, **তবহুঁ**—তখনও ; **সোহান**—শোভন ; **মো হী**—আমাকে ; **কবহু**—কভু ; (চৌ—১-৪ ; দো-১২৭)।

চৌ—নারদের মনে তাহে না হইল রোষ। প্রিয় কথা কহি কামে করে পরিতোষ ॥
চরণে মস্তক নমি আদেশ লভিয়া। সহচর-সহ কাম গেলেন চলিয়া ॥১॥

নারদের সুশীলতা করম আপন। ইন্দ্র-সভাস্থলে কাম করেন বর্ণন ॥
শুনিয়া সকলে মনে বিস্ময় মানিল। মুনিবরে প্রশংসিয়া হরিরে নমিল ॥২॥
মুনিবর শিবপার্শ্বে উপনীত হন। কামজয়-অভিমানে ভরা ছিল মন ॥
কামের চরিত তিনি শিবেরে শুনান। অতি প্রিয় জানি তাঁরে মহেশ শিখান ॥৩॥
হে মুনি বিনতি করি বহুশঃ তোমায়— যেমনে একথা তুমি শুনালে আমায়—
তেমনে হরিরে যেন কভু না শুনাও। প্রসঙ্গ চলেও যদি তথাপি লুকাও ॥৪॥
দোহা— শম্ভু দান করে হিত উপদেশ মুনি তাহে গুরুতা না দেন।
ভরদ্বাজ ! শুন কেমন কৌতুক শ্রীহরির ইচ্ছা বলবান্ ॥১২৭॥

সারমর্ম—অবশেষে নারদ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সহচরসহ কামদেবকে বিদায় দিলেন। নারদের এই অদ্ভুত কর্মের কথা কামদেব ইন্দ্রসভাস্থলে বর্ণনা করিতে সকলে মুনিকে প্রশংসা করিয়া হরির প্রতি শ্রদ্ধাপর হইলেন। অতঃপর নারদ কাম জয় করিয়াছেন এই অভিমানভরা মন লইয়া শিবের নিকটে উপনীত হইয়া শিবেরে সব কথা শুনাইলেন। নারদ শিবের অতি প্রিয় জানিয়া শিব নারদকে পুনঃ পুনঃ বিনতি করিয়া জানাইলেন—যেভাবে তুমি আমাকে একথা জানাইয়াছ এমনিভাবে হরিকে একথা শুনাইবেনা। এ প্রসঙ্গ উঠিলে তুমি বরং একথা তাঁহার কাছে লুকাইবে। শম্ভুর এই উপদেশে মুনি গুরুত্ব দিলেন না—যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে বলিতেছেন হে ভরদ্বাজ এ ব্যাপার লইয়া কি কৌতুক চলিল শুন হরির ইচ্ছা কেমনে বলবতী হয় ॥১২৭॥

চৌ—রাম কীন্হ চাহহিঁ সোই হোঈ। করৈ অন্যথা অস নহি কোঈ ॥
সম্ভু বচন মুনি মন নহিঁ ভাএ। তব বিরঞ্চি কে লোক সিধাএ ॥১॥
এক বার করতল বর বীনা। গাবত হরি গুন গান প্রবীনা ॥
ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথা। জহঁ বস শ্রীনিবাস শ্রুতিমাথা ॥২॥
হরষি মিলে উঠি রমানিকেতা। বৈঠে আসন রিষিহি সমেতা ॥
বোলে বিহসি চরাচর রায়া। বহুতে দিনন কীন্হি মুনি দায়া ॥৩॥
কাম চরিত নারদ সব ভাষে। জদ্যপি প্রথম বরজি সিবঁ রাখে ॥
অতি প্রচণ্ড রঘুপতি কৈ মায়া। জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া ॥৪॥
দো— রূখ বদন করি বচন মৃদু বোলে শ্রীভগবান।
তুম্হের সুমিরন তেঁ মিটহিঁ মোহ মার মদ মান ॥১২৮॥

বাংলা অর্থঃ—কীন্হ চাহহি—করিতে চান; **করৈ**—করিবে; **নহি ভাএ**—ভাল লাগিল না; **সিধাএ**—সোজা চলিলেন; **বস**—বাস করেন; **দিনন্হ**—দীনের প্রতি; **শ্রুতিমাথা**—বেদের মস্তকস্বরূপ; **ভাষে**—বলিলেন; **বরজি রাখে**—নিষেধ করিয়াছিলেন, **অস**—এমন; **জায়া**—জন্মিয়াছে; **রূখ**—রুক্ষ; **মার**—কাম; **মদ**—অহঙ্কার; **শ্রীনিবাস**—লক্ষ্মী যাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (বিষ্ণু); **ভাষে**—বলিলেন; (চৌ—১-৪, দো—১২৮)।

চৌ—রাম যা' করিতে চা'ন তাহাই ঘটিবে। হেন কেহ নাই যে তা' অন্যথা করিবে ॥
ভাল না লাগিল তাঁর শম্ভুর বচন। তথা হ'তে ব্রহ্মলোক করেন গমন ॥১॥
একবার করে ল'য়ে নিজ বরবীণ। হরিগুণ গানে রত নারদ প্রবীণ ॥
ক্ষীরসিন্ধু মুনিবর করেন গমন। রমাপতি বেদপূজ্য যেথা নারায়ণ ॥২॥
কৃপাধাম হরষিত উঠেন মিলিতে। আসন নিলেন পুন ঋষির সহিতে ॥
চরাচররাজ তাঁকে ক'ন হাস্যভরে। মুনি ! হেথা দয়া তব বহুদিন পরে ॥৩॥
কামজয়-কথা মুনি—বিষ্ণুরে জানান। ইথে ক'রেছেন শিব আগে সাবধান ॥
রঘুপতি-মায়া অতি ভীষণ অপার। বিশ্বে কেবা জন্মে হেন যে না বশ তার ॥৪॥

দোহা— শুষ্ক মুখ করি কহেন বচন মৃদুমন্দ-স্বরে ভগবান্।
তোমারে স্মরিলে মিটিবে সবার কাম-মোহ-মদ-অভিমান ॥১২৮॥

সারমর্ম্ম—রাম যাহা কহিবেন তাহা অবশ্য ঘটিবে—এই কথা মুনির মনে ভাল লাগিল না। অতঃপর একবার নারদ ব্রহ্মলোকে বীণা ল'য়ে হরিগুণগান করিতে করিতে বিষ্ণু ভগবানের নিকট উপস্থিত হন। মুনিকে দেখিয়া ভগবান্ উঠিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পুন উভয়ে আসন লইলে মুনি কামের সকল কথা পরিচয় দিলে ভগবান্ বলিলেন—এবার তোমাকে স্মরণ করিলে সকলের কাম, মোহ, মদ অবসান হইবে ॥১২৮॥

চৌ—সুনু মুনি মোহ হোই মন তাকেঁ। গ্যান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকেঁ।
ব্রহ্মচরজ ব্রত রত মতিধীরা। তুম্হি কি করই মনোভব পীরা ॥১॥
নারদ কহেউ সহিত অভিমানা। কৃপা তুম্হারি সকল ভগবানা ॥
করুনানিধি মন দীখ বিচারী। উর অঙ্কুরেউ গরব তরু ভারী ॥২॥
বেগি সো মৈঁ ডারিহউঁ উখারী। পন হমার সেবক হিতকারী ॥
মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ। অবসি উপায় করবি মৈঁ সোঈ ॥৩॥
তব নারদ হরিপদ সির নাঈ। চলে হৃদয় অহমিতি অধিকাঈ ॥
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরী। সুনহু কঠিন করনী তেহি কেরী ॥৪॥

দো— বিরচেউ মগ মহুঁ নগর তেহিঁ সত জোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাস পুর তেঁ অধিক রচনা বিবিধ প্রকার ॥১২৯॥

বাংলা অর্থঃ—তাকে—তাহার; জাকে—যাহার; অঙ্কুরেউ—অঙ্কুরিত হইয়াছে; ডারিহউ—ফেলিব; উখারী—উপড়াইয়া; মুনি কর—মুনির; করবি—করিব; তেহি কেরী—তাহার; তেহি—সেই; সত—শত। (চৌ—১-৪, দো-১২৯)।

চৌ—শুন মুনি ! জন্মে মোহ মানসে তাহার। না রহে বিরাগ-জ্ঞান হৃদয়ে যাহার ॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে রত তুমি ধীরমতি। দিতে পীড়া পারে কভু তোমা রতিপতি ॥১॥
উত্তরে নারদ ক'ন সহ অভিমান— তব কৃপা কি না করে ওহে ভগবান্ ॥
করুণানিধান মনে চিন্তেন বিচারি— মুনি-হৃদে অঙ্কুরিত গর্ব্বতরু ভারী ॥২॥

সত্বর করিয়া সেই তরু উৎপাটন। ভক্তহিত সিদ্ধ করি এই মম পণ॥
হবে মুনিহিত—মিটে কৌতুক আমার। অবশ্য করিব আমি উপায় তাহার ॥৩॥
হরি-পদে নত-শির হ'য়ে মুনিবর। চলেন মানসে গর্ব্ব ধরি ঘোরতর॥
লক্ষ্মীপতি নিজ-মায়া করেন বিস্তার। করহ শ্রবণ এবে ভীষণতা তার ॥৪॥

মোহিনী-স্বয়ম্বরে নারদের মোহভঙ্গ

দোহা— হরির মায়াতে পথের মাঝারে চারিশত যোজন বিস্তার।
রচিল যে পুরী সুষমা অধিক বিষ্ণুলোক হইতে তাহার ॥১২৯॥

সারমর্ম—তোমাকে কখন রতিপতি কাম পীড়া দিতে পারে ? তুমি জ্ঞানী ব্রহ্মচারী ধীর ও বৈরাগ্যবান। তদুত্তরে নারদ কন—সবই তোমার কৃপায় সম্ভব হইয়াছে। ভগবান্ বুঝিলেন—মুনির মনে অহঙ্কার হইয়াছে। নারদ ভক্ত হইলেও তাঁহার কল্যাণ জন্য তাঁহার এ অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ভগবান্ নিজ মায়াদ্বারা পথের মাঝে সুদীর্ঘ সুন্দর পুরী রচনা করিলেন ॥১২৯॥

চৌ—বসহিঁ নগর সুন্দর নর নারী। জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী॥
তেহিঁ পুর বসই সীলনিধি রাজা। অগনিত হয় গয় সেন সমাজা ॥১॥
সত সুরেস সম বিভব বিলাসা। রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা॥
বিস্বমোহনী তাসু কুমারী। শ্রীবিমোহ জিসু রূপু নিহারী ॥২॥
সোই হরিমায়া সব গুন খানী। সোভা তাসু কি জাই বখানী॥
করই স্বয়ম্বর সো নৃপবালা। আএ তহঁ অগনিত মহিপালা ॥৩॥
মুনি কৌতুকী নগর তেহিঁ গয়উ। পুরবাসিন্হ সব পূছত ভয়উ॥
সুনি সব চরিত ভূপ গৃহঁ আএ। করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠাএ ॥৪॥
দো— আনি দেখাঈ নারদহি ভূপতি রাজকুমারি।
কহহু নাথ গুন দোষ সব এহি কে হৃদয়ঁ বিচারি ॥১৩০॥

বাংলা অর্থ ঃ—বসহিঁ—বাস করে; হয়—অশ্ব; গয়—হাতী; সুরেস—সুরেশ, ইন্দ্র; জিসু—যাহার; পূছত ভয়উ—পৃষ্ঠ হইলেন; এহি কে—ইহার। সেন—সেনা; সত—শত; খানী—খনি (আকর); (চৌ—১-৪; দো—১৩০)।

চৌ—সেই পুরে বাস করে চারু নরনারী। যেন মনসিজ-রতি হ'ন তনুধারী॥
রাজা শীলনিধি যাঁর সেই পুরে বাস। যেথা বহু হস্তী অশ্ব সৈন্যের আবাস ॥১॥
শত-ইন্দ্র-সম তা'র বৈভব-বিলাস। রূপ তেজ বল নীতি করে সেথা বাস॥
বিশ্ববিমোহিনী এক তাঁহার কুমারী। লক্ষ্মী মুগ্ধ হ'ন যার সুষমা নেহারি ॥২॥
সে যে হরিমায়া সর্ব্ব গুণের আকর। কেমনে বাখানি তা'র রূপ মনোহর॥
নৃপবালা করে সেথা নিজ স্বয়ম্বর। সে সভাতে আসিলেন বহু নৃপবর ॥৩॥
কৌতুকী নারদ সেথা গমন করেন। পুরবাসী জনগণে সকল পুছেন॥
সব কথা শুনি মুনি রাজগৃহে যা'ন। নৃপতি পূজিয়া তাঁরে সেথায় বসান ॥৪॥

দোহা— নিজ তনয়ারে দেখা'য়ে নৃপতি মুনিবর নারদেরে ক'ন।
বলুন বিচারি দোষ গুণ ধরে এ কুমারী হে নাথ! কেমন ॥১৩০॥

সারমর্ম—সেই মায়াপুরে কাম ও রতির দেহের ন্যায় বহু মানব সৃষ্ট হইল যেখানে রাজা শীলনিধি বহু ঐশ্বর্য্য, অশ্ব, হস্তী, সৈন্য সহ বাস করিলেন এবং তাহার কন্যা লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দরী রূপে দেখা গেল। সেই কন্যার স্বয়ম্বর সভা আহূত হইল যেখানে বহু নৃপ আসিলেন কৌতুকী নারদও আসিলেন। তখন রাজা কন্যাকে দেখিয়া তাহার দোষগুণ বিচার করিতে বলিলেন ॥১৩০॥

চৌ—দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী। বড়ী বার লগি রহে নিহারী ॥
লচ্ছন তাসু বিলোকি ভুলানে। হৃদয়ঁ হরষ নহিঁ প্রগট বখানে ॥১॥
জো এহি বরই অমর সোই হোঈ। সমরভূমি তেহি জীত ন কোঈ ॥
সেবহিঁ সকল চরাচর তাহী। বরই সীলনিধি কন্যা জাহী ॥২॥
লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে। কছুক বনাই ভূপ সন ভাষে ॥
সুতা সুলচ্ছন কহি নৃপ পাহীঁ। নারদ চলে সোচ মন মাহীঁ ॥৩॥
করৌঁ জাই সোই জতন বিচারী। জেহি প্রকার মোহি বরৈ কুমারী ॥
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা। হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা ॥৪॥

দো— এহি অবসর চাহিঅ পরম সোভা রূপ বিসাল।
জো বিলোকি রীঝৈ কুঅঁরি তব মেলৈ জয়মাল ॥১৩১॥

বাংলা অর্থঃ—**বিসারী**—বিস্মৃত হইলেন; **বড়ী বার লগি**—বহুক্ষণ ধরিয়া; **ভুলানে**—(মন) ভুলাইবার যোগ্য; **প্রগট**—প্রকাশ্যরূপে; **বরই**—বরণ করিবে; **জীত ন**—জয় করিবে না; **কছুক**—কিছু; **বনাই**—কল্পনা করিয়া; **ভাষে**—বলিল; **সোচ চলে**—চিন্তা করিতে করিতে চলিল; **করৌ**—করিব; **চাহিঅ**—চাহিবে; **রীঝৈ**—সন্তুষ্ট হইবে; **কুঅঁরি**—কুমারী; **কবন**—কোন্। (চৌ—১-৪; দো—১৩১)।

চৌ—রূপ হেরি মুনি নিজ বিরাগ বিস্মরে। বহুক্ষণ পুন তারে হেরে আঁখি-ভরে ॥
তাহার লক্ষণে হেরি মোহিনীর রূপ। মুনি হিয়া হরষিত, না কহে স্বরূপ ॥১॥
চিন্তে—যে বরিবে তারে অমর হইবে। সমর-ভূমিতে কেহ তা'রে না জিনিবে ॥
সর্ব্বচরাচর তা'র নিত্য সেবা দিবে। শীলনিধি-কন্যা যারে বরণ করিবে ॥২॥
লক্ষণ বিচারি সব লুকালেন মনে। মন গড়া করি কিছু ক'ন রাজা-সনে ॥
সুতা সুলক্ষণা তাহা নৃপপার্শ্বে ক'ন। নারদ চিন্তিয়া মনে চলেন তখন— ॥৩॥
করিব যতন হেন বিচার করিয়া। যাহে মোরে এ কুমারী লইবে বরিয়া ॥
মুনি আর জপ তপ কিছু না আচরে। কেমনে মিলিবে বালা শুধু চিন্তা করে ॥৪॥

দোহা— এ কাজের তরে হবে প্রয়োজন চারু রূপ বেশ সুশোভন।
সে সব হেরিয়া বালা তুষ্ট হবে বরমাল্য মিলিবে তখন ॥১৩১॥

সারমর্ম—সে রূপ দেখিয়া মুনি বৈরাগ্য ভুলিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে এই কন্যা যারে বরণ করিবে সে অজেয় হইবে এবং পৃথিবীর সকলে তাহাকে সেবা করিবে। কন্যা অতি সুলক্ষণা। নারদ কিন্তু মনে মনে এই চিন্তা করিলেন এমন উপায় চাই যাহাতে এই কন্যা তাঁহাকেই বরণ করে। উত্তম রূপ এবং উত্তম বেশভূষা হইলেই এ কন্যা তাঁহাকে (নারদকে) বরণ করিবে ॥১৩১॥

চৌ—হরি সন মাগৌঁ সুন্দরতাঈ। হোইহি জাত গহরু অতি ভাঈ ॥
মোরেঁ হিত হরি সম নহিঁ কোউ। এহি অবসর সহায় সোই হোউ ॥১॥
বহুবিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা। প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা ॥
প্রভু বিলোকি মুনি নয়ন জুড়ানে। হোইহি কাজু হিএঁ হরষানে ॥২॥
অতি আরতি কহি কথা সুনাঈ। করহু কৃপা করি হোহু সহাঈ ॥
আপন রূপ দেহু প্রভু মোহী। আন ভাঁতি নহি পাবৌঁ ওহী ॥৩॥
জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা। করহু সো বেগি দাস মৈঁ তোরা ॥
নিজ মায়া বল দেখি বিসালা। হিয়ঁ হঁসি বোলে দীনদয়ালা ॥৪॥
দো— জেহি বিধি হোইহি পরম হিত নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা হমার ॥১৩২॥

বাংলা অর্থ—মাগৌঁ—মাগিব, চাহিব ; **গহরু**—বিলম্ব ; **জুড়ানে**—জুড়াইল ; **হরষানে**—হরষিত হইল ; **আরতি**—আর্তি, দীনতা ; **আন্‌ভাঁতি**—অন্য প্রকারে ; **ওহী**—উহাকে ; **বেগি**—ত্বরিৎ ; **মৃষা**—মিথ্যা ; **ভাঈ**—ভাই। (চৌ—১-৪ ; দো—১৩২)।

চৌ—হরিপার্শ্বে ভুরিরূপ চাহিতে বাসনা। কালের বিলম্বে মনে বড়ই ভাবনা ॥
হরি-সম মম কেহ নহে হিতকারী। উদ্দেশ্য সাধিব আমি সাহায্যে তাঁহারি ॥১॥
করিলে মিনতি মনে মুনি বহুক্ষণ। কৌতুকী দয়াল প্রভু প্রকটিত হ'ন ॥
প্রভুরে বিলোকি তাঁর জুড়ায় নয়ন। কার্য্যসিদ্ধি ধ্রুব চিন্তি—প্রমুদিত মন ॥২॥
দীনভাবে প্রভু-পদে করেন জ্ঞাপন। কৃপা করি তিনি যেন সহায়ক হ'ন ॥
হে প্রভু! আপন-রূপ দাও হে আমারে। অন্য পথ নাহি হেরি কন্যা লভিবারে ॥৩॥
আচরি যে বিধি নাথ! হয় মম হিত। ভব দাস মানি তাহা করহ ত্বরিত ॥
হরি নিজ মায়াবল বুঝেন বিশাল। মনে মনে হাঁসি ক'ন সে দীনদয়াল ॥৪॥
দোহা— যে উপায়ে অতি শুভ হে নারদ! হইবেই শুনহ তোমার।
তাহাই সাধিব কিছু নহে আন্‌ নহে মিথ্যা বচন আমার ॥১৩২॥

সারমর্ম—মুনি হরির নিকট রূপ চাহিতে ইচ্ছা করিয়া দ্রুত বিনীত বচনে প্রার্থনা করিলে হরি তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। হরিকে দেখিয়া অতি প্রীত হইয়া নারদ প্রার্থনা করিলেন যে তোমার মত রূপ আমাকে দাও। যে পথে আমার কল্যাণ হয় তাহা তুমি অবশ্য সাধন কর। আমি তোমার দাস বলিয়া জানিবে। হরি বলিলেন—যাহাতে তোমার পরম মঙ্গল হয় আমি তাহা সাধিব ॥১৩২॥

চৌ—কুপথ মাগ রুজ ব্যাকুল রোগী। বৈদ ন দেই সুনহু মুনি জোগী॥
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ। কহি অস অন্তরহিত প্রভু ভয়উ ॥১॥
মায়া বিবস ভএ মুনি মূঢ়া। সমুঝী নহিঁ হরি গিরা নিগূঢ়া॥
গবনে তুরত তহাঁ রিষিরাঈ। জহাঁ স্বয়ম্বর ভূমি বনাঈ ॥২॥
নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা। বহু বনাব করি সহিত সমাজা॥
মুনি মন হরষ রূপ অতি মোরেঁ। মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরেঁ ॥৩॥
মুনি হিত কারন কৃপানিধানা। দীন্হ কুরূপ ন জাই বখানা॥
সো চরিত্র লখি কাহুঁ ন পাবা। নারদ জানি সবহিঁ সির নাবা ॥৪॥

দো— রহে তহাঁ দুই রুদ্র গন তে জানহিঁ সব ভেউ॥
বিপ্রবেষ দেখত ফিরহিঁ পরম কৌতুকী তেউ ॥১৩৩॥

বাংলা অর্থঃ—**কুপথ**—কুপথ্য; **রুজ**—রোগ; **বৈদ**—বৈদ্য; **ঠয়উ**—স্থির করিয়াছি; **অন্তরহিত**—অন্তর্হিত; **বনাব**—সাজসজ্জা; **আনহি**—অন্যকে; **ভোরে**—ভুলিয়াও; **চরিত্র**—ঘটনা; **লখি**—লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া; **ভেউ**—ভেদ, রহস্য; **দেখত ফিরহিঁ**—দেখিয়া ফিরিতে লাগিল; **তেউ**—তাহারা। (চৌ—১-৪; দো—১৩৩)।

চৌ—কুপথ্য মাগিবে যদি রোগাতুর রোগী। বৈদ্য নাহি দিবে কভু শুন মুনি যোগী।
হেন চিন্তি হিত তব সাধিব নিশ্চিত। এই কথা কহি প্রভু হ'ন অন্তর্হিত ॥১॥
মায়ায় বিবশ হ'য়ে মুনি মূঢ় হ'ন। নিগূঢ় হরির কথা না বুঝি তখন॥
ত্বরা করি পঁহুছেন ঋষিরাজ সেথা। স্বয়ম্বর-সভাস্থল বিরচিত যেথা ॥২॥
রাজগণ নিজ নিজ আসন উপরে। স্বসমাজ বসিলেন সাজসজ্জা ক'রে॥
ভাবে মুনি মনে চিন্তি নিজের স্বরূপ—মোরে ত্যজি বরিবে না বালা অন্য ভূপ ॥৩॥
মুনির মঙ্গল-তরে কৃপার নিধান। দিলেন কুরূপ হেন কে করে বাখান॥
কিন্তু এ ব্যাপার কারো জানা নাহি ছিল। নারদে চিনিয়া নতি জ্ঞাপন করিল ॥৪॥

দোহা— ছিল যে তথায় দুই রুদ্রচর রহস্য ভেদিতে সুকৌশলী।
বিপ্রবেশ ধরি ঘুরি ফিরি দেখে তাহারা পরম কৌতুহলী।১৩৩॥

সারমর্ম—হরি কহিলেন—হে যোগী! রোগাতুর ব্যক্তি কুপথ্য চাহিলে বৈদ্য তাহা দেয় না। ইহা কহিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। মুনি হরির কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝিলেন না এবং সাজসজ্জা করিয়া স্বয়ম্বর সভায় বসিলেন এবং চিন্তিলেন হরির কৃপায় তাঁহার স্বরূপ নিশ্চিত সুতরাং রাজকন্যা তাঁহাকেই বরণ করিবেন। বাস্তবিক হরি তাঁহাকে স্বরূপ না দিয়া কুরূপ দিলেন। এ তত্ত্ব কেহ বুঝিল না। সকলে নারদকে চিনিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিল ॥১৩৩॥

চৌ—জেহিঁ সমাজ বৈঠে মুনি জাঈ। হৃদয়ঁ রূপ অহমিতি অধিকাঈ॥
তহঁ বৈঠে মহেস গন দোউ। বিপ্রবেষ গতি লখই ন কোউ ॥১॥

করহিঁ কূটি নারদহি সুনাঈ। নীকি দীন্হি হরি সুন্দরতাঈ ॥
রীঝিহিঁ রাজকুঅঁরি ছবি দেখী। ইন্হহি বরিহি হরি জানি বিসেষী ॥২॥
মুনিহি মোহ মন হাথ পরাএঁ। হঁসহিঁ সম্ভু গন অতি সচু পাএঁ ॥
জদপি সুনহিঁ মুনি অটপটি বানী। সমুঝি ন পরই বুদ্ধি ভ্রম সানী ॥৩॥
কাহুঁ ন লখা সো চরিত বিসেষা। সো সরূপ নৃপকন্যাঁ দেখা ॥
মর্কট বদন ভয়ঙ্কর দেহী। দেখত হৃদয়ঁ ক্রোধ ভা তেহী ॥৪॥

দো— সখী সঙ্গ লৈ কুঅঁরি তব চলি জনু রাজমরাল।
দেখত ফিরই মহীপ সব কর সরোজ জয়মাল ॥১৩৪॥

বাংলা অর্থঃ—**দোউ**—দুইজন; **লখই**—লক্ষ্য করিল; **কূটি**—ব্যঙ্গ; **নীকি**—ভাল; **রীঝিহি**—সন্তুষ্ট হইবেন; **হরি**—বানর; **পরায়েঁ হাথ**—পরের হাতে; **সচু**—আনন্দ; **অটপটি**—এলোমেলো; **সানী**—মিশ্রিত, সংযুক্ত; **ন লখা**—লক্ষ্য করিল না; **জনু**—যেন; **কর সরোজ**—করপদ্ম। **জদপি**—যদ্যপি। (চৌ—১-৪; দো-১৩৪)।

চৌ—যে সমাজে সেই মুনি নিলেন আসন। রূপ-অভিমান ল'য়ে হিয়াতে আপন ॥
সেথায় ছিলেন শিববেক দুজন। বিপ্র বলি না করেন দৃষ্টি আকর্ষণ ॥১॥
উপহাস করি তাঁরা নারদে শুনান। হরি ক'রেছেন খুব সুন্দরতা দান ॥
এই রূপ হেরি মুগ্ধা রাজার কুমারী। বানর জানিয়া গলে মালা দিবে তাঁরি ॥২॥
পরাধীন-প্রায় হয় মুগ্ধ মুনি মন। চুপি চুপি হাস্য করে সেই শম্ভুগণ ॥
পরিহাস-বাণী মুনি যদ্যপি শুনিল। বুদ্ধিভ্রম-বশে তথ্য বুঝিতে নারিল ॥৩॥
সে তত্ত্ব বিশেষ কারো জানা নাহি ছিল। রাজার কুমারী তার স্বরূপ হেরিল ॥
মর্কট-বদন আর দেহ ভয়ঙ্কর। হেরিয়া কুমারী-হিয়া হ'ল ক্রোধ-পর ॥৪॥

দোহা— সখী সঙ্গে ল'য়ে কুমারী তখন চলে রাজ-মরালীসমান।
সর্ব্বরাজগণে ঘুরি ফিরি হেরে হাতে তার মাল্য শোভমান ॥১৩৪॥

সারমর্ম—মুনি অভিমানে ভরা মনে যেখানে বসিয়াছিলেন সেখানে শিবের অনুচর দুজন ব্রাহ্মণ বলিয়া মুনির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিয়া কহিতেছিল হরি এমন রূপ মুনিকে দিয়াছেন যে রাজকুমারী মুনির গলে মাল্যদান করিবে। মুনি পরিহাস শুনিয়াও বুদ্ধিভ্রম বশতঃ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সে তত্ত্ব কারো জানা ছিল না কিন্তু তাহা কুমারী ভালরূপে বুঝিয়া মুনির মর্কটরূপ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন। হাতে মাল্য লইয়া রাজগণের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন ॥১৩৪॥

চৌ—জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফূলী। সো দিসি তেহিঁ ন বিলোকী ভূলী ॥
পুনি পুনি মুনি উকসহিঁ অকুলাহীঁ। দেখি দসা হর গন মুসুকাহীঁ ॥১॥
ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা। কুঅঁরি হরষি মেলেউ জয়মালা ॥
দুলহিনি লৈ গে লচ্ছিনিবাসা। নৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা ॥২॥

মুনি অতি বিকল মোহঁ মতি নাঠী। মনি গিরি গঈ ছূটি জনু গাঁঠী ॥
তব হর গন বোলে মুস্থকাঈ। নিজ মুখ মুকুর বিলোকহু জাঈ ॥৩॥
অস কহি দোউ ভাগে ভয়ঁ ভারী। বদন দীখ মুনি বারি নিহারী ॥
বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া। তিন্হহি সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া ॥৪॥

দো— হোহু নিসাচর জাই তুম্হ কপটী পাপী দোউ।
হঁসেহু হমহি সো লেহু ফল বহুরি হঁসেহু কোউ ॥১৩৫॥

বাংলা অর্থ—ফূলী—(গর্ব্ব) স্ফীত ; ন বিলোকী—দেখিলেন না ; ভূলী—ভুলিয়াও ; উকসহি—উঠিতে লাগিলেন ; অকুলাহী—আকুল হইলেন ; মেলেউ—মেলাইয়া দিলেন ; তুলহিনি—ক'নে ; লৈ গৈ—লইয়া গেলেন ; নাঠী—নষ্ট হইল ; গিরি গঈ—পড়িয়া গেল ; গাঁঠী—গাঁইট, গাঁট ; মুকুর—দর্পণ ; সরাপ—শাপ ; লেহু—লও ; জাঈ—যাইয়া ; মুস্থকাঈ—স্মিতহাস্যে। (চৌ—১-৪ ; দো—১৩৫)।

চৌ—রূপগর্ব্বে মত্ত মুনি যে দিকে বসিল। সে দিকে না রাজকন্যা ভুলেও চাহিল ॥
ব্যাকুল উদ্বেগ আসি মুনি-মন ভরে। হরগণ দশা হেরি স্মিতহাস্য করে ॥১॥
নৃপতনু ধরি তথা দয়াল চলিল। তাঁহারে কুমারী হৃষ্টা বরমাল্য দিল ॥
কুমারীরে ল'য়ে যা'ন নিজে জনার্দ্দন। রাজা যত ছিল সবে নৈরাশ্যে মগন ॥২॥
মোহবশে মুনি-মতি বিকল হইল। কটিবদ্ধ মণি যেন খসিয়া পড়িল ॥
হরগণ বলিলেন, স্মিতহাস্য ক'রে—দেখ গিয়া নিজরূপ দর্পণ-ভিতরে ॥৩॥
হেন কহি ভীত হ'য়ে দোঁহা পলাইল। জলে নিজ মুখ মুনি দেখিতে চলিল ॥
নিজ-রূপ হেরি মুনি রোষ-পর হ'ন। তাহে রূঢ় অভিশাপ লভে শিবগণ ॥৪॥

দোহা— হইবি রাক্ষস অতঃপর দোঁহা পাপমগ্ন তোরা অতি ক্রূরগণ।
ব্যঙ্গ করি মোরে পাবি তার ফল হেসেছিস হেরি মুনিজন ॥১৩৫॥

সারমর্ম্ম—রূপগর্ব্বে মত্ত মুনি যে দিকে বসিয়াছিলেন রাজকন্যা সে দিকে চাহিলেন না। হরি নৃপতনু ধরিয়া সে সভায় উপস্থিত হইলে রাজকন্যা তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মোহবশে মুনিমন বিকল হইল। হরগণ উপহাসের স্বরে মুনিকে নিজমুখ দর্পণে দেখিতে বলিলেন। জলে মুনি নিজ মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শিবগণ দুজনকে এই অভিশাপ দিলেন—মুনিকে ব্যঙ্গ করার ফল পাইবে। দুই পাপী পরজন্মে রাক্ষস হইবে ॥১৩৫॥

চৌ—পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা। তদপি হৃদয়ঁ সন্তোষ ন আবা ॥
ফরকত অধর কোপ মন মাহীঁ। সপদি চলে কমলাপতি পাহীঁ ॥১॥
দেহউঁ শ্রাপ কি মরিহউঁ জাঈ। জগত মোরি উপহাস করাঈ ॥
বীচহিঁ পন্থ মিলে দনুজারী। সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী ॥২॥
বোলে মধুর বচন সুরসাঈঁ। মুনি কহঁ চলে বিকল কী নাঈঁ ॥
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা। মায়া বস ন রহা মন বোধা ॥৩॥

পর সম্পদা সকহু নহিঁ দেখী। তুম্হরে ইরিষা কপট বিসেষী ॥
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু। সুরন্হ প্রেরি বিষ পান করায়হু ॥৪॥
দো— অসুর সুরা বিষ সঙ্করহি আপু রমা মনি চারু।
স্বারথ সাধক কুটিল তুম্হ সদা কপট ব্যবহারু ॥১৩৬॥

বাংলা অর্থ—**তদপি**—তথাপি; **ফরকত**—কাঁপিতে লাগিল; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ, **শ্রাপ**—শাপ, **বীচহিঁ**—মধ্য; **দনুজারী**—দানবারি বিষ্ণু; **সুরসাঈ**—সুরস্বামী; **নাঈ**—তুল্য; **ইরিষা**—ঈর্ষা; **বৌরায়হু**—পাগল করিয়াছ; **স্বারথ**—স্বার্থ; **পাহীঁ**—পার্শ্বে; **মথত**—মন্থন করিয়া **মনি**—(কৌস্তুভ) মণি। (চৌ—১-৪, দো—১৩৬)।

চৌ—হেরিলেন জলে মুনি স্বরূপ যখন। তাহাতেও তুষ্ট নাহি হ'ল তাঁর মন ॥
কোপবশ হইলেন কম্পিত অধর। চলিলেন বিষ্ণুপার্শ্বে হ'য়ে ত্বরাপর ॥১॥
চিন্তিলেন—শাপিব বা সঁপিব পরাণ। বিশ্বে বিষ্ণু করে মোরে পরিহাসস্থান ॥
মধ্যপথে মুনিবর বিষ্ণুরে হেরিল। রমা ও রাজার কন্যা সঙ্গে তাঁর ছিল ॥২॥
মিষ্টভাষে মুনিবরে সুরস্বামী ক'ন। পাগলের মত কোথা করিছ গমন ॥
শুনি তাহা মুনি-মনে রোষ উপজিল। মায়াবশে তাঁর চিত্তে জ্ঞান নাহি ছিল ॥৩॥
কহেন—পরের বৃদ্ধি না পার সহিতে। মনে রাখো হিংসা, জানো ক্রূর আচরিতে ॥
সমুদ্র-মন্থনে শিবে পাগল করিলে। দেবগণে নাহি দিয়া তাঁরে বিষ দিলে ॥৪॥
দোহা— শিবে বিষ দাও দৈত্যে দাও সুরা নিজে রাখ রমা ও রতন।
স্বার্থের সাধক কুটিল-প্রবর সদা তব কূট আচরণ ॥১৩৬॥

সারমর্ম—মুনি জলে নিজ মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াও তুষ্ট হইলেন না। হরির নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং ভাবিলেন বিষ্ণু ভগবান্‌ই যত কিছুর মূল কারণ। পথে লক্ষ্মী ও রাজকুমারী সহ বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিষ্ণু কহিলেন—পাগলের মত কোথায় ছুটিতেছ। ক্রোধভরে মুনি উত্তর করিলেন—তুমি পরের ভাল সহিতে পার না। তোমার অকর্ম্ম কিছু নাই—শিবকে বিষ দিয়া পাগল করিয়াছ। দৈত্যগণকে মদ দিয়া ভুলাইয়াছ নিজের জন্য লক্ষ্মী ও কৌস্তুভমণি রাখিয়াছ সমুদ্রমন্থনে এই তোমার কাজ। তুমি স্বার্থপর ও শ্রেষ্ঠ কুটিল ॥১৩৬॥

চৌ—পরম স্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ। ভাবই মনহি করহু তুম্হ সোঈ ॥
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহূ। বিসময় হরষ ন হিয়ঁ কছু ধরহূ ॥১॥
ডহকি ডহকি পরিচেহু সব কাহূ। অতি অসঙ্ক মন সদা উছাহূ ॥
করম সুভাসুভ তুম্হহি ন বাধা। অব লগি তুম্হহি ন কাহূঁ সাধা ॥২॥
ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা। পাবহুগে ফল আপন কীন্হা ॥
বঞ্চেহু মোহি জবনি ধরি দেহা। সোই তনু ধরহু শ্রাপ মম এহা ॥৩॥
কপি আকৃতি তুম্হ কীন্হি হমারী। করিহহিঁ কীস সহায় তুম্হারী ॥
মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী। নারি বিরহঁ তুম্হ হোব দুখারী ॥৪॥

দো— শ্রাপ সীস ধরি হরষি হিয় প্রভু বহু বিনতী কীন্‌হি।
নিজ মায়া কৈ প্রবলতা করষি কৃপানিধি লীন্‌হি ॥১৩৭॥

বাংলা অর্থ—**ভাবই**—ভাব, চিন্তা কর; **বিসময়**—বিস্ময়, বিষাদ; **ডহকি**—ঠকাইয়া; **পরিচেহু**—পরীক্ষা কর; **উছাহু**—উৎসাহ; **ন সাধা**—সাধন করে নাই, (উপযুক্ত ফল দেয় নাই); **বায়ন**—বায়না; **জবনি**—যে; **কীস**—বানর; **করষি লীন্‌হি**—আকর্ষণ করিয়া লইলেন; **বঞ্চেহু**—বঞ্চনা করিয়াছ। (চৌ—১-৪; দো—১৩৭)

চৌ—পরম স্বাধীন তুমি সর্ব্বোপরি রহ। মনে যাহা ভাল লাগে সাধন করহ ॥
ভালরে করি'ছ মন্দ মন্দে ভাল কর। সুখ দুঃখ হৃদয়েতে কিছু নাহি ধর ॥১॥
প্রতারি সবারে শুধু পরীক্ষাতে রত। শঙ্কাহীন মনে ধর উৎসাহ সতত ॥
শুভাশুভ কর্ম্মে নাই বাধার কারণ। এখনো তোমারে কেহ করেনি শাসন ॥২॥
বায়না দিয়াছ এবে তুমি যোগ্য স্থানে। যথা কর্ম্ম তথা ফল পাবে প্রতিদানে ॥
যে রূপ দানিয়া তুমি প্রতারিলে মোরে। শাপ দিনু এসো যেন সেই তনু ধ'রে ॥৩॥
মোরে দান করিলে যে কপির আকার। সেই কপি হ'বে জেনো সহায় তোমার ॥
তুমি মোর সাধিয়াছ ভারী অপকার। কামিনী-বিরহে দুঃখ লভিবে অপার ॥৪॥

দোহা— শাপ ধরি শিরে হরষিত হিয়া প্রভু বহু বিনতি করিল।
কৃপানিধি নিজ মায়ার প্রভাব আকর্ষণ করি নিজে নিল ॥১৩৭॥

সারমর্ম্ম—তুমি অতি স্বাধীন। তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাই কর। তোমার হৃদয়ে সুখ দুঃখ বোধ নাই। শুভ ও অশুভ কর্ম্মে তোমার বাধা নাই। এইবার তোমাকে আমি তার প্রতিফল দিব। যে বানরের রূপ দিয়া তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়াছ সেই দেহ ধ'রে তোমাকেও জন্ম নিতে হবে। আবার সেই বানরই তোমার সহায় হইবে। স্ত্রীবিরহে তোমাকেও অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে। বিষ্ণু ভগবান সেই শাপ শিরোধার্য্য করিয়া বহু বিনয় বচনে মুনিকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৩৭॥

চৌ—জব হরি মায়া দূরি নিবারী। নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী ॥
তব মুনি অতি সভীত হরি চরনা। গহে পাহি প্রনতারতি হরনা ॥১॥
মৃষা হোউ মম শ্রাপ কৃপালা। মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা ॥
মৈঁ দুর্বচন কহে বহুতেরে। কহ মুনি পাপ মিটিহিঁ কিমি মেরে ॥২॥
জপহু জাই সঙ্কর সত নামা। হোইহি হৃদয়ঁ তুরত বিশ্রামা ॥
কোউ নহিঁ সিব সমান প্রিয় মোরেঁ। অসি পরতীতি তজহু জনি ভোরেঁ ॥৩॥
জেহি পর কৃপা ন করহিঁ পুরারী। সো ন পাব মুনি ভগতি হমারী ॥
অস উর ধরি মহি বিচরহু জাঈ। অব ন তুম্হহি মায়া নিঅরাঈ ॥৪॥

দো— বহুবিধি মুনিহি প্রবোধি প্রভু তব ভএ অন্তরধান।
সত্যলোক নারদ চলে করত রাম গুন গান ॥১৩৮॥

বাংলা অর্থ ঃ—দূরি নিবারী—দূরে সরাইয়া দিলেন ; পাহি—রক্ষা কর ; বিশ্রামা—শান্তি ; ন নিঅরাঈ—নিকটে যাইবে না ; পরতীতি—প্রতীতি, বিশ্বাস ; গহে—গ্রহণ করিলেন ; প্রনতারতি—ভক্তদুঃখ। (চৌ—১-৪, দো—১৩৮)।

চৌ—যদা হরি মায়া দেন দূরে অপসারি। তদা না রহিল রমা না রাজকুমারী ॥
হেরি মুনি কহে ভীত হরি পদ ধ'রে। প্রণতার্ত্তিহারী প্রভু! রক্ষা কর মোরে ॥১॥
দয়াময়! মম শাপ মিথ্যা যেন হয়। 'মম ইচ্ছা শাপরক্ষা'—ক'ন দয়াময় ॥
মুনি ক'ন—কহি তোমা বহু কুবচন। কেমনে মিটিবে পাপ কহ ভগবন্ ॥২॥
হরি ক'ন—জপ গিয়া শিব-শতনাম। ত্বরিত লভিবে তাহে হৃদয়ে বিশ্রাম ॥
মহেশ্বর সম প্রিয় কেহ মম ন'ন। এ বিশ্বাস ভুলেও না কর বিসর্জ্জন ॥৩॥
যা'র পরে কৃপা নাহি করে ত্রিপুরারি। ওহে মুনি! সে না পাবে ভকতি আমারি ॥
এই তত্ত্ব স্মরি বিশ্বে কর বিচরণ। মায়া না করিবে তব নিকটে গমন ॥৪॥
দোহা— বহুরূপে প্রভু মুনিরে তুষিয়া অন্তর্ধান লভেন তখন।
রামগুণগান করি সত্য লোকে মুনিবর করেন গমন ॥১৩৮॥

সারমর্ম—অতঃপর হরি মায়াকে দূরে সরাইয়া দিলেন। মায়া যে মুহূর্ত্তে অপসারিত হইল সেখানে রমাও রহিল না রাজকুমারীও রহিল না। তাহা দেখিয়া মুনি অতি ভীত হইয়া হরিপদ ধারণ করিয়া কহিলেন—হে দীনদুঃখহারী প্রভো! আমাকে কৃপা করুন আর আমার শাপ যেন মিথ্যা হয়। আমি যে অন্যায় করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। হরি কহিলেন—তোমার শাপও আমার ইচ্ছা, তুমি শিবশতনাম জপ করিতে থাক। শিবের নাম জপ করিলেই আমার কৃপালাভ করিবে। শিবের নাম জপ করিলেই মায়া তোমার নিকট আসিতে পারিবে না। অতঃপর রামগুণ গান করিতে করিতে মুনি সত্যলোক গমন করেন ॥১৩৮॥

চৌ—হর গন মুনিহি জাত পথ দেখী। বিগত মোহ মন হরষ বিসেষী ॥
অতি সভীত নারদ পহিঁ আএ। গহি পদ আরত বচন সুনাএ ॥১॥
হর গন হম ন বিপ্র মুনিরায়া। বড় অপরাধ কীন্হ ফল পায়া ॥
শ্রাপ অনুগ্রহ করহু কৃপালা। বোলে নারদ দীনদয়ালা ॥২॥
নিসিচর জাই হোহু তুম্হ দোউ। বৈভব বিপুল তেজ বল হোউ ॥
ভুজবল বিস্ব জিতব তুম্হ জহিআ। ধরিহহিঁ বিষ্ণু মনুজ তনু তহিআ ॥৩॥
সমর মরন হরি হাথ তুম্হারা। হোইহহু মুকুত ন পুনি সংসারা ॥
চলে জুগল মুনি পদ-সির নাঈ। ভএ নিসাচর কালহি পাঈ ॥৪॥
দো— এক কলপ এহি হেতু প্রভু লীন্হ মনুজ অবতার।
সুর রঞ্জন সজ্জন সুখদ হরি ভঞ্জন ভুবি ভার ॥১৩৯॥

বাংলা অর্থ ঃ—জাত—যাইতে, আরত—আর্ত্ত (দীন), জহিআ····তহিয়া—যখন····তখন জিতব—জিনিবে ; কালহি পাঈ—অবসর পাইয়া। (চৌ—১-৪ ; দো—১৩৯)

চৌ—শিবচর হেরে মুনি মোহমুক্ত-চিত। চলিতে দেখিয়া পথে হন হরষিত ॥
অতি ভীত ভীত দোঁহা মুনি পার্শ্বে যা'ন। পদে ধরি দীন বাক্য তাঁহারে শুনান ॥১
হে মুনীশ! শিবচর মোরা—না ব্রাহ্মণ। গুরু পাপ ফল মোরা লভিনু এখন ॥
শাপমুক্তি দয়া করি দাও হে কৃপাল! তখন কহেন মুনি দীনেতে দয়াল ॥২॥
অতঃপর দোঁহা এবে হবে নিশাচর। বিপুল বৈভবী তথা তেজোবলধর ॥
ভুজবলে বিশ্ব দোঁহা লইবে জিনিয়া। বিষ্ণু জন্মিবেন তবে নরতনু নিয়া ॥৩॥
নিধন হরির হস্তে যুদ্ধে দোঁহাকার। দেহমুক্তি লাভ হবে না রবে সংসার ॥
মুনিপদে শির নমি চলে উভজন। কালে নিশাচররূপে লভেন জনম ॥৪॥
দো— এক কল্পকালে এই হেতু প্রভু লইলেন নর অবতার ॥
দেবতারঞ্জক সজ্জনসুখদ হরিবারে ধরণীর ভার ॥১৩৯॥

সারমর্ম—হরগণ মুনিকে মোহমুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মুনিকে কহিলেন—আমরা ব্রাহ্মণ নহি ব্রাহ্মণবেশে তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাদিগকে তোমার দেওয়া শাপ হইতে মুক্ত কর। তখন মুনি কহিলেন—তোমরা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাক্ষস হইয়া বিশ্ব জয় করিবে। তখন বিষ্ণু মনুষ্যরূপে জন্মিবেন। তাঁহার হস্তে তোমাদের নিধন হইলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কালক্রমে এই দুই শিবচর নিশাচররূপে জন্মিয়া বিশ্ব জয় করিলেন এবং তাহাদের অনুচরদ্বারা বিশ্ব বিশেষ বিড়ম্বিত হইলে বিষ্ণু ধরণীর ভার হরণ করিবার জন্য নররূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥১৩৯॥

চৌ—এহি বিধি জনম করম হরি কেরে। সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে ॥
কলপ কলপ প্রতি প্রভু অবতরহীঁ। চারু চরিত নানাবিধি করহীঁ ॥১॥
তব তব কথা মুনীসন্হ গাঈ। পরম পুনীত প্রবন্ধ বনাঈ ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে। করহিঁ ন সুনি আচরজু সয়ানে ॥২॥
হঁরি অনন্ত হরিকথা অনন্তা। কহহিঁ সুনহি বহুবিধি সব সন্তা ॥
রামচন্দ্র কে চরিত সুহাএ। কলপ কোটি লগি জাহিঁ ন গাএ ॥৩॥
ইহ প্রসঙ্গ মৈঁ কহা ভবানী। হরিমায়াঁ মোহহিঁ মুনি গ্যানী ॥
প্রভু কৌতুকী প্রনত হিতকারী। সেবত সুলভ সকল দুখ হারী ॥৪॥
সো— সুর নর মুনি কোউ নাহিঁ জেহি ন মোহ মায়া প্রবল।
অস বিচারি মন মাহিঁ ভজিঅ মহামায়া পতিহি ॥১৪০॥

বাংলা অর্থঃ—**হরিকেরে**—হরির; **ঘনেরে**—বহুবিধ; **আচরজু করহি**—আশ্চর্য্যান্বিত করে; **গাএ ন জাহিঁ**—গাহিয়া শেষ হয় না; **মোহহিঁ**—মোহাচ্ছন্ন করে; **মুনীসন্হ**—মুনীশগণ। (চৌ—১-৪; দো—১৪০)।

চৌ—এই রূপে শ্রীহরির জনম করম। বিচিত্র আনন্দপ্রদ অতি মনোরম ॥
কল্পে কল্পে হেনমতে লভি অবতার। প্রভু আচরেন কাজ বিবিধ প্রকার ॥১॥
মুনিগণ সে চরিত গাহেন তখন। পরম পবিত্র গাথা করিয়া রচন ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ সহ অতুল ব্যাখ্যান। সুধী না আশ্চর্য্য ইথে করিবেক জ্ঞান ॥২॥

হরি বহুরূপী তাঁ'র কথাও অপার ! কহে শুনে সাধু সব বিবিধ প্রকার ॥
রামের চরিত চারু নাহি অন্ত যা'র। কোটি কল্প গাহিলেও শেষ কোথা তা'র ?॥
এ প্রসঙ্গে জানি লও তুমি হে ভবানি ! হরিমায়ায় মোহিত হয় মুনি জ্ঞানী ॥
লীলাময় প্রভু ভক্ত-জন-হিত-কারী। সেবিতে সুলভ তথা সর্ব্ব-দুখহারী ॥৪॥
সোরঠা—নর সুর মুনি কে রহে কোথায় মায়া মোহ যে না প্রবল ধরিবে।
বিচারিয়া বুঝি মনে মনে তায় মহামায়াপতি ভজনা করিবে ॥১৪০॥

সারমর্ম—এইরূপ হরির চরিত অদ্ভুত মনোরম ও বিশেষ আনন্দপ্রদ। এইরূপ কল্পে কল্পে প্রভু অবতাররূপে নানাপ্রকার কার্য্য প্রদর্শন করেন। নানা গাথা রচনা করিয়া তাহা গান করেন। এই সব কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ আশ্চর্য্য হন না। রামচরিত অপার অনন্ত কোটি কল্প গাহিলেও তার শেষ হয় না তবে এ প্রসঙ্গে ইহাও সত্য যে হরিমায়াতে মুনি ও জ্ঞানী মোহযুক্ত হয়। তিনি ভক্তজনের হিতকারী। তাঁহাকে সেবা করিলে সর্ব্বদুঃখ নাশ হয়। মানুষ, দেবতা ও মুনি সকলেই মায়া মোহের বশ। মায়া মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে মহামায়াপতি হরিকে ভজনা করা ভিন্ন গতি নাই—ইহা শিব ভবানীকে বলিলেন ॥১৪০॥

চৌ—অপর হেতু সুনু সৈলকুমারী। কহউঁ বিচিত্র কথা বিস্তারী ॥
জেহি কারন অজ অগুন অরূপা। ব্রহ্ম ভয়উ কোসলপুর ভূপা ॥১॥
জো প্রভু বিপিন ফিরত তুম্হ দেখা। বন্ধু সমেত ধরেঁ মুনিবেষা ॥
জাসু চরিত অবলোকি ভবানী। সতী সরীর রহিহু বৌরানী ॥২॥
অজহুঁ ন ছায়া মিটতি তুম্হারী। তাসু চরিত সুনু ভ্রম রুজ হারী ॥
লীলা কীন্হি জো তেহিঁ অবতারা। সো সব কহিহউঁ মতি অনুসারা ॥৩॥
ভরদ্বাজ সুনি সঙ্কর বানী। সকুচি সপ্রেম উমা মুসুকানী ॥
লগে বহুরি বরনৈ বৃষকেতু। সো অবতার ভয়উ জেহি হেতু ॥৪॥
দো— সো মৈঁ তুম্হ সন কহউঁ সবু সুনু মুনীস মন লাই।
রাম কথা কলি মল হরনি মঙ্গল করনি সুহাই ॥১৪১॥

বাংলা অর্থঃ—বিস্তারী—বিস্তার করিয়া; বন্ধু—ভাই; বৌরানী—উন্মত্ত; সকুচি—সঙ্কুচিত হইয়া; মুসুকানী—স্মিতহাস্য করিলেন। (চৌ—১-৪ ; দো—১৪১)।

চৌ—অবতারে অন্য হেতু হে শৈলকুমারি ! বিচিত্র কাহিনী শুন, কহিব বিস্তারি ॥
যে কারণে জন্মহীন অগুণ অরূপ। ব্রহ্ম নিজে হইলেন অযোধ্যার ভূপ ॥১॥
যে প্রভুরে হের তুমি বিপিনে ফিরিতে। ভ্রাতা-সহ মুনিবেশ ধারণ করিতে ॥
বিচিত্র চরিত যাঁর দেখিয়া ভবানি! সতী-দেহে হয়েছিলে মোহের ভাগিনী ॥২
আজিও সে মোহ নাহি টুটিল তোমার। ভ্রমরোগহারী শুন চরিত তাহার ॥
যে লীলা করেন তিনি ধরি অবতার। সে সব কহিব আমি মতি অনুসার ॥৩॥

শুন ভরদ্বাজ—শুনি শঙ্করের বাণী। প্রেমে ভরে স্মিতহাসে সঙ্কোচে ভবানী।
বর্ণনা করিয়া চলে পুনি বৃষকেতু। রাম লভে অবতার কোথা কোন্ হেতু? ॥৪॥

দো— সেই সব কথা কহি তোমা সনে হে মুনীশ! শুন দিয়া মন।
রামকথা শুনি কলিমল হরে সুমঙ্গল করয়ে সাধন ॥১৪১॥

সারমর্ম—শিব আরো বলিলেন—জন্মহীন অরূপ অগুণ ব্রহ্ম কেন অযোধ্যার রাজা হইলেন তাহার অন্যতম হেতু শুন। যাহাকে মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ফিরিতে দেখিয়াছিলে এবং পূর্ব্বজন্মে সতীদেহে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলে সে মোহ এখনও তোমার যায় নাই আমি তাহা নিজ বুদ্ধিমত কহিব—কেন তিনি অবতার হইয়াছিলেন। ভবানীর প্রতি শিবের এই বাক্য ভরদ্বাজকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। তুলসীদাস প্রয়াগে মাঘমেলার অন্তে উভয়ের এই কথোপকথন শুনিয়াছিলেন ॥১৪১॥

চৌ—স্বায়ম্ভু মনু অরু সতরূপা। জিন্হ তেঁ ভৈ নরসৃষ্টি অনূপা॥
দম্পতি ধরম আচরন নীকা। অজহুঁ গাব শ্রুতি জিন্হ কৈ লীকা ॥১॥
নৃপ উত্তানপাদ সুত তাসূ। ধ্রুব হরিভগত ভয়উ সুত জাসূ॥
লঘু সুত নাম প্রিয়ব্রত তাহী। বেদ পুরান প্রসংসহিঁ জাহী ॥২॥
দেবহূতি পুনি তাসু কুমারী। জো মুনি কর্দম কৈ প্রিয় নারী॥
আদিদেব প্রভু দীনদয়ালা। জঠর ধরেউ জেহিঁ কপিল কৃপালা ॥৩॥
সাংখ্য সাস্ত্র জিন্হ প্রগট বখানা। তত্ত্ব বিচার নিপুন ভগবানা॥
তেহি মনু রাজ কীন্হ বহু কালা॥ প্রভু আয়সু সব বিধি প্রতিপালা ॥৪॥
সো— হোই ন বিষয় বিরাগ ভবন বসত ভা চৌথপন।
হৃদয়ঁ বহুত দুখ লাগ জনম গয়উ হরিভগতি বিনু ॥১৪২॥

বাংলা অর্থ—**অজহুঁ**—আজও; **প্রগট**—সুন্দররূপে, **লীকা**—মর্য্যাদা; **অরু**—আর; **অনূপা**—অনুপম; **চৌথপন**—চতুর্থাশ্রম (ভৈক্ষ্য); **ভা, ভৈ**—হইল; **লঘু সুত**—ছোট ছেলে; **প্রতিপালা**—পালন করিলেন; (চৌ—১-৪; দো—১৪২)।

মনু-শতরূপা-কথা

(মনু-শতরূপা-কথা তুলসী গাহিল। ভাগবতে রামজন্মহেতু যা' বর্ণিল)

চৌ—স্বায়ম্ভুব মনু, পত্নী শতরূপা তা'র। অনুপম নরসৃষ্টি সম্ভবে দোঁহার॥
সুন্দর দাম্পত্য ধর্ম্ম গেলেন পালিয়া। যাহার মর্য্যাদা বেদ চলিছে গাহিয়া ॥১
নৃপতি উত্তানপাদ তাদের নন্দন। লভিয়া জনম ধ্রুব হরিভক্ত হ'ন॥
প্রিয়ব্রত নামে মনুসুত কনীয়ান্। যার খ্যাতি গান করে আগম পুরাণ ॥২॥
দেবাহুতি পুন হন তাঁহার কুমারী। কর্দ্দম মুনির তিনি প্রিয়তমা নারী॥
দোঁহাতে লভিল জন্ম দীনেতে দয়াল। আদি-দেব প্রভু যিনি কপিল কৃপাল ॥৩
সাংখ্য-তত্ত্ব যিনি সুষ্ঠু করেন ব্যাখ্যান। তত্ত্বের বিচারে সিদ্ধহস্ত ভগবান্॥
বহুকাল করি মনু রাজ্য সুশাসন। সর্ব্বরূপে প্রভু-আজ্ঞা করেন পালন ॥৪॥

সোরঠা—চারিকাল পালি গৃহীর আচার বিষয়ে বিরাগ মনু না লভিয়া।
মন বহে তাঁর বহুদুঃখভার হরিভক্তি বিনা জনম কাটিয়া ॥১৪২॥

সারমর্ম্ম—স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শতরূপা কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের পুত্র রাজা উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। মনুর কনিষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁহার কন্যা দেবাহুতি। কর্দ্দমমুনির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উভয়ের পুত্র সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ কপিল। পূর্ব্বোক্ত মনুর বৃদ্ধকালেও বৈরাগ্য জন্মিল না এবং হরিভক্তি বিনা জন্ম বৃথা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে দুঃখ উপস্থিত হইল ॥১৪২॥

চৌ—বরবস রাজ সুতহি তব দীন্‌হা। নারি সমেত গবন বন কীন্‌হা ॥
তীরথবর নৈমিষ বিখ্যাতা। অতি পুনীত সাধক সিধি দাতা ॥১॥
বসহিঁ তহাঁ মুনি সিদ্ধ সমাজা। তহঁ হিয়ঁ হরষি চলেউ মনু রাজা ॥
পন্থ জাত সোহহিঁ মতিধীরা। গ্যান ভগতি জনু ধরেঁ সরীরা ॥২॥
পহুঁচে জাই ধেনুমতি তীরা। হরষি নহানে নিরমল নীরা ॥
আএ মিলন সিদ্ধ মুনি গ্যানী। ধরম ধুরন্ধর নৃপরিষি জানী ॥৩॥
জহঁ জহঁ তীরথ রহে সুহাএ। মুনিন্‌হ সকল সাদর করবাএ ॥
কৃস সরীর মুনি পট পরিধানা। সত সমাজ নিত সুনহিঁ পুরানা ॥৪॥
দো— দ্বাদস অচ্ছর মন্ত্র পুনি জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
বাসুদেব পদ পঙ্করুহ দম্পতি মন অতি লাগ ॥১৪৩॥

বাংলা অর্থঃ—**বরবস**—জোর করিয়া (ইচ্ছার বিরুদ্ধে); **ধেনুমতি**—গোমতী; **করবাএ**—করাইলেন; **পদ পঙ্করুহ**—পাদপদ্ম। (চৌ—১-৪, দো—১৪৩)।

চৌ—সুত-ইচ্ছা-প্রতিকূলে তাঁরে রাজ্য দিয়া। বনে যা'ন স্বায়ম্ভুব নারী সাথে নিয়া ॥
বিখ্যাত যে তীর্থবর নৈমিষ তা'র নাম। সাধকের পক্ষে অতি পূত সিদ্ধিধাম ॥১॥
সিদ্ধগণ মুনিগণ তথা বাস করে। মনু চলিলেন সেথা চিত্তে হর্ষ ভরে ॥
পথে যেতে শোভে দোঁহা অতি ধীরমতি। তনু ধরি চলে যেন জ্ঞান ও ভকতি ॥২॥
হেনমতে পঁহুছেন গোমতীর তীরে। হরষিত অবগাহি সুবিমল নীরে ॥
তাঁর সঙ্গতরে আসে সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী। ধর্ম্মজ্ঞানে ধুরন্ধর রাজর্ষি জানি ॥৩॥
যেথা যেথা অবস্থিত তীর্থ মনোহর। মুনিরা দেখা'য়ে দিল করি সমাদর ॥
কৃশতনু মুনি পট্ট করি পরিধান। সতের সমাজে নিত্য শুনেন পুরাণ ॥৪॥
দোহা— দ্বাদশ অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র পুন জপি চলে দোঁহা অনুরাগে।
বসুদেবসুত চরণকমলে দম্পতীর মন ভারী লাগে ॥১৪৩॥

সারমর্ম্ম—পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে রাজ্য দিয়া মনু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নৈমিষারণ্য নামক তীর্থস্থানে গমন করেন। সুখী মনে স্বামী স্ত্রী জ্ঞান ও ভক্তিমূর্তিরূপে চলিতে চলিতে গোমতী তীরে পঁহুছিলেন। তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী তাঁহাকে রাজর্ষি জানিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া সমস্ত তীর্থকৃত্য সমাপন করাইলেন। মুনিজনোচিত

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহারা সাধুসমাজে পুরাণ কথা শুনিতে লাগিলেন এবং দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপিতে জপিতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে অনুরাগী হইলেন ॥১৪৩॥

চৌ—করহিঁ অহার সাক ফল কন্দা। সুমিরহি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা ॥
পুনি হরি হেতু করন তপ লাগে। বারি অধার মূল ফল ত্যাগে ॥১॥
উর অভিলাষ নিরন্তর হোঈ। দেখিঅ নয়ন পরম প্রভু সোঈ ॥
অগুন অখণ্ড অনন্ত অনাদী। জেহি চিন্তহিঁ পরমারথবাদী ॥২॥
নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা। নিজানন্দ নিরুপাধি অনূপা ॥
সম্ভু বিরঞ্চি বিষ্ণু ভগবানা। উপজহিঁ জাসু অংস তেঁ নানা ॥৩॥
ঐসেউ প্রভু সেবক বস অহঈ। ভগত হেতু লীলাতনু গহঈ ॥
জৌঁ য়হ বচন সত্য শ্রুতি ভাষা। তৌ হমার পূজিহি অভিলাষা ॥৪॥

দো— এহি বিধি বীতে বরষ ষট সহস বারি আহার।
যম্বত সপ্ত সহস্র পুনি রহে সমীর অধার ॥১৪৪॥

বাংলা অর্থ ঃ—অহার—আহার ; অধার—আধার (আশ্রয়) ; কন্দা—কন্দ (মূল) ; জেহি—যাহাকে ; চিতহি—দেখে ; অংস—অংশ ; বস—বশ ; অহঈ—হন ; বীতে—অতীত হইল ; গহঈ—গ্রহণ করিলেন। (চৌ—১-৪ ; দো—১৪৪)।

চৌ—আহার করেন দোঁহা শাক-ফল-কন্দ। স্মরেন নিয়ত ব্রহ্ম সৎচিদানন্দ ॥
হরি হেতু পুন হন জপকার্য্যে রত। ফল-মূল ত্যজি ল'ন বারিপান-ব্রত ॥১॥
হৃদয়ে ধরেন অভিলাষ নিরন্তর। পরম প্রভুরে হেরিবারে আঁখি-পর ॥
অগুণ অখণ্ড আর অনন্ত অনাদি। সর্ব্বদা চিন্তেন যাঁরে পরমার্থবাদী ॥২॥
নেতি করি বেদ যারে করে নিরূপিত। চিদানন্দ নিরুপাধি উপমারহিত ॥
মহেশ বিরিঞ্চি তথা বিষ্ণু ভগবান্। যাঁর অংশ হ'তে সবে বহু জন্ম পা'ন ॥৩॥
হেন প্রভু সেবকের বশীভূত হ'ন। ভক্তহেতু লীলারূপ করেন ধারণ—
যদি সত্য উক্ত হয় প্রভুর এ কথা। মম ইচ্ছা ধ্রুব পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা ॥৪॥

দোহা— হেনমতে কাটে বর্ষ ছ'হাজার বারিমাত্র করিয়া গ্রহণ।
পুনরায় সাত হাজার বছর বায়ু ভুঞ্জি করেন যাপন ॥১৪৪॥

সারমর্ম্ম—দীর্ঘকাল ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্মরণ করেন এবং জপে রত হইয়া ফলমূল ত্যাগ করিয়া জলপানব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা যেন সেই অগুণ অখণ্ড অনন্ত ও অনাদি প্রভুকে তাঁহারা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পা'ন। যাঁর কথা পরমার্থবাদিগণ সতত চিন্তা করেন যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জন্মলাভ করেন এবং ভক্তের হিতের জন্য যিনি লীলারূপ ধারণ করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল জলপান করিয়া পরে বায়ু ভক্ষণ করিয়া তাঁহারা দিনপাত করেন ॥১৪৪॥

চৌ—বরষ সহস দস ত্যাগেউ সোঊ। ঠাঢ়ে রহে এক পদ দোঊ॥
বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা। মনু সমীপ আএ বহু বারা॥১॥
মাগহু বর বহু ভাঁতি লোভাএ। পরম ধীর নহিঁ চলহিঁ চলাএ॥
অস্থিমাত্র হোই রহে সরীরা। তদপি মনাগ মনহি নহিঁ পীরা॥২॥
প্রভু সর্বগ্য দাস নিজ জানী। গতি অনন্য তাপস নৃপ রাণী॥
মাগু মাগু বরু ভৈ নভ বানী। পরম গভীর কৃপামৃত সানী॥৩॥
মৃতক জিআবনি গিরা সুহাঈ। শ্রবন রন্ধ্র হোই উর জব আঈ॥
হৃষ্ট পুষ্ট তন ভএ সুহাএ। মানহুঁ অবহিঁ ভবন তে আএ॥৪॥
দো— শ্রবন সুধা সম বচন সুনি পুলক প্রফুল্লিত গাত।
বোলে মনু করি দণ্ডবত প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাত॥১৪৫॥

বাংলা অর্থঃ—ঠাঢ়ে—খাড়া; লোভাএ—লোভ দেখাইলেন; নহিঁ চলহি চলাএ—বিচলিত করিলেও বিচ্যুত হইলেন না; মনাগ—অল্প; পীরা—পীড়া; সানী—মিশ্রিত; মৃতক জিআবনি—মৃত সঞ্জীবনী; অবহি—এখনই; ন সমাত—ধরেনা। মনহি—মনে; সোউ—তাহাও; দণ্ডবত—প্রণাম; (চৌ—১-৪; দো—১৪৫)।

চৌ—দশ হাজার বর্ষ তাহা করিয়া বর্জ্জন। অজপাসহায়ে দোঁহা দাঁড়াইয়া র'ন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর হেরি তপস্যা অপার। মনুপার্শ্বে আসিলেন তাঁরা বহুবার॥১॥
'বর মাগ' বলি লোভ অনেক দেখা'ন। ধর্ম্মধীরে চঞ্চলতা নাহি পায় স্থান॥
অস্থিসার কলেবরে রহিল জীবন। স্বল্পমাত্র পীড়া মনে না রহে কখন॥২॥
সর্ব্বজ্ঞানাধার প্রভু নিজদাস জানি। তাপস অনন্যগতি উভ নৃপরাণী॥
"বর মাগ" নভোবাণী হ'ল উচ্চারিত। সুগভীর কৃপামৃত তাহাতে মিশ্রিত॥৩॥
মৃতসঞ্জীবন এই বচন সুন্দর। কর্ণরন্ধ্র দিয়া পশে হৃদয় ভিতর॥
হৃষ্ট-পুষ্ট তনু তাহে হ'ল মনোহর। এইক্ষণ যেন আসে তেয়াগিয়া ঘর॥৪॥
দোহা— কর্ণসুধাসম বচন শুনিয়া পুলক-প্রফুল্ল কলেবরে।
মুনি কহিলেন করি দণ্ডবৎ প্রেমোচ্ছ্বাস হৃদয়ে না ধরে॥১৪৫॥

সারমর্ম্ম—অতঃপর এক পায়ে খাড়া হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর তাঁহার তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর চাহিতে বলিলেন। তাহাতে তাঁহারা অচল অটল রহিলেন 'বর চাও' এই আকাশবাণী কর্ণে প্রবেশের পরে তাঁহাদের দেহ গৃহ-ত্যাগের পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট হইল। মনু প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন॥১৪৫॥

চৌ—সুনু সেবক সুরতরু সুরধেনূ। বিধি হরি হর বন্দিত পদ রেনূ॥
সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক। প্রণতপাল সচরাচর নায়ক॥১॥
জৌঁ অনাথ হিত হম পর নেহূ। তৌ প্রসন্ন হোই যহ বর দেহূ॥
জো সরূপ বস শিব মন মাহীঁ। জেহি কারন মুনি জতন করাহীঁ॥২॥

জো ভুসুণ্ডি মন মানস হংসা। সগুন অগুন জেহি নিগম প্রসংসা॥
দেখহিঁ হম সো রূপ্‌ ভরি লোচন। কৃপা করহু প্রনতারতি মোচন॥৩॥
দম্পতি বচন পরম প্রিয় লাগে। মৃদুল বিনীত প্রেম রস পাগে॥
ভগত বছল প্রভু কৃপানিধানা। বিস্ববাস প্রগটে ভগবানা॥৪॥

দো— নীল সরোরুহ নীল মনি নীল নীরধর স্যাম।
লাজহিঁ তন সোভা নিরখি কোটি কোটি সত কাম॥১৪৬॥

বাংলা অর্থ :—নেহূ—স্নেহী, প্রীতি; প্রণতারতি—সেবকের দুঃখ; পাগে—পরিপূর্ণ; নীরধর—জলধর, মেঘ; বস—বাস করে।(চৌ—১-৪; দো—১৪৬)।

চৌ—শুন ওহে ভক্তকল্পতরু কামধেনু! হরিহরবিধি বন্দে তব পদরেণু॥
সহজ তোমার সেবা মঙ্গলদায়ক। চরাচর প্রভু তুমি প্রণতপালক॥১॥
হে দীন-শুভদ যদি প্রীত মমপর। প্রসন্ন হইয়া তুমি দাও সেই বর॥
যে রূপে বসতি কর মহেশের মনে। যত্নপর যা'র লাগি হয় মুনিজনে॥২॥
ভুসুণ্ডি-মানস-সরে যাহা হংস সম। সগুণ অগুণ কহি প্রশংসে নিগম॥
সে রূপে দেখিতে চাই ভরিয়া নয়ন। কৃপা কর ভক্তজন-দুঃখ-নিসূদন॥৩॥
দম্পতির প্রিয়কথা শুনি মনোহরা। মৃদুল বিনীত আর প্রেমরসে ভরা॥
ভকত-বৎসল প্রভু করুণানিধান। প্রকটিত হ'ন বিশ্বাশ্রয় ভগবান্‌॥৪॥
দোহা— নীল-সরোরুহ নীলকান্ত-মণি নীল-জলধর-শ্যাম।
সে তনুর শোভা করি নিরীক্ষণ লজ্জা পায় শতকোটিকাম॥১৪৬॥

সারমর্ম—হে ভক্তকল্পতরু! ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর তোমার পদ বন্দনা করে। তুমি চরাচরের প্রভু। সেবকের আশ্রয়দাতা। যে রূপ ধরিয়া তুমি মহেশের মনে বসতি কর, যে রূপ দর্শন করিবার জন্য মুনিগণ আকুল হয়, যে রূপে কাকভুসুণ্ডির মনো-রূপ-মানস-সরোবরে হংসরূপে বিচরণ কর, যেরূপ সগুণও বটে অগুণও বটে সেই রূপে তোমাকে দেখিতে চাহি। ভগবান্‌ অপূর্ব্ব শ্যামতনু ধারণ করিয়া এমন মূর্ত্তিতে আবিভূত হইলেন যাঁহাকে দেখিয়া শতকোটি কামদেবও লজ্জা পায়॥১৪৬॥

চৌ—সরদ ময়ঙ্ক বদন ছবি সীঁবা। চারু কপোল চিবুক দর গ্রীবা॥
অধর অরুন রদ সুন্দর নাসা। বিধু কর নিকর বিনিন্দক হাসা॥১॥
নব অম্বুজ অম্বক ছবি নীকী। চিতবনি ললিত ভাবঁতী জী কী॥
ভৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী। তিলক ললাট পটল দুতিকারী॥২॥
কুণ্ডল মকর মুকুট সির ভ্রাজা। কুটিল কেস জনু মধুপ সমাজা॥
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা। পদিক হার ভূষন মনিজালা॥৩॥
কেহরি কন্ধর চারু জনেউ। বাহু বিভূষন সুন্দর তেউ।
করি কর সরিস সুভগ ভুজদণ্ডা। কটি নিষঙ্গ কর সর কোদণ্ডা॥৪॥

দো— তড়িত বিনিন্দক পীত পট উদর রেখ বর তীনি।
নাভি মনোহর লেতি জনু জমুন ভবঁর ছবি ছীনি ॥১৪৭॥

বাংলা অর্থঃ—ময়ঙ্ক—চন্দ্র; গ্রীবা—গ্রীবা; দরগ্রীবা—শঙ্খগ্রীবা, শঙ্খের তিনটী স্তর সমন্বিত গ্রীবা; নিকর—সমূহ; অম্বক—পাপড়ি; ভাবঁতী—ভাল লাগে; ভৃকুটি—ভ্রূ; মকর—মৎস্যাকৃতি; কুটিল—কুঞ্চিত; পদিক হার—রত্নখচিত হার; কন্ধর—কাঁধ; জনেউ—উপবীত; নিষঙ্গ—তূণীর; কোদণ্ডা—ধনুক; ছীনি লেতি—ছিনিয়া লয়; জমুন ভঁবর—যমুনার আবর্ত্ত; ভ্রাজা—শোভা পায়। (চৌ—১-৪; দো-১৪৭)।

চৌ—শারদ-শশাঙ্কসম মুখশোভা তাঁর। কপোল চিবুক চারু কম্বুগ্রীবা আর ॥
দন্তনাসা মনোহর অরুণ অধর। হাস্য নিন্দে চন্দ্রমার কিরণনিকর ॥১॥
নূতন কমল-শোভা ধরে সে নয়ন। চারুদরশন অতি হৃদয়মোহন ॥
ভ্রূযুগ হারায় যেন কামধনুঃশর। ললাটপটলে শোভে তিলক সুন্দর ॥২॥
মুকুট শোভিত শিরে মকর-কুণ্ডল। কুঞ্চিত কেশের দাম ভ্রমর উজ্জ্বল ॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বক্ষে চারু বনমালা। মাণিক্য-খচিত শোভে হীরকের জ্বালা ॥৩॥
সিংহসম স্কন্ধ ধরে চারু উপবীত। রম্য অলঙ্কার করে বাহুরে ভূষিত ॥
হস্তিশুণ্ড-সম শোভে ভুজদণ্ড তাঁর। কটিতে তূণীর, করে ধনুশঃর আর ॥৪॥
দোহা— তড়িতনিন্দিত চারুপীতবাসে উদর ধরিছে তিন স্তর।
যমুনা আবর্ত্ত লইছে ছিনিয়া নাভিগত রূপ মনোহর ॥১৪৭॥

সারমর্ম্ম—ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। কটিতে তূনীর এবং করে তীরধনু ল'য়ে শ্রীরাম ভগবান্ স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন ॥১৪৭॥

চৌ—পদ রাজীব বরনি নহিঁ জাহীঁ। মুনি মন মধুপ বসহিঁ জেন্হ মাহী ॥
বাম ভাগ সোভতি অনুকূলা। আদিসক্তি ছবিনিধি জগমূলা ॥১॥
জাসু অংস উপজহিঁ গুনখানী। অগনিত লচ্ছি উমা ব্রহ্মানী ॥
ভৃকুটি বিলাস জাসু জগ হোঈ। রাম বাম দিসি সীতা সোঈ ॥২॥
ছবিসমুদ্র হরি রূপ বিলোকী। একটক রহে নয়ন পট রোকী ॥
চিতবহিঁ সাদর রূপ অনূপা। তৃপ্তি ন মানহিঁ মনু সতরূপা ॥৩॥
হরষ বিবস তন দসা ভুলানী। পরে দণ্ড ইব গহি পদ পানী ॥
সির পরসে প্রভু নিজ কর কঞ্জা। তুরত উঠাএ করুনাপুঞ্জা ॥৪॥
দো— বোলে কৃপানিধান পুনি অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
মাগহু বর জোই ভাব মন মহাদানি অনুমানি ॥১৪৮॥

বাংলা অর্থঃ—রাজীব—পদ্ম; জেনহ মাহীঁ—যাহার মধ্যে; একটক—এক দৃষ্টে। নয়ন পট—চোখের পলক; রোকী—না নড়িয়া; চিতবহিঁ—দেখিতে লাগিল; পরে—পড়িল; কর কঞ্জা—করপদ্ম; ভাব—ভাল লাগে। (চৌ—১-৪; দো-১৪৮)।

চৌ—চরণ কমল তাঁর না যায় বর্ণন। মধুপানে রত সবে, অলি—মুনিমন ॥
তাঁর বামভাগে শোভা পায় অনুকূল। শোভানিধি আদিশক্তি জগতের মূল ॥১॥

ভ্রূভঙ্গি-বিলাসে যাঁর সৃষ্টিধারা বহে। শ্রীরামের বামভাগে সেই সীতা রহে॥
জন্ম লভে অগণিত জীব অংশে যাঁর। ব্রহ্মাণী, উমা ও লক্ষ্মী গুণের আধার॥২॥
হরিরূপ-শোভানিধি করি নিরীক্ষণ। নিষ্পলক স্তব্ধ রহে তাঁদের নয়ন॥
দেখেন সাদরে সেই রূপ অনুপম। মনু-শতরূপা তবু তৃপ্ত নাহি হ'ন॥৩॥
হরষে বিবশ দোঁহা তনুরে বিস্মরে। প্রভুপদে পাণি রাখি দণ্ডবৎ পড়ে॥
শির পরশেন প্রভু পদ্মহস্ত দিয়া। দয়ার আধার ল'ন দোঁহারে তুলিয়া॥৪॥
দো— কৃপার নিধান পুন তদা ক'ন অতি তুষ্ট জানি লহ মোরে।
মন যাহা চাহে সেই বর মাগো মহাদাতা অনুমান ক'রে॥১৪৮॥

সারমর্ম—তাহার চরণপদ্ম বর্ণনা করা যায় না। মুনিমন ভ্রমররূপে সেথায় মধু পানে রত। তাঁর পার্শ্বে আদি শক্তি সীতা রহিয়াছে। যাঁর অংশে অগণ্য জীব জন্মলাভ করে মনু শতরূপা সেই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ নিজ দেহের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের পদে প্রণত হইলেন। প্রভু তাঁহাদের মস্তক পদ্মহস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন—যে বর চাহিলে তোমরা সন্তুষ্ট হ'ও সেই বর প্রার্থনা কর॥১৪৮॥

চৌ—সুনি প্রভু বচন জোরি জুগ পানী। ধরি ধীরজু বোলী মৃদু বানী॥
নাথ দেখি পদ কমল তুম্হারে। অব পূরে সব কাম হমারে॥১॥
এক লালসা বড়ি উর মাহীঁ। সুগম অগম কহি জাতি সো নাহীঁ॥
তুম্হহি দেত অতি সুগম গোসাঈঁ। অগম লাগ মোহি নিজ কৃপনাঈঁ॥২॥
জথা দরিদ্র বিবুধতরু পাঈ। বহু সম্পতি মাগত সকুচাঈ॥
তাসু প্রভাউ জান নহিঁ সোঈ। তথা হৃদয়ঁ মম সংসয় হোঈ॥৩॥
সো তুম্হ জানহু অন্তরজামী। পুরবহু মোর মনোরথ স্বামী॥
সকুচ বিহাই মাগু নৃপ মোহী। মোরে নহিঁ অদেয় কছু তোহী॥৪॥
দো— দানি সিরোমনি কৃপানিধি নাথ কহউঁ সতিভাউ।
চাহউঁ তুম্হহি সমান সুত প্রভু সন কবন দুরাউ॥১৪৯॥

বাংলা অর্থ ঃ—পূরে—পূর্ণ হইল; কহি জাতি নাহিঁ—কহা যায় না; বিবুধ-তরু—কল্পবৃক্ষ; কৃপনাঈ—কৃপণতা; পুরবহু—পুরাও; সকুচ—সঙ্কোচ; বিহাই—ত্যাগ করিয়া; সতিভাউ—সদ্ভাবে; কবন—কি; দুরাউ—লুকাইব; দানি—দাতা; বড়ি—বড়; মাগু—মাগ, চাও; জোরি—যুড়িয়া। (চৌ—১-৪; দো—১৪৯)।

চৌ—প্রভুর বচন শুনি হ'য়ে যুক্তপাণি। ধীরতা ধারণ করি ক'ন মৃদু বাণী॥
চরণ কমল তব হেরিনু হে নাথ। এতদিনে পূর্ণ হ'ল দোঁহাকার সাধ॥১॥
প্রবল লালসা এক ভরিছে হিয়ায়। সহজ হ'লেও শক্ত কহা নাহি যায়॥
উহার পূরণ প্রভো! সহজ তোমার। নিজ দৈন্যে মনে হয় কঠিন আমার॥২॥
কল্পতরু লভে যদি কোন দীন জন। যাচিতে সম্পদ্ বহু সঙ্কুচিত মন॥
যেহেতু প্রভাব তার জানা নাহি রয়। সেহেতু হৃদয়ে মম উপজে সংশয়॥৩॥

তাহা তুমি জান প্রভু ওহে অন্তর্যামী। পূরণ করহ মম ইচ্ছা ওহে স্বামী ॥
ক'ন—নৃপ ! চাহ তুমি ত্যজিয়া সংশয়। তোমারে অদেয় কিছু নাহি মম রয় ॥৪

দো— দাতা শিরোমণি কৃপার নিধান নাথ ! সত্য কহিনু বচন।
প্রভুপার্শ্বে আমি কি চাহিব কহ পুত্র চাহি তোমার মতন ॥১৪৯॥

সারমর্ম—তাঁহারা সসঙ্কোচে অতি বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন—তোমার মতন রূপগুণ-সমন্বিত পুত্র চাই, যেহেতু তুমি দাতৃশিরোমণি তুমি সব দিতে পার ॥১৪৯॥

চৌ—দেখি প্রীতি স্থনি বচন অমোলে। এবমস্তু করুনানিধি বোলে ॥
আপু সরিস খোজৌঁ কহঁ জাঈ। নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আঈ ॥১॥
সতরূপহি বিলোকি কর জোরেঁ। দেবি মাগু বরু জো রুচি তোরেঁ ॥
জো বরু নাথ চতুর নৃপ মাগা। সোই কৃপাল মোহি অতি প্রিয় লাগা ॥২॥
প্রভু পরন্তু স্থঠি হোতি ঢিঠাঈ। জদপি ভগত হিত তুম্হহি সোহাঈ ॥
তুম্হ ব্রহ্মাদি জনক জগ স্বামী। ব্রহ্ম সকল উর অন্তরজামী ॥৩॥
অস সমুঝত মন সংসয় হোঈ। কহা জো প্রভু প্রবান পুনি সোঈ ॥
জে নিজ ভগত নাথ তব অহহীঁ। জো স্থখ পাবহিঁ জো গতি লহহীঁ ॥৪॥

দো— সোই স্থখ সোই গতি সোই ভগতি সোই নিজ চরন সনেহু।
সোই বিবেক সোই রহনি প্রভু হমহি কৃপা করি দেহু ॥১৫০॥

বাংলা অর্থ—অমোলে—অমূল্য ; হোব—হইব ; আঈ—আসিয়া ; স্থঠি—যথেষ্ট ; হোতি—হইতেছে ; সোহাঈ—শোভা পায় ; প্রবান—প্রমাণ ; সোঈ—তাহাও ; রহনি—রহিবার ক্ষমতা, ধৈর্য্য ; ঢিঠাঈ—ধৃষ্টতা। (চৌ—১-৪ ; দো—১৫০)।

চৌ—হেরি প্রেম শুনি তাঁ'র অমূল্য বচন। 'তথাস্তু'—করুণানিধি ভগবান্ ক'ন ॥
আমার সদৃশ কেবা কোথায় খুঁজিব। নিজে আসি নৃপ ! তব তনয় হইব ॥১॥
শতরূপা প্রতি চাহি করি যুক্ত কর। প্রভু ক'ন্—চাহ বর নিজ রুচিকর ॥
হে নাথ ! স্থমতি নৃপ মাগেন যে বর। কৃপাময় ! সেই বর মম প্রীতিকর ॥২॥
প্রভু ! মম মানি ইথে ধৃষ্টতা পরম। ভক্তহিতে তাহা বুঝি তব মনোরম ॥
ব্রহ্মাদির পিতা তুমি জগতের স্বামী। পরব্রহ্ম তুমি সর্ব্বজন-অন্তর্যামী ॥৩॥
একথা বুঝিয়া তবু না যায় সংশয়। ইহা বুঝি যাহা কহ প্রমাণ নিশ্চয় ॥
হে নাথ ! তোমার পদে যাহার ভকতি। ভুঞ্জিবে যে স্থখ আর লভিবে যে গতি ॥৪॥

দোহা— সে স্থখ সে গতি আর সে ভকতি তব পদে সেই অনুরাগ।
দাও সেই জ্ঞান সে জীবনধারা কৃপা করি প্রভু মহাভাগ ॥১৫০॥

সারমর্ম—তাঁহার প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া কহিলেন—আমার মত কারে পাইব জানি না, আমি বরং নিজে তোমার পুত্র হইব। প্রভু শতরূপার প্রতি চাহিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনিও সেই বর প্রার্থনা করিলেন। বিনয় সহকারে পুন বলিলেন—তুমি বিশ্বপতি, ব্রহ্মাদিরও পিতা বুঝিয়া ইহাতে সংশয় হইতেছে তবুও তোমার

কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তবে আরও বলি তুমি পুত্র হইলেও তোমার প্রতি আমার মতি গতি প্রীতি প্রভৃতি যেন অটুট থাকে সে জ্ঞানও হে প্রভু! তুমি আমাকে দিবে ॥১৫০॥

চৌ—সুনি মৃদু গূঢ় রুচির বর রচনা। কৃপাসিন্ধু বোলে মৃদু বচনা॥
জো কছু রুচি তুম্হরে মন মাহীঁ। মৈঁ সো দীন্হ সব সংসয় নাহীঁ ॥১॥
মাতু বিবেক অলৌকিক তোরেঁ। কবহুঁ ন মিটিহি অনুগ্রহ মোরেঁ॥
বন্দি চরন মনু কহেউ বহোরী। অবর এক বিনতী প্রভু মোরী ॥২॥
সুত বিষইক তব পদ রতি হোউ। মোহি বড় মূঢ় কহৈ কিন কোউ॥
মনি বিনু ফনি জিমি জল বিনু মীনা। মম জীবন তিমি তুম্হহি অধীনা ॥৩॥
অস বরু মাগি চরন গহি রহেউ। এবমস্তু করুনানিধি কহেউ॥
অব তুম্হ মম অনুসাসন মানী। বসহু জাই সুরপতি রজধানী ॥৪॥
দো— তহঁ করি ভোগ বিসাল তাত গএঁ কছু কাল পুনি।
হোইহহু অবধ ভুআল তব মৈঁ হোব তুম্হার সুত ॥১৫১॥

বাংলা অর্থঃ—**রুচির**—সুন্দর; **কবহুঁ**—কভু; **অবর**—অপর, অন্য; **বিষইক**—বিষয়ক; **কহৈ কিন**—কেহ কহে, ; **মীনা**—মীন, মৎস্য। (চৌ—১-৪; দো—১৫১)॥

চৌ—শুনি মৃদু গূঢ় শ্রেষ্ঠ রুচির বচন। কৃপাসিন্ধু মৃদু বাক্য কহেন তখন॥
যত কিছু ইচ্ছা তব মনের মাঝারে। অসংশয় দিনু তাহা আপনি তোমারে ॥১॥
হে মাতঃ! বিবেক তুমি অপূর্ব্ব লভিবে। আমার কৃপাতে তাহা কভু না টুটিবে॥
বন্দিয়া চরণ মনু কহিলেন পুন। হে প্রভু! আমার এবে এক কথা শুন ॥২॥
সুতরূপে তব পদে রহে যেন মতি। যদিও বা কেহ বলে মোরে মূঢ় অতি॥
মণি যথা ফণি-সহ জল-সহ মীন। মম প্রাণ থাকে তথা তোমার অধীন ॥৩॥
এই বর মাগি মনু পদে ধরি রহে। 'তাই হবে' এই কথা দয়ানিধি কহে॥
এখন আমার এই উপদেশ মানি। নিজে বাস কর গিয়া ইন্দ্র-রাজধানী ॥৪॥
সোরঠা— ভুঞ্জিয়া সেথায় ভোগ সুবিশাল হে তাত! কাটা'লে কিছুকাল পুন।
তুমি হবে জেনো অযোধ্যা-ভূপাল তখন হইব তব সুত শুন ॥১৫১॥

সারমর্ম্ম—শুনিয়া প্রভু উত্তরে শতরূপাকে বলিলেন—তোমার অপূর্ব্ব বিবেকবুদ্ধি থাকিবে। তোমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মনু পুন প্রভুকে বলিলেন—তোমার প্রতি আমার যেন দৃঢ় অনুরাগ থাকে তাহাতে কেহ আমাকে মূর্খ বলে বলুক। আমার প্রাণ সর্ব্বপ্রকারে যেন তোমার অধীন থাকে। প্রভু তথাস্তু বলিয়া কহিলেন—এখন ইন্দ্রের রাজধানীতে বাস করিয়া উপযুক্ত কাল হইলে তুমি যখন অযোধ্যার রাজা হইবে তখন আমি তোমার পুত্র হইব ॥১৫১॥

চৌ—ইচ্ছাময় নরবেষ সঁবারেঁ। হোইহউঁ প্রগট নিকেত তুম্হারেঁ॥
অংসন্হ সহিত দেহ ধরি তাতা। করিহউঁ চরিত ভগত সুখদাতা॥১॥

জে সুনি সাদর নর বড়ভাগী। ভব তরিহহিঁ মমতা মদ ত্যাগী ॥
আদিসক্তি জেহি জগ উপজায়া। সোউ অবতরিহি মোরি ইহ মায়া ॥২॥
পুরউব মৈঁ অভিলাষ তুম্হারা। সত্য সত্য পন সত্য হমারা ॥
পুনি পুনি অস কহি কৃপানিধানা। অন্তরধান ভএ ভগবানা ॥৩॥
দম্পতি উর ধরি ভগত কৃপালা। তেহিঁ আশ্রম নিবসে কছু কালা ॥
সময় পাই তনু তজি অনয়াসা। জাই কীন্হ অমরাবতি বাসা ॥৪॥
দো— য়হ ইতিহাস পুনীত অতি উমহি কহী বৃষকেতু।
ভরদ্বাজ সুনু অপর পুনি রাম জনম কর হেতু ॥১৫২॥

মাসপারায়ণ পাঁচবাঁ বিশ্রাম।

বাংলা অর্থ—সঁবারে—সাজিয়া ; বড়ভাগী—বহুভাগ্যধর ; পুরউব—পুরাইব ; উপজায়া—জন্ম দিয়াছিল ; অংসন্হ—অংশের ; নিকেত—নিকেতন, গৃহ। অনয়াসা—অনায়াসে ; জাই—যাইয়া ; সোউ—তিনিও। (চৌ—১-৪ ; দো—১৫২)।

চৌ—লীলাচ্ছলে ইচ্ছা করি নরবেশ ধ'রে। হইব প্রকট আমি তোমাদের ঘরে ॥
দেহ ধরি আসি তাত ! অংশের সহিত। ভক্তে সুখদান-কারী পালিব চরিত ॥১॥
ভাগ্যবান্ নর শুনি সাদরে সে কথা। সংসার তরিবে ত্যজি মদ ও মমতা ॥
আদি শক্তি হ'তে হয় উদ্ভব যাহার। যারে কহি মায়া তা'রো হবে অবতার ॥২॥
অভিলাষ তব আমি করিব পূরণ। সত্য সত্য কহি ইহা করিলাম পণ ॥
পুন পুন ইহা কহি কৃপার নিধান। অন্তর্হিত হইলেন নিজে ভগবান্ ॥৩॥
জায়াপতি কৃপাময়ে হিয়ামাঝে ধরি। যাপিলেন কিছু কাল সেথা বাস করি ॥
তনু ত্যজি অবসর লভি অনায়াসে। কাল কাটে দোঁহাকার ইন্দ্রপুরী-বাসে ॥৪॥
দোহা— এই ইতিকথা পরম পাবন উমারে কহেন বৃষকেতু।
যাজ্ঞবল্ক্য ক'ন শুন ভরদ্বাজ রাম জনমের এই-হেতু ॥১৫২॥

সারমর্ম—মানুষের বেশ ধারণ করিয়া লীলাচ্ছলে অংশ সহ তোমার গৃহে প্রকট হইব এবং ভক্তের সুখ দিব। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সে কথা শুনিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবে। আমার সহিত অব্যক্ত ধরিত্রীশক্তি হইতে মায়াও অবতার গ্রহণ করিবেন। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। দম্পতি প্রভু ভগবানকে কিছুকাল অন্তরে ধারণ করিয়া পরে দেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপুরী বাস করিতে লাগিলেন। এই কথা বৃষকেতু উমাকে কহিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে এই রামজন্মের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥১৫২॥

সমাপি পঞ্চম দিন মাসপারায়ণ। সীতারামে করিলাম প্রণতিজ্ঞাপন ॥
(মাসপারায়ন পঞ্চম বিশ্রাম)

চৌ—সুনু মুনি কথা পুনীত পুরানী। জো গিরিজা প্রতি সম্ভু বখানী ॥
বিস্ব বিদিত এক কৈকয় দেসূ। সত্যকেতু তহঁ বসই নরেসূ ॥১॥

ধরম ধুরন্ধর নীতি নিধানা। তেজ প্রতাপ সাল বলবানা ॥
তেহি কেঁ ভএ জুগল সুত বীরা। সব গুন ধাম মহা রনধীরা ॥২॥
রাজ ধনী জো জেঠ সুত আহী। নাম প্রতাপভানু অস তাহী ॥
অপর সুতহি অরিমর্দন নামা। ভুজবল অতুল অচল সংগ্রামা ॥৩॥
ভাইহি ভাইহি পরম সমীতী। সকল দোষ ছল বরজিত প্রীতী ॥
জেঠে সুতহি রাজ নৃপ দীন্হা। হরি হিত আপু গবন বন কীন্হা ॥৪॥
দো— জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ ফিরী দোহাঈ দেস।
প্রজা পাল অতি বেদবিধি কতহুঁ নহীঁ অঘ লেস ॥১৫৩॥

বাংলা অর্থ—বখানী—ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ; রাজ ধনী—রাজ্যের উত্তরাধিকারী ; আহী—হইয়াছিল ; সমীতী—সম্মিলনী, প্রীতি ; দোহাঈ—যশ ; ফিরী—ব্যাপ্ত হইল ; জেঠে—জ্যেষ্ঠ ; (চৌ—১-৪, দো—১৫৩)। লরাঈ—যুদ্ধ।

প্রতাপ-ভানুচরিত

(প্রতাপ-ভানুর কথা তুলসী গাহিল। ভক্তজন শুনি তাহা বিচিত্র গণিল)

চৌ—শুন ভরদ্বাজ ! ইহা পুরাণ পাবন। মহেশ উমারে যাহা বাখানিয়া ক'ন ॥
ধরাধামে সুবিদিত কেকয়ের দেশ। তথা সত্যকেতু নামে ছিলেন নরেশ ॥১॥
ধর্ম্মধুরন্ধর তিনি নীতির নিধান। তেজস্বী প্রতাপশীল আর বলবান্ ॥
তাঁহার ঔরসে জন্ম লভে দুই বীর। সর্ব্বগুণধাম তথা মহারণধীর ॥২॥
জ্যেষ্ঠসুতে করিলেন রাজ্য অধিকারী। প্রতাপভানু নামটি দিলেন বিচারি ॥
তাঁর সুত হয় অরি-মর্দ্দন অপর। সংগ্রামে অটল তিনি বহু-শক্তিধর ॥৩॥
দুই ভা'য়ে ছিল বড় মধুর মিলন। দোষ-বিবর্জ্জিত ছিল প্রেমেতে মগন ॥
জ্যেষ্ঠসুতে রাজ্য রাজা করিয়া প্রদান। হরি ভজিবার তরে বনে চলি যা'ন ॥৪॥
দোহা— প্রতাপভাস্কর নৃপতি যখন যশ ব্যাপে তাঁর দেশ দেশ।
প্রজা সব চলে বেদ বিধি মানি কোথাও না রহে পাপলেশ ॥১৫৩॥

সারমর্ম—আর একটী চরিত কথা শিব উমারে কহিয়াছিলেন যাহা যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে কহিয়াছিলেন। কেকয় দেশে সত্যকেতু নামে ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল প্রতাপভানু ও অরিমর্দ্দন। তাঁহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সৌভ্রাত্র ছিল। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া হরিকে ভজনা করিবার জন্য বনগমন করেন। প্রতাপভানুর রাজত্বকালে প্রজারা সমাজে বেদ বিধি অনুবর্ত্তন করিত। কোথাও পাপের লেশ ছিল না ॥১৫৩॥

চৌ—নৃপ হিতকারক সচিব সয়ানা। নাম ধরমরুচি সুক্র সমানা ॥
সচিব সয়ান বন্ধু বলবীরা। আপু প্রতাপপুঞ্জ রনধীরা ॥১॥
সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা। অমিত সুভট সব সমর জুঝারা ॥
সেন বিলোকি রাউ হরষানা। অরু বাজে গহগহে নিসানা ॥২॥

বিজয় হেতু কটকঈ বনাঈ। সুদিন সাধি নৃপ চলেউ বজাঈ॥
জহঁ তহঁ পরী অনেক লরাঈঁ। জীতে সকল ভূপ বরিআঈঁ ॥৩॥
সপ্ত দীপ ভুজবল বস কীন্হে। লৈ লৈ দণ্ড ছাড়ি নৃপ দীন্হে॥
সকল অবনি মণ্ডল তেহি কালা। এক প্রতাপভানু মহিপালা ॥৪॥
দো— স্ববস বিস্ব করি বাহুবল নিজ পুর কিন্হ প্রবেস্থ।
অরথ ধরম কামাদি সুখ সেবই সময় নরেস্থ ॥১৫৪॥

বাংলা অর্থঃ—সয়ানা—সেয়ানা, বুদ্ধিমান্; **চতুরঙ্গ সেন**—রথহস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সেনা, সেনা দলের চারিটী অঙ্গ; **সমর জুঝারা**—সমর জয়ী; **গহগহে বাজে**—উৎসাহ ভরে বাজায়; **নিসানা**—দামামা; **কটকই**—সেনাদল; **বরিআঈ**—সগর্ব্বে; **দণ্ড**—কর; **মহিপালা**—রাজচক্রবর্ত্তী; **লৈ লৈ**—নিয়া নিয়া। (চৌ—১-৪, দো—১৫৪)।

চৌ—নৃপহিতকারী মন্ত্রী সুবুদ্ধি প্রধান। নাম ধর্ম্মরুচি শুক্র-সম বুদ্ধিমান্॥
ধীমান্ সচিব ভ্রাতা তথা বলী বীর। প্রতাপ প্রতীক্ নিজে রণে অতি ধীর ॥১॥
চতুরঙ্গ সেনা তাঁর সমরে নিপুণ। সংশপ্তক সেনা সবে ধরে বহুগুণ॥
সৈন্য বিলোকিয়া রাজা হরষিত মন। দমাদম সেথা চলে দামামা বাদন ॥২॥
দ্বিগ্বিজয় তরে সৈন্য করিয়া স্থাপন। সুদিনে চলেন রাজা বাজা'য়ে বাদন॥
যেখানে যেখানে হয় যত কিছু রণ। বাহুবলে রাজা রাজচক্রবর্ত্তী হন ॥৩॥
ভুজবলে সপ্তদ্বীপ রাজা বশে ল'ন। ছাড়েন সবারে করি রাজস্ব গ্রহণ॥
ধরাতে ভূখণ্ড যত সেকালে আছিল। প্রতাপভানুর হাতে সকল আসিল ॥৪॥
দোহা— বাহু-বলে আনি বিশ্ব নিজ বশে নিজপুরে করেন প্রবেশ।
অর্থ ও ধরম কাম আদি সুখ কালোচিত সেবেন নরেশ ॥১৫৪॥

সারমর্ম্ম—রাজা প্রতাপভানুর ধর্ম্মরুচি নামে বিশেষ বুদ্ধিমান্ এক মন্ত্রী ছিলেন একাধারে বলবান্ বীর ভ্রাতা বুদ্ধিমান মন্ত্রী নিজের প্রতাপ এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক এই চতুরঙ্গ সেনারূপে যুদ্ধ জয় না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিতেন না বরং মরণকে বরণ করিতেন। এইরূপ অপরূপ সমন্বয়ে রাজা সপ্তদ্বীপের অধিকারী হন। প্রত্যেকের কাছ হইতে কর লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এইভাবে তিনি বিশ্বজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন ॥১৫৪॥

চৌ—ভূপ প্রতাপভানু বল পাঈ। কামধেনু ভৈ ভূমি সুহাঈ॥
সব দুখ বরজিত প্রজা সুখারী। ধরমসীল সুন্দর নর নারী ॥১॥
সচিব ধরমরুচি হরি পদ প্রীতী। নৃপ হিত হেতু সিখব নিত নীতী॥
গুর সুর সন্ত পিতর মহিদেবা। করই সদা নৃপ সব কৈ সেবা ॥২॥
ভূপ ধরম জে বেদ বখানে। সকল করই সাদর সুখ মানে॥
দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা। সুনই সাস্ত্র বর বেদ পুরানা ॥৩॥
নানা বাপীঁ কূপ তড়াগা। সুমন বাটিকা সুন্দর বাগা॥
বিপ্রভবন সুরভবন সুহাএ। সব তীরথন্হ বিচিত্র বনাএ ॥৪॥

দো— জহঁ লগি কহে পুরান শ্রুতি এক এক সব জাগ।
বার সহস্র সহস্র নৃপ কিএ সহিত অনুরাগ ॥১৫৫॥

বাংলা অর্থঃ—**বরজিত**—বর্জ্জিত; **সিখব**—শিখান; **জাগ**—যাগ, যজ্ঞ; **নিত**—নিত্য; **বাপী**—বৃহৎ পুষ্করিণী; **জহঁ লগি**—যত প্রকার। (চৌ—১-৪, দো—১৫৫)।

চৌ—প্রতাপভানুর বলে বললাভ করি। ভূমি কামধেনু-সম হল শুভঙ্করী।
সর্ব্বদুখ-বিবর্জ্জিত প্রজা লভে সুখ। ধর্ম্মশীল নরনারী অধর্ম্ম-বিমুখ ॥১॥
মন্ত্রী ধর্ম্মরুচি রাখি হরিপদে মতি। নৃপহিতে নিত্য তাঁরে শেখান সুমতি ॥
দেব গুরু বিপ্র সাধু তথা পিতৃগণ। নৃপ হ'তে সেবালাভ করে সর্ব্বজন ॥২॥
রাজধর্ম্ম বলি যাহা আগমে বাখানে। সে সব আদরে পালি রাজা সুখ মানে ॥
বিবিধ প্রকারে করি দীন জনে দান। বেদ ও পুরাণ তিনি সবারে শুনান ॥৩॥
সংখ্যায় বিপুল বাপী কূপ ও তড়াগ। ফুলের বাটিকা তথা মনোহর বাগ ॥
দেবতা মন্দির আর ব্রাহ্মণ-ভবন। সর্ব্বতীর্থে করিলেন বিচিত্র রচন ॥৪॥

দোহা— বেদে ও পুরাণে লেখা যত যাগ একে একে করি আরম্ভণ।
অনুরাগে রাজা করিলেন বহু হাজার বার উদ্‌যাপন ॥১৫৫॥

সারমর্ম্ম—এই রাজার রাজত্বকালে ভূমিতে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হইত। প্রজারা সুখী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। মন্ত্রী ধর্ম্মরুচিও তাহাকে হরিপদে মতি রাখিয়া সুমতি শিক্ষা দিতেন। দেবতা, গুরু, বিপ্র, সাধু ও পিতৃস্থানীয় সকলে তাঁহার রাজত্বে পরম সুখী ছিলেন। দীনজনে দান, বেদ পুরাণাদি ব্যাখ্যান কূপ তড়াগাদি খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তীর্থ-ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত যাগ যজ্ঞ বেদপুরাণসম্মতভাবে বহুবার উদ্‌যাপন করেন ॥১৫৫॥

চৌ—হৃদয়ঁ ন কছু ফল অনুসন্ধানা। ভূপ বিবেকী পরম সুজানা ॥
করই জে ধরম করম মন বানী। বাসুদেব অর্পিত নৃপ গ্যানী ॥১॥
চঢ়ি বর বাজি বার এক রাজা। মৃগয়া কর সব সাজি সমাজা ॥
বিন্ধ্যাচল গভীর বন গয়উ। মৃগ পুনীত বহু মারত ভয়উ ॥২॥
ফিরত বিপিন নৃপ দীখ বরাহূ। জনু বন দুরেউ সসিহি গ্রসি রাহূ ॥
বড় বিধু নহিঁ সমাত মুখ মাহীঁ। মনহুঁ ক্রোধ বস উগিলত নাহীঁ ॥৩॥
কোল করাল দসন ছবি গাঈ। তনু বিসাল পীবর অধিকাঈ ॥
ঘুরুঘুরাত হয় আরৌ পাএ। চকিত বিলোকত কান উঠাএঁ ॥৪॥

দো— নীল মহীধর সিখর সম দেখি বিসাল বরাহু।
চপরি চলেউ হয় সুটুকি নৃপ হাঁকি ন হোই নিবাহু ॥১৫৬॥

বাংলা অর্থঃ—**বর বাজি**—শ্রেষ্ঠ অশ্ব; **মৃগয়া কর**—মৃগয়ার; **মারত ভয়উ**—শিকার করা হইল; **দুরেউ**—লুকাইল, গ্রাস করিল; **গ্রসি**—গ্রাস করিয়া, **নহি সমাত**—সামলাইতে পারিল না; **কোল**—শূকর; **আরৌ**—পদধ্বনি; **ঘুরু ঘুরাত**—ঘুরিতে ফিরিতে; **চপরি**—চাবুক লাগাইয়া; **সুটুকি**—চাবুক মারিয়া; **নিবাহু**—(জীবন) নির্ব্বাহ; **পীবর**—স্থূলকায়; **উগলিত**—উগরিয়া তোলা। (চৌ—১-৪; দো—১৫৬)।

চৌ—হিয়ামাঝে কর্ম্মফল কিছু নাহি চা'ন। পরম বিবেকী রাজা তথা জ্ঞানবান্॥
কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম করিয়া পালন। সব তাঁর করিলেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥১॥
অশ্ববরে চড়ি রাজা মৃগয়া-কারণ। সাজিয়া সদলে তিনি করেন গমন ॥
গভীর কাননে বিন্ধ্যাচলে প্রবেশিয়া। আনিলেন বহু মৃগ মৃগয়া করিয়া ॥২॥
বিপিনে ফিরিতে নৃপ হেরিল বরাহে। শশীরে গ্রাসিতে যেন গুপ্ত রাহু চাহে ॥
বড় চাঁদ যেন মুখে ধরিতে না পারি। ক্রোধবশ না দিতেছে তাহারে উগারি ॥৩॥
করাল বরাহদন্ত শোভিল তেমন। সুবিশাল কায়া তার বিরাট যেমন ॥
অশ্বপদধ্বনি শুনি ঘুরিতে ফিরিতে। চমকিত উদ্ধ্ব কর্ণ লাগে বিলোকিতে ॥৪॥
দো— ভূধর-শিখর সমান বিশাল হেরে নৃপ বরাহ শ্যামল।
চাবুক মারিয়া ছুটায়ে তুরগে তাহাতে কিছু না লভে ফল ॥১৫৬॥

সারমর্ম্ম—রাজা সকল কর্ম্ম ধর্ম্মানুযায়ী কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বিন্ধ্যাচলে মৃগয়াসন্ধানে গমন করেন। বহু মৃগ শিকার করিয়া ফিরিবার কালে বনে এক শূকরকে দেখিতে পাইলেন। সুন্দর দন্তবিশিষ্ট বরাহ যেন রাহুরূপে নৃপতিরূপ চন্দ্রমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। রাজা বরাহের পশ্চাতে ছুটিয়া বরাহ শিকারতরে চাবুক মারিয়া অশ্বকে ছুটাইলেন ॥১৫৬॥

চৌ—আবত দেখি অধিক রব বাজী। চলেউ বরাহ মরুত গতি ভাজী ॥
তুরত কীন্হ নৃপ সর সন্ধানা। মহি মিলি গয়উ বিলোকত বানা ॥১॥
তকি তকি তীর মহীস চলাবা। করি ছল সুঅর সরীর বচাবা ॥
প্রগটত দুরত জাই মৃগ ভাগা। রিস বস ভূপ চলেউ সঁগ লাগা ॥২॥
গয়উ দূরি ঘন গহন বরাহূ। জহঁ নাহিন গজ বাজি নিবাহূ ॥
অতি অকেল বন বিপুল কলেসূ। তদপি ন মৃগ মগ তজই নরেসূ ॥৩॥
কোল বিলোকি ভূপ বড় ধীরা। ভাগি পৈঠ গিরিগুহাঁ গভীরা ॥
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাঈ। ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাঈ ॥৪॥
দো— খেদ খিন্ন ছুদ্ধিত তৃষিত রাজা বাজি সমেত।
খোজত ব্যাকুল সরিত সর জল বিনু ভয়উ অচেত ॥১৫৭॥

বাংলা অর্থঃ—ভাজী চলেউ—পলাইল; মহি—মহী, তকি—তাক (লক্ষ্য) করিয়া; বচাবা—বাঁচাইল; দুরত—লুকাইল; মৃগ—পশু; নিবাহূ—গমনাগমন; মগ—(পিছু) মার্গ; পৈঠ—প্রবেশ করিল; পছিতাঈ—পছতাইয়া, হতভম্ব হইয়া; ভুলাই পরেউ—ভুলে পড়িলেন; খেদ খিন্ন—শ্রমকাতর। (চৌ—১-৪; দো—১৫৭)।

চৌ—ঘোর রব করি অশ্বে আসিতে হেরিল। বায়ুবেগে সে বরাহ পালা'তে চাহিল ॥
নৃপতি করিল ত্বরা শরের সন্ধান। বরাহ ধরাতে শায়ী বিলোকিয়া বাণ ॥১॥
লক্ষ্য করি তীর যবে নৃপতি চালায়। শূকর ছলনা করি নিজেরে এড়ায় ॥
দেখা দেয় দূরে ছুটি চলে পালাইয়া। রোষবশ নৃপ চলে তার পিছু নিয়া ॥২॥

বরাহ কাননে পশে ছুটিতে ছুটিতে। যেথা গজ বাজি কভু নারে প্রবেশিতে ॥
একাকী বিপুল বনে পথে অতি ক্লেশ। তথাপি মৃগের পিছু না ছাড়ে নরেশ ॥৩॥
শূকর হেরিল ভূপে অতি বড় ধীর। ছুটি প্রবেশিল এক গহ্বর গভীর ॥
হেরিয়া দুর্গম পথ হ'য়ে প্রতারিত। নৃপ সেই বনে হ'ন বিপথে চালিত ॥৪॥
দো— রাজা অশ্বসহ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তথা শ্রমে হইয়া কাতর।
জল বিনা হ'ন অজ্ঞান আকুল সন্ধানিয়া নদী সরোবর ॥১৫৭॥

সারমর্ম্ম—বরাহকে উদ্দেশ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে বরাহ ধয়াশায়ী হইয়া তীর এড়াইতে লাগিল। বরাহ ছুটিতে লাগিল নৃপ তাহার পিছু পিছু বনে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে বরাহ এক দুর্গম বনের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করিল। দুর্গম পথে নৃপ পথভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া বিনা জলপানে অজ্ঞান ও আকুল হইয়া নদী ও সরোবরের সন্ধান করিতে লাগিলেন ॥১৫৭॥

চৌ—ফিরত বিপিন আশ্রম এক দেখা। তহঁ বস নৃপতি কপট মুনিবেষা ॥
জাসু দেস নৃপ লীন্‌হ ছড়াঈ। সমর সেন তজি গয়উ পরাঈ ॥১॥
সময় প্রতাপভানু কর জানী। আপন অতি অসময় অনুমানী ॥
গয়উ ন গৃহ মন বহুত গলানী। মিলা ন রাজহি নৃপ অভিমানী ॥২॥
রিস উর মারি রঙ্ক জিমি রাজা। বিপিন বসই তাপস কেঁ সাজা ॥
তাসু সমীপ গবন নৃপ কীন্‌হা। য়হ প্রতাপরবি তেহিঁ তব চীন্‌হা ॥৩॥
রাউ তৃষিত নহিঁ সো পহিচানা। দেখি সুবেষ মহামুনি জানা ॥
উতরি তুরগ তে কীন্‌হ প্রনামা। পরম চতুর ন কহেউ নিজ নামা ॥৪॥
দো— ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেহিঁ সরবরু দীন্‌হ দেখাই।
মজ্জন পান সমেত হয় কীন্‌হ নৃপতি হরষাই ॥১৫৮॥

বাংলা অর্থঃ—গলানী—গ্লানি ; রঙ্ক—দরিদ্র ; রিস—রোষ ; মারি—মারিয়া, চাপিয়া ; তৃষিত—ব্যাকুল ; সরবরু—সরোবর ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৫৮)।

চৌ—বিপিনে ভ্রমিতে এক আশ্রম হেরেন। মুনিবেশে এক নৃপ তথায় ছিলেন ॥
যার দেশ রাজা ল'য়েছিলেন জিনিয়া। যুদ্ধসেনা ত্যজিয়া সে আসে পলাইয়া ॥১॥
প্রতাপের সুসময় নিজে ভাল জানি। আপনার অসময় অতি অনুমানি ॥
না যা'ন আপন ধাম মনে মানি গ্লানি। না করেন রাজসঙ্গ বড় অভিমানী ॥২॥
মনে চাপি রোষ রাজা দীন বেশ ধ'রে। তপস্বীর বেশ ল'য়ে বনে বাস করে ॥
তাহার সমীপে নৃপ করেন গমন। তিনি যে প্রতাপভানু মুনি চিনি ল'ন ॥৩॥
তৃষিত প্রতাপ কিন্তু তাঁ'রে না চিনিল। মুনিবেশে হেরি তাঁরে মুনি মানি নিল ॥
অশ্ব হ'তে অবতরি করেন প্রণাম। পরম সুবুদ্ধি রাজা না কহেন নাম ॥৪॥
দোহা— সেই ভূপতিরে তৃষিত বিলোকি মুনি দে'ন সব দেখাইয়া ॥
অশ্ব সহ সেথা স্নান তথা পান করে নৃপ উল্লাস করিয়া ॥১৫৮॥

সারমর্ম—বনে ঘুরিবার সময়ে নৃপতি এক আশ্রমে মুনিবেশধারী একজনকে দেখিতে পাইলেন। সেই ব্যক্তি ঐ নৃপতিকর্তৃক পরাজিত হইয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। মনের গ্লানিতে স্বরাজ্যে না ফিরিয়া অভিমানভরে ক্রোধ চাপিয়া তপস্বীর বেশে সেই বনে বাস করিতেছিলেন। প্রতাপভানু তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহাকে মুনি মনে করিয়া প্রণাম করিলেন কিন্তু নাম বলিলেন না। মুনি তাঁহাকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া সব দেখাইয়া দিলে নৃপতি অশ্বসহ সেখানে স্নান-পানাদি শেষ করিলেন ॥১৫৮॥

চৌ—গৈ শ্রম সকল সুখী নৃপ ভয়উ। নিজ আশ্রম তাপস লৈ গয়উ ॥
আসন দীন্হ অস্ত রবি জানী। পুনি তাপস বোলেউ মৃদু বানী ॥১॥
কো তুম্হ কস বন ফিরহু অকেলে। সুন্দর জুবা জীব পরহেলেঁ ॥
চক্রবর্তি কে লচ্ছন তোরেঁ। দেখত দয়া লাগি অতি মোরেঁ ॥২॥
নাম প্রতাপভানু অবনীসা। তাসু সচিব মৈঁ সুনহু মুনীসা ॥
ফিরত অহেরেঁ পরেউঁ ভুলাঈ। বড়ে ভাগ দেখেউঁ পদ আঈ ॥৩॥
হম কহঁ দুর্লভ দরস তুম্হারা। জানত হোঁ কছু ভল হোনিহারা ॥
কহ মুনি তাত ভয়উ অঁধিআরা। জোজন সত্তরি নগরু তুম্হারা ॥৪॥

দো— নিসা ঘোর গম্ভীর বন পন্থ ন সুনহু সুজান।
বসহু আজু অস জানি তুম্হ জাএহু হোত বিহান ॥১৫৯(ক)॥
তুলসী জসি ভবতব্যতা তৈসী মিলই সহাই।
আপুনু আবই তাহি পহিঁ তাহি তহাঁ লৈ জাই ॥১৫৯(খ)॥

বাংলা অর্থঃ—গৈ—চলিয়া গেল ; কস—কেন ; জীব—জীবন ; পরহেলে—অবহেলা করিয়া ; ফিরত অহেরে—শিকার কার্য্যে ফিরিতে ; হোনিহারা—ভবিতব্য ; সত্তরি—সত্তর ; বিহান—প্রভাত ; আপুনু—আপনা আপনি। (চৌ—১-৪ ; দো—১৫৯)।

চৌ—নৃপ সুখী হ'ন হ'লে শ্রান্তি অবসান। আপন আশ্রমে মুনি তাঁরে ল'য়ে যান ॥
আসন দিলেন জানি রবি অস্তমিত। মৃদুভাষে মুনি তাঁরে করে সম্মানিত ॥১॥
কে তুমি ? একাকী ফির বনে কি কারণ। অবহেলি হে যুবক ! নিজের জীবন ॥
রাজচিহ্ন তুমি দেখি করিছ ধারণ। তোমারে হেরিয়া মম দয়াপর মন ॥২॥
নামেতে প্রতাপভানু এক অবনীশ। তাঁহার সচিব আমি শুনহ মুনীশ ॥
শিকারে ফিরিতে ভ্রান্ত পথ ধরিলাম। ভাগ্যবান্ তাই তব পদ হেরিলাম ॥৩॥
দুর্ল্লভদর্শন তুমি মম তুল্য জনে। ভবিতব্য ভাল কিছু ইথে মানি মনে ॥

দো— রাত্রি অন্ধকার সুনিবিড় বন পথ নাহি শুনহ সুজন।
হেথা আজি রহ রাতি পোহাইলে যাত্রা কর প্রভাত যখন ॥১৫৯ক॥
দো— তুলসী কহিছে—সহায় মিলিবে ভবিতব্য যাহার যেমন।
আপনি আসিবে তাহার সমীপে তা'র হবে তখন তেমন ॥১৫৯খ॥

সারমর্ম—অতঃপর শ্রান্তি অবসানে মুনি তাঁহাকে স্ব আশ্রমে আনিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নৃপতি নিজেকে প্রতাপভানু নৃপতির সচিব বলিয়া পরিচয় দিলেন।

শিকারকালে ভ্রান্তপথে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন বলিলেন। তবে সৌভাগ্যবশে আপনার ন্যায় মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। মুনি বলিলেন—রাত্রি হইয়াছে। তোমার নগর এখান হইতে সত্তর যোজন দূরে। সুতরাং প্রভাতকালে স্বনগরে যাত্রা করিবে। তুলসীর মতে ভবিতব্যবশে যখন যাহা সম্মুখে আসে তাহাকে তেমনি ভাবে সহায়স্বরূপে লইতে হয়; উপায়ান্তর থাকে না ॥১৫৯॥

চৌ—ভলেহিঁ নাথ আয়সু ধরি সীসা। বাঁধি তুরগ তরু বৈঠ মহীসা ॥
নৃপ বহু ভাঁতি প্রসংসেউ তাহী। চরন বন্দি নিজ ভাগ্য সরাহী ॥১॥
পুনি বোলেউ মৃদু গিরা সুহাঈ। জানি পিতা প্রভু করউঁ ঢিঠাঈ ॥
মোহী মুনীস সুত সেবক জানী। নাথ নাম নিজ কহহু বখানী ॥২॥
তেহি ন জান নৃপ নৃপহি সো জানা। ভূপ সুহৃদ সো কপট সয়ানা ॥
বৈরী পুনি ছত্রী পুনি রাজা। ছল বল কীন্হ চহই নিজ কাজা ॥৩॥
সমুঝি রাজসুখ দুখিত অরাতী। অবাঁ অনল ইব সুলগই ছাতী ॥
সরল বচন নৃপ কে সুনি কানা। বয়র সঁভারি হৃদয়ঁ হরষানা ॥৪॥

দো— কপট বোরি বানী মৃদুল বোলেউ জুগুতি সমেত।
নাম হমার ভিখারি অব নির্ধন রহিত নিকেত ॥১৬০॥

বাংলা অর্থ—**ভলেহিঁ**—ভালই; **আয়সু**—আদেশ; **সীসা**—শীর্ষ, মস্তক; **সরাহী**—প্রশংসা করিলেন; **ঢিঠাঈ**—ধৃষ্টতা; **কহহু**—বলুন; **সুহৃদ**—শুদ্ধ হৃদয়; **ছত্রী**—ক্ষত্রিয়; **অরাতী**—অরাতী, শত্রু; **অবাঁ**—ভাঁটা (অগ্নিকুণ্ড); **সুলগই**—লগ্ন হইল (জ্বলিল) **ছাতী**—হৃদয়; **বয়র**—বৈরতা; **বোরি**—ডুবিয়া; (চৌ—১-৪, দো—১৬০)।

চৌ—ভালই কহিলে প্রভু—মানিনু আদেশ। বৃক্ষে অশ্ব বাঁধি সেথা বসেন নরেশ ॥
বিবিধ প্রকারে নৃপ তারে প্রশংসিল। মুনিপদ বন্দি বহু ভাগ্য মানি নিল ॥১॥
মধুর কোমল বাক্যে নৃপ তাঁরে ক'ন। পিতৃসম এ ধৃষ্টতা করহ মার্জ্জন ॥
সুত ও সেবক জানি মুনীশ তোমার। নিজ নাম পরিচয় দাও এই বার ॥২॥
নৃপ তারে নাহি চিনে নৃপে সে চিনিল। সরল বুঝিয়া তা'রে চাতুর্য্যে বেড়িল ॥
একে শত্রু তাহে ক্ষত্র তাহে ছিল রাজ। ছলে বলে সমাপিতে চাহিল স্বকাজ ॥
পূর্ব্বরাজ্যসুখ স্মরি শত্রু দুঃখ পায়। ভাঁটার আগুনে যেন হিয়া জ্ব'লে যায় ॥
নৃপের সরল কথা কাণে যত পশে। পূর্ব্বে কথা স্মরি তত হৃদয় হরষে ॥৪॥

দোহা— কপটতা ভরা মৃদুল বচন বলিলেন যুক্তির সহিত।
নাম জান মম 'ভিখারি' এখন ধনহীন গৃহ-বিবর্জিত ॥১৬০॥

সারমর্ম—নৃপতি মুনির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ণ বাক্যে স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার সবিশেষ পরিচয় জানিতে চাহিলেন। নৃপতি তাঁহাকে না চিনিলেও মুনিবেশী নৃপ তাঁহাকে চিনিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব শত্রুতার

কথা স্মরণ করিয়া অন্তর্দাহে জ্বলিতে লাগিলেন এবং ছলে বলে নিজ কাজ সিদ্ধ করিবেন বুঝিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। যুক্তি সহকারে কপটতা ভরা মৃদু বচনে মুনি কহিলেন—ধরিয়া লও তিনি একজন গৃহহীন ও ধনহীন ভিক্ষুকমাত্র ॥১৬০॥

চৌ—কহ নৃপ জে বিগ্যান নিধানা। তুম্হ সারিখে গলিত অভিমানা ॥
সদা রহহিঁ অপনপৌ দুরাএঁ। সব বিধি কুসল কুবেষ বনাএঁ ॥১॥
তেহি তেঁ কহহি সন্ত শ্রুতি টেরেঁ। পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরি কেরেঁ ॥
তুম্হ সম অধন ভিখারি অগেহা। হোত বিরঞ্চি সিবহি সন্দেহা ॥২॥
জোসি সোসি তব চরন নমামী। মো পর কৃপা করিঅ অব স্বামী ॥
সহজ প্রীতি ভূপতি কৈ দেখী। আপু বিষয় বিস্বাস বিসেষী ॥৩॥
সব প্রকার রাজহি অপনাঈ। বোলেউ অধিক সনেহ জনাঈ ॥
সুনু সতিভাউ কহউঁ মহিপালা। ইহাঁ বসত বীতে বহু কালা ॥৪॥
দো— অব লগি মোহি ন মিলেউ কোউ মৈঁ ন জনাবউঁ কাহু।
লোকমান্যতা অনল সম কর তপ কানন দাহু ॥১৬১(ক)॥
সো— তুলসী দেখি সুবেষু ভুলহিঁ মূঢ় ন চতুর নর।
সুন্দর কেকিহি পেখু বচন সুধা সম অসন অহি ॥১৬১(খ)॥

বাংলা অর্থ—সারিখে—সদৃশ; গলিত—বর্জ্জিত; অপনপৌ—আপন, নিজত্ব; দুরাএঁ—গোপন করিয়া; তেহিতে'—সেই হেতু; টেরে—তার স্বরে; জোসি সোসি—যে হও, সে হও; আপনাই—আপন করিয়া; জনাঈ—জানাইয়া; সতিভাউ—সদ্ভাবে; অব লগি—এখন পর্য্যন্ত; কেকিহি—কেকাকে ময়ূরকে; পেখু—দেখ; অসন—অশন, খাদ্য; বীতে—অতীত হইয়াছে। (চৌ—১-৪; দো—১৬১)।

চৌ—নৃপ ক'ন—যাঁরা হ'ন বিজ্ঞান-নিধান। ভবাদৃশ তাঁরা র'ন বর্জ্জি অভিমান ॥
তাঁহারা রহেন করি আপনা গোপন। কুবেশ সর্ব্বথা জানি কল্যাণ-সাধন ॥১॥
এ হেতু সুধী ও বেদে তারস্বরে কহে। হরিপ্রিয় জন বড় অকিঞ্চন রহে ॥
ভবাদৃশ ধনহীন ভিখারী অগেহ— ব্রহ্মা ও মহেশ ইথে করিবে সন্দেহ ॥২॥
যে হও সে হও তুমি তোমা নমি আমি। আমাপরে কৃপাপর হও তুমি স্বামী ॥
মুনি হেরে নৃপে হেন সহজ পিরীতি। আর দেখে তারপরে বিশেষ প্রতীতি ॥৩॥
সকল প্রকারে সাধি ভূপেরে আপন। মুনি ক'ন সমধিক সস্নেহ বচন ॥
মুনি ক'ন—সত্য এই শুন মহীপাল। হেথা বাস করি বহু কাটায়েছি কাল ॥৪॥
দোহা— এতাবৎ কাল কারো নাহি হেরি না করিনু আপনা খ্যাপন।
জনতার মান অনল-সমান তপোরূপ বনে করে সে দহন ॥১৬১ক॥
সোরঠা—মূর্খ শুধু নহে মুগ্ধ সুধীজন চারুসজ্জা হেরি—তুলসী তা' ক'ন।
সুন্দর ময়ূর স্বর সুধা-সম সর্প হয় জে'নো—তাহার ভোজন ॥১৬১খ॥

সারমর্ম—নৃপতি কহিলেন—আপনার ন্যায় জ্ঞানী অভিমান বর্জ্জন করিয়া নিজত্ব গোপন করিয়া নিজেরে আকিঞ্চন জ্ঞানে কুবেশ ধারণ করিয়া আনন্দময় জীবন যাপন

করেন। আপনি গৃহহীন ধনহীন ভিক্ষুক একথা ব্রহ্মা ও শিবের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিবে। তুমি যেই হও আমার প্রতি কৃপা রাখিবে আমি তোমাকে প্রণাম জানাই। মুনি কহিলেন—আমি দীর্ঘকাল এখানে থাকিয়া কখনও আত্মপ্রচার করি নাই। সম্মান লাভের ইচ্ছা তপস্যাকে নষ্ট করিয়া দেয়। গোস্বামী তুলসীদাসের মতে মূঢ় ব্যক্তি কেবল সুন্দর পোষাক দেখিয়া ভুলে না সুধী ব্যক্তিও তাহাতে ভুলিয়া যায় ॥১৬১॥

চৌ—তাতেঁ গুপুত রহউঁ জগ মাহীঁ। হরি তজি কিমপি প্রযোজন নাহী॥
প্রভু জানত সব বিনহি জনাএঁ। কহহু কবনি সিধি লোক রিঝাএঁ ॥১॥
তুম্হ সুচি সুমতি পরম প্রিয় মোরেঁ। প্রীতি প্রতীতি মোহি পর তোরেঁ॥
অব জৌঁ তাত দুরাবউঁ তোহী। দারুন দোষ ঘটই অতি মোহী ॥২॥
জিমি জিমি তাপসু কথই উদাসা। তিমি তিমি নৃপহি উপজ বিস্বাসা॥
দেখা স্ববস কর্ম মন বানী। তব বোলা তাপস বগধ্যানী ॥৩॥
নাম হমার একতনু ভাঈ। সুনি নৃপ বোলেউ পুনি সিরু নাঈ॥
কহহু নাম কর অরথ বখানী। মোহি সেবক অতি আপন জানী ॥৪॥
দো— আদি সৃষ্টি উপজী জবহিঁ তব উতপতি ভৈ মোরি।
নাম একতনু হেতু তেহি দেহ ন ধরী বহোরি ॥১৬২॥

বাংলা অর্থ—তাতেঁ—সেই হেতু; গুপুত—গুপ্ত; রিঝাএঁ—সন্তুষ্ট করিলে; কবনি—কোন; ঘটই—ঘটিবে; বগধ্যানী—বক ধার্ম্মিক; উতপতি—উৎপত্তি; দুরাবউঁ—লুকাইব বিনহি—বিনা। (চৌ—১-৪; দো—১৬২)।

চৌ—সেই হেতু গুপ্ত রহি আমি ধরামাঝে। হরি বিনা আর কিছু নাহি লাগে কাজে॥
প্রভু জানে সব নাহি জানালেও তাঁরে। শুধু জনতারে তুষি সিদ্ধি কি প্রকারে ॥১॥
তুমি শুচি মতিমান্ অতি প্রিয় মম। পিরীতি প্রতীতি তব হেরি অনুপম॥
এবে যদি তাত! কিছু তোমারে লুকাই। দোষ পরশিবে তাই তোমারে জানাই ॥২
মুনি কহে যত সব বচন উদাস। নৃপে উপজিল তাহে গভীর বিশ্বাস॥
কায়মনোবাক্যে নৃপে স্ববশ বুঝিয়া। বকধ্যানী মুনি কথা ক'ন প্রকাশিয়া ॥৩॥
একতনু নাম তুমি জানিবে আমার। শুনি নৃপ বলে পুন করি নমস্কার॥
কহ মোরে এ নামের অর্থ বাখানিয়া। অকপট ভক্তসম আমারে জানিয়া ॥৪॥
দোহা— আদি সৃষ্টি হয় সূচিত যখন জন্ম আমি লভিনু তখন॥
এ আত্মার প্রিয় নহে অন্য তনু এই নাম ধরি সে কারণ ॥১৬২॥

সারমর্ম—ছদ্মমুনি তাহাতে কহিলেন—আমি ধরামাঝে গুপ্ত রহিয়া কেবল হরি নামে দীন যাপন করি। তোমাকে শ্রদ্ধাবান্ পবিত্র ও বুদ্ধিমান বুঝিয়া তোমার কাছে সকল প্রকাশ করিতেছি। মুনি যত উদাস বচন কহিলেন নৃপের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তত বৃদ্ধি পাইল। মুনি তাহার নাম একতনু বলিলেন। নৃপতি তাহার অর্থ জানিতে চাহিলেন।

প্রথম সৃষ্টি যখন বিশ্বে আরম্ভ হইয়াছিল। তখন আমি জন্মলাভ করি। সে সময় হইতে এ দেহের দেহান্তর হয় নাই তাই একতনু নাম লইয়াছি ॥১৬২৫

চৌ—জনি আচরজু করহু মন মাহীঁ। সুত তপ তেঁ দুর্লভ কছু নাহীঁ ॥
তপবল তেঁ জগ সৃজই বিধাতা। তপবল বিষ্ণু ভএ পরিত্রাতা ॥১॥
তপবল সম্ভু করহিঁ সংঘারা। তপ তেঁ অগম ন কছু সংসারা ॥
ভয়উ নৃপহি সুনি অতি অনুরাগা। কথা পুরাতন কহৈ সো লাগা ॥২॥
করম ধরম ইতিহাস অনেকা। করই নিরূপন বিরতি বিবেকা ॥
উদভব পালন প্রলয় কহানী। কহেসি অমিত আচরজ বখানী ॥৩॥
সুনি মহীপ তাপস বস ভয়উ। আপন নাম কহন তব লয়উ ॥
কহ তাপস নৃপ জানউঁ তোহী। কীন্হেহু কপট লাগ ভল মোহী ॥৪॥
দো— সুনু মহীস অসি নীতি জহঁ তহঁ নাম ন কহহিঁ নৃপ।
মোহি তোহি পর অতি প্রীতি সোই চতুরতা বিচারি তব ॥১৬৩॥

বাংলা অর্থ—সংঘারা—সংহার; উদভব—উদ্ভব; কহানী—কথা; কহন লয়উ—কহিতে লাগিল; লাগ—লাগিয়াছে; মহীপ—মহীপ, নৃপতি। অরথ—অর্থ, বিরতি—বৈরাগ্য; ভল—ভাল। (চৌ—১-৪; দো—১৬৩)।

চৌ—মনের মাঝারে ইথে সংশয় না মানো। তপ হ'তে সব হয় সুত! ইহা জানো ॥
তপোবলে ধরাসৃষ্টি করেন বিধাতা। তপোবলে বিষ্ণু হ'ন সর্ব্বপরিত্রাতা ॥১॥
তপোবলে মহেশ্বর নিপুণ সংহারে। তপের অলভ্য কিছু না রহে সংসারে ॥
হেন কথা শুনি নৃপ অনুরাগী হ'ন। মুনি আরম্ভিল সব কথা পুরাতন ॥২॥
করম ধরম আর ইতিহ অনেক। নিরূপিয়া ক'ন সহ বৈরাগ্য বিবেক ॥
উদ্ভব প্রলয় তথা পালন-কাহিনী। অমিত আশ্চর্য্য তাহা কহেন বাখানি ॥৩॥
শুনি সব মুনিবশ নরপতি হ'ন। নিজ নাম প্রকাশিয়া কহেন তখন ॥
মুনি ক'ন—হে নৃপতি জেনেছি তোমায়। করেছ ছলনা তুমি ভাল মানি তায় ॥৪॥
সোরঠা— শুন নৃপবর! ইহা রাজনীতি রাজা নাহি ক'ন নাম প্রকাশিয়া।
তোমা পরে মম অতিশয় প্রীতি তব কূটনীতি যথা বিচারিয়া ॥১৬৩॥

সারমর্ম—ইহাতে সন্দেহ করিবেনা। কারণ তপস্যাদ্বারা হয় না এমন কিছু নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি লয় এক তপস্যা দ্বারা সম্ভব। এই কথা শুনিয়া নৃপ মুনির প্রতি অনুরাগী হইলেন। মুনিমুখে সব জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য বিষয়ে তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাঁহাতে অনুরাগী হইয়া নিজ নাম প্রকাশ করিলেন। তাহাতে মুনি কহিলেন—তুমি যে ছলনা করিয়াছিলে তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহাতে তুমি অন্যায় কর নাই। ইহা একপ্রকার রাজনীতি বটে ॥১৬৩॥

চৌ—নাম তুম্হার প্রতাপ দিনেসা। সত্যকেতু তব পিতা নরেসা ॥
গুর প্রসাদ সব জানিঅ রাজা। কহিঅ ন আপন জানি অকাজা ॥১॥

দেখি তাত তব সহজ সুধাঈ। প্রীতি প্রতীতি নীতি নিপুনাঈ ॥
উপজি পরী মমতা মন মোরেঁ। কহউঁ কথা নিজ পূছে তোরেঁ ॥২॥
অব প্রসন্ন মৈঁ সংসয় নাহীঁ। মাগু জো ভূপ ভাব মন মাহীঁ ॥
সুনি সুবচন ভূপতি হরষানা। গহি পদ বিনয় কীন্হি বিধি নানা ॥৩॥
কৃপাসিন্ধু মুনি দরসন তোরেঁ। চারি পদারথ করতল মোরেঁ ॥
প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী। মাগি অগম বর হোউঁ অসোকী ॥৪॥

দো— জরা মরন দুখ রহিত তনু সমর জিতৈ জনি কোউ।
একছত্র রিপুহীন মহি রাজ কলপ সত হোউ ॥১৬৪॥

বাংলা অর্থঃ—অকাজা—হানি ; সুধাঈ—সরল ভাব ; উপজি পরী—জন্মিল ; পুছে—প্রশ্নে ; মাগু—মাগ—(চাও) ; ভাব—ভাল লাগে ; চারি পদারথ—চারি পদার্থ (চতুর্ব্বর্গ) ; অগম—অগম্য (দুর্ল্লভ) ; রাজ—রাজ্য। (চৌ—১-৪, দো—১৬৪)।

চৌ—তব নাম জানি আমি প্রতাপ দিনেশ। সত্যকেতু নামে তব জনক নরেশ ॥
গুরুর কৃপায় জানি সকল রাজন্। নিজ-সিদ্ধিহানি জানি না কহি তখন ॥১॥
তাত ! হেরি তব চিত্তে নিজ সরলতা। পিরীতি প্রতীতি নীতি আর নিপুণতা ॥
উপজে মমতা মনে তোমার উপরে। তাই কহি নিজ কথা তব প্রশ্নোত্তরে ॥২
তোমা প্রতি তুষ্ট ইথে না রাখ সংশয়। মাগি লও নৃপ ! তুমি যাহা ইচ্ছা হয় ॥
নৃপ হরষিত হ'ন শুনি সুবচন। পদে নমি সবিনয়ে বহুভাবে ক'ন ॥৩॥
কৃপার সাগর মুনে ! তব দরশন। হাতে দেয় চতুর্ব্বর্গ হেন মানে মন ॥
প্রভুরে তথাপি আমি প্রসন্ন বিলোকি। মাগি এ দুর্ল্লভ বর হইব অশোকী ॥৪॥

দোহা— জরাম্মৃত্যু-দুখ-বিবর্জ্জিত তনু সমরে না লভি পরাজয়।
একচ্ছত্র রাজ্য রিপুহীন ধরা শতকল্প ধরি যেন রয় ॥১৬৩॥

সারমর্ম্ম—তোমার নাম প্রতাপভানু তোমার পিতা সত্যকেতু। গুরুকৃপায় ইহা জানিয়াছি। এ কথা প্রকাশ করিলে সিদ্ধি হানি হয়। হে বৎস ! তোমার সরলতা দেখিয়া তোমার প্রতি আমার মমতা জন্মিয়াছে তাই সন্তুষ্ট হইয়া তোমার প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতেছি। নৃপ ইহাতে বিশেষ হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—তোমার দর্শনে চতুর্ব্বর্গলাভ হইয়াছে মনে হইতেছে। তোমার কাছে এক বর চাহিতেছি যে জরামৃত্যু-দুঃখ-শূন্য হইয়া শত্রুহীন বিশ্বে যেন একচ্ছত্র রাজ্য শতকল্প কাল আমার যেন থাকে ॥১৬৪॥

চৌ—কহ তাপস নৃপ ঐসেই হোউ। কারন এক কঠিন সুনু সোউ ॥
কালউ তুঅ পদ নাইহি সীসা। এক বিপ্রকুল ছাড়ি মহীসা ॥১॥
তপবল বিপ্র সদা বরিআরা। তিন্হ কে কোপ ন কোউ রখবারা ॥
জোঁ বিপ্রন্হ বস করহু নরেসা। তৌ তুঅ বস বিধি বিষ্ণু মহেসা ॥২॥
চল ন ব্রহ্মকুল সন বরিআঈ। সত্য কহউঁ দোউ ভুজা উঠাঈ ॥
বিপ্র শ্রাপ বিনু সুনু মহিপালা। তোর নাস নহিঁ কবনেহু কালা ॥৩॥

হরষেউ রাউ বচন সুনি তাসূ। নাথ ন হোই মোর অব নাসূ ॥
তব প্রসাদ প্রভু কৃপানিধিনা। মো কহুঁ সর্ব কাল কল্যানা ॥৪॥
দো— এবমস্তু কহি কপট মুনি বোলা কুটিল বহোরি।
মিলব হমার ভুলাব নিজ কহহু ত হমহি ন খোরি ॥১৬৫॥

বাংলা অর্থঃ—তুঅ—তোমার; বরি আরা—বলীয়ান্; নাস—নাশ; মিলব—মিলন; ভুলাব—(পথ) ভ্রম; খোরি—দোষ। (চৌ—১-৪; দো—১৬৫)।

চৌ—তাপস কহেন—নৃপ! তথাস্তু কহিনু। শুনহ কঠিন সর্ত্ত তাহে এক দিনু ॥
কালও চরণে তব মস্তক নমিবে। বিপ্রকুল অনুকূল কিন্তু না রহিবে ॥১॥
তপোবলে বিপ্রে সদা জানো বলীয়ান্। তার কোপ হ'তে কেহ না পাইবে ত্রাণ ॥
যদি বিপ্রে তুমি বশ করিবে নরেশ। তব বশ রবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ ॥২॥
বাড়াবাড়ি নাহি চলে বিপ্রগণ নিয়া। এ সত্য কহিনু আমি দু'হাত তুলিয়া ॥
বিপ্রশাপ না লভিলে শুন মহীপাল। তব নাশ নাহি আনে জেনো কোন কাল ॥৩
তাহার বচন শুনি নৃপ তুষ্ট হ'ন। নাথ! নাহি মম ক্ষয় জানিনু এখন ॥
তব কৃপা ওহে প্রভো! করুণানিধান। সর্ব্বকালে আনি দিবে আমার কল্যাণ ॥৪
দো— তথাস্তু বলিয়া কপট তাপস আরো ক'ন কুটিল বচন—।
পথভ্রম তথা মিলন প্রকাশে নাহি মম দোষ পরশন ॥১৬৫॥

সারমর্ম—মুনি কহিলেন—তথাস্তু কিন্তু একটী সর্ত্ত আছে। কাল তোমার অধীন হইবে বটে কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তোমার অনুকূল থাকিবে না। তবে সেই বিপ্রগণকে যদি বশে আনিতে পার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তোমার বশে আসিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের করুণা লাভ কর তবে তোমার বিনাশ নাই। ব্রাহ্মণের শাপে যত বিপদ। তাহাতে নৃপতি ক'ন—তোমার কৃপায় আমার সর্ব্বথা কল্যাণ হইবে। কপট মুনি আরো ক'ন—পথ-ভ্রম-কথা ও দুজনার মিলন-কথা প্রকাশ করিলে আমার দোষ নাই ॥১৬৫॥

চৌ—তাতেঁ মৈঁ তোহি বরজউঁ রাজা। কহেঁ কথা তব পরম অকাজা ॥
ছঠেঁ শ্রবন য়হ পরত কহানী। নাস তুম্হার সত্য মম বানী ॥১॥
য়হ প্রগটেঁ অথবা দ্বিজশ্রাপা। নাস তোর সুনু ভানুপ্রতাপা ॥
আন উপায় নিধন তব নাহীঁ। জৌঁ হরি হর কোপহিঁ মন মাহীঁ ॥২॥
সত্য নাথ পদ গহি নৃপ ভাষা। দ্বিজ গুর কোপ কহহু কো রাখা ॥
রাখই গুর জৌঁ কোপ বিধাতা। গুর বিরোধ নহিঁ কোউ জগত্রাতা ॥৩॥
জৌঁ ন চলব হম কহে তুম্হারেঁ। হোউ নাস নহিঁ সোচ হমারেঁ ॥
একহিঁ ডর ডরপত মন মোরা। প্রভু মহিদেব শ্রাপ অতি ঘোরা ॥৪॥
দো— হোহিঁ বিপ্র বস কবন বিধি কহহু কৃপা করি সোউ।
তুম্হ তজি দীনদয়াল নিজ হিতু ন দেখউঁ কোউ ॥১৬৬॥

বাংলা অর্থঃ—বরজউঁ—নিষেধ করিতেছি; ছঠে শ্রবন—ষষ্ঠ কাণ (তৃতীয় ব্যক্তি); প্রগটে—প্রকাশ পায়; ভাষা—বলিল; রাখা—রক্ষা করিয়াছে; রাখই—

রক্ষা করে ; চলব—চলিব ; ডরপত—ভয় দিতেছে ; মহিদেব—ব্রাহ্মণ ; হিতু—হিতৈষী ; তাতেঁ—সেই হেতু ; নাস—নাশ। (চৌ—১-৪ ; দো—১৬৬)।

চৌ—তোমারে নিবারি এই হেতু মহারাজ। প্রকাশিলে ইহা জেনো সাধিবে অকাজ॥
ষষ্ঠ কাণে এই কথা পশিলে কখন। তোমার মরণ ধ্রুব সত্য এ বচন॥১॥
একথা প্রকাশে যদি কিংবা বিপ্রশাপ। ধ্রুব নাশ জেনো তব হে ভানুপ্রতাপ॥
অন্যপথে নাহি হেরি তোমার নিধন। মনে মনে রুষ্ট যদি হরিহরও হন॥২॥
পদে ধরি নৃপ কহে সত্য সে বচন। দ্বিজগুরু কোপ হ'তে কে করে রক্ষণ॥
বিধিকোপ হ'তে গুরু রক্ষিবারে পারে। গুরু কোপ হ'তে রক্ষা না কোন প্রকারে॥৩
যদি না চলিব তব বাক্য অনুসরি। নাশ হোক্ মম ইথে চিন্তা নাহি করি॥
এক শঙ্কা রহে কিন্তু মম চিত্তপর। ব্রাহ্মণের শাপ প্রভু! বড় ভয়ঙ্কর॥৪॥

দোহা— বিপ্র বশে আসে কোন্ বিধি ধরি কৃপা করি কহ তা' আমারে।
হে দীনদয়াল! তুমি বিনা মম কে বা প্রিয় ধরার মাঝারে॥১৬৬॥

সারমর্ম—হে মহারাজ একথা কোন প্রকারে প্রকাশ পাইলে অথবা বিপ্রশাপে তোমার মৃত্যু ধ্রুব। অন্য পথে তোমার বিনাশ নাই এমন কি হরিহর ক্রুদ্ধ হইলেও তোমার বিনাশ নাই। নৃপ কহিলেন—তোমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছি তোমার বিরোধী কর্ম্ম করিলে কে রক্ষা করিবে। তোমার কথা না শুনিলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আর এক কথা আছে ব্রাহ্মণের শাপ বড় ভয়ঙ্কর। তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন, কোন্ পথে বিপ্র বশে আসে তাহাও কহিয়া দাও। গুরু ও বিপ্রকোপ দুই কঠিন ব্যাপার॥১৬৬॥

চৌ—সুনু নৃপ বিবিধ জতন জগ মাহীँ। কষ্টসাধ্য পুনি হোহি কি নাহী॥
অহই এক অতি সুগম উপাঈ। তহাঁ পরন্তু এক কঠিনাঈ॥১॥
মম অধীন জুগুতি নৃপ সোঈ। মোর জাব তব নগর ন হোঈ॥
আজু লগেঁ অরু জব তেঁ ভয়উঁ। কাহু কে গৃহ গ্রাম ন গয়উ॥২॥
জৌঁ ন জাউঁ তব হোই অকাজূ। বনা আই অসমঞ্জস আজূ॥
সুনি মহীস বোলেউ মৃদু বানী। নাথ নিগম অসি নীতি বখানী॥৩॥
বড়ে সনেহ লঘুন্হ পর করহীঁ। গিরি নিজ সিরনি সদা তৃন ধরহী॥
জলধি অগাধ মৌলি বহ ফেনূ। সন্তত ধরনি ধরত সির রেনূ॥৪॥

দো— অস কহি গহে নরেস পদ স্বামী হোহু কৃপাল।
মোহি লাগি দুখ সহিঅ প্রভু সজ্জন দীনদয়াল॥১৬৭॥

বাংলা অর্থঃ—জতন—যত্ন, উপায় ; হোহি কি নাহী—হইতে পারে, নাও হইতে পারে (অনিশ্চিত ফল) ; আধীন—অধীন ; জুগুতি—যুক্তি (উপায়) ; জাব—যাওয়া ; আজু লগে—আজ পর্য্যন্ত ; বনা আই—আসিয়া পড়িয়াছে ; লঘুনহ পর—লঘুজনের উপর ; রেনূ—ধূলিরেণু ; বনা আই—এসে পড়েছে। (চৌ—১-৪ ; দো—১৬৭)।

চৌ—শুন নৃপ ধরামাঝে বিবিধ উপায়। দুঃখ-সাধ্য অনিশ্চিত ফলাফল তায়॥
আছে কিন্তু একপথে অতি সুগমতা। তাহাতেও আছে এক অতি কঠিনতা॥১॥
মোর মনে ওহে নৃপ! সেই যুক্তি মানি। তব পুরে মম যাত্রা সম্ভব না জানি॥
এ পর্য্যন্ত যত কাল আসিনু ধরায়। না যাই কাহারো ঘরে কিংবা কা'রো গাঁয়॥২॥
যদি না যাইব তবে হইবে অকাজ। এ বড় বিষম দশা ঘটিল যা' আজ॥
বিনীত বচন তার নৃপ শুনি ক'ন— হে নাথ। এ নীতিকথা করহ শ্রবণ॥৩॥
গুরু সদা লঘু জনে হয় স্নেহপর। গিরির শিখর তাই হয় তৃণধর॥
অগাধ জলধিশিরে সদা ফেন রহে। সতত ধরণীশির ধুলিরেণু বহে॥৪॥
দোহা— ইহা কহি নৃপ মুনিপদে ধরি কহে—প্রভু হউন কৃপাল।
আমার লাগিয়া দুঃখ সহ প্রভু তুমি দীনে সুজনে দয়াল॥১৬৭॥

সারমর্ম্ম—হে নৃপ! তাহার পথ অনেক আছে তবে তাহা কষ্টসাধ্য বটে। এ ব্যাপারে এক অসুবিধা এই যে আমি জন্মিবার পরে কোনখানে যাই নাই। অথচ আমার একবার তোমার গ্রামে যাওয়া দরকার। উত্তরে নৃপ ক'ন—গুরু সর্ব্বদা শিষ্যপরে স্নেহপর হইয়া থাকেন একথা চিরকাল সনাতন সত্য। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আমার জন্য আপনাকে এ দুঃখ সহিতেই হইবে॥১৬৭॥

চৌ—জানি নৃপহি আপন আধীনা। বোলা তাপস কপট প্রবীনা॥
সত্য কহউ ভূপতি সুনু তোহী। জগ নাহিন দুর্ল্লভ কছু মোহী॥১॥
অবসি কাজ মৈঁ করিহউঁ তোরা। মন তন বচন ভগত তৈঁ মোরা॥
জোগ জুগুতি তপ মন্ত্র প্রভাউ। ফলই তবহিঁ জব করিঅ দুরাউ॥২॥
জৌঁ নরেস মৈঁ করৌঁ রসোঈ। তুম্হ পরুসহু মোহি জান ন কোঈ॥
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করঈ। সোই সোই তব আয়সু অনুসরঈ॥৩॥
পুনি তিন্হ কে গৃহ জেবঁই জোউ। তব বস হোই ভূপ সুনু সোউ॥
জাই উপায় রচহু নৃপ এহু। সংবত ভরি সঙ্কলপ করেহু॥৪॥
দোহা— নিত নূতন দ্বিজ সহস সত বরেহু সহিত পরিবার।
মৈঁ তুম্হরে সঙ্কলপ লগি দিনহিঁ করবি জেবনার॥১৬৮॥

বাংলা অর্থঃ—তৈঁ—তুমি; ফলই—ফলিবে; দুরাউ করিঅ—গোপন করত যায়; রসোঈ—রন্ধন; পরুসহু—পরিবেশন কর; জেবঁই—ভোজন করিবে; সংবত—বর্ষ; সঙ্কলপ—সঙ্কল্প (ব্যবস্থা); বরেহু—নিমন্ত্রণ কর; জেবনার—রন্ধন; নাহিন—নাই; অনুসরঈ—অনুসরণ করিবে। (চৌ—১-৪, দো—১৬৮)।

চৌ—নৃপতিরে জানি মুনি আপন অধীন। কহিলেন ছল করি কপট প্রবীণ॥
শুন হে ভূপতি! আমি এ সত্য জানাই। ধরাতে দুর্ল্লভ জেনো মম কিছু নাই॥১॥
অবশ্য সাধিব আমি করম তোমার। কায়মনোবাক্যে তুমি ভকত আমার॥
যোগ যুক্তি তপ মন্ত্র করিতে সফল। গোপন করিবে তায় নতুবা বিফল॥২॥

যদি আমি হে রাজন্ করিব রন্ধন। পরিচয় না করি তা' করিবে বন্টন ॥
সে অন্ন যেজন শুধু করিবে ভোজন। তব বশ সে হইবে শুন এ বচন ॥৩॥
এখনি যাইয়া রচ উপায় তাহার। আয়োজন কর তুমি এক বর্ষ তার ॥
দোহা— নিত্য'নব বিপ্র কর আমন্ত্রণ এক লক্ষ সহ পরিজন।
প্রতি দিন তব ইষ্টসিদ্ধি তরে ভোজ্য নিজে করিব রন্ধন ॥১৬৮॥

সারমর্ম্ম—নৃপতিকে আপনার অধীন জানিয়া কপটমুনি ক'ন—আমি জগতে সব করিতে পারি। বিশেষতঃ তুমি আমার ভক্ত তবে সব কথা বিশেষ গোপন রাখিবে। আমি যাহা রন্ধন করিয়া দিব তাহা তুমি কাহাকেও পরিচয় না করিয়া পরিবেশন করিবে যে কেহ সে অন্ন ভোজন করিবে সে তোমার বশে আসিবে। তবে এখন হইতে তাহার আয়োজন কর। এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে পরিজনসহ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও এক বর্ষ পরে আমি রাঁধিয়া দিব তুমি পরিবেশন করিবে। ইহাতে ইষ্টসিদ্ধি হইবে ॥১৬৮॥

চৌ—এহি বিধি ভুপ কষ্ট অতি থোরেँ। হোইহহিँ সকল বিপ্র বস তোরেँ ॥
করিহহিँ বিপ্র হোম মখ সেবা। তেহি প্রসঙ্গ সহজেহিँ বস দেবা ॥১॥
ঔর এক তোহি কহউँ লখাউ। মৈँ এহিँ বেষ ন আউব কাউ ॥
তুম্হরে উপরোহিত কহুँ রায়া। হরি আনব মৈँ করি নিজ মায়া ॥২॥
তপবল তেহি করি আপু সমানা। রখিহউँ ইহাँ বরষ পরবানা ॥
মৈँ ধরি তাসু বেষু সুনু রাজা। সব বিধি তোর সঁবারব কাজা ॥৩॥
গৈ নিসি বহুত সযন অব কীজে। মোহি তোহি ভুপ ভেँট দিন তীজে ॥
মৈँ তপবল তোহি তুরগ সমেতা। পহুঁচৈহউँ সোবতহিँ নিকেতা।৪॥
দো— মৈँ আউব সোই বেষু ধরি পহিচানেহু তব মোহি।
জব একান্ত বোলাই সব কথা সুনাবৌँ তোহিँ ॥১৬৯॥

বাংলা অর্থ—সহজেহিँ—সহজেই; লখাউ—বিশেষ লক্ষণ; উপরোহিত—পুরোহিত; পরবানা—প্রমাণ (কাল); সঁবারব—সামলাইব; গৈ—হইয়া গিয়াছে; তীজে—তৃতীয়; সোবতহি—নিদ্রিত থাকিলেও; পহিচানেহু—চিনিয়া লইবে; পহুঁচৈহউँ—পঁহুছাইয়া দিব; একান্ত—নির্জ্জনে। (চৌ—১-৪; দো—১৬৯)।

চৌ—এর সাথে কর যদি অত্যল্প যতন। আসিবে আপন বশ সকল ব্রাহ্মণ ॥
বিপ্রহোম যজ্ঞসেবা আশ্রয় করিয়া। সহজে দেবতা যাবে স্ববশে আসিয়া ॥১॥
আর এক কথা শুন পরিচয় দিব। নিজে আমি এই বেশে কভু না আসিব ॥
তব নিজ পুরোহিতে অন্যপথ ধরি। মায়ার প্রভাবে হেথা আনাইব হরি ॥২॥
আপন-সমান তা'রে তপোবলে করি। এখানে রক্ষিব তা'রে এক বর্ষ ধরি ॥
শুন নৃপ! তা'র বেশ করিয়া ধারণ। সর্ব্বথা তোমার কাজ করিব সাধন ॥৩॥
সুগভীর রাত্রি, এবে করহ শয়ন। মিলিব তৃতীয় দিন পুন তব সন ॥
তপোবলে আমি তব তুরগেরে ল'য়ে। নিদ্রামাঝে পঁহুছাব তোমার আলয়ে ॥৪॥

দো— মম অভিযানে পুরোহিত বেশে তুমি মোরে লইবে চিনিয়া।
একান্তে তোমায় ডাকিব যখন সব কথা দিব শুনাইয়া ॥১৬৯॥

সারমর্ম—এর সাথে আর এক কাজ কর—যে সময় হোম ও যজ্ঞ আশ্রয় করিলে দেবতারাও বসে আসিবে। আর এক কথা শুন। আমি এই বেশে আসিব না। তোমার নিজের পুরোহিতকে মায়ার প্রভাবে এখানে হরণ করিয়া আনিব। তাহারে এখানে রাখিব। আমি তার বেশ ধারণ করিয়া তোমার ওখানে থাকিয়া আমি সকল কাজ সাধিব। এখন গভীর রাত্রি তুমি শয়ন কর। তৃতীয় দিনে তোমার অশ্বসহ নিদ্রার মাঝেই তোমার বাড়ীতে পৌঁছাব। সেখানে আমাকে তোমার পুরোহিতবেশে দেখিয়া চিনিয়া লইবে ॥১৬৯॥

চৌ—সময় কীন্হ নৃপ আয়সু মানী। আসন জাই বৈঠ ছলগ্যানী ॥
শ্রমিত ভূপ নিদ্রা অতি আঈ। সো কিমি সোব সোচ অধিকাঈ ॥১॥
কালকেতু নিসিচর তহঁ আবা। জেহিঁ সূকর হোই নৃপহি ভুলাবা ॥
পরম মিত্র তাপস নৃপ কেরা। জানই সো অতি কপট ঘনেরা ॥২॥
তেহি কে সত সুত অরু দস ভাঈ। খল অতি অজয় দেব দুখদাঈ ॥
প্রথমহি ভূপ সমর সব মারে। বিপ্র সন্ত সুর দেখি দুখারে ॥৩॥
তেহিঁ খল পাছিল বয়রু স ভারা। তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা ॥
জেহিঁ রিপু ছয় সোই রচেন্হি উপাউ। ভাবী বস ন জান কছু রাউ ॥৪॥
দো— রিপু তেজসী অকেল অপি লঘু করি গনিঅ ন তাহু।
অজহু দেত দুখ রবি সসিহি সির অবসেষিত রাহু ॥১৭০॥

বাংলা অর্থ—অতি ঘনেরা—খুব বেশী; অজয়—অজেয়; পাছিল—পিছুকার; স ভারা—স্মরণ করিল; মন্ত্র—মন্ত্রণা (ষড়যন্ত্র); ছয়—ক্ষয়; ভাবী—ভবিতব্যতা; সির অবসেষিত—শিরমাত্র অবশিষ্ট; অকেল—একাকী। (চৌ—১-৪; দো—১৭০)।

চৌ—শয়ন করিল নৃপ সে আদেশ মানি। আসনে বসিল সেই কপট বিজ্ঞানী ॥
শ্রান্ত রাজা নিদ্রাঘোরে হ'ল অচেতন। বিনিদ্র রহিল ছলী চিন্তাকুল মন ॥১॥
কালকেতু নিশাচর সে সেথা আসিল। যে শূকর সাজে সে আগে নৃপে ভুলাইল ॥
তাপস-নৃপের ছিল সে আপন জন। ছলনার জ্ঞান ভূরি করিত ধারণ ॥২॥
তার ছিল শত সুত আর দশ ভ্রাতা। অজেয় অতীব খল দেবে দুঃখদাতা ॥
সবারে সমরে ভূপ হানিল তখন। বিপ্র সাধু সুর যবে দুখেতে মগন ॥৩॥
পূর্ব্বের বৈরিতা খল করিয়া স্মরণ। তাপস-নৃপতি সনে করি কুমন্ত্রণ ॥
রিপুনাশ যা'তে হয় সে পথ রচিল। ভবিতব্যবশ নৃপ কিছু না জানিল ॥৪॥
দোহা— রিপু বলীয়ান্ একা যদি রহে লঘু নাহি লও তারে মানি।
রাহু দেয় দুঃখ রবিরে শশীরে শিরশেষসার তারে জানি ॥১৭০॥

সারমর্ম—কপট মুনির কথা শুনিয়া নৃপ শয়ন করিলে তখন নিদ্রাঘোরে অচেতন হইলেন তখন কালকেতু রাক্ষস আসিল। যে শূকর সাজিয়া সেই নৃপতিকে ভুলাইয়াছিল। সে

কপট মুনির আত্মীয় ছিল এবং ছলনানিপুণ ছিল তাহার এক শত পুত্র ও দশ ভ্রাতা ছিল এবং দেবগণকে কষ্ট দিত কেহ তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিত না। নৃপতি প্রতাপ-ভানু বিপ্র, সাধু ও দেবতাগণকে দুঃখী দেখিয়া সকলকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিল। খল কালকেতু তাপস নৃপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রিপুর (প্রতাপভানুর) নাশ করিতে চাহিল। প্রতাপভানু কিছুই জানিল না। তুলসীদাস কহিতেছেন—বলবান শত্রু যদি একজনও রহে তাহাকে লঘু বিবেচনা করিবে না॥১৭০॥

চৌ—তাপস নৃপ নিজ সখহি নিহারী। হরষি মিলেউ উঠি ভয়উ সুখারী॥
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাঈ। জাতুধান বোলা সুখ পাঈ॥১॥
অব সাধেউঁ রিপু সুনহু নরেসা। জৌ তুম্হ কীন্হ মোর উপদেসা॥
পরিহরি সোচ রহহু তুম্হ সোঈ। বিনু ঔষধ বিআধি বিধি খোঈ॥২॥
কুল সমেত রিপু মূল বহাঈ। চৌথে দিবস মিলব মৈঁ আঈ॥
তাপস নৃপহি বহুত পরিতোষী। চলা মহাকপটী অতিরোষী॥৩॥
ভানুপ্রতাপহি বাজি সমেতা। পহুঁচাএসি ছন মাঝ নিকেতা॥
নৃপহি নারি পহিঁ সয়ন করাঈ। হয়গৃহঁ বাঁধেসি বাজি বনাঈ॥৪॥
দো— রাজা কে উপরোহিতহি হরি লৈ গয়উ বহোরি।
লৈ রাখেসি গিরি খোহ মহুঁ মায়াঁ করি মতি ভোরি॥১৭১॥

বাংলা অর্থ ঃ—জাতুধান—রাক্ষস (কালকেতু); সোঈ রহহু—শুইয়া থাক; বি আধি—ব্যাধি; খোঈ—নাশ করিয়াছেন; বহাঈ—বহন করিয়া; ছন—ক্ষণ; হরি লৈ গয়উ—হরণ করিয়া লইয়া গেল; খোহ—গহ্বর; ভোরি—ভুলাইয়া। (চৌ—১-৪; দো-১৭১)।

চৌ—তাপস-নৃপতি নিজ সখারে হেরিল। হরষে মিলিত হ'য়ে আনন্দ ভুঞ্জিল॥
সখারে তাপস-নৃপ সব নিবেদিল। সুখ ভুঞ্জি নিশাচর বচন কহিল॥১॥
বৈরতা সুসিদ্ধ হবে শুনহে নরেশ। যদি তুমি অনুসর মম উপদেশ॥
চিন্তা পরিহরি হও নিদ্রায় মগন। হেরিবে ঔষধ বিনা রোগ-বিনাশন॥২॥
সমূলে রিপুর কুল যথা উজাড়িয়া। চতুর্থ দিবসে হেথা যাব পহুঁছিয়া॥
এমতে তাপস-নৃপে তোষণ করিয়া। রাক্ষস কপটী রোষী ধাইল চলিয়া॥৩॥
প্রতীপভানুরে অশ্ব সহিত তখন। ক্ষণমাঝে পৌঁছি দিল নিজ নিকেতন॥
নৃপেরে রানীর পাশে সুপ্ত করাইল। অশ্বশালে অশ্বটীকে বাঁধিয়া রাখিল॥৪॥
দো— কালকেতু পুন রাজ পুরোহিতে অপহৃত করিয়া আনিল।
রক্ষিল তাহারে গিরির গহ্বরে মায়াবলে বুদ্ধি হরি নিল॥১৭১॥

সারমর্ম—তাপস নৃপতির সহিত কালকেতু ষড়যন্ত্র করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলে মায়ার প্রভাবে প্রতাপভানু ও তাহার অশ্বকে তাহার নিজ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া অশ্বশালে অশ্ব পৌঁছিয়া দিয়া নৃপেরে রাণীর পাশে শোয়াইয়া রাজপুরোহিতকে অপহরণ করিয়া এক গিরিগহ্বরে রাখিয়া মায়াদ্বারা তাহার বুদ্ধি হরণ করিল॥১৭১॥

চৌ—আপু বিরচি উপরোহিত রূপা। পরেউ জাই তেহি সেজ অনূপা॥
জাগেউ নৃপ অনভএঁ বিহানা। দেখি ভবন অতি অঁচরজু মানা॥১॥
মুনি মহিমা মন মহুঁ অনুমানী। উঠেউ গবঁহিঁ জেহিঁ জান ন রানী॥
কানন গয়উ বাজি চঢ়ি তেহীঁ। পুর নর নারী ন জানেউ কেহীঁ॥২॥
গএঁ জাম জুগ ভূপতি আবা। ঘর ঘর উৎসব বাজ বধাবা॥
উপরোহিতহি দেখ জব রাজা। চকিত বিলোক সুমিরি সোই কাজা॥৩॥
জুগ সম নৃপহি গএ দিন তীনী। কপটী মুনি পদ রহ মতি লীনী॥
সময় জানি উপরোহিত আবা। নৃপহি মতে সব কহি সমুঝাবা॥৪॥
দো— নৃপ হরষেউ পহিচানি গুরু ভ্রম বস রহা ন চেত।
বরে তুরত সত সহস বর বিপ্র কুটুম্ব সমেত॥১৭২॥

বাংলা অর্থ—পরেউ—পড়িলেন; সেজ—শয্যা; অনভয়েঁ বিহানা—প্রভাত হইবার পূর্ব্বে; কেহীঁ—কেহও; জাম—প্রহর (যাম); বধাবা বাজ—অভিনন্দন বাজনা বাজিল; লীনী—লীন (মগ্ন); চেত—জ্ঞান; বরে—নিমন্ত্রণ করিল; গবঁহি—চুপিচুপি; বিরচি—সাজিয়া। (চৌ—১-৪; দো—১৭২)।

চৌ—পুরোহিত রূপ নিজে কালকেতু ধরে। অনুপম শয্যা নিজে অধিকার করে॥
প্রভাত হ'বার আগে নৃপতি জাগিল। ভবন হেরিয়া ভারী চকিত হইল॥১॥
মুনির মহিমা নিজে মনে অনুমানি। উঠিয়া গেলেন যাহে না জানিল রাণী॥
সেই অশ্বে চড়ি তিনি চলিলেন বনে। সে কথা না জানে পুর-নরনারীগণে॥২॥
ব্যতীতে প্রহরদ্বয় নৃপ পঁহুছিল। ঘরে ঘরে উৎসবের বাজনা বাজিল॥
হেরিলেন রাজা যবে সেই পুরোহিত। স্মরিলেন সব কথা হইয়া চকিত॥৩॥
যুগসম কাটে তা'র সেই তিন দিন। কপটী মুনির পদে মন ছিল লীন॥
যথাকালে ছলী পুরোহিত পঁহুছিল। নৃপমতে সব কাজ সাধন করিল॥৪॥
দো— নৃপ হরষিত গুরুরে চিনিল ভ্রমে ভরে মানস তাহার।
ত্বরা আমন্ত্রিল এক লাখ বিপ্রে কুটুম্ব সহিত আপনার॥১৭২॥

সারমর্ম্ম—কালকেতু নিজেই পুরোহিত বেশ ধারণ করিল এবং অনুপম শয্যা অধিকার করিল। নৃপতি জাগিয়া স্বভবনে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন। নিজে মুনির মহিমা জানিলেন, রাণী কিছু জানিলেন না এমনভাবে উঠিলেন এবং নিজের অশ্ব চড়িয়া বনে চলিলেন, পুরনরনারী কেহ জানিল না। দ্বিপ্রহর পরে নৃপতি ফিরিয়া আসিলে ঘরে ঘরে উৎসবের বাজনা বাজিল এবং পুরোহিতবেশীকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিন দিন খুব উৎসব চলিল। রাজার মন কপট মুনিতে মগ্ন ছিল। নির্দ্ধারিত সময়ে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া নৃপের কথামত সব বুঝাইয়া দিলেন। নৃপ তাহাকে কপটমুনির গুরু বলিয়া জানিলেন তাহাকে কালকেতু বলিয়া বুঝিলেন না এবং এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে কুটুম্ব সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন॥১৭২॥

চৌ—উপরোহিত জেবনার বনাঈ। ছরস চারি বিধি জসি শ্রুতি গাঈ॥
মায়াময় তেহিঁ কীন্হি রসোঈ। বিঁজন বহু গনি সকই ন কোঈ॥১॥
বিবিধ মৃগন্হ কর আমিষ রাঁধা। তেহি মহুঁ বিপ্র মাঁসু খল সাঁধা॥
ভোজন কহুঁ সব বিপ্র বোলাএ। পদ পখারি সাদর বৈঠাএ॥২॥
পরুসন জবহিঁ লাগ মহিপালা। ভৈ অকাসবানী তেহি কালা॥
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহ জাহূ। হৈ বড়ি হানি অন্ন জনি খাহূ॥৩॥
ভয়উ রসোঈঁ ভূসুর মাঁসূ। সব দ্বিজ উঠে মানি বিস্বাসূ॥
ভূপ বিকল মতি মোহঁ ভুলানী। ভাবী বস ন আব মুখ বানী॥৪॥
দো— বোলে বিপ্র সকোপ তব নহিঁ কছু কীন্হ বিচার।
জাই নিসাচর হোহু নৃপ মূঢ় সহিত পরিবার॥১৭৩॥

বাংলা অর্থ—জেবনার—রন্ধন; চারি বিধি—চারি প্রকার (চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়) বিঞ্জন—ব্যঞ্জন; মাঁসু—মাংস; সাঁধা—মিলাইল; পখারি—ধূইয়া; ভুসুর—ব্রাহ্মণ; ভুলানী—ভ্রান্ত হইল; জনি—না; তব—তখন। (চৌ—১-৪; দো-১৭৩)।

চৌ—পুরোহিত পাক করে বিবিধ আহার। ছয় রসে ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পেয়-সার॥
মায়াময় যত কিছু করিল রন্ধন। ব্যঞ্জন সংখ্যায় বহু না যায় গণন॥১॥
বিবিধ পশুর মাংস করিল রন্ধন। তার মাঝে বিপ্র-মাংস করিল মিশ্রণ॥
'ভোজন করুন'—বলি বিপ্রেরে জানান। পদধৌত করি যত্নে সবারে বসান॥২॥
পরিবেষ্টা নৃপ নিজে বলেন যখন। নভোবাণী শুনা গেল এহেন তখন॥
"বিপ্রবৃন্দ! উঠি সবে গৃহে ফিরি যাও। মহান্ অনর্থ এবে অন্ন নাহি খাও॥৩॥
ব্রাহ্মণের মাংস দিল রন্ধনের তরে।" বিশ্বাস করিয়া তাহা সবে উঠি পড়ে॥
নৃপতি বিকল-মতি মোহেতে ভুলিল। ভবিতব্যবশ মুখে কথা না স্ফুরিল॥৪॥
দোহা— বিপ্রেরা সকোপ কহেন তখন— কর নাই কিছুর বিচার।
নিশাচর হও হে মূঢ় নৃপতি! সহিত সকল পরিবার॥১৭৩॥

সারমর্ম্ম—পুরোহিত ব্যঞ্জন বহুবিধ রন্ধন করিলেন। অনেক প্রকার পশুর মাংস রন্ধন করিলেন। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের মাংস মিশাইয়া দিলেন। ভোজনার্থ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণের পা ধোয়াইয়া আহারের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলে আকাশবাণী হইলু—হে ব্রাহ্মণগণ! ঘরে ফিরিয়া যাও ঐ অন্ন খাইবে না, ব্রাহ্মণের মাংস রান্না হইয়াছে। রাজার বুদ্ধিভ্রংশ হইল, ভবিতব্যতাবশ কিছু ব্যাপার প্রকাশ করিলেন না। ব্রাহ্মণগণ সক্রোধে শাপ দিলেন—হে রাজন্! তুমি সপরিবারে রাক্ষস হইবে॥১৭৩॥

চৌ—ছত্রবন্ধু তৈঁ বিপ্র বোলাঈ। ঘালৈ লিএ সহিত সমুদাঈ॥
ঈশ্বর রাখা ধরম হমারা। জৈহসি তৈঁ সমেত পরিবারা॥১॥
সম্বত মধ্য নাস তব হোউ। জলদাতা ন রহিহি কুল কোউ॥
নৃপ সুনি শ্রাপ বিকল অতি ত্রাসা। ভৈ বহোরি বর গিরা অকাসা॥২॥

বিপ্রহু শ্রাপ বিচারি ন দীন্‌হা। নহিঁ অপরাধ ভূপ কছু কীন্‌হা ॥
চকিত বিপ্র সব সুনি নভ বানী। ভূপ গয়উ জহঁ ভোজন খানী ॥৩॥
তহঁ ন অসন নহিঁ বিপ্র সুআরা। ফিরেউ রাউ মন সোচ অপারা ॥
সব প্রসঙ্গ মহিসুরন্‌হ সুনাঈ। ত্রসিত পরেউ অবনীঁ অকুলাঈ ॥৪॥
দো— ভূপতি ভাবী মিটই নহিঁ জদপি ন দূষন তোর।
কিএঁ অন্যথা হোই নহিঁ বিপ্র শ্রাপ অতি ঘোর ॥১৭৪॥

বাংলা অর্থ—ছত্রবন্ধু—ক্ষত্রিয় ; ঘালৈ লিয়ে—হত্যা করিবার জন্য ; জৈহসি—যাইবে (নষ্ট হইবে) ; তৈঁ—তুমি ; অকাসা গিরা— নভোবাণী ; বিপ্রহু—হে ব্রাহ্মণগণ ; খানী—খনি (পাকশালা) ; সুআরা—সূপকার (পাচক ব্রাহ্মণ) ; মিটই নহিঁ—মিটিয়া যায় না ; কিএঁ—কৃত হইলে ; অসন—ভোজন। (চৌ—১-৪ ; দো—১৭৪)।

চৌ—হে রাজন্! বিপ্রগণে করি আবাহন। পরিবার সহ চাহ করিতে ধ্বংসন ॥
ধরম রাখিল বিধি আমা সবাকার। ধ্রুব নাশ হবে তব সহ পরিবার ॥১॥
বর্ষকাল মাঝে তব নাশ ধ্রুব হবে। তব কুলে জলদাতা কেহ নাহি রবে ॥
শুনি শাপ নৃপ হ'ন বিকল তরাসে। বরবাণী শ্রুত পুন হইল আকাশে ॥২॥
বিপ্রগণ বিচারিয়া শাপ নাহি দিল। কোন অপরাধ রাজা নিজে না করিল ॥
নভোবাণী শুনি বিপ্র-সকল চকিত। রাজা যা'ন যেথা হ'ল ভোজন পাচিত ॥
হেরে—সেথা না ভোজন কিম্বা সূপকার। ফিরেন নৃপতি মনে চিন্তিয়া অপার ॥
রাজা হ'তে সব কথা ব্রাহ্মণ শুনিল। ব্যাকুল তরাসে রাজা ধরায় পড়িল ॥৪॥
দোহা— যদ্যপি দূষণ না হেরি তোমার ভাবী কভু নাহি যায় চ'লে ॥
ব্রাহ্মণের শাপ জানো অতি ঘোর নাহি আন্ উচ্চারিত হ'লে ॥১৭৪॥

সারমর্ম—তুমি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া ধ্বংস করিতে চাহিয়াছ। ভগবান্ আমাদের ধর্মরক্ষা করিয়াছেন। তুমি সপরিবারে বর্ষকাল মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তোমার বংশে মুখে জল দিতে কেহ রহিবে না। শাপ শুনিয়া রাজা ভয়ে বিহ্বল হইলেন। পুনরায় আকাশবাণী হইল—ইহাতে রাজার কোন দোষ ছিল না। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা আশ্চর্য্য হইলেন। রাজা পাকশালায় গেলেন এবং দেখিলেন সেখানে ভোজ্যদ্রব্য বা পাচক কেহই নাই। রাজা চিন্তাকুলভাবে ফিরিলে ব্রাহ্মণেরা সকল শুনিলেন। রাজা ব্যাকুলভাবে ধরাশায়ী হইলে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—যদ্যপি ইহাতে তোমার দোষ নাই কিন্তু ব্রহ্মশাপ অন্যথা হইবার নহে ॥১৭৪॥

চৌ—অস কহি সব মহিদেব সিধাএ। সমাচার পুরলোগন্‌হ পাএ ॥
সোচহিঁ দূষন দৈবহি দেহীঁ। বিরচত হংস কাগ কিয় জেহীঁ ॥১॥
উপরোহিতহি ভবন পহুঁচাঈ। অসুর তাপসহি খবরি জনাঈ ॥
তেহিঁ খল জহঁ তহঁ পত্র পঠাএ। সজি সজি সেন ভূপ সব ধাএ ॥২॥

ঘেরেন্হি নগর নিসান বজাঈ। বিবিধ ভা তি নিত হোই লরাঈ ॥
জূঝে সকল সুভট করি করনী। বন্ধু সমেত পরেউ নৃপ ধরনী ॥৩॥
সত্যকেতু কুল কোউ নহিঁ বাঁচা। বিপ্রশ্রাপ কিমি হোই অসাঁচা ॥
রিপু জিঁতি সব নৃপ নগর বসাঈ। নিজ পুর গবনে জয় জসু পাঈ ॥৪॥

দো— ভরদ্বাজ সুনু জাহি জব হোই বিধাতা বাম।
ধূরি মেরুসম জনক জম তাহি ব্যালসম দাম ॥১৭৫॥

বাংলা অর্থ—বিরচত—গাড়তে চাহিয়াছিল ; সোচহিঁ—চিন্তা করিল ; খবরি—খবর ; ঘেরেন্হি—ঘিরিলেন ; ধরনী পরেউ—ধরাশায়ী হইল ; অসাঁচা—অসত্য ; ব্যাল—সর্প ; দাম—রজ্জু। (চৌ—১-৪ ; দো—১৭৫)।

চৌ—কহি হেন কথা সব ব্রাহ্মণ চলিল। পুরবাসিগণ সবে বারতা শুনিল ॥
চিন্তাকুল হ'য়ে তা'রা বিধিরে দূষিল। মরাল রচিতে শেষে বায়স সৃজিল ॥১॥
কালকেতু পুরোহিতে স্বগৃহে পৌঁছায়। কপট মুনিরে পুন খবর জানায় ॥
সেই খল যেথা সেথা আমন্ত্রণ দিল। সৈন্য ল'য়ে শত্রুভূপ সর্ব্বত্র ধাইল ॥২॥
ঘিরিয়া নগর তারা ডঙ্কাধ্বনি করে। নিত্য যুদ্ধ চলে তথা বহুরূপ ধ'রে ॥
সকল সুসৈন্য যুঝে বীরের মতন। সভ্রাতা প্রতাপভানু ধরাশায়ী হ'ন ॥৩॥
সত্যকেতু কুলে আর কেহ না বাঁচিল। বিপ্রশাপ কোন মতে মিথ্যা না হইল ॥
শত্রু জিনি পুরে বশ করি নৃপগণ। জয় যশ লভি করে স্বপুর গমন ॥৪॥

দোহা— ওহে ভরদ্বাজ শুনহ বচন বিধি যবে যাহে বাম হন।
ধূলি মেরুসম যমসম পিতা রজ্জু তার সর্পের মতন ॥॥১৭৫॥

সারমর্ম—ভবিতব্যতার দোষ দিয়া ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া গেলেন। এদিকে কালকেতু পুরোহিতকে স্বগৃহে পোঁছিয়া দিয়া কপট মুনিরে খবর জানাইল। প্রতাপভানুর শত্রুরাজগণ অবসর বুঝিয়া যে যে স্থানে সেই খল নিমন্ত্রণ দিয়াছিল সেই স্থান হইতে আসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে সভ্রাতা প্রতাপভানু ধরাশায়ী হন। প্রতাপভানুর পিতা সত্যকেতুকুলে কেহ আর জীবিত রহিল না। যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে কহিলেন—ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে ধূলাও মেরুপর্ব্বতের সমান বলী হইয়া শত্রুতা সাধন করে, পিতা যমের সমান এবং রজ্জু সর্পের সমান অনর্থকারী হয়। পুণ্যাত্মরাজার দেবতা হওয়া উচিত ছিল রাক্ষসে পরিণত হইল ॥১৭৫॥

চৌ—কাল পাই মুনি সুনু সোই রাজা। ভয়উ নিসাচর সহিত সমাজা ॥
দস সির তাহি বীস ভুজদণ্ডা। রাবন নাম বীর বরিবণ্ডা ॥১॥
ভূপ অনুজ অরিমর্দন নামা। ভয়উ সো কুম্ভকরন বলধামা ॥
সচিব্ জো রহা ধরমরুচি জাসূ। ভয়উ বিমাত্র বন্ধু লঘু তাসূ ॥২॥
নাম বিভীষন জেহি জগ জানা। বিষ্ণুভগত বিগ্যান নিধানা ॥
রহে জে সুত সেবক নৃপ কেরে। ভএ নিসাচর ঘোর ঘনেরে ॥৩॥

কামরূপ খল জিনস অনেকা। কুটিল ভয়ঙ্কর বিগত বিবেকা॥
কৃপা রহিত হিংসক সব পাপী। বরনি ন জাহিঁ বিস্ব পরিতাপী ॥৪॥
দো— উপজে জদপি পুলস্ত্যকুল পাবন অমল অনূপ।
তদপি মহীসুর শ্রাপ বস ভএ সকল অঘরূপ ॥১৭৬॥

বাংলা অর্থ ঃ—বরিবণ্ডা—প্রচণ্ড ; বলধামা—শক্তির আশ্রয় ; বিগ্যান নিধানা—জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় ; ঘোর ঘনেরে—বড় ভয়ঙ্কর ; জিনস—প্রকার ; বিস্ব পরিতাপী—পৃথিবীর সকলকে দুঃখদানকারী ; উপজে—জন্মে ; অঘরূপ—পাপমূর্ত্তি ; নৃপ কেরে—নৃপের ; তদপি—তথাপি। (চৌ—১-৪ ; দো—১৭৬)।

চৌ—মুনি শুন—সেই রাজা কাল পেলে পর। বন্ধুবর্গ সহ সবে হ'ন নিশাচর॥
দশশির হ'ন তাঁর বিশ ভুজদণ্ড। রাবণ নামেতে বীর হলেন প্রচণ্ড ॥১॥
ভূপের অনুজ যিনি অরাতিমর্দ্দন। বীর কুম্ভকর্ণ হ'য়ে তিনি জন্ম ল'ন॥
ধর্ম্মরুচি নামে তাঁর সচিবপ্রধান। বৈমাত্রেয় ছোট ভাই হইয়া জন্মান ॥২॥
বিভীষণ নাম তাঁর জগজ্জন জানে। বিষ্ণুর ভকত তিনি নিপুণ বিজ্ঞানে॥
রাজার সেবক সুত যে জন আছিল। ঘোর নিশাচররূপে জনম লভিল ॥৩॥
খল বহু জাতি সবে বহুরূপধর। বিবেক বিহীন দুষ্ট অতি ভয়ঙ্কর॥
নিষ্ঠুর হিংস্রক অতি করে যত পাপ। বর্ণনে না যায় বিশ্বে দেয় পরিতাপ॥
দোহা— লভিয়া জনম পুলস্ত্যের কূলে মহান্ পবিত্র ও পাবন।
বিপ্রশাপবশে তথাপি সকলে পাপরূপ করিল ধারণ ॥১৭৬॥

সারমর্ম্ম—কালক্রমে সেই রাজা বন্ধুবান্ধবসহ রাক্ষসজন্ম লাভ করিয়া রাবণ নামে প্রচণ্ড বীর হন। অরিমর্দ্দন ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং মন্ত্রী ধর্ম্মরুচি বিভীষণ নামে বৈমাত্রেয় ভাইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার সেবক পুত্র প্রভৃতি সকলে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ইহারা পবিত্র পুলস্ত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপ্রশাপবশে সকলে পাপমূর্ত্তি হইল ॥১৭৬॥

চৌ—কীন্হ বিবিধ তপ তীনিহুঁ ভাঈ। পরম উগ্র নহি বরনি সো জাঈ॥
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা। মাগহুঁ বর প্রসন্ন মৈঁ তাতা ॥১॥
করি বিনতী পদ গহি দসসীসা। বোলেউ বচন সুনহু জগদীসা॥
হম কাহু কে মরহিঁ ন মারেঁ। বানর মনুজ জাতি দুই বাঁরেঁ ॥২॥
এবমস্তু তুম্হ বড় তপ কীন্হা। মৈঁ ব্রহ্মাঁ মিলি তেহি বর দীন্হা॥
পুনি প্রভু কুম্ভকরন পহিঁ গয়উ। তেহি বিলোকি মন বিসময় ভয়উ ॥৩॥
জৌঁ এহি খল নিত করব অহারূ। হোইহি সব উজারি সংসারূ॥
সারদ প্রেরি তাসু মতি ফেরী। মাগেসি নীঁদ মাস ষট কেরী ॥৪॥
দো— গএ বিভীষন পাস পুনি কহেউ পুত্র বর মাগু।
তেহিঁ মাগেউ ভগবন্ত পদ কমল অমল অনুরাগু ॥১৭৭॥

বাংলা অর্থ ঃ—মরহি ন—মরে না ; মারেঁ—মারদ্বারা ; বারে—বাদ দিয়া ;

কাহু কে—কাহরো ; বিসময়—বিস্ময় ; অহারু—আহার ; উজারু—উজাড় ; ফেরী—ফিরাইল ; উজারি—উজাড় ; নীঁদ—নিদ্রা, মাগেসি—প্রার্থনা করিল ; তেহি—তাহাকে ; পহিঁ—পার্শ্বে। (চৌ—১-৪, দো—১৭৭)।

চৌ—তিন ভাই করে বহু তপ আচরণ। পরম প্রচণ্ড তাহা না যায় বর্ণন॥
বিধাতা সে তপ হেরি উপনীত হ'ন। বর মাগি লও তাত! তুষ্ট হ'য়ে ক'ন॥১॥
দশশির পদে ধরি সবিনয়ে ক'ন। শুন জগদীশ তুমি আমার বচন॥
মারিলেও কারো হাতে যেন নাহি মরি। বানর মানুষ দুই জাতি পরিহরি॥২
'তথাস্তু'—যে হেতু কর তপ সুমহান্। শিব ক'ন—ব্রহ্মা সহ করি বরদান।
কুম্ভকর্ণ পাশে বিধি পুন উপনীত। বিলোকি তাহারে পুন ভারী চমকিত॥৩॥
চিন্তেন এ খল নিত্য করিলে আহার। হইবে উজাড় ধ্রুব সকল সংসার॥
বাণীরে প্রেষিয়া তাঁর ফিরালেন মন। ছয় ছয় মাস নিদ্রা সে করে প্রার্থন॥৪॥
দো— বিভীষণ পাশ পুন ব্রহ্মা গিয়া ক'ন তাত! মাগি লও বর।
অমল পিরীতি মাগি তিনি লন পরমেশ-পাদপদ্মপর॥১৭৭॥

সারমর্ম্ম—এই তিন ভাই কঠোর তপস্যা করেন। তাহাতে শিব ও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া রাবণকে বর দিতে চাহিলে রাবণ এই বর চান যে বানর ও মানুষ জাতি ভিন্ন কেহ যেন তাঁহাকে হত্যা করিতে না পারে। ব্রহ্মা পরে কুম্ভকর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভীমকায় দেখিয়া মনে করিলেন এই রাক্ষস যেরূপ ভোজনে অভ্যস্ত তাহাতে তাহার নিত্য আহারে সংসার ধ্বংস হইবে সুতরাং সরস্বতীকে পাঠাইয়া ছয় মাস অন্তর নিদ্রাভঙ্গ বর প্রার্থনা করাইলেন। এইরূপে বিভীষণ ব্রহ্মার কাছে ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করিলেন॥১৭৭॥

চৌ—তিন্হহি দেই বর ব্রহ্ম সিধাএ। হরষিত তে অপনে গৃহ আএ॥
ময় তনুজা মন্দোদরি নামা। পরম সুন্দরী নারি ললামা॥১॥
সোই ময়ঁ দীন্হি রাবনহি আনী। হোইহি জাতুধানপতি জানী॥
হরষিত ভয়উ নারি ভলি পাঈ। পুনি দোউ বন্ধু বিআহেসি জাঈ॥২॥
গিরি ত্রিকূট এক সিন্ধু মঝারী। বিধি নির্মিত দুর্গম অতি ভারী॥
সোই ময় দানবঁ বহুরি সঁবারা। কনক রচিত মনিভবন অপারা॥৩॥
ভোগাবতি জসি অহিকুল বাসা। অমরাবতি জসি সক্রনিবাসা॥
তিন্হ তেঁ অধিক রম্য অতি বঙ্কা। জগ বিখ্যাত নাম তেহি লঙ্কা॥৪॥
দো— খাঈঁ সিন্ধু গভীর অতি চারিহুঁ দিসি ফিরি আব।
কনক কোট মনি খচিত দৃঢ় বরনি ন জাই বনাব॥১৭৮(ক)॥
হরি প্রেরিত জেহিঁ কলপ জোই জাতুধানপতি হোই।
সূর প্রতাপী অতুলবল দল সমেত বস সোই॥১৭৮(খ)॥

বাংলা অর্থঃ—তনুজা—কন্যা ; নারি ললামা—নারী শিরোমণি ; জাতুধানপতি—রাক্ষসগণের রাজা ; বিআহেসি—বিবাহ করাইল ; মঝারী—মধ্যে ; সঁবারা—

সাজাইলেন ; খাই—খাত ; ফিরি আব—ঘিরিয়া আছে ; কোট—পাঁচিল ; বনাব—শিল্প চাতুর্য্য ; বস—বাস করে। (চৌ—১-৪ ; দো—১৭৮)।

চৌ—ব্রহ্মা দিয়ে যা'ন যবে তিন জনে বর। হরষিত হ'য়ে তাঁরা ফিরেন স্বঘর ॥
ময়ের নন্দিনী যিনি নাম মন্দোদরী। নারী শিরোমণি তিনি পরমা সুন্দরী ॥১॥
ময় তারে দশাননে করে সম্প্রদান। ভাবি রক্ষোরাজ তিনি ছিল তাঁর জ্ঞান ॥
চারু নারী লভি দশশির হরষিত। দুভাইয়ের বিবাহ করে সমাপিত ॥২॥
জলধি মাঝারে ছিল ত্রিকুট পাহাড়। ব্রহ্মা-বিরচিত তথা যায় সাধ্য কার ॥
ময় দানব বহুধা তাহারে সাজায়। স্বর্ণমণিগৃহ বহু রচিল সেথায় ॥৩॥
যথা ভোগবতী অহিকুল-নিকেতন। যেমন অমরাবতী ইন্দ্রের ভবন ॥
এই দুই হ'তে রম্য চারু বক্রতর। লঙ্কাপুরী ধরামাঝে শোভিল সুন্দর ॥৪॥

দো— জলধির খাত অতি সুগভীর চারিভিতে রাখে ঘিরে তারে।
কনক প্রকোষ্ঠ মণিতে খচিত শিল্প তা'র কে বর্ণিতে পারে ॥১৭৮-ক॥

দো— হরির আদেশ হেন—যেই কল্পে যিনি হন রক্ষোগণপতি।
বীর ও প্রতাপী বলী হ'য়ে সেথা করিবেন সদলে বসতি ॥১৭৮-খ॥

সারমর্ম—ব্রহ্মা বরদান করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর ময়কন্যা মন্দোদরীর সহিত রাবণের বিবাহ হয়। ময় বুঝিয়াছিল যে রাবণ রাক্ষসগণের রাজা হইবে। পরে রাবণ তাহার অপর দুই ভাইয়ের বিবাহ দিলেন। ময়দানব ইন্দ্রভবন তুল্য করিয়া রাবণের পুরী সাজাইয়া দিলেন। গভীর সমুদ্রের খাতদ্বারা পরিবেষ্টিত এই পুরী মণিমাণিক্যে খচিত হইয়াছিল। বিষ্ণু ভগবানের ইচ্ছা যে কল্পে যিনি রাক্ষস রাজা হবেন তিনি সে কল্পে সদলবলে এখানে বাস করিবেন। ইন্দ্রপুরী অমরাবতী অপেক্ষা ইহার সৌন্দর্য্য অধিক ছিল, নাম ছিল লঙ্কা ॥১৭৮॥

চৌ—রহে তহঁা নিসিচর ভট ভারে। তে সব সুরন্হ সমর সংঘারে ॥
অব তহঁ রহহিঁ সক্র কে প্রেরে। রচ্ছক কোটি জচ্ছপতি কেরে ॥১॥
দসমুখ কতহুঁ খবরি অসি পাঈ। সেন সাজি গঢ় ঘেরেসি জাঈ ॥
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাঈ। জচ্ছ জীব লৈ গএ পরাঈ ॥২॥
ফিরি সব নগর দসানন দেখা। গয়উ সোচ সুখ ভয়উ বিসেষা ॥
সুন্দর সহজ অগম অনুমানী। কীন্হি তহঁা রাবন রজধানী ॥৩॥
জেহি জস জোগ বাঁটি গৃহ দীন্হে। সুখী সকল রজনীচর কীন্হে ॥
এক বার কুবের পর ধাবা। পুষ্পক জান জীতি লৈ আবা ॥৪॥
দো— কৌতুকহীঁ কৈলাস পুনি লীন্হেসি জাই উঠাই।
মনহুঁ তৌলি নিজ বাহুবল চলা বহুত সুখ পাই ॥১৭৯॥

বাংলা অর্থ—ভট ভারে—বড় যোদ্ধা; সংঘারে—সংহার করিল; প্রেরে—প্রেরণায় রচ্ছক—রক্ষক ; যচ্ছপতি—যক্ষপতি ; কতহুঁ—কোথায় ; ঘেরেসি—ঘিরিল ; পরাঈ

গয়ে—পলাইয়া গেলেন ; জস জোগ—যেমন যোগ্য ; বাঁটি—বন্টন করিয়া ; জান—যান (রথ) ; তৌলি—পরিমাপ করিয়া। (চৌ—১-৪ ; দো—১৭৯)।

চৌ—তথা রহে ভারী যোদ্ধা নিশাচর যারা। দেবগণে মুখোমুখী রণে হানে তারা॥
দেবেন্দ্র-প্রেরণা বশে সেখানে এখন। রক্ষিছে কুবের সেনা যক্ষ কোটি জন॥১॥
দশানন কোথা হ'তে এ সংবাদ পান। সেনা সাজাইয়া গড়ে বেষ্টন করান॥
বিকট নায়ক হেরি সহ সেনাগণ। যক্ষদল প্রাণ ল'য়ে করে পলায়ন॥২॥
দশানন ঘুরি ফিরি দেখেন সে পুর। নিশ্চিন্ত আনন্দে মন হ'ল ভরপুর॥
সহজ সুন্দর তাহা সুদুর্গম মানি। বিরচেন তথা এক রম্য রাজধানী॥৩॥
সবারে উচিত গৃহ করেন বন্টন। হেন মতে সুখী হ'ন নিশাচরগণ॥
একদা কুবেরপরে করি আক্রমণ। পুষ্পক বিমান জিনি আনেন রাবণ॥৪॥

দো— কৌতুক করিয়া একবার পুন কৈলাস গিরিরে উঠালেন।
মানো—মনে মাপি নিজ বাহুবল সুখ ল'ভি চলিয়া আসেন॥১৭৯॥

সারমর্ম্ম—এখানে থাকিয়া রাক্ষসগণ দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হইতেন। দেবতাগণ রাক্ষস সেনাকে মারিয়া ফেলিতেন। ইন্দ্রের কথায় কুবেরের এককোটী সেনা দ্বারা উহা রক্ষিত হইল। দশানন সেই সংবাদ পাইয়া সেনাসহ উপস্থিত হইবামাত্র কুবের সেনা রাজধানী ত্যাগ করিল। রাবণ দেখিয়া শুনিয়া সেই লঙ্কাকে আপন রাজধানী করিলেন এবং রাক্ষসগণকে সেখানে বসতি করিতে দিলেন। অতঃপর কুবেরের নিকট হইতে পুষ্পক রথ কাড়িয়া লইলেন। পরে কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া উহা উত্তোলন করিয়া নিজবল পরীক্ষা করিয়া সুখী হইয়া ঘরে ফিরিলেন॥১৭৯॥

চৌ—সুখ সম্পতি সুত সেন সহাঈ। জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়াঈ॥
নিত নূতন সব বাঢ়ত জাঈ। জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ॥১॥
অতিবল কুম্ভকরন অস ভ্রাতা। জেহি কহুঁ নহিঁ প্রতিভট জগ জাতা॥
করই পান সোবই ষট মাসা। জাগত হোই তিহুঁ পুর ত্রাসা॥২॥
জোঁ দিন প্রতি অহার কর সোঈ। বিস্ব বেগি সব চৌপট হোঈ॥
সমর ধীর নহিঁ জাই বখানা। তেহি সম অমিত বীর বলবানা॥৩॥
বারিদনাদ জেঠ সুত তাসূ। ভট মহুঁ প্রথম লীক জগ জাসূ॥
জেহি ন হোই রন সনমুখ কোঈ। সুরপুর নিতহিঁ পরাবন হোঈ॥৪॥

দো— কুমুখ অকম্পন কুলিসরদ ধূমকেতু অতিকায়।
এক এক জগ জীতি সক ঐসে সুভট নিকায়॥১৮০॥

বাংলা অর্থঃ—বারত জাই—বাড়িতে লাগিল ; প্রতিভট—প্রতিযোদ্ধা ; সোবই—নিদ্রা যায় ; চৌপট হোঈ—সর্ব্ব ধ্বংস হইবে ; বারিদনাদ—মেঘনাদ ; পরাবন—পলায়ন (সন্ত্রস্তভাবে) ; কুমুখ—দুর্ম্মুখ ; কুলিস রদ—বজ্রদন্ত ; নিকায়—নিচয়, সমূহ ; নিতহিঁ—প্রত্যহই। (চৌ—১-৪ ; দো—১৮০)।

চৌ—সম্পদ্ সহায় সুখ সেনা ও তনয়। প্রতাপ শকতি মতি মহত্ব ও জয় ॥
নিত্যই নূতন তা'র সব বে'ড়ে চলে। লোভ বে'ড়ে চলে যথা লাভ বেশী হ'লে ॥১
অতি বলী কুম্ভকর্ণ রাবণের ভাই। ধরাধামে যার সম প্রতিযোদ্ধা নাই ॥
পানমত্ত হ'য়ে নিদ্রা যায় ছয় মাস। জাগ্রত হইলে পায় ত্রিভুবন ত্রাস ॥২॥
প্রতিদিন যদি খাদ্য করে সে গ্রহণ। আহার্য্য-বর্জ্জিত হবে সত্বর ভুবন ॥
সমর ধীরতা তা'র কে করে বাখান। তা'র সম কে আছে বীর বলবান্ ॥৩॥
মেঘনাদ রাবণের প্রথম তনয়। সেনাদলমাঝে তা'র মুখ্যস্থান রয় ॥
রণে তা'র সনে কেহ সম্মুখে না যায়। সুরপুর প্রতিদিন পরাভব পায় ॥৪॥
দোহা— দুর্ম্মুখ অকম্প কুলিশ-দশন ধূমকেতু আর অতিকায়।
প্রতি জন পারে ধরারে জিনিতে হেন সেনা তাহার সহায় ॥১৮০॥

সারমর্ম্ম—ধন, সম্পৎ, সৈন্যদল, উপযুক্ত পুত্র ইত্যাদি দ্বারা রাবণের দিন দিন শক্তি বৃদ্ধি দেখিয়া লোভ বাড়িয়াই চলিল। সেনাদলমধ্যে মুখ্য রাবণ পুত্র মেঘনাদ প্রতিদিন দেবতাগণকে পরাজিত করিত। অজেয় দুর্ম্মুখ, অকম্পন প্রভৃতি বহু যোদ্ধা তাঁহার ছিল যাহাদের এক একজন জগৎ জয় করিতে পারে ॥১৮০॥

চৌ—কামরূপ জানহিঁ সব মায়া। সপনেহুঁ জিন্হ কেঁ ধরম ন দায়া ॥
দশমুখ বৈঠ সভাঁ এক বারা। দেখি অমিত আপন পরিবারা ॥১॥
সুত সমূহ জন পরিজন নাতী। গনৈ কো পার নিসাচর জাতী ॥
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী। বোলা বচন ক্রোধ মদ সানী ॥২॥
সুনহু সকল রজনীচর জূথা। হমরে বৈরী বিবুধ বরূথা।
তে সনমুখ নহিঁ করহিঁ লরাঈ। দেখি সবল রিপু জাহিঁ পরাঈ ॥৩॥
তিন্হ কর মরন এক বিধি হোঈ। কহউঁ বুঝাই সুনহু অব সোঈ ॥
দ্বিজভোজন মখ হোম সরাধা। সব কৈ জাই করহু তুম্হ বাধা ॥৪॥
দো— ছুধা ছীন বলহীন সুর সহজেহিঁ মিলিহহিঁ আই।
তব মারিহউঁ কি ছাড়িহউঁ ভলী ভাঁতি অপনাই ॥১৮১॥

বাংলা অর্থঃ—দায়া—দয়া; নাতী—দৌহিত্র পৌত্র; বরূথা—সমূহ; পরাঈ—পলাইয়া; মখ—যজ্ঞ; সরাধা—শ্রাদ্ধ; অপনাই—আপনার অধীন করিয়া; সনমুখ—সম্মুখ; সব কৈ—সকলের কাছে। (চৌ—১-৪, দো—১৮১)।

চৌ—কামরূপধর করে মায়ার বিস্তার। স্বপনেও দয়াধর্ম্ম না ছিল কাহার।
দশানন সভামধ্যে বসি একবার। হেরিলেন বহু সংখ্যা নিজ পরিবার ॥১॥
তনয়াদি যত ভক্ত পরিজন নাতি। কে পারে গণিতে সেই নিশাচর জাতি ॥
রাবণ স্বভাবগর্ব্বী স্বসৈন্য হেরিয়া। রোষভরা বাণী কহে গর্ব্বিত হইয়া ॥২॥
নিশাচর যূথ সব শুনহ বচন। আমার পরম বৈরী যত দেবগণ ॥
করে না তাহারা কভু সম্মুখ সমর। বলী রিপু হেরি হয় পলায়নপর ॥৩॥

যে উপায়ে তাহাদের হইবে মরণ। বুঝাইয়া কহি এবে করহ শ্রবণ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যাগ হোম শ্রাদ্ধ যেথা। মিলি সবে সদা বাধা সৃষ্টি কর সেথা॥৪
দোহা— ক্ষুধায় দুর্ব্বল দেবতা সকল সহজেই মিলিবে আসিয়া॥
তখন মারিব অথবা ছাড়িব পুরাপুরি অধীন করিয়া॥১৮১॥

সারমর্ম্ম—এই রাক্ষসেরা ভিন্ন ভিন্ন সাজে ছলনা বিস্তার করিত এবং নির্দ্দয় ছিল। একদিন রাবণ সভামধ্যে পরিজনসহ বসিয়া সক্রোধে বলিলেন—দেবতারা আমার শত্রু তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করে না। তাহারা যাহাতে ধ্বংস হয় তাহার ব্যবস্থা কর। তাহাদের হোম যাগ যজ্ঞে বাধা প্রদান কর, ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাহারা আসিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে অথবা অধীন করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে॥১৮১॥

চৌ—মেঘনাদ কহুঁ পুনি হঁকরাবা। দীন্হী সিখ বলু বয়রু বঢ়াবা॥
জে সুর সমর ধীর বলবানা। জিন্হ কেঁ লরিবে কর অভিমানা॥১॥
তিন্হহি জীতি রন আনেসু বাঁধী। উঠি সুত পিতু অনুসাসন কাঁধী॥
এহি বিধি সবহী অগ্যা দীন্হী। আপুনু চলেউ গদা কর লীন্হী॥২॥
চলত দসানন ডোলতি অবনী। গর্জত গর্ভ স্রবহিঁ সুর রবনী॥
রাবন আবত সুনেউ সকোহা। দেবন্হ তকে মেরু গিরি খোহা॥৩॥
দিগপালন্হ কে লোক সুহাএ। সূনে সকল দসানন পাএ॥
পুনি পুনি সিঁঘনাদ করি ভারী। দেই দেবতন্হ গারি পচারী॥৪॥
রন মদ মত্ত ফিরই জগ ধাবা। প্রতিভট খোজত কতহুঁ ন পাবা॥
রবি সসি পবন বরুন ধনধারী। অগিনি কাল জম সব অধিকারী॥৫॥
কিন্নর সিদ্ধ মনুজ সুর নাগা। হঠি সবহী কে পন্থহিঁ লাগা॥
ব্রহ্মসৃষ্টি জহঁ লগি তনুধারী। দসমুখ বসবর্তী নর নারী॥৬॥
আয়সু করহিঁ সকল ভয়ভীতা। নবহিঁ আই নিত চরন বিনীতা॥৭॥
দো— ভুজবল বিস্ব বস্য করি রাখেসি কোউ ন সুতন্ত্র।
মণ্ডলীক মনি রাবন রাজ করই নিজ মন্ত্র॥১৮২(ক)॥
দেব যচ্ছ গন্ধর্ব নর কিন্নর নাগ কুমারি।
জীতি বরী নিজ বাহু বল বহু সুন্দর বর নারি॥১৮২(খ)॥

বাংলা অর্থ—হঁকরাবা—হাঁকিয়া ডাকিয়া; সিখ—শিক্ষা; বয়রু—শত্রুতা; লরিবে—লড়িবে, যুদ্ধ করিবে; কাঁধী—শিরোধার্য্য করিল; আপুনু—নিজে; ডোলতি কম্পিত হইল; রবনী—রমণী; সকোহা—সক্রোধ; তকে—খুঁজিল; খোহা—গহ্বর; দিগ্‌পালন্হ—দিকরক্ষকগণ; সূনে—শূন্য (একাকী); গারি—গালি; পচারী—ঘোষণা করিয়া (প্রচারি); প্রতিভট—প্রতিযোদ্ধা; ধনধারী—কুবের; অগিনি—অগ্নি; হঠি—হঠকারিতা করিয়া; নবহিঁ—নত হয়; সুতন্ত্র—স্বতন্ত্র; মণ্ডলীক মনি—সার্ব্বভৌম সম্রাট; বরী—বরণ করিয়াছিল (বিবাহার্থ)। (চৌ—১-৪; দো—১৮১-ক-খ)।

চৌ—মেঘনাদে দশানন পুন ডাক দিয়া। বৈর-বুদ্ধি করিবারে দিল শিখাইয়া॥
কহে—"যে দেবতা রণে ধীর বলবান্। আর যে লড়িতে চায় করি অভিমান ॥১
তা' সবারে জিনি রণে আনিবে বাঁধিয়া।" পিতৃ আজ্ঞা নিল সুত মস্তকে ধরিয়া॥
হেনমতে সবাকারে আদেশ করিয়া। আপনি চলেন বীর গদা হাতে নিয়া ॥২॥
টলিয়া উঠিছে ধরা রাবণ গমনে। সুরনারী গর্ভস্রাব করে সে গর্জ্জনে॥
সক্রোধে রাবণ আসে শুনি দেবগণ। মেরু-গিরি-গুহা-মধ্যে করে পলায়ন ॥৩
দিক্‌পাল-লোকে যবে রাবণ পৌঁছিল। জনহীন সেই স্থান তখন হেরিল॥
পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করি অতি ভারী। গালি দেয় দেবগণে গভীর হুঙ্কারি ॥৪
রণ-মদ-মত্ত হ'য়ে ধরামাঝে ধায়। প্রতি-যোদ্ধা খুঁজে কিন্তু কোথা নাহি পায়॥
কুবের বরুণ রবি শশী ও পবনে। অগ্নি-কাল-যম আদি অধিকারি-জনে ॥৫॥
কিন্নর মনুজ সিদ্ধ সুর তথা নাগে। হঠতা করিয়া পিছু সবার সে লাগে॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যত রহে তনুধারী। দশানন-বশে রয় সব নরনারী॥
আদেশ পালন করে সবে ভয়ে ভীত। নিত্য নতি করে হ'য়ে চরণে বিনীত ॥৬॥

দোহা— ভুজবলে ধরা বশ করি লয় কারো নাহি রাখে স্বাধীনতা॥
রাজ-মণ্ডলের মণি দশানন পালে রাজ্য নিজ ইচ্ছা যথা ॥১৮২ক॥
দেব তথা যক্ষ গন্ধর্ব্ব মানুষ কিন্নর ও পন্নগ কুমারী।
জিনিয়া লইয়া নিজ বাহু বলে বরিল সে বহু বরনারী ॥১৮২খ॥

সারমর্ম—পুনর্ব্বার মেঘনাদকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে দেবতা যুদ্ধ করায় অভিমান রাখে তাহাকে বাঁধিয়া আনিবে। নিজে গদা হস্তে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকিলে দেবতারা চারিদিকে পলাইতে লাগিল। অতঃপর দিকরক্ষকগণকে দেখিতে পাইয়া হুঙ্কার দিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন এবং কিন্নর, মনুষ্য, নাগ—সকলের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট যত নরনারী রাবণের বশ হইল এবং নিত্য তাহার চরণে অবনতমস্তক হইল। কাহারো স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইল না। এইভাবে রাবণ সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়া ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহু সুন্দরী উত্তম স্ত্রীগণ যাহারা দেবতা মনুষ্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর জাতীয় ছিল তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন ॥১৮২ক-খ॥

চৌ—ইন্দ্রজীত সন জো কছু কহেউ। সো সব জনু পহিলেহি করি রহেউ॥
প্রথমহিঁ জিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা। তিন্হ কর চরিত সুনহু জো কীন্হা ॥১॥
দেখত ভীমরূপ সব পাপী। নিসিচর নিকর দেব পরিতাপী॥
করহিঁ উপদ্রব অসুর নিকায়া। নানা রূপ ধরহিঁ করি মায়া ॥২॥
জেহি বিধি হোই ধর্ম নির্মূলা। সো সব করহিঁ বেদ প্রতিকূলা॥
জেহিঁ জেহিঁ দেস ধেনু দ্বিজ পাবহিঁ। নগর গাউঁ পুর আগি লগাবহিঁ ॥৩॥

সুভ আচরন কতহুঁ নহিঁ হোঈ। দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ॥
নহিঁ হরিভগতি জগ্য তপ গ্যানা। সপনেহুঁ সুনিঅ ন বেদ পুরানা॥৪॥

ছন্দ— জপ জোগ বিরাগা তপ মখ ভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুনুঁ উঠি ধাবই রহৈ ন পাবই ধরি সব ঘালই খীসা॥
অস ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা ধর্ম সুনিঅ নহি কানা।
তেহি বহুবিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা॥

সো০—বরনি ন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে পাপহি কবনি মিতি॥১৮৩॥

বাংলা অর্থ—জনু—যেন; পহিলেহিঁ—পূর্ব্ব হইতে; জিন্হ কহুঁ....তিন্হ কর—যাহাদের....তাহাদের; নিকায়া—সমূহ; গাউ—গ্রাম; আগি—অগ্নি; ঘালই—হত্যা করিবে; খীসা—বানর; ত্রসই—ভয় দেখায়; নিকাসই—বাহির করিয়া দেয়; কবনি—কি; মিতি—পরিমাপ, সীমা। (চৌ—১-৪, দো—১৮৩ কথ)।

চৌ—মেঘনাদে যে আদেশ করেন রাবণ। পূর্ব্বেই তা' তিনি যেন করেন পালন॥
যাদের আদেশ আগে করেছেন দান। শুনহ তাদের কাজ করিব বাখান॥১॥
নিশাচর ভীমরূপ অতি পাপীয়ান্। দেবগণে সদা করে পরিতাপ দান॥
ক'রে যায় উপদ্রব নিশাচরচয়। মায়া করি তা'রা বহু রূপ ধরি লয়॥২॥
যে কার্য্য সাধিলে হয় ধরম নির্ম্মূল। সে সব সাধিত যাহা বেদ প্রতিকুল॥
ধেনু বিপ্র যেথা যেথা সন্ধান পাইবে। নগর গ্রাম বা পুর আগুণে—দহিবে॥৩॥
মঙ্গল করম কোথাও নাহি পায় স্থান। দেববিপ্রগুরু কভু নাহি পায় মান॥
নাহি হরিভক্তি কোন জপ তপ জ্ঞান। স্বপ্নেও কানে না আসে বেদ ও পুরাণ॥৪

ছন্দ— জপ যোগ তপ বৈরাগ্য ও যাগ শুনে যদি কাণে কভু দশানন।
নিজে উঠি ধায় রহিতে না পারে সবারে ধরিয়া করিতে হনন
হেন দুষ্টাচার চলিল সংসারে ধরম নাহিক কাণে না পশিবে॥
ভয় দেখাইয়া ছাড়াবে স্বদেশ বেদ তন্ত্র কথা যদি সে কহিবে

সোরঠা—বর্ণিতে না পারি ঘোর সে দুর্নীতি নিশাচরগণ করে পাপ যত।
হিংসায় তাদের অতিশয় প্রীতি কে কহিবে সে পাপভার—কত॥১৮৩॥

সারমর্ম—রাবণ আদেশ দিলে মেঘনাদ নির্ব্বিচারে তাহা পালন করে। অন্য বেদ-বিরোধী কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের সকল কার্য্যে বাধা জন্মায়। গ্রামে বা পুরে ব্রাহ্মণ ও গরুর সন্ধান পাইলে সে গ্রামে অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়। বেদ পুরাণের কথা শুনিতে পারে না। শুভ আচরণে তাহাদের মর্য্যাদা নাই। জপ-যাগ-যোগ-বৈরাগ্য-কথা কাণে প্রবেশ করিলে বক্তাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে বলিয়া শাসাইয়া দেয়। দুর্নীতিতে দেশ ভরিয়া গেল, হিংসা করিতে পারিলেই তাহারা আনন্দ পায়, তাহাদের পাপকার্য্যের সীমা নাই॥১৮৩॥

চৌ—বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা। জে লম্পট পরধন পরদারা॥
মানহিঁ মাতু পিতা নহিঁ দেবা। সাধুন্হ সন করবাবহিঁ সেবা ॥১॥
জিন্হ কে য়হ আচরন ভবানী। তে জানেহু নিসিচর সব প্রানী ॥
অতিসয় দেখি ধর্ম কৈ গ্লানী। পরম সভীত ধরা অকুলানী ॥২॥
গিরি সরি সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী। জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী ॥
সকল ধর্ম দেখই বিপরীতা। কহি ন সকই রাবন ভয় ভীতা ॥৩॥
ধেনু রূপ ধরি হৃদয় বিচারী। গঈ তহাঁ জহঁ সুর মুনি ঝারী ॥
নিজ সন্তাপ সুনাএসি রোঈ। কাহূ তেঁ কছু কাজ ন হোঈ ॥৪॥
ছন্দ— সুর মুনি গন্ধর্ব্বা মিলি করি সর্বা গে বিরঞ্চি কে লোকা।
সঁগ গোতনুধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোকা ॥
ব্রহ্মাঁ সব জানা মন অনুমানা মোর কছূ ন বসাঈ।
জা করি তৈঁ দাসী সো অবিনাসী হমরেউ তোর সহাঈ ॥
সো০—ধরনি ধরহি মন ধীর কহ বিরঞ্চি হরিপদ সুমিরু।
জানত জন কী পীর প্রভু ভঞ্জিহি দারুন বিপতি ॥১৮৪॥

বাংলা অর্থ—**বাঢ়ে**—বৃদ্ধি পাইল; **জু আরা**—জুয়াড়ি; **করবাবহিঁ**—করাইয়া লয়; **গরুঅ**—ভারী; **পরদ্রোহী**—পরের অনিষ্টকারী; **ঝারী**—সকল; **রোঈ**—কাঁদিয়া; **কাহূ তেঁ**—কাহারো হইতে; **বিচারী**—বেচারা (দুঃখী); **বসাঈ**—জোর; **জা করি**—যাহার; **হমরেউ**—আমাদেরও; **সহাঈ**—সহায়; **ধরনি**—হে ধরিত্রী; **সুমিরু**—স্মরণ কর; **জন**—(ভক্ত) জন; **পীর**—পীড়া; **ভঞ্জিহি**—ভঞ্জন করিবেন; **গে**—গেলেন; **অকুলানী**—ব্যাকুল। (চৌ—১-৪; দো—১৮৪)।

পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনা॥

চৌ—বেড়ে চলে বহু খল তস্কর জুয়াড়ি। লম্পট পরস্বহারী তথা পরদারী ॥
পিতা মাতা দেবতারে কেহ নাহি গণে। সেবা করাইয়া লয় দিয়া সাধুজনে ॥১॥
হেন আচরণ যাঁরা করেন ভবানী। নিশাচর বলি জান সেই সব প্রাণী ॥
ধর্ম্মহানি অতিশয় করি দরশন। ধরাদেবী অতিভয়ে আকুলিত হন ॥২॥
গিরি নদী জলনিধি ভার নহে তথা। পরদ্রোহী জন মম সুদুর্ব্বহ যথা ॥
সব কর্ম্ম হেরে যদি ধরম-বর্জ্জিত। রাবণভয়ে কেহ না করে প্রকাশিত ॥৩॥
চিন্তি হেন ধেনুরূপ করিয়া ধারণ। চলেন ধরিত্রী যেথা সুর-মুনিগণ ॥
পুকারি কাঁদিয়া ক'ন সন্তাপ আপন। কারো কাছে কোন ফল হ'ল না সাধন ॥৪॥
ছন্দ— সুর মুনি তথা গন্ধর্ব্ব-নিকর ব্রহ্মলোকে যা'ন সকলে মিলিয়া।
তনুধারী ধরা যা'ন সেই সাথে ভয়ে শোকে অতি বিহ্বল হইয়া ॥
ব্রহ্মা সব জানি মনে অনুমানি ক'ন—মম বশে কিছু নাহি আর।
তুমি যাঁর দাসী সেই অবিনাশী সহায় এ কাজে আমার ও তোমার ॥

সোরঠা—'ওহে জগন্মাত ! বিরিঞ্চি বলেন— ধৈর্য্য ধর স্মরি হরির চরণ।'
ভক্তজন পীড়া প্রভুও জানেন করিবেন তিনি বিপদ-ভঞ্জন ॥১৮৪॥

সারমর্ম—দুষ্ট, চোর, জুয়াখেলোয়ার, লম্পট, পরস্বহারী সংখ্যা দিনদিন বাড়িয়া চলিল। পিতা, মাতা ও দেবতাগণকে কেহ মান দেয় না। সাধুগণ দ্বারা গৃহকার্য্য করাইয়া লয়। এই সব বহু প্রকার ধর্মহানি দেখিয়া ধরিত্রী দেবী বিশেষ আকুল হন। সব কাজ ধর্মশূন্য হইলেও কেহ রাবণের ভয়ে কিছু বলে না; তখন ধরিত্রী ধেনুরূপ ধারণ করিয়া মুনি ও দেবতাগণের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তখন দেবতা মুনি গন্ধর্ব্বাদি মিলিয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন—এখন আর আমার বশে কিছু নাই। তুমি যাহার দাসী সেই বিষ্ণু ভগবান্ আমাদের এই কাজে সহায় হইবেন। তখন ব্রহ্মা জগন্মাতা ধরিত্রী দেবীকে বলিলেন—তুমি হরিপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর। তিনি ভক্তজনের দুঃখ জানিতেছেন তিনি নিজেই এই দারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ॥১ ৪॥

চৌ—বৈঠে সুর সব করহিঁ বিচারা। কহঁ পাইঅ প্রভু করিঅ পুকারা॥
পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ। কোউ কহ পয়নিধি বস প্রভু সোঈ ॥১॥
জাকে হৃদয়ঁ ভগতি জসি প্রীতী। প্রভু তহঁ প্রগট সদা তেহিঁ রীতী॥
তেহিঁ সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ। অবসর পাই বচন এক কহেউঁ ॥২॥
হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা॥
দেস কাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ। কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ ॥৩॥
অগ জগময় সব রহিত বিরাগী। প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী॥
মোর বচন সব কে মম মানা। সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা ॥৪॥
দো— সুনি বিরঞ্চি মন হরষ তন পুলকি নয়ন বহ নীর।
অস্তুতি করত জোরি কর সাবধান মতিধীর ॥১৮৫॥

বাংলা অর্থ:—জান—যাইতে; বস—বাস করে; অগ—গতিহীন; আগী—অগ্নি; জগ—গতিশীল; অস্তুতি—স্তুতি। (চৌ—১-৪; দো—১৮৫)।

চৌ—বসে যত সুরগণ করিতে বিচার। প্রভুরে কোথায় পাব করিয়া চীৎকার॥
কেহ বলে যাও তবে বৈকুণ্ঠ নগরে। কেহ বলে প্রভু করে বসতি সাগরে ॥১॥
যাহার হৃদয়ে যথা ভকতি পিরীতি। প্রকটেন প্রভু তথা ধরি সেই রীতি॥
সেই দলে হে গিরিজা আমিও ছিলাম। অবসর লভি এক কথা কহিলাম ॥২॥
সতত ব্যাপক হরি সর্ব্বত্র সমান। প্রেমেতে প্রকট তিনি এই মম জ্ঞান॥
দেশ কাল দিক আর বিদিকেতে তথা। কহ কোন স্থান আছে প্রভু নাহি যথা ॥৩॥
চরাচরে ব্যাপ্ত সর্ব্ব-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত। অগ্নি সম হন প্রভু প্রেমে প্রকটিত॥
আমার বচনে সবে দেয় বহুমান। "সাধু সাধু" করি ব্রহ্মা করেন বাখান ॥৪॥

দোহা— শুনি যুক্ত করে ব্রহ্মা স্তুতি করে সাবধানে করি মতি স্থির।
মন হরষিত তনু পুলকিত দু'নয়নে বহে তাঁর নীর ॥১৮৫॥

সারমর্ম—তখন দেবতারা বিচার করিতে করিতে বসিয়া ভাবিলেন কোথায় গেলে সে প্রভুর সন্ধান পাব। কেহ বলেন—বৈকুণ্ঠে যাও, কেহ বলেন তিনি সাগরে আছেন বাস্তবিক পক্ষে যাহার হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তি আছে তিনি সেখানেই প্রকট হন। এখন চিন্তা করিয়া শিব ভবানীকে বলিতেছিলেন—আমি সেই দেবতার দলে ছিলাম। এবং অবসর পাইয়া বলিলাম—এমন কোন্ স্থান আছে বল তিনি যেখানে নাই। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। সর্ব্বত্র আসক্তি-বর্জ্জিতভাবে তিনি অবস্থান করিতেছেন কেবল প্রেম দ্বারা তিনি প্রকটিত হইবেন। শিবের এই কথায় সকলে বহু মান দিলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ভগবান্‌কে অপূর্ব্বভাবে স্তুতি করিতে লাগিলেন তাঁর দুনয়ন দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ॥১৮৫॥

ছন্দ— জয় জয় সুরনায়ক জনসুখদায়ক প্রনতপাল ভগবন্তা।
গো দ্বিজ হিতকারী জয় অসুরারী সিন্ধুসুতা প্রিয় কন্তা ॥
পালন সুর ধরনী অদ্ভুত করনী মরম ন জানই কোঈ।
জো সহজ কৃপালা দীনদয়ালা করউ অনুগ্রহ সোঈ ॥১॥
জয় জয় অবিনাসী সব ঘট বাসী ব্যাপক পরমানন্দা।
অবিগত গোতীতং চরিত পুনীতং মায়ারহিত মুকুন্দা ॥
জেহি লাগি বিরাগী অতি অনুরাগী বিগতমোহ মুনিবৃন্দা।
নিসি বাসর ধ্যাবহিঁ গুন গন গাবহিঁ জয়তি সচ্চিদানন্দা ॥২॥
জেহিঁ সৃষ্টি উপাঈ ত্রিবিধ বনাঈ সঙ্গ সহায় ন দূজা।
সো করউ অঘারী চিন্ত হমারী জানিঅ ভগতি ন পূজা ॥
জো ভব ভয় ভঞ্জন মুনি মন রঞ্জন গঞ্জন বিপতি বরূথা।
মন বচ ক্রম বানী ছাড়ি সয়ানী সরন সকল সুরজূথা ॥৩॥
সারদ শ্রুতি সেষা রিষয় অসেষা জা কহুঁ কোউ নহিঁ জানা।
জেহি দীন পিআরে বেদ পুকারে দ্রবউ সো শ্রীভগবানা ॥
ভব বারিধি মন্দর সব বিধি সুন্দর গুন মন্দির সুখপুঞ্জা।
মুনি সিদ্ধ সকল সুর পরম ভয়াতুর নমত নাথ পদ কঞ্জা ॥৪॥

দো— জানি সভয় সুর ভূমি সুনি বচন সমেত সনেহ।
গগনগিরা গম্ভীর ভই হরনি সোক সন্দেহ ॥১৮৬॥

বাংলা অর্থঃ—**সিন্ধুসুতা**—লক্ষ্মী; **কন্তা**—কান্ত, স্বামী; **ঘট**—হৃদয়; **অবিগত**—অজ্ঞেয়; **গোতীত**—ইন্দ্রিয়াতীত; **মুকুন্দা**—মোক্ষদাতা; **চিন্ত করউ**—মনে করুন; **অঘারী**—পাপনাশকারী; **বরূথা**—সমূহ; **বাণী**—বাক্য; **জা কহুঁ**—যাঁহাকে; **দ্রবউ**—সদয় হউন; **ভূমি**—ধরিত্রী দেবী। (চৌ—১-৪; দো—১৮৬)।

ছন্দ— জয় দেবপতি ভক্ত-সুখদাতা ভক্তের পালক ওহে ভগবন্।
গো-বিপ্র-সুখদ জয় অসুরারি হে জলধি-সুতা-প্রিয়তমজন॥
দেব নরে পাল করমে বিচিত্র তোমার মরমে কারো নাহি জ্ঞান।
সহজ কৃপাল হে দীনদয়াল সবাকারে তুমি কর কৃপাদান॥১॥

ছন্দ— জয় অবিনাশী সর্ব্বচিত্তবাসী সর্ব্বব্যাপী তুমি নিজে পরানন্দ।
অমর অমায়ী ইন্দ্রিয় অতীত পবিত্র চরিত জয় হে মুকুন্দ॥
যাহে অনুরাগী ভোগেতে বিরাগী অপগত-মোহ মুনিবৃন্দ হয়।
দিবস রজনী ধ্যান করে আর গুণগাহে সৎ-চিদানন্দ জয়॥২॥

ছন্দ— যার সৃষ্টি নিজ সৃষ্টি স্থিতি লয় সঙ্গ-হীন নাই দ্বিতীয় সহায়।
ভকতি পুজাতে অজ্ঞ জানি মোরে পাপ-মুক্ত করুন আমায়॥
ভবভয়নাশী মুনিচিত্তমোহী তিনি যে বিপত্তিনিচয়-নাশন॥
কায়মনোবাক্যে চতুরতা ত্যজি সুরবৃন্দ তাঁর মাগিছে শরণ॥৩॥

ছন্দ— বাণী বেদ শেষ তথা মুনি যত কারো যাঁর কথা নাহি আছে জ্ঞান।
দীনপ্রিয় যিনি বেদ যাঁ'রে গায় দয়াপর হোন্ সেই ভগবান্॥
ভব পারাবারে মন্দর ভূধর সর্ব্বথা সুন্দর গুণ সুখধাম।
মুনি-সিদ্ধ-দেবে ভয়াতুর হ'য়ে পাদপদ্মে যাঁর করয়ে প্রণাম॥৪॥

দোহা—দেবে ধরিত্রীরে জানি ভয়-ভীত শুনি বাণী পিরীতি-পূরিত
গম্ভীর হইল আকাশের বাণী যাহা শোক দ্বিধা-বিবর্জ্জিত॥১৮৬॥

সারমর্ম্ম—সেই অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া এবং দেবগণ ও ধরিত্রীদেবী ভয়ে ভীত হইয়াছেন জানিয়া শোক ও দ্বিধা বর্জ্জিত আকাশবাণী শুনা গেল॥১৮৬॥

চৌ—জনি ডরপহু মুনি সিদ্ধ সুরেসা। তুম্হহি লাগি ধরিহউঁ নর বেসা॥
অঁসন্হ সহিত মনুজ অবতারা। লেহউঁ দিনকর বংস উদারা॥১॥
কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা। তিন্হ কহু মৈঁ পূরব বর দীন্হা॥
তে দসরথ কৌসল্যা রূপা। কোসলপুরীঁ প্রগট নরভূপা॥২॥
তিন্হ কেঁ গৃহ অবতরিহউঁ জাঈ। রঘুকুল তিলক সো চারিউ ভাঈ॥
নারদ বচন সত্য সব করিহউঁ। পরম সক্তি সমেত অবতরিহউঁ॥৩॥
হরিহউঁ সকল ভূমি গরুআঈ। নির্ভয় হোহু দেব সমুদাঈ॥
গগন ব্রহ্মবানী সুনি কানা। তুরত ফিরে সুর হৃদয় জুড়ানা॥৪॥
তব ব্রহ্মাঁ ধরনিহি সমুঝাবা। অভয় ভঈ ভরোস জিয় আবা॥৫॥

দো— নিজ লোকহি বিরঞ্চি গে দেবন্হ ইহই সিখাই।
বানর তনু ধরি ধরি মহি হরি পদ সেবহু জাই॥১৮৭॥

বাংলা অর্থঃ—উরপহু—ভয় কর; জনি—না; তিন্হ কহু—তাঁহাদিগকে; গরু আঈ—গুরুত্ব, ভার; জুড়ানা—জুড়াইল; সেবহু—সেবা কর। (চৌ-১-৫, দো-১৮৭)।

ভগবানের বরদান—শুনিয়া ব্রহ্মার স্তুতি পিরীতি-পূরিত।
ভগবদ্-বাণী হ'ল আকাশে ধ্বনিত॥

চৌ—ভয় নাহি পাও মুনি সিদ্ধ ও সুরেশ। সবাকার লাগি আমি লব নরবেশ॥
অংশের সহিত হব নর-অবতার। জনম লভিব সূর্য্যবংশেতে উদার॥১॥
কশ্যপ অদিতি তথা মহাতপ করে। বর দিনু পূর্ব্বে আমি তা' দোঁহার তরে॥
ধরি তাঁরা দশরথ-কৌশল্যার রূপ। প্রকট কোশল পুরে হবে নরভূপ॥২॥
অতঃপর জনমিব তাদের ভবনে। রঘু-কুল-মণি হব ভাই চারিজনে॥
নারদ-বচন কভু মিথ্যা না করিব। পরম শকতি ধরি জনম লভিব॥৩॥
হরিব ধরার ভার আমি সমুদয়। তাহে দেবগণ সবে রহিবে নির্ভয়॥
ব্রহ্মা ও নভের বাণী করিয়া শ্রবণ। হৃদয়ে লভিয়া শান্তি ফিরে দেবগণ॥৪॥
এ তত্ত্ব তখন ব্রহ্মা বুঝালে ধরারে। অভয় লভিল চিত্ত আশার সঞ্চারে॥

দোহা— আপনার ধামে ব্রহ্মা পঁহুছিয়া দেবগণে শিখান তখন।
ধরা ধামে ধরি বানর শরীর সেবা কর হরির চরণ॥১৮৭॥

সারমর্ম্ম—হে মুনি, সিদ্ধগণ ও ইন্দ্রাদি দেব! তোমরা ভীত হইবে না আমি নরবেশ ধরিয়া ধরাতে অবতীর্ণ হইব। কশ্যপ ও অদিতি মহাতপে রত আছেন। তাঁহারা দশরথ ও কৌশল্যার রূপ ধারণ করিয়া কোশলপুরে রাজা রাণী হইবেন। তাঁহাদের গৃহে চারি অংশে আমি পরাশক্তিসহ অবতার হইব। ধরিত্রীর দুঃখভার তখন হরণ করিব। হে দেবগণ! নির্ভয় হও। ব্রহ্মার ও আকাশের বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতারা ফিরিয়া গেলেন। ব্রহ্মা ও ধরিত্রীকে সকল বুঝাইলেন। ধরিত্রী দেবীও আশ্বস্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবতাগণকে বানর রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে হরির চরণ সেবা করিবে এই উপদেশ দিয়া নিজ-লোকে চলিয়া গেলেন॥১৮৭॥

চৌ—গএ দেব সব নিজ নিজ ধামা। ভূমি সহিত মন কহুঁ বিশ্রামা॥
জো কছু আযসু ব্রহ্মাঁ দীন্হা। হরষে দেব বিলম্ব ন কীন্হা॥১॥
বনচর দেহ ধরী ছিতি মাহীঁ। অতুলিত বল প্রতাপ তিন্হ পাহীঁ॥
গিরি তরু নখ আয়ুধ সব বীরা। হরি মারগ চিতবহিঁ মতিধীরা॥২॥
গিরি কানন জহঁ তহঁ ভরি পূরী। রহে নিজ নিজ অনীক রচি রূরী॥
য়হ সব রুচির চরিত মৈঁ ভাষা। অব সো সুনহু জো বীচহিঁ রাখা॥৩॥
অবধপুরীঁ রঘুকুলমনি রাউ। বেদ বিদিত তেহি দসরথ নাউঁ॥
ধরম ধুরন্ধর গুননিধি গ্যানী। হৃদয়ঁ ভগতি মতি সারঙ্গপানী॥৪॥

দো— কৌসল্যাদি নারি প্রিয় সব আচরন পুনীত।
পতি অনুকূল প্রেম দৃঢ় পদ কমল বিনীত॥১৮৮॥

বাংলা অর্থঃ—বিশ্রামা—শান্তিলাভ করিলেন; ছিতি—ক্ষিতি, পৃথিবী; মারগ—মার্গ, পথ; মারগ চিতবহিঁ—পথের দিকে চেয়ে থাকিল; অনীক—সেনা;

রূরী—সুন্দর ; নাউ—নাম ; সারঙ্গ পানী—হস্তে ধনুর্ধারী ; পুনীত—পবিত্র ; বীচহি—মাঝখানে ; সমুঁঝায়উ—বুঝাইলেন। (চৌ—১-৪, দো—১৮৮)।

চৌ—সর্ব্বদেব চলি যা'ন নিজ নিজ ধাম। ধরিত্রী সহিত মনে লভেন বিশ্রাম ॥
যাহা কিছু ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলেন সবারে। তাঁহারা পালেন হর্ষে বিলম্ব না ক'রে ॥১॥
শাখামৃগাদির দেহ ধরামাঝে ধরি। অতুল প্রতাপ আর বললাভ করি ॥
গিরি তরু নখ দন্ত শস্ত্ররূপে পা'ন। ধীরমতি বীর যত হরিপথ চা'ন ॥২॥
ভূধরে কাননে যথা তথা বনচর। ভরিয়া রহিল রচি সেনা মনোহর ॥
এ সব চরিত চারু করিনু বর্ণন। মাঝে যা' হয়েছে তাহা করহ শ্রবণ ॥৩॥
রঘুকুলমণি রাজা অযোধ্যাতে ধাম। বেদেতে বিদিত তাঁর দশরথ নাম ॥
ধর্ম্মে ধুরন্ধর অতি গুণনিধি জ্ঞানী। সুমতি ভকতি চিত্তে ধনু ধরে পাণি ॥৪॥
দোহা— কৌশল্যাদি সেথা প্রিয় রাণী যত পূতাচারে নিরত সতত।
পতি অনুকূল ধরে প্রেম দৃঢ় হরিপদে নত অবিরত ॥১৮৮॥

সারমর্ম্ম—দেবতারা ধরিত্রীসহ স্বধামে যাত্রা করিলেন পরে পৃথিবীতে বানররূপে জন্মিয়া বনে বনচররূপে রহিয়া সেনাদল গঠন করিলেন। এদিকে অযোধ্যাতে দশরথ রাজা হইলেন। কৌশল্যাদি তাঁহার চারি রাণী পতিপ্রেমিক হইয়া পবিত্রাচারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন ॥১৮৮॥

চৌ—এক বার ভূপতি মন মাহীঁ। ভৈ গলানি মোরেঁ সুত নাহীঁ ॥
গুর গৃহ গয়উ তুরত মহিপালা। চরন লাগি করি বিনয় বিসালা ॥১॥
নিজ দুখ সুখ সব গুরহি সুনায়উ। কহি বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝায়উ ॥
ধরহু ধীর হোইহহিঁ সুত চারী। ত্রিভুবন বিদিত ভগত ভয় হারী ॥২॥
সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা। পুত্রকাম সুভ জগ্য করাবা ॥
ভগতি সহিত মুনি আহুতি দীন্হেঁ। প্রগটে অগিনি চরু কর লীন্হেঁ ॥৩॥
জো বসিষ্ঠ কছু হৃদয়ঁ বিচারা। সকল কাজু ভা সিদ্ধ তুম্হারা ॥
য়হ হবি বাঁটি দেহু নৃপ জাঈ। জথা জোগ জেহি ভাগ বনাঈ ॥৪॥
দো— তব অদৃস্য ভএ পাবক সকল সভহি সমুঝাই।
পরমানন্দ মগন নৃপ হরষ ন হৃদয়ঁ সমাঈ ॥১৮৯॥

বাংলা অর্থ—গলানী—গ্লানি, দুঃখ ; ধীর—ধৈর্য্য ; সৃঙ্গী—ঋষ্যশৃঙ্গ ; লীন্হে—লইলেন ; জোগ—যোগ্য ; ন সমাই—ধরে না। (চৌ—১-৪ ; দো—১৮৯)।

রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, চরু বণ্টন ও রাণীদের গর্ভধারণ

চৌ—একদা চিন্তেন রাজা মনের মাঝারে। সুত নাই এই গ্লানি তাপিছে আমারে ॥
গুরুগৃহে চলিলেন নৃপতি ত্বরিত। নমিলেন গুরু পদে অতীব বিনীত ॥১॥

নিজ সুখ দুখ রাজা গুরুরে শুনান। বশিষ্ঠ বহুধা কহি তাঁহারে বুঝান ॥
ক'ন—ধৈর্য্য ধর নৃপ পুত্র হবে চারি। ত্রিজগতে সুবিখ্যাত ভক্ত-ভয়-হারী ॥২॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিবরে বশিষ্ঠ ডাকিয়া। উত্তম পুত্রেষ্টি যজ্ঞ দেন করাইয়া ॥
সভক্তি আহুতি মুনি দিলেন যখন। করে চরু নিয়া অগ্নি উপনীত হন ॥৩॥
অগ্নি কন— বশিষ্ঠ যা' মনে বিচারিল। তোমার সে সব কার্য্য সফল হইল ॥
এই চরু ওহে নৃপ ! বণ্টন করিয়া। যথাযোগ্য জনে দাও ন্যায্য বিচারিয়া ॥৪॥
দোহা— তখন অদৃশ্য হ'লেন পাবক সব সভাসদে বুঝাইয়া ॥
পরম আনন্দে নৃপ মগ্ন হন হর্ষে হিয়া উঠে উছলিয়া ॥১৮৯॥

সারমর্ম্ম—দশরথ একদা অপুত্রক বলিয়া মনে গ্লানি অনুভব করিয়া গুরু বশিষ্ঠ সমীপে গমন করিয়া নিজ সুখ-দুখের কথা বলিলেন। বশিষ্ঠ তখন বলিলেন—ধৈর্য্য ধারণ কর তোমার ভক্তভয়হারী চারিটী জগদ্বিখ্যাত পুত্র হইবে। তখন বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইয়া দিলেন। মুনি ভক্তিভরে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিদেব চরু হস্তে আবির্ভূত হইয়া দশরথকে রাণীগণের মধ্যে চরু যথাযোগ্য বণ্টন করিয়া দিতে বলিলেন এবং বশিষ্ঠের বাক্য সত্য হইবে বলিয়া সকলকে বুঝাইয়া অগ্নি অদৃশ্য হইলে নৃপ বিশেষ আনন্দে মগ্ন হইলেন ॥১৮৯॥

চৌ—তবহিঁ রায়ঁ প্রিয় নারি বোলাঈঁ। কৌসল্যাদি তহাঁ চলি আঈঁ ॥
অর্ধ ভাগ কৌসল্যহি দীন্হা। উভয় ভাগ আধে কর কীন্হা ॥১॥
কৈকেঈ কহঁ নৃপ সো দয়উ। রহ্যো সো উভয় ভাগ পুনি ভয়উ ॥
কৌসল্যা কৈকেঈ হাথ ধরি। দীন্হ সুমিত্রহি মন প্রসন্ন করি ॥২॥
এহি বিধি গর্ভ সহিত সব নারী। ভঈঁ হৃদয়ঁ হরষিত সুখ ভারী ॥
জা দিন তেঁ হরি গর্ভহিঁ আএ। সকল লোক সুখ সম্পতি ছাএ ॥৩॥
মন্দির মহঁ সব রাজহিঁ রানীঁ। সোভা সীল তেজ কী খানীঁ ॥
সুখ জুত কছুক কাল চলি গয়উ। জেহিঁ প্রভু প্রগঠ সো অবসর ভয়উ ॥৪॥
দো— জোগ লগন গ্রহ বার তিথি সকল ভএ অনুকূল।
চর অরু অচর হর্ষজুত রাম জনম সুখমূল ॥১৯০॥

বাংলা অর্থঃ—**আধেকর**—অর্দ্ধেকের ; **রহ্যো**—রহিল ; **মন্দির**—গৃহ ; **রাজহিঁ**—শোভা পাইল ; **চর**—জঙ্গম প্রাণী ; **অচর**—স্থাবর প্রাণী। (চৌ—১-৪ ; দো—১৯০)।

চৌ—রাজা প্রিয় নারীগণে করে আবাহন। কৌশল্যা প্রভৃতি সেথা উপনীত হন ॥
কৌশল্যারে অর্দ্ধ ভাগে করেন তোষণ। বাকী অর্দ্ধ দুইভাগ করেন তখন ॥১॥
কৈকেয়ীরে তা'র একভাগ করি দান। অন্য ভাগ দুইভাগে বাঁটিবারে চা'ন ॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা দোঁহা দুভাগ লইয়া। দিলেন সুমিত্রা হস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ॥২
হেনমতে গর্ভবতী হ'য়ে সব নারী। হিয়া হরষিত তথা ভুঞ্জে সুখ ভারী ॥
যেই দিন হ'তে হরি আগত জঠরে। সুখে ও সম্পদে সব লোক যায় ভ'রে ॥৩॥

রাজার মহলে যত রাজার ঘরণী। শোভে যেন সেথা রূপ-শীল-তেজ-খনি॥
সুখ ভোগে কিছুকাল হইল অতীত। হেন কালে হইলেন প্রভু প্রকটিত ॥৪॥

দোহা— যোগ লগ্ন তথা গ্রহ তিথি বার সকল হইল অনুকূল।
সব চরাচর হ'ল হর্ষে ভরা রামজন্ম সর্ব্বসুখ-মূল।১৯০॥

সারমর্ম—রাজা দশরথ প্রিয় স্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া চরু বণ্টন করিয়া দিলেন। কৌশল্যাকে অর্দ্ধাংশ দিলেন। বাকী অর্দ্ধাংশ দুইভাগে ভাগ করিয়া তাহার একভাগ কৈকেয়ীকে দিলেন অপর অর্দ্ধাংশ পুন দুইভাগ করিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর হাতে দিয়া ঐ শেষোক্ত দুইভাগ সুমিত্রাহস্তে প্রদান করিলে সুমিত্রা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনরাণী গর্ভবতী হইলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পূরিত হইল। উপযুক্ত তিথি বার ও লগ্ন অনুকূল হইলে শ্রীরামচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন ॥১৯০॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

কার্ত্তিকের জন্ম ও তারকাসুর নিধন— (দ্বিতীয় খণ্ড চৌ—১-৪ ; দো—১০৩) শিব-উমা বিবাহ যাহা গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণনা করিয়াছেন সেই বিবাহের উল্লেখ মূল বাল্মীকি রামায়ণে না থাকিলেও বিবাহের পরবর্ত্তী পর্ব্বে যে শিব-উমার সংসার যাত্রার কথা তাহা বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৩৭ হইতে ৩৯ সর্গে বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত অংশ নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে। এই বিবৃতি যথা—বিশ্বামিত্র যখন রামলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের দ্বারা তাড়কা রাক্ষসী নিধন করিয়া মিথিলায় দিকে যাত্রা করিতেছিলেন তখন বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণ সহ শোন নদী পার হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। দুই ভাই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্নানান্তে পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিয়া নিত্য অগ্নি-হোত্র সমাপনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা কিরূপে সমুদ্রগামিনী হইয়াছেন তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন তখন বিশ্বামিত্র গঙ্গার উৎপত্তি হইতে তাহার প্রভাবের কথা ও কৈলাস হইতে অবতরণের কথা পৌরাণিক আখ্যানানুযায়ী বর্ণনা করিলেন।

শৈলরাজ হিমালয় রত্নাকর। পৃথিবীতে রূপে অনুপমা দুইটী কন্যা তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। মেরুকন্যা মনোরমা (মেনকা) হিমালয় পত্নী তাঁহাদের জননী ছিলেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা এবং দ্বিতীয়া কন্যা উমা। দেবগণ নিজেদের কার্য্য সাধনার্থে হিমালয়ের নিকট রূপে ও চরিত্রে অনুপমা গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন। হিমালয় প্রার্থিগণের প্রার্থনামত ত্রিলোকপাবনী জেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাকে দেবগণের হস্তে অর্পন করেণ। কৈলাস হইতে নিজ ইচ্ছামত আগমনশীলা গঙ্গাকে দেবগণ গঙ্গার ইচ্ছামত সমুদ্রগামিনী হইতে দিয়াছিলেন। এই ভাবে কৈলাস হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের

কল্যাণ গঙ্গা দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা উমা তিনি তপস্যাকে কাম্য বস্তু মনে করিয়া উগ্রতপশ্চরণ করেন। এই কন্যাকে শিব প্রার্থনা করিলে হিমালয় শিবকে এই কন্যা প্রদান করেন। সুতরাং নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গা এবং দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা উমা এই দুই কন্যা হিমালয়ের ছিল।

অতঃপর রামের বিশ্বামিত্রের নিকট পরবর্ত্তী প্রশ্ন ছিল কেন উমা শিবকে পতিরূপে লাভ করিয়া কৌমার ব্রত (কুমারীজনোচিত ব্রত) অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বিশ্বামিত্র বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন শিবের অসীম তেজ ধারণে পৃথিবী অসমর্থ কারণ বিরাট বিশ্বের সমস্ত জীবের বিগ্রহমূর্ত্তি শিব। তাঁহার বীর্য্যে সন্তান অসংখ্য হইতে পারে। সেই অসংখ্য সন্তানের ভরণ পোষণ পৃথিবী করিতে অক্ষম। ফলে দেবগণ শিবকে সংযত হইয়া পৃথিবী ও লোকসমূহের প্রতি অনুকম্পাবশ করিতে জীবসৃষ্টি বন্ধ এবং উমার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলেন। নতুবা শিবের ও উমার তেজ মিলিয়া অসংখ্য জীবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল উৎসন্ন করিতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার তেজদ্বারা পৃথিবী পর্ব্বত অরণ্যাদি দ্বারা ব্যাপ্ত হইল। শিব উমাসহ তপস্যারত হইলেন এবং সংযমদ্বারা পৃথিবীর লোকবৃদ্ধি বন্ধ করেন।

তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমাদের সেনাপতি শিব উমাসহ তপস্যারত সুতরাং সেনাপতির ব্যবস্থা করুন। তখন দেবগণের প্রার্থনামত অগ্নির ঔরসে গঙ্গার গর্ভে কৈলাস পর্ব্বতে কার্ত্তিকের জন্ম হয়। কার্ত্তিকের জন্ম হইবার পরেই গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কল্যাণ কামনায় পুত্রকে রাখিয়া স্বপথে যাত্রা করেন। দেবতাগণ ছয়জন কৃত্তিকাকে মাতৃরূপে এই বালকের স্তন্যদান কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ছয়জন কৃত্তিকার স্তন হইতে ক্ষরিত দুগ্ধে এই সন্তান কার্ত্তিকেয়ের পুষ্টি হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকের নাম ষড়ানন। এইভাবে দ্রুত পুষ্টিলাভ করিয়া কার্ত্তিকেয় স্ববীর্য্যে দৈত্যসেনা জয় করেন। ইঁহার অন্য নাম স্কন্দ। বাল্মীকি রামায়ণে গঙ্গা ও উমার জন্মকথা এবং কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে। গোস্বামী তুলসীদাস এই ষড়বদন কার্ত্তিকেয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যিনি তারকাসুরকে যুদ্ধে নিহত করেন।

কার্ত্তিকের জন্মরহস্য

বাল্মীকীয় রামায়ণের উপাখ্যানে কার্ত্তিকজন্ম এক নিয়োগবিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হইবার কথাই অনুমান করা যায়। শিব-উমার বিবাহান্তে শিবের তেজ পৃথিবী গ্রহণে অক্ষম হইলে অগ্নিদেব সেই তেজ গ্রহণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেন। দেবসেনাপতির প্রয়োজনে শিববীর্য্য প্রয়োজন ছিল এবং উমা তপস্যারত হেতু অগ্নিদেবতা গঙ্গাগর্ভে কার্ত্তিকের প্রয়োজন ব্রহ্মার নির্দ্দেশে বিধান করিয়াছেন বলিয়া পৌরাণিকী বার্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পৌরাণিকী বার্ত্তা রহস্যজালে আবৃত বলিয়া গোস্বামী তুলসীদাস সেই বিবৃতিকে বিশদ ভাবে বর্ণনা না করিয়া সেই বার্ত্তা সকলে জানে এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ কার্ত্তিক ঔরসে গঙ্গাগর্ভজাত শিবের পুত্র বটে আবার তাঁহাকে অগ্নিদেবতার পুত্র বলিয়া অন্যকল্পে বলিতে পারা যায়।

—পরিশিষ্ট সমাপ্ত

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সূচীপত্র	২৭	সতীকে	রতিকে
,,	৮	অগস্ত	অগস্ত্য
,,	১০	হিরণ্যকপিপু	হিরণ্যকশিপু
,,	২০	শম্ভূগণ	শম্ভুগণ
,,	২৫	গৃহীণী	গৃহিণী
,,	২৯	নবরূপ হরি	নররূপ হরি
ক-২	২০	যোগীন্দ্রনাথ	যোগেন্দ্রমোহন
ক-৮	১৯	সহস্র পূর্ব্বে	সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে
ক-১২	১২	গ্রন্থ	গ্রন্থ
ক-১২	৩২	তাহারও	তাহার ও
ক-১৬	১০	মৌন	সৌন
৬	১১	এইরূপ জানো	তাহা জানো যেন
৬	১৯	তীর্থস্নাত যথা	এ হেন প্রয়াগে
,,	,,	অক্ষত	জীবিত
৬	২৭	অক্ষত	জীবিত
৭	৩১	মনিগুণ	মণিগুণ
৯	৪	শুদ্ধমতি	শুদ্ধমন
৯	৪	খল আপন প্রকৃতি	খল প্রকৃতি আপন
১৩	২	যান	যা'ন
১৩	২১	সবে এবে মোরে	সকলে আমারে
২৬	২৮	রঘুনাখ	রঘুনাথ
৩৫	১৯	চরি	চারি
৩৬	২	নিশাচর	দৈত্যগণ
৩৯	২১	হতে	হ'তে
৪২	১৯	সুথদ	সুখদ
৪৫	১৪	হল	হ'ল
৬২	১৩	হয়ে	হ'য়ে
৬৩	৭	হইল	মিটিল
৯০	৮	শিবে	কামে
৯৩	১৭	মদন-অনল-সখা-সম	মদন অনল-সখা-সম
৯৪	১৬	উপজিল	উপজিতে
৯৪	১৬	চারিভিতে নেহারিল	তিনি চান চারিভিতে
৯৪	২১	সতীকে	রতিকে
খ-৩	৩১	সুষেন	সুষেণ
খ-১৩	৯	অপমশ	অপযশ
খ-১৬	৩০	দোষবহ	দোষাবহ
খ-১৮	২৮	গুরু	গুরুর
খ-২০	২০	নিরহস্কার	নিরহঙ্কার
খ-২১	৩১	ষ্যাসনন্দন	ব্যাসনন্দন

পৃষ্ঠা	দেবনাগরী লাইন	দেবনাগরী	অক্ষর
৮	৮	बरनह	बरनइ
১৬	৯	घुमउ	धूमउ
২৬	২০	सहावक	सायक
২৭	৫	भबउ	भयउ
৩০	১	जीह	जीहँ
৩১	৪	ब्रज्ञ	ब्रह्म
৩২	৩	कोठि	कोटि
৩৪	৫	ध्रुव	ध्रुब
৯৩	৩	भरदाज	भरद्वाज
৪০	৬	पनग	पन्नग
৪১	১১	हेवतरु	देवतरु
৪১	৯	कठिद	कठिन
৪৩	৫	आचरज	आचरजु
৪৩	১১	अबधपुवी	अवधपुरी
৫৪	৪	श्रेनो	श्रेणी
৫৯	৯	साँचु	सोचु
৬৭	১	सच्चिदानन्द	सच्चिदानन्द
৭২	৪	काठिअ	काठिय
৮৮	১	हृदपँ	हृदय
৮৮	৩	कौटि	कोटि
৯৩	৭	छूठि	छूटि

ভ্রমসংশোধন দ্বিতীয় খণ্ড

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ক-১৭	১৭	সুধীজন বিদিত	সুধীজনবিদিত
ক-১৭	২৬	তত্ত্ব	তত্ত্ব
ক-২৪	২৮	মধ্যদিয়া	মধ্য দিয়া
ক-২৮	১২	কবিতকে	কবিতাকে
ক-৩০	৬	পদ্মাঙ্ক	পদাঙ্ক
,,	২৪	বামবিরহ	রামবিরহ
ক-৩৩	৯	য	যে
,,	৩১	রিপূ	রিপু
ক-৩৭	১৬	সচ্চিতানন্দের	সচ্চিদানন্দের
,,	২০	সেয	শেষ
,,	২৬	রঘুকূলমনি	রঘুকুলমণি
৯৭	৭	দুর্ব্বাদলকান্তি কান্ত	দূর্ব্বাদল-কান্তি কান্ত
৯৯	২৩	করি	করে
১০১	২৫	সিবগণ	শিবগণ
১০২	১৯	কৌভুকে	কৌতুকে
১০৭	২১	রঘুকূলমণি	রঘুকুলমণি
১০৮	১১	লানী	জানী
১১১	২	উচ্ছারণ	উচ্চারণ
,,	২৪	মিলতী	মিলতি
১১১	১৭	কার্ত্তিরেক	কার্ত্তিকের
১১৬	২৭	হব	নব
১১৯	১৫	অথিকারী	অধিকারী
১৩১	২২	কিনহঁ	কীন্হঁ
১৩৬	২৭	তুম্হের	তুম্হরে
,,	২৮	কয়িবে	করিবে
১৪২	১৩	শিববেক	শিবসেবক
১৪৩	২০	তোরা অতি	তোরা
১৪৭	৮	লভেন জনম	দোঁহা জন্ম লন
১৫০	২৫	রাজর্ষি	ঋষিরাজ
১৫৪	৮	কম্বুগ্রীবা	কম্বুগ্রীবা
,,	১৫	ভূজদণ্ড	ভুজদণ্ড
,,	,,	ধনুশঃর	ধনুঃশর
,,	২০	জগস্থলা	জগমূলা
১৬০	১৫	দ্বিদ্বিজয়	দিগ্বিজয়
১৬৫	২৭	পূর্ব্বে	পূর্ব্ব
১৬৯	৫	কপতল	করতল
,,	৩১	সরেসা	নরেশা
১৭১	২২	জুস্তুতি	জুগুতি
,,	২৩	ঝে	কে
১৭৫	২৬	প্রতীপভানুরে	প্রতাপভানুরে
৩৩	৬	প্রসংঙ্গ	প্রসঙ্গ
১৭৯	১৫	সুসৈন্য	সুসৈন্য
,,	৩৪	৪৭	১৭৯
১৮০	,,	১৮	১৮০
১৮১	৯	উপনীত	উপনীত
১৮২	৫	ভাবি	ভাবী
১৮৭	২০	কানে	কাণে
১৮৯	,,	মম	মন
১৯১	৮	গুণগাহে	গুণ গাহে
,,	১০	পাপমুক্ত	পাপ হ'তে মুক্ত
,,	১২	চতুরতা	চতুরতা
চিত্রসূচী	২	ব্রহ্মা	অগ্নি

चौ— सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी॥
तुम्हरें ज्ञान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिकारा॥१॥
हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥
जौं मैं सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी॥२॥
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा॥ सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा॥३॥
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥४॥
दोहा— हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास।
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥९०॥

चौ— सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥
बहुरि कहेउ रति कर बरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥१॥
हृदयँ बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई॥
सुदिनु सुनखतु सुघरीं सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥२॥
पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाँचत प्रीति न हृदयँ समाती॥३॥
लगन बाँचि अज सबहि सुनाई। हरषे मुनि सब सुर समुदाई॥
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे॥४॥
दोहा— लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान।
होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान॥९१॥

चौ— सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा॥
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहरि छाला॥१॥
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला॥२॥
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा। चले बसहँ चढ़ि बाजहिं बाजा॥
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥३॥
बिष्नु बिरंचि आदि सुरब्राता। चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता॥
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥४॥

दोहा— बिष्नु कहा अस बिहँसि तब बोलि सकल दिसिराज।
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥९२॥

चौ— बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥
बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं। हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं ॥
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥
सिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥
नाना बाहन नाना वेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥३॥
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद-बाहू ॥
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना ॥४॥

छं०— तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें।
भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनितु तनु भरें ॥
खर स्वान सुअर सृगाल मुख गन बेष अगनित को गनै।
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बनै ॥

सो०— नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब।
देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥९३॥

चौ— जस दूलहु तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥१॥
सैल सकल जहँ लगि जग माहीं। लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥
बन सागर नद नदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥२॥
कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित बर नारी ॥
गए सकल तुहिनाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥३॥
प्रथमहिं गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए ॥
पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥४॥

छं०— लघु लागि बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही।
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥

दोहा— जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ।
रिधि सिधि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥

चौ— नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥
करि बनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥१॥
हियँ हरषे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी॥
सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥२॥
धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लै जीव पराने॥
गएँ भवन पूछहिं पितु माता। कहहिं बचन भय कंपित गाता॥३॥
कहिअ काह कहि जाइ न बाता। जम कर धार किधौं बरिआता॥
बरु बौराह बसहँ असवारा। ब्याल कपाल बिभूषन छारा॥४॥

छं०— तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा।
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा॥
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुंन्य बड़ तेहि कर सही।
देखिहि सो उमा बिबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥

दोहा— समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं।
बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहिं॥९५॥

चौ— लै अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए॥
मैनाँ सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी॥१॥
कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥
बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥२॥
भागि भवन पैठीं अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा॥
मैना हृदयँ भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥३॥
अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरि बारी॥
जेहिं बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा। तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा॥४॥

छं०— कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हहि सुंदरता दई।
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई॥
तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं।
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हौं करौं॥

दोहा— भईं बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।
करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि॥९६॥

चौ— नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा॥१॥

साँचेहु उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया ॥
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥२॥
जननिहिं बिकल बिलोकि भवानी। बोली जुत बिबेक मृदु बानी।
अस बिचारि सोचहि मति माता। सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥३॥
करम लिखा जो बाउर नाहू। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के अंका। मातु ब्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥४॥
छं०— जनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर नहीं।
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहीं ॥
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं।
बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं ॥
दोहा— तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत।
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥९७॥
चौ— तब नारद सबही समुझावा। पूरुब कथाप्रसंगु सुनावा ॥
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि।
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला-वपु-धारिनि ॥२॥
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई।
तहँहुँ सती संकरहि बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥३॥
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल-कमल-पतंगा ॥
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा। भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा ॥४॥
छं०— सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं।
हर बिरहँ जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया।
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्बदा संकर प्रिया ॥
दोहा— सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद।
छन महँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥९८॥
चौ— तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरषाने ॥१॥
लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबहि हाटक घट नाना ॥
भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु ब्यवहारा ॥२॥

सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसहिं भवन जेहिं मातु भवानी॥
सादर बोले सकल बराती। बिष्नु बिरंचि देव सब जाती॥३॥
बिबिधि पाँति बैठीं जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥
नारिबृंद सुर जेवँत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी॥४॥

छं०— गारी मधुर सुर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं।
भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥
जेंवत जो बढ़्यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो।
अचवाँइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रह्यो॥

दोहा— बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ।
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ॥९९॥

चौ— बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे॥
बेदी बेद बिधान सँवारी। सुभग सुमंगल गावहिं नारी॥१॥
सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा॥
बैठे सिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदयँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥२॥
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाईं। करि सिंगारु सखीं लै आईं॥
देखत रूपु सकल सुर मोहे। बरनै छबि अस जग कबि को है॥३॥
जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा॥
सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी॥४॥

छं०— कोटिहुँ बदन नहिं बनै बरनत जग जननि सोभा महा।
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ।
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ॥

दोहा— मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि।
कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जियँ जानि॥१००॥

चौ— जसि बिबाह कै बिधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥
गहि गिरीस कुस कन्या पानी। भवहि समरपीं जानि भवानी॥१॥
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियँ हरषे तब सकल सुरेसा॥
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥२॥
बाजहिं बाजन बिबिध बिधाना। सुमनबृष्टि नभ भै बिधि नाना॥
हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू॥३॥

दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥
अन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४॥
छं०— दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो।
का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥
सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो।
पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥
दोहा— नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी करेहु।
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु॥१०१॥
चौ— बहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन सिरु नाई॥
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥१॥
करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥
बचन कहत भरे लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥२॥
कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥
भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी॥३॥
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न बरना॥
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥४॥
छं०— जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दईं।
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं लै सिव पहिं गईं॥
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले।
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले॥
दोहा— चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु।
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु॥१०२॥
चौ— तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥
आदर दान बिनय बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥१॥
जबहिं संभु कैलासहिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥
जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहि सिंगारु न कहउँ बखानी॥२॥
करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसहिं कैलासा॥
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ॥३॥
तब जनमेउ षटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा॥
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षन्मुख जन्मु सकल जग जाना॥४॥
छं०— जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा।
तेहि हेतु मैं बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा॥
यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं।
कल्यान काज बिबाह मंगल सर्बदा सुखु पावहीं॥

दोहा — चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहिं पारु।
बरनै तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवारु ॥१०३॥

चौ — संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाढ़ी ॥१॥
प्रेम बिबस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥२॥
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुँ न सोहाहीं ॥
बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू ॥३॥
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥
पनु करि रघुपति भगति देखाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥

दोहा — प्रथमहिं मैं कहि सिव चरित बूझा मरमु तुम्हार।
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥

चौ— मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अब रघुपति लीला ॥
सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥१॥
राम चरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥
तदपि जथाश्रुत कहउँ बखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥
सारद दारुनारि सम स्वामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥३॥
प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुन गाथा ॥
परम रम्य गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥४॥

दोहा— सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिबृंद।
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१०५॥

चौ— हरि हर बिमुख धर्मरति नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला ॥१॥
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया। सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥२॥
निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला ॥
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा ॥३॥
तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छबि हारी ॥४॥

दोहा— जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल।
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥

चौ— बैठे सोह कामरिपु कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें ॥
पारबती भल अवसरु जानी। गई संभु पहिं मातु भवानी ॥१॥

जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥
बैठीं सिव समीप हरषाई। पूरुब जन्म कथा चित आई॥२॥
पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी। बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी॥
कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥३॥
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥
चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा॥४॥
दोहा— प्रभु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम।
जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम॥१०७॥
चौ— जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥
तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥१॥
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥
ससिभूषन अस हृदयँ बिचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी॥२॥
प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥
सेस सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना॥
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥४॥
दोहा— जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥
चौ— जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू॥१॥
मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई॥
तदपि मलिन मन बोधु न आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥२॥
अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवउँ कर जोरें॥
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा॥३॥
तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥
कहहु पुनीत राम गुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥४॥
दोहा— बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि।
बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९॥
चौ— जदपि जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥
गूढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं॥१॥
अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥२॥
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥
कहहु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥३॥

बन बसि कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥४॥
दोहा— बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम।
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम॥११०॥

चौ— पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी। जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी॥
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥१॥
औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबेका॥
जो प्रभु मैं पूछा नहि होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥२॥
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥
प्रस्न उमा कै सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिब मन भाई॥३॥
हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानद अमित सुख पावा॥४॥
दो०— मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनै लीन्ह॥१११॥

चौ— झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई॥१॥
बंदउँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी॥२॥
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी॥
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी॥३॥
पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥४॥
दोहा— राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन माहिं।
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं॥११२॥

चौ— तदपि असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥
जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना। श्रवन रंध्र अहिभवन समाना॥१॥
नयनन्हि संत दरस नहि देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥
ते सिर कटु तुंबरि समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला॥२॥
जिन्ह हरिभगति हृदयँ नहि आनी। जीवत सव समान तेइ प्रानी॥
जो नहिं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥३॥
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥
गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला॥४॥
दोहा— रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि।
सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि॥११३॥

चौ— रामकथा सुंदर कर तारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी॥
रामकथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥१॥
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥२॥
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी। कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी॥
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई॥३॥
एक बात नहिं मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेउ भवानी॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना॥४॥

दोहा— कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहिं झूठ न साच॥११४॥

चौ— अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी॥१॥
कहहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी॥
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना॥२॥
जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं। तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं॥३॥
बातुल भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥
जिन्ह कृत महामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना॥४॥

सो०— अस निज हृदयँ बिचारि तजु संसय भजु राम पद।
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम॥११५॥

चौ— सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा॥
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥१॥
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥२॥
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना॥३॥
हरष बिषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥४॥

दोहा— पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ।
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिवँ नायउ माथ॥११६॥

चौ— निज भ्रम नहिं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी॥१॥
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ॥
उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥२॥

बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥३॥
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू॥
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥४॥
दोहा— रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि।
जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥११७॥
चौ— एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥
जौं सपनें सिर काटै कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥१॥
जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥
आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा॥२॥
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥३॥
तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहई घ्रान बिनु बास असेषा॥
असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥४॥
दोहा— जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान।
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान॥११८॥
चौ— कासीं मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउँ बिसोकी॥
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतरजामी॥१॥
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥२॥
राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी॥
अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥३॥
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक कै रचना॥
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥४॥
दोहा— पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि।
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥११९॥
चौ— ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥१॥
नाथ कृपाँ अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥
अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥२॥
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्ब रहित सब उर पुर बासी॥३॥
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥
उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥४॥

दो०— हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान ।
बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥

सो०— सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल ।
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥१२०(ख)॥
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब ।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित ।
मैं निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥

चौ— सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥१॥
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥
तदपि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥२॥
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥
जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥३॥
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी ॥
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥४॥

दो०— असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु ।
जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥

चौ— सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥
राम जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका ॥१॥
जनम एक दुइ कहउँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥२॥
बिप्र श्राप तें दूनउ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥
कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥३॥
बिजइ समर बीर बिख्याता । धरि बराह बपु एक निपाता ॥
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥४॥

दो०— भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान ।
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥१२२॥

चौ— मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥
एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥

कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥
एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥२॥
एक कलँप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥
संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा॥३॥
परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी॥४॥

दो०— छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह।
जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥१२३॥

चौ— तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद दयऊ॥१॥
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नरदेहा॥
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥२॥
नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा॥
गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥३॥
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥४॥

दो०— बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ।
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)॥

सो०— कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद॥१२४(ख)॥

चौ— हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि॥
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥१॥
निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा॥
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी॥२॥
मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना॥
सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरषि हियँ जलचरकेतू॥३॥
सुनासीर मन महु असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं॥४॥

दो०— सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज।
छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज॥१२५॥

चौ— तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ। निज मायाँ बसंत निरमयऊ॥
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा। कूजहिं कोकिल गुंजहिं भृंगा॥१॥
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बढ़ावनिहारी॥
रंभादिक सुर नारि नवीना। सकल असमसर कला प्रबीना॥२॥
करहिं गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि क्रीड़हिं पानि पतंगा॥
देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना॥३॥
काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। निज भयँ डरेउ मनोभव पापी॥
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥४॥
दोहा—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन।
गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन॥१२६॥
चौ— भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥
नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सहित सहाई॥१॥
मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी॥
मुनि सब कें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥२॥
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥
मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए॥३॥
बार बार बिनवउँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ॥४॥
दो०— संभु दीन्ह उपदेश हित नहिं नारदहि सोहान।
भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान॥१२७॥
चौ— राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई॥
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥१॥
एक बार करतल बर बीना। गावत हरि गुन गान प्रबीना॥
छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥२॥
हरषि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥
बोले बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥३॥
काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरजि सिवँ राखे॥
अतिप्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥४॥
दो०— रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान।
तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान॥१२८॥

चौ— सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाकें ॥
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥
नारद कहेउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥
करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गरब तरु भारी ॥२॥
बेगि सो मैं डारिहउँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥
मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि मैं सोई ॥३॥
तब नारद हरि पद सिर नाई। चले हृदयँ अहमिति अधिकाई ॥
श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥४॥

दो०—बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार ॥
श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥१२९॥

चौ—बसहिं नगर सुंदर नर नारी ॥ जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥
तेहिं पुर बसइ सीलनिधि राजा। अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥
सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा ॥
बिस्वमोहनी तासु कुमारी। श्रीबिमोह जिसु रूपु निहारी ॥२॥
सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥
करइ स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला ॥३॥
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥
सुनि सब चरित भूपगृहँ आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥४॥

दो०— आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि।
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदयँ बिचारि ॥१३०॥

चौ— देखि रूप मुनि बिरति बिसारी ॥ बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृदयँ हरष नहिं प्रगट बखाने ॥१॥
जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥
लच्छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं ॥३॥
करौं जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥
जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥४॥

दो०— एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल।
जो बिलोकि रीझै कुअँरि तब मेलै जयमाल ॥१३१॥

चौ— हरि सन मागौं सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई॥
मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥१॥
बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला॥
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने॥२॥
अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई॥
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावौं ओही॥३॥
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥
निज माया बल देखि बिसाला। हियँ हँसि बोले दीनदयाला॥

दो०—जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।
सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार॥१३२॥

चौ—कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥
एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥१॥
माया बिबस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा॥
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥२॥
निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥
मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें॥३॥
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥४॥

दो०—रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ।
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ॥१३३॥

चौ— जेहिं समाज बैठे मुनि जाई। हृदयँ रूप अहमिति अधिकाई॥
तहँ बैठे महेस गन दोऊ। बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ॥१॥
करहिं कूटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥
रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी। इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी॥२॥
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसहिं संभु गन अति सचु पाएँ॥
जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी। समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥३॥
काहुँ न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नृपकन्याँ देखा॥
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदयँ क्रोध भा तेही॥४॥

दो०—सखी संग लै कुअँरि तब चलि जनु राजमराल।
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल॥१३४॥

चौ— जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली॥
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं॥१॥
धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला। कुअँरि हरषि मेलेउ जयमाला॥
दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा॥२॥
मुनि अति बिकल मोहँ मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥
तब हर गन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥३॥
अस कहि दोउ भागे भयँ भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी॥
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥४॥

दो०— होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ।
हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥१३५॥

चौ— पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदयँ संतोष न आवा॥
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं॥१॥
देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥२॥
बोले मधुर बचन सुरसाईं। मुनि कहँ चले बिकल की नाईं॥
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा॥३॥
पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी॥
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु॥४॥

दो०— असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु।
स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु॥१३६॥

चौ— परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहि करहु तुम्ह सोई॥
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियँ कछु धरहू॥१॥
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू॥
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा॥२॥
भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा॥३॥
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी॥४॥

दोहा— श्राप सीस धरि हरषि हियँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि।
निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥१३७॥

चौ—जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी॥
तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना॥१॥
मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥
मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥२॥
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदयँ तुरत बिश्रामा॥
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि भोरें॥३॥
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥
अस उर धरि महि बिचरहु जाइ। अब न तुम्हहि माया निअराई॥४॥
दो०— बहुबिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान।
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥१३८॥
चौ— हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष बिसेषी॥
अति सभीत नारद पंहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥१॥
हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥
आप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥२॥
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥
भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ। धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ॥३॥
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥४॥
दो०— एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।
सुर रंजन सुखद हरि भंजन भुबि भार॥१३९॥
चौ—एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नानाबिधि करहीं॥१॥
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई॥
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने। करहिं न सुनि आचरजु सयाने॥२॥
हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता॥
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥३॥
यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरि मायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी॥
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥४॥
सो०—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल।
अस बिचारी मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि॥१४०॥

चौ— अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥१॥
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनिबेषा॥
जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥२॥
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी॥
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिहउँ मति अनुसारा॥३॥
भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥
लगे बहुरि बरनै बृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥४॥
दो०— सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ।
राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ॥१४१॥

चौ— स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा॥
दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका॥१॥
नृप उत्तानपाद सुत तासू। ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू॥
लघु सुत नाम प्रियब्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहिं जाही॥२॥
देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी॥
आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहिं कपिल कृपाला॥३॥
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व बिचार निपुन भगवाना॥
तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला॥४॥
दो०— होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन।
हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥

चौ— बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा।
तीरथबर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥१॥
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हियँ हरषि चलेउ मनु राजा॥
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान भगति जनु धरें सरीरा॥२॥
पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नीरा॥
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिषि जानी॥३॥
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥
कृस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहिं पुराना॥४॥
दो०— द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग।
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग॥१४३॥

चौ— करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा॥
पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥१॥
उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥
अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतहिं परमारथबादी॥२॥
नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥३॥
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥
जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥४॥
दो०— एहि बिधि बीते बरस षट सहस बारि आहार।
संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥१४४॥

चौ— बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥
बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥१॥
मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा॥
प्रभु सर्बग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥
मागु मागु बरु भै नभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥३॥
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जब आई॥
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबहिं भवन ते आए॥४॥
दो०—श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात।
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयँ समात॥१४५॥

चौ—सुनु सेवक सुरतरु सुर धेनू। बिधि हरि हर बंदित पद रेनू॥
सेवत सुलभ सकल सुख दायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥१॥
जौं अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू॥
जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥२॥
जो भुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥३॥
दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥४॥
दो०— नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम।
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम॥१४६॥

चौ—सरद मयंक बदन छबि सींवा। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥
अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनिंदक हासा॥१॥
नव अंबुज अंबक छबि नीकी। चितवनि ललित भावँती जी की॥
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥२॥
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥३॥
केहरि कंधर चारु जनेऊ। बहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा॥४॥
दो०— तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि।
नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि छीनि॥१४७॥
चौ— पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं॥
बाम भाग सोभति अनुकुला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥१॥
जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥
भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥२॥
छबिसमुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥
चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥३॥
हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा॥४॥
दो०— बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।
मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥
चौ— सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरजु बोली मृदु बानी॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥१॥
एक लालसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं॥
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज कृपनाईं॥२॥
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति मागत सकुचाई॥
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा हृदयँ मम संसय होई॥३॥
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥
सकुच बिहाइ मागु नृप मोही। मोरें नहिं अदेय कछु तोही॥४॥
दो०— दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।
चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥१४९॥

चौ— देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई। नृप तव तनय होब मै आई ॥१॥
सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देबि मागु बरु जो रुचि तोरें ॥
जो वरु नाथ चतुर नृप मागी। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥२॥
प्रभु परंतु सुठि होति ढिटाई। जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकेल उर अंतरजामी ॥३॥
अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥४॥
दोहा— सोइ सुख सोई गति सोई भगति सोइ निज चरन सनेहु।
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥
चौ— सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। कृपासिंधु बोले बोले मृदु बचना ॥
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥१॥
मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥२॥
सुत बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥३॥
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥
सो०— तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि।
होइहहु अवध भुआल तब मै होब तुम्हार सुत ॥१५१॥
चौ— इच्छामय नरबेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें ॥
अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउँ चरित भगत सुखदाता ॥१॥
जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥
आदि सक्ति जेहिं जग उपजाया सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥
पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना ॥३॥
दंपति उर धरि भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कछु काला ॥
समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥४॥
दो०— यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु।
भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥
चौ— सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥
बिस्व बिदित एक कैकय देसू। सत्यकेतु तहँ बसइ नरेसू ॥१॥
धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलबाना ॥
तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥

राज धनी जो जेट सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही ॥
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥३॥
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीति ॥
जेठ सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥
दोहा— जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देस।
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥१५३॥

चौ— नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥
सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥१॥
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा ॥
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥२॥
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥
जहँ तहँ परीं अनेक लराईं। जीते सकल भूप बरिआईं ॥३॥
सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे। लै लै दण्ड छाँड़ि नृप दीन्हे ॥
सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला ॥४॥
दोहा— स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु।
अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु ॥१५४॥

चौ— भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी ॥१॥
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नृप सब कै सेवा ॥२॥
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनइ सास्त्र बर बेद पुराना ॥३॥
नाना बापीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥
बिप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥४॥
दोहा — जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग।
बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥

चौ— हृदयँ न कछु फल अनुसंधाना। भूप बिबेकी परम सुजाना ॥
करइ जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥१॥
चढ़ि बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा ॥
बिंध्याचल गभीर बन गतऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥२॥
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥
बड़ बिधु नहि समात मुख माहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥३॥
कोल कराल दसन छबि गाई। तनु बिसाल पीबर अधिकाई ॥
घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥४॥

दोहा— नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु।
चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु ॥१५६॥

चौ— आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुत गति भाजी॥
तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥१॥
तकि तकि तीर महीस चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा॥
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस बस भूप चलेउ सँग लागा ॥२॥
गयउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू॥
अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदपि न मृग मग तजइ नरेसू ॥३॥
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा॥
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥४॥

दोहा— खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत।
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५७॥

चौ— फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपति कपट मुनिबेषा॥
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥
गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥२॥
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कें साजा॥
तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा ॥३॥
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥

दोहा— भूपति तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ।
मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥

चौ— गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस लै गयऊ॥
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥१॥
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुबा जीव परहेलें॥
चक्रबर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें ॥२॥
नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा॥
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई ॥३॥
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हौं कछु भल होनिहारा॥
कह मुनि तात भयउ अँधिआरा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा ॥४॥

दोहा— निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान।
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥
तुलसी जसि भवितब्यता तैसी मिलइ सहाइ।
आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ ॥१५९(ख)॥

चौ— भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बठ महीसा॥
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥१॥
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥२॥
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा॥३॥
समुझि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती॥
सरल बचन नृप के सुनि काना॥ बयर सँभारि हृदयँ हरषाना॥४॥
दोहा— कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत।
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत॥१६०॥

चौ—कह नृप जे बिग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥
सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥१॥
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें॥
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिवहि संदेहा॥२॥
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥
सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥३॥
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥
सुनु सतिभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥४॥
दोहा— अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु।
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु॥१६१(क)॥
सो॰— तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूढ़ न चतुर नर।
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥१६१(ख)॥

चौ— तातें गुपुत रहउँ जग माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ। कहहु कवनि सिधि लोक रिझाएँ॥१॥
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥
अब जौं तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही॥२॥
जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा॥
देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥३॥
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥४॥
दोहा— आदि सृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै मोरि।
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि॥१६२॥

चौ— जनि आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥
तपबल तें जग सृजइ बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता॥१॥

तपबल संभु करहिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा॥२॥
करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरति बिबेका॥
उद्‌भव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी॥३॥
सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥
कह तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही॥४॥
सो०— सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहहिं नृप।
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव॥१६३॥
चौ— नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिअ न आपन जानि अकाजा॥१॥
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥
उपजि परी ममता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥२॥
अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना॥३॥
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागि अगम बर होउँ असोकी॥४॥
दोहा— जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ।
एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ॥१६४॥
चौ— कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा॥१॥
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥
जौं बिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा॥२॥
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥
बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला॥३॥
हरषेऊ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सर्ब काल कल्याना॥४॥
दोहा— एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि।
मिलब हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न खोरि॥१६५॥
चौ— तातें मैं तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥
छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥१॥
यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥
आन उपायँ निधन तव नाहीं। जौं हरि हर कोपहिं मन माहीं॥२॥
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥
राखइ गुर जौं कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जगत्राता॥३॥

जौं न चलब हम कहे तुम्हारें। होउ नास नहिं सोच हमारें॥
एकहिं डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥४॥
दोहा— होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ।
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखउँ कोउ॥१६६॥

चौ— सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहीं कि नाहीं॥
अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥१॥
मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ॥२॥
जौं न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥३॥
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तृन धरहीं॥
जलधि अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥४॥
दो॰— अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल॥१६७॥

चौ— जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥
सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥१॥
अवसि काज मैं करिहउँ तोरा मन तन बचन भगत तैं मोरा॥
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥२॥
जौं नरेस मैं करौं रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई॥३॥
पुनि तिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ। तव बस होइ भूप सुनु सोऊ॥
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकलप करेहू॥४॥
दोहा— नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिबार।
मैं तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेवनार॥१६८॥

चौ— एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहहिं सकल बिप्र बस तोरें॥
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥१॥
और एक तोहि कहउँ लखाऊ। मैं एहिं बेष न आउब काऊ॥
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हरि आनब मैं करि निज माया॥२॥
तपबल तेहि करि आपु समाना। रखिहउँ इहाँ बरस परवाना॥
मैं धरि तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारब काजा॥३॥
गै निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥
मैं तपबल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता॥४॥
दोहा— मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि।
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि॥१६९॥

चौ— सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ बैठ छलग्यानी ॥
श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥
कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥
परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा ॥२॥
तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई ॥
प्रथमहिं भूप समर सब मारे। बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥३॥
तेहिं खल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥
जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ ॥४॥
दो०— रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।
अजहुँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥
चौ— तापस नृप निज सखहि निहारी। हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई ॥१॥
अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौं तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई ॥२॥
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई ॥
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी ॥३॥
भानुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥
नृपहि नारि पहिं सयन कराई। हयगृहँ बाँधेसि बाजि बनाई ॥४॥
दो०— राजा के उपरोहितहि हरि लै गयउ बहोरि।
लै राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि ॥१७१॥
चौ— आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥
जागेउ नृप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना ॥१॥
मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवँहिं जेहिं जान न रानी ॥
कानन गयउ बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं ॥२॥
गएँ जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥
उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥३॥
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥
समय जानि उपरोहित आवा। नृपहि मते सब कहि समुझावा ॥४॥
दो०— नृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत।
बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत ॥१७२॥

चौ— उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई॥
मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। बिंजन बहु गनि सकइ न कोई॥१॥
बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधा। तेहि महुँ बिप्र माँसु खल साँधा॥
भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥२॥
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भै अकासबानी तेहि काला॥
बिप्रबृंद उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू॥३॥
भयउ रसोईं भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥
भूप बिकल मति मोहँ भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी॥४॥

दो०— बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार।
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥१७३॥

चौ— छत्रबंधु तैं बिप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥
ईस्वर राखा धरम हमारा। जैहसि तैं समेत परिवारा॥१॥
संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥
नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भै बहोरि बर गिरा अकासा॥२॥
बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा॥
चकित बिप्र सब सुनि नभ बानी। भूप गयउ जहँ भोजन खानी॥३॥
तहँ न असन नहिं बिप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई॥४॥

दो०— भूपति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर।
किएँ अन्यथा होइ नहिं बिप्र श्राप अति घोर॥१७४॥

चौ— अस कहि सब महि देव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। बिरचत हंस काग किय जेहीं॥१॥
उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई॥
तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥२॥
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई॥
जूझे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥३॥
सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा। बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा॥
रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥४॥

दो०— भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम।
धूरि मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम॥१७५॥

चौ—काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा॥
भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा।
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू। भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू॥२॥
नाम बिभीषन जेहि जग जाना। बिष्नुभगत बिग्यान निधाना॥
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥३॥
कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर बिगत बिबेका॥
कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहिं बिस्व परितापी॥४॥
दो०— उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप।
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप॥१७६॥
चौ— कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र नहिं बरनि सो जाई॥
गयउ निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न मैं ताता॥१॥
करि बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा॥
हम काहू के मरहिं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥२॥
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्माँ मिलि तेहि बर दीन्हा॥
पुनि प्रभु कुंभकरन पहिं गयऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ।३॥
जौं एहिं खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥
सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरी॥४॥
दो०— गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु।
तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु॥१७७॥
चौ— तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने गृह आए॥
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥१॥
सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी। होइहि जातुधानपति जानी॥
हरषित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई॥२॥
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥३॥
भोगावति जसि अहिकुल बासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका॥४॥
दो०— खाईं सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव।
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव॥१७८(क)॥

हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ।
सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥१७८(ख)॥

चौ— रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥
दसमुख कतहुँ खबरि असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि बिकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई ॥२॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा॥
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥३॥
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लै आवा ॥४॥

दोहा— कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ।
मनहुँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥

चौ— सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥
नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥१॥
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता। जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता॥
करइ पान सोवई षट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा ॥२॥
जौं दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥
समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥३॥
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू॥
जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितहिं परावन होई ॥४॥

दो०— कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥

चौ—कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह कें धरम न दाया॥
दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा ॥१॥
सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती॥
सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी ॥२॥
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुध बरूथा॥
ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥३॥
तिन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई॥
द्विजभोजन मख होम सराधा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥४॥

दो०— छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ।
तब मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥

चौ— मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥
जे सुर समर धीर बलवाना जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना ॥१॥
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी॥
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥२॥
चलत दसानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर रवनी॥
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥३॥
दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥
रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा॥
रबि ससि पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा॥
ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसबर्ती नर नारी ॥६॥
आयसु करहिं सकल भयभीता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥७॥

दो०— भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र।
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क)॥
देव जच्छ गंधर्ब नर किंनर नाग कुमारि।
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२(ख)॥

चौ— इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥२॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥
जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं ॥३॥
सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥
नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना ॥४॥

छं०— जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा।
आपुनु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा॥
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना।
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना॥

सो०— बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं।
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥

मासपारायण छठा विश्राम।

পাঠসূচী

বালকাণ্ড সমাপ্ত

প্রাক্‌কথন

বর্ত্তমান যুগেও তুলসী রামায়ণের সার্থকতা

রামচরিত্র অখণ্ড আর্য্য-ভারতের মুখ্য অবলম্বন। এই চরিত্র মহর্ষি বাল্মীকির সৃষ্টি। সংস্কৃত ভাষায় প্রধানতঃ তিনখানি রামায়ণ আছে,—বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ। কবি ও ভক্ত-শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাস রচিত রামায়ণের নাম "রামচরিতমানস"। ইহা মুখ্যতঃ আওধী ভাষায় লিখিত। বাঙ্গালীরা বা জনসাধারণে ইহাকে বলে, "তুলসী রামায়ণ"।

পূর্ব্বোক্ত সকল রামায়ণেই অন্তহীন রাম চরিত্রের এক একটা বিশেষ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে কিন্তু ইতিবৃত্তাংশ প্রায় এক। চরিত্র-বিশ্লেষণে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে বহু কাহিনী। সেখানে প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা বাল্মীকি, তিনি জানিতে চাহিতেছেন,—সর্ব্বগুণাধার মানুষ কে? উত্তর দিতেছেন নারদ।

তিনি বলিতেছেন,—সর্ব্বগুণাধার শুধু রামচন্দ্র। একমাত্র রামচন্দ্রেই মানবতার পূর্ণ রূপ প্রকটিত। একমাত্র রামচন্দ্রেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্যের সমন্বয়। নারদ সংক্ষিপ্তভাবে রামের ইতিবৃত্তের আত্মোপান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহার কাহিনী কাব্যে রচনা করিতে বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন। 'রাম-চরিত্রের সব কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বাল্মীকির লেখনীতে আসিয়া যাইবে' ইহা ব্রহ্মা বর দান করিলেন। রামচরিত্র ব্রহ্মার বরে মহাভাবে ভাবিত হইয়াই মহর্ষি বাল্মীকি নারদ-বর্ণিত এই রামায়ণে রচনা করিয়াছেন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও বাল্মীকির অবদান এবং ইহা বাল্মীকি রামায়ণের পরিপূরক এক মহাগ্রন্থ। ইহা রামের সংসার-বৈরাগ্য নিবৃত্তির জন্য বশিষ্ঠ-কর্তৃক দশরথ রাজসভায় পঠিত এক মহাগ্রন্থ। বাল্মীকি রামায়ণের সপ্তকাণ্ডে প্রাচীন রীতির গণনায় ২৪ হাজার শ্লোক ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ৩২ হাজার শ্লোক কিন্তু এককে বাদ দিয়া অপর গ্রন্থ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। একখানি ইতিবৃত্ত-প্রধান অপরখানি তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান। কবিত্ব এবং দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব যোগবাশিষ্ঠে ছড়ান রহিয়াছে। ইতিহাস, উপাখ্যান, রূপক, শ্লেষ, কাব্যরস, দার্শনিক তত্ত্ব, মুক্তির উপায়, মুক্তির স্বরূপ প্রভৃতি ইহাতে সুব্যাখ্যাত। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-ব্যাস-শুকদেবের অপূর্ব্ব চিত্র যোগবাশিষ্ঠে সুচিত্রিত।

কবিগণের নিকট ও সহৃদয় সংসারীদের নিকট যোগবাশিষ্ঠ যেন কামধেনু। অধ্যাত্ম-রসিকেরা যোগবাশিষ্ঠে আত্মহারা! মুমুক্ষুগণও এই মহাগ্রন্থ পাঠে উচ্ছ্বসিত হন। এই অপরূপ গ্রন্থ মূল রামায়ণ হইতে বৃহত্তর কিন্তু ইহার দুরূহ তত্ত্বসমূহ জনসাধারণের নিকট একেবারে দুরধিগম্য।

মূল রামায়ণও সুবৃহৎ গ্রন্থ কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণ এই দুই মহাগ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। "শিব-ভবানী"র অবতারণা মনে হয় যোগবাশিষ্ঠের দুরূহ তত্ত্ব সহজ ও সরল করিতে কল্পিত হইয়াছে। ইহা বেদব্যাসের রচনা বলিয়া বিখ্যাত। নব্য সমালোচকেরা বলেন,—যে অধ্যাত্মরামায়ণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা।

তবে ইহাতে যে রামতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত দুই মহাগ্রন্থের কোন বিরোধ নাই পরন্তু ইহা সাধারণ পাঠকের নিকট যেন আরও বেশী মর্ম্মস্পর্শী।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য "রামচরিতমানস" অথবা 'তুলসী রামায়ণ' যেন সারা ভারতের প্রাণ-মাতান স্বতন্ত্র একটি সুরভি-নির্য্যাস। তুলসীদাস নারায়ণরূপা তুলসীরই মত তাঁহার ভক্তি-সুন্দর অন্তঃকরণকে যেন গঙ্গোত্রীরই মত এই মহাকাব্যের সর্ব্বত্র অকৃপণভাবে ঢালিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রীতি-মমতার মন্দাকিনী তুলসীরামায়ণ আর্য্যাবর্ত্তের মর্ম্মমূলকে অভিষিক্ত করিয়াছে,—রামতত্ত্ব, ভরততত্ত্ব, রাম-নিষাদ-সংবাদ-তত্ত্ব প্রভৃতির গঙ্গোদক দিয়া। তুলসীদাসের মতে ভক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্ম অপূর্ণ। ভক্তির মাধ্যমে স্বভাব-ভক্ত তুলসীদাস জ্ঞান ও কর্ম্মের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতকে বাদ দিলে মহাভারতের যেমন অপূর্ণতা হয়, তুলসী রামায়ণ বাদ দিলে তেমনি ভারতের ভক্তিগ্রন্থ অপূর্ণ হয়। তুলসী রামায়ণ প্রাচীন পৌরাণিক-গ্রন্থের অনুরূপ যেমন বলা চলে তেমনি সর্ব্বযুগের ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারের শিক্ষার উপযোগী একখানি সার্ব্বভৌম কালজয়ী ভক্তি-গ্রন্থও বলা চলে। ভক্ত তুলসীদাস ভক্তির প্রস্রবণ বহাইয়া দিয়াছেন এই "রামচরিতমানসে"র মাধ্যমে। তুলসীরামায়ণ এক বিচিত্র ভক্তিকাব্য এবং ইহা সর্ব্বকালের উপযোগী। আজিকার ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও ইহার আবেদন কম নহে। বীর্য্যের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, অস্পৃশ্যের সহিত সখ্যস্থাপন দ্বারা, ভ্রাতৃভক্তির দ্বারা মানুষের পরিবেশ কত উচ্চ, কত মহৎ, কত সুন্দর হইতে পারে,—তুলসী-চিত্রিত শ্রীরাম, জনক, বশিষ্ঠ, ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা, নিষাদ গুহক প্রভৃতি তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। অথচ ইহাতে কোন কষ্ট-কল্পনা নাই বা বাগাড়ম্বর নাই; পড়িতে পড়িতে পাঠক-পাঠিকার ভক্তি-অশ্রুধারা মুক্তাফলের মত স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঝরিয়া পড়ে। তুলসীদাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভার ইহা শাশ্বত জলন্ত স্বাক্ষর। তুলসীদাস তাঁহার আদর্শ রামচন্দ্রকে উত্তুঙ্গ গৌরীশৃঙ্গের মত বা কাঞ্চনজংঘার মত দুরারোহ করেন নাই; রক্তে মাংসে গড়া, সুখ-দুঃখে ভরা ধরণীর সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন; তিনি সসীমের মাধ্যমেই অসীমের সন্ধান দিয়াছেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে এক তুলসী-রামায়ণের মধ্যে। একজন পূর্ণাঙ্গ রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্মুক্তের স্বরূপ সন্ধান করিতে পুস্তকের প্রয়োজন হয় না, দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। রাম চরিত্রে তাহা পূর্ণ প্রকট। ভারতের আপামর সাধারণ,—আবালবৃদ্ধবনিতা তুলসী-রামায়ণকে যেদিন মনে প্রাণে আপন করিয়া নিবে, সেইদিন এই পুণ্য ভূমি ধন্য হইয়া যাইবে। ১৪ শতকে দাক্ষিণাত্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্ত জগদ্গুরু শ্রীরামানন্দ নামে এক আচার্য্য এই রাম নাম প্রচারের দ্বারা ভক্তি-মাহাত্ম্য ছড়াইয়া দেন। কালে অধ্যাত্মরামায়ণের শিবভবানীতত্ত্বকে তিনি প্রাধান্য দান করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করিয়াছিলেন এবং ফলে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভক্তি-সূত্রে মিলন হয়। ১৫ শতকে বাংলার ভক্তিমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবও রাম-কৃষ্ণ-নাম-গানের প্রেম-বন্ধনে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যকে এক প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দিব্য দৃষ্টিতেও রাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন। সেই বিচিত্র রহস্যময় ভক্তি-রস-ঘন রামনামতত্ত্ব প্রচারই তুলসীদাসের সাধনা।

১৬ শতকে তুলসীদাস (১৫৩২—১৬২৩) 'রামচরিতমানস' রচনা করেন। তাঁহার অমর রচনা শুধু ভক্তি-মার্গীদের জন্যই নহে। দৈনন্দিন সমাজ-জীবনেও তুলসীরামায়ণ অপরিহার্য্য। আদর্শ সামাজিক হইতে হইলে ইহা অবশ্য-পাঠ্য! স্ত্রী-পুরুষের ভব্যতা, শ্লীলতা, সুরুচি, জীবন-সৌন্দর্য্য বর্ণনা ইহার ছত্রে ছত্রে চিত্রিত। শ্রীরামের প্রতিটি আচরণ আমাদের জীবন-বেদ। দশরথের সহিত, জনকের সহিত, বশিষ্ঠের সহিত, গুহকের সহিত, মাতৃগণের বিশেষতঃ কৈকেয়ীর সহিত, সীতা ও লক্ষণের সহিত এমন কি সাময়িক বৈরী পরশুরামের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের আচরণ ও কথোপকথন আমাদিগকে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-গুরু-পুরোহিত-বন্ধু-বৈরী কিংবা হীনজাতির বা শ্রেণীর লোকের সহিত আচরণে অপরিম্লানতা শিক্ষা দেয়। অস্পৃশ্যতা-পরিহারমাত্র শিক্ষা দেয়না। জনক ও বশিষ্ঠের নিষাদ-আলিঙ্গনে সমাজ শিক্ষায় ভক্তির আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর "ভরত-মিলাপ" অর্থাৎ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতার এমন অপরূপ মিলন-দৃশ্য বিশ্বসাহিত্যের আর কোথাও কি আমরা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি? বাহ্যতঃও ইহার অনুকরণ করিলে ভারতবাসী তথা বিশ্বমানব কি চরিতার্থ হয় না? এমন সংযম কোথায়? এমন পবিত্রতা কোথায়? আর সারা অন্তর দিয়া যাঁহারা রামতত্ত্ব ধ্যান করিবেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই; তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জন্মে কুল পবিত্র হয়, জন্মভূমি রত্নগর্ভা বলিয়া পরিচিত হয়। ভক্ত তুলসীদাস তাঁহার অনুপম লেখনী-দ্বারা এমনই একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন যে রামের চরিত্র কল্পিত কি বাস্তব, তাহা পাঠক-পাঠিকা ভুলিয়া যান এবং আত্মসত্ত্বা বিস্মৃত হইয়া ভক্তি-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হন।

রামচরিতমানসের মত পাবন গ্রন্থ দুর্লভ। ইহাতে ব্যক্তি পবিত্র হয়, পরিবার ধন্য হয়, সমাজ-জীবন সার্থকতা লাভ করে। কোন ভাষায় এমন মহাগ্রন্থ আছে কিনা জানিনা। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াও ইহা সর্ব্বস্তরের নরনারীর অবশ্য পাঠ্য ও শিক্ষণীয় গ্রন্থ।

সমাজের সর্ব্বস্তরের স্ত্রী-পুরুষের লঘু গুরুর প্রতি যথোচিত আচরণ শিক্ষা তুলসীরামায়ণে ছড়ান রহিয়াছে। গুহক চণ্ডালকে রাজপুত্রের আলিঙ্গন দানের দৃষ্টান্ত অস্পৃশ্যতা বিরোধী অপরূপ চিত্র। বাস্তবিকপক্ষে একই গ্রন্থে বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী-দুষ্ট-শিষ্ট সকলের শিক্ষাই মিলে যাহা এই তুলসীরামায়ণে আছে। সুতরাং সকল যুগে সকল দেশে এই মহাকাব্য সার্থক।

মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন— বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরীয়চেতাংসি ভবন্তি হি মহাত্মনাম্॥

রাম-চরিত্র সেই দুর্লভ মহাত্মার উপমাহীন চরিত্র। অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ভক্ত তুলসীদাস জাতিহীন, শ্রেণীহীন সমাজের বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া এক সহজতম ও সরলতম চাতুর্বর্ণিক আদর্শ সমাজচিত্র তাঁহার অনবদ্য কাব্যে ভক্তি-তত্ত্বের মাধ্যমে অঙ্কিত করিয়াছেন। সকল যুগে তাহার সমাদর সমান থাকিবে। সমস্যাসঙ্কুল ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ-নীতিকে সংশোধন ভক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক চরিত্রের সংস্কারে গঠন না করিতে পারিলে কদাপি সম্ভব হইবে না। রামচরিতমানস সকল পরিবারের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ এবং তাহার পরিবেশ নিত্য-পালিত আদর্শরূপে গৃহীত হইলে এবং তাহার তত্ত্বসমূহকে আপনার করিয়া লইতে পারিলে ভারতীয় ঐতিহ্য স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তুলসীকৃত রামচরিতমানস

ভূমিকা

(১) ধর্ম্মশাস্ত্রে ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক-প্রসঙ্গ

বিশ্বের রহস্যভেদ-প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাব। আমাদের চক্ষুর অন্তরালেও কত কি ঘটিতেছে। তাহা জানিতে বিশ্বের রহস্যজাল আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই তিন শ্রেণীতে ভারতের আচার্য্যগণ বিভাগ করিয়াছেন। বিশ্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় সূক্ষ্মজ্ঞান এই তিন শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া যায়। কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা স্থূল বিচার দ্বারা এই সকল রহস্য-ভেদ হয় না। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র এই জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান যুক্তি এবং আগম বা আপ্তোপদেশ বা ঋষি-বাক্যকে প্রমাণস্বরূপে ধরিয়া এই সকল তত্ত্বের বিচার করিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি প্রমাণ সকল দেশের সুধীবর্গ-কর্তৃক সমানভাবে স্বীকৃত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র যে আগম বা আপ্ত প্রমাণের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইল ঋষি-বাক্য,—যাহা বেদ-বাক্য নামেও অভিহিত করা হয়। রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত সাত্ত্বিক ঋষিগণ তপস্যাদ্বারা যে নির্ম্মল জ্ঞানের অধিকারী হইতেন, তাহার প্রচার ও প্রকাশ স্ব স্ব নিঃশ্বাসের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল বলিয়া বেদকে পুরুষ সৃষ্টির বিষয়বস্তু না বলিয়া 'অপৌরুষেয়' বলা হয়। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মন লইয়া প্রত্যক্ষের বিচার করা হয় এবং প্রত্যক্ষের অনুকূল হইল অনুমান ও যুক্তি। অধ্যাত্ম জগতের রহস্য-ভেদ করিতে প্রাচীন আর্য্যগণের আগম প্রমাণই প্রধান অবলম্বন। প্রত্যক্ষের পশ্চাতে থাকে যেমন অনুমান ও যুক্তি আগমের পশ্চাতে থাকে তেমনি ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক। বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ যেমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া সাধন করা হইতেছে, প্রাচীন যুগের ঋষিগণ তেমনি ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক সমন্বয়ে অধ্যাত্ম জগতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক রহস্য বিশ্লেষণ করিতেন। তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞানমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি এই শ্রেণীর গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত হয়। প্রাচীন কালের ইতিহাস বলিতে এই ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপকের সমন্বয়াত্মক গ্রন্থ। একজন মানুষের দৈনন্দিন আচরণ ইতিবৃত্তের পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু অনেক সময় এক এক জনের আচরণের মধ্যে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়,—যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। সেই আচরণের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে উপাখ্যান বা রূপকদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সমগ্র ব্যাপারকে সহজসাধ্য ও বোধগম্য করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ সমাজ-পরিচালনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান ও তাহার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি পরবর্ত্তী কালের জাতীয় সম্পদ্রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। এইভাবে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য গঠিত হইলেও উপাখ্যান ও রূপক যথাযথ বিচার করিয়া ইতিবৃত্ত হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। উপাখ্যান ও রূপককে পৃথক্‌ভাবে না বুঝিলে ইতিবৃত্তের যথাযথ মর্য্যাদা থাকে না। যার জন্য প্রাচীনকালের ইতিহাসকেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কল্পিত ঘটনা বলা হয় তাহাকে ইতিবৃত্তের মর্য্যাদা না দিয়া মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ বলিয়া ইতিবৃত্তকেও বর্ত্তমানযুগে এক

সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবি-কর্তৃক অস্বীকার করা হয়। এই ভাবে সুপ্রাচীন রাজবংশ বলিতে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশ, বিদেহ-রাজবংশ প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসের গুরুত্ব প্রদান না করিয়া কল্পনার বিষয়বস্তু বলিয়া উপেক্ষিত হয়। এই ভাবে রামায়ণ মহাভারতের যাবতীয় ইতিবৃত্ত সংশয়াত্মক বলা হয়। মিথ্যা কবি-কল্পনা বলিয়া বা উপদেশমূলক উপাখ্যান বলিয়াই তাহা সমালোচকের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এইভাবে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বা রাম-রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি কবিকল্পনার বস্তু বলা হয়। বাস্তবিক কবিকল্পনার বিষয় হইলে আদর্শের গুরুত্বও লঘু হইতে বাধ্য। যার জন্য প্রাচীন যুগের 'রাম' বা 'কৃষ্ণ' সমালোচকের দৃষ্টিতে ভগবানের অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হন না। দুষ্টের দমন, ও শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তাঁহারা বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইয়া সমাজের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—তাহার ইতিবৃত্তকে উপাখ্যান ও রূপকের বেড়াজালে আনিয়া সমগ্র ব্যাপারটির প্রতি তথা বেদমূলক যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদির প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়নের চেষ্টাতে যাবতীয় ঐতিহ্যকে খর্ব্ব করা হয়।

ইতিবৃত্ত—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথাই ধরা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি হইয়া ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনার্থ কৌরবগণকে পরাভব করার সহায় হইয়া পাণ্ডবগণকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে গুরু ও আচার্যগণের সহিত যুদ্ধে অনিচ্ছায় মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে সুপরিচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এইভাবে বিরাট্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অবতারণা আপাতদৃষ্টে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইলেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে কর্ম্মযোগের যে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ তাহা জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ে ইহাতে সাধন করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ পাণ্ডবগণ, আচার্য্য, পিতামহ ও গুরুবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেন করিবেন, তাহা সাধারণ তত্ত্ববিশ্লেষণে হয় না মনস্তত্ত্বের গভীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে এই কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ। আবার এই তত্ত্বকে যথাযথ সন্ধান করিলে দেখা যায়, এই তত্ত্বের যথোচিত আলোচনা হইয়াছে কঠোপনিষদের নচিকেতা-যম-সংবাদে। এই আত্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে ইতিবৃত্তাকারে বিবৃত হইলেও কঠোপনিষদের নচিকেতাযম-সংবাদে তাহাই উপাখ্যানমাত্র। সুতরাং একই তত্ত্বের এই বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিশ্লেষণ বুঝিলে ইতিবৃত্ত হইতে উপাখ্যানের পার্থক্য বুঝা যাইবে।

উপাখ্যান রহস্য—নচিকেতার পিতা বৈশ্রবস মুনি সর্ব্বস্ব দানমূলক বিশ্বজিৎযজ্ঞ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন এবং কতিপয় অকর্ম্মণ্য দুগ্ধ দেয় না এমন গাভী দান করিয়া যজ্ঞের ফল লাভেচ্ছু হইয়াছেন। পুত্র নচিকেতা যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য ইহাতে ব্যাহত হইতেছে জানিয়া প্রতিবাদের ধ্বনিতে প্রশ্ন করিলেন,—আমাকে কাহার উদ্দেশ্যে দান করিবেন? পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর বলিলেন,—'তোমাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিব। তুমি যমের বাড়ী যাও।' পিতার এ কার্য্যে নচিকেতা আপত্তির কথা চিন্তা করিয়াও পিতার নির্দ্দেশে যমের বাড়ী গেলেন। যম গৃহে ছিলেন না, নচিকেতা উপবাসী হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যম তাঁহার কার্য্য সমাপন করিয়া দুই

দিন পরে ফিরিয়া আসিলে নচিকেতা ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলেন কিন্তু নচিকেতার কর্ম্ম শেষ হয় নাই, সুতরাং যম তাঁহাকে লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। তিনটী বরের মধ্যে পিতা অকারণে ক্রুদ্ধ না হন নচিকেতা এই প্রথম বর প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয় বরে সমাজসেবার জন্য অগ্নি-চয়ন, যে অগ্নি চয়নের দ্বারা যজ্ঞ করিলে অমৃতত্ত্ব পাওয়া যায় সেই অগ্নি-বিজ্ঞান-পরিচয় তাঁহার দ্বিতীয় বর চাহিলেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্ম-তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যম প্রথম দুইটি বর প্রদান করিয়া অধিকন্তু পিতার অমৃতত্ব দান এবং অগ্নিচয়নদ্বারা যজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পিতার বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য লাভ হইবে বলিলেন কিন্তু তৃতীয় বর না দিয়া নানাপ্রকার প্রলোভনদ্বারা তাঁহাকে সুন্দরী স্ত্রী, ঐশ্বর্য্যাদি চাহিতে বলিলেন। কিন্তু নচিকেতা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি যমের নিকট সেই আত্ম-তত্ত্বই জানিতে চাহেন যাহার জ্ঞান হইলে অন্য সমস্ত লাভ তুচ্ছ হইয়া যায়। এই যে আত্ম-জ্ঞান-বিশ্লেষণ তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান ইতিবৃত্ত ব্যতীত কিছু নহে। দশরথ রাজসভায়,—দারুণ বৈরাগ্যভাবাপন্ন শ্রীরামচন্দ্রকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিয়া গুরু বশিষ্ঠদেব প্রদান করিতেছেন,—'রাম! তুমি প্রসুপ্তের ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া যথাধর্ম্ম দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্য করিয়া যাও' এই ভাবে নিষ্কাম রাজধর্ম্মের পালনও যোগবাশিষ্ঠের প্রতিপাদ্য বিষয় বটে। দশরথপুত্র রামচন্দ্রের বিষয় ইতিবৃত্ত ব্যতীত কিছু নহে। সংসারের কোন একটী জটিল ব্যাপারে সমস্যা সমাধান পূর্ব্বক কোন আদর্শ পুরুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইতে আত্মজ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, যাহার আশ্রয় কেবল কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তকরণে বা রামের রাজ্যপালনে নহে,—সকলক্ষেত্রে তাহার আশ্রয় সম্ভব। ভারতের আদর্শগুরু এইভাবে অনাদি অনন্তকাল হইতে শিষ্যকে কর্ম্মে-প্রবৃত্ত করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী এইভাবে শিবাজীকে নিষ্কামকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। উপাখ্যানটি কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য প্রতিভার প্রকাশ করিয়াছেন। ছত্রপতি শিবাজী রামদাসকে সমগ্র রাজ্য দিয়া গুরুকে ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। গুরু সমস্ত রাজ্য লিখিয়া লইবার পর শিবাজীর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম কি থাকিল,—এই প্রশ্নের উত্তরে শিবাজী বলিয়াছিলেন—গুরু যেমন আজ্ঞা করিবেন, শিষ্য তাহাই করিবে। তৎক্ষণাৎ গুরু বলিলেন—"মোর নামে মোর হ'য়ে লহ তুমি রাজ্য পুনর্ব্বার।" এই প্রতিনিধিত্ব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে করিতে সেই নচিকেতা-যম-সংবাদের আত্মতত্ত্বই আশ্রয়। কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের শেষে বৈরাগ্যভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসনে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার যে ইতিহাস,—তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অতি নিপুণভাবে ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রবর্ত্তিতকরণ শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতাতেই কার্য্যকরী হইয়াছিল। সেখানেও নিষ্কাম কর্ম্মযোগতত্ত্ব। সুতরাং বৈদিকযুগের এক প্রাচীন উপাখ্যান,—যাহা কঠোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই পরবর্ত্তী কালে কি রামায়ণের যুগে, কি মহাভারতের যুগে, কি বর্ত্তমান ঐতিহাসিক

তুলসীকৃত রামচরিতমানস

ক—৫৪ পৃঃ

যুগে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব না হইয়া দৈনন্দিন সমাজ জীবনে আদর্শ কর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে। তাই ইতিবৃত্ত উপাখ্যান নহে। নচিকেতার যমভবনে যাত্রা উপাখ্যানমাত্র কারণ পদব্রজে যমভবনে যাত্রা যে উপাখ্যানমাত্র তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। আবার শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগবিষয়ক শিক্ষাদান, যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের পরে রাজ্যপালনার্থ কার্য্যে প্রবর্তিতকরণে উপদেশ দান, রামচন্দ্রকে সংসারধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালন জন্য গুরু বশিষ্ঠের শিক্ষাদান উপাখ্যান নহে,—ইতিবৃত্ত। বর্তমান কালে বহু-আদর্শনেতা এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য ও পুণ্যময় করিতেছেন। জীবনের যে কোন জটিল ব্যাপারকে সহজ, সরল ও সুখবোধ্য করিবার ব্যাপারে এই ভাবে বেদপুরাণাদির উপাখ্যান জীবনের নূতন পথের সন্ধান দেয়।

প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে মানুষের হৃদয়ে দেবতাত্মার আবির্ভাবও এইভাবে ঘটে। পুরাণের বহু স্থলে শিবভবানীতত্ত্বের অবতারণা উপাখ্যান ব্যতীত কিছু নহে কিন্তু এই আবির্ভাব ব্যাপারটি উপাখ্যান নহে, ইতিবৃত্ত আকারে বহু আদর্শ পুরুষের অন্তরে প্রকাশমান হয়। রামচরিতমানসের কাকভুষুণ্ডি এক বায়সমাত্র। অনন্তকাল সর্ব্বজীবের মধ্যে রামতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। শ্রোতা শিব ও ভবানী। কখনও শিব বক্তা ভবানী শ্রোতা, শিব রামতত্ত্ব ভবানীকে বুঝাইতেছেন। এইরূপ উপাখ্যান ইতিবৃত্তের রূপ গ্রহণ করে বিশিষ্ট পুরুষের অন্তরে দেবতাত্মার আবাহন দ্বারা। সে আবাহনে রামতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব বাস্তব বটে উপাখ্যানও বটে আবার যম-নচিকেতা সংবাদ উপাখ্যানমাত্র। তাহার তত্ত্বাংশ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্র ও বহু পুরাণাদি ব্যাখ্যানে বহুভাবে এইরূপ ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রূপক—রূপকের ব্যাপারও এইরূপ। রামায়ণ ও মহাভারত রূপকদ্বারা পরিপূর্ণ। জটিল তত্ত্বের বিশ্লেষণ বা মহাকাব্যের এক নূতন রূপ প্রদান এইভাবে প্রাচীন ভারতে সম্ভব হইয়াছে। ত্রেতাযুগে অনার্য্যজাতি-প্রভাবিত দাক্ষিণাত্যের জনগণের রূপ বর্ণনায় ঋক্ষ বা ভল্লুকাকৃতি মুখবিশিষ্ট জাতিবিশেষকে জাম্ববান, বিশিষ্ট হনুস্থলিত জাতিবিশেষকে হনুমান, নরাকৃতি খর্ব্বজাতিকে 'বা নর', বিশিষ্ট প্রতাপ প্রকাশ করিয়া ক্রূর কর্ম্মকারীকে রাক্ষস, দশমুণ্ডের মুখোস পরা বা দশদিক্পালসদৃশ প্রবল শক্তিধর পুরুষকে দশানন বলিলে ইতিবৃত্ত মিথ্যা হয় না বা রাম-রাবণের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লোপ পায় না। দাক্ষিণাত্যে আর্য্যকৃষ্টি বিস্তারে রামের অসামান্য অমানুষিক কার্য্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মহাকাব্যের আকারে। রামের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পর ঋষি অগস্ত্য শিষ্যগণ সহ গঠনমূলক কার্য্য আমরণ করিয়াছেন। সেখানকার বর্তমান তামিল, তেলিগু, মালয়ালাম ভাষা এবং যাবতীয় সংস্কৃতি কে করিয়াছে এই প্রশ্নের দাক্ষিণাত্যবাসীর একমাত্র প্রত্যুত্তর,—'অগস্ত্য করিয়াছেন'। সুতরাং এই যে কিম্বদন্তী ইহা উপাখ্যান নহে, ইতিবৃত্ত; কিম্বদন্তী নহে, বাস্তব সত্য। সুতরাং ইতিবৃত্ত উপাখ্যান ও রূপকের সমন্বয় সাধন করিয়া প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণাদি লিখিত হইলেও ইতিবৃত্তের মর্য্যাদা পৃথক্ থাকিবে। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতের ইতিবৃত্তাংশ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তির

উপরে বেদমূলক চাতুর্ব্বর্ণিক আর্য্যসমাজ গঠিত হইয়া এদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজকে
দৃঢ়মূল রাখিয়াছে। তাহাকে শিথিল করিবার অপচেষ্টাতে বিকৃত সমালোচনামূলক
সাহিত্য সৃষ্টি হয় যাহা ভারতীয় চিন্তাধারা বা ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা আনয়ন করে।
এক সম্প্রদায় সমাজসেবিগণকে এই ভাবের সাহিত্য সৃষ্টিকার্য্যে সহায়ক দেখা যাইতেছে
ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

(২) রাম কে? কবে? কোথায়? কোন্ গুণে গুণী?

যে নামের মহিমা কন্যাকুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের ও
দাক্ষিণাত্যে স্মরণাতীত কাল হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুবিদিত, যে রামনামের
সঙ্গে প্রাচীন সূর্য্যবংশের শ্রেষ্ঠ গৌরব বিজড়িত, যে রামনাম লইয়া প্রাগৈতিহাসিক
যুগের মহাকবি বাল্মীকি এবং তৎপরবর্ত্তী কালের কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি এবং
ইদানীন্তন কালের কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহোদয়গণ মহাকাব্য রচনা করিয়া
ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রাচীন কেকয়, কোশল, বিদেহাদি-
রাজ্যের মুকুটমণিস্বরূপে রাম ত্রেতাযুগে আদর্শ সার্ব্বভৌম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে
রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতে ভারতের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মানবতা চরম উৎকর্ষলাভে
অপেক্ষমান থাকে, যে রামনামের স্মরণ, কীর্ত্তন ও পরিজনের মধ্যে যাঁহার অপূর্ব্ব পরিবেশ
জনমনে স্মরণাতীত কাল হইতে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে,—এমন কি পরমাত্মীয়ের রামনাম
বা রামার্থবাচী নামকরণ করিয়া নিজের ও স্ববংশের গৌরববুদ্ধিকে জাগ্রত করে আজ
সেই মহামানব সম্বন্ধে এক সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবীর সংশয় জাগে,—রাম বাস্তব নয়, কাল্পনিক
এবং ব্যাখ্যান ও তদনুরূপ করিয়া আগ্নেয়পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণাদির
স্বহিত সমপর্য্যায়ে আনিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের আধুনিকতা এবং ঐতিহাসিক ভিত্তি-
হীনতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ রাম যে কবিকল্পনার সৃষ্টি এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী
কালে কল্পিত হইয়াছে এই কথাই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু। রামায়ণ ও মহাভারতের
পরবর্ত্তী কালে লিখিত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে ইহাদর রচনা।

রাম ও কৃষ্ণ—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহামানব 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের
প্রধান ধারক ও বাহক। তাঁহাদের ইতিবৃত্ত মুখ্যতঃ রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত
হইয়া থাকে! আবার এই দুইখানি মহাগ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ যথাক্রমে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
এবং শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু এই সকল গ্রন্থেই ইতিবৃত্তের সহিত উপাখ্যান ও রূপকের এমন
অদ্ভুতভাবে সমন্বয় করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী সমালোচক তাহার
কোনটিকে ইতিবৃত্তের পর্য্যায়ে না আনিয়া কবিকল্পনার সামগ্রিক চিত্ররূপে পরিগণিত
করিতে অধিক আগ্রহশীল হন। অবশ্য উপাখ্যান ও রূপকের প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা
দান করিয়া তাহার শিক্ষণীয় অংশের প্রতি গুরুত্ব দান করেন না এমন লোক নাই
কিন্তু কবিকল্পনার চিত্ররূপে রাম ও কৃষ্ণকে বিচার করিতে অভ্যস্ত হইলে কাল্পনিক

তুলসীকৃত রামচরিতমানস

চিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা থাকে না বলিয়াই তাঁহাদের চিত্রে এই মহামানবদ্বয় জনমনে গাঢ় রেখাপাত করিতে পারে না। ইতিবৃত্তের অংশ-বিশেষকে সহজ সুখবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিবার প্রয়োজনে উপাখ্যান বা রূপক কল্পিত হইয়াছে এরূপ মনে করিলে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা শিথিল হয় না। রাম ও কৃষ্ণ মায়া-মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুষ্কৃতকারীর নিধন, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনকল্পে ভগবানের মর্ত্তে আগমন,— এই দৃষ্টিকে শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারাই যেমন নিজের জীবনকে ধন্য করেন তাঁহাদের পরিবেশকে তেমনি পবিত্র করিবার প্রেরণা ইহাতে পান। কেবল দুই একখানি জৈনগ্রন্থ এবং বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থের মধ্যে রামের বিকৃত চিত্রের অবলম্বনে কূট সমালোচকগণের বিকৃত সমালোচনার ভিত্তিভূমি প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত।

রামায়ণের শ্লোক অবিকল মহাভারতে লিপিবদ্ধ দেখা যায় দ্রোণপর্ব্বে ভূরিশ্রবা বধের সময় সাত্যকি-মুখে উচ্চারিত রামাণের শ্লোকবিশেষে কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোন শ্লোক দেখা যায় না। মহাভারতে সূর্য্যবংশের কুলপরিচয় আছে কিন্তু রামায়ণে চন্দ্রবংশের কোন পরিচয় নাই ইত্যাদি প্রমাণে রামায়ণের ঘটনা যে মহাভারতের পূর্ব্বে সংঘটিত ইহা মহাভারত-ভাষ্য-প্রণেতা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। নব্যসমালোচকগণ মহাভারত ও রামায়ণ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পর লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। সুতরাং নব্যসমালোচকের মতে রাম বা কৃষ্ণ কবিকল্পনায় সৃষ্ট।

রাম কে?—ভারতের দুইটি প্রধান রাজবংশ—সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। এইদুই রাজবংশের পরিচয় মহাভারতে আছে। সূর্য্যবংশে রাম, চন্দ্রবংশে কুরু-পাণ্ডবগণের জন্ম। সূর্য্যবংশীয় মনুপুত্র ইক্ষাকু হইতে ২৮ তম পুরুষে রামচন্দ্রের জন্ম। মনু হইতে ৪২ তম পুরুষে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। পাণ্ডবগণের কর্ম্মক্ষেত্র হস্তিনাপুর (বর্ত্তমানে দিল্লী)। দশরথের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল কোশলরাজ্যান্তর্গত অওয়াধি বর্ত্তমানে অযোধ্যা। পাণ্ডবগণের সংশ্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মধুপুরী (মথুরা) হইলেও তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারকা এবং যদুবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দ্বারকার রাজা হইয়াও চন্দ্রবংশীয় কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য তিনি করিয়া পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন। দুই মহামানব রাম ও কৃষ্ণ ভার.ত বেদমূলক চাতুর্ব্বর্ণিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই দুই মহামানব ভগবানের অবতাররূপে স্মরণাতীতকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এই দুই মহামানবের বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গ বর্ণনা আছে। তবে যে কোন রামায়ণে বা পুরাণে রামের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। রামের পরিচয় রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ বহুভাবে দিয়াছে। তা' ছাড়া ভারতের এমন প্রদেশ নাই যেখানে রামচরিত সম্বন্ধে কেহ সংশয় পোষণ করে। কোন কাল্পনিক চিত্রের প্রভাব কখনও এরূপ সুদূরপ্রসারী হয় না।

কবে রাম?—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে যে রামের আবির্ভাব এবং বিভিন্ন কল্পে ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণ

নিষ্কাম কর্ম্মযোগের তত্ত্ব শিখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ তাহা চতুর্থ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ইক্ষাকু-বংশীয়কে শিখান বলিয়াছেন। সুতরাং সূর্য্য, মনু এবং ইক্ষাকুবংশীয় রাম এ কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। মহাভারতের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সুযুক্তি-পূর্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রমাণে খৃষ্ট জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কলি ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। তাহার চৌদ্দ পুরুষ পূর্ব্বে আনুমানিক প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্রের আবির্ভাব সম্ভব এবং মহাভারত লিখিত হইবার পূর্ব্বে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়াছিল। মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ এবং রামায়ণে মহাভারত বৃত্তান্তের অনুল্লেখ একথা স্পষ্ট প্রমাণ করে। অবশ্য ব্যাস ও বাল্মীকি ষড়যন্ত্র করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক রামায়ণে মহাভারতের উল্লেখ করেন নাই একথা কোন সমালোচক বলিলে তাহার উত্তর প্রদানে লেখক অক্ষম। রামায়ণ ও মহাভারত উভয়গ্রন্থে বেদমূলক চাতুর্ব্বর্ণিক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে যে এই পরিবেশের অপরিহার্য্যতা আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভারতের কাল নির্ণয় করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রামচন্দ্রের অবতার স্বীকার করিতে হয়। পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বেই রামায়ণ সর্ব্বজন-সমাদৃত গ্রন্থরূপে সর্ব্বত্র পঠিত হইত। প্রথম শতাব্দীতে জৈন গ্রন্থকার বিমলসূরী পৌমচরিত বা পদ্মচরিত গ্রন্থে রামায়ণের এবং রামচরিতের লোকপ্রিয়তা দেখিয়া রামকে জিন ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়া রামের বিকৃত বর্ণনা দান করিয়াছেন। হয়ত কোন বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ রামের বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রামের অসাধারণ লোকপ্রিয়তাঃ কারণে আবার বৌদ্ধ দার্শনিক (চতুর্থ শতাব্দী) বসুবন্ধুও রামায়ণ পাঠে বৌদ্ধগণকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা চীনদেশীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং জৈন ও বৌদ্ধগণের রামায়ণ সম্বন্ধে সমাদর দেখিয়া অতি প্রাচীনকালেও রামায়ণের প্রচলন সম্বন্ধে ধারণা হয়। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য আগ্নেয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণেও বাল্মীকি রামায়ণের ইতিবৃত্তাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোথায় রাম ?—অযোধ্যা হইতে মিথিলার পথে যাত্রা যেভাবে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিলে রামের জন্মস্থান ও বাল্যকালের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিচয় পাওয়া যায়! (ভৌগোলিক চিত্র ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম, দশরথের রাজসভায় গুরু বশিষ্ঠের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণে নিরন্তর রত রাম, শোন নদের অনতিদূরে সিদ্ধাশ্রমে বিশ্বামিত্রসহ তাড়কাবধার্থ উপনীত রাম, মিথিলা সন্নিকটে গৌতমাশ্রমে কঠোর তপস্যারতা অহল্যার উদ্ধারকারী রাম, মিথিলায় বিদেহ রাজ জনকের রাজসভায় ধনুর্যজ্ঞে ধনু ভঙ্গের জন্য উপনীত রাম, জনক নন্দিনীর পাণিগ্রহীতা রাম, পরশুরামের দর্পচূর্ণকারী রাম, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া বশিষ্ঠের সহিত শাস্ত্রালোচনারত রাম—তাঁহার বনবাসের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবনের সকল সাক্ষ্য দিতেছেন। বনযাত্রা-পর্ব্বে নিষাদের দেশ শৃঙ্গবেরপুর হইয়া প্রয়াগের পথে চিত্রকূট হইয়া দণ্ডকারণ্য যাত্রা পরে সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্যের আশ্রমে পঞ্চবটীতে এবং লঙ্কাদ্বীপে রাবণ বধার্থ অভিযানে

তুলসীকৃত রামচরিতমানস

সফল হইয়া বিভীষণকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গের প্রবর্ত্তনে অগস্ত্যকে নিয়োগকরণে সমগ্র ভারতে রামের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অগস্ত্য ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রাচীন অনার্য্যভাবাপন্ন দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসংস্কৃতির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে জীবনপাত করিয়াছিলেন তাহা তথাকার আপামর সাধারণ এখনও সমান-ভাবে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী ভাষা যথা—তামিল, তেলিগু ও মালয়ালম যে অগস্ত্যের প্রভাবে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিল তাহা সেখানকার আপামর সাধারণ এখনও সাক্ষ্য দেয়। বানর, ঋক্ষ, হনুমান, কবন্ধ রাক্ষস, প্রভৃতি অনার্য্য জাতিকে আর্য্য-ভাবাপন্ন করিবার মূলে অগস্ত্য ও তাঁহার শিষ্যগণ। রামচন্দ্রের বিজয়াভিযানের পর সেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। রামের প্রভাব পৌছায় নাই এমন অঞ্চল ভারতে নাই। তাৎকালিক শান্তিপ্রিয় অগস্ত্যাদি ঋষিগণ শান্তিবাণী প্রচার করিতে রাষ্ট্রদূতের কার্য্য করিতেন।

তিনি কোন্ গুণে গুণী—বাল্মীকি নারদের নিকট জানিতে চাহিলেন এক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুরুষের পরিচয় যিনি একাধারে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার। নারদ সংক্ষিপ্তভাবে দশরথ-পুত্র রামচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করিলেন। এতদ্বারা মর্ত্ত্যধামে ভগবানের সন্ধান যেন বাল্মীকি জানিতে চাহিতেছেন এবং নারদ তাহা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার পরিচয় জানিবার পরে শ্লোকাকারে তাঁহার ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে যেন এই অনুসন্ধান করিতেছেন। বাল্মিকী ধ্যানস্থ হইয়া সেই ভগবানের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত শ্লোকাকারে কিভাবে লিখিবেন চিন্তা করিতেছেন তখন ব্রহ্মা দেবতাত্মা-রূপে তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন তাঁহার লেখনীতে রামের সমস্ত ইতিবৃত্ত পরিস্ফুট হইবে। সাধারণ দৃষ্টির বিচার দিয়া ইহার বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। কবির দৃষ্টি দিয়া ইহার বিচার সম্ভব। তুলসীদাস বহুক্ষেত্রে বহুবার বলিয়াছেনস্বয়ং,—সরস্বতী এবং অনন্তদেবও ভাষায় সেই চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে অক্ষম তিনি কেমনে করিবেন? এই সম্বন্ধে এ' যুগের কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষা:—

কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করেনা অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম।
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র মহাদৈন্যে কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি! তাঁর পুণ্য নাম,
নারদ কহিলা ধীরে,—'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

রামচরিতমানস ৩য় খণ্ড

১৯১ দোঁহা হইতে বালকাণ্ড সমাপ্তি পর্য্যন্ত।

গোস্বামী তুলসীদাসকৃত রামনাম রচনা

রামবামদিসি জানকী, লষণ দাহিনী ওর।
ধ্যান সকল কল্যানময়, সুরতরু তুলসী তোর ॥১॥
রাম নাম মনি দীপ ধরু, জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরহু জো চাহসি উজিয়ার ॥২॥
রাম নামকো অঙ্ক হৈ, সব সাধন হৈঁ সূন।
অঙ্ক গয়ে কছু হাথ নহিঁ, অঙ্ক রহে দসগূন ॥৩॥
রাম নামকো কল্পতরু, কলি কল্যাননিবাস।
জো সুমিরত ভয়ো ভাঁগ তে, তুলসী তুলসীদাস ॥৪॥
রাম নাম জপি জীহ জন, ভয়ে সুকৃত সুখসালি।
তুলসী যহাঁ জো আলসী, গয়ো আজু কী কালি ॥৫॥
রাম নাম সুমিরত সুজস, ভাজন ভয়ো কুজাত।
কুতরু কুসুরপুর রাজমগ, লহত ভুবন বিখ্যাত ॥৬॥
রাম নাম অবলম্ব বিনু, পরমারথকী আস।
বরসত বারিদ বুন্দ গহি, চাহত চড়ন অকাস ॥৭॥
রাম নাম বর বরন জুগ, সাবন ভাদোঁ মাস।
বর্ষাঋতু রঘুপতি ভগতি, তুলসীসালি সুদাস ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ

রামবামে সীতা রহে লক্ষ্মণ দক্ষিণে রয়।
তুলসীর কল্পতরু ধ্যানে সর্ব্বশুভময় ॥১॥
রাম-নাম মণিদ্বীপ জিহ্বামূলদ্বারে ধরি।
তুলসীর বহিরন্ত লইবে উজ্জল করি ॥২॥
রাম নামে অঙ্ক মানি সাধনারে শূন্য গণি।
অঙ্ক বাদে কিবা হাতে অঙ্কে হয় দশগুণী ॥৩॥
রাম-নাম কল্পবৃক্ষ কলি-কল্যাণসাধন।
তুলসীর মান পাবে ভাং গাছ—তুলসী কন ॥৪॥
মুখে জপি রামনাম পুণ্যসুখ সবে পায়।
আলস্যে যাপিলে অদ্য বড় জোর কল্য যায় ॥৫॥
স্মরে যদি রাম নাম যশ পায় যে কুজাতি।
কুধাম কুতরু পাবে রাজমার্গে বিশ্বখ্যাতি ॥৬॥
রাম নাম নাহি নিয়া কোথা পরমার্থ আশ ?
বৃষ্টিধারা ধরি কভু উঠেছে কে নীলাকাশ ॥৭॥
রাম নাম বর বর্ণ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস।
রামভক্তি বর্ষাঋতু শালিসম ভক্ত দাস ॥৮॥
চিরঞ্জীবসূনু ভণে—হ'তে রামদাস-দাস।
সেবিতে চাহিনু এবে ভকত তুলসীদাস ॥

চৌ— নৌমী তিথি মধু মাস পুনীতা। সুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥
মধ্যদিবস অতি সীত ন ঘামা। পাবন কাল লোক বিশ্রামা ॥১॥
সীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ। হরষিত সুর সন্তন মন চাউ ॥
বন কুসুমিত গিরিগন মনিআরা। স্রবহিঁ সকল সরিতামৃতধারা ॥২॥
সো অবসর বিরঞ্চি জব জানা। চলে সকল সুর সাজি বিমানা ॥
গগন বিমল সঙ্কুল সুর জূথা। গাবহিঁ গুন গন্ধর্ব বরূথা ॥৩॥
বরষহিঁ সুমন সুঅঞ্জলি সাজী। গহগহি গগন দুন্দুভী বাজী ॥
অস্তুতি করহিঁ নাগ মুনি দেবা। বহুবিধি লাবহিঁ নিজ নিজ সেবা ॥৪॥

দোহা— সুর সমূহ বিনতী করি পহুঁচে নিজ নিজ ধাম।
জগনিবাস প্রভু প্রগটে অখিল লোক বিশ্রাম ॥১৯১॥

বাংলা অর্থঃ—নৌমী—নবমী; মধু মাস—চৈত্র মাস; সুকল পচ্ছ—শুক্লপক্ষ অভিজিৎ—নক্ষত্র বিশেষ; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ পঞ্চদশ দণ্ড এবং শ্রবণানক্ষত্রের প্রথম চারি দণ্ড এই ১৯ দণ্ডবিশিষ্ট অভিজিৎনক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্মলাভ করিলে জাতক সর্ব্বজন প্রশংসিত সুশ্রী, দেবদ্বিজভক্ত এবং স্ব স্ব বংশের রাজাস্বরূপ হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)। ঘামা—গ্রীষ্ম; বাউ—বায়ু; চাউ—কুতূহলী; মনি আরা—মণি মণ্ডিত; স্রবহিঁ—ক্ষরণ করে; সঙ্কুল—পরিপূর্ণ; সুর জূথা—দেবগণ; বরূথা—সমূহ; সাজী—ভরিয়া; গহ গহি—নিনাদিত হয়; লাবহিঁ—লইয়া যায়; প্রগটে—প্রকট হইলেন; (চৌ—১-৪; দো—১৯১)

চৌ—সে দিন নবমী শুক্লা মধুমাস পূত। অভিজিৎ হরির প্রিয় নক্ষত্রসংযুত ॥
দিন মধ্যভাগ নাতি শীত ও গরম। লোকের বিশ্রামকাল পূত মনোরম ॥১॥
শীতল সুরভি বায়ু মন্দ গন্ধ বহে। সুর হরষিত সাধু কুতুহলী রহে ॥
বন কুসুমিত গিরি মণিতে ভরিল। সরিতে অমৃতধারা ক্ষরণ করিল ॥১॥
সে বারতা হয় যবে ব্রহ্মার গোচর। সর্ব্বসুর সাজি চলে বায়ু-যানপর ॥
সুরগণে ভ'রে যায় গগনমণ্ডল। গায় গান সবে মিলি গন্ধর্ব্বের দল ॥৩॥
পুষ্প বরষিল দেবে অঞ্জলি ভরিয়া। নিনাদিত হয় নভ দুন্দুভি বাজিয়া।
নাগ মুনি দেব সব স্তুতিপর চিত। বহু উপহার ল'য়ে হয় উপনীত ॥৪॥

দোহা— সুরগণ যত বিনতি করিয়া ধাইলেন নিজ নিজ ধাম।
ধরার আশ্রয় প্রভু প্রকটিলে সর্ব্বজনা লভিবে বিশ্রাম ॥১৯১॥

সারমর্ম—শুভ অভিজিৎ নক্ষত্রে চৈত্র শুক্ল নবমী তিথিতে রামজন্মের সময়, মধ্যাহ্নের নাতিশীতোষ্ণ মুহূর্ত্তে শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, বনরাজি ফুলে ভরিয়া উঠিল, নদীসকল হইতে পীযূষধারা বহিতে লাগিল। ব্রহ্মা এই তথ্য অবগত হইবার পর দেবতারা বিমানে চড়িয়া আকাশে বিচরণ করিতে করিতে স্তুতি সহকারে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৯১॥

ছন্দ— ভএ প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌসল্যা হিতকারী।
হরষিত মহতারী মুনি মন হারী অদ্ভুত রূপ বিচারী॥
লোচন অভিরামা তনু ঘনস্যামা নিজ আয়ুধ ভুজ চারী।
ভূষন বনমালা নয়ন বিসালা সোভাসিন্ধু খরারী॥

ছন্দ— কহ দুই কর জোরী অস্তুতি তোরী কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা।
মায়া গুন গ্যানাতীত অমানা বেদ পুরান ভনন্তা॥
করুনা সুখ সাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তা।
সো মম হিত লাগী জন অনুরাগী ভয়উ প্রগট শ্রীকন্তা॥

ছন্দ— ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া নির্মিত মায়া রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী য়হ উপহাসী সুনত ধীর মতি থির ন রহৈ॥
উপজা জব গ্যানা প্রভু মুসুকানা চরিত বহুত বিধি কীন্হ চহৈ।
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার সুত প্রেম লহৈ॥

ছন্দ— মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজহু তাত য়হ রূপা।
কীজৈ সিসুলীলা অতি প্রিয়সীলা য়হ সুখ পরম অনূপা॥
সুনি বচন সুজানা রোদন ঠানা হোই বালক সুর ভূপা।
য়হ চরিত জে গাবহিঁ হরিপদ পাবহিঁ তে ন পরহিঁ ভবকূপা॥

দোহা—বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত লীন্হ মনুজ অবতার।
নিজ ইচ্ছা নির্মিত তনু মায়া গুন গো পার॥১৯২॥

বাংলা অর্থ—ভয়ে—হইলেন; মহতারী—বিশেষভাবে; আয়ুধ—অস্ত্র; অস্তুতি—স্তুতি; অমানা—মান অর্থাৎ পরিমাণের অতীত; ভনন্তা—ভণে, বলে; আগর—আগার, গৃহ; শ্রীকন্তা—শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীপতি; নিকায়া—নিচয়, সমূহ; উপহাসী—উপহাস; থির—স্থির; মুসুকানা—মুচ্‌কি হাসিলেন; কীন্হ চহৈ—করিতে চাহিলেন; সুহাঈ—সুন্দর; ডোলী—পরিবর্তিত হইল; কীজৈ—করুন; ঠানা—আরম্ভ করিলেন; পরহিঁ—পড়িবে; গুন—ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; গো—ইন্দ্রিয়; (ছঃ ১-৪; দো-১৯২)

ছন্দ—আসে কৃপাধার দীনে দয়াবান্ কৌশল্যার তিনি শুভদানকারী।
অতি উৎফুল্লা জননী কৌশল্যা মুনিমনোলোভা সে রূপ নিহারি॥
নয়নাভিরাম তনু ঘনশ্যাম নিজ অস্ত্রে যুত চতুর্ভুজধারী।
গলে বনমালা নয়ন বিশাল শোভাসিন্ধু তিনি খরনাশকারী॥১॥

ছঃ— দুই কর যুড়ি মাতা করে স্তব হে অনন্ত! তোমা পূজিব কেমনে।
মায়া-গুণ-জ্ঞান-পরিমাণাতীত সব বেদে গায় পুরাণেও ভণে॥
কৃপাসিন্ধু যিনি সুখের সাগর গুণাধার বেদে সাধুসন্তে গায়।
সেই মম হিতে ভক্ত অনুরাগী শ্রীকান্ত প্রকট হ'লেন ধরায়॥২॥

ছঃ— ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত মায়া হ'তে তব প্রতি লোমকূপে আগমে তা' কয়।
মম গর্ভে বাস বড় হাস্যকর শুনি ধীরমানও বিচলিত হয়॥
মাতৃবাণী শুনি প্রভু ক'ন হাসি—বহুবিধ লীলা প্রকাশিতে চান।
যাহে সুতপ্রেম উপজিবে কহি পূর্ব্ব জন্ম কথা মাতারে বুঝান॥৩॥
ছঃ— সে মতি বিস্মরি মাতা পুন কহে ওহে বৎস! তুমি ত্যজ এই রূপ।
কর শিশুলীলা অতি প্রিয়াচার তাহে সুখ পাব অতি অপরূপ॥
শুনিয়া বচন জ্ঞানী সুরপ্রভু বালরূপ ধরি করেন রোদন।
এ চরিত গে'য়ে হরিপদ লভি ভব-কূপে কারো না হয় পতন॥৪॥
দোহা— বিপ্র-ধেনু-সুর-সাধু-হিততরে প্রভু ধরে নর-অবতার।
নিজ ইচ্ছামত নরতনু লন মায়া-গুণ-ইন্দ্রিয়ের পার॥১৯২॥

সারমর্ম্ম—দেবতারা স্তুতিগান করিয়া প্রস্থান করিবার পর প্রভু প্রকাশিত হইলেন। মুনি মনোহরণকারী দীনদয়ালের অপরূপ রূপ দর্শনে কৌশল্যা আনন্দে অভিভূত হইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঘননীল শরীর বিশালাক্ষিকে করযোড়ে কৌশল্যা বলিলেন—বেদ, পুরাণ বলে তুমি মায়া, গুণ ও জ্ঞানাতীত ও মানহীন এবং করুণা, সুখ ও গুণের ভাণ্ডার, আমি কি করিয়া তোমার স্তুতি করিব? মায়া-নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তোমার প্রত্যেক লোমকূপে রহিয়াছে। মায়ের এইরূপ জ্ঞান দেখিয়া ভগবান্ মৃদু হাসিলেন। তিনি নানা-রকম লীলা করিবেন ইহা মাকে সেই পূর্ব্ব কথা বুঝাইলে মা যাহাতে তাঁহাকে পুত্রস্নেহ প্রদান করেন তাহাই বলিলেন। মাতা তাঁহার কথা শুনিয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! তুমি নারায়ণমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সুশীল বালকের ন্যায় বাল্যলীলা কর। জ্ঞানময় দেবেশ মায়ের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই চরিত কথা যে পাঠ করিবে সে সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া হরিপদ প্রাপ্ত হইবে। ভগবান রামচন্দ্র গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধুদিগের হিতার্থে নিজ ইচ্ছায় মানব দেহ ধারণ করিয়া অবতার হইয়াছেন॥১৯২॥

চৌ—সুনি সিসু রুদন পরম প্রিয় বানী। সম্ভ্রম চলি আঈঁ সব রানী॥
হরষিত জহঁ তহঁ ধাঈঁ দাসী। আনন্দ মগন সকল পুরবাসী॥১॥
দসরথ পুত্রজন্ম সুনি কানা। মানহুঁ ব্রহ্মানন্দ সমানা॥
পরম প্রেম মন পুলক সরীরা। চাহত উঠন করত মতি ধীরা॥২॥
জাকর নাম সুনত সুভ হোঈ। মোরেঁ গৃহ আবা প্রভু সোঈ॥
পরমানন্দ পূরি মন রাজা। কহা বোলাই বজাবহু বাজা॥৩॥
গুরু বসিষ্ঠ কহঁ গয়উ হঁকারা। আএ দ্বিজন সহিত নৃপদ্বারা॥
অনুপম বালক দেখেন্হি জাঈ। রূপ রাসি গুন কহি ন সিরাঈ॥৪॥
দোহা— নন্দীমুখ সরাধ করি জাতকরম সব কীন্হ।
হাটক ধেনু বসন মনি নৃপ বিপ্রন্হ কহঁ দীন্হ॥১৯৩॥

বাংলা অর্থ—**সম্ভ্রম**—ঔৎসুক্য সহকারে; **কানা**—কাণ; **মনহুঁ**—মানিলেন;

জাকর—যাহার ; আবা—আসিয়াছেন ; বোলাই—ডাকিয়া ; বজাবহু—বাজাও ; বাজা—বাদ্য ; হঁকারা—ডাকিলেন ; ন সিরাঈ—শেষ হয় না ; নন্দীমুখ—নান্দীমুখ ; সরাধ—শ্রাদ্ধ ; হাটক—স্বর্ণ ; বিপ্রনহ কহঁ—বিপ্রগণকে ; দীন্হ—দিলেন ; (চৌ-১-৪ ; দো-১৯৩)

চৌ—শিশুর রোদনে শুনি সুমধুর ধ্বনি। উতলা হইয়া আসে সেথা সব রাণী ॥
যেথা সেথা হরষিত হ'ল ধাত্রী দাসী। আনন্দে মগন যত সব পুরবাসী ॥১॥
দশরথ পুত্র-জন্ম-বার্তা শুনি কাণে। ব্রহ্মানন্দ সম সুখ মনে মনে মানে ॥
মন প্রেমে ভ'রে যায় তনু পুলকিত। উঠিতে মনন করে হ'য়ে ধীরচিত ॥২॥
যার নাম কাণে শুনি মঙ্গল কারণ। মোর ঘরে সেই প্রভু নিজে জন্ম লন ॥
মহানন্দে নৃপতির মন গেল ভ'রে। বাজনা বাজাতে ক'ন ডাকি বাদ্যকরে ॥৩
বসিষ্ঠ গুরুরে রাজা করে আবাহন। গুরু দ্বিজগণ সহ উপনীত হন ॥
অনুপম শিশুপুত্রে যান দেখিবারে। রূপ-গুণ-রাশি কেহ বর্ণিতে না পারে ॥৪

দোহা— শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ করি সমাপন জাতকর্ম্ম হ'ল নিষ্পাদিত।
সুবর্ণ গোধন মণি ও বসন নৃপ বিপ্রে করে সমর্পিত ॥১৯৩॥

সারমর্ম্ম—শিশুর মধুর কান্না শুনিয়া রাণীরা ত্রস্তব্যস্তে চলিয়া আসিলেন। দশরথ পুত্রের জন্মকথা শুনিয়া ব্রহ্মলাভের ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিলেন। রাজার আহ্বানে গুরু বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সহিত রাজবাড়ী আসিলেন। রাজা দশরথ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও জাতকর্ম্ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সোণা, গরু, কাপড় ও মণি মাণিক্য দান করিলেন ॥১৯৩॥

চৌ—ধ্বজ পতাক তোরন পুর ছাবা। কহি ন জাই জেহি ভাঁতি বনাবা ॥
সুমনবৃষ্টি অকাস তেঁ হোঈ। ব্রহ্মানন্দ মগন সব লোঈ ॥১॥
বৃন্দ বৃন্দ মিলি চলীঁ লোগাঈঁ। সহজ সিঁগার কিএঁ উঠি ধাঈঁ ॥
কনক কলস মঙ্গল ভরি থারা। গাবত পৈঠহিঁ ভুপ দুআরা ॥২॥
করি আরতি নেবছাবরি করহীঁ। বার বার সিসু চরনন্হি পরহীঁ ॥
মাগধ সূত বন্দিগন গায়ক। পাবন গুন গাবহিঁ রঘুনায়ক ॥৩॥
সর্বস দান দীন্হ সব কাহূ। জেহিঁ পাবা রাখা নহিঁ তাহূ ॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম কীচা। মচী সকল বীথিন্হ বিচ বীচা ॥৪॥

দোহা— গৃহ গৃহ বাজ বধাব সুভ প্রগটে সুষমা কন্দ।
হরষবন্ত সব জহঁ তহঁ নগর নারি নর বৃন্দ ॥১৯৪॥

বাংলা অর্থ—তোরন—ফটক-সজ্জা ; ছাব—ছাইয়া গেল ; বনাবা—তৈয়ার করিয়াছিলেন ; অকাস—আকাশ ; লোঈ—লোক ; লোগাঈ—স্ত্রীগণ ; সিঙ্গার—সজ্জা ; ধাঈঁ—দৌড়াইয়া ; থারা—থালা ; পৈঠহিঁ—প্রবেশ করিল ; দু আরা—দ্বার ; নেবছাবরি—উৎসর্গ করেন ; মাগধ—বন্দনাকারী চারণ ; বন্দিগন—বন্দনাকারিগণ ; সর্ব্বস—সর্ব্বস্ব ; তাহূ—সেটাও ; মৃগমদ—মৃগনাভি ; কীচা—কর্দ্দম ; মচী—হইল ; বীথিন্হ—

গলিসমূহ ; বিচ বীচা—মধ্যে মধ্যে ; বধাব—আনন্দসূচক বিশেষ উপলক্ষ্যমূলক বাদ্য ; সুষমাকন্দ—সৌন্দর্য্যের মূল ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৯৪)

চৌ—পতাকা তোরণ ধ্বজে গগন ছাইল। কে বর্ণিবে বল তাহা কেমন হইল ॥
আকাশ হইতে হ'ল পুষ্প বরিষণ। ব্রহ্মানন্দে পুরবাসী হইল মগন ॥১॥
দলে দলে নারী যত চলিতে লাগিল। সহজ সজ্জাতে সাজি উঠিয়া ধাইল ॥
মাঙ্গলিক থালা ভরি স্বর্ণকুম্ভ নিল। গাহিতে গাহিতে নৃপ-দ্বারে প্রবেশিল ॥২
মাঙ্গলিক দান সহ করিয়া আরতি। শিশুর চরণে করে বহুশ প্রণতি ॥
*মাগধ ও সূতগণ বন্দী ও গায়ক। পূত গুণ গাহি ভজে রঘুর নায়ক ॥৩॥
সবাকারে দিল নৃপ ভরপুর দান। না রাখেন তাঁরা কিছু যাঁরা যাহা পান ॥
কস্তুরী চন্দন আর কুঙ্কুম সঙ্গমে। পথগুলি স্থানে স্থানে ভরিল কর্দ্দমে ॥৪॥

দোহা— গৃহে গৃহে হয় শুভ শঙ্খধ্বনি প্রকটিল সৌন্দর্য্যের মূল।
হরষিত সবে যেথা সেথা হয় পুরমাঝে নরনারীকুল ॥১৯৪॥

সারমর্ম্ম—নানারূপ ধ্বজা ও তোরণে অযোধ্যানগর ছাইয়া গেল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া পুরনারীরা সোণার কলস ও মঙ্গলদ্রব্যে থালা সাজাইয়া দলে দলে রাজার দুয়ারে আসিয়া মাঙ্গলিক আরতি করিয়া শিশুকে প্রণাম করিতে লাগিল। গায়কেরা রঘুনাথের পবিত্র গুণগান করিতে লাগিল এবং চারিদিকে বাদ্য বাজিতে লাগিল। কস্তুরী, চন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা সমস্ত রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইল ॥১৯৪॥

চৌ—কৈকয়সুতা সুমিত্রা দোউ। সুন্দর সুত জনমত ভৈঁ ওউ ॥
বহ সুখ সম্পতি সময় সমাজা। কহি ন সকই সারদ অহিরাজা ॥১॥
অবধপুরী সোহই এহি ভাঁতী। প্রভুহি মিলন আঈ জনু রাতী ॥
দেখি ভানু জনু মন সকুচানী। তদপি বনী সন্ধ্যা অনুমানী ॥২॥
অগর ধূপ বহু জনু অঁধিআরী। উড়ই অবীর মনহুঁ অরুনারী ॥
মন্দির মনি সমূহ জনু তারা। নৃপগৃহ কলস সো ইন্দূ উদারা ॥৩॥
ভবন বেদধুনি অতি মৃদু বানী। জনু খগ মুখর সময়ঁ জনু সানী ॥
কৌতুক দেখি পতঙ্গ ভুলানা। এক মাস তেইঁ জাত ন জানা ॥৪॥

দোহা— মাস দিবস কর দিবস ভা মরম ন জানই কোই।
রথ সমেত রবি থাকেউ নিসা কবন বিধি হোই ॥১৯৫॥

বাংলা অর্থ—জনমত ভৈঁ—জন্ম দিলেন ; ওউ—তাঁরাও ; সারদ—সরস্বতী ; অহিরাজা—অনন্ত ; তদপি—তথাপি ; বনী—হইয়া ; অঁধি আরী—অন্ধকার ; ধুনি—ধ্বনি ; সানী—মিশ্রিত ; পতঙ্গ—সূর্য্য ; তেইঁ—তাঁহারা ; ভা—হইল ; কোই—কেহ ; থাকেউ—ক্লান্ত হইল ; জাত—চলিয়া গেল ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৯৫)

* মাগধ—ক্ষত্রিয় স্ত্রী ও বৈশ্য পুরুষ জাত, সূত—ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ক্ষত্রিয় পুরুষ জাত, বন্দী—শূদ্রস্ত্রী ও ক্ষত্রিয় পুরুষ জাত চারণ বিশেষ।

চৌ—কেকয়-তনয়া তথা সুমিত্রা দুজন। অতীব-সুন্দর-সুত-প্রসবিনী হন ॥
সেই সুখ সম্পদ সময় সমাজ। না পারে বর্ণিতে স্বয়ং বাণী নাগরাজ ॥১॥
অযোধ্যা ধূপের ধূঁমে শোভিল এমন। রজনী মিলিতে আসে যেন প্রভু সন ॥
ভানুরে হেরিয়া যেন সঙ্কুচিত হয়। মনে বিচারিয়া যেন সন্ধ্যা হ'য়ে রয় ॥২॥
অগুরুর ধূপ বহু যেন অন্ধকার। আবীর উড়িল যেন রক্তিমা সন্ধ্যার ॥
গৃহে গৃহে মণিগুলি শোভে যেন তারা। রামগৃহে কুম্ভ শোভে যেন ইন্দুপারা ॥৩
মৃদু সুরে ঘরে শুনি যাহা বেদবাণী। বিহগের সান্ধ্যধ্বনি তাহে আমি মানি ॥
কৌতুক দেখিয়া রবি আপনা ভুলিল। এক মাস চলি গেল জানিতে নারিল ॥৪

দোহা— এক মাস চলে দিন পর পর এ মরম কেহ না জানিল।
রথ সহ রবি সেথায় রহিল সেই মাসে রাত্রি না হইল ॥১৯৫॥

সারমর্ম—পরে কৈকেয়ী এবং সুমিত্রারও সুন্দর পুত্র জন্মিল। সুখসম্পদে সমাজ পরিপূর্ণ হইয় উঠিয়াছিল। ধূপের ধোঁয়াতে অযোধ্যা নগরকে দিনের বেলায় ঘন সন্ধ্যার মত মনে হইতে লাগিল। ঘরে ঘরে বেদমন্ত্রের ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। উৎসবে এক মাস এমন ভাবে কাটিয়া গেল যে. অযোধ্যাবাসীরা সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেনি। অর্থাৎ উৎসবে মগ্ন থাকায় কখন রাত্রি হইয়াছে এবং কখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে তাহা কেহ অনুভব করিতে পারেনি ॥১৯৫॥

চৌ—য়হ রহস্য কাহুঁ নহিঁ জানা। দিনমনি চলে করত গুনগানা ॥
দেখি মহোৎসব সুর মুনি নাগা। চলে ভবন বরনত নিজ ভাগা ॥১॥
ঔরউ এক কহউঁ নিজ চোরী। সুনু গিরিজা অতি দৃঢ় মতি তোরী ॥
কাকভুসুণ্ডি সঙ্গ হম দোউ। মনুজরূপ জানই নহিঁ কোউ ॥২॥
পরমানন্দ প্রেমসুখ ফূলে। বীথিন্হ ফিরহিঁ মগন মন ভুলে ॥
য়হ সুভ চরিত জান পৈ সোঈ। কৃপা রাম কৈ জাপর হোঈ ॥৩॥
তেহি অবসর জো জেহি বিধি আবা। দীন্হ ভুপ জো জেহি মন ভাবা ॥
গজ রথ তুরগ হেম গো হীরা। দীন্হে নৃপ নানাবিধি চীরা ॥৪॥

দোহা— মন সন্তোষে সবন্হি কে জহঁ তহঁ দেহিঁ অসীস।
সকল তনয় চির জীবহুঁ তুলসীদাস কে ঈস ॥১৯৬॥

বাংলা অর্থ—কহুঁ—কহ; বরনত—বর্ণনা করিয়া; ভাগা—ভাগ্য; উরউ—আরো; চোরী—গুপ্ত কথা; ফূলে—ফুলিয়া; বীথিন্হ—ছোট পথসমূহ; জান পৈ—জানিতে পারে; রাম কৈ—রামের; দীন্হ—দিলেন; মন ভাবা—মনোবাঞ্ছিত; চীরা—বস্ত্র; সবনহি কে—সকলকে; ঈস—স্বামী; (চৌ—১-৪; দো—১৯৬)

চৌ—এ বড় রহস্য কিন্তু কেহ নাহি জানে। রবি চলে সারাদিন রাম-গুণ-গানে ॥
সুর মুনি নাগ মহা উৎসব হেরিয়া। স্বভবনে চলে নিজ সৌভাগ্য বর্ণিয়া ॥২

আর এক গোপনীয় নিজ কথা কব। শুন হে গিরিজা ! অতি দৃঢ় মতি তব ॥
ভুষুণ্ডি কাক ও আমি এই দুই জনে। ধরিনু যে নররূপ কেহ নাহি জানে ॥২॥
প্রেমে সুখে ভরি ভুঞ্জি আনন্দ পরম। পথে পথে ফিরি দোঁহা ভুলি নিজ মন ॥
সেই জানিবারে পারে এ শুভ চরিত। যার পরে রাম-কৃপা হয় বরষিত ॥৩
যেরূপ প্রকারে যারা হল সমাগত। দিলেন সবারে রাজা নিজ মনোমত ॥
অশ্ব রথ গজ ধেনু মণি ও কাঞ্চন। নানাবিধ বস্ত্র রাজা করে সমর্পণ ॥৪॥

দোহা— মনে লভে সবে যেমন সন্তোষ দান করে তেমনি আশীষ।
সকল তনয় চিরজীবী হোক্ তারা সবে তুলসীর ঈশ ॥১৯৬॥

সারমর্ম—সুর, মুনি ও নাগগণ উৎসব দেখিয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। কাকভূষুণ্ডী ও আমি (শিব) মানুষরূপ ধারণ করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলাম, সে কথা কেহই জানিতে পারেনি। হাতী, ঘোড়া, রথ, সোণা, গাড়ী, হীরা প্রভৃতি যাহার যাহা ভাল লাগিয়াছে রাজা তাহাই তাহাকে দান করিয়াছেন এবং সন্তুষ্ট মনে সকলে তুলসীদাসের ঈশচতুষ্টয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥১৯৬॥

চৌ—কছুক দিবস বীতে এহি ভাঁতী। জাত ন জানিঅ দিন অরু রাতী ॥
নামকরন কর অবসরু জানী। ভূপ বোলি পঠএ মুনি গ্যানী ॥১॥
করি পূজা ভূপতি অস ভাষা। ধরিঅ নাম জো মুনি গুনি রাখা ॥
ইন্হ কে নাম অনেক অনূপা। মৈঁ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা ॥২॥
জো আনন্দ সিন্ধু সুখ রাসী। সীকর তেঁ ত্রৈলোক সুপাসী ॥
সো সুখ ধাম রাম অস নামা। অখিল লোক দায়ক বিশ্রামা ॥৩॥
বিস্ব ভরন পোষন কর জোঈ। তাকর নাম ভরত অস হোঈ ॥
জাকে সুমিরন তেঁ রিপু নাসা। নাম সত্রুহন বেদ প্রকাসা ॥৪॥

দোহা— লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার।
গুর বসিষ্ঠ তেহি রাখা লছিমন নাম উদার ॥১৯৭॥

বাংলা অর্থ—**বীতে**—চলিয়া গেল ; **জাত ন জানিয়**—গেলেও জানিল না ; **বোলী পঠয়ে**—ডাকিয়া পাঠান ; **নামকরন কর**—নামকরণের ; **ভাষা**—বলিলেন(**ভাখা**) **গুনি**—গুণিয়া, বিচার করিয়া (জ্যোতিষশাস্ত্র মতে); **সীকর তেঁ**—কণা হইতে ; **সুপাসী**—সুখময় ; **দায়ক বিশ্রামা**—বিশ্রামদায়ক, শান্তিদায়ক ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৯৭)

চৌ—কিছু দিন হেন মতে হইল অতীত। দিন রাতি চ'লে গেল না হ'ল বিদিত ॥
নামকরণের কাল উপস্থিত জানি। ডাকিয়া আনান নৃপ বশিষ্ঠ বিজ্ঞানী ॥১॥
পূজিয়া তাঁহারে নৃপ এই কথা ক'ন। রাশি গণি রাখ নাম হে মুনি সুজন ॥
এদের অসংখ্য নাম অনেক প্রকার। কহি নৃপ আমি নিজ মতি অনুসার ॥২॥
আনন্দ সাগর যেই সুখের আধার। তিন লোক ভুঞ্জে সুখ কণাতে যাহার ॥
সুখধাম সে ধরুক 'রাম' এই নাম। অখিল মানব যাহে লভিবে বিশ্রাম ॥৩॥

বিশ্বের করেন যিনি ভরণ পোষণ। ভরত এ নাম তিনি করুন ধারণ ॥
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্বশত্রু-নাশ। শত্রুঘ্ন নাম তাঁর বেদেতে প্রকাশ ॥৪॥
দোহা— যিনি বিশ্বাধার সুলক্ষণধাম অতিশয় প্রিয় যাঁর রাম।
রাখেন বশিষ্ঠ কুলগুরু তাঁর উদার লক্ষ্মণ এই নাম॥১৯৭॥

সারমর্ম—এইভাবে কিছুদিন কাটিল। নামকরণের সময় হওয়ায় রাজা বশিষ্ঠকে সংবাদ দিলেন। বশিষ্ঠ আসিয়া রাশি নক্ষত্র বিচার করিয়া বেদোক্ত বিধানে ত্রিলোকের মঙ্গল বিধান পরিচায়ক নাম রাখিলেন "রাম", বিশ্বের ভরণপোষণ কারকের পরিচায়ক জন্য "ভরত", স্মরণমাত্রেই শত্রু বিনাশ হয় বলিয়া "শত্রুঘ্ন" এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান ও রামের প্রিয় বলিয়া নাম রাখিলেন "লক্ষ্মণ" ॥১৯৭॥

চৌ—ধরে নাম গুর হৃদয়ঁ বিচারী। বেদ তত্ত্ব নৃপ তব সুত চারী ॥
মুনি ধন জন সরবস সিব প্রানা। বাল কেলি রস তেহিঁ সুখ মানা ॥১॥
বারেহি তে নিজ হিত পতি জানী। লছিমন রাম চরন রতি মানী ॥
ভরত সত্রুহন দূনউ ভাঈ। প্রভু সেবক জসি প্রীতি বড়াঈ ॥২॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ জোরী। নিরখহিঁ ছবি জননী তৃন তোরী ॥
চারিউ সীল রূপ গুন ধামা। তদপি অধিক সুখসাগর রামা ॥৩॥
হৃদয়ঁ অনুগ্রহ ইন্দু প্রকাসা। সূচত কিরন মনোহর হাসা ॥
কবহুঁ উছঙ্গ কবহুঁ বর পলনা। মাতু দুলারই কহি প্রিয় ললনা ॥৪॥
দোহা— ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুন বিগত বিনোদ।
সো অজ প্রেম ভগতি বস কৌসল্যা কেঁ গোদ ॥১৯৮॥

বাংলা অর্থ—**সরবস**—সর্ব্বস্ব ; **তেহিঁ**—তাঁহারা ; **বারেহি তেঁ**—বাল্যকাল হইতে **মানী**—মানিয়া লন ; **জসি**—যেমন ; **বড়াঈ**—মহত্ত্ব ; **দোউ**—দুই ; **জোরী**—যুগল ; **নিরখহি**—দেখিয়া ; **তৃন তোরী**—তৃণ কাটে (দাঁতে তৃণ কাটে যাহাতে কারো কুদৃষ্টি না পড়ে এই চিরাচরিত সংস্কার মত) ; **প্রকাসা**—প্রকাশিত হয় ; **সূচত**—সূচিত করে ; **কবহুঁ**—কখনও ; **উছঙ্গ**—উৎসঙ্গ, ক্রোড় ; **পলনা**—পালঙ্ক ; **দুলারই**—(দুলাল) প্রিয় ; **নিরঞ্জন**—নির্লেপ ; **অজ**—জন্মরহিত ; **বস**—বশ ; (চৌ—১-৪ ; দো—১৯৮)

চৌ—গুরু নাম ধরি ক'ন হৃদয়ে বিচারি। বেদমূর্ত্তি নৃপতির এই সুত চারি ॥
ভক্তধন মুনিধন শিবের পরাণ। বাললীলারসে তাঁরা অতি সুখ পান ॥১॥
বাল্য হ'তে রামে জানি নিজ হিত পতি। লক্ষ্মণ তাঁহার পদে রাখেন ভকতি ॥
ভরত ও শত্রুঘ্ন ভাই দুই জন। প্রভু ভৃত্য সম প্রেম করেন ধারণ ॥২॥
সুন্দর শ্যাম ও গৌর দুটী যুগলেরে। মাতা নিরখিয়া রূপ দাঁতে তৃণ চেরে ॥
চারি সুত সম-শীল রূপগুণধাম। সবার অধিক তবু সুখসিন্ধু রাম ॥৩॥
হৃদয়েতে করুণার চন্দ্রমা প্রকাশে। সূচিত কিরণ তার মনোহর হাসে ॥
কখন তুলিয়া কোলে পালঙ্কে কখন। জননী "দুলাল" বলি করয়ে লালন ॥৪

দোহা— সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন নিগুণ ও সর্ব্বগুণাতীত।
ভক্তিপ্রেমাধীন জন্মাতীত তিনি কৌশল্যার ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ॥১৯৮॥

সারমর্ম্ম—বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বলিলেন, তোমার চারিপুত্র মুনিদিগের সর্ব্বস্বধন এবং শিবের প্রাণস্বরূপ। বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রভুজ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই প্রভু ও সেবকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। চারি পুত্র শীল, রূপ ও গুণের ধাম। তন্মধ্যে রামচন্দ্র অধিক সুখের সাগর। নির্ব্বিশেষ, জন্মাতীত ও গুণাতীত প্রভু ভক্তির বশীভূত হইয়া যেন কৌশল্যার কোলে থাকিতেন ॥১৯৮॥

চৌ—কাম কোটি ছবি স্যাম সরীরা। নীল কঞ্জ বারিদ গম্ভীরা ॥
অরুন চরন পঙ্কজ নখ জোতী। কমল দলন্হি বৈঠে জনু মোতী ॥১॥
রেখ কুলিস ধ্বজ অঙ্কুস সোহে। নূপুর ধুনি সুনি মুনি মন মোহে ॥
কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা। নাভি গভীর জান জেহিঁ দেখা ॥২॥
ভুজ বিসাল ভূষন জুত ভূরী। হিয়ঁ হরি নখ অতি শোভা রূরী ॥
উর মনিহার পদিক কী সোভা। বিপ্র চরন দেখত মন লোভা ॥৩॥
কম্বু কণ্ঠ অতি চিবুক সুহাঈ। আনন অমিত মদন ছবি ছাঈ।
দুই দুই দসন অধর অরুনারে। নাসা তিলক কো বরনৈ পারে ॥৪॥
সুন্দর শ্রবন সুচারু কপোলা। অতি প্রিয় মধুর তোতরে বোলা ॥
চিক্কন কচ কুঞ্চিত গভুআরে। বহু প্রকার রচি মাতু সঁবারে ॥৫॥
পীত ঝগুলিআ তনু পহিরাঈ। জানু পানি বিচরনি মোহি ভাঈ ॥
রূপ সকহিঁ নহিঁ কহি শ্রুতি সেষা। সো জানই সপনেহুঁ জেহিঁ দেখা ॥৬॥

দোহা— সুখ সন্দোহ মোহপর গ্যান গিরা গোতীত।
দম্পতি পরম প্রেম বস কর সিসুচরিত পুনীত ॥১৯৯॥

বাংলা অর্থ—কঞ্জ—কমল; গম্ভীর বারিদ—জলভরা মেঘ; মোতী—মুক্তা; রেখ—রেখা; অঙ্ক শ—ডাঙ্গশ; ধুনি—ধ্বনি; মোহে—মোহিত হয়; হরিনখ—ব্যাঘ্রনখ রূরী—সুন্দর; পদিক—পদক; বিপ্রচরণ—বিপ্রের (ভৃগু) চরণ (পদচিহ্ন); কম্বু কণ্ঠ—ত্রিবলিযুক্ত (শঙ্খের ন্যায়) কণ্ঠ; গভু আরে—গর্ভকাল জাত; সঁবারে—সাজাইয়া দেন; ঝগুলিয়া—অঙ্গরাখা; জানুপানি বিচরনি—হামাগুড়িতে চলন; সন্দোহ—সমূহ; পহিরাঈ—পরিহিত; মোহপর—মোহাতীত; (চৌ—১-৪; দো—১৯৯)

চৌ—কাম কোটি সম রূপ শ্যামল শরীর। নীলপদ্ম সম যেন জলদগম্ভীর ॥
অরুণ কমল পদ নখে হেরি জ্যোতি। খচিত কমল পত্রে যেন চারু মোতী ॥১
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখা পদযুগে শোভে। নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি মন লোভে ॥
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে ত্রিবলি উদরে। যে দেখে সে জানে নাভি গভীরতা ধরে ॥২
ভূষণে বিশাল বাহু গিয়াছে ভরিয়া। সিংহনখ হৃদ্‌মাঝারে শোভিছে দুলিয়া ॥
বক্ষে মণিহার আর পদকের শোভা। ভৃগুপদচিহ্ন তাহে অতি মনোলোভা ॥৩

কম্বুসম গ্রীবা আর চিবুক সুন্দর। আননে অমিত কাম-ছবি মনোহর ॥
অরুণ অধরে শোভে দু দুটী দশন। নাসা ও তিলকে কেবা করিবে বর্ণন ॥৪॥
সুন্দর শ্রবণ তথা সুচারু কপোল। অতি প্রিয় সুমধুর আধো আধো বোল ॥
চিক্কণ কুঞ্চিত কেশ জন্ম হ'তে যার। বহু ছাঁদে মা সাজান সেই কেশভার ॥৫
পীত অঙ্গরাখা দেহে ধারণ করান। অতি শোভা দেয় তারে হামাগুড়ি-দান ॥
শেষ বেদ নারে রূপ করিতে বর্ণন। সে জানে স্বপ্নেও যেই লভে দরশন ॥৬॥

দোহা— সুখপুঞ্জ যিনি মোহপর নন জ্ঞানবাক্য ইন্দ্রিয় অতীত।
দম্পতী পরম প্রেমমগ্ন তাঁর হেরি পুণ্য বালক চরিত ॥১৯৯॥

সারমর্ম—তাঁহার কোটি কামদেবের ন্যায় রূপ, লালপাদপদ্মের নখের জ্যোতি পদ্ম ফুলের উপর মুক্তা খচিতের ন্যায় মনে হইত। পদতলে ধ্বজ, বজ্র অঙ্কুশের রেখা, অলঙ্কারে সাজান বিশাল বাহু, কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় ত্রিবলিযুক্ত, লাল টুকটুকে ঠোঁট এবং মাত্র দুইটা দাঁত। হলুদ রংঙের জামা গায়ে দিয়া হামাগুড়ি দিলে সুন্দর লাগিত। সে রূপের বর্ণনা দেওয়া চলে না ॥১৯৯॥

চৌ—এহি বিধি রাম জগত পিতু মাতা। কোসলপুর বাসিন্‌হ সুখদাতা ॥
জিন্‌হ রঘুনাথ চরন রতি মানী। তিন্‌হ কী য়হ গতি প্রগট ভবানী ॥১॥
রঘুপতি বিমুখ জতন কর কোরী। কবন সকই ভব বন্ধন ছোরী ॥
জীব চরাচর বস কৈ রাখে। সো মায়া প্রভু সোঁ ভয় ভাখে ॥২॥
ভৃকুটি বিলাস নচাবই তাহী। অস প্রভু ছাড়ি ভজিঅ কহু কাহী ॥
মন ক্রম বচন ছাড়ি চতুরাঈ। ভজত কৃপা করিহহিঁ রঘুরাঈ ॥৩॥
এহি বিধি সিসুবিনোদ প্রভু কীন্‌হা। সকল নগরবাসিন্‌হ সুখ দীন্‌হা ॥
লৈ উছঙ্গ কবহুঁক হলরাবৈ। কবহুঁ পালনে ঘালি ঝুলাবৈ ॥৪॥

দোহা— প্রেম মগন কৌসল্যা নিসি দিন জাত ন জান।
সুত সনেহ বস মাতা বালচরিত কর গান ॥২০০॥

বাংলা অর্থ—**মানী**—মানিয়াছেন ; **কোরী**—কোটী ; **ছোরী সকই**—ছাড়িতে পারে ; **বস কৈ রাখে**—বশ করিয়া রাখে ; **প্রভু সোঁ**—প্রভু হইতে ; **ভয় ভাখে**—ভয় খায় ; **ভৃকুটি বিলাস**—ভ্রূকুঞ্চনক্রিয়া ; **নচাবই**—নাচাইবে ; **কহু**—কহ, বল ; **ক্রম**—কর্ম ; **সিসুবিনোদ**—বালক্রীড়া ; **কবহুক**—কভু ; **হরলাবৈ**—দুলাইতেছে ; **পালনে**—পালঙ্কে ; **ঘালি**—ফেলিয়া ; **জাত**—চলিয়া যায় ; (চৌ—১-৪ ; দো—২০০)।

চৌ—এইরূপে রামে জান বিশ্বপিতামাতা। কোশল দেশের তিনি জন-সুখদাতা ॥
রঘুনাথ পদে যারা অতি রতি ধরে। হে ভবানী! তারা হেন সুখ লাভ করে ॥১
রাঘবে পাসরি ধরি অনন্ত উপায়। কার সাধ্য হেন তার বন্ধন ঘোচায় ॥
যেই মায়া বশে রাখে জীব চরাচর। সেই মায়া করে কিন্তু প্রভু রামে ডর ॥২

ভ্রূকুঞ্চন করি রাম মায়ারে নাচান। এই প্রভু ছাড়ি বল কে ভজিবে আন॥
কায়মনোবাক্যে সবে ত্যজি প্রতারণা। লভিবে করুণা রামে করিলে ভজনা॥৩
এইরূপে প্রভু রাম বাললীলা করে। পুরবাসী সবাকার বিনোদের তরে॥
কোলে তুলি নিয়া মাতা কখনো দোলান। কখনো পালঙ্ক পরে রাখিয়া ঝুলান॥৪
দোহা— প্রেমেতে মগন কৌশল্যা যখন দিবা নিশি যায় নাহি জানে।
সুতস্নেহযুতা বশীভূত মাতা মগ্ন রহে বাল-কথা-গানে॥২০০॥

সারমর্ম্ম—যাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না সেই ভগবান দশরথ কৌশল্যার ক্রোড়ে শিশুলীলা করিতে লাগিলেন। যাঁহার রামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে তিনিই রামচন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করেন। যাঁহার তাহা নাই তিনি ভবসাগরে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। কৌশল্যা পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিভাবে তাঁহার দিন রাত্রি অতিবাহিত হইত তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। অন্যান্য রাণীরা পুত্রস্নেহে বাললীলার গান গাহিতেন॥২০০॥

চৌ—এক বার জননীँ অন্হবাএ। করি সিঙ্গার পলনাँ পৌঢ়াএ॥
নিজ কুল ইষ্টদেব ভগবানা। পূজা হেতু কীন্হ অস্নানা॥১॥
করি পূজা নৈবেদ্য চঢ়াবা। আপু গঈ জহঁ পাক বনাবা॥
বহুরি মাতু তহবাँ চলি আঈ। ভোজন করত দেখ সুত জাঈ॥২॥
গৈ জননী সিসু পহিঁ ভয়ভীতা। দেখা বাল তহাঁ পুনি সূতা॥
বহুরি আই দেখা সুত সোঈ। হৃদয়ঁ কম্প মন ধীর ন হোঈ॥৩॥
ইহাঁ উহাঁ দুই বালক দেখা। মতিভ্রম মোর কি আন বিসেষা॥
দেখি রাম জননী অকুলানী। প্রভু হঁসি দীন্হ মধুর মুসুকানী॥৪॥
দোহা— দেখরাবা মাতহি নিজ অদ্ভুত রূপ অখণ্ড।
রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ড॥২০১॥

বাংলা অর্থ—অন্হবায়ে—স্নান করাইলেন; পৌঢ়ায়ে—শয়ন করাইয়াছিলেন; অস্নান—স্নান; তহঁবা—ওখানে; সূতা—সুপ্ত; অকুলানী—আকুল; দেখরাবা—দেখাইলেন; চৌ—১-৪; দো—২০১)।

চৌ—স্নান করাইয়া তারে মাতা একবার। পালঙ্কে শোয়ান সারি প্রসাধন তার॥
স্বকুলের ইষ্টদেবে পূজার কারণ। পরে নিজে বহুবিধি স্নান করি লন॥১॥
পূজা সমাপিয়া ভোগ করি নিবেদন। রন্ধনশালায় নিজে করেন গমন॥
পুনরায় মাতা সেথা করি আগমন। হেরিলেন সুত তাহা করিছে ভোজন॥২
শিশুগৃহে মাতা যান হ'য়ে ভয়ভীত। হেরিলেন সে যে আছে তথায় শায়িত॥
পুন সেথা গিয়া দেখি শিশুরে সেখানে। বুক কাঁপি উঠে মন ধৈর্য্য নাহি মানে॥৩
দুইটী বালকে হেরি এখানে ওখানে। নিজ মতিভ্রম কিম্বা অন্য কিছু মানে॥
তখন মাতারে রাম হেরিয়া আকুল। স্মিতহাস্য করে প্রভু মধুর মৃদুল॥৪॥

দোহা— দেখান মাতারে আশ্চর্য্য স্বরূপ অত্যদ্ভুত অখণ্ড প্রকাণ্ড।
প্রতি লোমকূপে দেখা গেল তাঁর কোটি কোটি রহিছে ব্রহ্মাণ্ড ॥২০১

সারমর্ম্ম—একদা কৌশল্যা রামচন্দ্রকে পালঙ্কে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজে পূজা সমাপন ও নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া ভোগ রান্না করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন রামচন্দ্র সেই নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে কেবল রামচন্দ্রকেই দেখিতে লাগিলেন। মার মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে জানিয়া রামচন্দ্র মাকে তাঁহার অদ্ভুত অখণ্ড রূপ দেখাইলেন। তাঁহার প্রতি রোমে রোমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড শোভা পাইতেছিল ॥২০১॥

চৌ—অগনিত রবি সসি সিঁব চতুরানন। বহু গিরি সরিত সিন্ধু মহি কানন ॥
কাল কর্ম্ম গুন গ্যান সুভাউ। সৌউ দেখা জো সুনা ন কাউ ॥১॥
দেখী মায়া সব বিধি গাঢ়ী। অতি সভীত জোরেঁ কর ঠাঢ়ী।
দেখা জীব নচাবই জাহী। দেখী ভগতি জো ছোরই তাহী ॥২॥
তন পুলকিত মুখ বচন ন আবা। নয়ন মূদি চরননি সিরু নাবা ॥
বিসময়বন্ত দেখি মহতারী। ভএ বহুরি সিসুরূপ খরারী ॥৩॥
অস্তুতি করি ন জাই ভয় মানা। জগত পিতা মৈঁ সুত করি জানা ॥
হরি জননী বহুবিধি সমুঝাঈ। য়হ জনি কতহুঁ কহসি সুনু মাঈ ॥৪॥

দোহা— বার বার কৌসল্যা বিনয় করই কর জোরি।
অব জনি কবহুঁ ব্যাপৈ প্রভু মোহি মায়া তোরি ॥২০২॥

বাংলা অর্থ—সুভাউ—স্বভাব; সোউ—তাহাই; কাউ—কেহ; গাঢ়ী—বলবতী জোরে কর—হাত জোড় করিয়া; ঠাঢ়ী—দাঁড়াইয়া আছে; চরননি—চরণে; বিসময়-বন্ত—বিস্ময়যুক্ত; অস্তুতি—স্তুতি; জনি—না; কতহুঁ—কাহাকে; জনিঁ ব্যাপৈ—ব্যাপ্ত না হয়; মোহি—আমার প্রতি; (চৌ—১৪; দো—২০২)।

চৌ—অগণিত রবি শশী তথা ব্রহ্মা হর। বহু নদী বন সিন্ধু ধরা ও ভূধর ॥
কাল গুণ কর্ম্ম তথা স্বভাব বিজ্ঞানে। আরো হেরি যাহা কভু কেহ নাহি জানে ॥১
হেরিলেন সব চেয়ে মায়া সর্ব্বজীবে। দেখেন ভকতি চাহি সে মায়া কাটিবে ॥
হেরিলেন সব চেয়ে মায়া শক্তিধরী। অতি ভয়ে র'ন পার্শ্বে করযোড় করি ॥২
তনু পুলকিত মুখে কথা নাহি কন। পদে শির নমিলেন মুদিয়া নয়ন ॥
মাতারে বিস্মিত হেরি অতি ভয়ানক। ধরিলেন শিশুরূপ খরের ঘাতক ॥৩॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে স্তুতি করিবারে নারে। আপন তনয় মানি জগৎ পিতারে ॥
বহুরূপে হরি তদা বুঝান মাতারে। শুন মাতা নহে ইহা কারো কহিবারে ॥৪

দোঁহা— বার বার ধরি কৌশল্যা কহেন যুক্ত করে বিনয় করিয়া।
মোরে যেন প্রভু বদ্ধ নাহি কর—তব মায়া বহু বিস্তারিয়া ॥২০২॥

সারমর্ম্ম—মা তাঁহার দেহে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য্য, শিব, ব্রহ্মা, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি

দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। চোখ বুজিয়া পায়ের কাছে মাথা নত করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন এবং পুনরায় শিশুরূপ ধারণ করিলেন ॥২০২॥

চৌ—বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা। অতি অনন্দ দাসন্হ কহঁ দীন্হা ॥
কছুক কাল বীতেঁ সব ভাঈ। বড়ে ভএ পরিজন সুখদাঈ ॥১॥
চূড়াকরন কীন্হ গুরু জাঈ। বিপ্রন্হ পুনি দছিনা বহু পাঈ ॥
পরম মনোহর চরিত অপারা। করত ফিরত চারিউ সুকুমারা ॥২॥
মন ক্রম বচন অগোচর জোঈ। দসরথ অজির বিচর প্রভু সোঈ ॥
ভোজন করত বোল জব রাজা। নহিঁ আবত তজি বাল সমাজা ॥৩॥
কৌসল্যা জব বোলন জাঈ। ঠুমুকু ঠুমুকু প্রভু চলহিঁ পরাঈ ॥
নিগম নেতি সিব অন্ত ন পাবা। তাহি ধরৈ জননী হঠি ধাবা ॥৪॥
ধূসর ধূরি ভরেঁ তনু আএ। ভূপতি বিহসি গোদ বৈঠাএ ॥৫॥

দোহা— ভোজন করত চপল চিত ইত উত অবসরু পাই।
ভাজি চলে কিলকত মুখ দধি ওদন লপটাই ॥২০৩॥

বাংলা অর্থ—**দাসন্হকহঁ**—সেবকগণকে; **বড়ে**—বয়স্ক; **দছিনা**—দক্ষিণা; **অজির**—অঙ্গন; **বোল**—ডাকেন; **ঠুমুকু**—নাচিয়া; **পরাঈ**—পলাইয়া; **হঠি ধাবা**—জোরে দৌড়িয়া; **ধূরি**—ধুলি; **গোদ**—কোল; **ইত উত**—এধার ওধার; **ভাজি চলে**—পালাইয়া যায়; **কিলকত**—খিলখিল হাসিয়া; **লপটাই**—মাখিয়া (চৌ—১-৪; দো—২০৩)।

চৌ—অনেক প্রকারে হরি বাললীলা করে। ভক্তগণে ভরপুর আনন্দ বিতরে ॥
কিছুকাল পরিজনে হেন সুখ দিয়া। কালক্রমে ভাই সব উঠিল বাড়িয়া ॥১॥
চূড়াকরণ-সংস্কার করে গুরু গিয়া। বহু বিপ্র তুষ্ট হন দক্ষিণা লভিয়া ॥
অতি মনোহর সব চরিত অপার। দেখায়ে ফিরেন সেথা চারিটি কুমার ॥২
কর্ম্ম-মন-বচনের অগোচর যিনি। দশরথ আঙ্গিনাতে বিহরেন তিনি ॥
রাজা যবে ডাক দেন করিতে ভোজন। শিশুদল ত্যজি নাহি করে আগমন ॥৩
কৌশল্যা গমন করে ডাকিতে যখন। নাচিতে নাচিতে প্রভু করে পলায়ন ॥
তন্ত্র বেদ শিব যার অন্ত না লভিল। জননী ধাইয়া তারে ধারণ করিল ॥৪॥
আসিলে নন্দন ধূলি-মাখা কলেবর। নৃপতি বসান হাসি কোলের উপর ॥৫॥

দোহা— নহে স্থির চিত ভোজন সময়ে কোন ফাঁকে সুযোগ পাইয়া।
খিল খিল হাসি ছুটিয়া পালায় দধি ভাত মুখে মাখাইয়া ॥২০৩॥

সারমর্ম্ম—হরি নানাপ্রকার লীলা করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ দান করিতেন। কিছুদিন পরে গুরুদেব আসিয়া চূড়াকরণ করাইলেন। যাঁহাকে সাধনার দ্বারা কার্য্য ও বাক্য দ্বারা জানা যায় না সেই প্রভু রাজার আঙ্গিনায় বিচরণ করিতেন। বেদ বা শিব যাঁহার নাগাল পান নাই ধূলায় ধূসর শরীরে তিনি দশরথের কোলে বসিতেন ॥২০৩॥

চৌ—বালচরিত অতি সরল সুহাএ। সারদ সেষ সম্ভু শ্রুতি গাএ॥
জিন্হ কর মন ইন্হ সন নহিঁ রাতা। তে জন বঞ্চিত কিএ বিধাতা ॥১॥
ভএ কুমার জবহিঁ সব ভ্রাতা। দীন্হ জনেউ গুরু পিতু মাতা॥
গুর গৃহঁ গএ পঢ়ন রঘুরাঈ। অলপ কাল বিদ্যা সব আঈ ॥২॥
জাকী সহজ স্বাস শ্রুতি চারী। সো হরি পঢ় য়হ কৌতুক ভারী॥
বিদ্যা বিনয় নিপুন গুন সীলা। খেলহিঁ খেল সকল নৃপলীলা ॥৩॥
করতল বান ধনুষ অতি সোহা। দেখত রূপ চরাচর মোহা॥
জিন্হ বীথিন্হ বিহরহিঁ সব ভাঈ। থকিত হোহিঁ সব লোগ লুগাঈ ॥৪॥

দোহা— কোসলপুর বাঁসী নর নারি বৃদ্ধ অরু বাল।
প্রানহু তেঁ প্রিয় লাগত সব কহুঁ রাম কৃপাল ॥২০৪॥

বাংলা অর্থ—রাতা—রত ; জনেউ—উপবীত, পৈতা ; খেলহিঁ—খেলা করেন ; মোহা—মোহ প্রাপ্ত হয় ; বীথিন্হ—গলিসমূহে ; থকিত—শিথিল ; লোগ লুগাঈ—স্ত্রীপুরুষ ; প্রানহু তেঁ—প্রাণ হইতে ; সব কহুঁ—সবাকার ; (চৌ—১-৪ ; দো—২০৪)।

চৌ—বালকে সরল লীলা অতি মনোহারী। বাণী শেষ শিব বেদ গান করে তারি॥
যাহার মানস ইথে না হইবে রত। বঞ্চিত করিছে তারে বিধাতা নিয়ত ॥১
যখন সকল ভাই হ'লেন কুমার। গুরু পিতা মাতা পৈতা দেন সবাকার॥
রঘুরাজ গুরু-গৃহে করে অধ্যয়ন। অল্পকালে বিদ্যা সব হয় সমাপন ॥২॥
সহজ নিশ্বাসে যার বেদ স্ফুরে চারি। সে হরি নিজে তা' পড়ে এ কৌতুক ভারী॥
বিদ্যা ও বিনয়ে দক্ষ গুণশীল-ধাম। নৃপলীলা খেলাচ্ছলে করিলেন রাম ॥৩॥
করতলে ধনুর্ব্বাণ অতি সুশোভিত। সেই রূপে চরাচরে করে বিমোহিত॥
যেই পথে সব ভাই করে বিহরণ। যত নর নারী সব বিচলিত হন ॥৪॥

দোহা— কোশল নগরে যারা বাস করে নর-নারী-বাল-বর্ষীয়ান্।
প্রাণ হ'তে সবে প্রিয় মনে করে সকলের সে রাম কৃপাবান্ ॥২০৪॥

সারমর্ম্ম—চারি ভাই কুমার হইলেও গুরুদেব ও বাপ-মা তাঁহাদের পৈতা দিলেন। যুবরাজ গুরুগৃহে পড়িতে গেলেন। চারি বেদ তাঁহার নিকট শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। রাম বিদ্যা ও বিনয়ে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজলীলার খেলায় অবতীর্ণ হইলেন এবং কোশলপুরীর সকল স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিলেন ॥২০৪॥

চৌ—বন্ধু সখা সঙ্গ লেহিঁ বোলাঈ। বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাঈ॥
পাবন মৃগ মারহিঁ জিয়ঁ জানী। দিন প্রতি নৃপহি দেখাবহিঁ আনী ॥১॥
জে মৃগ রাম বান কে মারে। তে তনু তজি সুরলোক সিধারে॥
অনুজ সখা সঙ্গ ভোজন করহীঁ। মাতু পিতা অগ্যা অনুসরহীঁ ॥২॥

জেহি বিধি সুখী হোহিঁ পুর লোগা। করহিঁ কৃপানিধি সোই সঞ্জোগা॥
বেদ পুরান সুনহিঁ মন লাঈ। আপু কহহিঁ অনুজন্হ সমুঝাঈ॥৩॥
প্রাতকাল উঠি কৈ রঘুনাথা। মাতু পিতা গুরু নাবহিঁ মাথা॥
আয়সু মাগি করহিঁ পুর কাজা। দেখি চরিত হরষই মন রাজা॥৪॥

দোহা— ব্যাপক অকল অনীহ অজ নির্গুন নাম ন রূপ।
ভগত হেতু নানা বিধি করত চরিত্র অনূপ॥২০৫॥

বাংলা অর্থ—বন্ধু—ভাই; লেহি বোলাঈ—ডাকিয়া লইয়া; জিয়ঁ—মনে; নিত—নিত্য; সিধারে—গেলেন; অজ্ঞা, অগ্যা—আজ্ঞা; সংজোগা—সংযোগ; উঠিকৈ—উঠিয়া; হরষই—হরষিত হয়; অকল—নিরবয়ব; অনীহ—চেষ্টা রহিত; অজ—জন্মরহিত; অনূপ—অনুপম; (চৌ—১-৪; দো—২০৫)।

চৌ—বন্ধু সখা সহচর সাথে করি নিয়া। মৃগয়া শিকার তরে নিত্য বনে গিয়া॥
পবিত্র শিকার মৃগ করিয়া হনন। নৃপ পুরোভাগে আনি করেন স্থাপন॥১
রাম-বাণে যে মৃগের হইবে নিধন। তনু ত্যজি সে স্বরগে করিবে গমন॥
অনুজ সখার সনে করেন ভোজন। জনক-জননী আজ্ঞা করেন পালন॥২॥
যে উপায়ে সুখী হবে পুরবাসিগণ। করেন করুণানিধি তাহার পালন॥
শুনেন পুরাণ বেদ সদা মন দিয়া। নিজে পুন ভ্রাতৃগণে দেন বুঝাইয়া॥৩॥
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে উঠি রঘুবীর। পিতামাতা গুরুজনে নত করে শির॥
পালেন আদেশ মাগি যত পুরকাজ। দেখি হরষিত হ'ন অযোধ্যার রাজ॥৪॥

দোহা— সর্ব্বব্যাপী অজ অতনু অনীহ অনাম অরূপ গুণাতীত।
ভক্তের কারণ ধরি নানা রূপ অনুপম পালেন চরিত॥২০৫॥

সারমর্ম্ম—রাম প্রতিদিন ভাই ও সখাদিগকে লইয়া বনে শিকার করিতে যাইতেন এবং হরিণ শিকার করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। কৃপাময় পুরবাসীদের সুখকর কার্য্য করিতেন। প্রভাতে উঠিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে পিতা মাতাকে প্রণাম করিতেন এবং ভক্তের জন্য নানারূপ লীলা করিতেন॥২০৫॥

চৌ—য়হ সব চরিত কহা মৈঁ গাঈ। আগিলি কথা সুনহু মন লাঈ॥
বিস্বামিত্র মহামুনি গ্যানী। বসহিঁ বিপিন সুভ আশ্রম জানী॥১॥
জহঁ জপ জগ্য জোগ মুনি করহীঁ। অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীঁ॥
দেখত জগ্য নিসাচর ধাবহিঁ। করহিঁ উপদ্রব মুনি দুখ পাবহিঁ॥২॥
গাধিতনয় মন চিন্তা ব্যাপী। হরি বিনু মরহিঁ ন নিসিচর পাপী॥
তব মুনিবর মন কীন্হ বিচারা। প্রভু অবতরেউ হরন মহি ভারা॥৩॥
এহুঁ মিস দেখৌঁ প্রভু পদ জাঈ। করি বিনতী আনৌঁ দোউ ভাঈ॥
গ্যান বিরাগ সকল গুন অয়না। সো প্রভু মৈঁ দেখব ভরি নয়না॥৪॥

দোহা— সৌঁপে ভূপ রিষিহি সুত বহুবিধি দেই অসীস।
জননী ভবন গএ প্রভু চলে নাই পদ সীস ॥২০৮(ক)॥

বাংলা অর্থ—মুখ দুতি—মুখদ্যুতি, মুখশ্রী ; কুমুলানী কুম্হিলানী—শুষ্ক হইল ; চৌথেপঁন—চতুর্থস্তর বয়সে (বৃদ্ধকালে) ; বিচারী—বিচার করিয়া ; সর্ব্বস—সর্বস্ব ; সহরোসা—সহর্ষ ; সোউ—তাহাও ; মাহীঁ—মধ্যে ; নাঈ—সমান ; দেত নহি বনই—দেওয়া চলে না ; কহঁ—কোথা ; সানী—মিশ্রিত ; নাস কহঁ—নাশকে ; আন—অন্য ; সৌঁপে—সঁপিল ; রিষিহি—ঋষিকে ; নাই—নত করিয়া ; সীস—শীর্ষ, শির ; ভয় হরন করন—ভয় নাশ করিতে ; (চৌ—১-৪ ; দো—২০৮)

চৌ—রাজা যবে শুনে এই কঠোর বচন। মুখ-শোভা ম্লান হয়, হৃদয়ে কম্পন ॥
বার্দ্ধকে লভিনু আমি চারিটী নন্দন। বিচারিয়া না কহিলে বিপ্র ! এ বচন ॥১॥
মাগ তুমি ভূমি, ধেনু, কোষাগার, ধন। সহর্ষ সর্ব্বস্ব আমি করিব অর্পণ ॥
দেহ ও পরাণ হতে প্রিয় কিছু নাই। তাহাও নিমেষমাঝে দিতে তোমা চাই॥২॥
সব সুত প্রিয় মম প্রাণের সমান। কভু প্রভু রামে করা চলিবেনা দান ॥
কোথা নিশাচর অতি ভীষণ কঠোর। কোথা মোর সুতগণ অতীব কিশোর ॥৩॥
নৃপকথা শুনি প্রেম-সলিলে সিঞ্চিত। জ্ঞানী মুনি তাহা মানে হয়ে হরষিত ॥
বশিষ্ঠ অনেক রূপে বুঝাইয়া কন। নৃপের সংশয় নাশ হইল তখন ॥৪॥
সমাদরে নৃপ দুই তনয়ে ডাকিল। হৃদয় সমীপে ধরি বহু শিক্ষা দিল ॥
হে নাথ ! দু-পুত্র মম প্রাণের সমান। এবে তুমি হ'লে পিতা নাহি কোন আন ॥৫

দোহা— নৃপ সঁপি' দিল ঋষিরে তনয় বহুবিধ আশিস্ দানিয়া।
জননী-ভবন প্রভু চলি যান মাতৃপদে আসেন নমিয়া ॥২০৮ ক॥

সোরঠা— হর্ষে চলে দুই নরসিংহ বীর মুনিগণ ভয় করিতে হরণ।
কৃপার সাগর দোঁহা মতি ধীর অখিল ধরার প্রথম কারণ ॥২০৮ খ॥

সার মর্ম্ম—মুনির কথা শুনিয়া রাজার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল ; তিনি বলিলেন হে মুনি,—তুমি ধন সম্পদ চাও, আমি সর্বস্ব দিয়া দিব। আমার প্রিয় দেহ ও প্রাণ চাও, তাহাও আমি এই মুহূর্ত্তে দিয়া দিব কিন্তু আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে দিতে পারিব না। পরে বশিষ্ঠ রাজাকে বুঝাইয়া বলিলে রাজা সম্মত হইলেন। রাম-লক্ষ্মণ পিতাকে প্রণাম করিয়া মুনির সহিত রওনা হইলেন ॥২০৮॥

সো°— পুরুষসিঁহ দোউ বীর হরষি চলে মুনি ভয় হরন।
কৃপাসিন্ধু মতিধীর অখিল বিস্ব কারন করন ॥২০৮(খ)॥

চৌ—অরুন নয়ন উর বাহু বিসালা। নীল জলজ তনু স্যাম তমালা ॥
কটি পট পীত কসেঁ বর ভাথা। রুচির চাপ সায়ক দুহুঁ হাথা ॥১॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ। বিস্বামিত্র মহানিধি পাঈ ॥
প্রভু ব্রহ্মন্যদেব মৈঁ জানা। মোহি নিতি পিতা তজেউ ভগবানা ॥২॥

চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাঈ। সুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাঈ॥
একহিঁ বান প্রান হরি লীন্হা। দীন জানি তেহি নিজ পদ দীন্হা ॥৩॥
তব রিষি নিজ নাথহি জিয়ঁ চীন্হী। বিদ্যানিধি কহুঁ বিদ্যা দীন্হী॥
জাতে লাগ ন ছুধা পিপাসা। অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাসা ॥৪॥

দোহা— আয়ুধ সর্ব সমর্পি কৈ প্রভু নিজ আশ্রম আনি।
কন্দ মূল ফল ভোজন দীন্হ ভগতি হিত জানি ॥২০৯॥

বাংলা অর্থ—পট—বস্ত্র ; কসেঁ—কোমরে ; বর ভাথা—শ্রেষ্ঠ তূনীরাধার ;মোহি নিতি—আমার জন্য ; পাঈ—পাইলেন ; চলে জাত—চলিয়া যাইতে যাইতে ; জিয়ঁ—অন্তরে ; চীন্হী—চিনিলেন ; বিদ্যানিধি কহুঁ—বিদ্যার ভাণ্ডারকেও ; ছুধা—ক্ষুধা ; সমর্পি কৈ—সমর্পণ করিল ; (চৌ ১-৪ ; দো-২০৯)

চৌ—বিশাল বক্ষ ও বাহু অরুণ নয়ান। নীলপদ্ম শ্যামতনু তমাল সমান॥
পরিধানে পীত পট কটিতে তূণীর। দুই হাতে ধরে চাপ সায়ক রুচির ॥১॥
দুই ভাই শোভে শ্যাম ও গৌর বরণ। ভাবে বিশ্বামিত্র—'লভি দুইটী রতন॥
প্রভু যে ব্রহ্মণ্যদেব এই মম জ্ঞান। আমা লাগি পিতা ত্যজে প্রভু ভগবান' ॥২
যেতে পথে দেখালেন তাড়কারে মুনি। তাড়কা ধাবিত হয় ক্রোধে শব্দ শুনি
প্রাণ তার হরি লন মারি এক বাণ। দীন জানি করিলেন নিজ পদ দান ॥৩॥
নিজ নাথে চিনি ঋষি মানস-মন্দিরে। বিদ্যা দান করিলেন বিদ্যার নিধিরে॥
পথে যাহে না লাগিবে ক্ষুধা ও পিয়াস। দেহেও অতুল বল লভিবে প্রকাশ॥৪॥

দোহা— করেন আয়ুধ সব সমর্পণ তাঁরে নিজ আশ্রমেতে আনি।
কন্দ-মূল-ফল করান ভোজন অতি ভক্তিভরে হিত জানি ॥২০৯॥

সারমর্ম—মহারত্নস্বরূপ দুই ভাই ধনুর্বাণ হাতে লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাড়কা রাক্ষসী ইঁহাদের দেখিয়া ক্রোধে দৌড়াইয়া আসিল। ভগবান্ রামচন্দ্র এক বাণেই তাহাকে নিহত করিয়া পরম ধামে পাঠাইয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র প্রভুকে নিজ আশ্রমে আনিয়া ফলমূল খাইতে দিলেন এবং শরীরে অতুল বল ও তেজ রক্ষার জন্য বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন ॥২০৯॥

চৌ—প্রাত কহা মুনি সন রঘুরাঈ। নির্ভয় জগ্য করহু তুম্হ জাঈ॥
হোম করন লাগে মুনি ঝারী। আপু রহে মখ কীঁ রখবারী ॥১॥
সুনি মারীচ নিসাচর ক্রোহী। লৈ সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী॥
বিনু ফর বান রাম তেহি মারা। সত জোজন গা সাগর পারা ॥২॥
পাবক সর সুবাহু পুনি মারা। অনুজ নিসাচর কটকু সঁঘারা॥
মারি অসুর দ্বিজ নির্ভয়কারী। অস্তুতি করহিঁ দেব মুনি ঝারী ॥৩॥
তহঁ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়া। রহে কীন্হি বিপ্রন্হ পর দায়া॥
ভগতি হেতু বহু কথা পুরানা। কহে বিপ্র জদ্যপি প্রভু জানা ॥৪॥

তব মুনি সাদর কহা বুঝাঈ। চরিত এক প্রভু দেখিঅ জাঈ ॥
ধনুষজগ্য সুনি রঘুকুল নাথা। হরষি চলে মুনিবর কে সাথা ॥৫॥
আশ্রম এক দীখ মগ মাহীঁ। খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীঁ ॥
পূছা মুনিহি সিলা প্রভু দেখী। সকল কথা মুনি কহা বিসেষী ॥৬॥

দোহা— গৌতম নারি শ্রাপ বস উপল দেহ ধরি ধীর।
চরন কমল রজ চাহতি কৃপা করহু রঘুবীর ॥২১০॥

বাংলা অর্থ—রঘুরাঈ—রঘুরাজ; ঝারী—সমূহ; মখ—যজ্ঞ; রখবারী—রক্ষক; কোহী—ক্রোধী; ফর—ফলক; গা—গেল; কটকু—সেনা; সঁঘারা—সংহার করিলেন; কীন্হি—করিলেন; দায়া—দয়া; কথা পুরানা—পৌরাণিক কথা; দেখিয় জাঈ—গিয়া দেখ; দীখ—দেখিল; মগ মাহীঁ—মার্গমধ্যে, পথের মাঝে; উপল—প্রস্তর;
(চৌ-১-৬; দো-২১০)

চৌ—মুনিবরে প্রাতঃকালে কহে রঘুরাজ। নির্ভয়ে করহ সবে এবে যজ্ঞকাজ ॥
মুনিগণ সবে মিলি যাগ আরম্ভিল। যাগের রক্ষক প্রভু আপনি রহিল ॥১॥
ইহা শুনি মুনিদ্রোহী মারীচ ক্রোধিত। ধেয়ে চলে নিশাচর-সহায়-সহিত ॥
ফলক-বিহীন বাণ রাম মারি তারে। শতেক যোজন দূরে ফেলে সিন্ধুপারে॥২॥
সুবাহুরে পুন রাম অগ্নিবাণ মারে। নিশাচর-সেনাদল লক্ষ্মণ সংহারে ॥
নির্ভয় করিলে দ্বিজে অসুর বিনাশি। দেবমুনিগণ মাসে স্তুতি করে আসি ॥৩॥
সেথা পুন কিছুদিন রঘুরাজ রন। বিপ্রগণ প্রতি তাঁর দয়ার কারণ ॥
পৌরাণিক কথা বিপ্র প্রভুরে শুনান। যদ্যপি প্রভুর তাহে ছিল ভাল জ্ঞান ॥৪

অহল্যা উদ্ধার—

পরম আদরে মুনি বুঝাইয়া কন। একটী চরিত প্রভু কর দরশন ॥
শুনিয়া ধনুর্যজ্ঞ রঘুকুল-নাথ। হরষিত চলিলেন মুনিবর সাথ ॥৫॥
পথের মাঝারে এক আশ্রম আছিল। খগ, মৃগ, জীবজন্তু সেথা নাহি ছিল ॥
শিলাখণ্ড হেরি প্রভু মুনিরে পুছিল। বিস্তারিয়া সবিশেষে মুনি তা' কহিল॥৬॥

দোহা— গৌতম-ভামিনী এক শাপবশে শিলাতনু ধরি রহে ধীর।
চরণ-কমল-পরাগ-ভিখারী কৃপা কর ওহে রঘুবীর ॥২১০॥

সারমর্ম—মুনিরা প্রাতঃকালে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ হইতেছে জানিয়া মারীচ রাক্ষস তাহার সঙ্গীদের লইয়া যজ্ঞস্থলে দৌড়াইয়া আসিল। রামের এক বাণে মারীচ শত যোজন সাগর পারে চলিয়া গেল। রাম সুবাহু রাক্ষসের প্রতি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং লক্ষ্মণ রাক্ষসদের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিলেন। রঘুকুলনাথ ধনুকযজ্ঞ দেখিবার জন্য বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলিলেন। পথে অহল্যা পাথর-দেহ ধারণের বৃত্তান্ত শুনিয়া রামচন্দ্র চরণধূলি স্পর্শ করাইয়া অহল্যাকে শাপমুক্ত করিলেন ॥২১০॥

ছন্দ— পরসত পদ পাবন সোক নসাবন প্রগট ভঈ তপ পুঞ্জ সহী।
দেখত রঘুনায়ক জন সুখদায়ক সনমুখ হোই কর জোরি রহী॥
অতি প্রেম অধীরা পুলক সরীরা মুখ নহিঁ আবই বচন কহী।
অতিসয় বড়ভাগী চরনন্হি লাগী জুগল নয়ন জলধার বহী॥১॥
ধীরজু মন কীন্হা প্রভু কহুঁ চীন্হা রঘুপতি কৃপাঁ ভগতি পাঈ।
অতি নির্মল বানীঁ অস্তুতি ঠানী গ্যানগম্য জয় রঘুরাঈ॥
মৈঁ নারি অপাবন প্রভু জগ পাবন রাবন রিপু জন সুখদাঈ।
রাজীব বিলোচন ভব ভয় মোচন পাহি পাহি সরনহিঁ আঈ॥২॥
মুনি শ্রাপ জো দীন্হা অতি ভল কীন্হা পরম অনুগ্রহ মৈঁ মানা।
দেখেউঁ ভরি লোচন হরি ভব মোচন ইহই লাভ সঙ্কর জানা॥
বিনতী প্রভু মোরী মৈঁ মতি ভোরী নাথ ন মাগউঁ বর আনা।
পদ কমল পরাগা রস অনুরাগা মম মন মধুপ করৈ পানা॥৩॥
জেহিঁ পদ সুরসরিতা পরম পুনীতা প্রগট ভঈ সিব সীস ধরী।
সোঈ পদ পঙ্কজ জেহি পূজত অজ মম সির ধরেউ কৃপাল হরী॥
এহি ভাঁতি সিধারী গৌতম নারী বার বার হরি চরন পরী।
জো অতি মন ভাবা সো বরু পাবা গৈ পতিলোক অনন্দ ভরী॥৪॥

দোহা— অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারন রহিত দয়াল।
তুলসিদাস সঠ তেহি ভজু ছাড়ি কপট জঞ্জাল॥২১১॥

বাংলা অর্থ—পরসত—স্পর্শ করিলে; **সোক নসাবন**—শোকনাশকারী; **সহী**—সত্য; **নহিঁ আবই**—আসিল না; **লাগী**—লগ্ন হইয়া; **বড় ভাগী**—বড় ভাগ্যবতী; **অস্তুতি ঠানী**—প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন; **পাহি**—রক্ষা কর; **সরনহিঁ আঈ**—শরণ লইতেছি; **ইহই**—এটাও; **সংকর**—শঙ্কর, শিব; **মতি ভোরী**—ভোলা মন; **আনা**—অন্য; **পানা**—পান; **সুরসরিতা**—গঙ্গানদী; **ধরী**—ধারণ করিয়াছেন; **মন ভাবা**—মনের অভীপ্সিত; **গৈ**—গেলেন; (চৌ—১-৪; দো—২১১)

ছন্দ— শোক-বিনাশন পাবন-চরণ পরশি প্রকটে তপের মূরতি।
জন-সুখদায়ী রঘুনাথে হেরি কর জুড়ি অগ্রে করিল প্রণতি॥
অতি প্রেমভরে পুলকিত দেহ মুখে নাহি কিছু বাক্য তার সরে।
মহাভাগ্যবলে পদে লগ্ন রহে জলধারা বহে দুই আঁখি ভ'রে॥১॥
ধৈর্য্য ধরি মনে প্রভুকে চিনিল কৃপায় তাঁহার ভকতি লভিল।
জ্ঞানগম্য রামে নির্ম্মল বচনে 'রঘুরাজ জয়' স্তুতি আরম্ভিল॥
পাপী নারী আমি; প্রভু রাবণারি জন-সুখদায়ী ভুবন-পাবন।
কমল-লোচন ভব-ভয়হারী ত্রাণ কর মোরে লইনু শরণ॥২॥

দোহা— বহুবিধি করত মনোরথ জাত লাগি নহি বার।
করি মজ্জন সরজূ জল গএ ভূপ দরবার ॥২০৬॥

বাংলা অর্থ—আগিলি—পূর্ব্বের; মন লাঈ—মন দিয়া; জগ্য—যজ্ঞ; ডরহী—ভয় করে; এহুঁ মিস—এই ছল; অয়না—অয়ন, আশ্রয়; জাত লাগি—যাইবার জন্য; বার—সময় বিলম্ব; সরউ—সরযূ; (চৌ—১-৪; দো—২০৬)।

চৌ—এসব চরিত কথা কহিনু গাহিয়া। পূর্ব্ব কথা যাহা কহি শুন মন দিয়া॥
বিশ্বামিত্র আছিলেন মহামুনি জ্ঞানী। বিপিনে করেন বাস পুণ্যাশ্রম জানি ॥১॥
যেই স্থানে জপ যজ্ঞ যোগ মুনি করে। সুবাহু মারীচে হেরি মুনি অতি ডরে॥
যজ্ঞ দেখি দোঁহা সেথা করে অভিযান। উপদ্রব করে যাহে মুনি দুখ পান ॥২
গাধির তনয় মনে হন চিন্তাপর। হরি বিনা না মরিবে পাপী নিশাচর॥
মুনিবর মনে মনে জানে ধ্যান ক'রে। হরিতে মহীর ভার প্রভু অবতরে ॥৩॥
এই ব্যপদেশে আমি প্রভুরে হেরিব। বিনতি করিয়া দুই ভ্রাতারে আনিব॥
বৈরাগ্য-জ্ঞানাদি সর্ব্ব গুণের অয়ন। প্রভুরে হেরিব আমি ভরিয়া নয়ন ॥৪॥

দোহা— নানা রূপে মুনি করে মনোরথ বিলম্ব না হ'ল যেতে তাঁর।
নিমজ্জন করি সরযূর জলে চলিলেন নৃপ-দরবার ॥২০৬॥

সারমর্ম্ম—মহামুনি বিশ্বামিত্র বনে যাগ যজ্ঞ করিতেন কিন্তু সুবাহু ও মারীচাদি রাক্ষসেরা নানারূপ উপদ্রব করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিত এবং মুনিদিগকে ক্লেশ দিত। বিশ্বামিত্র রাক্ষস বধের নিমিত্ত অবতাররূপী রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া প্রভুচরণ দর্শনের নিমিত্ত রাজ দরবারে যাত্রা করিলেন ॥২০৬॥

চৌ—মুনি আগমন সুনা জব রাজা। মিলন গয়উ লৈ বিপ্র সমাজা॥
করি দণ্ডবত মুনিহি সনমানী। নিজ আসন বৈঠারেন্হি আনী ॥১॥
চরন পখারি কীন্হি অতি পূজা। মো সম আজু ধন্য নহিঁ দূজা॥
বিবিধ ভাঁতি ভোজন করবাবা। মুনিবর হৃদয়ঁ হরষ অতি পাবা ॥২॥
পুনি চরননি মেলে সুত চারী। রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী॥
ভএ মগন দেখত মুখ সোভা। জনু চকোর পূরন সসি লোভা ॥৩॥
তব মন হরষি বচন কহ রাউ। মুনি অস কৃপা ন কীন্হিহু কাউ॥
কেহি কারন আগমন তুম্হারা। কহহু সো করত ন লাবউঁ বারা ॥৪॥
অসুর সমূহ সতাবহিঁ মোহী। মৈঁ জাচন আয়উঁ নৃপ তোহী॥
অনুজ সমেত দেহু রঘুনাথা। নিসিচর বধ মৈঁ হোব সনাথা ॥৫॥

দোহা— দেহু ভূপ মন হরষিত তজহু মোহ অগ্যান।
ধর্ম সুজস প্রভু তুম্হ কৌ ইন্হ কহঁ অতি কল্যান ॥২০৭॥

বাংলা অর্থ—লৈ—লইয়া; সুনা—শুনিলেন; সনমানী—সম্মান করিয়া; আনী—আনিয়া; বৈঠারেন—বসাইলেন; পখারি—প্রক্ষালন করিয়া; মো সম—

আমার তুল্য ; **মেলে**—মিলাইলেন ; **বিসারী**—বিস্মরিলেন, ভুলিলেন ; **জনু**—যেন ; **পূরন সসি লোভা**—পূর্ণ শশী দেখিয়া লুব্ধ ; **অস**—এরূপ ; **কাউ**—কভু ; **ন লাবউঁ**—লইব না ; **বারা**—সময় ; **সতাবহিঁ**—যন্ত্রণা দিতেছে ; **জাচন**—যাচ্ঞা করিতে ; **সনাথা**—সহায়বান্, সাহায্যকারী ; **দেহু**—দাও ; **তজহু**—ত্যাগ কর ; **তুম্হ কৌঁ**—তোমার জন্য ; **ইন্হ কহঁ**—ইহাদের জন্য ; (চৌ—১-৪ ; দো—২০৭)।

চৌ—দশরথ শুনিলেন মুনি আগমন। বিপ্রগণে নিয়া যান লভিতে মিলন ॥
সম্মানিত করি তাঁরে প্রণাম করিয়া। নিজ সিংহাসনে স্থান দিলেন বরিয়া ॥১॥
প্রক্ষালন করি পদ করিয়া পূজন। 'মম সম কেবা রহে ভাগ্যবান্'—কন ॥
বহু উপচারে তাঁরে করালে ভোজন। হরষে মগন তাহে হয় মুনি-মন ॥২॥
রাজা চারি সুতে মুনি-পদে সমর্পিল। রামচন্দ্রে হেরি মুনি দেহ বিস্মরিল ॥
মুখ-শোভা দরশনে মন মগ্ন হয়। পূর্ণশশি-লুব্ধ যথা চকোর-হৃদয় ॥৩॥
রাজা কহিলেন কথা হরষিত মনে। মুনে! তব হেন কৃপা নাহি কোন জনে ॥
কি কারণে কহ মুনি তব আগমন। নিষ্পাদিতে না করিব সময় ক্ষেপণ ॥৪॥
ক'ন—'অসুরেরা করে বৈরতা সাধন। নিবারিতে তব পার্শ্বে মম আগমন ॥
সানুজ রাঘবে মোর সাথে দেহ রায়। নিশাচর বধে মম হইবে সহায়' ॥৫॥
দোহা— হৃষ্টমনে নৃপ দোঁহা সাথে দাও ত্যাগ কর মোহ ও অজ্ঞান।
নৃপ হবে তব ধরম, সুযশ, ইঁহাদের গভীর কল্যাণ ॥২০৭॥

সারমর্ম—রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনির আগমনবার্তা শুনিয়া দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া নিজের আসনে বসাইলেন। পরে চারি পুত্র আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, প্রথমে আগমনের কারণ প্রকাশ করিতে পারেন নি। পরে রাজা দশরথ মহামুনির আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অসুরদিগের উপদ্রবের কাহিনী বর্ণনা করিয়া রাক্ষস বধের নিমিত্ত রাম-লক্ষ্মণকে চাহিতে আসিয়াছি বলিলেন ॥২০৭॥

চৌ—সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী। হৃদয় কম্প মুখ দুতি কুমুলানী ॥
চৌথেঁপন পায়উঁ সুত চারী। বিপ্র বচন নহিঁ কহেহু বিচারী ॥১॥
মাগহু ভূমি ধেনু ধন কোসা। সর্বস দেউঁ আজু সহরোসা ॥
দেহ প্রান তেঁ প্রিয় কছু নাহীঁ। সোউ মুনি দেউঁ নিমিষ এক মাহীঁ ॥২॥
সব সুত প্রিয় মোহি প্রান কি নাঈঁ। রাম দেত নহিঁ বনই গোসাঈঁ ॥
কহঁ নিসিচর অতি ঘোর কঠোরা। কহঁ সুন্দর সুত পরম কিসোরা ॥৩॥
সুনি নৃপ গিরা প্রেম রস সানী। হৃদয়ঁ হরস মানা মুনি গ্যানী ॥
তব বসিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝাবা। নৃপ সন্দেহ নাস কহঁ পাবা ॥৪॥
অতি আদর দোউ তনয় বোলাএ। হৃদয়ঁ লাই বহু ভাঁতি সিখাএ ॥
মেরে প্রান নাথ সুত দোউ। তুম্হ মুনি পিতা আন নহিঁ কোউ ॥৫॥

মুনি-শাপ-দান   মঙ্গল-কারণ   মহা কৃপা ইথে   এ অধম মানে।
আঁখি ভরি হেরি   ভব-দুখহারী   হরি-পদ লাভ   শম্ভু বড় জানে ॥
ভোলা মন মম   করিছে বিনতি   নাহি মাগি নাথ !   বর কোন আন।
চরণ-কমল-পরাগে প্রেমিক   মন-অলি যেন   করে মধুপান ॥৩॥
যার পাদ হ'তে   বহে পূত গঙ্গা   ধরে শির পর   যারে মহেশ্বর।
ব্রহ্মার পূজিত   সেই পাদপদ্ম   কৃপাময় রাখ   মম শিরপর ॥
এ হেন প্রকারে   গৌতম-ভামিনী   বার বার নমি'   হরি-পাদ-পরে।
মনোমত বর   লভিয়া তখন   পতিলোকে যান   অতি হর্ষভরে ॥৪॥

দোহা— প্রভু রঘুপতি   দীনবন্ধু হরি   হন বিনা কারণে দয়াল।
হে তুলসী শঠ,   রাম ভজ তুমি   ত্যজি যত কপট জঞ্জাল ॥২১১॥

সারমর্ম্ম—ভগবানের পায়ের স্পর্শেই অহল্যা প্রত্যক্ষ হইলেন। যাঁহাকে দেখা শিব চরম লাভ বলিয়া মনে করেন, যাঁহার চরণ হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ভগবানকে দেখিয়া এবং তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অহল্যা আনন্দে ও ভক্তিতে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি করজোড়ে বলিলেন—মুনি আমাকে শাপ না দিলে তোমার দর্শনলাভ হইত না। মুনির শাপে আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। পরে রামচন্দ্রের বরে স্বামীর কাছে চলিলেন ॥২১১॥

মাস পারায়ণে সাত দিন সমাপিল।
সীতারামে ভক্তিভরে বিজয় নমিল ॥

রাম-লক্ষ্মণের জনকপুরী গমন

চৌ—চলে রাম লছিমন মুনি সঙ্গা। গএ জহঁা জগ পাবনি গঙ্গা ॥
গাধিসূনু সব কথা সুনাঈ। জেহি প্রকার সুরসরি মহি আঈ ॥১॥
তব প্রভু রিষিন্হ সমেত নহাএ। বিবিধ দান মহিদেবন্হি পাএ ॥
হরষি চলে মুনি বৃন্দ সহায়া। বেগি বিদেহ নগর নিঅরায়া ॥২॥
পুর রম্যতা রাম জব দেখী। হরষে অনুজ সমেত বিসেষী ॥
বাপীঁ কূপ সরিত সর নানা। সলিল সুধাসম মনি সোপানা ॥৩॥
গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা। কূজত কল বহুবরন বিহঙ্গা ॥
বরন বরন বিকসে বনজাতা। ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা ॥৪॥

দোহা— সুমন বাটিকা বাগ বন বিপুল বিহঙ্গ নিবাস।
ফুলত ফলত সুপল্লবত সোহত পুর চহুঁ পাস ॥২১২॥

বাংলা অর্থ—**মহি**—মহী, পৃথিবী ; **আঈ**—আসিল ; **মহিদেবন্হি**—ব্রাহ্মণগণ ; **বেগী**—ত্বরা ; **নিঅরায়া**—নিকটে আসিলেন ; **মনি সোপানা**—মণিময় সোপান বা সিঁড়ি ; **সোহত**—শোভা পায় ; **চহুঁ**—চারি ; **সুমন বাটিকা**—পুষ্পতোরণ ; (চৌ—১-৪; দো—২১২)

চৌ—মুনি সাথে চলে দোঁহা রাম ও লক্ষ্মণ। তথা চলে যথা গঙ্গা বহে সুপাবন॥
গাধির তনয় সব তুজনারে কন। কেমনে ধরায় গঙ্গা অবতীর্ণ হন॥১॥
প্রভু ঋষিগণ সহ করিলেন স্নান। বিপ্রগণ পায় সেথা নানাবিধ দান॥
মুনিবৃন্দ সহ প্রভু যান হৃষ্টমনে। বিদেহ-নগর-পার্শ্বে ত্বরিত গমনে॥২॥
পুরীর রম্যতা রাম হেরেন যখন। ভ্রাতা সহ হন তাঁরা আনন্দে মগন॥
বাপী, কূপ, নদী, সর নানা সেথা রয়। সুধা সম জল তাহে ঘাট মণিময়॥৩
মকরন্দ রসে মত্ত মধুপ গুঞ্জরে। বহুবর্ণ পক্ষিগণ কলগান করে॥
সুচারু বরণ পদ্ম বিকসে সেথায়। ত্রিবিধ সমীর তথা সদা সুখ দেয়॥৪॥

দোহা— পুষ্প বাটিকায় বনে বাগিচায় অগণিত বিহঙ্গ-নিবাস।
ফুলে ফলে তথা মধুর পল্লবে সে পুরীর শোভে চারিপাশ॥২১২॥

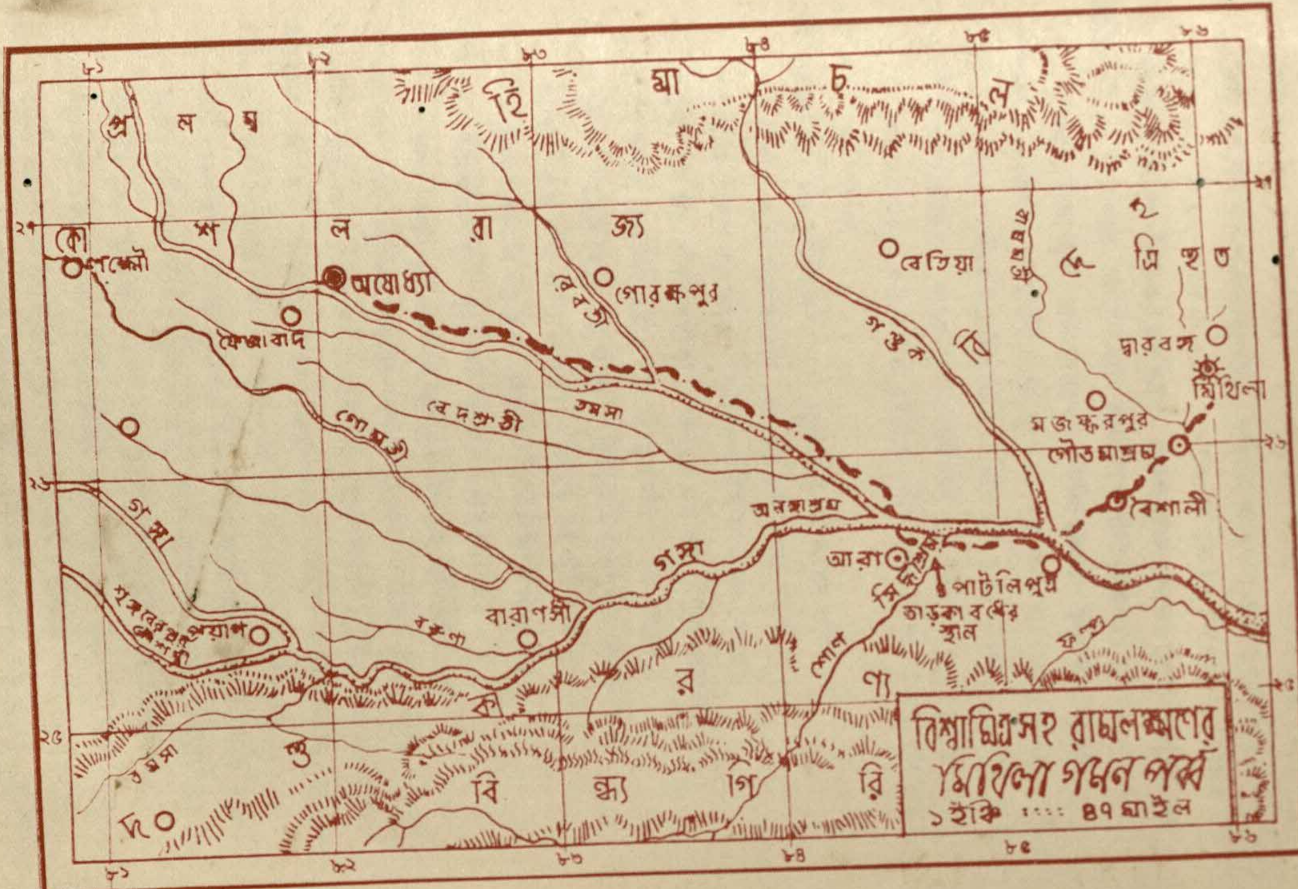
সারমর্ম—রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে গঙ্গা আগমনের কাহিনী শুনিয়া মুনিদিগের সহিত গঙ্গাস্নান করিলেন, পরে বিদেহ নগরের দিকে রওনা হইলেন। বিদেহ নগরের শোভা দেখিয়া রামলক্ষ্মণ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ফল ও ফুলে ভরা বাগান এবং মনিমুক্ত. দিয়া বাঁধান জলাশয়ের পৈঠা প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় বিধাতা যেন স্বহস্তে এই সব তৈয়ার করিয়াছেন॥২১২॥

চৌ—বনই ন বরনত নগর নিকাঈ। জহঁা জাই মন তহঁই লোভাঈ॥
চারু বজারু বিচিত্র অঁবারী। মনিময় বিধি জনু স্বকর সঁবারী॥১॥
ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা। বৈঠে সকল বস্তু লৈ নানা॥
চৌহট সুন্দর গলীঁ সুহাঈ। সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিঞ্চাঈ॥২॥
মঙ্গলময় মন্দির সব কেরেঁ। চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরেঁ॥
পুর নর নারি সুভগ সুচি সন্তা। ধরমসীল গ্যানী গুনবন্তা॥৩॥
অতি অনূপ জহঁ জনক নিবাসূ। বিথকহিঁ বিবুধ বিলোকি বিলাসূ॥
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী। সকল ভুবন সোভা জনু রোকী॥৪॥

দোহা— ধবল ধাম মনি পুরট পট সুঘটিত নানা ভাঁতি।
সিয় নিবাস সুন্দর সদন সোভা কিমি কহি জাতি॥২১৩॥

বাংলা অর্থ—**বনই**—নির্ম্মাণ কৌশল; **নগর নিকাঈ**—নগরের সৌন্দর্য্য; **বজারু**—বাজার; **অঁবারী**—ঝোলা বারান্দা; **স্বকর সঁবারী**—নিজ হস্তে রচনাকর্ত্তা; **চৌহট**—চৌরাস্তা; **সিঞ্চাঈ**—সিঞ্চিত; **সব কেরেঁ**—সবাকার; **চিতেরেঁ**—চিত্রকার; **সন্তা**—সাধুস্বভাব; **বিথকহিঁ**—স্তম্ভিত হয়; **পুরট**—স্বর্ণ; **পট্ট**—আবরণ; **সুঘটিত**—সুসজ্জিত; **কহি জাতি**—কহা যায়; **কোট**—দেয়াল; (চৌ—১-৪; দো—১৩)

চৌ—নগরীর চরু শোভা না যায় বর্ণন। যেথা চাই সেথা অতি লুব্ধ করে মন॥
মণিময় অট্টালিকা সুন্দর বিপণি। ব্রহ্মা নিজ হস্তে যেন রচিল আপনি॥১॥



বিশ্বামিত্রসহ রামলক্ষ্মণের
মিথিলা গমন পর্ব্ব
১ ইঞ্চি :::: ৪৭ মাইল
হিমাচল
কোশল রাজ্য
লক্ষ্ণৌ
অযোধ্যা
ফৈজাবাদ
গোরক্ষপুর
বেতিয়া
দ্বারবঙ্গ
মিথিলা
মজাফ্ফরপুর
গৌতমাশ্রম
বৈশালী
তমসা
গোমতী
গঙ্গা
আরা
পাটলিপুত্র
তাড়কা বধের স্থান
শোণ
বারাণসী
বরুণা
প্রয়াগ

ধনিক বণিক্‌বর কুবের সমান। নানা বস্তু ল'য়ে সেথা সাজায় দোকান ॥
চৌরাস্তা সুন্দর তথা গলি মনোহর। সুগন্ধ সিঞ্চিত রহে সেথা নিরন্তর ॥২॥
ভবন মঙ্গলময় সবাই রচিছে। রতিনাথ নিজে সবে চিত্রিত করিছে ॥
শুচি সুপাবন যত পুর-নারী-নর। ধর্ম্মশীল জ্ঞানবান্ তথা গুণধর ॥৩॥
অতি অনুপম যথা জনক-নিবাস। দেবতা স্তম্ভিত হয় বিলোকি' বিলাস ॥
প্রকোষ্ঠ হেরিয়া চিত্ত হয় চমকিত। সকল ভুবন-শোভা সেথা বিকসিত ॥৪॥

দোহা— শ্বেতবর্ণ ধাম স্বর্ণমণিময় নানারূপে সুসজ্জিত যার।
সেথা সীতা-গৃহ কত যে সুন্দর বর্ণনা কেমনে করি তার ॥২১৩॥

সারমর্ম্ম—নগরের সুন্দর বিপণিতে কুবেরের মত ধনী ব্যবসায়ীরা নানারূপ পণ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। মণিময় অট্টালিকাগুলি দেখিলে মনে হয়, কামদেব যেন নিজ হস্তে সেগুলি চিত্রিত করিয়াছেন। জনক-রাজার বাসভবন এত সুন্দর যে, ত্রিভুবনের সকল শোভা যেন সেখানে আহরণ করিয়া রাখা হইয়াছে। সীতাপুরীর সৌন্দর্য্যের কথা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না ॥২১৩॥

চৌ—সুভগ দ্বার সব কুলিস কপাটা। ভূপ ভীর নট মাগধ ভাটা ॥
বনী বিসাল বাজি গজ সালা। হয় গয় রথ সঙ্কুল সব কালা ॥১॥
সূর সচিব সেনপ বহুতেরে। নৃপগৃহ সরিস সদন সব কেরে ॥
পুর বাহের সর সরিত সমীপা। উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীপা ॥২॥
দেখি অনূপ এক অঁবরাঈ। সব সুপাস সব ভাঁতি সুহাঈ ॥
কৌসিক কহেউ মোর মনু মানা। ইহাঁ রহিঅ রঘুবীর সুজানা ॥৩॥
ভলেহিঁ নাথ কহি কৃপানিকেতা। উতরে তহঁ মুনি বৃন্দ সমেতা ॥
বিস্বামিত্র মহামুনি আএ। সমাচার মিথিলাপতি পাএ ॥৪॥

দোহা— সঙ্গ সচিব সুচি ভূরি ভট ভূসুর বর গুর গ্যাতি।
চলে মিলন মুনিনায়কহি মুদিত রাউ এহি ভাঁতি ॥২১৪॥

বাংলা অর্থ—**কুলিস কপাটা**—বজ্রসম দৃঢ় কপাট; **ভীর**—ভিড়; **ভাটা**—প্রার্থী; **হয়**—অশ্ব; **গয়**—হস্তী; **সেনপ**—সেনাপতি; **বাহের**—বাহির; **উতরে**—আসিয়াছেন; **অঁবরাঈ**—আম্রকুঞ্জ; **সুপাস**—সুন্দর; **মনু**—মন; **উতরে**—রহিয়া গেলেন; **সুচি**—শুচি; **ভট**—সেনা; **ভূসুর**—ব্রাহ্মণ; **গুর**—গুরু; (চৌ—১-৪; দো—২১৪)

চৌ—সর্ব্ব রাজদ্বারে শোভে কুলিশ-কপাট। ভিড় করে ভূপ তথা মাগধ ও ভাট ॥
সেথা বাজি-গজ-শালা রচিত বিশাল। গজ-বাজি-রথে ভরা রয় সর্ব্বকাল ॥১॥
বহু শূর-সেনাপতি সচিব সদন। নৃপ-গৃহ-সম-সাজে রহে সুশোভন ॥
পুরের বাহিরে যেথা তটিনীর তীর। বড় বড় রাজা রচে যথা তথা ভিড় ॥২॥
হেরি এক আম্র-বন অতি অনুপম। সব দিকে সমঞ্জস অতি মনোরম ॥
কৌশিক বলেন—'হেথা মোহিতেছে মন। এস মোরা হেথা রহি রাঘব! সুজন' ॥৩

'তাই ভাল' বলি ক'ন—রাম কৃপাধান। মুনিবৃন্দ সহ সেথা সবে রহি যা'ন ॥
করিছেন বিশ্বামিত্র মুনি আগমন। এ বারতা রটি গেল জনক-সদন ॥৪॥

দোহা— শুচি মন্ত্রী সহ ল'য়ে বহু সেনা বিপ্র-গুরু তথা জ্ঞাতিগণ।
মিলিবারে যেতে মুনিবর-সাথে নরপতি হরষিত হ'ন ॥২১৪॥

সারমর্ম্ম—বিশাল রাজপুরী সর্ব্বদা ঘোড়া, হাতী ও রথে পরিপূর্ণ। বড় বড় রাজারা সরোবরের নিকট আশ্রয় লইয়াছেন। সুন্দর এক আমের বাগান দেখিয়া বিশ্বামিত্র সেইখানেই রামচন্দ্রকে আশ্রয় নিতে বলিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া জনক রাজ মন্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ ও সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ॥২১৪॥

চৌ—কীনহ প্রনামু চরন ধরি মাথা। দীন্হি অসীস মুদিত মুনিনাথা।
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে। জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্দে ॥১॥
কুসল প্রস্ন কহি বারহিঁ বারা। বিস্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা ॥
তেহি অবসর আএ দোউ ভাঈ। গএ রহে দেখন ফুলবাঈ ॥২॥
স্যাম গৌর মৃদু বয়স কিসোরা। লোচন সুখদ বিস্ব চিত চোরা ॥
উঠে সকল জব রঘুপতি আএ। বিস্বামিত্র নিকট বৈঠাএ ॥৩॥
ভএ সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা। বারি বিলোচন পুলকিত গাতা ॥
মূরতি মধুর মনোহর দেখী। ভয়উ বিদেহু বিদেহু বিসেষী ॥৪॥

দোহা— প্রেম মগন মনু জানি নৃপ করি বিবেকু ধরি ধীর।
বোলেউ মুনি পদ নাই সিরু গদগদ গিরা গভীর ॥২১৫॥

বাংলা অর্থ—অনন্দে—আনন্দিত হইলেন; বৈঠারা—বসাইলেন; ফুলবাঈ—ফুলবাড়ী; বিলোচন—লোচন, চক্ষু; বিদেহু—জনক, দেহ-বুদ্ধিবিবর্জ্জিত; বোলেউ—বলিলেন; নাই—নত করিয়া; ধীর—ধৈর্য্য; গিরা—বাক্য; (চৌ—১-৪; দো—২১৫)

রাম-লক্ষ্মণের প্রতি জনকের প্রেমভাব

চৌ—নৃপ নমে নত শিরে মুনি পদ' পর। দিলেন আশিস্ তাঁরে হৃষ্ট মুনিবর ॥
বিপ্রগণে নৃপবর সাদরে বন্দিল। আনন্দিত হ'য়ে রাজা সৌভাগ্য মানিল ॥১
কুশল জিজ্ঞাসে মুনি বার বার তাঁরে। বিশ্বামিত্র অতঃপর বসান রাজারে ॥
দুই ভাই পঁহুছেন এই অবসরে। দোঁহা যান ফুলবাড়ী দেখিবার তরে ॥২॥
সুকুমার শ্যাম-গৌর বয়স কিশোর। সুখদ নয়ন ধরে বিশ্ব-চিত্ত-চোর ॥
রঘুপতি পঁহুছিলে সকলে দাঁড়ান। বিশ্বামিত্র নিজ-পার্শ্বে দোঁহারে বসান ॥৩
দুই ভা'য়ে নিরখিয়া সবে সুখী হন। শরীর পুলকে ভরে, বারিতে নয়ন ॥
হেরিয়া দোঁহার চারু মধুর মূরতি। বিদেহ পাসরে তদা নিজ দেহমতি ॥৪॥

দোহা— প্রেমে মগ্ন নৃপ নিজেরে বুঝিয়া করিলেন ধীরতা ধারণ।
গদ-গদ স্বরে মুনিরে নমিয়া সুগম্ভীর কহেন বচন ॥২১৫॥

সারমর্ম—রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ ফুলবাগিচা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দুই ভায়ের বিশ্বচিত্ত-সম্মোহিনী রূপ দর্শন করিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালকদ্বয়ের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া বিদেহ-রাজ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। পরে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মুনির পায়ে প্রণাম করিলেন ॥২১৫॥

চৌ—কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক। মুনিকুল তিলক কি নৃপকুল পালক ॥
ব্রহ্ম জো নিগম নেতি কহি গাবা। উভয় বেষ ধরি কী সোই আবা ॥১॥
সহজ বিরাগরূপ মনু মোরা। থকিত হোত জিমি চন্দ চকোরা ॥
তাতে প্রভু পূছউঁ সতিভাউ। কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ ॥২॥
ইন্হহি বিলোকত অতি অনুরাগা। বরবস ব্রহ্মসুখহি মনু ত্যাগা ॥
কহ মুনি বিহসি কহেহু নৃপ নীকা। বচন তুম্হার ন হোই অলীকা ॥৩॥
যে প্রিয় সবহি জহাঁ লগি প্রানী। মন মুসুকাহিঁ রামু সুনি বানী ॥
রঘুকুল মনি দসরথ কে জাএ। মম হিত লাগি নরেস পঠাএ ॥৪॥

দোহা— রামু লখনু দোউ বন্ধুবর রূপ সীল বল ধাম।
মখ রাখেউ সবু সাখি জগু জিতে অসুর সংগ্রাম ॥২১৬॥

বাংলা অর্থ—**মনু**—মন; **থকিত**—মুগ্ধ; **সতিভাউ**—সত্যভাবে; **দুরাউ**—গোপন; **বরবস**—জোর করিয়া; **নীকা**—ঠিক; **জাএ**—জাত (পুত্র) **জহাঁ লগি**—যেখানেই যত; (চৌ—১-৪ দো ২১৬)

চৌ—বলুন হে নাথ! দুটি বালক সুন্দর। মুনিকুল কিংবা নৃপ-কুল-শোভাধর ॥
কিংবা সেই ব্রহ্ম, যাঁরে বেদ 'নেতি' কয়। তাঁহার যুগল রূপে হ'য়েছে উদয় ॥১
সহজ বিরাগ রূপ ধরে মম মন। মুগ্ধ এবে চন্দ্র হেরি' চকোর যেমন ॥
হে প্রভু! তোমারে পুছি সত্যজ্ঞান তরে। কহ তুমি সত্য এবে লুকাবে না মোরে ॥২
এ দোঁহারে বিলোকিয়া অতি অনুরাগে। অনিচ্ছায় মন চায় ব্রহ্ম-সুখ-ত্যাগে ॥
'সত্য তুমি কহ বটে' মুনি হাসি ক'ন। মিথ্যা নহে নৃপ! বুঝি তোমার বচন ॥৩
দোঁহাকার প্রিয় সবে যেথা যত প্রাণী। রাম মনে হাসে শুনি এই মুনিবাণী ॥
দশরথ-সুত দোঁহা রঘুকুল-মণি। মম হিত তরে নৃপ পাঠান আপনি ॥৪॥

দোহা— রাম ও লক্ষ্মণ ভ্রাতা দুইজন রূপ-শীল তথা বল-ধাম।
যজ্ঞের রক্ষক ধরা সাক্ষী তার জিনিলেন অসুর-সংগ্রাম ॥২১৬॥

সারমর্ম—রাজা বিশ্বামিত্রের নিকট বালক দুইটীর সত্যকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি, আমার মন স্নেহে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বামিত্র রাজাকে বলিলেন, ইহারা রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথের পুত্র। অসুরদিগের উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাজা দশরথ ইঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন ॥২১৬॥

চৌ—মুনি তব চরন দেখি কহ রাউ। কহি ন সকউঁ নিজ পুন্য প্রভাউ॥
সুন্দর স্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা। আনন্দহূ কে আনন্দ দাতা ॥১॥
ইন্‌হ কৈ প্রীতি পরসপর পাবনি। কহি ন জাই মন ভাব সুহাবনি॥
সুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহূ। ব্রহ্ম জীব ইব সহজ সনেহূ ॥২॥
পুনি পুনি প্রভুহি চিতব নরনাহূ। পুলক গাত উর অধিক উছাহূ॥
মুনিহি প্রসংসি নাই পদ সীসূ। চলেউ লবাই নগর অবনীসূ ॥৩॥
সুন্দর সদনু সুখদ সব কালা। তহাঁ বাসু লৈ দীন্‌হ ভুআলা॥
করি পূজা সব বিধি সেবকাঈ। গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাঈ ॥৪॥

দোহা— রিষয় সঙ্গ রঘুবংস মনি করি ভোজনু বিশ্রামু।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত দিবসু রহা ভরি জামু ॥২১৭॥

বাংলা অর্থ—দেখি কহ—দেখিয়া; ন সকউঁ—পারি না; সুহাবনি—সুন্দর; উছাহু—উৎসাহ; বাসু দীন্‌হ—বাসস্থান দিলেন; সেবকাঈ—সেবককৃত্য; করাঈ বিদা—বিদায় লইয়া; ভরি জামু—যাম অর্থাৎ প্রহরকাল ভরিয়া। (চৌ—১-৪, ২১৭)

চৌ—রাজা ক'ন মুনে! তব হেরিয়া চরণ। কহিতে না পারি পুণ্য প্রভাব আপন॥
মনোহর শ্যাম গৌর ভাই দুইজন। আনন্দেরও করে এরা আনন্দ-বর্দ্ধন ॥১॥
সুপবিত্র ইহাদের প্রীতি পরস্পর। কহিতে না পারা যায় স্বভাব সুন্দর॥
হে নাথ! শুনহ ক'ন মুদিত বিদেহ। ব্রহ্ম ও জীবের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ স্নেহ ॥২
নরনাথ পুন পুন প্রভুরে হেরিল। পুলকিত তনু-মন উৎসাহে ভরিল॥
মুনিরে প্রশংসি' রাজা শির নত করি। চলেন সবারে ল'য়ে আপন নগরী ॥৩
সর্ব্বকালে সুখদায়ী সুন্দর সদন। রামের নিবাস তরে করি নিরূপণ॥
সেবক-স্বরূপে পূজা সর্ব্বথা সাধিয়া। গৃহ মধ্যে যা'ন রাজা বিদায় মাগিয়া ॥৪

দোহা— ঋষিগণ সহ রঘু-বংশ-মণি সমাপিয়া ভোজন, বিশ্রাম।
ভ্রাতার সহিত সমাসীন প্রভু দিন বাকী তদা এক যাম ॥২১৭॥

সারমর্ম্ম—পরিচয় শুনিয়া রাজা বলিলেন হে মুনি, আমার পুণ্যের যে কত জোর, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। রাজা প্রভুকে বার বার দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। সকল ঋতুতে সুখকর এইরকম স্থানে রাজা ইঁহাদের বাসস্থান দিলেন এবং সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ॥২১৭॥

চৌ—লখন হৃদয়ঁ লালসা বিসেষী। জাই জনকপুর আইঅ দেখী।
প্রভু ভয় বহুরি মুনিহি সকুচাহীঁ। প্রগট ন কহহিঁ মনহি মুসুকাহীঁ ॥১॥
রাম অনুজ মন কী গতি জানী। ভগত বছলতা হিয়ঁ হুলসানী॥
পরম বিনীত সকুচি মুসুকাঈ। বোলে গুর অনুসাসন পাঈ ॥২॥
নাথ লখনু পুরু দেখন চহহী। প্রভু সকোচ ডর প্রগট ন কহহীঁ॥
জৌঁ রাউর আয়সু মৈঁ পাবৌঁ। নগর দেখাই তুরত লৈ আবৌঁ ॥৩॥

সুনি মুনীসু কহ বচন সপ্রীতী। কস ন রাম তুম্হ রাখহু নীতী ॥
ধরম সেতু পালক তুম্হ তাতা। প্রেম বিবস সেবক সুখদাতা ॥৪॥
দোহা— জাই দেখি আবহু নগরু সুখ নিধান দোউ ভাই।
করহু সুফল সব কে নয়ন সুন্দর বদন দেখাই ॥২১৮॥

বাংলা অর্থ—**মুনিহিঁ**—মুনিকে ; **সকুচাহীঁ**—সঙ্কোচ করিতেছে ; **মুসুকাহী**—মুচকি হাসিতেছে ; **ভগত বছলতা**—ভক্ত-বৎসলতা ; **হুলসানী**—উথলিত হইল ; **সকোচ**—সঙ্কোচ ; **রাউর**—আপনার ; **কস ন**—কেন না ; **দেখি আবহু**—দেখিয়া এস।
(চৌ-১০৪ দো-২১৮)

রাম-লক্ষ্মণের জনকপুরী দর্শন ॥

চৌ—লক্ষ্মণ-হৃদয়ে জাগে লালসা দুর্ব্বার। জনকের পুরী গিয়া দেখে একবার ॥
মুনি হ'তে সঙ্কুচিত, প্রভু হ'তে ডরে। মনে মনে স্মিত-হাসে প্রকাশ না করে ॥১
বুঝি রাম অনুজের মানস-ঈপ্সিত। বাৎসল্যে হইল তাঁর হৃদয় পূরিত ॥
প্রভু নিজে স্মিত-হাসে পরম বিনীত। গুরু-আজ্ঞা লভিবারে ক'ন সঙ্কুচিত ॥২
দেখিতে চাহিছে পুরী হে নাথ ! লক্ষ্মণ। না কহে তোমার ভয়ে সঙ্কুচিত মন ॥
যদি আমি এবে তব আদেশ লভিব। পুরী দেখাইয়া ত্বরা ফিরিয়া আসিব ॥৩
মুনিবর শুনি কহে মধুর বচন। কেন রাম না করিছ নীতির রক্ষণ ? ॥
ধর্ম্মের মর্য্যাদা তুমি রাখ তাত! জানি। প্রেমাধীন সেবকেরে সুখ দাও আনি ॥৪
দোহা— নগরে যাইয়া দেখিয়া আইস সুখ-ধাম ভাই দুইজন।
সার্থক করহ সবার আঁখিরে দেখাইয়া সুচারু বদন ॥২১৮॥

সারমর্ম্ম—লক্ষ্মণের জনক-রাজপুরী দেখিবার খুবই ইচ্ছা কিন্তু সঙ্কোচে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। ভ্রাতৃবৎসল রাম লক্ষ্মণের মনের অবস্থা জানিয়া সঙ্কোচের সহিত হাসিলেন এবং গুরুকে জানাইলেন। গুরু অনুমতি দিয়া বলিলেন, তোমাদের সুন্দর মুখ দেখাইয়া সকলের নয়ন সার্থক কর ॥২১৮॥

চৌ—মুনি পদ কমল বন্দি দোউ ভ্রাতা। চলে লোক লোচন সুখ দাতা ॥
বালক বৃন্দ দেখি অতি সোভা। লগে সঙ্গ লোচন মনু লোভা ॥১॥
পীত বসন পরিকর কটি ভাথা। চারু চাপ সর সোহত হাথা ॥
তন অনুহরত সুচন্দন খোরী। স্যামল গৌর মনোহর জোরী ॥২॥
কেহরি কন্ধর বাহু বিসালা। উর অতি রুচির নাগমনি মালা ॥
সুভগ সোন সরসীরুহ লোচন। বদন ময়ঙ্ক তাপত্রয় মোচন ॥৩॥
কানন্হি কনক ফুল ছবি দেহীঁ। চিতবত চিতহি চোরি জনু লেহী ॥
চিতবনি চারু ভৃকুটি বর বাঁকী। তিলক রেখ সোভা জনু চাঁকী ॥৪॥
দোহা— রুচির চৌতনীঁ সুভগ সির মেচক কুঞ্চিত কেস।
নখ সিখ সুন্দর বন্ধু দোউ সোভা সকল সুদেস ॥২১৯॥

বাংলা অর্থ—লগে সঙ্গ—সঙ্গ লইল ; কটি পরিকর—কটিবন্ধ ; ভাথা—তূণীর ; খারী—চন্দনের তিলক ; জোরী—যুগ্ম ; কেশরী কন্ধর—সিংহ-গ্রীবা ; নাগমণি—গজ-মুক্তা ; ময়ঙ্ক—চন্দ্র ; চিতবত—দেখিলেই ; চিতবনি—দৃষ্টি ; বাঁকী ভ্রূকুটি—বাঁকা ভ্রূ চাঁকী—ছাপ ; চৌতনী—চৌ-কোণা টুপি ; মেচক—কৃষ্ণবর্ণ ; সুদেশ—সর্ব্বাঙ্গ ; সিখ—শিখা ;

(চৌ—১-৪ দো—২১৯)

চৌ—মুনির চরণ-পদ্ম বন্দি দুই ভ্রাতা। চলিলেন জনগণ-নেত্র-সুখদাতা ॥
বালকের দল যত হেরি চারু শোভা। দু'জনার সঙ্গ নিল আঁখি-মনোলোভা ॥১
পরিধানে পীতবস্ত্র কটি-পরিকর। দোঁহা হস্তে মনোহর শোভে ধনুঃশর ॥
চন্দন-চর্চ্চিত-তনু বর্ণ অনুসার। যুগল শ্যামল গৌর সুচারু আকার ॥২॥
দোঁহার বিশাল বাহু কেশরি-কন্ধর। গজ-মতি-মালা শোভে চারু বক্ষ'পর ॥
শ্রবণ ইন্দ্রিয় চারু কমল-লোচন। বদন চন্দ্রমা-সম ত্রিতাপ-মোচন ॥৩॥
কর্ণ-যুগে কর্ণফুল চারু শোভা ধরে। দর্শকজনের চিত্ত যেন চুরি করে ॥
ভ্রূ-যুগল মনোহর ধনু-সম বাঁকা। বিদ্যুতের সম ভালে তিলক যে আঁকা ॥৪

দোহা— উষ্ণীষ সুন্দর শিরে মনোহর কৃষ্ণগুচ্ছ কুঞ্চিত কেশের।
আপাদ-মস্তক দুই ভ্রাতৃবরে শোভা ধরে সকল অঙ্গের ॥২১৯॥

সারমর্ম—পীতবাস-পরিহিত দুই ভাই মুনির চরণে প্রণাম করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া চলিলেন। ইঁহাদের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বালকেরা তাঁহাদের সহিত চলিতে লাগিল। ইঁহাদের রূপ দেখিয়া মনে হইল যেন ইঁহারা সকলের মন-প্রাণ হরণ করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারাই যেন সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্যের আধার ॥২১৯॥

চৌ—দেখন নগরু ভূপসুত আএ। সমাচার পুরবাসিন্হ পাএ ॥
ধাএ ধাম কাম সব ত্যাগী। মনহুঁ রঙ্ক নিধি লূটন লাগী ॥১॥
নিরখি সহজ সুন্দর দৌউ ভাঈ। হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাঈ ॥
জুবতীঁ ভবন ঝরোখন্হি লাগীঁ। নিরখহিঁ রাম রূপ অনুরাগীঁ ॥২॥
কহহিঁ পরসপর বচন সপ্রীতী। সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জীতী ॥
সুর নর অসুর নাগ মুনি মাহীঁ। সোভা অসি কহুঁ সুনিঅতি নাহীঁ ॥৩॥
বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী। বিকট বেষ মুখ পঞ্চ পুরারী ॥
অপর দেউ অস কোউ ন আহী। যহ ছবি সখী পটতরিঅ জাহী ॥৪॥

দোহা— বয় কিসোর সুষমা সদন স্যাম গৌর সুখ ধাম।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিঅহিঁ কোটি কোটি সত কাম ॥২২০॥

বাংলা অর্থ—রঙ্ক—দরিদ্র ; ভবন ঝরোখন্হি—বাড়ীর খোলা বারাণ্ডা ; জীতী—জয় করিয়া লইয়াছেল ; সুনিয়তি নাহী—শ্রুত হয় নাই ; পটতরিঅ জাহী—তুলনা করা যায় ; বারিঅহি—হার মানায় ; (চৌ—১-৪ ; দো—২২০)

চৌ—পুর-দরশনে যবে নৃপসুত যায়। পুরবাসী সর্ব্বজন সমাচার পায়॥
গৃহ-কর্ম্ম সব ত্যজি' দোঁহা পানে ধায়। বুঝি বা নির্ধন ধন লুটিবারে যায়॥১
নিরখিয়া দুই ভা'য়ে সহজ সুন্দর। দিব্যসুখ লভে সবে আঁখি-সুখকর॥
বাতায়ন-ছিদ্র-পথে তরুণীরা ঘরে। নিরখিল রাম-রূপ অনুরাগ-ভরে॥২॥
কহে পরস্পর তারা সপ্রেম-বচনে। কোটি কাম-ছবি জিনে সখি! এ দু'জনে॥
দেবতা, অসুর, নর তথা নাগ, মুনি। কারো মাঝে এ শোভার উপমা না শুনি॥৩
বিষ্ণু চতুর্ভুজ ধরে, ব্রহ্মা মুখ চারি। পঞ্চমুখ উগ্র বেশ ধরে ত্রিপুরারি॥
কেবা হেন আছে বল অপর দেবতা। যার সাথে ইঁহাদের রূপের সমতা?॥৪

দোহা— বয়সে কিশোর সুষমা-সদন শ্যাম গৌর দোঁহা সুখ-ধাম।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে করেছে বরণ যেন শত শত কোটি কাম॥২২০॥

সারমর্ম্ম—দুই রাজপুত্র নগর দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পুরবাসীরা চক্ষু সার্থক করিবার জন্য তাহাদের ঘর-সংসার ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুত্রদ্বয়কে দেখিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিল। যুবতীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইঁহাদের সৌন্দর্য্যের সহিত কোটি কামদেব এবং দেবতাদিগের সৌন্দর্য্যের তুলনা করা যায় না ॥২২০॥

চৌ—কহহু সখী অস কো তনুধারী। জো ন মোহ যহ রূপ নিহারী॥
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদু বানী। জো মৈঁ সুনা সো সুনহু সয়ানী॥১॥
এ দোউ দসরথ কে ঢোটা। বাল মরালন্হি কে কল জোটা॥
মুনি কৌসিক মখ কে রখবারে। জিন্হ রন অজির নিসাচর মারে॥২॥
স্যাম গাত কল কঞ্জ বিলোচন। জো মারীচ সুভুজ মদু মোচন॥
কৌসল্যা সুত সো সুখ খানা। নামু রামু ধনু সায়ক পানী॥৩॥
গৌর কিসোর বেষু বর কাছেঁ। কর সর চাপ রাম কে পাছেঁ॥
লছিমনু নামু রাম লঘু ভ্রাতা। সুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা॥৪॥

দোহা— বিপ্রকাজু করি বন্ধু দোউ মগ মুনিবধূ উধারি।
আএ দেখন চাপমখ সুনি হরষীঁ সব নারি॥২২১॥

বাংলা অর্থ—ঢোটা—পুত্র; কল জোটা—সুন্দর যুগ্ম; কাছে—ধারণ করা আছে; উধারি—উদ্ধার করিয়া; চাপমখ—ধনুর্যজ্ঞ; (চৌ-১-৪, দো-২২১)

চৌ—কহ সখি! কেবা রহে হেন তনুধারী। যার নাহি হয় মোহ এ রূপ নেহারি॥
কোন সখি প্রেমে কহে বাণী সুমধুরা। আমি যা' শুনেছি তাহা শুনহ চতুরা॥১
দুই জন দশরথ-তনয় জানিবে। তরুণ মরাল চারু যুগলে হেরিবে॥
বিশ্বামিত্র মুনি-কৃত যাগের রক্ষক। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই জন রাক্ষস-ঘাতক॥২॥
সুন্দর সুঠাম-তনু কমল-নয়ন। মারীচ-সুবাহু-মদ করয়ে ভঞ্জন॥
কৌশল্যা-তনয় তিনি সুখের আকর। রাম নামে খ্যাত যিনি ধনুর্ব্বাণ-ধর॥৩

কিশোর বরণ গৌর চারু কেশ-ধর। রামের পশ্চাতে চলে ধনুর্ব্বাণ-কর ॥
লক্ষ্মণ উঁহার নাম উনি ছোট ভ্রাতা। শুন সখি! সুমিত্রা যে হন ও র মাতা ॥৪

দোহা— বিপ্র কাজ সারি ভাই দুই জন পথি-মাঝে বিপ্র-বধূ উদ্ধারিল।
হেথা ধনুর্যজ্ঞ আসে হেরিবারে নারীরা শুনিয়া হরষে ভরিল ॥২২১

সারমর্ম্ম—সখীরা বলাবলি করিতে লাগিল, দেহধারী এমন কেহ নাই, যাঁহারা ইঁহাদের রূপে আকৃষ্ট না হইয়া পারে। এই দুই রাজপুত্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-রক্ষাকারী। ইঁহারা অজেয় রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়াছেন এবং অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া এখানে ধনুক যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা এই সকল কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইল ॥২২১॥

চৌ—দেখি রাম ছবি কোউ এক কহঈ। জোগু জানকিহি যহ বরু অহঈ ॥
জৌঁ সখি ইন্‌হহি দেখ নরনাহূ। পন পরিহরি হঠি করই বিবাহূ ॥১॥
কোউ কহ এ ভূপতি পহিচানে। মুনি সমেত সাদর সনমানে ॥
সখি পরন্তু পনু রাউ ন তজঈ। বিধি বস হঠি অবিবেকহি ভজঈ ॥২॥
কোউ কহ জৌঁ ভল অহই বিধাতা। সব কহঁ সুনিঅ উচিত ফল দাতা ॥
তৌ জানকিহি মিলিহি বরু এহূ। নাহিন আলি ইহাঁ সন্দেহূ ॥৩॥
জৌঁ বিধি বস অস বনৈ সঞ্জোগূ। তৌ কৃতকৃত্য হোই সব লোগূ ॥
সখি হমরেঁ আরতি অতি তাতেঁ। কবহুঁক এ আবহিঁ এহি নাতেঁ ॥৪॥

দোহা— নাহিঁ ত হম কহুঁ সুনহু সখি ইন্‌হ কর দরসনু দূরি।
যহ সংঘটু তব হোই জব পুন্য পুরাকৃত ভূরি ॥২২২॥

বাংলা অর্থ—কোউ এক—কোন একজন; জোগু—যোগ্য; অহই—আছে; হঠি—হঠতা-পূর্ব্বক; এ—ইহাকে; সনমানে—সম্মান করিলেন; ভজঈ—ভজনা করিয়াছে; সুনিঅ—শ্রুত হয়; আলি—সখী; জৌ....তৌ—যদি....তবে; আরতি—ঔৎসুক্য; এহি নাতে—এই সম্বন্ধ আশ্রয়ে; কবহুক—কখনও; হম কহুঁ—আমাদের; সংঘটু—সংগঠন, সংযোগ; পুরাকৃত—পূর্ব্ব-জন্মকৃত; (চৌ- ১-৪, দো-২২২)

চৌ—হেরি রাম-রূপ কহে নারী অন্যজন। জানকীর যোগ্য বর ইনি ধ্রুব হন ॥
হেন রূপ যদি নরনাথ দেখিতেন। ত্যজি' পণ এর সাথে বিবাহ দিতেন ॥১॥
কেহ বলে নৃপ-সনে পূর্ব্ব পরিচয়ে। মুনি-সাথে যত্নে নৃপ মান প্রদর্শয়ে ॥
পরন্তু হে সখি। রাজা পণ না ত্যজিবে। হঠকারী বিধি-বশে বুদ্ধি পাশরিবে ॥২
কেহ কন যদি হন কুশলী বিধাতা। জনশ্রুতি মতে তিনি যোগ্য ফলদাতা ॥
তা'হলে সীতার বর এ হবে নিশ্চয়। জান সখি! ইথে কোন নাহিক সংশয় ॥৩
ঘ'টে যায় বিধিবশে যদি এ মিলন। কৃতার্থ হইবে তবে জেনো সর্ব্বজন ॥
সখি ইথে ব্যাকুলিত করে মম মন। এ-প্রসঙ্গে হইয়াছে এঁর আগমন ॥৪॥

দোহা— নহিলে মোদের শুনহ হে সখি! সুদূরে ইঁহার দরশন।
পুণ্য যদি থাকে পূর্ব্ব-কর্ম্ম-জাত তবে হবে এই সংঘটন ॥২২২॥

সারমর্ম্ম—রামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সখীরা নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল। সকলেই একমত যে, রামচন্দ্রই জানকীর উপযুক্ত বর। অনেকে বলিতে লাগিল—রাজা যদি আগে ইঁহাকে দেখিতেন, তাহ'লে হয়ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ইঁহার সহিত জানকীর বিবাহ দিতেন। কেহ বলিল—বিধাতা সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন; রামচন্দ্রের সহিত জানকীর বিবাহ দিয়া তিনি আমাদেরও মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন ॥২২২॥

চৌ—বোলী অপর কহেহু সখি নীকা। এহিঁ বিআহ অতি হিত সবহী কা ॥
কোউ কহ সঙ্কর চাপ কঠোরা। এ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা ॥১॥
সব অসমঞ্জস অহই সয়ানী। যহ সুনি অপর কহই মৃদু বানী ॥
সখি ইন্‌হ কহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ। বড় প্রভাউ দেখত লঘু অহহী ॥২
পরসি জাসু পদ পঙ্কজ ধূরী। তরী অহল্যা কৃত অঘ ভূরী ॥
সো কি রহিহি বিনু সিবধনু তোরে। যহ প্রতীতি পরিহরিঅ ন ভোরেঁ ॥৩
জেহিঁ বিরঞ্চি রচি সীয় সঁবারী। তেহিঁ স্যামল বরু রচেউ বিচারী ॥
তাসু বচন সুনি সব হরষানী। ঐসেই হোউ কহহিঁ মৃদু বানী ॥৪॥

দোহা— হিয়ঁ হরষহিঁ বরষহিঁ সুমন সুমুখি সুলোচনি বৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ তহঁ তহঁ পরমানন্দ ॥২২৩॥

বাংলা অর্থ—বোলী—বলিলেন; এ—এই; ইন্‌হ কহঁ—ইহাদের; তরী—তরিয়া গিয়াছে; বিনু তোরে—না ভাঙ্গিয়া; ভোরেঁ—ভুলিয়াও; হোউ—হউক: সুলোচনি বৃন্দ—সুন্দরনয়না স্ত্রীগণ; জাহি—যায়; (চৌ—১৪; দো—২২৩)

চৌ—অন্যে কহে ওহে সখি! কহ যথোচিত। এ বিবাহ সবাকার আনি দিবে হিত ॥
কেহ বলে শঙ্করের ধনুক কঠোর। এ যে অতি মৃদু তনু শ্যামল কিশোর ॥১
সামঞ্জস্য-হীন হ'ল সব হে চতুরে। ইহা শুনি আন নারী কহে মৃদু স্বরে ॥
ইঁহার বিষয়ে সখি! লোক-মুখে রটে। যদিও দেখিতে শিশু, এ' বড় দাপটে ॥২
যার পাদ-পদ্ম-রেণু পরশন করি। পাপিষ্ঠা অহল্যা গেল পাপ হ'তে তরি ॥
সে কি হর-ধনু হেন ভাঙ্গিতে নারিবে?। ভুলেও সংশয় ইথে মনে না রাখিবে ॥৩
যে বিধি সুন্দরী করি, গড়িল সীতারে। সৃজিল শ্যামল বর সে নিজ বিচারে ॥
শুনি সবে হরষিত তাহার বচন। 'তাই যেন হয়'—করে মৃদু উচ্চারণ ॥৪॥

দোহা— হরষ হৃদয়ে পুষ্প বরিষয়ে সুবদনী সুলোচনা-বৃন্দ।
যথা যথা যায় সেই দুই ভাই তথা তথা পরম আনন্দ ॥২২৩॥

সারমর্ম্ম—শিবের ধনুক অতিশয় শক্ত, এই ধনুক ভঙ্গ করা রামচন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর কিনা? তাহা ভাবিয়া অনেক সখী সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে বলিল, যাঁহার পাদ-স্পর্শে অহল্যার মত পাপী উদ্ধার পেয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই শিব-ধনু ভঙ্গ করিবেন। কেহ বলিল,

বিধাতা যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য দিয়া সীতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদুপযোগী বরও তিনি সৃষ্ট করিয়াছেন। "রামচন্দ্রই যেন সীতার বর" এই মনে করিয়া লইয়া পুর-নারীরা মনের আনন্দে পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল ॥২২৩॥

চৌ—পুর পূরব দিসি গে দোউ ভাঈ। জহঁ ধনুমখ হিত ভূমি বনাঈ ॥
অতি বিস্তার চারু গচ ঢারী। বিমল বেদিকা রুচির সঁবারী ॥১॥
চহুঁ দিসি কঞ্চন মঞ্চ বিসালা। রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা ॥
তেহি পাছেঁ সমীপ চহুঁ পাসা। অপর মঞ্চ মণ্ডলী বিলাসা ॥২॥
কছুক উঁচি সব ভাঁতি সুহাঈ। বৈঠহিঁ নগর লোগ জহঁ জাঈ ॥
তিন্হ কে নিকট বিসাল সুহাএ। ধবল ধাম বহুবরন বনাএ ॥৩॥
জহঁ বৈঠেঁ দেখহিঁ সব নারী। জথাজোগু নিজ কুল অনুহারী ॥
পুর বালক কহি কহি মৃদু বচনা। সাদর প্রভুহি দেখাবহিঁ রচনা ॥৪॥

দোহা— সব সিসু এহি মিস প্রেমবস পরসি মনোহর গাত।
তন পুলকহি অতি হরষু হিয়ঁ দেখি দেখি দোউ ভ্রাত ॥২২৪॥

বাংলা অর্থ—ভূমি—রঙ্গভূমি ; গচ—অঙ্গন ; সঁবারী—সজ্জিত হইয়াছে ; কঞ্চন মঞ্চ—স্বর্ণনির্ম্মিত মঞ্চ ; মণ্ডলী—মণ্ডলাকৃতি ; বিলাসা—শোভিত হইয়াছিল ; বৈঠেঁ দেখহিঁ—বসিয়া দেখিবেন ; মিস-ছলে ; ঢারী-সমতল করা হইয়াছে ; (চৌ১-৪ দো-২২৪)

চৌ—পুর হতে পূর্ব্বদিকে দুই ভাই যায়। ধনু-যজ্ঞ-তরে ভূমি রচিত সেথায় ॥
চারু সুবিস্তার ঢালু বাঁধানো অঙ্গনে। বিমল বেদিকা শোভে রুচির গঠনে ॥১
চারি ভিতে কাঞ্চনের মঞ্চ সুবিশাল। যার পরে বসিবেন যত মহীপাল ॥
তাহার পশ্চাতে চারি পাশে কাছে কাছে। গোলাকার মঞ্চ এক সুশোভিত আছে॥২
চারিদিকে মনোহর কিছু উঁচু যেথা। নাগরিক যত সব বসিবেক সেথা ॥
তাহার নিকটে অতি বিশাল সুন্দর। বহু-বর্ণ-শ্বেত-গৃহ শোভে মনোহর ॥৩
যেখানে বসিবে সব নারী দেখিবারে। যথাযোগ্য নিজ নিজ কুল-অনুসারে ॥
পুরের বালক যত কহি মৃদু-স্বরে। প্রভুরে রচনা সব দেখায় সাদরে ॥৪॥

দোহা— হেন ছল ধরি শিশু প্রেম-বশ পরশিল সবে চারু কায়ে।
তনু পুলকিত হিয়া হরষিত পুনঃ পুনঃ হেরি দুই ভা'য়ে ॥২২৪॥

সারমর্ম্ম—ধনুক-যজ্ঞ দেখিবার জন্য রাজাদের পুরনারীদের, পুরবাসীদের, পুর-বালকদের কুল-শীল অনুযায়ী বসিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণ যজ্ঞস্থলে গেলে বালকেরা সেই সুযোগে তাঁহাদের সুন্দর শরীর স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিল ॥২২৪॥

চৌ—সিসু সব রাম প্রেমবস জানে। প্রীতি সমেত নিকেত বখানে ॥
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বোলাঈ। সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাঈ ॥১॥

রাম দেখাবহিঁ অনুজহি রচনা। কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা॥
লব নিমেষ মহুঁ ভুবন নিকায়া। রচই জাসু অনুসাসন মায়া॥২॥
ভগতি হেতু সোই দীনদয়ালা। চিতবত চকিত ধনুষ মখসালা॥
কৌতুক দেখি চলে গুরু পাহীঁ। জানি বিলম্বু ত্রাস মন মাহীঁ॥৩॥
জাসু ত্রাস ডর কহুঁ ডর হোঈ। ভজন প্রভাউ দেখাবত সোঈ॥
কহি বাতেঁ মৃদু মধুর সুহাঈ। কিএ বিদা বালক বরিআঈঁ॥৪॥
দোহা— সভয় সপ্রেম বিনীত অতি সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুর পদ পঙ্কজ নাই সির বৈঠে আয়সু পাই॥২২৫॥

বাংলা অর্থ—জানৈ—জানিয়া; বখানে—প্রশংসা করিলেন; রচনা—গৃহ নির্মাণ; লব নিমেষ—পলকের চতুর্থাংশ সময়; চিতবত—দেখিতে লাগিলেন; ডর কহুঁ—ভয়েরও; প্রভাউ—প্রভাবে; বরিআঈ—জোর করিয়া; নাই—নত করিয়া;
(চৌ—১-৪; দো—২২৫)

চৌ—বালক সকলে জানি দোঁহে প্রীতিমান্। প্রীতি-ভরে করিলেন গৃহের বাখান॥
তারা নিজ রুচিমত ডাকি, ডাকি, বলে। প্রীতি-ভরে দুই ভাই পিছু পিছু চলে॥১
অনুজেরে যজ্ঞভুমি করে প্রদর্শন। রাম কহি মনোহর মধুর বচন॥
যাহার নির্দ্দেশে মায়া করিছে রচন। নিমেষের সিকি ভাগে অনন্ত ভুবন॥২॥
ভক্তিভরে সেই ক্ষণে সে দীন-দয়াল। চমকিত হ'য়ে হেরে ধনুর্যজ্ঞশাল॥
বিচিত্র রচনা হেরি, চলে গুরু-পাশ। পাছে গুরু চিন্তে, তা'র উপজে তরাস॥৩
যাঁহার তরাসে ভয়ে ভয় উপজয়। শ্রদ্ধার প্রভাব সেই করে অভিনয়॥
মধুর সুন্দর মৃদু বচন কহিয়া। শিশু-গণে দেন ত্বরা বিদায় করিয়া॥৪॥
দোহা— সভয় বিনীত প্রেম-বিগলিত দুটি ভাই সঙ্কুচিত হ'য়ে।
গুরু-পাদ-পদ্মে শির করি নত বসিলেন পার্শ্বে আজ্ঞা ল'য়ে॥২২৫॥

সারমর্ম—যাঁহার ইচ্ছায় নিমেষ-মধ্যে মায়াময় পৃথিবী রচনা হয়, সেই রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যজ্ঞস্থলের গঠন-প্রণালী দেখাইতেছিলেন। ভক্তের জন্য ভগবান তন্ময় হইয়া ধনুক-যজ্ঞশালা দেখাইতেছিলেন। পুর-বালকগণ যাহারা রামচন্দ্রকে অনুসরণ করিতেছিল; তিনি মধুর বাক্যে তাহাদের বিদায় দিয়া গুরুর নিকট প্রস্থান করিলেন॥২২৫॥

চৌ—নিসি প্রবেস মুনি আয়সু দীন্হা। সবহীঁ সন্ধ্যাবন্দনু কীন্হা॥
কহত কথা ইতিহাস পুরানী। রুচির রজনি জুগ জাম সিরানী॥১॥
মুনিবর সয়ন কীন্হি তব জাঈ। লগে চরন চাপন দোউ ভাঈ॥
জিন্হ কে চরন সরোরুহ লাগী। করত বিবিধ জপ জোগ বিরাগী॥২॥
তেই দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে। গুর পদ কমল পলোটত প্রীতে॥
বার বার মুনি অগ্যা দীন্হী। রঘুবর জাই সয়ন তব কীন্হী॥২॥

চাপত চরন লখনু উর লাএঁ। সভয় সপ্রেম পরম সচু পাএ॥
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু তাতা। পৌঢ়ে ধরি উর পদ জলজাতা॥৪॥
দোহা— উঠে লখনু নিসি বিগত সুনি অরুনসিখা ধুনি কান।
গুর তেঁ পহিলেহিঁ জগতপতি জাগে রামু সুজান॥২২৬॥

বাংলা অর্থ—কহত কথা—কথা কহিতে কহিতে; সিরানী—শেষ হইল; জুগ—যুগ্ম; চরন চাপন লগে—পা টিপিতে লাগিলেন; বিরাগী—বৈরাগ্যবান্ পুরুষ; প্রেম জীতে—প্রেম দ্বারা জিত হইয়া; পলোটত—সংবাহন করিতেছেন; সচু পাঁয়ে—সঙ্কুচিত হইয়া; সোবহু—নিদ্রা যাও; পৌঢ়ে—সুপ্ত হইলেন; পদজলজাতা—পাদপদ্ম; অরুন সিখা—রক্তবর্ণ ঝুঁটিবিশিষ্ট মোরগ; ধুনি—ধ্বনি; পহিলেহিঁ—পূর্ব্বেই;

(চৌ—১-৪; দো—২২৬)

চৌ—প্রদোষ-আগমে মুনি দিলেন আদেশ। সন্ধ্যা-তরে কর এবে মানস-নিবেশ॥
পুরাণ-কাহিনী মুনি করেন বর্ণিত। রজনীর যাম-দ্বয় হইল অতীত॥১॥
করিলেন মুনি গিয়া শয়ন তখন॥ দুই ভাই করিলেন পদ-সংবাহন॥
যাঁদের চরণ-পদ্ম পাইবার তরে। বিরাগী সুজন যোগ, জপ, তপ করে॥২॥
প্রেম-জিত যেন সেই ভাই দুইজন। প্রীত মনে সেবা করে গুরুর চরণ॥
বার বার ক'রে যবে মুনি আজ্ঞা দান। তাঁহারা তখন হ'ন শয্যায় শয়ান॥৩॥
লক্ষ্মণ হৃদয়ে ধরি প্রভুর চরণ। সভয়ে সপ্রেমে করে পাদ-সংবাহন॥
শয়ন করহ তাত! প্রভু যে কহিল। পাদ-পদ্ম হৃদে ধরি শায়িত হইল॥৪॥
দোহা— কুক্কুটের ডাক নিশা-অবসানে কানে শুনি উঠেন লক্ষ্মণ।
গুরু হ'তে আগে ত্রিভুবন-পতি রাম নিজে জাগরিত হ'ন॥২২৬॥

সারমর্ম্ম—সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপন করিয়া দুই প্রহর পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। তাহার পর মুনিবর শয়ন করিলেন। দুই ভাই গুরুর পাদ-পদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। পরে গুরুর আজ্ঞায় তাঁহারা শয়ন করিতে গেলেন॥২২৬॥

চৌ—সকল সৌচ করি জাই নহাএ। নিত্য নিবাহি মুনিহি সির নাএ॥
সময় জানি গুর আয়সু পাঈ। লেন প্রসূন চলে দোউ ভাঈ॥১॥
ভূপ বাগু বর দেখেউ জাঈ। জহঁ বসন্ত রিতু রহী লোভাঈ॥
লাগে বিটপ মনোহর নানা। বরন বরন বর বেলি বিতানা॥২॥
নব পল্লব ফল সুমন সুহাএ। নিজ সম্পতি সুর রূখ লজাএ॥
চাতক কোকিল কীর চকোরা। কূজত বিহগ নটত কল মোরা॥৩॥
মধ্য বাগ সরু সোহ সুহাবা। মনি সোপান বিচিত্র বনাবা॥
বিমল সলিলু সরসিজ বহুরঙ্গা। জলখগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা॥৪॥
দোহা— বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধু সমেত।
পরম রম্য আরামু যহু জো রামহি সুখ দেত॥২২৭॥

বাংলা অর্থ—সৌচ—শৌচক্রিয়া ; নহাএ—স্নান করিলেন ; নিত—নিত্যক্রিয়া ; নিবাহি—নির্ব্বাহ করিয়া ; প্রসূন—ফুল ; লেন চলে—লইতে চলিলেন ; বর বাগু—শ্রেষ্ঠ বাগান ; লোভাঈ—লুব্ধ হইয়া ; বেলি—বল্লী, লতা ; সুর রূখ—কল্পবৃক্ষ ; নিজ সংপতি—নিজ সম্পত্তি ; কীর—তোতা পাখী ; নটত—নাচিতে লাগিল ; কল মোরা—সুন্দর ময়ূর ; সরু—সরোবর ; সোহ—শোভা পাইল ; আরামু—আরাম বাটিকা ;

(চৌ—১-৪, দো—২২৭)

সীতাকে প্রথম দর্শন।

চৌ—শৌচ-ক্রিয়া সমাপিয়া করিলেন স্নান। নিত্যকর্ম্ম-শেষে করে মুনিরে প্রণাম ॥
যথাকালে নমি দোঁহা গুরু আজ্ঞা ল'ন। পুষ্পের চয়ন-তরে করেন গমন ॥১॥
রাজার উদ্যান চারু করি দরশন। হেরেন বসন্ত ঋতু মানস-মোহন ॥
বিরাজে উদ্যানে নানা বিটপী শোভন। লতার বিতান রাজে বিচিত্র বরণ ॥২॥
নবতরু পুষ্পে, ফলে, পল্লবে শোভিত। স্ব-সম্পদে কল্পবৃক্ষে করে সে লজ্জিত ॥
চাতক, কোকিল, তোতা, শুক, পিকগণ। ময়ূরের নৃত্য-তালে করিছে গুঞ্জন ॥৩
উদ্যান-মাঝারে শোভে চারু সরোবর। মণির সোপান তাহে বিচিত্র সুন্দর ॥
স্বচ্ছ জলে শোভে পদ্ম বিচিত্র বরণ। পক্ষীর কূজন চলে ভৃঙ্গের গুঞ্জন ॥৪॥
দোহা— উদ্যান তড়াগ প্রভু বিলোকিয়া ভ্রাতা সহ হ'ন হরষিত।
পরম সুন্দর আরাম-আধার রামে সব করে আনন্দিত ॥২২৭॥

সারমর্ম্ম—প্রভাতে উঠিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া নানারকম ফল, ফুল, বিচিত্র পক্ষি-শোভিত চিরবসন্ত বিরাজমান রাজার বাগানে তাঁহারা ফুল তুলিতে গেলেন। বাগানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ॥২২৭॥

চৌ—চহু দিসি চিতই পূঁছি মালীগন। লগে লেন দল ফূল মুদিত মন ॥
তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ। গিরিজা পূজন জননি পঠাঈ ॥১॥
সঙ্গ সখীঁ সব সুভগ সয়ানীঁ। গাবহিঁ গীত মনোহর বানীঁ ॥
সর সমীপ গিরিজা গৃহ সোহা। বরনি ন জাই দেখি মনু মোহা ॥২॥
মজ্জনু করি সর সখিন্হ সমেতা। গঈ মুদিত মন গৌরি নিকেতা ॥
পূজা কীন্হি অধিক অনুরাগা। নিজ অনুরূপ সুভগ বরু মাগা ॥৩॥
এক সখী সিয় সঙ্গু বিহাঈ। গঈ রহী দেখন ফুলবাঈ ॥
তেহিঁ দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ। প্রেম বিবস সীতা পহিঁ আঈ ॥৪॥
দোহা— তাসু দসা দেখী সখিন্হ পুলক গাত জলু নৈন।
কহু কারনু নিজ হরষ কর পূছহিঁ সব মৃদু বৈন ॥২২৮॥

বাংলা অর্থ—সুভগ—সুন্দর ; সয়ানী—বুদ্ধিমতী ; বিহাঈ—ত্যাগ করিয়া ; ফূলবাঈ—ফুল-বাটিকা ; নৈন—নয়ন ; হরষ কর—হর্ষের ; বৈন—বচন।

(চৌ—১-৪ ; দো—২২৮)

চৌ—চারি ভিতে হেরি তথা পুছি মালিগণে। চয়ন করেন পুষ্প দোঁহা হৃষ্ট-মনে ॥
সেই অবসরে সীতা তথা পঁহুচান। গিরিজা-পূজন-তরে জননী পাঠান ॥২॥
সঙ্গে ছিল সখী সব সুন্দরী চতুর। গায় সবে মনোহর গীত সুমধুর ॥
সরোবর-তটে শোভে গিরিজা-ভবন। বর্ণনে না যায় তাহা মানস-মোহন ॥২
সরোবরে অবগাহি সহ সখিগণ গেলেন মুদিত সীতা পার্ব্বতী-ভবন ॥
পূজা শেষ করি, সীতা অতি অনুরাগে। নিজ অনুরূপ বর মনোহর মাগে ॥৩
এক সখী সীতা-সঙ্গ ত্যজিয়া চলিল। পুষ্পোদ্যান হেরিবারে কৌতুকী হইল ॥
হেনকালে দুই ভা'য়ে বিলোকিয়া সেথা। প্রেমেতে বিবশ ধায় সীতা রহে যথা ॥৪

দোহা— তাহার সে দশা হেরি, সখিগণ পুলকিত সজল-নয়নে।
কহ গো, কারণ কেন হরষিত পুছেন সবে মৃদু বচনে ॥২২৮॥

সারমর্ম্ম—দুই ভাই ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় সীতাও পার্ব্বতীর পূজার জন্য ফুল তুলিতে আসিলেন। সরোবরে স্নান করিয়া সীতাদেবী পার্ব্বতী-মন্দিরে গিয়া ভক্তি-ভরে পূজা করিলেন এবং নিজের পছন্দমত বর চাহিলেন। ॥২২৮॥

চৌ—দেখন বাগু কুঅঁর দুই আএ। বয় কিসোর সব ভাঁতি সুহাএ ॥
স্যাম গৌর কিমি কহৌঁ বখানী। গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বানী ॥১॥
সুনি হরষীঁ সব সখীঁ সয়ানী। সিয় হিয়ঁ অতি উতকণ্ঠা জানী ॥
এক কহই নৃপসুত তেই আলী। সুনে জে মুনি সঙ্গ আএ কালী ॥২॥
জিন্হ নিজ রূপ মোহনী ডারী। কীন্হে স্ববস নগর নর নারী ॥
বরনত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ। অবসি দেখিঅহিঁ দেখন জোগূ ॥৩॥
তাসু বচন অতি সিয়হি সোহানে। দরস লাগি লোচন অকুলানে ॥
চলী অগ্র করি প্রিয় সখি সোঈ। প্রীতি পুরাতন লখই ন কোঈ ॥৪॥

দোহা— সুমিরি সীয় নারদ বচন উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিসি জনু সিসু মৃগী সভীত ॥২২৯॥

বাংলা অর্থ—কুঁঅর—কুমার; কালী—গতকল্য; ডারী—বিস্তার করিয়া; দেখি আহি—দেখিবেই; সোহানে—ভাল লাগিল; অকুলানে—আকুল হইল; লখই ন—দেখিল না; উপজী—জন্মিল; (চৌ—১-৪; দো—২২৯)

চৌ—বলে—বাগিচায় হেরি কুমার দু'জন। বয়সে কিশোর দোঁহা মানস-মোহন ॥
শ্যামল ও গৌর দোঁহা কেমনে বাখানি। নয়ন বচন-হীন, নেত্রহীন বাণী ॥১॥
শুনি তদা সীতা-চিত্ত অতি উৎকণ্ঠিত। সকল চতুরা সখী হ'ন হরষিত ॥
একে কহে ওহে সখি! নৃপতি-নন্দন। কাল মুনি সনে হেথা সমাগত হ'ন ॥২
দু'জনা' আপন রূপ-মহিমা বিস্তারি'। আনেন স্ববশে যত পুর-নরনারী ॥
দোঁহাকার শোভা সবে করিছে বর্ণন। দেখিবার যোগ্য বটে সুচারু-দর্শন ॥৩

সীতা-কর্ণে সে বচন মধুর লাগিল। দরশন লাগি' আঁখি আকুল হইল ॥
প্রিয় সখী ল'য়ে সীতা হেরিতে চলিল। চিরন্তন প্রেম কিন্তু কেহ না বুঝিল ॥৪
দোহা— নারদ বচন স্মরিয়া সীতার উপজিল প্রীতি সুপাবন।
শিশু-মৃগী-সম চকিত হৃদয়ে সব দিক্ করে নিরীক্ষণ ॥২২৯॥

সারমর্ম্ম—দুই রাজকুমার বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আনন্দে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইঁহাদের সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া সীতা তাঁহাদের দেখার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পূর্ব্বজন্মে রাম-সীতার মধ্যে যে প্রেম ছিল, তাহা কেহই জানিত না। নারদ সীতাকে বলিয়াছিলেন এই বাগানেই তোমার সহিত রামচন্দ্রের দেখা হইবে। একদা সেই কথা সীতার মনে হওয়ায় তিনি প্রেম-ভরে ব্যাকুল হইয়া চারিদ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ॥২২৯॥

চৌ—কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর ধুনি সুনি। কহত লখন সন রামু হৃদয়ঁ গুনি ॥
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্হী। মনসা বিস্ব বিজয় কহঁ কীন্হী ॥১॥
অস কহি ফিরি চিতএ তেহি ওরা। সিয় মুখ সসি ভএ নয়ন চকোরা ॥
ভএ বিলোচন চারু অচঞ্চল। মনহুঁ সকুচি নিমি* তজে দিগঞ্চল ॥২॥
দেখি সীয় সোভা সুখু পাবা। হৃদয়ঁ সরাহত বচনু ন আবা ॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাঈ। বিরচি বিস্ব কহঁ প্রগটি দেখাঈ ॥৩॥
সুন্দরতা কহুঁ সুন্দর করঈ। ছবিগৃহঁ দীপসিখা জনু বরঈ ॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী। কেহিঁ পটতরৌঁ বিদেহকুমারী ॥৪॥
দোহা— সিয় সোভা হিয় বরনি প্রভু আপনি দসা বিচারি।
বোলে সুচি মন অনুজ সন বচন সময় অনুহারি ॥২৩০॥

বাংলা অর্থ—**মনসা**—ইচ্ছা; **চিতএ**—দেখিলেন; **ওরা**—দিকে; **বিলোচন**—চক্ষু; **সরাহত**—প্রশংসা করিতেছেন; **ন আবা**—আসিল না; **বরঈ**—প্রজ্বলিত হইতেছে; **রহে জুঠারী**—উচ্ছিষ্ট করিলেন; **পটতরৌ**—উপমা দিব; (চৌ—১-৪; দো—২৩০)

চৌ—কঙ্কন নূপুর ধ্বনি তখন শুনিয়া। লক্ষ্মণে কহেন রাম মনে বিচারিয়া ॥
মানি লও কামদেব দুন্দুভি বাজান। মনে যেন বিশ্বজয় করিবারে চান ॥১॥
কহি' রাম সেইদিকে দৃষ্টি দানিলেন। নয়ন-চকোর মুখ-শশী হেরিলেন ॥
সুচারু নয়ন-যুগ নিশ্চল হইল। নিমি যেন সসঙ্কোচে পলক ত্যজিল ॥২॥

---

* পৌরাণিক কথা এই যে নিমি সকলের পলকে বিরাজমান থাকিয়া অহরহ মানুষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যখন রাম সীতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন তখন রাম-সীতার দৃষ্টি বিনিময় ব্যাপারে নিমি স্বভূমি পলক ত্যজিয়া রাম-সীতার প্রেম বিনিময়ে সঙ্কোচক্ষেত্র পরিহার করিলেন বলিয়া কবি অনুমান করিতেছেন। নিমি স্বয়ং জনকের পূর্ব্ববর্তী বংশধর তাই এই সঙ্কোচ পরিহার ক্ষেত্র তিনি সাধন করিলেন।

সীতা-শোভা হেরি রাম সুখ লভে মনে। হৃদয়ে প্রশংসে রূপ, না কহি বচনে॥
একত্র সঞ্চিত করি' যত নিপুণতা। বিশ্ব-জনে দেখাইতে চাহেন বিধাতা ॥৩॥
সীতা-রূপ সুষমারে সুন্দরতা দিল। দীপ-শিখা ছবি-গৃহে যেন উজলিল ॥
কবির উপমা সব উচ্ছিষ্ট হইল। সীতার তুলনা বিশ্বে কিছু না রহিল ॥৪॥

দোহা— সীতা-রূপ চিন্তি' মনে মনে প্রভু নিজ-দশা করিয়া বিচার।
কহে শুচি চিতে অনুজের সনে বচন সময়-অনুসার ॥২৩০॥

সারমর্ম্ম—নূপুরের শব্দ শুনিয়া রাম ফিরিয়া তাকাইয়া সীতাকে দেখিতে পাইলেন ও পরস্পরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সীতাকে দেখিয়া রামচন্দ্র মনে চিন্তা করিলেন—বিধাতা যেন তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নিপুণতা দিয়া সীতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে লক্ষ্মণকে তিনি বলিলেন— ॥২৩০॥

চৌ—তাত জনকতনয়া যহ সোঈ। ধনুষজগ্য জেহি কারন হোঈ ॥
পূজন গৌরি সখীঁ লৈ আঈঁ। করত প্রকাসু ফিরই ফুলবাঈঁ ॥১॥
জাসু বিলোকি অলৌকিক সোভা। সহজ পুনীত মোর মনু ছোভা ॥
সো সব্ কারন জান বিধাতা। ফরকহিঁ সুভদ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা ॥২॥
রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ। মনু কুপন্থ পগু ধরই ন কাউ ॥
মোহি অতিসয় প্রতীতি মন কেরী। জেহি সপনেহুঁ পরনারি ন হেরী ॥৩
জিন্হ কৈ লহহিঁ রিপু রন পীঠী। নহিঁ পাবহিঁ পরতিয় মনু ডীঠী ॥
মঙ্গন লহহিঁ ন জিন্হ কৈ নাহী। তে নরবর থোরে জগ মাহীঁ ॥৪॥

দোহা— করত বতকহী অনুজ সন মন সিয় রূপ লোভান।
মুখ সরোজ মকরন্দ ছবি করই মধুপ ইব পান ॥২৩১॥

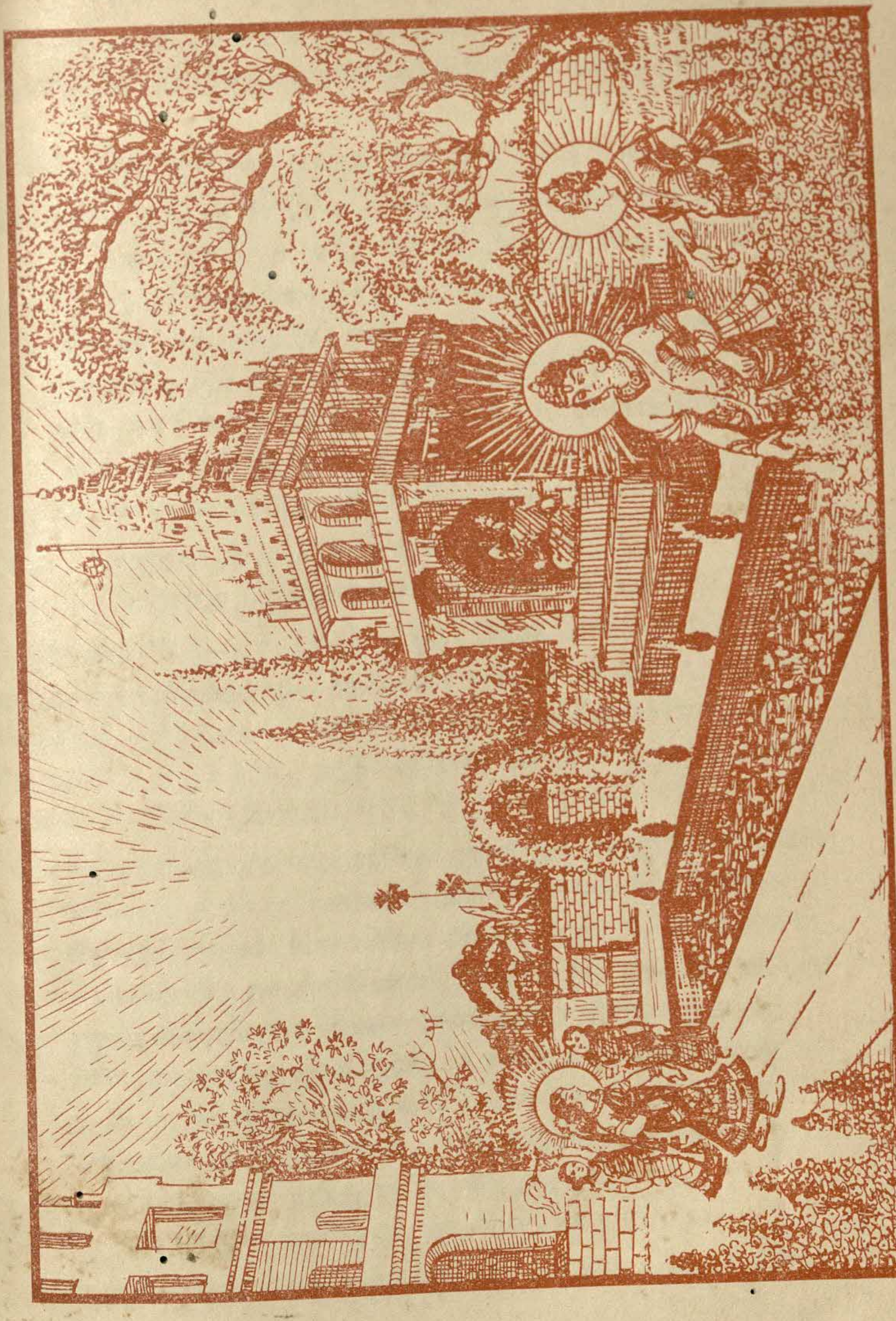
বাংলা অর্থ—**লই আঈ**—লইয়া আসিয়াছে; **প্রকাসু**—আলোক; **ফিরই**—ঘোরা ফিরা করিতেছে; **ছোভা**—ক্ষোভ হইল; **ফরকহি**—স্পন্দিত হইতেছে; **সুনু**—শুন; **পগু ধরই**—গমন করে; **মন কেরী**—মনের; **পীঠী**—পৃষ্ঠ; **ডীঠী**—দৃষ্টি; **মঙ্গন**—যাচক; **নাহীঁ**—অস্বীকৃতি; **বতকহী**—কথাবার্ত্তা; **লোভান**—লুব্ধ হইল;

(চৌ—১-৪; দো—২৩১)

চৌ—হে তাত! জনক-সুতা জানো ইনি হ'ন। ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত যাঁহার কারণ ॥
গৌরী-পূজা তরে হেথা বান্ধবী লইয়া। ফিরিছেন পুষ্পোদ্যানে রূপে উজলিয়া ॥১
অলৌকিক শোভা তার করি' বিলোকন। ক্ষুব্ধ হয় মম মন সহজ পাবন ॥
সে সব কারণ নিজে জানেন বিধাতা। স্পন্দিছে দক্ষিণ অঙ্গ শুন ওহে ভ্রাতা ॥২
সহজ স্বভাব হেন রঘুবংশ জনে। কুমার্গে গমন কভু নাহি আনে মনে ॥
এ প্রতীতি অতিশয় ধরে মম মন। স্বপ্নেও পরের নারী না চায় দর্শন ॥৩॥
শত্রুরে সে নাহি করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। পরস্ত্রী প্রসঙ্গে নাহি যার দৃষ্টি, মন ॥
প্রার্থী জনে না ফিরায় কভু সেই জন। ধরামাঝে বিচরেন হেন অল্পজন ॥৪॥

পুষ্প-বাটিকাতে শ্রীরাম-জানকী-দৃষ্টি-বিনিময়

"হে ভ্রাতঃ ! জনকসুতা জানো ইনি হ'ন। ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত যাঁহার কারণ ॥
গৌরীপূজা-তরে হেথা বান্ধবী লইয়া। ফিরিছেন পুষ্পোদ্যানে রূপে উজলিয়া।"



দোহা— কহিছেন কথা অনুজের সনে সীতা-রূপে তবু মানস লোলুপ।
আনন-কমল-মকরন্দ-ছবি পানে রত হ'ল যেমন মধুপ ॥২৩১॥

সারমর্ম—হে প্রিয়,—যিনি ফুলবাগান উজ্জ্বল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ইনিই সেই জনক-নন্দিনী; ইঁহার জন্যই ধনুক-যজ্ঞ হইতেছে। ইঁহার অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য দেখিয়া আমার পবিত্র মনও চঞ্চল হইয়াছে। আমি স্বপ্নেও কোন পর-স্ত্রী দেখি নাই। আমার শুভ অঙ্গের (দক্ষিণ অঙ্গ) স্পন্দন হইতেছে। ইহার কারণ বিধাতাই জানেন ॥২৩১॥

চৌ—চিতবতি চকিত চহূঁ দিসি সীতা। কহঁ গএ নৃপ কিসোর মনু চিন্তা ॥
জহঁ বিলোক মৃগ সাবক নৈনী। জনু তহঁ বরিস কমল সিত শ্রেনী ॥১॥
লতা ওট তব সখিন্হ লখাএ। স্যামল গৌর কিসোর সুহাএ ॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে। হরষে জনু নিজ নিধি পহিচানে ॥২॥
থকে নয়ন রঘুপতি ছবি দেখেঁ। পলকন্হিহূঁ পরিহরীঁ নিমেষেঁ ॥
অধিক সনেহঁ দেহ ভৈ ভোরী। সরদ সসিহি জনু চিতব চকোরী ॥৩॥
লোচন মগ রামহি উর আনী। দীন্হে পলক কপাট সয়ানী ॥
জব সিয় সখিন্হ প্রেমবস জানী। কহি ন সকহিঁ কছু মন সকুচানী ॥৪॥

দোহা— লতাভবন তেঁ প্রগট ভে তেহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে জনু জুগ বিমল বিধু জলদ পটল বিলগাই ॥২৩২॥

বাংলা অর্থ—মৃগ নৈনী—মৃগনয়না; বরিস—বর্ষণ হয়; ওট—পরদা; লখায়ে—দেখাইলেন; ললচানে—লালসী হইল; পহিচানে—চিনিলেন; থকে—নিশ্চল পলকন্হিহূঁ—পলকসমূহকেও; নিমেষ—অক্ষিপত্র পতন; ভোরী—বিহ্বল; কপাট দীন্হে—কপাট বন্ধ করিলেন; জানী—জানিলেন; নিকসে—বাহির হইলেন; জলদ পটল—মেঘরূপ আবরণ; বিলগাই—সরাইয়া দিয়া; (চৌ—১-৪; দো—২৩২)

চৌ—সীতা চারিভিতে হেরে হ'য়ে চমকিত। কোথা গেল রাজপুত্র ভাবিয়া চিন্তিত ॥
হরিণ-নয়না যেথা করে বিলোকন। সেথা যেন শ্বেতপদ্ম হয় বরিষণ ॥১॥
লতা-গৃহে দেখালেন দোঁহা সখীগণ। কিশোর শ্যামল গৌর মানস-মোহন ॥
সীতা হেরে সেই রূপ লালসি-লোচন। নিজ নিধি চিনি' যেন হরষিত-মন ॥২॥
রঘুপতি-ছবি হেরি' নয়ন স্তম্ভিত। বিস্ফারিত রহে আঁখি পলক-রহিত ॥
অতি প্রেম-বশে তনু বুদ্ধি পাশরিল। শরৎ-শশীরে যেন চকোরী হেরিল ॥৩
আঁখি পথ দিয়া রামে হৃদয়েতে আনি'। পলক-কপাট রোধে তখন শেয়ানী ॥
সীতা প্রেমবশ জানে যবে সখীগণ। কহিতে না পারে কিছু সঙ্কুচিত মন ॥৪

দোহা— লতা-গৃহ হ'তে বাহিরে আসিল দুই ভাই সেই অবসরে।
বাহিরিল যেন চন্দ্রমা-যুগল জলদ-পটল ভেদ ক'রে ॥২৩২॥

সারমর্ম—সীতাও রামচন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেম-বশে তাঁহার

চক্ষু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এবং পলক পড়িতেছিল না। চকোরীর ন্যায় সীতা শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় রামচন্দ্রকে তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন ॥২৩২॥

চৌ—সোভা সীবঁ সুভগ দোউ বীরা। নীল পীত জলজাভ সরীরা ॥
মোরপঙ্খ সির সোহত নীকে। গুচ্ছ বীচ বিচ কুসুম কলী কে ॥১॥
ভাল তিলক শ্রমবিন্দু সুহাএ। শ্রবন সুভগ ভূষন ছবি ছাএ ॥
বিকট ভৃকুটি কচ ঘূঘরবারে। নব সরোজ লোচন রতনারে ॥২॥
চারু চিবুক নাসিকা কপোলা। হাস বিলাস লেত মনু মোলা ॥
মুখ ছবি কহি ন জাই মোহি পাহীঁ। জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ ॥৩॥
উর মনি মাল কম্বু কল গীবা। কাম কলভ কর ভুজ বলসীঁবা ॥
সুমন সমেত বাম কর দোনা। সাবঁর কুঅঁর সখী সুঠি লোনা ॥৪॥

দোহা— কেহরি কটি পট পীত ধর সুষমা সীল নিধান।
দেখি ভানুকুলভূষনহি বিসরা সখিন্হ অপান ॥২৩৩॥

বাংলা অর্থ—সীঁব—সীমা; জলজাভ—পদ্মের ন্যায়; কুসুমকলীকে—ফুলের পাপড়ীর; বিকট ভৃকুটি—বাঁকা ভ্রূ; কচ—চুল; ঘূঘরবারে—কুঞ্চিত; রতনারে—লাল মোলা লেত—কিনিয়া লইতেছে; লজাহীঁ—লজ্জা পায়; কল কম্বু গীবা—সুন্দর কম্বু (শ্বেত শঙ্খ) সদৃশ গ্রীবা অর্থাৎ ত্রিবলীযুক্ত গ্রীবা; কলভ কর—করভের অর্থাৎ শিশু হস্তীর শুণ্ড; দোনা—পত্র নির্মিত বাটি; সাবঁর—শ্যামল; লোনা—লাবণ্যময়; কেহরি—কেশরী; বিসরা—ভুলিয়া গেলেন; অপান—আপনত্ব, নিজত্ব; (চৌ—১-৪; দো—২৩৩)

চৌ—সৌন্দর্য্য-সীমার পারে দুই চারু বীর। নীল-পীত-পদ্ম-সম দোঁহার শরীর ॥
ময়ূরের পুচ্ছ শিরে শোভিছে সুন্দর। কুসুম-কলিকা-গুচ্ছ মধ্যে মনোহর ॥১
ললাটে তিলক শোভে শ্রমবিন্দু তায়। শ্রবণে কুণ্ডল-যুগ চারু শোভা পায় ॥
কুঞ্চিত কেশের দাম বাঁকা ভুরু দুটি। আঁখি যেন রক্ত নব-পদ্ম আছে ফুটি ॥২
চিবুক নাসিকা চারু কপোল শোভন। হাসির বিলাস তাহে জিনি লয় মন ॥
বদন-সৌন্দর্য্য আমি না পারি বর্ণিতে। শত কাম লজ্জা পায় তাঁহারে হেরিতে ॥৩
বক্ষে মণি-মালা কম্বু-গ্রীবা মনোহর। কাম-করি-শিশু-শুণ্ড-ভুজ-বলধর ॥
পুষ্পদামে রচি মালা ধরে রাম-কর। শ্যামল কুমার সখি! অতীব সুন্দর ॥৪

দোহা— সিংহ-সম কটি পীত-পটধর সুষমা ও শীলের নিধান।
হেরিয়া তপন-কুলের ভূষণ আপনারে ভুলে সখীগণ ॥২৩৩॥

সারমর্ম—পীতবসন-পরিহিত রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্যে সখীরা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল। বিশেষতঃ শ্যামলবর্ণ কুমারের রূপ দেখিয়া তাঁহারা আরো মুগ্ধ হইলেন ॥২৩৩॥

চৌ—ধরি ধীরজু এক আলি সয়ানী। সীতা সন বোলী গহি পানী ॥
বহুরি গৌরি কর ধ্যান করেহু। ভূপকিসোর দেখি কিন লেহু ॥১॥

সকুচি সীয়ঁ তব নয়ন উঘারে। সনমুখ দোউ রঘুসিংঘ নিহারে ॥
নখ সিখ দেখি রাম কৈ সোভা। সুমিরি পিতা পনু মনু অতি ছোভা ॥২॥
পরবস সখিন্হ লখী জব সীতা। ভয়উ গহরু সব কহহিঁ সভীতা ॥
পুনি আউব এহি বেরিআঁ কালী। অস কহি মন বিহসী এক আলীঁ ॥৩॥
গূঢ় গিরা সুনি সিয় সকুচানী। ভয়উ বিলম্বু মাতু ভয় মানী ॥
ধরি বড়ি ধীর রামু উর আনে। ফিরী অপনপউ পিতুবস জানে ॥৪॥

দোহা— দেখন মিস মৃগ বিহগ তরু ফিরই বহোরি বহোরি।
নিরখি নিরখি রঘুবীর ছবি বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি ॥২৩৪॥

বাংলা অর্থ—কিন—কেন; উঘারে—খুলিলেন; সিখ—শিখা, শির; ছোভা—ক্ষুব্ধ হইল; গহরু—বিলম্ব; বেরিআঁ—বেলা; ফিরী—পুনর্ব্বার; আপনপউ—আপনাকে; (চৌ—১-৪; দো—২৩৪)

চৌ—এক সখী সুচতুরা হৃদে ধৈর্য্য ধরি'। সীতা-সনে কহে কথা দুটি হাত ধরি' ॥
জানকি! করিও পিছু গিরিজা-পূজন। নৃপতি-কুমারে তুমি দেখহ এখন ॥১॥
সঙ্কুচিত হ'য়ে সীতা নয়ন মেলিল। পুরোভাগে রঘুসিংহ-দ্বয়ে নেহারিল ॥
নখ হ'তে শির-শোভা হেরিল যখন। মনে অতি ক্ষোভ জন্মে স্মরি' পিতৃ-পণ ॥ ২
সখীগণ হেরে যবে প্রেম-বশ সীতা। বিলম্ব হইয়া গেল কহে ভীত-ভীতা ॥
আসিব আবার মোরা কাল এইক্ষণে। এক সখী ইহা কহি' হাসে মনে মনে ॥৩
গূঢ় সখী-বাক্য শুনি সীতা সঙ্কুচিতা। বিলম্ব বুঝিয়া হয় মাতৃভয়-ভীতা ॥
বড় ধৈর্য্য ধরি' রামে হৃদে বহি' আনি', ফিরিল নিজের ভাগ্য পিতৃ-বশ জানি' ॥৪

দোহা— পশু-পক্ষী-তরু হেরিবার ছলে ফিরিতে লাগিল বার বার।
রঘুবীর-ছবি পুন পুন হেরি' প্রেম বড় বাড়িল তাহার ॥২৩৪॥

সার মর্ম্ম—পাখী, হরিণ, গাছ-পালা প্রভৃতি দেখিবার ছলনায় রঘু-বংশের রাজপুত্রের আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে সীতার প্রেম গাঢ়তর হইল। পিতার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া মনে বড় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। রামের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিলেন ॥২৩৪॥

চৌ—জানি কঠিন সিবচাপ বিসূরতি। চলী রাখি উর স্যামল মূরতি ॥
প্রভু জব জাত জানকী জানী। সুখ সনেহ সোভা গুন খানী ॥১॥
পরম প্রেমময় মৃদু মসি কীন্হী। চারু চিত্ত ভীতীঁ লিখি লীন্হী ॥
গঈ ভবানী ভবন বহোরী। বন্দি চরন বোলী কর জোরী ॥২॥
জয় জয় গিরিবররাজ কিসোরী। জয় মহেস মুখ চন্দ চকোরী ॥
জয় গজবদন ষড়ানন মাতা। জগত জননি দামিনি দুতি গাতা ॥৩॥
নহিঁ তব আদি মধ্য অবসানা। অমিত প্রভাউ বেদ নহিঁ জানা ॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনি। বিস্ব বিমোহনি স্ববস বিহারিনি ॥৪॥

দোহা— পতিদেবতা সুতীয় মহুঁ মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন সকহিঁ কহি সহস সারদা সেষ॥২৩৫॥

বাংলা অর্থ—বিসূরতি—বিলাপ করিতে করিতে; মসি—কালি, মসী; দামিনি দুতি গাতা—দামিনী-দ্যুতি-গাত্র অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট তনুধারিণী; বিভব—পালন; সুতীয় মহু—শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণের মধ্যে; সহস—সহস্র; সেষ—শেষ, অনন্তদেব;

(চৌ—১-৪; দো—২৩৫)

সীতার পার্ব্বতী-পূজা

চৌ—ধনুক কঠিন জানি' বিলাপ করিল। শ্যামল মূরতি হৃদে রাখিয়া চলিল॥
সীতা সুখ-স্নেহ-শোভা-গুণ-নিকেতন। যাইবার কালে রাম মনে জানি' ল'ন॥১
তখন প্রেমের কালী করিয়া রচন। চারু-চিত্ত-ভিত্তি পরে তাঁরে আঁকি' লন॥
ভবানী-মন্দিরে পুন সীতা যবে চলে। বন্দিয়া চরণ তাঁর কর-যোড়ে বলে॥২॥
'জয় জয় জয়' ওগো গিরিশ-কুমারি! জয় মহেশ্বর-মুখ-চন্দ্রমা-চকোরী॥
জয় সুর-সেনাপতি গনেশ-জননী। জগন্মাতঃ! তব রূপ যেন সৌদামিনী॥৩
তব আদি, নাহি মধ্য আর সমাপন। অমিত প্রভাব,—শ্রুতি বর্ণিতে অক্ষম॥
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি কর। তুমি বিশ্ব বিমোহিয়া স্ব-বশে বিহর॥৪॥

দোহা— পতি-পরায়ণা নারীগণ-মাঝে তোমারে মা আদি বলি' গণি'।
মহিমা অপার না পারে কহিতে সহস্র অনন্ত তথা বাণী॥২৩৫॥

সারমর্ম—শ্যামল রামের পক্ষে শিবের ধনু ভাঙ্গা কঠিন মনে করিয়া সীতা রামের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া পার্ব্বতীর কাছে নিজের কামনা জানাইবার জন্য গেলেন॥২৩৫॥

চৌ—সেবত তোহি সুলভ ফল চারী। বরদায়নী পুরারি পিআরী॥
দেবি পূজি পদ কমল তুম্হারে। সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে॥১॥
মোর মনোরথু জানহু নীকেঁ। বসহু সদা উর পুর সবহী কেঁ॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারন তেহীঁ। অস কহি চরন গহে বৈদেহীঁ॥২॥
বিনয় প্রেম বস ভঈ ভবানী। খসী মাল মূরতি মুসুকানী॥
সাদর সিয়ঁ প্রসাদু সির ধরেউ। বোলী গৌরী হরষু হিয়ঁ ভরেউ॥৩॥
সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী। পূজিহি মন কামনা তুম্হারী॥
নারদ বচন সদা সুচি সাচা। সো বরু মিলিহি জাহিঁ মনু রাচা॥৪॥

ছন্দ— মনু জাহিঁ রাচেউ মিলিহি সো বরু সুন্দর সাঁবরো।
করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয়ঁ হরষীঁ অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥

সো০— জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥২৩৬॥

বাংলা অর্থ—তোহি—তোমাকে ; খসী—খসিয়া পড়িল ; মাল—মাল্য ; পূজিহি —পূরণ হইবে ; সাচা—সত্য ; রাচা—অনুরক্ত হইয়াছে ; সাঁবরো—শ্যামল ; সুজান—সর্ব্বজ্ঞ ; রাবরী—আপনার ; অলী—সখী ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৩৬)

চৌ—তোমারে সেবিলে লভে ধ্রুব ফল চারি। অভীষ্ট-দায়িনী তুমি শিবের পিয়ারী॥
চরণ-কমল দেবি ! পূজিয়া তোমার। সুর, নর, মুনি লভে আনন্দ অপার ॥১॥
ভালরূপে জান তুমি মানস আমার। বসতি তোমার সদা হৃদয়ে সবার ॥
প্রকাশ করিয়া নাহি কহি সে কারণে। ইহা কহি' নমে সীতা পার্ব্বতী-চরণে ॥২
স্তুতি-ভক্তি-বশীভূত ভবানী হইল। মালা খ'সে গলা হ'তে, মূরতি হাসিল ॥
সাদরে প্রসাদ সীতা শিরে ধরি' ল'ন। হরষে হৃদয় ভরি' গৌরী তবে ক'ন ॥৩
শুন সীতা ! সত্য এই আশিস্ আমার। পূরণ হইবে এবে কামনা তোমার ॥
শুচি সত্য বলি' জান নারদ-বচন। সে বর মিলিবে,—যাহে অনুরক্ত মন ॥৪॥

ছন্দ— অনুরাগ যাহে মিলিবে সে বর সহজ সুন্দর শ্যাম মনোহর।
সে কৃপা-নিধান ধরে বহু জ্ঞান শীল-স্নেহে তার জ্ঞান বহুতর ॥
হেন মতে লভি ভবানী-আশিস্ সীতা সখী-সহ হ'ন হরষিত।
তুলসী কহিছে ভবানীরে পূজি' চলে সীতা হ'য়ে মানসে মুদিত ॥

সো— ভবানীরে জানি' নিজ অনুকূল সীতার হরষ বর্ণনা অতীত।
মনোমোহকর মঙ্গলের মূল বাম অঙ্গ তা'র হইল স্পন্দিত ॥২৩৬॥

সারমর্ম্ম—সীতা পার্ব্বতীকে বলিলেন—হে শিব-প্রিয়া ! তোমার চরণ পূজা করিয়া সকলেই সুখী হয়। তুমি সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস কর। আমার মনের বাসনা তুমি জান বলিয়া সেকথা আর প্রকাশ করিলাম না। সীতার প্রার্থনায় পার্ব্বতী প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন—নারদের বাক্য সত্য হইবে। যাঁহার প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই সুন্দর শ্যামল বরকেই তুমি পাইবে। ইহার পর পার্ব্বতীর গলা হইতে মালা খসিয়া পড়িল ; সীতা সেই উপহার বুকে রাখিলেন এবং সুমঙ্গলের মূলস্বরূপ তাঁহার বাম অঙ্গ নাচিতে লাগিল ॥২৩৬॥

চৌ—হৃদয়ঁ সরাহত সীয় লোনাঈ ॥ গুর সমীপ গবনে দোউ ভাঈ ॥
রাম কহা সবু কৌসিক পাহীঁ। সরল সভাউ ছুঅত ছল নাহীঁ ॥১॥
সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী। পুনি অসীস দুহু ভাইন্হ দীন্হী ॥
সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে। রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে ॥২॥
করি ভোজনু মুনিবর বিগ্যানী। লগে কহন কছু কথা পুরানী ॥
বিগত দিবসু গুরু আয়সু পাঈ। সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ ॥৩॥
প্রাচী দিসি সসি উয়উ সুহাবা। সিয় মুখ সরিস দেখি সুখু পাবা ॥
বহুরি বিচারু কীন্হ মন মাহী। সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— পতিদেবতা সুতীয় মহুঁ মাতু প্রথম তব রেখ।
মহিমা অমিত ন সকহিঁ কহি সহস সারদা সেষ॥২৩৫॥

বাংলা অর্থ—বিসূরতি—বিলাপ করিতে করিতে; মসি—কালি, মসী; দামিনি দুতি গাতা—দামিনী-দ্যুতি-গাত্র অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট তনুধারিণী; বিভব—পালন; সুতীয় মহুঁ—শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণের মধ্যে; সহস—সহস্র; সেষ—শেষ, অনন্তদেব;
(চৌ—১-৪; দো—২৩৫)

সীতার পার্ব্বতী-পূজা

চৌ—ধনুক কঠিন জানি' বিলাপ করিল। শ্যামল মূরতি হৃদে রাখিয়া চলিল॥
সীতা সুখ-স্নেহ-শোভা-গুণ-নিকেতন। যাইবার কালে রাম মনে জানি' ল'ন॥১
তখন প্রেমের কালী করিয়া রচন। চারু-চিত্ত-ভিত্তি পরে তাঁরে আঁকি' লন॥
ভবানী-মন্দিরে পুন সীতা যবে চলে। বন্দিয়া চরণ তাঁর কর-যোড়ে বলে॥২॥
'জয় জয় জয়' ওগো গিরিশ-কুমারি! জয় মহেশ্বর-মুখ-চন্দ্রমা-চকোরী॥
জয় সুর-সেনাপতি গনেশ-জননী। জগন্মাতঃ! তব রূপ যেন সৌদামিনী॥৩
তব আদি, নাহি মধ্য আর সমাপন। অমিত প্রভাব,—শ্রুতি বর্ণিতে অক্ষম॥
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি কর। তুমি বিশ্ব বিমোহিয়া স্ব-বশে বিহর॥৪॥
দোহা— পতি-পরায়ণা নারীগণ-মাঝে তোমারে মা আদি বলি' গণি'।
মহিমা অপার না পারে কহিতে সহস্র অনন্ত তথা বাণী॥২৩৫॥

সারমর্ম্ম—শ্যামল রামের পক্ষে শিবের ধনু ভাঙ্গা কঠিন মনে করিয়া সীতা রামের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া পার্ব্বতীর কাছে নিজের কামনা জানাইবার জন্য গেলেন॥২৩৫॥

চৌ—সেবত তোহি সুলভ ফল চারী। বরদায়নী পুরারি পিআরী॥
দেবি পূজি পদ কমল তুম্হারে। সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে॥১॥
মোর মনোরথু জানহু নীকেঁ। বসহু সদা উর পুর সবহী কেঁ॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারন তেহীঁ। অস কহি চরন গহে বৈদেহীঁ॥২॥
বিনয় প্রেম বস ভঈ ভবানী। খসী মাল মূরতি মুসুকানী॥
সাদর সিয়ঁ প্রসাদু সির ধরেউ। বোলী গৌরী হরষু হিয়ঁ ভরেউ॥৩॥
সুনু সিয় সত্য অসীস হমারী। পূজিহি মন কামনা তুম্হারী॥
নারদ বচন সদা সুচি সাচা। সো বরু মিলিহি জাহিঁ মনু রাচা॥৪॥
ছন্দ— মনু জাহিঁ রাচেউ মিলিহি সো বরু সুন্দর সাঁবরো।
করুনা নিধান সুজান সীলু সনেহু জানত রাবরো॥
এহি ভাঁতি গৌরি অসীস সুনি সিয় সহিত হিয় হরষীঁ অলী।
তুলসী ভবানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী॥
সো০— জানি গৌরি অনুকূল সিয় হিয় হরষু ন জাই কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফরকন লগে॥২৩৬॥

বাংলা অর্থ—তোহি—তোমাকে ; খসী—খসিয়া পড়িল ; মাল—মাল্য ; পূজিহি —পূরণ হইবে ; সাচা—সত্য ; রাচা—অনুরক্ত হইয়াছে ; সাঁবরো—শ্যামল ; সুজান—সর্ব্বজ্ঞ ; রাবরী—আপনার ; অলী—সখী ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৩৬)

চৌ—তোমারে সেবিলে লভে ধ্রুব ফল চারি। অভীষ্ট-দায়িনী তুমি শিবের পিয়ারী॥
চরণ-কমল দেবি ! পূজিয়া তোমার। সুর, নর, মুনি লভে আনন্দ অপার ॥১॥
ভালরূপে জান তুমি মানস আমার। বসতি তোমার সদা হৃদয়ে সবার ॥
প্রকাশ করিয়া নাহি কহি সে কারণে। ইহা কহি' নমে সীতা পার্ব্বতী-চরণে ॥২
স্তুতি-ভক্তি-বশীভূত ভবানী হইল। মালা খ'সে গলা হ'তে, মূরতি হাসিল ॥
সাদরে প্রসাদ সীতা শিরে ধরি' ল'ন। হরষে হৃদয় ভরি' গৌরী তবে ক'ন ॥৩
শুন সীতা ! সত্য এই আশিস্ আমার। পূরণ হইবে এবে কামনা তোমার ॥
শুচি সত্য বলি' জান নারদ-বচন। সে বর মিলিবে,—যাহে অনুরক্ত মন ॥৪॥

ছন্দ— অনুরাগ যাহে মিলিবে সে বর সহজ সুন্দর শ্যাম মনোহর।
সে কৃপা-নিধান ধরে বহু জ্ঞান শীল-স্নেহে তার জ্ঞান বহুতর ॥
হেন মতে লভি ভবানী-আশিস্ সীতা সখী-সহ হ'ন হরষিত।
তুলসী কহিছে ভবানীরে পূজি' চলে সীতা হ'য়ে মানসে মুদিত ॥

সো— ভবানীরে জানি' নিজ অনুকূল সীতার হরষ বর্ণনা অতীত।
মনোমোহকর মঙ্গলের মূল বাম অঙ্গ তা'র হইল স্পন্দিত ॥২৩৬॥

সারমর্ম—সীতা পার্ব্বতীকে বলিলেন—হে শিব-প্রিয়া ! তোমার চরণ পূজা করিয়া সকলেই সুখী হয়। তুমি সকলের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস কর। আমার মনের বাসনা তুমি জান বলিয়া সেকথা আর প্রকাশ করিলাম না। সীতার প্রার্থনায় পার্ব্বতী প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন—নারদের বাক্য সত্য হইবে। যাঁহার প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই সুন্দর শ্যামল বরকেই তুমি পাইবে। ইহার পর পার্ব্বতীর গলা হইতে মালা খসিয়া পড়িল ; সীতা সেই উপহার বুকে রাখিলেন এবং সুমঙ্গলের মূলস্বরূপ তাঁহার বাম অঙ্গ নাচিতে লাগিল ॥২৩৬॥

চৌ—হৃদয়ঁ সরাহত সীয় লোনাঈ ॥ গুর সমীপ গবনে দোউ ভাঈ ॥
রাম কহা সবু কৌসিক পাহীঁ। সরল সভাউ ছুঅত ছল নাহীঁ ॥১॥
সুমন পাই মুনি পূজা কীন্হী। পুনি অসীস দুহু ভাইন্হ দীন্হী ॥
সুফল মনোরথ হোহুঁ তুম্হারে। রামু লখনু সুনি ভএ সুখারে ॥২॥
করি ভোজনু মুনিবর বিগ্যানী। লগে কহন কছু কথা পুরানী ॥
বিগত দিবসু গুরু আয়সু পাঈ। সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাঈ ॥৩॥
প্রাচী দিসি সসি উয়উ সুহাবা। সিয় মুখ সরিস দেখি সুখু পাবা ॥
বহুরি বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ। সীয় বদন সম হিমকর নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— জনমু সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষু দিন মলীন সকলঙ্ক।
সির মুখ সমতা পাব কিমি চন্দু বাপুরো রঙ্ক ॥২৩৭॥

বাংলা অর্থ—লোনাই—সৌন্দর্য্য ; নাহী 'ছুঅত—স্পর্শ করে না ; উয়উ—উদিত হইলেন ; চন্দু—চন্দ্র ; বাপুরো—বেচারা ; রঙ্ক—দরিদ্র ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৩৭)

চৌ—সীতার লাবণ্য মনে মনে প্রশংসিয়া। গুরু-পার্শ্বে দুই ভাই গেলেন চলিয়া ॥
কৌশিকেরে রাম ক'ন সকল বারতা। সরল স্বভাবে নাহি স্পর্শে কপটতা ॥১
ফুল পে'য়ে মুনিবর পূজা সমাপিল। পুন দুই ভা'য়ে মুনি আশিস্ দানিল।
তোমাদের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ। হরষিত হ'ল শুনি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥২॥
সমাপিয়া জ্ঞানী মুনি আপন ভোজন। লাগেন কহিতে কিছু পুরাণ-বচন ॥
গুরু-আজ্ঞা লভি' হ'লে দিবা অবসান। সন্ধ্যা বন্দনার তরে দোঁহে চলি' যা'ন ॥৩
পূরব গগনে চারু চন্দ্রের উদয়। সীতা-মুখ-সম তাহা হেরি' সুখ হয় ॥
বিচার করেন পুন মনের ভিতর। সীতার বদন-সম নহে হিমকর ॥৪॥

দোহা— সাগরে জনম বিষ সহোদর দিবসে মলিন কলঙ্কও যা'র।
সীতা-মুখ-সম রূপে অধিকার কেমনে হবে দীন চন্দ্রমার ॥২৩৭॥

সারমর্ম্ম—সীতাকে দেখার পর রামচন্দ্র গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া অকপটে সমস্ত কথা বলিলেন। বিশ্বামিত্র পূজা সমাপন করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক। গুরুর আশীর্ব্বাদ পাইয়া রাম-লক্ষ্মণ প্রীত হইলেন ॥২৩৭॥

চৌ—ঘটই বঢ়ই বিরহিনি দুখদাঈ। গ্রসই রাহু নিজ সন্ধিহিঁ পাঈ ॥
কোক সোকপ্রদ পঙ্কজ দ্রোহী। অবগুন বহুত চন্দ্রমা তোহী ॥১॥
বৈদেহী মুখ পটতর দীন্হে। হোই দোষু বড় অনুচিত কীন্হে ॥
সিয় মুখ ছবি বিধু ব্যাজ বখানী। গুর পহিঁ চলে নিসা বড়ি জানী ॥২॥
করি মুনি চরন সরোজ প্রনামা। আয়সু পাই কীন্হ বিশ্রামা ॥
বিগত নিসা রঘুনায়ক জাগে। বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে ॥৩॥
উযউ অরুন অবলোকহু তাতা। পঙ্কজ কোক লোক সুখদাতা ॥
বোলে লখনু জোরি জুগ পানী। প্রভু প্রভাউ সূচক মৃদু বানী ॥৪॥

দোহা— অরুনোদয়ঁ সকুচে কুমুদ উডগন জোতি মলীন।
জিমি তুম্হার আগমন সুনি ভএ নৃপতি বলহীন ॥২৩৮॥

বাংলা অর্থ—ঘটই বঢ়ই—ছোট বড় হয় ; সন্ধিহি—সন্ধিস্থলে ; দ্রোহী—শত্রু ; পটতর—উপমা ; ব্যাজ—ছলে ; বখানী—ব্যাখ্যা করিলেন ; উড়গন—তারকাগণ ;
(চৌ—১-৪ ; দো—২৩৮)

চৌ—বিরহিনী-দুঃখদায়ী হ্রাস-বৃদ্ধি ধরে। সন্ধি-অনুসারে চন্দ্রে রাহু গ্রাস করে ॥
চক্রবাকে শোকদাতা পদ্মে দ্রোহ কর। অনেক অগুণ ওহে চন্দ্র ! তুমি ধর ॥১

বৈদেহী-বদন্-সহ করিয়া তুলিত। দোষ ইথে বড় আমি করি অনুচিত ॥
চন্দ্র-চ্ছলে সীতামুখ-সৌন্দর্য্য বাখানি'। গুরু-পাশে চলে রাম রাত্রি বেশী জানি' ॥২
মুনির চরণ-পদ্মে করিয়া প্রণাম। আদেশ লভিয়া যা'ন করিতে বিশ্রাম ॥
নিশা শেষ হ'লে রাম জাগরিত হ'ন। চাহিয়া ভ্রাতার দিকে এই কথা ক'ন ॥৩
হে ভ্রাত! হেরহ এবে উদিছে ভাস্কর। জনতা, চকোর, পদ্ম সুখ-দান-পর ॥
লক্ষ্মণ বলেন, যুক্ত করি' দুই পাণি, প্রকাশিয়া প্রভুশক্তি এই মৃদু বাণী ॥৪॥

দোহা— অরুণ-উদয়ে কুমুদ মুদিল, তারা-দ্যুতি হইল মলিন।
আগমন-কথা শুনি' তব জেনো' নৃপ সব হ'ল বল-হীন ॥২৩৮॥

সারমর্ম্ম—রামচন্দ্র সীতার মুখের সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরে গুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রাত্রিশেষে রঘুপতি জাগিয়া প্রিয় ভাই লক্ষ্মণকে বলিলেন, সকলের সুখদাতা সূর্য্য উঠিতেছে। লক্ষ্মণ হাতজোড় করিয়া রামকে বলিলেন, সূর্য্য উঠিলে যেমন তারার জ্যোতি মলিন হয়, তেমনই তুমি ধনুক যজ্ঞে আসায় রাজারা বলহীন হইয়া পড়িয়াছেন ॥২৩৮॥

চৌ—নৃপ সব নখত করহিঁ উজিআরী। টারি ন সকহিঁ চাপ তম ভারী ॥
কমল কোক মধুকর খগ নানা। হরষে সকল নিসা অবসানা ॥১॥
ঐসেহিঁ প্রভু সব ভগত তুম্হারে। হোইহহিঁ টুটেঁ ধনুষ সুখারে ॥
উযউ ভানু বিনু শ্রম তম নাসা। দুরে নখত জগ তেজু প্রকাসা ॥২॥
রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়া। প্রভু প্রতাপু সব নৃপন্হ দিখায়া ॥
তব ভুজ বল মহিমা উদঘাটী। প্রগটী ধনু বিঘটন পরিপাটী ॥৩॥
বন্ধু বচন সুনি প্রভু মুসুকানে। হোই সুচি সহজ পুনীত নহানে ॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরু পহিঁ আএ। চরন সরোজ সুভগ সির নাএ ॥৪॥
সতানন্দু তব জনক বোলাএ। কৌসিক মুনি পহিঁ তুরত পঠাএ ॥
জনক বিনয় তিন্হ আই সুনাঈ। হরষে বোলি লিএ দোউ ভাঈ ॥৫॥

দোহা— সতানন্দ পদ বন্দি প্রভু বৈঠে গুর পহিঁ জাই।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব পঠবা জনক বোলাই ॥২৩৯॥

বাংলা অর্থ—**নখত**—নক্ষত্র; **টারি**—দূর করা; **টূটেঁ**—ভাঙ্গিলে; **দুরে**—লুকাইয়া গিয়াছে; **উদ্ঘাতী**—উদ্ঘাটন করিতে; **প্রগটী**—প্রকটিত হইয়াছে; **ধনু বিঘটন পরিপাটী**—ধনুর্ভঙ্গ পদ্ধতি; **নহানে**—স্নান করিলেন; **নাএ**—নত করিলেন; **বোলি লিএ**—ডাকাইয়া আনিলেন; **বোলাই পাঠবা**—ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন;
(চৌ—১-৫; দো—২৩৯)

চৌ—নরপতি-বৃন্দ প্রভা ধরে তারা-সম। ধনু-রূপী গাঢ়]তম হরিতে অক্ষম ॥
চকোর, কমল, নানা পক্ষী, মধুকর। নিশা-অবসানে যথা হয় হর্ষ-পর ॥১॥

সেইরূপ প্রভু! তব সব ভক্তগণ। ধনুর্ভঙ্গ কর যদি হবে হৃষ্ট মন ॥
শ্রম বিনা তম নাশে ভাস্কর উদিলে। নক্ষত্র লুকায় স্বতঃ তেজঃ প্রকাশিলে ॥২
হে রাঘব! রবি ধরি উদয়ের ছল। নৃপ-গণে তব শক্তি দেখান প্রবল ॥
তব বাহুবল সীমা হ'তে উদ্‌ঘাটিত। ধনুর্ভঙ্গের প্রসঙ্গ হল উদ্‌ঘোষিত ॥৩॥
ভ্রাতার বচন শুনি' প্রভু স্মিত-হাসে। পূত স্নান সমাপিয়া শুচি হ'য়ে আসে ॥
গুরু-পার্শ্বে চলে নিত্য ক্রিয়া সমাপিয়া। পাদ-পদ্ম-মূলে বসে মস্তক নমিয়া ॥৪
শতানন্দে আবাহন জনক করিয়া। কৌশিক মুনির পার্শ্বে দে'ন পাঠাইয়া ॥
জনক-বিনতি তিনি শুনান আসিয়া। দুই ভা'য়ে ডাকি' লন হরষে ভরিয়া ॥৫
দোহা— শতানন্দ-পদে প্রভু বন্দি তদা গুরুপার্শ্বে নিলেন আসন।
মুনি ক'ন এবে চল যাই তাত! জনক করেন আবাহন ॥২৩৯॥

সারমর্ম্ম—তুমি ধনুক ভঙ্গ করিলে তোমার ভক্তগণ সুখী হইবেন। সূর্য্যদেব যেন তোমার বাহুবলের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য উঠিতেছেন। ভাই-এর কথায় রাম মৃদু হাসিলেন। পরে রাম স্নানান্তে নিত্যকর্ম্ম করিয়া গুরুর নিকট আসিয়া প্রণত হইলেন। এই সময় জনক শতানন্দকে ডাকিয়া বিশ্বামিত্র মুনির নিকট তাড়াতাড়ি পাঠাইলেন এবং ধনুর্ভঙ্গের জন্য জনকের মিনতি শুনাইলেন। এই সময় রাজা জনকের আহ্বানে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইলেন ॥২৩৯॥

মাস পারায়ণে অষ্টম বিশ্রাম। নবাহ্ন পারায়ণে দ্বিতীয় বিশ্রাম ॥

সমাপিয়া আট দিন মাস পারায়ণে। চিরঞ্জীবসূনু নমে রাঘব-চরণে ॥
চৌ—সীয় স্বয়ম্বরু দেখিঅ জাঈ। ঈসু কাহি ধোঁ দেই বড়াঈ ॥
লখন কহা জস ভাজনু সোঈ। নাথ কৃপা তব জাপর হোঈ ॥১॥
হরষে মুনি সব সুনি বর বানী। দীন্হি অসীস সবহিঁ সুখু মানী ॥
পুনি মুনিবৃন্দ সমেত কৃপালা। দেখন চলে ধনুমখ সালা ॥২॥
রঙ্গভূমি আএ দোউ ভাঈ। অসি সুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ ॥
চলে সকল গৃহ কাজ বিসারী। বাল জুবান জরঠ নর নারী ॥৩॥
দেখী জনক ভীর ভৈ ভারী। সুচি সেবক সব লিএ হঁকারী ॥
তুরত সকল লোগন্হ পহিঁ জাহু। আসন উচিত দেহু সব কাহু ॥৪॥
দোহা—কহি মৃদু বচন বিনীত তিন্হ বৈঠারে নর নারি।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু নিজ নিজ থল অনুহারী ॥২৪০॥

বাংলা অর্থ—ঈসু—ঈশ্বর ; কাহি ধোঁ—কাহাকে ; অসি সুধি—এই সংবাদ ; বিসারী—ভুলিয়া ; জরঠ—বৃদ্ধ ; ভীর—ভিড় ; হঁকারী—ডাকিয়া ; থল—স্থল ; অনুহারি—অনুসারে ; (চৌ—১-৩ ; দো- ৪০)

চৌ—এস হেরি সবে সীতা-স্বয়ম্বর গিয়া। দেখা যা'ক্ বিধি কা'রে দেন বাড়াইয়া ॥
লক্ষ্মণ কহেন, প্রভো! যশোলাভ তার। যার প্রতি অনুকম্পা হবে আপনার ॥১

মুনি সব হরষিত শুনি' বরবাণী। সকলে আশিস্ দেন সুখকর মানি'।
পুন মুনি-বৃন্দ-সহ রাঘব কৃপাল। দেখিবারে চলিলেন ধনুর্যজ্ঞ-শাল ॥২॥
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ দু-ভাই হইল। এ বারতা পুরবাসী সকলে শুনিল ॥
গৃহকর্ম্ম পাশরিয়া করয়ে গমন। বালক-যুবক-বৃদ্ধ-নর-নারীগণ ॥৩॥
জনক হেরেন ভিড় হ'য়ে গেছে ভারী। বিশ্বাসী সেবকে ডাকি' কহেন হুঙ্কারি ॥
ত্বরায় জনতা-পার্শ্বে সবে মিলি যাও। সবাকারে যথোচিত আসনে বসাও ॥৪

দোহা— বিনতি করিয়া মধুর ভাষণে বসা'লেন নর-নারীগণ।
উত্তম-মধ্যম-নীচ-লঘু তথা নিজ নিজ মর্য্যাদা-মতন ॥২৪০॥

সারমর্ম্ম—বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণের সঙ্গে ধনুক-যজ্ঞশালা দেখিবার জন্য রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও নরনারীরা সকলে চলিয়া আসিল। রাজা জনকের আদেশে সেবকেরা যথোপযুক্ত মান অনুযায়ী সকল নরনারীর স্থান নিরূপণ করিলেন ॥২৪০॥

চৌ—রাজকুঅঁরী তেহি অবসর আএ। মনহুঁ মনোহরতা তন ছাএ ॥
গুন সাগর নাগর বর বীরা। সুন্দর স্যামল গৌর সরীরা ॥১॥
রাজ সমাজ বিরাজত রূরে। উডগন মহুঁ জনু জুগ বিধু পূরে ॥
জিন্হ কেঁ রহী ভাবনা জৈসী। প্রভু মূরতি তিন্হ দেখী তৈসী ॥২॥
দেখহিঁ রূপ মহা রনধীরা। মনহুঁ বীর রসু ধরেঁ সরীরা ॥
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী। মনহুঁ ভয়ানক মূরতি ভারী ॥৩॥
রহে অসুর ছল ছোনীপ বেষা। তিন্হ প্রভু প্রগট কাল সম দেখা ॥
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ। নর ভুষন লোচন সুখদাঈ ॥৪॥

দোহা— নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়ঁ নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
অনু সোহত সিঙ্গার ধরি মূরতি পরম অনূপ ॥২৪১॥

বাংলা অর্থ—নাগর—চতুর ; জনু—যেন ; রহী—ছিল ; জৈসী....তৈসী—যেমন ....তেমন ; ডরে—ভয় পাইলেন ; ছল বেষা ছোনিপ—ছদ্মবেশী রাক্ষস ;
(চৌ-১-৪ ; দো-২৪১)

চৌ—হেনকালে আসে দুই রাজার কুমার। মানো সুন্দরতা তনু ছাইল দোঁহার ॥
গুণ-সিন্ধু মতিমান্ দুই বরবীর। সুন্দর শ্যামল গৌর ধ'রেছে শরীর ॥১॥
রাজার সমাজে দোঁহা ধরে হেন শোভা। তারা-মাঝে যেন দুই শশী মনোলোভা ॥
যাঁহার মানসে রহে ভাবনা যেমন। প্রভুর মূরতি তাঁরা দেখেন তেমন ॥২॥
ভূপগণ রাম-রূপে হেরি' রণধীর। মানি' লন বীররস ধরিল শরীর ॥
প্রভুরে নেহারি' দুষ্ট নৃপে হ'ল ডর। মানি' লয় প্রভুরূপ ভারী ভয়ঙ্কর ॥৩

যে অসুর আসে ছলে রাজবেশ ধ'রে। প্রকট প্রভুরে সেই কাল-সম হেরে॥
পুরবাসিগণ সবে দেখে দুই ভ্রাতা। মানস-ভূষণ তথা অক্ষি-সুখ-দাতা ॥৪॥
দোহা— হেরে নারীগণ হরষি' প্রভুরে নিজ নিজ রুচি-অনুরূপ।
শোভিছে শৃঙ্গার ধরিয়া তথায় মূরতি পরম অপরূপ ॥২৪১॥

সারমর্ম—রাজসভায় রাম-লক্ষ্মণকে নক্ষত্রের মধ্যে এক জোড়া চন্দ্র বলিয়া মনে হইতেছিল। সকলে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী রামচন্দ্রকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করিতে লাগিল। কেহ মহাযোদ্ধা রূপে, কেহ নয়নের তৃপ্তিদাতৃরূপে, ছদ্মবেশী অসুরেরা সাক্ষাৎ যমরূপে, এবং স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব মনোভাব অনুযায়ী রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল ॥২৪১॥

চৌ—বিদুষন্হ প্রভু বিরাটময় দীসা। বহু মুখ কর পগ লোচন সীসা॥
জনক জাতি অবলোকহিঁ কৈসেঁ। সজন সগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসেঁ ॥১॥
সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রানী। সিসু সম প্রীতি ন জাতি বখানী॥
জোগিন্হ পরম তত্ত্বময় ভাসা। সান্ত সুদ্ধ সম সহজ প্রকাসা ॥২॥
হরি ভগতন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা। ইষ্টদেব ইব সব সুখ দাতা॥
রামহি চিতব ভায়ঁ জেহি সীয়া। সো সনেহু সুখু নহিঁ কথনীয়া ॥৩॥
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ। কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ॥
এহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ। তেহিঁ তস দেখেউ কোসলরাউ ॥৪॥
দোহা— রাজত রাজ সমাজ মহুঁ কোসলরাজ কিসোর।
সুন্দর স্যামল গৌর তন বিস্ব বিলোচন চোর ॥২৪২॥

বাংলা অর্থ—**বিদুষন্হ**—বিদ্বানগণের; **দীসা**—দৃষ্ট হইলেন; **পগ**—পদ; **সগে সজন**—জ্ঞাতি কুটুম্বী জন; **ন জাতি বখানী**—ব্যাখ্যা করা যায় না; **হরি ভগতন্হ**—হরিভক্তগণ; **জেহি ভায়**—যে ভাবে; **ভাউ**—ভাব; **রাজত**—শোভা পাইলেন;

(চৌ—১-৪; দো—২৪২)

চৌ—সুধীগণ হেরে প্রভুর বিরাট শরীর। ধরে বহু মুখ, কর, পদ, আঁখি, শির॥
জনক-কুটুম্ব দোঁহাকারে মানি' লন। জ্ঞাতি ও কুটুম্ব যথা অতি প্রিয় হ'ন ॥১
জনক সহিত সেথা যত রাণীগণ। শিশু-সম প্রীতি তাহে করিল পোষণ॥
যোগিগণ-মনে পরতত্ত্ব অবভাসে। শান্ত শুদ্ধ সমদর্শী সহজ-প্রকাশে ॥২॥
এই দুই ভা'য়ে হেরে হরিভক্ত যত। সর্ব্ব-সুখ-দাতা তথা ইষ্টদেব-মত॥
যেই ভাব ধরি সীতা শ্রীরামে হেরিল। সেই প্রেম-সুখ কেহ বর্ণিতে নারিল ॥৩
হৃদয় সে অনুভূতি নারে প্রকাশিতে। কোন্ কবি কিরূপে তা পারিবে বর্ণিতে?॥
হেন মতে যেই ভাব যা'র উপজিল। সেভাবে কোশল-রাজে সে জন হেরিল ॥৪
দোহা— রাজগণ-মাঝে বিরাজ করেন কোশল রাজ্যের দু'-কিশোর।
সুন্দর শ্যামল গৌর তনু ধরি' বিশ্ব-জনের নয়ন-চোর ॥২৪২॥

সারমর্ম—পণ্ডিতেরা অনেক হাত, পা, মুখ, চোখ ও মাথা বিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষরূপে

রামচন্দ্রকে দেখিলেন। যোগীরা পরমতত্ত্বময় রূপে, সাধুরা জ্ঞানময় রূপে, ভক্তেরা ইষ্টদেব-রূপে, রাণীরা অতি প্রিয় সন্তানরূপে দেখিতেছিলেন। সীতা কিরূপে রামকে দেখিতে-ছিলেন তাহার উপমা দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয় ॥২৪২॥

চৌ—সহজ মনোহর মূরতি দোউ। কোটি কাম উপমা লঘু সোউ ॥
সরদ চন্দ নিন্দক মুখ নীকে। নীরজ নয়ন ভাবতে জী কে ॥১॥
চিতবনি চারু মার মনু হরনী। ভাবতি হৃদয় জাতি নহিঁ বরনী ॥
কল কপোল শ্রুতি কুণ্ডল লোলা। চিবুক অধর সুন্দর মৃদু বোলা ॥২॥
কুমুদবন্ধু কর নিন্দক হাঁসা। ভৃকুটী বিকট মনোহর নাসা ॥
ভাল বিসাল তিলক ঝলকাহীঁ। কচ বিলোকি অলি অবলি লজাহীঁ ॥৩॥
পীত চৌতনীঁ সিরন্হি সুহাঈঁ। কুসুম কলীঁ বিচ বীচ বনাঈঁ ॥
রেখেঁ রুচির কম্বু কল গীবাঁ। জনু ত্রিভুবন সুষমা কী সীবাঁ ॥৪॥

দোহা— কুঞ্জর মনি কণ্ঠা কলিত উরন্হি তুলসিকা মাল ॥
বৃষভ কন্ধ কেহরি ঠবনি বল নিধি বাহু বিসাল ॥২৪৩॥

বাংলা অর্থ—**নীরজ**—পদ্ম; **জীকে ভাবতে**—মনে ভাল লাগে; **চিতবনি**—দৃষ্টিভঙ্গি; **লোলা**—দোলায়মান, চঞ্চল; **ঝলকাহী**—দীপ্যমান হইয়াছে; **অলি অবলি**—ভ্রমর পংক্তি; **চৌতনী**—চৌকা টুপি; **কুঞ্জরমনি**—গজমুক্তা; **কলিত**—শোভিত, সুন্দর; **কেহরি ঠবনি**—সিংহের ন্যায় ভঙ্গি; (চৌ—১-৪; দো—২৪৩)

চৌ—স্বভাব সুন্দর ধরে মূরতি দুজ'নে। কোটি কোটি কামোপমা লঘু তার সনে ॥
শরতের চাঁদে নিন্দে সুন্দর বদন। কমল-নয়ন করে হৃদয়-তোষণ ॥১॥
চারু দৃষ্টি করে কাম-মানস-হরণ। দোঁহা প্রতি মনোভাব না যায় বর্ণন ॥
সুন্দর কপোল কর্ণে লম্বিত কুণ্ডল। চিবুক অধর চারু বচন সরল ॥২॥
দোঁহাকার হাসি নিন্দে চন্দ্রমা সুন্দর। ভালে বাঁকা ভ্রূ-যুগল নাসা মনোহর ॥
তিলক বিশাল ভালে করিছে বিরাজ। কৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছ হেরি অলি পায় লাজ ॥৩
পীত বর্ণের উষ্ণীষ শিরে মনোহর। পুষ্প-কলি মাঝে রহে সজ্জিত সুন্দর ॥
কম্বু-গ্রীবা মনোহর সৌন্দর্য্য রেখায়। ত্রিভুবন-সুষমার সীমা যেন তায় ॥৪॥

দোহা— গলে গজমতি রহে আলম্বিত তুলসীর মালা বক্ষে দুলিছে।
সিংহ-সম-গতি স্কন্ধ বৃষ-সম দু'বাহু বৃষ- স্কন্ধ ধরিছে ॥২৪৩॥

সারমর্ম—সভায় রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, কামদেবের সৌন্দর্য্যের দর্প চূর্ণ করিয়া ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহারাই যেন অধিকার করিয়াছেন ॥২৪৩॥

চৌ—কটি তূনীর পীত পট বাঁধেঁ। কর সর ধনুষ বাম বর কাঁধেঁ ॥
পীত জগ্য উপবীত সুহাএ। নখ সিখ মঞ্জু মহাছবি ছাএ ॥১॥

দেখি লোগ সব ভএ সুখারে। একটক লোচন চলত ন তারে ॥
হরষে জনকু দেখি দোউ ভাঈ। মুনি পদ কমল গহে তব জাঈ ॥২॥
করি বিনতী নিজ কথা সুনাঈ। রঙ্গ অবনি সব মুনিহি দেখাঈ ॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঅঁর বর দোউ। তহঁ তহঁ চকিত চিতব সবু কোউ ॥৩॥
নিজ নিজ রুখ রামহি সবু দেখা। কোউ ন জান কছু মরমু বিসেষা ॥
ভলি রচনা মুনি নৃপ সন কহেউ। রাজাঁ মুদিত মহাসুখ লহেউ ॥৪॥

দোহা— সব মঞ্চন্হ তেঁ মঞ্চু এক সুন্দর বিসদ বিসাল।
মুনি সমেত দোউ বন্ধু তহঁ বৈঠারে মহিপাল ॥২৪৪॥

বাংলা অর্থ—**একটক**—নির্নিমেষ ; **তারে**—চক্ষুর তারা ; **রঙ্গ অবনি**—রঙ্গভূমি ; **রুখ**—অভিপ্রায়, প্রবৃত্তি ; **মঞ্চনহ**—মঞ্চসমূহ ; **বৈঠারে**—বসাইলেন ; **বিসদ**—উজ্জ্বল ;
(চৌ—১-৪ ; দো—২৪৪)

চৌ—কটিতে তূণীর বাঁধা পীত বস্ত্রোপর। ধনু রাখে বাম কাঁধে, করে ধরে শর ॥
চারু যজ্ঞ উপবীত হরিদ্রা-বরণ। নখ হ'তে শিখা শোভে চারু আবরণ ॥১॥
দোঁহা দেখি সর্ব্বজনে হরষ লভিল। আঁখি-তারা স্থির, নাহি পলক পড়িল ॥
জনক হরষে হেরি' ভাই দুইজন। মুনিবর-পাদ-পদ্ম করেন বন্দন ॥২॥
জনক বিনতি করি' বারতা শুনান। যজ্ঞভূমি সবিশেষ মুনিরে দেখা'ন ॥
যুগল কুমার শ্রেষ্ঠ চলে যেথা সেথা। চকিত হইয়া সবে দৃষ্টি দেয় সেথা ॥৩॥
নিজ রুচিমত সবে রামেরে হেরিল। বিশেষ মরম-কথা কেহ না বুঝিল ॥
রচনার পরিপাটী মুনি নৃপে ক'ন। মহাসুখ লভি রাজা প্রমুদিত মন ॥৪॥

দোহা— সর্ব্ব মঞ্চ হতে চারু মঞ্চ এক সুবিশাল উজ্জ্বল আছিল।
রাজা মুনি সহ ভ্রাতা দুইজনে সেথায় আসন নিরূপিল ॥২৪৪॥

সারমর্ম্ম—রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া সকলেই সুখী হইলেন এবং সকলের দৃষ্টি এইদুই রাজকুমারের উপরই নিবদ্ধ থাকিল। বিশ্বামিত্র যজ্ঞক্ষেত্রের গঠন প্রণালীর প্রশংসা করায় রাজা জনক খুব আনন্দিত হইলেন। রাজা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উজ্জ্বল এক বিশাল মঞ্চে মুনি ও দুই ভাইকে বসাইলেন ॥২৪৪॥

চৌ—প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয়ঁ হারে। জনু রাকেস উদয় ভএঁ তারে ॥
অসি প্রতীতি সব কে মন মাহীঁ। রাম চাপ তোরব সক নাহীঁ ॥১॥
বিনু ভঞ্জেহুঁ ভব ধনুষু বিসালা। মেলিহি সীয় রাম উর মালা ॥
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ। জসু প্রতাপু বলু তেজু গবাঁঈ ॥২॥
বিহসে অপর ভূপ সুনি বানী। জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী ॥
তোরেহুঁ ধনুষু ব্যাহু অবগাহা। বিনু তোরেঁ কো কুঅঁরি বিআহা ॥৩॥
এক বার কালউ কিন হোউ। সিয় হিত সমর জিতব হম সোউ ॥
যহ সুনি অবর মহিপ মুসুকানে। ধরমসীল হরিভগত সয়ানে ॥৪॥

সো০— সীয় বিআহবি রাম গরব দূরি করি নৃপন্‌হ কে।
জীতি কো সক সংগ্রাম দসরথ কে রন বাঁকুরে ॥২৪৫॥

বাংলা অর্থ—হারে—হার মানে; রাকেশ—পূর্ণিমার চন্দ্রমা; তোরব—ভাঙ্গিবে; সক—সন্দেহ; বিনা ভঞ্জেহু—না ভাঙ্গিলেও; মেলিহি—দিবে; গবনহু—গমন কর; গবাঁই—হারাইয়া; অবগাহা—কঠিন; বিআহা—বিবাহ করিবে; কালউ—যমকেও; হিত—খাতিরে; অবর—অপর; বিআহাবি—বিবাহ করিবে; বাকুঁরে—কুশলী;
(চৌ—১-৪, দো—২৪৫)

চৌ—নৃপেরা প্রভুরে হেরি' প্রভাহীন তথা। পূর্ণশশী সমুদয়ে তারাগণ যথা॥
সর্ব্বজন মনোমাঝে হেন চিন্তি' লয়। ধনুর্ভঙ্গ করিবেন রাম অসংশয়॥১॥
বিশাল ধনুক রাম যদি না ভাঙ্গিবে। তথাপি রামের গলে সীতা মালা দিবে॥
হেন চিন্তি' কর ভাই স্ব-গৃহে গমন। তেজ, শক্তি, বল সব কর বিসর্জ্জন॥২
হাসিলেন অন্য রাজা শুনি' এই বাণী। যাঁহারা ছিলেন মূঢ় অন্ধ অভিমানী॥
ক'ন, 'যদি ভাঙ্গে ধনু বিবাহ হইবে। নাহি ভাঙ্গি কুমারীরে কেমনে লইবে?॥৩
এ বিবাহে যম যদি করে আগমন॥ সমরে জিনিব তা'রে সীতার কারণ'॥
ইহা শুনি' আন নৃপ ঈষৎ হাসিল। হরি-ভক্ত মতিমান্ যা'রা তথা ছিল॥৪॥
দোহা— রাম-সনে সীতা হবে বিবাহিত নৃপ-অভিমান করি' বিদূরিত।
কে জিনিবে বল সংগ্রাম-কুশলী দশরথ হেথা হ'লে উপনীত॥২৪৫॥

সারমর্ম্ম—রামকে দেখিয়া সকল রাজার হৃদয় দমিয়া গেলো। দনুক ভাঙ্গা না গেলেও সীতা রামের গলায় মালা দিবেন এই ধারণা সকল রাজার মনে বদ্ধমূল হইল। অজ্ঞান ও দাম্ভিক রাজারা ধনুর্ভঙ্গকারীকে পরাস্ত করিয়া সীতাকে লইবে বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিল কিন্তু বিধাতা রামচন্দ্রকেই সীতার বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে পরাস্ত করিবে কে?॥২৪৫॥

চৌ—ব্যর্থ মরহু জনি গাল বজাঈ। মন মোদকন্‌হি কি ভূখ বুতাঈ॥
সিখ হমারি সুনি পরম পুনীতা। জগদম্বা জানহু জিয়ঁ সীতা॥১॥
জগত পিতা রঘুপতিহি বিচারী। ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী॥
সুন্দর সুখদ সকল গুন রাসী। এ দোউ বন্ধু সম্ভু উর বাসী॥২॥
সুধা সমুদ্র সমীপ বিহাঈ। মৃগজলু নিরখি মরহু কত ধাঈ॥
কহহু জাই জা কহুঁ জোই ভাবা। হম তৌ আজু জনম ফলু পাবা॥৩॥
অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে। রূপ অনূপ বিলোকন লাগে॥
দেখহিঁ সুর নভ চঢ়ে বিমানা। বরষহিঁ সুমন করহিঁ কল গানা॥৪॥
দোহা— জানি সুঅবসরু সীয় তব পঠঈ জনক বোলাই।
চতুর সখীঁ সুন্দর সকল সাদর চলীঁ লবাই॥২৪৬॥

বাংলা অর্থ—জনি—না; মন মোদকন্‌হি—মনঃকল্পিত পিষ্টক; বুতাঈ—

নিবিবে ; লেহি নেহারী—দেখিয়া লও ; মৃগজলু—মরীচিকা ; কত—কেন ; জা কহু — যাহাকে ; ভাবা—ভাল লাগে ; হম তৌ—আমরা ত ; বোলাই পঠই—ডাকিয়া পাঠাইলেন ; চলীঁ লবাই—লইয়া চলিলেন ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৪৬)

চৌ—বৃথা গাল বাজাইয়া না ডাক মরণে। ক্ষুধা নাহি যাবে কভু লাড্ড্ খে'য়ে মনে ॥
পরম পবিত্র শিক্ষা এ মম মানিবে। জগদম্বা সীতা বলি' ইহারে জানিবে ॥১॥
রঘুপতি বিশ্বপিতা জেনো বিচারিয়া। শোভা হেরি' লও সবে নয়নে হেরিয়া ॥
মনোহর সুখ-দাতা সর্ব্ব-গুণ-রাশি। দুই ভ্রাতা জানো শম্ভু-হৃদয়-নিবাসী ॥২
সুধা-পারাবার আজ সমীপে ত্যজিয়া। মরীচিকা পিছু কত মরিবে ছুটিয়া ? ॥
কর গিয়া তাই যাহা নিজ-মনোমত। জন্মলাভ-ফল মম আজি অধিগত ॥৩॥
হেন কহি' ভক্ত নৃপ অনুরক্ত-চিতে। অনুপম রাম-রূপ লাগিল দেখিতে ॥
সুরগণ ইহা দেখে চড়িয়া বিমানে। পুষ্প বরিষয়ে সবে মাতি' কল-গানে ॥৪

দোহা— শুভ অবসর জানিয়া জনক সীতারে করেন আবাহন।
চতুরা সুন্দরী সখীগণ সেথা সীতা-সহ উপনীত হন ॥২৪৬॥

সারমর্ম—ধার্ম্মিক রাজারা দাম্ভিক রাজাদিগকে বলিলেন,—বৃথা বড়াই করিও না। জানিয়া রাখ সীতা স্বয়ং জগদম্বা, রামচন্দ্র জগতের পিতা। ইঁহারা দুই ভাই শিবের হৃদয়ে বাস করেন। সকলে নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। উপযুক্ত সময়ে যজ্ঞস্থলে সীতাকে আনা হইল ॥২৪৬॥

চৌ—সিয় সোভা নহিঁ জাই বখানী। জগদম্বিকা রূপ গুন খানী ॥
উপমা সকল মোহি লঘু লাগীঁ। প্রকৃত নারি অঙ্গ অনুরাগীঁ ॥১॥
সিয় বরনিঅ তেই উপমা দেঈ। কুকবি কহাই অজসু কো লেঈ ॥
জৌঁ পটতরিঅ তীয় সম সীয়া। জগ অসি জুবতি কহাঁ কমনীয়া ॥২॥
গিরা মুখর তন অরধ ভবানী। রতি অতি দুখিত অতনু পতি জানী ॥
বিষ বারুনী বন্ধু প্রিয় জেহী। কহিঅ রমাসম কিমি বৈদেহী ॥৩॥
জৌঁ ছবি সুধা পয়োনিধি হোঈ। পরম রূপময় কচ্ছপু সোঈ ॥
সোভা রজু মন্দরু সিঙ্গারু। মথৈ পানি পঙ্কজ নিজ মারু ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি উপজৈ লচ্ছি জব সুন্দরতা সুখ মূল।
তদপি সকোচ সমেত কবি কহহিঁ সীয় সমতুল ॥২৪৭॥

বাংলা অর্থ—খানী—খনি, আকর ; কুকবি কহাই—কুকবি কহাইয়া ; পটতরিঅ—উপমা দিবে ; ছবি—লক্ষ্মী (এখানে) ; সুধা—ক্ষার (অন্য পক্ষে অমৃত) ; সিংগারু—সজ্জা (অন্য পক্ষে শৃঙ্গার রস) ; সকোচ—সঙ্কোচ ; (চৌ১-৪ দো—২৪৭)

চৌ—সীতা অপরূপ রূপ নহে বর্ণিবার। জগতের মাতা তিনি রূপগুণা-ধার ॥
কাব্যের উপমা মম লঘু মনে লাগে। বর্ণয়ে প্রাকৃত নারী অঙ্গ-অনুরাগে ॥১

সীতারে বর্ণিতে তাঁর উপমা রচিয়া। কু-কবির অপযশ কে ল'বে মানিয়া ॥
সামান্য স্ত্রী-সহ যদি তুলিবে সীতায়। যুবতী সুন্দরী হেন কে আছে ধরায়? ॥২
শারদা মুখরা, শিবা অর্দ্ধাঙ্গ-ধারিণী। তনু-হীন স্বামী বলি রতি যে দুখিনী ॥
যার সঙ্গী বিষ মদ দুই বন্ধুজনে। হেন লক্ষ্মী-সনে সীতা তুলিবে কেমনে? ॥৩
সিন্ধু যদি শোভাময় অমৃত-ভাণ্ডার। কূর্ম্ম যদি তাহে হয় সৌন্দর্য-আধার ॥
রজ্জু যদি শোভাময়ী শৃঙ্গার মন্দার। কর-কমলে মন্থন করে যদি মার ॥৪॥
(তুলিবার যোগ্য তবে সীতা রমা সনে। সীতার জনম নহে রূঢ় আবেষ্টনে ॥)

দোহা— হেন মতে রমা জন্ম ল'ন যদি রূপ তথা সুখের নিদান।
তথাপি কুণ্ঠিত হইবেন কবি কহি সীতা রমার সমান ॥২৪৭॥

সারমর্ম্ম—জগন্মাতা সীতার রূপের উপমা দিতে পারে, এমন কোন কবির দুঃসাহস হয় নাই। সীতা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া, স্বর্গের দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীর সঙ্গেও সীতার রূপের সহিত তুলনা দেওয়া চলে না ত্রিভুবনে তিনি অতুলনীয়া। বিধাতা জগন্মাতাকে রূপে, গুণে ও সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়া রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২৪৭॥

চৌ—চলীঁ সঙ্গ লৈ সখীঁ সয়ানী। গাবত গীত মনোহর বানী ॥
সোহ নবল তনু সুন্দর সারী। জগত জননি অতুলিত ছবি ভারী ॥১॥
ভূষন সকল সুদেস সুহাএ। অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন্হ বনাএ ॥
রঙ্গভূমি জব সিয় পগু ধারী। দেখি রূপ মোহে নর নারী ॥২॥
হরষি সুরন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈঁ। বরষি প্রসূন অপছরা গাঈঁ ॥
পানি সরোজ সোহ জয়মালা। অবচট চিতএ সকল ভুআলা ॥৩॥
সীয় চকিত চিত রামহি চাহা। ভএ মোহবস সব নরনাহা ॥
মুনি সমীপ দেখে দোউ ভাঈ। লগে ললকি লোচন নিধি পাঈ ॥৪॥

দোহা— গুরজন লাজ সমাজু বড় দেখি সীয় সকুচানি।
লাগি বিলোকন সখিন্হ তন রঘুবীরহি উর আনি ॥২৪৮॥

বাংলা অর্থ—**সোহ**—শোভা পায়; **নবল**—নূতন; **সারী**—সাড়ী; **পগু**—পদ; **ধারী**—রাখিলেন; **অবচট**—চমকিত; **ভএ**—হইলেন; **নরনাহা**—নরনাথ; **ললকি লগে**—লালসী হইয়া লগ্ন হইলেন; **সকুচানি**—সঙ্কুচিত হইলেন; (চৌ—১-৪; দো—২৪৮)

চৌ—সঙ্গে ল'য়ে চলে তারে সখী সুচতুর। গাহিতে গাহিতে গীত অতি সুমধুর ॥
সীতার তনুতে শোভে মনোহর সাড়ী। জগজ্জননী ধরে শোভা মনোহারী ॥১
যেখানে যা' সাজে সব সুন্দর ভূষণ। অঙ্গে অঙ্গে সাজাইয়া দেন সখীগণ ॥
রঙ্গভূমি পরে সীতা করে পদার্পণ। রূপ হেরি' মুগ্ধ হয় নর-নারীগণ ॥২॥
সুরগণ হরষিত দুন্দুভি বাজায়। পুষ্প বরিষণ করি' অপসরারা গায় ॥
সীতার কমল-করে শোভে জয়-মাল। আশ্চর্য্য হইয়া হেরে' সকল ভূপাল ॥৩

চমকিত-চিত সীতা রামেরে হেরিল। নরপতিগণ-মনে মোহ উপজিল ॥
মুনি-পার্শ্বে সমাসীন ভাই দুইজনে। হেরিল রতন-সম লোলুপ লোচনে ॥৪॥

দোহা— গুরুজন হেরি বহুজন-মাঝে লাজে সীতা হ'য়ে সঙ্কুচিত।
দৃষ্টিপাত করে সখিগণ প্রতি রামে করে হৃদয়ে রক্ষিত ॥২৪৮॥

সারমর্ম্ম—জগজ্জননী সীতা যখন অপরূপ শোভা লইয়া রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিলেন; তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়া গেল। দেবতারা আনন্দে নাগ্রা বাজাইলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। জয়মাল্য হস্তে সীতা সকল রাজাকে দেখিয়া লইলেন। পরে রামের দিকে চাহিয়া নিজ রত্ন দেখিয়া লইলেন এবং রামকে হৃদয়ে বসাইলেন ॥২৪৮॥

চৌ—রাম রূপু অরু সিয় ছবি দেখেঁ। নর নারিন্হ পরিহরীঁ নিমেষেঁ ॥
সোচহিঁ সকল কহত সকুচাহীঁ। বিধি সন বিনয় করহিঁ মন মাহীঁ ॥১॥
হরু বিধি বেগি জনক জড়তাঈ। মতি হমারি অসি দেহি সুহাঈ ॥
বিনু বিচার পনু তজি নরনাহূ। সীয় রাম কর করৈ বিবাহূ ॥২॥
জগ ভল কহিহি ভাব সব কাহূ। হঠ কীন্হেঁ অন্তহুঁ উর দাহূ ॥
এহিঁ লালসাঁ মগন সব লোগূ। বরু সাঁবরো জানকী জোগূ ॥৩॥
তব বন্দীজন জনক বোলাএ। বিরিদাবলী কহত চলি আএ ॥
কহ নৃপু জাই কহহু পন মোরা। চলে ভাট হিয়ঁ হরষু ন থোরা ॥৪॥

দোহা— বোলে বন্দী বচন বর সুনহু সকল মহিপাল।
পন বিদেহ কর কহহিঁ হম ভুজা উঠাই বিসাল ॥২৪৯॥

বাংলা অর্থ—পরিহরী—পরিহার করিলেন; সোচহি—চিন্তা করিলেন; কহত—কহিতে; সকুচাহি—সঙ্কুচিত হইলেন; হরু—হরণ করুন; জড়তাঈ—মূঢ়তা; কীন্হে—করিলে; জোগূ—যোগ্য; বিরিদাবলী—গৌরব কাহিনীসমূহ; মোরা—মোর, আমার কহহি—কহিতেছি; উঠাই—উঠাইয়া; (চৌ—১-৪; দো—২৪৯)

চৌ—রামরূপ অপরূপ তথা সীতা-শোভা। অনিমেষ নর-নারী হেরে মনোলোভা ॥
সবে চিন্তে মনে কিন্তু কহিতে সংশয়। মনোমাঝে বিধি সনে কহে সবিনয় ॥১
ত্বরা দূর কর বিধি! জনক-জড়তা। আমা-সম দাও তাঁর মনে উদারতা ॥
নির্বিচারে নর-নাথ পরিহরি' পণ। সীতারে রামের করে করহ অর্পণ ॥২॥
সবে চিন্তে 'ইথে ভাল জগতে কহিবে। হঠকারে তার অন্তে হৃদয় দহিবে ॥'
সর্ব্বজন মগ্ন রহে এই লালসায়। শ্যাম রাম যোগ্যবর সীতারে মানায় ॥৩

বন্দনা-কারিগণের জনক প্রতিজ্ঞা-ঘোষণা

জনক স্তাবকগণে করেন আহ্বান। করিতে আসিল তারা কুলস্তুতি-গান ॥
নৃপ ক'ন, 'যাও সবে কহ মোর পণ'। তদা ভাট চলে সেথা অতি হৃষ্ট মন ॥৪

দোহা— বলে ভাটগণ বচন সুন্দর, শুনহ সকল মহীপাল!
জনকের পণ কহিব এবার ভুজ-যুগ তুলিয়া বিশাল ॥২৪৯॥

সারমর্ম—যজ্ঞস্থলে রামের রূপ ও সীতার শোভা দেখিয়া নরনারীরা নিমেষ-শূন্য হইয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিল, প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত সীতার বিবাহ দিবার জন্য রাজার সুবুদ্ধি হউক্। রাজার নির্দ্দেশে ভাটগণ সমবেত রাজ-গণকে রাজা জনকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইলেন ॥২৪৯॥

চৌ—নৃপ ভুজবল্ বিধু সিব ধনু রাহূ। গরুঅ কঠোর বিদিতসব কাহূ ॥
রাবনু বনু মহাভট ভারে। দেখি সরাসন গবঁহি সিধারে ॥১॥
সোই পুরারি কোদণ্ডু কঠোরা। রাজ সমাজ আজু জোই তোরা ॥
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী। বিনহিঁ বিচার বরই হঠি তেহী ॥২॥
সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে। ভটমানী অতিসয় মন মাখে ॥
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাঈ। চলে ইষ্টদেবন্হ সির নাঈ ॥৩॥
তমকি তাকি তকি সিব ধনু ধরহীঁ। উঠই ন কোটি ভাঁতি বলু করহীঁ ॥
জিন্হ কে কছু বিচারু মন মাহীঁ। চাপ সমীপ মহীপ ন জাহীঁ ॥৪॥

দোহা— তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ উঠই ন চলহিঁ লজাই।
মনহুঁ পাই ভট বাহুবলু অধিকু অধিকু গরুআই ॥২৫০॥

বাংলা অর্থ—**গরুঅ**—গুরু, ভারী; **বানু**—বাণাসুর; **গবঁহি**—চুপে চুপে; **জোই**—যেই; **বরই**—বরণ করিবে; **মাখে**—অত্যুৎসাহী, ক্রুদ্ধ; **পরিকর বাঁধি**—কটি বন্ধন করিয়া অর্থাৎ কোমর ইংধিয়া; **তমকি**—অত্যুৎসাহী হইয়া; **তকি**—দেখিলেন; **তাকি**—লক্ষ্য করিয়া; **উঠই ন**—উঠিল না; **লজহি**—লজ্জা পাইয়া; **মনহুঁ**—মানিলেও যেন; **গরুআই**—ভারী হইতে লাগিল; (চৌ—১-৪; দো—২৫০)

চৌ—নৃপ ভুজবল শশী, ধনু রাহু-তুল। জানে সর্ব্বজন ভারী কঠোর অতুল ॥
রাবণ ও বাণাসুর আদি যোদ্ধাগণ। পলায়ন করে ভারী হেরি শরাসন ॥১॥
সেই ভারী মহেশ্বর-কোদণ্ড মহান্। রাজার সমাজে ভাঙ্গে যেই শক্তিমান্ ॥
ত্রিভুবনজয়ী সেই, সীতা নির্বিচারে। মাল্যদান করি লব বরিয়া তাহারে ॥২
শুনি পণ সর্ব্ব ভূপ অভিলাষী হয়। অভিমানে বীর-মনে ক্ষোভ উপজয় ॥
কোমর বাঁধিয়া তাঁরা' হ'ন আকুলিত। ইষ্টদেবে শির নমি' হ'লেন ধাবিত ॥৩
লক্ষ্য করি' হর-ধনু ধরে অহঙ্কারে। সকল শকতি দিয়া উঠাইতে নারে ॥
মনোমাঝে যা' সবার বিবেক আছিল। চাপ-পার্শ্বে হেন নৃপ নাহি পঁহুছিল ॥৪

দোহা— অহঙ্কারে ধরে মূঢ় নৃপ ধনু লভে লাজ উঠে না যখন।
জেনো যেন লভি বীর-বাহু-বল লভে ধনু গুরুতা তখন ॥২৫০॥

সারমর্ম—যজ্ঞস্থলে যিনি এই শিব-ধনু ভঙ্গ করিবেন, তাঁহার ত্রিভুবন জয় করা

হইবে এবং জনক-নন্দিনী তাঁহাকে বরণ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অভিমানী রাজারা সীতাকে লাভ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া অহঙ্কারের সহিত শিব-ধনু ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইলেন। বুদ্ধিমান্ রাজারা ধনুক স্পর্শ করিতে গেলেন না। মনে হইল, ধনুক যেন যোদ্ধাদের দেখিয়া আরও কঠোর হইয়াছে॥২৫০॥

চৌ—ভূপ সহস দস একহি বারা। লগে উঠাবন টরই ন টারা॥
ডগই ন সম্ভু সরাসনু কৈসেঁ। কামী বচন সতী মনু জৈসেঁ॥১॥
সব নৃপ ভএ জোগু উপহাসী। জৈসেঁ বিনু বিরাগ সন্ন্যাসী॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী। চলে চাপ কর বরবস হারী॥২॥
শ্রীহত ভএ হারি হিয়ঁ রাজা। বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা॥
নৃপন্‌হ বিলোকি জনকু অকুলানে। বোলে বচন রোষ জনু সানে॥৩॥
দীপ দীপ কে ভূপতি নানা। আএ সুনি হম জো পনু ঠানা॥
দেব দনুজ ধরি মনুজ সরীরা। বিপুল বীর আএ রনধীরা॥৪॥

দোহা— কুঅঁরি মনোহর বিজয় বড়ি কীরতি অতি কমনীয়।
পাবনিহার বিরঞ্চি জনু রচেউ ন ধনু দমনীয়॥২৫১॥

বাংলা অর্থ—**টরই ন**—নড়িল না; **টারা**—হটাইলেও; **ডগই ন**—নড়িল না; **হারী**—হার মানিয়া; **সানে**—মিশ্রিত; **দীপ**—দ্বীপ; **ঠানা**—করিল; **অকুলানে**—উদ্বিগ্ন হইলেন; **সরীরা**—শরীর (এখানে বেশ); **বড়ি**—মহতী; **পাবনিহার**—প্রাপক;
(চৌ—১-৪; দো—২৫১)

চৌ—অযুত নৃপতি সবে এক এক বার। উঠা'তে চলিল ধনু নড়িল না ধার॥
তেমনি না নড়ে সেই শিব-শরাসন। কামীর বচনে যথা সতী-নারী-মন॥১॥
সব নৃপ সমাগত লভে উপহাস। বৈরাগ্য-বর্জ্জিত হ'লে যেমন সন্ন্যাস॥
বিজয়, সুযশ তথা বীরত্ব-মহান্। চাপ হ'তে সবে বলে পরাজয় পা'ন॥২॥

জনকের হতাশা-জ্ঞাপনে লক্ষ্মণের ক্রোধ

পরাজয় মানি, মনে শ্রীহীন হইয়া। রাজ-গণ স্ব-সমাজে বসিলেন গিয়া॥
বিলোকি' জনক যাহা হ'ন আকুলিত। বলেন বচন যেন রোষ-কষায়িত॥৩
দ্বীপ দ্বীপান্তর হ'তে নৃপতি-নন্দন। সমাগত হ'য়েছেন শুনি' মম পণ॥
দেব, দৈত্য আসে ধরি মানব-শরীর। যাঁহারা বিপুল বীর তথা রণধীর॥৪॥

দোহা— কুমারী সুন্দরী, বিপুল বিজয় আর পাবে যেই কীর্ত্তি কমনীয়।
হেন জনে ব্রহ্মা স্বজিল না বুঝি যার দ্বারা ধনু হবে নমনীয়॥২৫১॥

সারমর্ম—দশ হাজার রাজা একে একে চেষ্টা করিয়া ধনুক উঠাইতে না পারিয়া উপহাসের পাত্র হইয়া শুষ্কমুখ চলিয়া গেল। রাজা জনক অক্ষমতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এই শিব-ধনুতে গুণ পরাইবার যোগ্য বীর বিধাতা বোধ হয় কাহাকেও স্বষ্টি করেন নাই॥২৫১॥

চৌ—কহহু কাহি যহু লাভু ন ভাবা। কাহুঁ ন সঙ্কর চাপ চঢ়াবা॥
রহউ চঢ়াউব তোরব ভাঈ। তিলু ভরি ভূমি ন সকে ছড়াঈ॥১॥
অব জনি কোউ মাখৈ ভটমানী। বীর বিহীন মহী মৈঁ জানী॥
তজহু আস নিজ নিজ গৃহ জাহূ। লিখা ন বিধি বৈদেহি বিবাহূ॥২॥
সুকৃতু জাই জৌঁ পনু পরিহরউঁ। কুঅঁরি কুআরি রহউ কা করউঁ॥
জৌঁ জনতেউঁ বিনু ভট ভুবি ভাঈ। তৌ পনু করি হোতেউঁ ন হঁসাঈ॥৩
জনক বচন সুনি সব নর নারী। দেখি জানকিহি ভএ দুখারী॥
মাখে লখনু কুটিল ভইঁ ভৌঁহেঁ। রদপট ফরকত নয়ন রিসৌঁহেঁ॥৪॥

দোহা— কহি ন সকত রঘুবীর ডর লগে বচন জনু বান।
নাই রাম পদ কমল সিরু বোলে গিরা প্রমান॥২৫২॥

বাংলা অর্থ—**ভাবা**—ভাল লাগে; **চঢ়বা**—চড়াইল; **রহউ**—থাকুক; **চঢ়াউব**—উত্তোলন; **তোরব**—ভঞ্জন; **তিলু তরি**—তিলমাত্র; **জনি মাখৈ**—ক্রুদ্ধ না হয়; **লিখা ন**—লিখেন নাই; **সুকৃতু**—পুণ্য, সুকৃতি; **জনতেউঁ**—জানিতাম; **হঁসোই**—হাস্যাস্পদ; **ভইঁ**—হইলেন; **ভৌঁহেঁ**—ভ্রূ; **রদপট**—ওষ্ঠ; **রিসৌঁহেঁ**—ক্রুদ্ধ হইবেন; **প্রমান গিরা**—যথার্থ বাক্য; (চৌ—১-৪; দো—২৫২)

চৌ—কন,—হেন লাভ কারো ভাল না লাগিল। হর-ধনু তুলে হেন জন না আসিল॥
দূরে থাক্ ধনু-ভঙ্গ আর গুণ-দান। সরা'তে নারিল কেহ তিল-মাত্র স্থান॥১!
বীর মানী যোদ্ধা হেরি মান-হীন আজ। জানিয়া লইনু বীর নাহি ধরা-মাঝ॥
আশা ত্যজি সবে যাও নিজ নিজ ঘর। অদৃষ্টে লিখিত নাই বৈদেহীর বর॥২॥
সুকৃতি নাশিব যদি পণ পরিহরি। তনয়া কুমারী থাক্ আর কিবা করি?॥
জানিতাম বীর-শূন্য যদি ধরাধাম। পণ করি উপহাস নাহি লভিতাম॥৩॥
জনক-বচন শুনি' যত নর-নারী। জানকীরে হেরি' দুখ পান অতি ভারী॥
লক্ষ্মণ ভ্রূকুটি করে হইয়া কুপিত। অধর কম্পিত হয় রক্তাভা-রঞ্জিত॥৪॥

দোহা— কহিতে না পারি' রঘুবীর-ভয়ে জনকের বাক্যে গণি' বাণ।
রাম-পাদ-পদ্মে নমি' নিজ শির কহিলেন বচন প্রমাণ॥২৫২॥

সারমর্ম—বিধাতা বিদেহীর বিবাহ লেখেন নাই। আগে যদি জানিতাম যে, পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া উপহাসের পাত্র হইতাম না। কোন অভিমানী যোদ্ধা যেন আর অহঙ্কার না করেন। জানকীর জন্য নরনারী দুঃখ বোধ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ জনকের কথা শুনিলেন; ক্রোধে তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল॥২৫২॥

চৌ—রঘুবংসিন্হ মহুঁ জহঁ কোউ হোঈ। তেহিঁ সমাজ অস কহই ন কোঈ॥
কহী জনক জসি অনুচিত বানী। বিদ্যমান রঘুকুলমনি জানি॥১॥

সুনহু ভানুকুল পঙ্কজ ভানূ। কহউ সুভাউ ন কছু অভিমানূ ॥
জৌঁ তুম্হারি অনুসাসন পাবৌঁ। কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাবৌঁ ॥২॥
কাচে ঘট জিমি ডারৌঁ ফোরী। সকউঁ মেরু মূলক জিমি তোরী ॥
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা। কো বাপুরো পিনাক পুরানা ॥৩॥
নাথ জানি অস আয়সু হোউ। কৌতুকু করৌঁ বিলোকিঅ সোউ ॥
কমল নাল জিমি চাপ চঢ়াবৌঁ। জোজন সত প্রমান লৈ ধাবৌঁ ॥৪॥
দোহা— তোরৌঁ ছত্রক দণ্ড জিমি তব প্রতাপ বল নাথ।
জৌঁ ন করৌঁ প্রভু পদ সপথ কর ন ধরৌঁ ধনু ভাথ ॥২৫৩॥

বাংলা অর্থ—কহই—কথা; কহী—কহিয়াছেন; সুভাউ—স্বভাব; কন্দুক—ভাঁটা; ফোরী ডারৌ—ভাঙ্গিয়া ফেলিব; সকউঁ—সক্ষম; বাপুরো—বেচারা; কৌতুকু—ক্রীড়া, তামাসা; ধরৌ ন—ধরিব না; ভাথ—তুণীর; (চৌ—১-৪; দো—২৫৩)

চৌ—রঘু-বংশ-জাত-জন যেথা কেহ রহে। সে সমাজে হেন কথা কেহ নাহি কহে ॥
জনক কহেন এই অনুচিত বাণী। রঘু-কুল-মণি হেথা রয়েছেন জানি ॥১॥
সূর্য্যবংশ-পদ্ম-রবি! করহ শ্রবণ। বর্জ্জি' অভিমান কহি যথার্থ বচন ॥
তোমার নির্দ্দেশ যদি আমি এবে পাই। কন্দুকের তুল্য আমি ব্রহ্মাণ্ড উঠাই ॥২
কাঁচা ঘট সম তাহে দিব যে ভাঙ্গিয়া। সমূল মেরুরে যেন দিব উপাড়িয়া ॥
প্রতাপ-মহিমা তব কোথা ভগবন্? কোথায় বা পিণাক সে জীর্ণ পুরাতন? ॥৩
জানি এই কথা নাথ! আজ্ঞা দাও মোরে। কৌতুক দেখাই আমি দেখ আঁখি-ভ'রে ॥
পদ্ম-নাল-সম তুলি চাপে গুণ দিব। তাহারে তুলিয়া শত যোজন ধাইব ॥৪॥
দোহা— ছত্রকের দণ্ড-সম তাহে টুটি তোমারি প্রভাব-বলে নাথ!
অন্যথায় দিব্য প্রভু-পদে করি 'ধনুর্ব্বাণ ত্যজিবে এ হাত' ॥২৫৩॥

সারমর্ম্ম—রঘুবংশীয়েরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জনক রাজা যেভাবে অনুচিত বাক্য বলিলেন, তাহা কেহ বলে না। এজন্য লক্ষ্মণ নিজেদের বীরত্ব দেখাইবার জন্য রামচন্দ্রের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥২৫৩॥

চৌ—লখন সকোপ বচন জে বোলে। ডগমগানি মহি দিগ্গজ ডোলে ॥
সকল লোগ সব ভূপ ডেরানে। সিয় হিয়ঁ হরষু জনকু সকুচানে ॥১॥
গুর রঘুপতি সব মুনি মন মাহীঁ। মুদিত ভএ পুনি পুনি পুলকাহীঁ ॥
সয়নহিঁ রঘুপতি লখনু নেবারে। প্রেম সমেত নিকট বৈঠারে ॥২॥
বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী। বোলে অতি সনেহময় বানী ॥
উঠহু রাম ভনজহু ভব চাপা। মেটহু তাত জনক পরিতাপা ॥৩॥
সুনি গুরু বচন চরন সিরু নাবা। হরষু বিষাদু ন কছু উর আবা ॥
ঠাঢ়ে ভএ উঠি সহজ সুভাএঁ। ঠবনি জুবা মৃগরাজু লজাএঁ ॥২৫৪॥

দোহা— উদিত উদয়গিরি মঞ্চ পর রঘুবর বালপতঙ্গ।
বিকসে সন্ত সরোজ সব হরষে লোচন ভৃঙ্গ ॥২৫৪॥

বাংলা অর্থ—**ডগমগানি**—বিচলিত ; **ডোলে**—বিচলিত হইলেন ; **ডেরানে**—ভয় পাইলেন ; **সয়নহি**—ঈশারেতে ; **নেবারে**—নিবারিত করিলেন ; **ভঞ্জহু**—ভগ্ন কর ; **মেটহু**—মিটাও ; **ঠারে ভএ**—খাড়া হইলেন ; **ঠবনি**—দাঁড়াইবার ভঙ্গি ; **বালপতঙ্গ**—বালসূর্য্য ; **বিকসে**—প্রস্ফুটিত হইল ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৫৪)

চৌ—যবে হেন কথা বলে লক্ষ্মণ কুপিত। দিক্‌হস্তী দোলে তদা ধরা বিকম্পিত ॥
সব লোক, ভূপ সব হয় ভয়-ভীত। সঙ্কোচ জনকে ভরে, সীতা হরষিত ॥১॥

হর-ধনুর্ভঙ্গ

গুরু রঘুপতি তথা সর্ব্ব মুনিজন। পুনঃ পুনঃ প্রমুদিত পুলকিত মন ॥
ইসারায় রঘুপতি লক্ষ্মণে নিবারে'। নিজ-পার্শ্বে বসা'লেন সপ্রেমে তাহারে ॥২
বিশ্বামিত্র হেন-কালে শুভ-লগ্ন জানি। কহিলেন রামে অতি স্নেহময় বাণী ॥
উঠ রাম ! ভগ্ন কর মহেশের চাপ। মিটি যাবে জনকের তাহে পরিতাপ ॥৩
শুনিয়া গুরুর কথা শির নমি' পদে। হিয়া মাঝে নাহি গণি হর্ষ ও বিষাদে ॥
সহজ স্বভাবে উঠি লাগেন চলিতে। গতিতে কেশরী যেন লজ্জা পায় চিতে ॥৪

দোহা— মঞ্চোপরি রাম শোভা ধরে যেন উদয়াচলে বাল-ভাস্কর।
বিকসে কমল-সাধু সবাকার আঁখি-ভৃঙ্গ সেথা হর্ষ-পর ॥২৫৪॥

সারমর্ম্ম—লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। সকল রাজা ভীত হইলেন। রামচন্দ্র স্নেহের সহিত লক্ষ্মণকে শান্ত করিলেন। বিশ্বামিত্র শুভ সময় দেখিয়া শিবধনু ভঙ্গ করিবার জন্য রামকে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন ॥২৫৪॥

চৌ—নৃপন্হ কেরি আসা নিসি নাসী। বচন নখত অবলী ন প্রকাসী ॥
মানী মহিপ কুমুদ সকুচানে। কপটী ভূপ উলূক লুকানে ॥১॥
ভএ বিসোক কোক মুনি দেবা। বরিসহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা ॥
গুর পদ বন্দি সহিত অনুরাগা। রাম মুনিন্হ সন আয়সু মাগা ॥২॥
সহজ হিঁ চলে সকল জগ স্বামী। মত্ত মঞ্জু বর কুঞ্জর গামী ॥
চলত রাম সব পুর নর নারী। পুলক পূরি তন ভএ সুখারী ॥৩॥
বন্দি পিতর সুর সুকৃত সঁভারে। জৌঁ কছু পুন্য প্রভাউ হমারে।
তৌ সিব ধনু মৃনাল কী নাঈঁ। তোরহুঁ রামু গনেস গোসাঈঁ ॥৪॥

দোহা— রামহি প্রেম সমেত লখি সখিন্হ সমীপ বোলাই।
সীতা মাতু সনেহ বস বচন কহই বিলখাই ॥২৫৫॥

বাংলা অর্থ—**আসা**—আশা ; **নাসী**—নষ্ট হইল ; **প্রকাসী**—প্রকাশিত হইল ; **উলূক**—পেঁচক ; **কোক**—চক্রবাক ; **বিসোক**—শোকরহিত ; **জনাবহি**—জানাইলেন ;

মঞ্জু—সুন্দর; **সঁভারে**—স্মরণ করিলেন; **নাঈ**—সমান; **গোসাই**—গোস্বামী, প্রভু; **বিলখাই**—(যেন) বিলাপ করিয়া;

(চৌ—১-৪; দো—২৫৫

চৌ—রাজগণ-আশা-নিশি বিনাশ লভিল। বাক্যরূপ-তারা-রাশি নাহি প্রকটিল॥
মানি-নৃপ-পদ্ম-চক্ষু সঙ্কোচে মুদিল। পেচকের সম ক্রূর নৃপ লুকাইল॥১॥
চখা-সম মুনি দেব বীতশোক হয়। সেবা জানাইতে সবে পুষ্প বরিষয়॥
অনুরাগ সহ বন্দি' গুরুর চরণ। মুনিগণ হ'তে রাম আজ্ঞা মাগি' ল'ন॥২॥
স্বভাব গতিতে চলে জগতের স্বামী। মত্তহস্তী চলে যথা চারু-মন্দ-গামী॥
রাম চলিবার কালে পুর-নারী-নরে। পুলক-পূরিত হ'ন মন সুখে ভরে॥৩॥
বন্দি' পিতৃগণে সুরে স্মরি' পুণ্যবল। ক'ন পুণ্য কিছু যদি আছয়ে সম্বল॥
তবে হর-ধনু ল'য়ে মৃণাল-সমান। হে গণেশ! রাম যেন করে খান খান॥৪

দোহা— রামেরে হেরিয়া প্রেম-পর হিয়া সখীগণে সমীপে ডাকিয়া।
সীতা-মাতা নিজে প্রেম-পরবশ কহেন বচন বিলাপিয়া॥২৫৫॥

সারমর্ম—অভিমানী ও কপট রাজারা সঙ্কুচিত হইয়া মুখ লুকাইলেন। দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। পুরনারীরা সুখী হইয়া রাম যেন মৃণালের মত শিব-ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলেন বলিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। সীতার মাতা দুঃখের সহিত সখীদিগকে বলিলেন॥২৫৫॥

চৌ—সখি সব কৌতুকু দেখনিহারে। জেউ কহাবত হিতু হমারে॥
কোউ ন বুঝাই কহই গুর পাহীঁ। এ বালক অসি হঠ ভলি নাহীঁ॥১॥
রাবন বান ছুআ নহিঁ চাপা। হারে সকল ভূপ করি দাপা॥
সো ধনু রাজকুঅঁর কর দেহীঁ। বাল মরাল কি মন্দর লেহীঁ॥২॥
ভূপ সয়ানপ সকল সিরানী। সখি বিধি গতি কছু জাতি ন জানী॥
বোলী চতুর সখী মৃদু বানী। তেজবন্ত লঘু গনিঅ ন রানী॥৩॥
কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা। সোষেউ সুজসু সকল সংসারা॥
রবি মণ্ডল দেখত লঘু লাগা। উদয় তাসু তিভুবন তম ভাগা॥৪॥

দোহা— মন্ত্র পরম লঘু জাসু বস বিধি হরি হর সুর সর্ব।
মহামত্ত গজরাজ কহুঁ বস কর অঙ্কুস খর্ব॥২৫৬॥

বাংলা অর্থ—**দেখনিহারে**—দর্শনকারী; **কহাবত**—বলা হয়; **কহই**—কহিতেছে **ভলি**—ভাল; **চাপা**—চাপ, ধনুক; **দাপা**—দর্প; **লেহী**—উঠায়; **সয়ানপ**—বুদ্ধিমত্তা; **সিরানী**—সমাপ্ত হইয়াছে; **জানী ন জাতি**—জানা যায় না; **গনিঅ ন**—গণিবে না; **কুম্ভজ**—কুম্ভযোনি (অগস্ত্য); **সোষেউ**—শোষণ করিলেন; **ভাগা**—চলিয়া যায়; **বস কর**—বশ করে;

(চৌ—১-৪; দো—২৫৬)

চৌ—হে সখি ! সকলে আজি কৌতুক হেরিছে। মম হিতকারী বলি' আপনা ঘোষিছে
গুরু-পার্শ্বে কেহ নাহি বুঝাইয়া কয়। দুঃসাহস এ যুবক-তরে ভাল নয় ॥১॥
বাণ ও রাবণ ধনু যা' না পরশিল। সব নৃপ-দর্প যেথা চূর্ণিত হইল ॥
সেই ধনু দাও কিনা কুমারের করে ? পারে কি মরাল-শিশু উঠাতে মন্দরে ? ॥২
নৃপ-বুদ্ধি বুঝি হ'ল নির্ব্বাপিত-প্রায়। বিধাতা-লিখন সখি ! নাহি বুঝা যায় ॥
সুচতুরা এক সখী কহে মৃদু বাণী। তেজবন্তে লঘু করি না গণিবে রাণী ! ॥৩
কোথা কুম্ভযোনি, কোথা সমুদ্র অপার। শুষি' লয়, ব্যাপ্ত হয় সুযশ সংসার ॥
রবির মণ্ডল হেরি' লঘু মনে আসে। তাহার উদয়ে কিন্তু তমোরাশি নাশে ॥৪

দোহা— মন্ত্র অতি ক্ষুদ্র বশ করে কিন্তু ব্রহ্মা-হরি-হরাদি সবারে।
মদ-মত্ত করী অঙ্কুশ যে ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রণ করিছে তাহারে ॥২৫৬॥

সারমর্ম্ম—সখি ! আমার হিতকারীরা সকলেই তামাসা দেখিতেছে। সকল রাজা এবং রাবণ ও বাণ রাক্ষস আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যে ধনুক ছুঁইতে পারে নাই, রামের ন্যায় বালককে সেই ধনুক ভঙ্গ করিতে দেওয়া হইতেছে। এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিবার জন্য কেহই রাজাকে সদুপদেশ দিতেছে না। রাণীর কথা শুনিয়া একজন সখী বলিলেন অগস্ত্য অপার সমুদ্রকে শোষণ করিয়াছিলেন, সূর্য্য দেখিতে অতি ছোট হইলেও তিনি ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর করিতেছেন। হে রাণি ! তেজস্বীদিগকে ছোট জ্ঞান করিও না ॥২৫৬॥

চৌ—কাম কুসুম ধনু সায়ক লীন্হে। সকল ভুবন অপনেঁ বস কীন্হে ॥
দেবি তজিঅ সংসউ অস জানী। ভঞ্জব ধনুষু রাম সুনু রানী ॥১॥
সখী বচন সুনি ভৈ পরতীতী। মিটা বিষাদু বঢ়ী অতি প্রীতি ॥
তব রামহি বিলোকী বৈদেহী। সভয় হৃদয়ঁ বিনবতি জেহি তেহী ॥২॥
মনহীঁ মন মনাব অকুলানী। হোহু প্রসন্ন মহেস ভবানী ॥
করহু সফল আপনি সেবকাঈ। করি হিতু হরহু চাপ গরুআঈ ॥৩॥
গননায়ক বরদায়ক দেবা। আজু লগেঁ কীন্হিউ তুঅ সেবা ॥
বার বার বিনতী সুনি মোরী। করহু চাপ গুরুতা অতি থোরী ॥৪॥

দোহা— দেখি দেখি রঘুবীর তন সুর মনাব ধরি ধীর।
ভরে বিলোচন প্রেম জল পুলকাবলী সরীর ॥২৫৭॥

বাংলা অর্থ—**তজিঅ**—ত্যাগ কর ; **ভঞ্জব**—ভাঙ্গিবে ; **পরতীতী**—প্রতীতি, বিশ্বাস ; **মিটা**—মিটিল ; **বঢ়ী**—বাড়িল ; **বিনবতি**—বিনয় করিল ; **মনাব**—মানত করিল ; **সেবকাঈ**—সেবা কাজ ; **গরুআঈ**—গুরুতা ; **আজু লগে**—আজিকার জন্য ; **তুঅ**—তোমার ; **পুলকাবলী**—পুলকসমূহ ;
(চৌ--১-৪ ; দো--২৫৭)

চৌ—কাম পুষ্প-ধনুর্ব্বাণ করেন ধারণ। তার বশীভূত কিন্তু সকল ভুবন ॥
ইহা জানি ওহে রাণি ! ত্যজহ সংশয়। ধনুর্ভঙ্গ রাম জানো করিবে নিশ্চয় ॥১

সখীর বচন শুনি' হইল প্রতীতি। বিষাদ মিটিল তথা বাড়িল পিরীতি ॥
বৈদেহী করেন যবে রাম-দরশন। সভয় হৃদয়ে সব দেবে নত হ'ন ॥২॥
আকুল হইয়া চিন্তা করে তাঁর মন। মহেশ-ভবানী যেন সুপ্রসন্ন হ'ন ॥
সফল করহ এবে সেবকে আপন। দয়া করি হরি লও চাপের ওজন ॥৩॥
বরদাতা দেব! তুমি গজেন্দ্র-বদন। তোমা সেবি' এত কাল ক'রেছি যাপন ॥
বার বার শুনি' তুমি আমার মিনতি। ধনুর গুরুতা এবে লঘু কর অতি ॥৪॥

দোহা— রাম-তনু হেরি' পুন ধৈর্য্য ধরি' দেবতারে মানৎ করিল।
নয়ন ভাসিল পিরীতির জলে কলেবর পুলকে ভরিল ॥২৫৭॥

সারমর্ম—সখীর কথা শুনিয়া রাণীর সংশয় অনেক দূর হইল। সেই সময় সীতা রামকে দেখিয়া সভয়ে মহেশ, ভবানী ও গণেশের নিকট কাতর মিনতি করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাদের সেবা করিয়া আসিতেছি, তোমরা ধনুক হাল্কা করিয়া দিয়া সেবিকার ইচ্ছা পূর্ণ কর ॥২৫৭॥

চৌ—নীকেঁ নিরখি নয়ন ভরি সোভা। পিতু পনু সুমিরি বহুরি মনু ছোভা ॥
অহহ তাত দারুনি হঠ ঠানী। সমুঝত নহিঁ কছু লাভু ন হানী ॥১॥
সচিব সভয় সিখ দেই ন কোঈ। বুধ সমাজ বড় অনুচিত হোঈ ॥
কহঁ ধনু কলিসহু চাহি কঠোরা। কহঁ স্যামল মৃদুগাত কিসোরা ॥২॥
বিধি কেহি ভাঁতি ধরৌঁ উর ধীরা। সিরস সুমন কন বেধিঅ হীরা ॥
সকল সভা কৈ মতি ভৈ ভোরী। অব মোহি সম্ভু চাপ গতি তোরী ॥৩॥
নিজ জড়তা লোগন্‌হ পর ডারী। হোহি হরুঅ রঘুপতিহি নিহারী ॥
অতি পরিতাপ সীয় মন মাহীঁ। লব নিমেষ জুগ সয় সম জাহীঁ ॥৪॥

দোহা— প্রভুহি চিতই পুনি চিতব মহি রাজত লোচন লোল।
খেলত মনসিজ মীন জুগ জনু বিধু মণ্ডল ডোল ॥২৫৮॥'

বাংলা অর্থ—**নীকে**—সুন্দর ভাবে; **ছোভা**—ক্ষুব্ধ হইল; **দারুনি**—দারুণ; **ঠানী**—করিয়াছেন; **সমুঝত নহি**—বুঝেন নাই; **কুলিসহু চাহি**—বজ্রের চেয়ে; **ধরৌ**—ধরিব; **সিরস**—শিরীষ বৃক্ষ; **সুমন কন**—ফুলের কণা; **ভোরী**—ভ্রান্ত; **তোরী**—তোমার; **ডারী**—ফেলিয়া দিয়া; **হরুআ**—হাল্কা; **জুগ সয়**—শত যুগ; **চিতই**—দেখিয়া; **চিতব**—দেখিল; **রাজত**—শোভিল; **লোল**—চঞ্চল; **ডোল**—জলপাত্র; **খেলত**—খেলা করিতেছিল;

(চৌ—১-৪; দো—৫৮)

চৌ—মনোহর শোভা হেরি' ভরিয়া নয়ন। মনে পুন ক্ষুব্ধ হ'ন স্মরি' পিতৃপণ ॥
হায় তাত! জিদ্ ধর যে কঠোর পণ। লাভ-ক্ষতি, কিছু নাহি করিলে চিন্তন ॥১
সভয়ে সচিব কেহ শিখায়ে না দেয়। বুধের সমাজে ইহা অনুচিত হয় ॥
কোথায় এ হরধনু কুলিশ কঠোর? কোথায় মৃদুল তনু শ্যামল কিশোর? ॥২

হৃদয়ে ধীরতা বিধি কেমনে রহিবে? শিরীষ-কুসুম-কণা হীরা কি বিঁধিবে? ॥
সকল সমাজে হেরি হ'ল ভ্রষ্ট-মতি। হর-ধনু! তুমি এবে হও মম গতি ॥৩॥
স্বজড়তা জনতারে দাও নিক্ষেপিয়া। রাঘবে নেহারি' লও লঘুতা বরিয়া ॥
সীতার হৃদয় অতি পরিতাপে দহে। নিমেষের অংশ শত-যুগ-সম বহে ॥৪॥

দোহা— প্রভু-পানে চাহে চাহে ধরা-পানে আঁখি-যুগ শোভিল চঞ্চল।
মদনের মীন দু'টি যেন খেলে আরোহিয়া শশাঙ্ক-মণ্ডল ॥২৫৮॥

সারমর্ম্ম—সীতা চক্ষু ভরিয়া রামের শোভা দেখিলেন কিন্তু পিতার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া দুঃখ বোধ করিতে লাগিলেন। বজ্রের অপেক্ষা কঠিন ধনুক আর কোমল-শরীর রাম; কিশোর রামচন্দ্রের পক্ষে তাহা ভঙ্গ করা কি করিয়া সম্ভব?—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সীতার মনে অতিশয় আশঙ্কা হওয়ায় নিমেষও তাঁহার নিকট যুগের মত কাটিতেছিল। মনে হইল যেন দুইটী কামরূপ মাছ খেলা করিতেছে ॥২৫৮॥

চৌ—গিরা অলিনি মুখ পঙ্কজ রোকী। প্রগট ন লাজ নিসা অবলোকী ॥
লোচন জলু রহ লোচন কোনা। জৈসেঁ পরম কৃপন কর সোনা ॥১॥
সকুচি ব্যাকুলতা বড়ি জানী। ধরি ধীরজু প্রতীতি উর আনী ॥
তন মন বচন মোর পনু সাচা। রঘুপতি পদ সরোজ চিতু রাচা ॥২॥
তৌ ভগবানু সকল উর বাসী। করিহি মোহি রঘুবর কৈ দাসী ॥
জেহি কেঁ জেহি পর সত্য সনেহূ। সো তেহি মিলই ন কছু সন্দেহূ ॥৩॥
প্রভু তন চিতই প্রেম তন ঠানা। কৃপানিধান রাম সবু জানা ॥
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধনু কৈসেঁ। চিতব গরুরু লঘু ব্যালহি জৈসেঁ ॥৪

দোহা— লখন লখেউ রঘুবংসমনি তাকেউ হর কোদণ্ডু।
পুলকি গাত বোলে বচন চরন চাপি ব্রহ্মাণ্ডু ॥২৫৯॥

বাংলা অর্থ—**অলিনি**—ভ্রমরীকে; **রোকী**—আটকাইয়া রহিয়াছে; **সাচা**—সত্য; **রাচা**—অনুরক্ত হইয়াছে; **ঠানা**—করিয়াছে; **তকেউ**—তাকাইলেন; **গিরা অলিনি**—বাক্যরূপী ভ্রমরী; (চৌ—১-৪; দো—২৫৯)

চৌ—বাণী-ভ্রমরী রোধিছে পঙ্কজ-আননে। প্রকট না করে লজ্জা-নিশা-বিলোকনে ॥
অশ্রুজল ধরি' রাখে নয়নের কোণা। যেমন গোপনে রহে কৃপণের সোণা ॥১
সঙ্কোচ মানিল জানি' নিজ ব্যাকুলতা। বিশ্বাস হৃদয়ে ভরে ধরিয়া ধীরতা ॥
কায়-মনো-বাক্য মম করে সত্য পণ। রঘু-পতি-পাদপদ্মে অনুরক্ত মন ॥২॥
তবে সেই ঈশ সদা সর্ব্ব-হিয়া-বাসী। করিবেন মোরে ধ্রুব পাদপদ্ম-দাসী ॥
যা'র পরে প্রেম সত্য রহিবেক যা'র। তার সনে সে মিলিবে মিথ্যা নাহি তা'র ॥৩
প্রভু-তনু হেরি সীতা প্রেমেতে মগন। কৃপার নিধান রাম বুঝেন তখন ॥
সীতা হেরি' ধনু রাম হেরিল তেমন। সর্পগণে হেরে লঘু গরুড় যেমন ॥৪॥

দোহা— হরধনু-পানে তাকা'তে রাঘবে হেরিলেন যখন লক্ষ্মণ।
পুলকিত তনু আপন চরণে ধরণী চাপিয়া বাক্য ক'ন ॥২৫৯॥

সারমর্ম্ম—পদ্মফুলের ভিতর আবদ্ধ রাত্রিকালীন মৌমাছির ন্যায় সীতার বাক্য রাত্রিরূপ লজ্জায় মুখের ভিতর আবদ্ধ হইয়া গেল, চোখের জল চোখের কোণেই জমিয়া থাকিল। ব্যাকুলতায় নিজে সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাস আনিয়া চিন্তা করিলেন যে, আমার মন, দেহ ও বাক্য যদি খাঁটি হয়, তবে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রামচন্দ্রের দাসী করিবেন। সীতার প্রতিজ্ঞার কথা রামচন্দ্র জানিয়া ধনুকের দিকে তাকাইলেন। লক্ষ্মণ তখন পা দিয়া ব্রহ্মাণ্ড চাপিয়া বলিলেন ॥২৫৯॥

চৌ—দিসিকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা। ধরহু ধরনি ধরি ধীর ন ডোলা ॥
রামু চহহিঁ সঙ্কর ধনু তোরা। হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা ॥১॥
চাপ সমীপ রামু জব আএ। নর নারিন্হ সুর সুকৃত মনাএ ॥
সব কর সংসউ অরু অগ্যানূ। মন্দ মহীপন্হ কর অভিমানূ ॥২॥
ভৃগুপতি কেরি গরব গরুআঈ। সুর মুনিবরন্হ কেরি কদরাঈ ॥
সিয় কর সোচু জনক পছিতাবা। রানিন্হ কর দারুন দুখ দাবা ॥৩॥
সম্ভু চাপ বড় বোহিতু পাঈ। চঢ়ে জাই সব সঙ্গু বনাঈ ॥
রাম বাহু বল সিন্ধু অপারূ। চহত পারু নহি কোউ কড়হারূ ॥৪॥

দোহা— রাম বিলোকে লোগ সব চিত্র লিখে সে দেখি।
চিতঈ সীয় কৃপায়তন জানী বিকল বিসেষি ॥২৬০॥

বাংলা অর্থ—দিসি কুঞ্জরহু—দিগ্‌হস্তী; অহি—অনন্তদেব; কমঠ—কচ্ছপ; কোলা—বরাহ; ন ডোলা—কাঁপিল না; তোরা চহহি—ভাঙ্গিতে চাহিতেছে; সজগ—সজাগ, সাবধান; মনাএ—মানৎ করিল; মন্দ—মূঢ়; কদরাঈ—কাপুরুষতা, এখানে ভয়; বোহিতু—জাহাজ; কড়হারু—কর্ণধার; সে—তুল্য; (চৌ—১-৪; দো—২৬০)

চৌ—কমঠ! বরাহ! শেষ! দিক্‌ হস্তিগণ! ধরণী দোলে না হেন করহ ধারণ ॥
রাম ভাঙ্গিবারে চান শিব-শরাসন। এই আজ্ঞা শুনি' সবে রহ সচেতন ॥১॥
শিব-ধনু-নিকটেতে রাম যবে যান। নর-নারী-সুর সবে করে পুণ্যজ্ঞান ॥
সবাকার মন ধরে সংশয়, অজ্ঞান। মন্দমতি রাজগণ করে অভিমান ॥২॥
ভৃগুপতি তাহা হেরি' গুরু গর্ব্ব ধরে। কাতরতা মানে যত সুর-মুনিবরে ॥
জনকের অনুতাপ, সীতার চিন্তন। দুখ-দাবানলে দহে যত রাণীগণ ॥৩॥
শিব-ধনু সবে চড়ে যেন সে জাহাজ। দল বাঁধি যাত্রি-সম রচিল সমাজ ॥
রাম-বাহু-বল সেথা সাগর অপার। পারে যে'তে চায় কিন্তু নাহি কর্ণধার ॥৪

দোহা— রাম সর্ব্বজনে বিলোকন করি' চিত্রতুল্য মানিল সবারে।
কৃপার আধার সীতারে বুঝিল সবিশেষ বিকল আকারে ॥২৬০॥

সারমর্ম্ম—রাম শঙ্কর-ধনু ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন। হে দিগ্‌গজগণ, কচ্ছপ, শেষ-

নাগ ও বরাহ তোমরা পৃথিবীকে ধরিয়া রাখ, দোলাইও না। রাম ধনুকের নিকটে আসিলে নরনারী ও দেবতারা আনন্দিত হইলেন। কাহারও দুঃখ, কাহারও অভিমান, কাহারও গর্ব্ব, কাহারও অনুতাপ এবং কাহারও সংশয় প্রভৃতিতে হরধনু পূর্ণ হইয়া যেন নাবিক-হীন নৌকাতে পরিণত হইয়াছিল। সকলে যেন নিশ্চল ছবির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। সীতাকেও বিশেষ বিকল দেখাইতেছিল ॥২৬০॥

চৌ—দেখী বিপুল বিকল বৈদেহী। নিমিষ বিহাত কলপ সম তেহী ॥
তৃষিত বারি বিনু জো তনু ত্যাগা। মুএঁ করই কা সুধা তড়াগা ॥১॥
কা বরষা সব কৃষী সুখানেঁ। সময় চুকেঁ পুনি কা পছিতানেঁ ॥
অস জিয়ঁ জানি জানকী দেখী। প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিসেষী ॥২॥
গুরহি প্রনামু মনহিঁ মন কীন্হা। অতি লাঘবঁ উঠাই ধনু লীন্হা ॥
দমকেউ দামিনী জিমি জব লয়উ। পুনি নভ ধনু মণ্ডলসম ভয়উ ॥৩॥
লেত চঢ়াবত খৈঁচত গাঢ়েঁ। কাহুঁ ন লখা দেখ সবু ঠাঢ়েঁ ॥
তেহি ছন রাম মধ্য ধনু তোরা। ভরে ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা ॥৪॥

ছন্দ— ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রব রবি বাজি তজি মারগু চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি অহি কোল কূরুম কলমলে ॥
সুর অসুর মুনি কর কান দীন্হেঁ সকল বিকল বিচারহীঁ।
কোদণ্ড খণ্ডেউ রাম তুলসী জয়তি বচন উচারহীঁ ॥

সো০— সঙ্কর চাপু জহাজু সাগরু রঘুবর বাহুবলু।
বূড় সো সকল সমাজু চঢ়া জো প্রথমহিঁ মোহ বস ॥২৬১॥

বাংলা অর্থ—বিহাত—ব্যতীত হইল; ত্যাগা—ত্যাগ করিয়াছে; মুএঁ—মৃত হইলে; সুখানে—শুকাইয়া গেলে; পছিতানে—পশ্চাত্তাপে; গাঢ়ে—সজোরে; পুলকে—পুলকিত হইলেন; অতি লাঘবঁ—অতি সহজে; দমকেউ—চমকিত হইল; খৈঁচত—টানিয়া; ঠাঢ়ে—দাড়াইয়াছেন; কুরুম—কূর্ম্ম; মলমলে—চঞ্চল হইল; কর—হাতি; বূড়—ডুবিয়া গেল; (চৌ—১-৪; দো—২৬১)

চৌ—বৈদেহীরে হেরে রাম বিকল বিপুল। নিমেষ কাটিছে তা'র কল্প-সমতুল ॥
বারি বিনা মৃত্যু বরে তৃষিত যে জন। অমৃত-তড়াগে পিছে কিবা প্রয়োজন ॥১
বরষণে কিবা ফল কৃষি শুকাইলে। অনুতাপে কিবা ফল কাল চলি' গেলে?
রাম হেরে জানকীরে মনে ইহা ধরি'। সীতা-প্রেমে পুলকেতে মন গেল ভরি' ॥২
মনে মনে গুরুপদে করিয়া প্রণতি। ধনু উত্তোলিল রাম যেন লঘু অতি ॥
নভো-মাঝে যেন ধনু দামিনী স্ফুরিল। আকাশে উঠা'লে তাহে মণ্ডল রচিল ॥৩
ধনু ল'য়ে করে তুলি' গুণ আরোপিল। কেহ নাহি হেরে শুধু দাঁড়াতে দেখিল ॥
ক্ষণ-মাঝে রাম করে ধনুক-ভঞ্জন। ঘোর শব্দে ভ'রে গেল সকল ভুবন ॥৪॥

ছন্দ— ভরিল ভুবন অতি ঘোর রবে সূর্য্যাশ্ব চমকি' স্বপথ ছাড়িল।
ধরণী দুলিল দিগ্‌গজ-নাদে অনন্ত, বরাহ, কমঠ কাঁপিল॥
সুরাসুর-মুনি কানে দিল হাত বিকল সকলে মানসে বিচারি'।
ধনুর্ভঙ্গ হ'ল তুলসী গাহিল 'সীতারাম জয়' বচন উচ্চারি'॥
সো— মহেশ্বর-ধনু বিরাট জাহাজ সিন্ধু সেথা রাম-বাহুবল।
মোহবশে ডুবে রাজার সমাজ হ'য়েছিল যারা যাত্রিদল॥২৬১॥

সারমর্ম্ম—রাম দেখিলেন নিমেষকালও যেন সীতার নিকট এক কল্প বলিয়া মনে হইতেছে। পিপাসায় মরিয়া যাবার পর অমৃতের পুষ্করিণী সন্ধানের কোনই অর্থ হয় না ভাবিয়া রামচন্দ্র মনে মনে গুরুকে প্রণাম করিয়া লঘুভাবে ধনুক তুলিয়া লইলেন এবং আকাশের মত গোলাকার করিয়া মধ্যভাগ হইতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধনু-র্ভঙ্গের কঠোর শব্দে পৃথিবী দুলিতে লাগিল; সূর্য্যোশ্বগণ চমকাইয়া উঠিয়া পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিল, দিগ্‌গজগণ চীৎকার করিতে লাগিল, সুরাসুর ও মুনিরা শব্দের ঝঙ্কারে কাণে হাত দিলেন। দাম্ভিক ও মোহান্ধ রাজারা নিরাশ হইলেন॥২৬১॥

চৌ—প্রভু দোউ চাপখণ্ড মহি ডারে। দেখি লোগ সব ভএ সুখারে॥
কৌসিকরূপ পয়োনিধি পাবন। প্রেম বারি অবগাহু সুহাবন॥১॥
রামরূপ রাকেসু নিহারী। বঢ়ত বীচি পুলকাবলি ভারী
বাজে নভ গহগহে নিসানা। দেববধূ নাচহিঁ করি গানা॥২॥
ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীসা। প্রভুহি প্রসংসহিঁ দেহিঁ অসীসা
বরিসহিঁ সুমন রঙ্গ বহু মালা। গাবহিঁ কিন্নর গীত রসালা॥৩॥
রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী। ধনুষ ভঙ্গ ধুনি জাত ন জানী॥
মুদিত কহহিঁ জহঁ তহঁ নর নারী। ভঞ্জেউ রাম সম্ভুধনু ভারী॥৪॥
দোহা— বন্দী মাগধ সূতগন বিরুদ বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিছাবরি লোগ সব হয় গয় ধন মনি চীর॥২৬২॥

বাংলা অর্থ—**ডারে**—নিক্ষেপ করিল; **অবগাহু**—গভীর; **বঢ়ত**—বাড়িল; **বীচি**—তরঙ্গ; **গহে গহে**—বেশী জোরে; **নিসানা**—দামামা; **ধুনি**—ধ্বনি; **ন জানী জাত**—জানা গেল না; **বিরুদ**—কীর্ত্তি-কথা; **নিছাবরি**—উপঢৌকন; **হয়**—অশ্ব; **গয়**—হস্তী; **রাকেসু**—পূর্ণিমার চন্দ্র;
(চৌ—১-৪; দো—২৬২)

চৌ—চাপ-খণ্ড দুটি প্রভু ধরায় ফেলিল। সকলে হেরিয়া তাহা মুদিত হইল॥
মুনিবর সেথা যেন পূত পারাবার। অগাধ সুন্দর হয় প্রেম-বারি তা'র॥১॥
রাম-রূপ পূর্ণ-চন্দ্র করি' বিলোকন। পুলক-তরঙ্গ-রাজি বাড়িল তখন॥
প্রবল দুন্দুভি-নাদে ধ্বনিল গগন। সেথা গায় আর নাচে দেব-বধূগণ॥২॥
ব্রহ্মাদি-দেবতা যত সিদ্ধ ও মুনীশ। প্রভুর প্রশংসা করি' উচ্চারে আশিস্‌॥
বহুবর্ণ পুষ্প-মাল্য করে সবে দান। কিন্নরীর দল গাহে সু-রসাল গান॥৩॥

জয়-শব্দ-উচ্চারণে ধরা গেল ভ'রে। ধনুঃ-শব্দ নাহি পশে কাণের বিবরে ॥
হরষিত কহে সেথা যত নর-নারী। ভাঙ্গিলেন রামচন্দ্র হরধনু ভারী ॥৪॥
দোহা— স্তাবক, মাগধ তথা সূতগণ যশ গায় সবে ধীর মন।
করয়ে সকলে যজ্ঞে সমর্পণ বাজি-গজ-বস্ত্র-মণি-ধন ॥২৬২॥

সারমর্ম—ধনুক-ভঙ্গের পর বিশ্বামিত্র গভীর স্নেহের সহিত রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেব-বধূরা, ব্রহ্মাদি দেবতারা, সিদ্ধ ও মুনিগণ এবং কিন্নরগণ, নানাপ্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরবাসীরা হাতী-ঘোড়া, ধন-রত্ন প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন ॥২৬২॥

চৌ—ঝাঁঝি মৃদঙ্গ সঙ্খ সহঁনাঈ। ভেরী ঢোল দুন্দুভী সুহাঈ ॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহাএ। জহঁ তহঁ জুবতিন্হ মঙ্গল গাএ ॥১॥
সখিন্হ সহিত হরষী অতি রানী। সূখত ধান পরা জনু পানী ॥
জনক লহেউ সুখু সোচু বিহাঈ। পৈরত থকেঁ থাহ জনু পাঈ ॥২॥
শ্রীহত ভএ ভূপ ধনু টূটে। জৈসেঁ দিবস দীপ ছবি ছূটে ॥
সীয় সুখহি বরনিঅ কেহি ভাঁতী। জনু চাতকী পাই জলু স্বাতী ॥৩॥
রামহি লখনু বিলোকত কৈসেঁ। সসিহি চকোর কিসোরকু জৈসেঁ ॥
সতানন্দ তব আয়সু দীন্হা। সীতাঁ গমনু রাম পহিঁ কীন্হা ॥৪॥
দোহা— সঙ্গ সখীঁ সুন্দর চতুর গাবহিঁ মঙ্গলচার।
গবনী বাল মরাল গতি সুষমা অঙ্গ অপার ॥২৬৩॥

বাংলা অর্থ—ঝাঁঝি—ঝাঁঝ; সহনাঈ—সানাই (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ); পরা—পড়িল; সোচু—চিন্তা; পৈরত — সাঁতার কাটিতে কাটিতে; থকেঁ — ক্লান্ত; থাহ — থৈ; ছূটে—চলিয়া যায়, নষ্ট হয়; পহি—পার্শ্বে; সঙ্গসখী—সঙ্গী সখী; মঙ্গলচার—মঙ্গলাচার; গবনী—চলিলেন; (চৌ—১-৪; দো—২৬৩)

চৌ—মৃদঙ্গ, সানাই, ঝাঁঝ, শঙ্খ নিনাদিল। ঢোলক, দুন্দুভি, ভেরী সুন্দর বাজিল ॥
আরো যন্ত্র কত ছিল বাজিল সুন্দর। যথা তথা যুবতীরা-গায় মনোহর ॥১॥
সহ সখিগণ রাণী তথা হরষিত। যথা শুষ্ক ধান্য-ক্ষেত্র জলে বরষিত ॥
জনক লভয়ে সুখ ত্যজিয়া চিন্তন। সাঁতারে কাতর যে থৈ পাইলে যেমন ॥২
নৃপদলে বিষাদিত ধনুক টুটিলে। প্রদীপের আলো যথা দিবস আসিলে ॥
জনক-নন্দিনী-সুখ বর্ণিব কেমন। স্বাতী-জল লাভ করি চাতক যেমন ॥৩॥
লক্ষ্মণ হেরিল রামে তেমনি তখন। শশীরে চকোর শিশু হেরয়ে যেমন ॥
শতানন্দ আজ্ঞা-দান করেন তখন। রামের নিকটে সীতা করেন গমন ॥৪॥
দোহা— সখী সুচতুরা সঙ্গে মনোহর গান করে মঙ্গল আচার।
বাল-হংসী-সম মৃদু চলে সীতা তনু ধরে সুষমা অপার ॥২৬৩॥

সারমর্ম—নানারূপ সুন্দর বাদ্য বাজিতে লাগিল। যুবতীরা যেখানে সেখানে মঙ্গল-

গান গাহিতে লাগিল। রৌদ্রতাপে দগ্ধ গাছ বৃষ্টির জল পাইলে যেমন তৃপ্ত হয়, রাণীরাও সেইরূপ তৃপ্ত হইলেন ও রাজা জনক সুখী হইলেন। সভায় যোগদানকারী রাজাদের মুখ মলিন হইয়া গেল। জল পাইয়া 'চাতকী'র যে অবস্থা হয়, সীতার অবস্থাও সেইরূপ হইল। তখন শতানন্দের আজ্ঞায় সীতা রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন ॥২৬৩॥

চৌ—সখিন্হ মধ্য সিয় সোহতি কৈসেঁ। ছবিগন মধ্য মহাছবি জৈঁসে ॥
কর সরোজ জয়মাল সুহাঈ। বিস্ব বিজয় সোভা জেহিঁ ছাঈ ॥১॥
তন সকোচু মন পরম উছাহূ। গূঢ় প্রেমু লখি পরই ন কাহূ ॥
জাই সমীপ রাম ছবি দেখী। রহি জনু কুঅঁরি চিত্র অবরেখী ॥২॥
চতুর সখীঁ লখি কহা বুঝাঈ। পহিরাবহু জয়মাল সুহাঈ ॥
সুনত জুগল কর মাল উঠাঈ। প্রেম বিবস পহিরাই ন জাঈ ॥৩॥
সোহত জনু জুগ জলজ সনালা। সসিহি সভীত দেত জয়মালা ॥
গাবহিঁ ছবি অবলোকি সহেলী। সিয় জয়মাল রাম উর মেলী ॥৪॥

সো০— রঘুবর উর জয়মাল দেখি দেব বরিসহিঁ সুমন।
সকুচে সকল ভুআল জনু বিলোকি রবি কুমুদগন ॥২৬৪॥

বাংলা অর্থ—সুষমা—সৌন্দর্য্য; লখি পরই না—দেখিতে পাইল না; ছবি—শোভা; চিত্র অবরেখী—চিত্রার্পিতের ন্যায়; পহিরাবহু—পরাও; মাল—মালা; পহিরাই ন জাঈ—পরান গেল না; সনালা—পদ্মের ডাঁটাসহ; সহেলী—সই, সখী; মেলী—পরাইয়া দিল;
(চৌ—১-৫; দো—২৬৪)

চৌ—সখিগণ মাঝে সীতা হইল শোভন। বহু ছবি-মধ্যে বড় ছবির মতন ॥
মনোহর জয়-মাল্য করপদ্মে ধরে। বিশ্ব-জয়-শোভা যেন তাহারে আবরে ॥১
তনুতে সঙ্কোচ, মন উৎসাহে ভরিল। গূঢ় প্রেম কিন্তু কারো' চক্ষে না পড়িল ॥
নিকটে গমন করি' রাম-শোভা হেরি'। ছবিতে অঙ্কিত যেন রহিল কুমারী ॥২
হেরিয়া চতুরা সখী কহে বুঝাইয়া। মনোহর জয়-মাল্য দাও পরাইয়া ॥
শুনি' জয়-মাল্য দুটি করে উঠাইল। প্রেমেতে বিবশ হ'য়ে পরা'তে নারিল ॥৩
নাল-সহ যেন পদ্ম-যুগল শোভয়। শশি-গলে মাল্য দিতে যেন পায় ভয় ॥
শোভা হেরি সখিগণ সুখে করে গান। রাম-কণ্ঠে সীতা করে জয়-মাল্য দান ॥

সো— জয়-মাল্য হেরি' রাম-বক্ষ 'পরে দেবগণ যত পুষ্প বরষিল।
রবি হেরি যথা কুমুদ-নিকর নৃপগণে সবে সঙ্কোচে ভরিল ॥২৬৪॥

সারমর্ম—সুন্দরের মধ্যে মহাসুন্দর যেমন শোভা পায়, সখীদিগের মধ্যে সীতাও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। সীতা নিকটে আসিয়া রামের শোভা দেখিয়া চিত্রের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। প্রেম-বিহ্বল সীতা সঙ্কুচিত হইয়া রামের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥২৬৪॥

চৌ—পুর অরু ব্যোম্ বাজনে বাজে। খল ভএ মলিন সাধু সব রাজে॥
সুর কিন্নর নর নাগ মুনীসা। জয় জয় জয় কহি দেহিঁ অসীসা ॥১॥
নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধ বধূটীঁ। বার বার কুসুমাঞ্জলি ছূটীঁ ॥
জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধুনি করহীঁ। বন্দী বিরিদাবলি উচ্চরহীঁ ॥২॥
মহি পাতাল নাক জসু ব্যাপা।রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা ॥
করহি আরতী পুর নর নারী। দেহিঁ নিছাবরি বিত্ত বিসারী ॥৩॥
সোহতি সীয় রাম কৈ জোরী। ছবি সিঙ্গারু মনহুঁ এক ঠোরী ॥
সখীঁ কহহিঁ প্রভুপদ গহু সীতা। করতি ন চরন পরস অতি ভীতা ॥৪॥

দোহা— গৌতম তিয় গতি সুরতি করি নহিঁ পরসতি পগ পানি।
মন বিহসে রঘুবংসমনি প্রীতি অলৌকিক জানি ॥২৬৫॥

বাংলা অর্থ—অরু—আর; রাজে—শোভা পাইল (সুখী হইল); বধূটী—স্ত্রীগণ ছূটী—ছুড়িয়া দিল; বিরিদাবলী—কীর্তিকলাপ; নাক—স্বর্গ; বরী—বরণ করিয়াছেন; জোরী—যুড়ি, দম্পতি; ছবি—সুন্দরতা; ঠোরী—স্থান; গহু—গ্রহণ কর; সুরতি করি—স্মরণ করিয়া; (চৌ—১-৪; দো—২৬৫)

চৌ—নগরে ও নভঃস্তলে বাজনা বাজিল। হইল মলিন খল, সজ্জন শোভিল ॥
দেবতা, কিন্নর, নর, নাগ ও মুনীশ। 'জয় জয় জয়' গাহি দানিল আশিস্ ॥১
নাচে আর গায় যত দেব-বধূগণ। অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প করে বরিষণ ॥
যেথা সেথা বিপ্রগণ বেদ-ধ্বনি করে। যশোগাথা বন্দিগণ গাহে উচ্চস্বরে ॥২
স্বর্গে-মর্ত্যে ধরা মাঝে এ বার্তা ব্যাপিল। ধনুক ভাঙ্গিয়া রাম সীতারে লভিল ॥
পুর-নর-নারী সব আরতি করিল। আপন সঞ্চয় ভুলি' বিত্ত সমর্পিল ॥৩॥
সীতারাম জায়াপতি একত্র শোভিল। শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্য দোঁহে সেথায় মিশিল ॥
সখী কহে প্রভু-পদ করহ গ্রহণ। ভয়ে ভয়ে সীতা নাহি করে পরশন ॥৪

দোহা— গৌতম-ভামিনী স্মরণ করিয়া রাম-পদে নাহি দিল পাণি।
মনে মনে হাসে রঘু-বংশ-মণি সীতা-প্রেম অলৌকিক জানি' ॥২৬৫॥

সারমর্ম্ম—নগরে ও আকাশে বাদ্য বাজিতে লাগিল। দেবতা, কিন্নর, নর, নাগ ও মুনিরা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। দেববধূগণ নাচ-গান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পুরনারীরা নিজেদের ধন উৎসর্গ করিতে লাগিল। রামের চরণ স্পর্শ করিলে যদি অহল্যার মত ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় তাহা ভাবিয়া সীতা রামের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারিতেছিলেন না ॥২৬৫॥

চৌ—তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে। কূর কপূত মূঢ় মন মাখে ॥
উঠি উঠি পহিরি সনাহ অভাগে। জহঁ তহঁ গাল বজাবন লাগে ॥১॥
লেহু ছড়াই সীয় কহ কোউ। ধরি বাঁধহু নৃপ বালক দোউ ॥
তোরেঁ ধনুষু চাড় নহিঁ সরঈ। জীবত হমহি কুআঁরি কো বরঈ ॥২॥

জৌঁ বিদেহ কছু করৈ সহাঈ। জীতহু সমর সহিত দোউ ভাঈ ॥
সাধু ভূপ বোলে সুনি বানী। রাজসমাজহি লাজ লজানী ॥৩॥
বলু প্রতাপু বীরতা বড়াঈ। নাক পিনাকহি সঙ্গ সিধাঈ ॥
সোই সূরতা কি অব কহুঁ পাঈ। অসি বুধি তৌ বিধি মুহঁ মসি লাঈ ॥৪॥

দোহা— দেখহু রামহি নয়ন ভরি তজি ইরিষা মদু কোহু।
. লখন রোষু পাবকু প্রবল জানি সলভ জনি হোহু ॥২৬৬॥

বাংলা অর্থ—কূর—ক্রূর; কপূত—কুপুত্র; মাখে—ক্রুদ্ধ হইলেন; অভাগে—ভাগ্যহীন; সনাহ—সন্নাহ, কবচ; ছড়াই লেহু—ছিনাইয়া লও; চাড়—ইচ্ছা; সরই—পূর্ণ হইবে; জীতহ—জিনিয়া লও! লজানী—লজ্জিত হইল; নাক সিধাঈ—স্বর্গ চলিয়া গিয়াছে; সূরতা—শূরতা; তৌ—তাই; লাই—লাগাইয়াছে; মদু—অহঙ্কার; কোহু—ক্রোধ; সলভ—শলভ, পতঙ্গ; (চৌ—১-৪; দো—২৬৬)

চৌ—নৃপেরা সীতারে হেরি' লভিতে চাহিল। দুষ্ট ক্রূর মূর্খগণ ক্রোধেতে ভরিল ॥
বর্ম্ম পরি' উঠি উঠি হতভাগ্যগণ। যেথা সেথা করে সবে মুখে আস্ফালন ॥১
'সীতারে কাড়িয়া লও' কহে কোনজন। কেহ বা দোঁহারে কহে করিতে বন্ধন ॥
ধনুর্ভঙ্গ করিলেও দাবী না পূরিবে। বাঁচিয়া থাকিতে আমি কে সীতা লভিবে ?
এদের সাহায্য যদি জনক করিবে। ইহারা সবাই তবে সমরে মরিবে ॥
হেন কথা শুনি' সাধু নৃপেরা কহিল। 'নৃপতি-সমাজে হেরি লাজ লজ্জা পেল' ॥৩
প্রতাপ, বীরত্ব, বল, গরব মহান্। পিনাকের সাথে স্বর্গে করিল প্রস্থান ॥
সে বীরতা এবে বল লভিবে কোথায়। হেন বুদ্ধি তাই বিধি মুখে কালি দেয় ॥৪

দোহা— ত্যজি গর্ব্ব-রোষ নয়ন ভরিয়া দরশন করহ রাঘবে।
প্রবল রোষাগ্নি জানি লক্ষ্মণের পতঙ্গের সমান না হবে ॥২৬৬॥

সারমর্ম—মূর্খ ও অভাগা রাজারা 'বর্ম্ম পরিয়া সীতাকে ছিনাইয়া লইব এবং রাজপুত্র দুইজনকে বাঁধিয়া ফেলিব, রাজা জনক উহাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব' ইত্যাদি বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল ॥২৬৬॥

চৌ—বৈনতেয় বলি জিমি চহ কাগূ। জিমি সসু চহৈ নাগ অরি ভাগূ।
জিমি চহ কুসল অকারন কোহী। সব সম্পদা চহৈ সিবদ্রোহী ॥১॥
লোভী লোলুপ কল কীরতি চহঈ। অকলঙ্কতা কি কামী লহঈ ॥
হরি পদ বিমুখ পরম গতি চাহা। তস তুম্হার লালচু নরনাহা ॥২॥
কোলাহলু সুনি সীয় সকানী। সখীঁ লবাই গঈঁ জহঁ রানী ॥
রামু সুভায়ঁ চলে গুরু পাহীঁ। সিয় সনেহু বরনত মন মাহীঁ ॥৩॥
রানিন্হ সহিত সোচবস সীয়া। অব ধৌঁ বিধিহি কাহ করনীয়া ॥
ভূপ বচন সুনি ইত উত তকহীঁ। লখনু রাম ডর বোলি ন সকহীঁ ॥৪॥

দোহা— অরুন নয়ন ভৃকুটী কুটিল চিতবত নৃপন্‌হ সকোপ।
মনহুঁ মত্ত গজ গন নিরখি সিংঘ কিসোরহি চোপ ॥২৬৭॥

বাংলা অর্থ—বৈনতেয়—গরুড় ; কাগূ—কাক ; সস্থ—শশক ; নাগ অরি—সিংহ ; কোহী—ক্রোধী ; অবঁধৌঁ—এই পর্য্যন্ত ; লালচু—লালসা ; সকানী—শঙ্কিত হইল ; স্থভাবে—স্বভাব ; সিংঘ কিসোরহি—সিংহ শিশুর ; চোপ—উৎসাহ ;
(চৌ—১-৪ ; দো—২৬৭)

চৌ—গরুড়ের ভাগ যথা বায়সে কাময়ে। মৃগরাজ-ভাগ যথা শশকে প্রার্থয়ে॥
অকারণ-ক্রোধী যথা চাহে স্বকুশল। শিবদ্রোহী চাহে যথা সম্পৎ সকল ॥১
কেমনে লোলুপ লোভী শুভ যশ চায় ? নিষ্কলঙ্ক নাম কভু কামি-জন পায় ?
হরি-ভক্তি-হীন যথা চায় পরা গতি। তেমনি এ রাজগণ ধরে লুব্ধমতি ॥২॥
কোলাহল শুনি সীতা শঙ্কিত হইল। সখীগণ রাণীপার্শ্বে সীতারে লইল॥
স্বভাব-গমনে রাম যা'ন গুরু-পাশে। সীতার পিরীতি মাখা সরস-মানসে ॥৩
রাণীগণ সহ সীতা চিন্তাপর হ'ন। বিধির বিধান কিবা কি হবে এখন॥
লক্ষ্মণ সে কথা শুনি হেরে চারিধারে। শ্রীরামের ভয়ে কিছু বলিতে না পারে।৪

দোহা— অরুণ নয়ন কুটিল ভ্রূ-যুগ লক্ষ্মণ হেরিল নৃপজনে।
সিংহ-শিশু যেন হরষ লভিল নিরখিয়া মত্ত গজগণে ॥২৬৭॥

সারমর্ম্ম—গোলোযোগ শুনিয়া সীতা সঙ্কুচিতা হইয়া রাণীর কাছে চলিয়া গেলেন। রাম গুরুর নিকট গেলেন। রাণীরা ভীত হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিলেন। রাজাদের কথা শুনিয়া ক্রোধে চোখ, মুখ লাল করিয়া লক্ষ্মণ সিংহ-শাবকের ন্যায় লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন ॥২৬৭॥

চৌ—খরভরু দেখি বিকল পুর নারীঁ। সব মিলি দেহিঁ মহীপন্‌হ গারীঁ॥
তেহিঁ অবসর সুনি সিব ধনু ভঙ্গা। আয়উ ভৃগুকুল কমল পতঙ্গা ॥১॥
দেখি মহীপ সকল সকুচানে। বাজ ঝপট জনু লবা লুকানে॥
গৌরি সরীর ভূতি ভল ভ্রাজা। ভাল বিসাল ত্রিপুণ্ড বিরাজা ॥২॥
সীস জটা সসিবদনু সুহাবা। রিস বস কছুক অরুন হোই আবা॥
ভৃকুটী কুটিল নয়ন রিস রাতে। সহজহুঁ চিতবত মনহুঁ রিসাতে॥৩॥
বৃষভ কন্ধ উর বাহু বিসালা। চারু জনেউ মাল মৃগছালা॥
কটি মুনি বসন তুন দুই বাঁধেঁ। ধনু সর কর কুঠারু কল কাঁধেঁ ॥৪॥

দোহা— সান্ত বেষু করনী কঠিন বরনি ন জাই সরূপ।
ধরি মুনি তনু জনু বীর রস্থ আয়উ জহঁ সব ভুপ ॥২৬৮॥

বাংলা অর্থ—খরভরু—গোলমাল ; ভৃগুকুল কমল-পতঙ্গা—ভৃগুবংশ-পদ্মের সূর্য্য (পরশুরাম) ; ঝপট—বেগে আক্রমণ ; লবা—বটের পাখী ; ভূতি—বিভূতি, ভস্ম ; ভ্রাজা—শোভিতেছে ; ত্রিপুণ্ড—ত্রিপুণ্ড্রক তিলক ; রিস—রোষ ; হোই আবা—হইয়া আসিয়াছে ;

ভ্রূকুটী—ভ্রূ-ভঙ্গি ; রাতে—রক্তবর্ণ হইয়াছে ; রিসাতে—ক্রোধিত হইয়াছে ; জ[illegible]নউ—যজ্ঞোপবীত ;

(চৌ—১-৪ ; দো—২৬৮)

চৌ—কোলাহলে পুরনারী বিকল হইল। নৃপগণে লক্ষ্য করি গালি আরম্ভিল ॥
ভগ্ন হর-ধনু-কথা শ্রবণে পশিল। ভৃগু-কুল-পদ্ম-রবি আসিয়া পৌঁছিল ॥১॥
তাহারে হেরিয়া নৃপ-সমাজ ডরায়। বাজপক্ষী হেরি যথা বটের লুকায় ॥
গৌর কলেবরে ভস্ম চারু শোভা ধরে। ত্রিপুণ্ড্রক বিরাজিছে মহাভাল 'পরে ॥২
শিরে জটা ধরে চারু-চন্দ্রমা বদন। রোষ-বশে হ'ল কিছু অরুণ-বরণ ॥
ভ্রুকুটি-কুটিল আঁখি রোষেতে রঞ্জিল। দরশন চারু তবু কোপেতে ভরিল ॥৩
বৃষ-স্কন্ধ, বক্ষস্থল বাহু সুবিশাল। ধরে চারু যজ্ঞসূত্র, মাল্য, মৃগছাল ॥
কটিতে কৌপীন দুটি তূণীর তাহার। করে ধনুঃশর তথা কাঁধেতে কুঠার ॥৪

দোহা— শান্ত বেশ ধরে গুরু-কার্য্য করে কেমনে বর্ণিব তা'র রূপ।
বীর রস যেন মুনি-তনু ধরি আসে সেথা, যেথা সব ভূপ ॥২৬৮॥

সারমর্ম্ম—সেই সময় ভস্মমাখা শরীর ও মাথায় জটাযুক্ত, হাতে ধনুক-বাণ, কাঁধের উপর কুঠার লইয়া কৌপীন-পরিহিত অবস্থায় পরশুরাম আসিলেন। বাজপাখীর পক্ষের শব্দে ছোট পাখীরা প্রাণভয়ে যেমন লুকায় তেমনই আস্ফালনকারী ও অন্যান্য রাজারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ॥২৬৮॥

চৌ—দেখত ভৃগুপতি বেষু করালা। উঠে সকল ভয় বিকল ভুআলা ॥
পিতু সমেত কহি কহি নিজ নামা। লগে করন সব দণ্ড প্রনামা ॥১॥
জেহি সুভায়ঁ চিতবহিঁ হিতু জানী। সো জানই জনু আই খুটানী ॥
জনক বহোরি আই সিরু নাবা। সীয় বোলাই প্রনামু করাবা ॥২॥
আসিষ দীন্হি সখীঁ হরষানীঁ। নিজ সমাজ লৈ গঈঁ সয়ানীঁ ॥
বিস্বামিত্র মিলে পুনি আঈ। পদ সরোজ মেলে দোউ ভাঈ ॥৩॥
রামু লখনু দসরথ কে ঢোটা। দীন্হি অসীস দেখি ভল জোটা ॥
রামহি চিতই রহে থকি লোচন। রূপ অপার মার মদ মোচন ॥৪॥

দোহা— বহুরি বিলোকি বিদেহ সন কহহু কাহ অতি ভীর।
পূঁছত জানি অজান জিমি ব্যাপেউ কোপু সরীর ॥২৬৯॥

বাংলা অর্থ—সুভায়ঁ—স্বভাবে ; দণ্ড প্রনামা—দণ্ডবৎ প্রণাম, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ; খুটানী—মন্দভাব ; লৈ গঈ—লইয়া গেলেন ; মেলে—ফেলিলেন, (প্রণাম করাইলেন) ; ঢোটা—পুত্র ; জোটা—যুগ্ম ; থকি—স্তম্ভিত করিয়া ; কাহ—কেহ ; অজান—অজ্ঞাত ;

(চৌ—১-৩ ; দো—২৬৯)

চৌ—পরশুরামের বেশ হেরিয়া করাল। ভয়েতে বিকল হ'ল সকল ভূপাল ॥
পিতৃনাম সহ কহে নিজ নিজ নাম। দণ্ডবৎ হ'য়ে সবে করিয়া প্রণাম ॥১॥

স্বভাবতঃ যাহারে করেন দরশন। সে জানিল বুঝি এবে আয়ু সমাপন॥
জনক আসিয়া পুন শির করে নতি। সীতারে ডাকিয়া তাঁরে করান প্রণতি॥২
সীতার আশিস্-লাভে সখী হরষিতা। সখীদলে অতঃপর সমানীত সীতা॥
বিশ্বামিত্র আসি' পুন মিলে তার সনে। চরণে করান নতি ভাই দুইজনে॥৩
দশরথ-সুত দোঁহা রাম ও লক্ষ্মণ। চারু-যুগ্ম হেরি' দেন আশিস-বচন॥
রাম-রূপ হেরি' আঁখি হইল স্তম্ভিত। অপার সে রূপে কাম-গর্ব্ব বিনাশিত॥৪

দোহা— পুন বিলোকিয়া জনকের প্রতি ক'ন কেন হেরি এত ভীড়।
পুছিলেন যেন অজানা সকল কোপ ব্যাপে সকল শরীর॥২৬৯॥

সারমর্ম্ম—পরশুরামের ভয়ঙ্কর বেশ দেখিয়া রাজারা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইলেন। প্রত্যেক রাজা নিজ নিজ পিতার নামোল্লেখ করিয়া এবং নিজের নাম বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে জনক ও সীতা আসিয়া প্রণাম করিলেন। বিশ্বামিত্র এবং রাম-লক্ষ্মণ আসিয়াও প্রণাম করিলেন। এত ভিড়ের কারণ কি তাহা পরশুরাম জনক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥২৬৯॥

চৌ—সমাচার কহি জনক সুনাএ। জেহি কারন মহীপ সব আএ॥
সুনত বচন ফিরি অনত নিহারে। দেখে চাপখণ্ড মহি ডারে॥১॥
অতি রিস বোলে বচন কঠোরা। কহু জড় জনক ধনুষ কৈ তোরা॥
বেগি দেখাউ মূঢ় ন ত আজু। উলটউঁ মহি জহঁ লহি তব রাজু॥২॥
অতি ডরু উতরু দেত নৃপু নাহীঁ। কুঠিল ভূপ হরষে মন মাহীঁ॥
সুর মুনি নাগ নগর নর নারী। সোচহিঁ সকল ত্রাস উর ভারী॥৩॥
মন পছিতাতি সীয় মহতারী। বিধি অব সঁবরী বাত বিগারী॥
ভৃগুপতি কর সুভাউ সুনি সীতা। অরধ নিমেষ কলপ সম বীতা॥৪॥

দোহা— সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী ভীরু।
হৃদয়ঁ ন হরষু বিষাদু কছু বোলে শ্রীরঘুবীরু॥২৭০॥

বাংলা অর্থ—অনত—অন্যত্র, অন্যদিকে ; **ডারে**—পড়িয়া রহিয়াছে ; **কহু**—কহ ; **কৈ**—কে ; **তোরা**—ভাঙ্গিয়াছে ; **উলটউঁ**—উল্টাইয়া দিব ; **জহঁ লহি**—যে পর্য্যন্ত ; **রাজ**—রাজ্য ; **উতরু**—উত্তর ; **মহতারী**—মাতা ; **সঁবরী**—সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এমন ; **বিগারী**—বিপর্য্যয় ঘটিল ; **অরধ**—অর্দ্ধ ; **বীতা**—অতীত হইল ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৭০)

চৌ—জনক শুনান কহি' সব সমাচার। যে কারণে আগমন নৃপ সবাকার॥
হেন শুনি' অন্য দিকে ফিরা'য়ে নয়ন। ভূপতিত ভগ্ন-চাপ করে দরশন॥১॥
অতি রোষ-ভরে রূঢ় বচন কহিল। হে মূঢ় জনক! কহ ধনু কে ভাঙ্গিল?॥
ওহে মূঢ়! না দেখালে তাহারে এখনি। তব রাজ্য যতদূর নাশিব ধরণী॥২
অতি ভয়ে নৃপরাজ উত্তর না দিল। কুটিল নৃপতি সব মনে হরষিল॥
দেবতা, মুনি ও নাগ তথা পুরনারী। সকলে চিন্তিয়া মনে ভয় পায় ভারী॥৩

সীতা-মাতা চিন্তাকুল মনের মাঝার। বিধি বিপরীত করে নিশ্চিত ব্যাপার ॥
ভৃগুপতি-ভাব যদা জানকী হেরিল। কল্প-কাল-সম অর্দ্ধ নিমেষ গণিল ॥৪॥
দোহা— জনগণে সবে বুঝি ভয়-ভীত জানিয়া তরাস জানকীর।
হরষ-বিষাদ না ধরি হৃদয়ে কহেন বচন রঘুবীর ॥২৭০॥

সারমর্ম্ম—রাজা জনক পরশুরামকে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা জানান। ধনুকখানা ভাঙ্গা অবস্থায় মাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পরশুরাম 'কে ধনুক ভাঙ্গিয়াছে?' তাহা জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন। কুটিল রাজারা ইহাতে খুব আনন্দিত হইলেন। সীতার মাতা এবং সীতা ভীত হওয়ায় আধ-নিমেষকাল তাঁহাদের নিকট এক কল্প বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥২৭০॥

চৌ—নাথ সম্ভু ধনু ভঞ্জনিহারা। হোইহি কেউ এক দাস তুম্হারা ॥
আয়সু কাহ কহিঅ কিন মোহী। সুনি রিসাই বোলে মুনি কোহী ॥
সেবকু সো জো করৈ সেবকাঈ। অরি করনী করি করিঅ লরাঈ ॥
সুনহু রাম জেহিঁ সিব ধনু তোরা। সহসবাহু সম সো রিপু মোরা ॥২॥
সো বিলগাউ বিহাই সমাজা। ন ত মারে জৈহহিঁ সব রাজা ॥
সুনি মুনি বচন লখন মুসুকানে। বোলে পরসুধরহিঁ অপমানে ॥৩॥
বহু ধনুহীঁ তোরীঁ লরিকাঈ। কবহুঁ ন অসি রিস কীন্হি গোসাঈ ॥
এহি ধনু পর মমতা কেহি হেতু। সুনি রিসাঈ কহ ভৃগুকুলকেতু ॥৪॥
দোহা— রে নৃপ বালক কাল বস বোলত তোহি ন সম্ভার।
ধনুহী সম তিপুরারি ধনু বিদিত সকল সংসার ॥২৭১॥

বাংলা অর্থ—**ভঞ্জ নিহারা**—ভঞ্জনকারক ; **কাহ**—কি ; **কিন**—কেন না ; **রিসাই**—ক্রোধ করিয়া ; **কোহী**—ক্রোধী ; **করিঅ**—করা উচিত ; **সহসবাহু**—সহস্রবাহু, কার্ত্তবীর্য্য ; **বিলগাউ**—পৃথক হউক ; **মারে জৈহহি**—হত হইবে ; **লরিকাঈ**—বাল্যকালে ; **রিসাই**—ক্রোধ করিয়া ; **সভাঁর**—সামলান ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৭১)

চৌ—নাথ! যেইজন শিব-ধনুর্ভঙ্গকারী। সেজন হে প্রভু! এক ভকত তোমারি ॥
কিবা আজ্ঞা তব নাহি কহ কেন মোরে। শুনি ক্রুদ্ধ মুনি ক'ন বাক্য রোষ-ভরে ॥১
সেবক যে হয়, সে ত' করে সেবা-কাজ। অরি-কৃত্য করি এবে লহ যুদ্ধ-সাজ ॥
শুন রাম! শিব-ধনু ভাঙ্গে যেই জন। তারে ইন্দ্র-সম রিপু করিনু গণন ॥২
দল ত্যজি' করুক সে স্থান-নিরূপণ। অন্যথা যতেক রাজা বরিবে মরণ ॥
মুনির বচন শুনি' লক্ষ্মণ হাসিল। অপমানে ভার্গবেরে আপনি কহিল ॥৩॥
বাল্যকালে বহু ধনু ক'রেছি ভঞ্জন। হেন রোষ ওহে প্রভু! হেরিনি কখন ॥
এ ধনুতে এ মমতা তব কোন্ হেতু? শুনি রোষপর ক'ন ভৃগু-কুল-কেতু ॥৪
দোহা— নৃপ-শিশু তোমা' কাল-বশ হেরি মান রাখি' না কহ বচন।
ত্রিপুরারি-ধনু নহে সাধারণ এ-কথা ত' জানে সর্ব্বজন ॥২৭১॥

সারমর্ম—জনক বলিলেন—আপনারই একজন সেবক এই হরধনু ভাঙ্গিয়াছে। যে হরধনু ভাঙ্গিয়াছে সে আমার সেবক নয়,—সে সহস্র-বাহুর মত আমার শত্রু; সে সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ হউক, নচেৎ সকল রাজাই মারা যাইবে। লক্ষ্মণ মৃদু হাসিয়া পরশুরামকে বলিলেন, হে মুনি! অনেক ধনুকই তো ভাঙ্গিয়াছি কিন্তু এই ধনুক ভাঙ্গার জন্য তোমার এত রাগ কেন? পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—রে রাজপুত্র! "তোর মৃত্যু এগিয়ে এসেছে ব'লে তুই মুখ সামলাইয়া কথা বল্‌ছিস্‌ না" ॥২৭১॥

চৌ—লখন কহা হঁসি হমরেঁ জানা। সুনহু দেব সব ধনুষ সমানা॥
কা ছতি লাভু জুন ধনু তোরেঁ। দেখা রাম নয়ন কে ভোরেঁ ॥১॥
ছুঅত টুট রঘুপতিহু ন দোসূ মুনি বিনু কাজ করিঅ কত রোসূ॥
বোলে চিতই পরসু কী ওরা। রে সঠ সুনেহি সুভাউ ন মোরা ॥২॥
বালকু বোলি বধউঁ নহিঁ তোহী। কেবল মুনি জড় জানহি মোহী॥
বাল ব্রহ্মচারী অতি কোহী। বিস্ব বিদিত ছত্রিয় কুল দ্রোহী ॥৩॥
ভুজবল ভূমি ভূপ বিনু কীন্হী। বিপুল বার মহিদেবন্হ দীন্হী॥
সহসবাহু ভুজ ছেদনিহারা। পরসু বিলোকু মহীপকুমারা ॥৪॥
দোহা— মাতু পিতহি জনি সোচবস করসি মহীসকিসোর।
গর্ভন্হ কে অর্ভক দলন পরসু মোর অতি ঘোর ॥২৭২॥

বাংলা অর্থ—জূন—পুরাতন; ভোঁরে—ভাঙ্গিলে; টূটে—টুটিল; কত—কেন; সুনেহি ন—শোন নাই; ভূমি—পৃথিবী; বিপুল বার—বহুবার; ছেদনিহারা—ছেদনকারী; সোচ বস—শোক বশ; অর্ভক—বালক, (চৌ—১-৪, দো—২৭২)

চৌ—আমি এই জানি ক'ন হাসিয়া লক্ষ্মণ। সব ধনু সম দেব! করহ শ্রবণ॥
লাভ-হানি কিবা ধনু নব পুরাতন। রাম ভুলে মানে ইহা বুঝি বা নূতন ॥১
রঘুপতি-দোষ কোথা পরশে টুটিলে। মুনে। বিনা হেতু তুমি আপনি রুষিলে॥
পরশু দেখায়ে মুনি কহেন বচন। রে শঠ! কর নি মম স্বভাব শ্রবণ ॥২॥
বালক বলিয়া বধ নাহি করি তোরে। জড় মুনি বলি যেন না ভাবিস্‌ মোরে॥
বাল-ব্রহ্মচারী আমি অতি রোষ-পর। ধরাতে বিদিত ক্ষত্র-কুল-দ্রোহকর ॥৩
ভুজবলে ধরা করি ক্ষত্র-বিবর্জ্জিত। পুন মহীদেবে করি তাহা উৎসর্গিত॥
ছেদিতে ইন্দ্রের ভুজ যোগ্যতা যাহার। এহেন পরশু ত্যাখ্‌ মহীপ-কুমার! ॥৪
দোহা— মাতারে পিতারে শোকভারাতুর না করিবি নৃপতি-কিশোর।
গর্ভেতে যে শিশু রহিয়াছে তা'রে পরশু হানিবে মম ঘোর ॥২৭২॥

সারমর্ম—লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন,—"আমি জানি সকল ধনুকই সমান। রামচন্দ্র নূতন মনে করিয়া ভুলবশতঃ পুরাতন ধনুক ভাঙ্গিয়াছেন। ধনুকটাকে স্পর্শ করামাত্রই উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাজেই রঘুপতির কোনই দোষ নাই।" পরশুরাম ক্রোধে কুঠারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ওরে মূর্খ রাজপুত্র! আমার এই অতি ঘোর কুঠারে গর্ভবতীর গর্ভস্থ-

ঋণও নষ্ট হয়। আমি বহুবার পৃথিবীকে রাজশূন্য করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছি। বালক বলিয়াই আমি তোকে বধ করিলাম না, পাছে বাপ-মার শোকের কারণ হইতে হয় ॥২৭২॥

চৌ—বিহসি লখনু বোলে মৃদু বানী। অহো মুনীসু মহা ভটমানী।
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারূ। চহত উড়াবন ফুঁকি পহারূ ॥১॥
ইহাঁ কুম্হড়বতিয়া কোউ নাহীঁ। জে তরজনী দেখি মরি জাহীঁ ॥
দেখি কুঠারু সরাসন বানা। মৈঁ কছু কহা সহিত অভিমানা ॥২॥
ভৃগুসুত সমুঝি জনেউ বিলোকী। জো কছু কহহু সহউঁ রিস রোকী ॥
সুর মহিসুর হরিজন অরু গাঈ। হমরেঁ কুল ইন্হ পর ন সুরাঈ ॥৩॥
বধেঁ পাপু অপকীরতি হারেঁ। মারতহূঁ পা পরিঅ তুম্হারেঁ ॥
কোটি কুলিস সম বচনু তুম্হারা। ব্যর্থ ধরহু ধনু বান কুঠারা ॥৪॥

দোহা— জো বিলোকি অনুচিত কহেউঁ ছমহু মহামুনি ধীর।
সুনি সরোষ ভৃগুবংসমনি বোলে গিরা গভীর ॥২৭৩॥

বাংলা অর্থ---**ভটমানী**—যুদ্ধাভিমানী ; **ফুঁকি**—ফুৎকারে ; **পহারূ**—পাহাড় ; **কুম্হড় বাতিয়া**—কুষ্মাণ্ড নাল ; **সহউঁ**—সহিতেছে ; **হরিজন**—হরিভক্তজন ; **সুরাই**—শূরতা ; **বধে**—মারিয়া দিলে ; **হারে**—পরাজিত হইলে ; (চৌ--১-৪ , দো--২৭৩)

চৌ—লক্ষ্মণ হাসিয়া তবে ক'ন মৃদুবাণী। হে মুনীশ ! তুমি বুঝি যোদ্ধা অভিমানী ॥
পুনঃ পুনঃ তুমি মোরে দেখাও কুঠার। পাহাড় উড়াতে চাও ছাড়িয়া ফুৎকার ॥১
কুষ্মাণ্ড ফলের ফুল কে আছে হেথায়। তর্জ্জনী হেরিলে যা'র মরণ ঘনায় ॥
দেখিয়া কুঠার তথা শরাসন-বাণ। কহিনু কিঞ্চিৎ আমি সহ অভিমান ॥২॥
হেরি যজ্ঞ-উপবীত জেনো হে ভার্গব ! রোষ রুদ্ধ করি সহি তব কথা সব ॥
হেরি গাভী, সুর, বিপ্র, হরিভক্ত জন। মম বংশ নাহি করে বীর আচরণ ॥৩
মারিলে লভিব পাপ হারিলে অযশ। মার যদি পায়ে ধরি হব তব বশ ॥
কোটি বজ্র-সম হেরি বচন তোমার। বৃথা ধর ধনু তথা বাণ ও কুঠার ॥৪॥

দোহা— অনুচিত যাহা কহি বিচারিয়া ক্ষম মোরে মহামুনি ধীর।
শুনিয়া সরোষে ভৃগুবংশ-মণি কহিলেন বচন গম্ভীর ॥২৭৩॥

সারমর্ম্ম—লক্ষ্মণ মৃদু বাক্যে বলিলেন মুনীশ্বর ! মহাযোদ্ধা বলিয়া আপনার অভিমান থাকায় আপনি বারংবার আমাকে কুঠার দেখাইতেছেন। এখানে কচি কুমড়ার ফল কেহ নাই যে, আপনি আঙ্গুল দেখালেই মরিয়া যাইবে। আপনি ভৃগুকুল-জাত ব্রাহ্মণ। আমাদের বংশ দেবতা, ব্রাহ্মণ, ও ভগবদ্ ভক্তদের উপর বীরত্ব দেখায় না। আপনি বৃথাই ধনুর্ব্বাণ ও কুঠার ধরিতেছেন। হে মুনীশ্বর ! আপনার বাহিরের চিহ্ন দেখিয়া আমি যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া পরশুরাম ক্রোধে গম্ভীরভাবে বলিলেন ॥২৭৩॥

চৌ—কৌসিক সুনহু মন্দ যহু বালকু। কুটিল কাল বস নিজ কুল ঘালকু॥
ভানু বংস রাকেস কলঙ্কূ। নিপট নিরঙ্কুস অব্ধ অসংকূ॥১॥
কাল কবল্ হোইহি ছন মাহী। কহউঁ পুকারি খোরি মোহি নাহীঁ॥
তুম্হ হটকহু জৌ চহহু উবারা। কহি প্রতাপু বলু রোষু হমারা॥২॥
লখন কহেউ মুনি সুজসু তুম্হারা। তুম্হহি অছত কো বরনৈ পারা॥
অপনে মুঁহ তুম্হ আপনি করনী। বার অনেক ভাঁতি বহু বরনী॥৩॥
নহিঁ সন্তোষু ত পুনি কছু কহহূ। জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহূ॥
বীরব্রতী তুম্হ ধীর অছোভা। গারী দেত ন পাবহু সোভা॥৪॥
দোহা— সূর সমর করনী করহিঁ কহি ন জনাবহিঁ আপু।
বিদ্যমান রন পাই রিপু কায়র কথহিঁ প্রতাপু॥২৭৪॥

বাংলা অর্থ—ঘালকু—ঘাতক; নিপট—সম্পূর্ণরূপে; নিরঙ্কুশ—স্বেচ্ছাচারী; পুকারি—হুঙ্কার করিয়া; খোরি—দোষ; হটকহু—নিবৃত্ত কর; উবারা চহহু—বাঁচাইতে চাও; অছোভা—ক্ষোভ রহিত; জনাবহি—জানায়; (চৌ—১-৪; দো—২৭৪)

চৌ—শুনহ কৌশিক এই নির্ব্বোধ বালক। কুটিল কালের বশে স্বকুল-ঘাতক॥
ভানু-বংশ-রূপী চন্দ্রে এ রহে কলঙ্ক। অতীব প্রগল্ভ তথা অবোধ অশঙ্ক॥১
কাল-কবলিত নিজে ক্ষণিকে হইবে। ডাক দিয়া কহি মোরে দোষ নাহি দিবে॥
রক্ষা কর তুমি তারে চাহিলে জীবন। কহিয়া প্রতাপ মম স্বভাব কোপন॥২
লক্ষণ কহেন মুনি! সুযশ তোমারি। তোমাতে রহুক তাহা বর্ণিতে না পারি॥
আপন মুখেতে তুমি আপন করম। বহুবার বহুবিধ করিছ বর্ণন॥৩॥
সন্তোষ না লভ ইথে পুন কিছু কহ। রোষ চাপি' দুর্নিবার দুখ নাহি সহ॥
বীর-ব্রতী বটে তুমি ধীর ক্ষোভ-হীন। গালি দিবে যদি তবে শোভিবে মলিন॥৪
দোহা— বীর যে সমরে নিজ কাজ করে কোথা নাহি স্বযশ খ্যাপয়ে।
রণে লভি' রিপু আপন পুরত কাপুরুষ বীরত্ব ঘোষয়ে॥২৭৪॥

সারমর্ম্ম—হে বিশ্বামিত্র,—এই সূর্য্যবংশের কলঙ্ক রাজপুত্র কালবশে নিজের কুলনাশ করিতে বসিয়াছে। তুমি আমার প্রতাপ, বল ও ক্রোধের কথা বলিয়া উহাকে থামাও,—নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই মারা যাইবে। লক্ষ্মণ বলিলেন, হে মুনি! আপনি নিজের মুখেই তো আপনার কীর্ত্তির কথা অনেকবার নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি প্রয়োজন হয় তা'হলে আরও কিছু বলুন। যাঁহারা বীর তাঁহারা নিজেদের বীরত্বের কথা বলিয়া বেড়ায় না। কাপুরুষেরাই নানারূপ আবোল তাবোল বলিয়া বেড়ায়॥২৭৪॥

চৌ—তুম্হ তৌ কালু হাঁক জনু লাবা। বার বার মোহি লাগি বোলাবা॥
সুনত লক্ষন কে বচন কঠোরা। পরসু সুধারি ধরেউ কর ঘোরা॥১॥
অব জনি দেই দোসু মোহি লোগূ। কটুবাদী বালকু বধ জোগূ॥
বাল বিলোকি বহুত মৈঁ বাঁচা। অব যহু মরনিহার ভা সাঁচা॥২॥

কৌসিক কহা ছমিঅ অপরাধূ। বাল দোষ গুন গনহিঁ ন সাধূ॥
খর কুঠার মৈঁ অকরুন কোহী। আগেঁ অপরাধী গুরুদ্রোহী ॥৩॥
উতর দেত ছোড়উঁ বিনু মারেঁ। কেবল কৌসিক সীল তুম্হারেঁ ॥
ন ত এহি কাটি কুঠার কঠোরেঁ। গুরহি উরিন হোতেউঁ শ্রম থোরেঁ ॥৪॥

দোহা— গাধিসূনু কহ হৃদয়ঁ হঁসি মুনিহি হরিঅরই সূঝ।
অয়ময় খাঁড় ন উখময় অজহুঁ ন বূঝ অবূঝ ॥২৭৫॥

বাংলা অর্থ—হাঁক—আহ্বান; বাঁচা—রক্ষা করিলাম; মরনিহার—মুমূর্ষু; সাঁচা—সত্য; গুরহি—গুরুর কাছে; উরিন—অঋণ; হোতেউঁ—হইতাম; হরিঅরই সূঝ—(একই রকম দেখিতেছে); খাঁড়—খাঁড়া, চিনি; উখময়—ইক্ষুদণ্ডে প্রস্তুত; অজহু আজও; ন বূঝ—বুঝিতেছেন না; অয়ময়—লোহময়; (চৌ—১-৪; দো—২৭৫)

চৌ—তুমি ত শমনে যেন করি' আনয়ন। বার বার মোর লাগি' কর আবাহন ॥
লক্ষণের বাক্য শুনি অতীব কঠোর। স্থির লক্ষ্যে পরশুরে করে ধরে ঘোর॥
এবে যেন যত লোক নাহি দূষে মোরে। কটুভাষী এ বালক যোগ্য বধ-তরে॥১
বালে বিলোকিয়া আমি এ কাজ না করি। সত্যই মরণকাল উপস্থিত ধরি ॥২
কৌশিক কহেন দেব! ক্ষম' দোষ তা'র। বালকের দোষ-গুণে নাহিক বিচার॥
কঠোর কুঠার আমি নিষ্ঠুর ও ক্রোধী। পুরোভাগে মম গুরুদ্রোহী অপরাধী ॥৩
দিতেছে উত্তর তবু দিনু তা'রে ছাড়ি'। তব শিষ্টাচার শুধু মানো হেতু তা'রি॥
নহিলে প্রয়োগ করি' এ ঘোর কুঠার। বিনাশ্রমে মুক্ত হ'ত গুরু-ঋণভার ॥৪

দোহা— গাধি-সূনু কহে হৃদয়ে হাসিয়া মুনি ধরে সকল সমান।
লৌহ খড়গ তা'র ইক্ষু-খণ্ড-সম তাই তা'র এহেন অজ্ঞান ॥২৭৫॥

সারমর্ম—লক্ষণের কঠোর বাক্য শুনিয়া পরশুরাম কুঠার হাতে ঠিক করিয়া ধরিলেন। বিশ্বামিত্র বালকের দোষগুণ ক্ষমা করিতে বলিলেন। পরশুরাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—"আমি কেবল তোমার খাতিরেই এই গুরুদ্রোহী অপরাধীকে বধ করি নাই। তাহা না হইলে অনায়াসে কুঠারদ্বারা কাটিয়া গুরুর নিকট অঋণী হইতাম। আশ্চর্য্যজনক ভাবে ধনুক ভাঙ্গা দেখিয়াও পরশুরাম হরিকে শত্রু মনে করায় বিশ্বামিত্র মনে মনে হাসিলেন ॥২৭৫॥

চৌ—কহেউ লখন মুনি সীলু তুম্হারা। কো নহিঁ জান বিদিত সংসারা ॥
মাতা পিতহি উরিন ভয় নীকেঁ। গুর রিনু রহা সোচু বড় জীকেঁ ॥১॥
সো জনু হমরেহি মাথে কাঢ়া। দিন চলি গএ ব্যাজ বড় বাঢ়া ॥
অব আনিঅ ব্যবহরিআ বোলী। তুরত দেউঁ মৈঁ থৈলী খোলী ॥২॥
সুনি কটু বচন কুঠার সুধারা। হায় হায় সব সভা পুকারা ॥
ভৃগুবর পরসু দেখাবহু মোহী। বিপ্র বিচারি বচউঁ নৃপদ্রোহী ॥৩॥

মিলে ন কবহুঁ সুভট রন গাঢ়ে। দ্বিজ দেবতা ঘরহি কে বাঢ়ে ॥
অনুচিত কহি সব লোগ পুকারে। রঘুপতি সয়নহিঁ লখনু নেবারে ॥৪॥

দোহা— লখন উতর আঁহুতি সরিস ভৃগুবর কোপু কৃসানু।
বঢ়ত দেখি জল সম বচন বোলে রঘুকুলভানু ॥২৭৬॥

বাংলা অর্থ—রিনু—ঋণ; হমরেহি—আমাদের; মাথে—মাথা; কাঢ়া—কাড়িয়া লইয়াছে; ব্যাজ—সুদ; বাঢ়া—বাড়িয়াছে; ব্যবহারিআ—উত্তমর্ণকে; বোলী আনিয়—ডাকিয়া আনুন; সুধারা—সামলাইলেন; বচউঁ—বাঁচাইলাম; রন গাঢ়ে—প্রবল যুদ্ধে; সয়নহি—ঈসারায়; নেবারে—নিবারিত করিলেন; কৃসানু—অগ্নি; বাঢ়ে—বড়;
(চৌ—১-৪; দো—২৭৬

চৌ—লক্ষ্মণ কহেন, 'মুনি তোমার চরিত। কেবা নাহি জানে সব সংসারে বিদিত ॥
মাতৃ-পিতৃ-ঋণ হ'তে লভেছ মোচন। গুরু-ঋণ রে'খে গেলে মানসে বেদন ॥১
সেই হেতু কর মোর শির নিরূপণ। দিন চ'লে গেলে হবে সুদের বর্দ্ধন ॥
কোন উত্তমর্ণে এবে লহ আবাহিয়া। ত্বরায় শোধিব ঋণ থলি উজাড়িয়া ॥২॥
রূঢ় বাণী বিপ্র শুনি' কুঠারে শানায়। সবে ফুকারিয়া উঠি' বলে, হায়! হায়!
ভৃগুবর দেখাইছ পরশু আমারে। নৃপদ্রোহী ছাড়ি' দিনু ব্রাহ্মণ-বিচারে ॥৩
কোথা না লভে'ছ যোদ্ধা বীর রণধীর। স্বমর্য্যাদা দেব-দ্বিজে ঘরে রহে স্থির ॥
অনুচিত কথা ইহা—সবে ফুকারিল। রাঘব ইঙ্গিত ক'রে তা'রে নিবারিল ॥৪

দোহা— লক্ষ্মণ-উত্তর আহুতি-সমান ভার্গব-কোপাগ্নি বাড়াইল।
তাহা হেরি' তদা রঘুকুল-ভানু বারি-সম বাণী উচ্চারিল ॥২৭৬॥

সারমর্ম্ম—পরশুরাম মাকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ শ্লেষ করিয়া বলিলেন হে মুনি! আপনি পিতা মাতার ঋণ ঠিক শোধ করিয়াছেন, এখন গুরুর ঋণটা যা' বাকী আছে, তাহা পরিশোধের জন্য আমার মাথা আবিষ্কার হইয়াছে। অনেক বিলম্ব হইয়াছে। ঋণ বুঝিয়া লইবার জন্য সুদে ঋণদাতা ডাকুন। লক্ষ্মণের কটু বচন শুনিয়া মুনি কুঠার ঠিক্ করিয়া ধরিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—'হে মুনি! খাঁটি যোদ্ধা আপনি কখনও পান্নি। আপনার ন্যায় রাজদ্রোহীকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বাঁচিতে দিলাম'। লক্ষ্মণকে ইসারাতে থামাইয়া রঘুপতি পরশুরামের ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন।

চৌ—নাথ করহু বালক পর ছোহু। সূধ দুধমুখ করিঅ ন কোহু ॥
জৌঁ পৈ প্রভু প্রভাউ কছু জানা। তৌ কি বরাবরি করত অয়ানা ॥১॥
জৌঁ লরিকা কছু অচগরি করহীঁ। গুর পিতু মাতু মোদ মন ভরহীঁ ॥
করিঅ কৃপা সিসু সেবক জানী। তুম্হ সম সীল ধীর মুনি গ্যানী ॥২॥
রাম বচন সুনি কছুক জুড়ানে। কহি কছু লখনু বহুরি মুসুকানে ॥
হঁসত দেখি নখ সিখ রিস ব্যাপী। রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী ॥৩॥

গৌর সরীর স্যাম মন মাহীঁ। কালকূটমুখ পয়মুখ নাহীঁ॥
সহজ টেঢ় অনুহরই ন তোহী। নীচু মীচু সম দেখ ন মোহী॥৪॥
দোহা— লখন কহেউ হঁসি সুনহু মুনি ক্রোধু পাপ কর মূল।
জেহি বস জন অনুচিত করহিঁ চরহিঁ বিস্ব প্রতিকুল॥২৭৭॥

বাংলা অর্থ—ছোহু—কৃপা; সূধ—সরল; জৌ পৈ তৌ···যদি তবে; অয়ানা—ঔদ্ধত্য; অচগরি—চপলতা; নখ সিখ—পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত; টেঢ়—ক্রূর; অনুহরই—অনুসরণ করে; মীচু—মৃত্যু, যম; চরহি—আচরণ করে; (চৌ—১-৪, দো—২৭৭)

চৌ—নাথ! এই বাল 'পরে কৃপাপর হও। দুগ্ধপায়ী শিশু মানি' কোপ না দেখাও॥
শক্তি তব প্রভু! এ'র থাকিলে বিদিত। না বুঝি' করিত হেন কভু বিপরীত॥১
যদি শিশু চপলতা প্রদর্শন করে। গুরু-পিতা-মাতা-মন হর্ষে যায় ভ'রে॥
কৃপা কর এ বালকে সেবাকারী জানি'। সম-শীল-দৃষ্টি তুমি ধীর মুনি জ্ঞানী॥২
রামের বচনে বিপ্র কিছু মৃদু হ'ন। কহি' পুন আরো কিছু হাসিল লক্ষ্মণ॥
হাসিতে উপজে রোষ নখ-শির-ব্যাপী। হে রাম! লক্ষ্মণে হেরি অতি বড় পাপী॥৩
দেখিতে গৌরাঙ্গ বটে মসীমাখা মন। দুধ-মুখ নহে, মুখে বিষ-উদ্‌গীরণ॥
সহজ কুটিল তোমা নাহি অনুসরে। এই নীচ নাহি বুঝে যম-সম মোরে॥৪॥
দোহা— লক্ষ্মণ কহেন হাসিয়া মুনিরে, 'শুন ক্রোধ যত পাপ-মূল।
যার বশে জনে অন্যায় আচরে বিশ্বজন হয় প্রতিকূল'॥২৭৭॥

সারমর্ম—রাম বলিলেন—হে নাথ! বালক যদি আপনার শক্তির কথা জানিত তা'হলে কি সে সামনে বিপরীত কথা বলিত? দুধের শিশুর উপর আপনি রাগ করিবেন না। আপনি সমদর্শী, সদাচারী ও জ্ঞানী; বালক ও সেবক জ্ঞানে ইহাকে ক্ষমা করিবেন। রামের মিষ্ট বাক্যে পরশুরাম কিছুটা শান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ মৃদুভাবে কিছু বলিয়া আবার হাসিতে থাকায় মুনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তিনি রামকে বলিলেন—তোমার বিষমুখো ভাই আমাকে এখনো চিনিতে পারে নাই। লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন, হে মুনি,—ক্রোধই পাপের মূল, এবং উহার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অন্যায় কাজ করে এবং বিশ্বের সকলের প্রতিকূল হইয়া চলে॥২৭৭॥

চৌ—মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া। পরিহরি কোপু করিঅ অব দায়া॥
টূট চাপ নহিঁ জুরিহি রিসানে। বৈঠিঅ হোইহিঁ পায় পিরানে॥১॥
জৌঁ অতি প্রিয় তৌ করিঅ উপাঈ। জোরিঅ কোউ বড় গুনী বোলাঈ॥
বোলত লখনহিঁ জনকু ডেরাহীঁ। মষ্ট করহু অনুচিত ভল নাহীঁ॥২॥
থর থর কাঁপহিঁ পুর নর নারী। ছোট কুমার খোট বড় ভারী॥
ভৃগুপতি সুনি সুনি নিরভয় বানী। রিস তন জরই হোই বল হানী॥৩॥
বোলে রামহি দেই নিহোরা। বচউঁ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা॥
মনু মলীন তনু সুন্দর কৈসেঁ। বিষরস ভরা কনকঘটু জৈসেঁ॥৪॥

দোহা— সুনি লছিমন্ বিহসে বহুরি নয়ন তরেরে রাম।
গুর সমীপ গবনে সকুচি পরিহরি বানী বাম ॥২৭৮॥

বাংলা অর্থ—নহি জুরিহি—জুড়িবে না; পিরানে হোইহি—ক্লান্ত পীড়াকর হইবে; মষ্ট করউ—চুপ কর; খোট—দুষ্ট; নিহোরা—কৃপা; তরেরে—বক্রদৃষ্টিতে তাকাইলেন; (চৌ—১·৪; দো—২৭৮)

চৌ—ওহে মুনি-রাজ! আমি তব অনুচর। পরিহরি' কোপ এবে হও কৃপাপর ॥
ভাঙ্গা চাপ না জুড়িবে ক্রোধিত হইলে। পায়ে পীড়া হবে তব, এবে না বসিলে ॥১
যদি ধনু প্রিয় অতি করহ উপায়। বড় কারিগর ডাকি' জুড়ি' লও তায় ॥
লক্ষণের কথা শুনি' জনক সভয়। 'চুপ করি রহ' ক'ন—'বেশী ভাল নয়' ॥২
থর থর কাঁপে যত পুর-নর-নারী। কহেন, কুমার ছোট দুষ্ট বড় ভারী ॥
ভৃগুপতি শুনে যদা ভয়হীন বাণী। রোষে তনু জ্ব'লে যায়, হয় বলহানি ॥৩
রামে ধন্যবাদ দিয়া মুনীশ কহিল। 'এই দুষ্ট ছোট ভাই বলি' বাঁচি' গেল ॥
চারু তনু ধরে বটে মলিন মানস। স্বর্ণ-ঘটে ভরা যথা রহে বিষ-রস' ॥৪॥

দোহা— লক্ষণ শুনিয়া হাসে, পুন রাম আঁখিতে ইঙ্গিত করে।
গুরু-পার্শ্বে যা'ন সঙ্কুচিত হ'য়ে অশোভন বাণী পরিহরে ॥২৭৮॥

সারমর্ম—লক্ষণ বলিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সেবক। ক্রোধ ত্যাগ করিয়া দয়া করুন। যদি ধনুকটা আপনার প্রিয় হয় তবে কোন পটুয়া ডাকিয়া উহা জোড়া লাগানর ব্যবস্থা করুন। লক্ষণের এই অনুচিত কথা শুনিয়া জনক ভয় পাইলেন এবং পুরনারীরা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অত্যধিক ক্রোধের জন্য ভৃগুপতির শরীরের বলক্ষয় হইল। মুনি রামকে বলিলেন,—তোমার ছোট ভাই বলিয়া দুষ্টটা বাঁচিয়া গেল ॥২৭৮॥

চৌ—অতি বিনীত মৃদু সীতল বানী। বোলে রামু জোরি জুগ পানী ॥
সুনহু নাথ তুম্হ সহজ সুজানা। বালক বচনু করিঅ নহিঁ কানা ॥১॥
বররৈ বালকু একু সুভাউ। ইন্হহি ন সন্ত বিদূষহিঁ কাউ ॥
তেহিঁ নাহীঁ কছু কাজ বিগারা। অপরাধী মৈঁ নাথ তুম্হারা ॥২॥
কৃপা কোপু বধু বঁধব গোসাঈঁ। মো পর করিঅ দাস কী নাঈঁ ॥
কহিঅ বেগি জেহি বিধি রিস জাঈ। মুনিনায়ক সোই করৌঁ উপাঈ ॥৩॥
কহ মুনি রাম জাই রিস কৈসেঁ। অজহুঁ অনুজ তব চিতব অনৈসেঁ ॥
এহি কেঁ কণ্ঠ কুঠারু ন দীন্হা। তৌ মৈঁ কাহ কোপু করি কীন্হা ॥৪॥

দোহা— গর্ভ স্রবহি অবনিপ রবনি সুনি কুঠার গতি ঘোর।
পরসু অছত দেখউঁ জিঅত বৈরী ভূপ কিসোর ॥২৭৯॥

বাংলা অর্থ—বররৈ—বোল্তা; নহি বিগারা—বিগড়ায় নাই; বঁধব—বন্ধন;

অনৈসে—বক্রভাবে ; কাহ—কি ; অবনিপ—রাজা ; রবনি—রমণী ; অছত—থাকিতে ; বধু—বধ ; রিস—রোষ ; উপাঈ—উপায় ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৭৭)

চৌ—অতীব বিনীত মৃদু সুমধুর বাণী। রাম তবে কহিলেন করি' যুক্ত পাণি॥
হে নাথ। তুমি ত' ধর স্বাভাবিক জ্ঞান। বালক-বচনে তুমি নাহি দিবে কান॥১
বোল্‌তা ও বালক ধরে স্বভাব সমান। সাধু জন নাহি তাহে দোষ নাহি দেন॥
লক্ষ্মণ করেনি কিছু কাজের বিনাশ। আমি অপরাধী নাথ। আপনার পাশ॥
কৃপা করি' ওহে নাথ বধ ও বন্ধন। দাস-সম মম 'পরে করহ অর্পণ॥
ত্বরা করি' কর যাহে রোষ চ'লে যায়। মুনির নায়ক তুমি কর সে উপায়॥৩
মুনি ক'ন রাম! রোষ যাইবে কেমনে। দেখ, হেরে' এখনও কুটিল নয়নে॥
এ'র গলে এ কুঠার যদি না দিলাম। তবে আমি কোপ করি' কিবা করিলাম॥৪

দোহা— নৃপতি-রমণী গর্ভস্রাব করে শুনি' এ কুঠার-গতি ঘোর।
পরশু থাকিতে জীবিত হেরিনু এই বৈরী ভূপতি কিশোর॥২৭৭॥

সারমর্ম—রাম যুক্তকরে বলিলেন, হে নাথ—বালক ও বোলতার স্বভাব ঠিক সমান। আপনি জ্ঞানী, বালকের কথায় গুরুত্ব দিবেন না। আমিই আপনার নিকট অপরাধী। কাজেই আপনি আমাকে বধ করুন বা বাঁধিয়া ফেলুন। যাহাতে আপনার ক্রোধ দূর হবে, আমি তাহাই করিব। পরশুরাম বলিলেন, হে রাম, আমার হাতে কুঠার থাকিলেও আমার শত্রু তোমার ভাই বাঁচিয়া রহিয়াছে। উহার গলায় কুড়াল না মারিলে আমার রাগের কোনই মূল্য হয় না॥২৭৭॥

চৌ—বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী। ভা কুঠারু কুণ্ঠিত নৃপঘাতী॥
ভয়উ বাম বিধি ফিরেউ সুভাউ। মোরে হৃদয়ঁ কৃপা কসি কাউ॥১॥
আজু দয়া দুখু দুসহ সহাবা। সুনি সৌমিত্রি বিহসি সিরু নাবা॥
বাউ কৃপা মূরতি অনুকূলা। বোলত বচন ঝরত জনু ফূলা॥২॥
জৌঁ পৈ কৃপাঁ জরিহিঁ মুনি গাতা। ক্রোধ ভএঁ তনু রাখ বিধাতা॥
দেখু জনক হঠি বালকু এহূ। কীন্হ চহত জড় জমপুর গেহূ॥৩॥
বেগি করহু কিন আঁখিন্হ ওটা। দেখত ছোট খোট নৃপঢোটা॥
বিহসে লখনু কহা মন মাহীঁ। মূদেঁ আঁখি কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥৪॥

দোহা— পরসুরামু তব রাম প্রতি বোলে উর অতি ক্রোধু।
সম্ভু সরাসনু তোরি সঠ করসি হমার প্রবোধু॥২৮০॥

বাংলা অর্থ—ছাতী—হৃদয় ; কসি—কেমন প্রকার ; বাউ—বায়ু ; ঝরত—ঝরিতেছে ; জৌঁ পৈ—যদিও ; ওটা—পেছনে ; খোট—দুষ্ট ; কতহুঁ—কোথাও ; কাউ—কভু ; সহাবা—সহাইল ; হঠি—ঔদ্ধত্য করিয়া ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৮০)

চৌ—ক্রোধে বক্ষ জ্বলে তবু হাত সঙ্কুচিত। নৃপঘাতী যে কুঠার হইল কুণ্ঠিত॥
বিধি শেষে বাম হ'ল স্বভাব ফিরিল। আমার হৃদয়ে কৃপা কেমনে আসিল॥১

আজি দয়া দুর্বিবহ দুখ সহাইল। শুনিয়া সৌমিত্রি হাসি' শির নোয়াইল ॥
কৃপারূপী বায়ু তব মূর্ত্তি অনুসরে। কহিছ বচন তাহে যেন ফুল ঝরে ॥২॥
কৃপা লভি' যদি কারো তনু জ্ব'লে যায়। ক্রোধে শান্ত রাখে তনু ধ্রুব বিধাতায় ॥
দেখহ জনক! মূর্খ বালক উদ্ধত। নিজ গৃহ যমলোকে চাহিছে স্থাপিত ॥৩
আঁখি-অন্তরাল কর ইহারে ত্বরিত। নৃপ-পুত্র ছোট বটে দুষ্ট সুনিশ্চিত ॥
লক্ষ্মণ কহেন মনে মৃদু মন্দ হাসে। নয়ন মুদিলে কেহ আঁখিতে না ভাসে ॥৪

দোহা— ভৃগুপতি রাম তদা রামে বলে হৃদয়ে ভরিয়া অতি ক্রোধ।
শিব-ধনু ভাঙ্গি' হে শঠ রাঘব! দিতে চাও আমারে প্রবোধ? ॥২৮০॥

সার মর্ম্ম—রাগে পরশুরামের বুক জ্বলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু নৃপঘাতী কুঠার হত্যা করিতে চাহিতেছিল না। বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় আমার মনে এমন কৃপা আসিল এবং আমার স্বভাব বদলাইয়া যাইতেছে। পরশুরাম এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিতে লাগিল—হে মুনি! দয়া উপস্থিত হইলে যদি আপনার গা জ্বালা করে, তবে ক্রোধ করিয়া শরীর ঠাণ্ডা রাখিবেন। পরশুরাম বলিলেন হে জনক,—এই মূর্খ বালক যমপুরী যেতে চায়, ইহাকে চোখের সামনে থেকে দূর কর না কেন? আর তিনি রামকে বলিলেন,—তুমি হরধনু ভাঙ্গিয়া আমাকে প্রবোধ দিতেছ? ॥২৮০॥

চৌ—বন্ধু কহই কটু সম্মত তোরেঁ। তু ছল বিনয় করসি কর জোরেঁ ॥
করু পরিতোষু মোর সংগ্রামা। নাহি ত ছাড় কহাউব রামা ॥১॥
ছলু তজি করহি সমরু সিব দ্রোহী। বন্ধু সহিত ন ত মারউঁ তোহী ॥
ভৃগুপতি বকহিঁ কুঠার উঠাএঁ। মন মুসুকাহিঁ রামু সির নাএঁ ॥২॥
গুনহ লখন কর হম পর রোষু। কতহুঁ সুধাইহু তে বড় দোষু ॥
টেঢ় জানি সব বন্দই কাহু। বক্র চন্দ্রমহি গ্রসই ন রাহু ॥৩॥
রাম কহেউ রিস তজিঅ মুনীসা। কর কুঠারু আগেঁ যহ সীসা ॥
জেহিঁ রিস আই করিঅ সোই স্বামী। মোহি জানিঅ আপন অনুগামী ॥৪

দোহা— প্রভুহি সেবকহি সমরু কস তজহু বিপ্রবর রোসু।
বেষু বিলোকেঁ কহেসি কছু বালকহূ নহিঁ দোসু ॥২৮১॥

বাংলা অর্থ—তু—তুই; কহাউব—পরিচয়; গুনহ—দোষ; সুধাইহু তে—স্পষ্ট কথাতে; বকহি—তর্জ্জন করিতেছে; টেঢ়—ক্রূর; জেহি....সোই—যাহাতে....তেমন; অনুগামী—অনুগত (দাস); কস—কেমনে; বিলোকে—বিলোকি (দেখিয়া); বেষু—বেশ; বালকহূ—বালকের; কহেসি—কহিতেছে; (চৌ—১-৪; দো—২৮১)

চৌ—তব ভ্রাতা তব মতে কটু কহে মোরে। কপট বিনয় তুমি কর করযোড়ে ॥
তুষ্ট কর মোরে, করি' মোর সাথে রণ। অথবা আপন নাম করহ বর্জ্জন ॥১॥
শিবদ্রোহি! যুদ্ধ কর ছলনা ত্যজিয়া। নহিলে স-ভ্রাতা তোমা ফেলিব মারিয়া ॥
ভার্গব কুঠার তুলি' তর্জ্জন করিল। নত শিরে রাম মনে সস্মিত রহিল ॥২॥

করেন লক্ষ্মণ-দোষে আমা 'পরে রোষ। স্থানে স্থানে সরলতা হ'তে ঘটে দোষ ॥
ক্রূরে হেরি' কভু তারে বন্দে সর্ব্বজন। বক্র চন্দ্রমারে রাহু না করে ভক্ষণ ॥৩
রাম কহিলেন,—'রোষ ত্যজ মুনীশ্বর। হেথা এ শির কুঠার তব হস্ত'পর ॥
তাই কর প্রভু যাহে রোষের শমন। মোরে মানি' লও তুমি অনুগ আপন ॥৪

দোহা— প্রভু ও সেবকে না শোভে সমর বিপ্রবর! ত্যাগ কর রোষ।
করিয়াছে কিছু বীর-বেশ হেরি' বালকের নাহি ধর দোষ ॥২৮১॥

সারমর্ম্ম—তোমার সম্মতি থাকায় তোমার ছোট ভাই কটু কথা বলিতেছে, আর তুমি হাত জোড় করিয়া কপট বিনয় দেখাইতেছ। ছলনা পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, নহে তো ভাইয়ের সহিত তোমাকে বধ করিব। পরশুরাম কুঠার হাতে করিলে রাম মস্তক নত করিয়া বলিলেন—লক্ষ্মণ দোষ করিল, আর আপনি আমার উপর রুষ্ট হইলেন! হে প্রভু! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন! প্রভুতে ও সেবকে যুদ্ধ করা কেমনে সম্ভব? ॥২৮১॥

চৌ—দেখি কুঠার বান ধনু ধারী। ভৈ লরিকহি রিস বীরু বিচারী ॥
নামু জান পৈ তুম্হহি ন চীন্হা। বংস সুভায় উতরু তেহিঁ দীন্হা ॥১॥
জৌঁ তুম্হ ঔতেহু মুনি কী নাঈঁ। পদ রজ সির সিসু ধরত গোসাঈঁ ॥
ছমহু চূক অনজানত কেরী। চহিঅ বিপ্র উর কৃপা ঘনেরী ॥২॥
হমহি তুম্হহি সরিবরি কসি নাথা। কহহু ন কহাঁ চরন কহঁ মাথা ॥
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা। পরসু সহিত বড় নাম তোহারা ॥৩॥
দেব একু গুনু ধনুষ হমারেঁ। নব গুন পরম পুনীত তুম্হারে ॥
সব প্রকার হম তুম্হ সন হারে। ছমহু বিপ্র অপরাধ হমারে ॥৪॥

দোহা— বার বার মুনি বিপ্রবর কহা রাম সন রাম।
বোলে ভৃগুপতি সরুষ হসি তহূঁ বন্ধু সম বাম ॥২৮২॥

বাংলা অর্থ—লরিকহি—বালকের; জান পৈ—জানিতে পারিয়াছিল; সুভায়—স্বভাব; ঔতেহু—আসিতে; নাঈ—তুল্য; চূক—ভুল; অন্জানত কেরী—অজানা লোকের; ঘনেরী—অধিক পরিমাণে; সরিবরি—সাদৃশ্য; হারে—হারিয়াছি; তহূঁ—তুইও; কসি—কেমনে; বাম—অপ্রসন্ন; (চৌ—১-৪; দো—২৮২)

চৌ—দেখিয়া কুঠার তথা বাণ-ধনুধারী। বালকে উপজে রোষ বীরত্ব বিচারি' ॥
তব বিনা পরিচয় নাম জানা ছিল। কুলের স্বভাবে হেন প্রত্যুত্তর দিল ॥১॥
প্রভো! তোমা মুনি-বেশে হেরিলে সজ্জিত। তব পদ-রজ নিজ মস্তকে ধরিত ॥
অজ্ঞানের ভ্রম তুমি ক্ষমহ এবার। বিপ্র-চিত্ত ধরে জানি করুণা অপার ॥২॥
কোথায় তুলনা বল তব আমা-সন?। মস্তক কোথায় বল কোথায় চরণ? ॥
রাম মাত্র লঘু নাম রহিছে আমার। পরশু সহিত রাম বড় যে তোমার ॥৩

দেব ! এক গুণ ধনু ধরিছে আমার। পূত নবগুণ বটে ধরিছে তোমার ॥
সর্ব্বথা তোমার কাছে আমি পরাজিত। দোষ ক্ষম মোরে তুমি আমি যে বিজিত ॥৪

দোহা— সম্বোধিয়া কহে 'মুনি' 'বিপ্রবর' ভৃগু-রামে লক্ষ্য করি রাম।
সরোষে হাসিয়া বলে ভৃগুপতি তোমা হেরি ভ্রাতৃ-সম বাম ॥২৮২॥

সারমর্ম্ম—হে প্রভু! বালক লক্ষ্মণ আপনার নাম জানে। কিন্তু আপনি মুনি বেশে না আসিয়া যোদ্ধার বেশে আসায় বংশের স্বভাব অনুযায়ী বালক উত্তর দিয়াছে। না জানিয়া দোষ করায় আপনি ক্ষমা করুন। হে দেব! আপনার ধনুকে নয়টা গুণ, আর আমার ধনুকে একটা গুণ।মাথা ও পায়ের মধ্যে যেমন পার্থক্য তেমনি আপনাতে ও আমাতে পার্থক্য ॥২৮২॥

চৌ—নিপটহিঁ দ্বিজ করি জানহি মোহী। মৈঁ জস বিপ্র সুনাবউঁ তোহী ॥
চাপ স্রুবা সর আহুতি জানূ। কোপু মোর অতি ঘোর কৃসানূ ॥১॥
সমিধি সেন চতুরঙ্গ সুহাঈ। মহা মহীপ ভএ পসু আঈ ॥
মৈঁ এহিঁ পরসু কাটি বলি দীন্হে। সমর জগ্য জপ কোটিন্হ কীন্হে ॥২
মোর প্রভাউ বিদিত নহিঁ তোরেঁ। বোলসি নিদরি বিপ্র কে ভোরেঁ ॥
ভঞ্জেউ চাপু দাপু বড় বাঢ়া। অহমিতি মনহুঁ জীতি জগু ঠাঢ়া ॥৩॥
রাম কহা মুনি কহহু বিচারী। রিস অতি বড়ি লঘু চূক হমারী ॥
ছুঅতহিঁ টূট পিনাক পুরানা। মৈঁ কেহি হেতু করোঁ অভিমানা ॥৪॥

দোহা— জোঁ হম নিদরহিঁ বিপ্র বদি সত্য সুনহু ভৃগুনাথ।
তৌ অস কো জগ সুভটু জেহি ভয় বস নাবহিঁ মাথ ॥২৮৩॥

বাংলা অর্থ—**নিপটহি**—কেবলমাত্র; **স্রুবা**—যজ্ঞের হাতা; **কৃসানু**—অগ্নি; **সমিধি**—সমিধ (আহুতি কাষ্ঠ); **পসু**—(যজ্ঞের বলিস্বরূপ) প্রাণী; **কোটিন্হ**—কোটি কোটি; **নিদরি**—নিরাদর করিয়া; **দাপু**—দাপ, অহঙ্কার; **জীতি**—জিনিয়া; **ঠাঢ়া**—খাড়া হইল; **চূক**—ভুল; **টূট**—ভাঙ্গিয়া গেল; **কেহি হেতু**—কি কারণে; **বদি**—বলিয়া; **সুভটু**—সুযোদ্ধা সেনা; **নাবহি**—নত করিব; (চৌ—১-৪; দো—২৮৩)

চৌ—কেবল ব্রাহ্মণ বলি' জানিছ আমারে। কেমন ব্রাহ্মণ আমি শুনাই তোমারে ॥
চাপ স্রুব শর আহুতি এই যজ্ঞে জানো। অতি ঘোর কোপ মোর অগ্নি-সম মানো ॥১
চতুরঙ্গ সেনা হেথা সমিধ শোভন। বলি-পশু সাজে শ্রেষ্ঠ মহীপতিগণ ॥
এই যে পরশু তাহে কাটি' বলি দিনু। যুদ্ধরূপী হেন যজ্ঞ কোটিশ করিনু ॥২
অবিদিত লোকে মম প্রভাব বিস্তর। 'বিপ্র' কহ ভুলে মোরে করি' অনাদর ॥
ভাঙ্গিয়াছ চাপ তাই তব দর্প বাড়ে। অহঙ্কারে মনে কর জিনেছ ধরারে ॥৩
রাম কহে, ওহে মুনি! বিচারিয়া কও। মম বৃথা ভুলে তুমি অতি রুষ্ট হও ॥
স্পর্শমাত্র ভাঙ্গি' গেল পিনাক পুরাণ। সেই হেতু কেন মনে হবে অভিমান ॥৪

দোহা— করিনু অশ্রদ্ধা বিপ্র বলি' যদি শুন সত্য ওহে ভৃগু-বীর !
হেন বীর কেবা জগৎ-মাঝারে ভয়ে যা'রে নোয়াইব শির ? ॥২৮৩

সারমর্ম—পরশুরাম রামকে বলিলেন, তোমরা আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেছ। আমি কেমন ব্রাহ্মণ তাহা আমি তোমাকে শুনাইতেছি। আমার ধনুক হব্য, বাণ হ'ল আহুতি, আমার ক্রোধ হ'ল আগুন, যজ্ঞের কাঠ হইতেছে চতুরঙ্গ সেনা আর পশু হইতেছে মহারাজগণ। আমি তাহাদিগকে বলি দিয়া কোটি সমর-যজ্ঞ করিয়াছি। আমার ক্ষমতার কথা তোমার জানা আছে, তবুও তুমি ধনুকভঙ্গ করিয়া অহঙ্কারে জগৎ জয় করিয়াছ মনে করিতেছ। রাম বলিলেন,—হে পরশুরাম! পুরানো ধনুকখানা ছুঁইতেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার অভিমান করার কি হেতু আছে? জগতে এমন কোন্ যোদ্ধা আছে যে, যাহার কাছে আমি মাথা নোয়াইব? ॥২৮৩॥

চৌ—দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা। সমবল অধিক হোউ বলবানা ॥
জৌঁ রন হমহি পচারৈ কোউ। লরহি সুখেন কালু কিন হোউ ॥১॥
ছত্রিয় তনু ধরি সমর সকানা। কুল কলঙ্কু তেহিঁ পাবঁর আনা ॥
কহউঁ সুভাউ ন কুলহি প্রসংসী। কালহু ডরহিঁ ন রন রঘুবংসী ॥২॥
বিপ্রবংস কৈ অসি প্রভুতাঈ। অভয় হোই জো তুম্হহি ডেরাঈ ॥
সুনি মৃদু গূঢ় বচন রঘুপতি কে। উঘরে পটল পরসুধর মতি কে ॥৩॥
রাম রমাপতি কর ধনু লেহূ। খৈঁচহু মিটৈ মোর সন্দেহূ ॥
দেত চাপু আপুহিঁ চলি গয়ঊ। পরসুরাম মন বিসময় ভয়ঊ ॥৪॥

দোহা— জানা রাম প্রভাউ তব পুলক প্রফুল্লিত গাত।
জোরি পানি বোলে বচন হৃদয়ঁ ন প্রেমু সমাত ॥২৮৪॥

বাংলা অর্থ—**পচারৈ**—আহ্বান করা (যুদ্ধার্থে); **লরহি**…লড়িব; **কালু**—কাল (যম); **কিন হোউ**—হউক না কেন; **সকানা**—ভীত হয়; **পাবঁর**—পামর, নীচ; **সুভাউ** স্বভাব; **ডরহি**—ভয় করে; **উঘরে**—খুলিয়া গেল; **পটল**—আবরণ; **খৈঁচহু**—আকর্ষণ কর; **বিসময়**—বিস্ময়; **সমাত ন**—ধরে না; (চৌ—১-৪; দো—২৮৪)

চৌ—সেনা নানা ভাঁতি দেব, দানব, ও নর। সমবল বীর কিংবা বহুশক্তিধর ॥
যদি রণে কেহ মোরে করে আবাহন। সুখে যুদ্ধ দেই নিজে যমও যদি হ'ন ॥১
ধরিয়া ক্ষত্রিয় তনু যে ডরে সমর। কুলেতে কলঙ্ক আনে জেনো সে পামর ॥
স্বভাবে খ্যাপিনু ইহা কুলে না প্রশংসি। যমেরে ডরে না রণে হ'লে রঘুবংশী ॥২
বিপ্র-বংশ ধ'রে জানি এ হেন প্রভুতা। তোমা হ'তে ভয় যা'র তা'র নির্ভয়তা।
রঘুপতি-গূঢ়-বাণী করিয়া শ্রবণ। ভৃগুরাম-মতি-ভ্রান্তি হইল মোচন ॥৩॥
ওহে রমাপতি! ধনু এবে তুমি ধর। মিটিবে সংশয় যদি আকর্ষণ কর ॥
ধনু দিলে নিজে তাহা রাম-পার্শ্বে ধায়। ভৃগুপতি-মনে তাহা আনিল বিস্ময় ॥৪

দোহা— শ্রীরাম-প্রভাব জানিয়া পুলকে হরষিত হইল শরীর।
করযোড় করি' কহেন বচন হৃদি ভুঞ্জি' প্রেম সুগভীর ॥২৮৪॥

সারমর্ম্ম—রঘুবংশীয়েরা যুদ্ধকে ভয় করে না। ক্ষত্রিয়ের দেহ ধারণ করিয়া যে যুদ্ধকে ডরায় তাহাকে কুলের কলঙ্ক বলা হয়। রঘুপতির মৃদু বাক্য শুনিয়া পরশুরামের সুবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি রঘুপতিকে বিষ্ণুর দেওয়া ধনুক বাঁকাইতে বলিলেন। ধনুকে আপনিই যেন গুণ চড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া পরশুরাম বিস্মিত হইলেন। অহিংসার নিকট হিংসার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। রামের ক্ষমতা দেখিয়া মুনির হৃদয়ে ভালবাসা আর ধরে না তিনি যুক্ত করে বলিলেন ॥২৮৪॥

চৌ—জয় রঘুবংস বনজ বন ভানূ। গহন দনুজ কুল দহন কৃসানূ॥
জয় সুর বিপ্র ধেনু হিতকারী। জয় মদ মোহ কোহ ভ্রম হারী ॥১॥
বিনয় সীল করুনা গুন সাগর। জয়তি বচন রচনা অতি নাগর ॥
সেবক সুখদ সুভগ সব অঙ্গা। জয় সরীর ছবি কোটি অনঙ্গা ॥২॥
করৌঁ কাহ মুখ এক প্রসংসা। জয় মহেস মন মানস হংসা ॥
অনুচিত বহুত কহেউঁ অগ্যাতা। ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা ॥৩॥
কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতু। ভৃগুপতি গএ বনহি তপ হেতু॥
অপভয়ঁ কুটিল মহীপ ডেরানে। জহঁ তহঁ কায়র গবঁহিঁ পরানে ॥৪॥
দোহা— দেবন্হ দীন্হীঁ দুন্দুভীঁ প্রভু পর বরষহিঁ ফূল।
হরষে পুর নর নারি সব মিটী মোহময় সূল ॥২৮৫॥

বাংলা অর্থ—**বনজ বন ভানূ**—কমল বনের সূর্য্য; **অগ্যাতা**—অজ্ঞাত (না জানিয়া); **অপভয়**—বৃথা ভয়; **ডেরানে**—ভীত করিয়াছিল; **কায়র**—কাপুরুষ; **পরানে গাবহি**—পলাইয়া গেল; **সূল**—শূল (যন্ত্রণা); **নাগর**—পটু; **কাহ**—কিরূপে;
(চৌ—১-৪; দো—২৮৫)

চৌ—রঘুবংশ পদ্ম-রবি লভি যেন জয়। রক্ষঃকুলদাহি-দাব-অনল সে হয় ॥
জয়তু দেবতা-বিপ্র-ধেনু-হিতকারী। জয়ী হোন্ মদ-মোহ-রোষ-ভ্রমহারী ॥১
বিনয়-করুণা-শীল-গুণের সাগর। জয়ী হোন্ যিনি বাক্য-বিন্যাসে প্রবর ॥
সেবকে সুখদ যিনি চারু-অঙ্গধারী। কোটি কাম-সম-ছবি-শরীর-বিহারী ॥২
এক মুখে কত আর কহি স্তুতিজাল। জয় জয় শিব মন-মানস-মরাল ॥
বহু অনুচিত কহি জ্ঞানের অভাবে। ক্ষমাধার দুই ভাই ক্ষমা কর এবে ॥৩॥
কহি' 'জয় জয় জয় রঘু-কুলকেতু'। ভৃগুপতি চলি' যা'ন বনে তপহেতু ॥৪॥
কুটিল মহীপ করে কাল্পনিক ভয়। যেথা সেথা কাপুরুষ পলায়িত হয় ॥৪॥
দোহা— দেবগণ সবে দুন্দুভি বাজায়ে প্রভু'পরে পুষ্প বরষিল।
পুর-নর-নারী হরষিত হ'লে মোহময় বিষাদ মিটিল ॥২৮৫॥

সারমর্ম্ম—পরশুরাম নানাভাবে রামচন্দ্রের জয়গান করিতে লাগিলেন। রাম-

লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপর তিনি তপস্থার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। রাজাদের ভয় গেল। যেসমস্ত কাপুরুষ দাম্ভিক রাজা আনন্দিত হইয়াছিল তাহারা পলাইয়া গেল। নগরের নরনারী সকলে আনন্দিত হইল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২৮৫॥

চৌ—অতি গহগহে বাজনে বাজে। সবহি মনোহর মঙ্গল সাজে॥
জূথ জূথ মিলি সুমুখি সুনয়নী। করহিঁ গান কল কোকিলবয়নী ॥১॥
সুখু বিদেহ কর বরনি ন জাঈ। জন্মদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাঈ॥
বিগত ত্রাস ভই সীয় সুখারী। জনু বিধু উদয় চকোরকুমারী ॥২॥
জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনামা। প্রভু প্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রামা॥
মোহি কৃতকৃত্য কীন্হ দুহুঁ ভাঈঁ। অব জো উচিত সো কহিঅ গোসাঈঁ ॥৩
কহ মুনি সুনু নরনাথ প্রবীনা। রহা বিবাহু চাপ আধীনা॥
টূটতহীঁ ধনু ভয়উ বিবাহূ। সুর নর নাগ বিদিত সব কাহু ॥৪॥

দোহা— তদপি জাই তুম্হ করহু অব জথা বংস ব্যবহারু।
বূঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুর বেদ বিদিত আচারু ॥২৮৬॥

বাংলা অর্থ—গহগহে—গম্ভীরভাবে, সজোরে; কোকিল বয়নী—মধুরকণ্ঠী; মোহি—আমাকে; সব কাহু—সবাকার; তদপি—তথাপি; বূঝি—জিজ্ঞাসা করিয়া; ভঞ্জেউ—ভঙ্গ করিয়াছেন; জূথ জূথ—দলে দলে; (চৌ—১-৪; দো—২৮৬)

চৌ—অতি সুগভীর চারু বাজনা বাজিল। মনোহর সাজ সজ্জা সকলে ধরিল॥
সুবদনা সুনয়না মিলে দলে দলে। কোকিল-সমান স্বরে গাহিল সকলে ॥১॥
জনকের সুখ তদা বর্ণনে না যায়। জনম-দরিদ্র মানো ধন যেন পায়॥
সীতা সুখী হয় ভয়-বিবর্জ্জিত হ'য়ে। চকোর-কুমারী যথা চাঁদের উদয়ে ॥২॥
জনক কহেন করি' কৌশিকে প্রণাম। প্রভুর প্রসাদ লভি' ধনু ভাঙ্গে রাম॥
অতীব কৃতার্থ মোরে করে দুই ভাই। হে প্রভু! উচিত যাহা কহ এবে তাই
মুনি ক'ন—শুন, ওহে নৃপতি প্রবীণ। বিবাহ আছিল বটে চাপের অধীন॥
চাপ যবে ভাঙ্গি' গেল বিবাহ হইল। সুর-নর-নাগ আদি সকল জানিল ॥৪

দোহা— তথাপি যাইয়া পাল তুমি এবে যথা তব কুল-ব্যবহার।
পুছিয়া ব্রাহ্মণে গুরু-বৃদ্ধজনে যথা বেদ বিদিত আচার ॥২৮৬॥

সারমর্ম্ম—সুন্দরী কোকিল-কণ্ঠী নারীরা দলে দলে গান গাহিতে লাগিল। চারিদিকে নানারূপ বাদ্য বাজিতে লাগিল। জনক রাজার আনন্দের তুলনা দেওয়া যায় না। তিনি বিশ্বমিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আপনার কৃপায় সবকিছু হইয়াছে, এখন কি করণীয় তাহা বলুন। বিশ্বামিত্র বলিলেন—হে নরনাথ ধনুক ভাঙ্গাতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তথাপি আপনি, ব্রাহ্মণগণ, বৃদ্ধ ও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া কুলসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥২৮৬॥

চৌ—দূত অবধপুর পঠবহু জাঈ। আনহিঁ নৃপ দসরথহি বোলঈ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহিঁ কৃপালা। পঠএ দূত বোলি তেহি কালা ॥১॥
বহুরি মহাজন সকল বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সির নাএ॥
হাট বাট মন্দির সুরবাসা। নগরু সঁবারহু চারিহুঁ পাসা ॥২॥
হরষি চলে নিজ নিজ গৃহ আএ। পুনি পরিচারক বোলি পঠাএ॥
রচহু বিচিত্র বিতান বনাঈ। সির ধরি বচন চলে সচু পাঈ ॥৩॥
পঠএ বোলি গুনী তিন্হ নানা। জে বিতান বিধি কুসল সুজানা॥
বিধিহি বন্দি তিন্হ কীন্হ অরম্ভা। বিরচে কনক কদলি কে খম্ভা ॥৪॥

দোহা— হরিত মনিন্হ কে পত্র ফল পদুমরাগ কে ফূল।
রচনা দেখি বিচিত্র অতি মনু বিরঞ্চি কর ভূল ॥২৮৭॥

বাংলা অর্থ—**পঠবহু**—পাঠাও ; **বহুরি**—পুনঃ ; **সবন্হি**—সকলে ; **বাট**—রাস্তা ; **সুরবাসা**—দেবালয় ; **সঁবারহ**—সাজাও ; **পাসা**—পার্শ্ব, দিক্ ; **বোলি পঠায়ে**—বলিয়া পাঠাইলেন ; **বিতান**—মণ্ডপ ; **সচু**—সুখ ; **তিন্হ**—তিনি ; **গুনী**—কারিকর (বিশেষজ্ঞ) ; **কদলী কে খম্ভা**—কলাগাছের থাম ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৮৭)

চৌ—'আনিতে পাঠাও দূত অযোধ্যা ভবন। দশরথে আবাহিয়া কর আনয়ন'॥
হৃষ্ট রাজা কহে, ভাল কহিলে কৃপাল। দূতেরে ডাকিতে ক'ন রাজা সেই কাল ॥১
পুন সব মহাজনে আনেন ডাকিয়া। সবে আসে সমাদরে মস্তক নমিয়া॥
হাট, বাট ও মন্দির তথা দেবাগার। নগর সাজায় সবে ঘিরি চারিধার ॥২॥
হরষিত হ'য়ে সবে চলে নিজ ঘরে। ভৃত্যগণে পুন কহে আবাহন ক'রে॥
'বিচিত্র মণ্ডপ সবে রাখিবে নগরে'। সুখ লভি চলে সবে বাণী শিরে ধ'রে ॥৩
তাঁরা বহু কর্ম্মি-গণে ডাকিয়া পাঠান। কুশল বিজ্ঞানি দ্বারা রচিতে বিতান॥
বিধিরে বন্দিয়া তাঁরা কাজ আরম্ভেন। কনক-কদলী স্তম্ভ তাঁরা বিরচেন ॥৪॥

দোহা— হরিত মণিতে পত্র তথা ফল পদ্মরাগে ফুল বিরচিল।
রচনা হেরিয়া অতীব বিচিত্র ব্রহ্মা-মনে ভ্রান্তি উপজিল ॥ ২৮৭॥

সারমর্ম্ম—মুনির কথামত অযোধ্যাতে দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা জনক করিয়া সকলকে হাট-ঘাট, মন্দির দেবস্থান প্রভৃতি সাজাইতে বলিলেন এবং পরিচারকগণকে মণ্ডপ রচনায় নিযুক্ত করিলেন। মণ্ডপ-কুশলী ব্রহ্মার পূজা করিয়া সোণার কলাগাছের থামে সবুজ মণির পাতা ও ফল এবং পদ্মরাগ মণির ফুল তৈয়ারী করিল। তাহার গঠন ভঙ্গিতে উহা বিধাতার প্রস্তুত বলিয়া ভুল হইল ॥২৮৭॥

চৌ—বেনু হরিত মনিময় সব কীন্হে। সরল সপরব পরহিঁ নহিঁ চীন্হে॥
কনক কলিত অহিবেলি বনাঈ। লখি নহিঁ পরই সপরন সুহাঈ ॥১॥
তেহি কে রচি পচি বন্ধ বনাএ। বিচ বিচ মুকুতা দাম সুহাএ॥
মানিক মরকত কুলিস পিরোজা। চীরি কোরি পচি রচে সরোজা ॥২॥

কিএ ভৃঙ্গ বহুরঙ্গ বিহঙ্গা। গুন্জহিঁ কূজহিঁ পবন প্রসঙ্গা॥
সুর প্রতিমা খম্ভন গঢ়ি কাঢ়ীঁ। মঙ্গল দ্রব্য লিএঁ সব ঠাঢ়ীঁ ॥৩॥
চৌকেঁ ভাঁতি অনেক পুরাঈঁ। সিন্ধুর মনিময় সহজ সুহাঈঁ ॥৪॥

দোহা— সৌরভ পল্লব সুভগ সুঠি কিএ নীলমনি কোরি।
হেম বৌর মরকত ঘবরি লসত পাটময় ডোরি ॥২৮৮॥

বাংলা অর্থ—বেণু—বাঁশ ; হরিত—সবুজ ; সপরব—পর্ব্ব অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্ত ; কলিত—সুন্দর ; অহিবেলি—নাগবল্লী, পান ; মরকত—পান্না ; কুলিস—বজ্র, হীরক ; চীরি—চিরিয়া ; কোরি—কুঁদিয়া ; পচি—কারুকার্য্য ; খম্ভন—স্তম্ভ বা থামসমূহ ; কাঢ়ীঁ—বাহির করিল ; ঠাঢ়ীঁ—দাড়াইয়া ছিল ; সিন্ধুর মনি—গজমুক্তা ; কোঁরি—কুরিয়া ; হেম বৌর—স্বর্ণ নির্ম্মিত আম্রফুল ; ঘবরি—ফলগুচ্ছ ; লসত—দীপ্তি পাইল ; পাটময় ডোরি—রেশমের সূতা ; [চৌ—১-৪ ; দো—২৮৮]

চৌ—হরিত মণিতে সব বাঁশ বিরচিল। সরল সপর্ব্ব হেন চিনিতে নারিল ॥
কনকে রচিল সব নাগবল্লী যত। চারু-পত্র হেন নহে চিনিবার মত ॥১॥
সে সব রচিয়া পাকে গ্রন্থি রচি' দিল। মাঝে চারু মুক্তারাজি তাহে বসাইল ॥
মাণিক ও মরকত হীরক পিরোজে। চিরিয়া কুরিয়া পাকে রচিল সরোজে ॥২
বিচিত্র বর্ণের ভৃঙ্গ বিহঙ্গ সাজায়। বায়ুভরে 'গুঞ্জি' তা'রা কূজন শুনায় ॥
দেবের প্রতিমা থামে রচি' খোদাইল। মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে দাঁড়া'য়ে রহিল ॥৩
অনেক প্রকারে তা'রা আঙ্গিনা চিত্রিল। চারু গজ মুক্তা দিয়া তাহা ভরি' ছিল ॥৪

দোহা— আমের পল্লব সুদৃশ্য সুন্দর নীলমণি দিয়া বিরচিল।
স্বর্ণ-মরকতে মুকুল রচিয়া রেশমের সূত্রে ঝুলাইল ॥২৮৮॥

সারমর্ম্ম—সবুজ মণি দিয়া পাতা-সমেত বাঁশ, সোণা দিয়া নাগপল্লবী পাতা তাহাতে মুক্তা খচিত আর পদ্মে মাণিক মরকত হীরা ও পিরোজার কারুকার্য্য। নানা বর্ণের পাখী ও ভোমরা যেগুলি বাতাস লাগিলে গুঞ্জন ও কূজন করে। খোদাই করা দেবমূর্ত্তি থামে, মঙ্গলদ্রব্য হাতে ছিল। গজমতি মুক্তা, নীলকান্ত মণিদ্বারা রচিত আম্রপল্লব, সোণা ও মরকতগুচ্ছ—রেশমী সূতায় ঝুলান ছিল ॥২৮৮॥

চৌ—রচে রুচির বর বন্দনিবারে। মনহুঁ মনোভবঁ ফন্দ সঁবারে ॥
মঙ্গল কলস অনেক বনাএ। ধ্বজ পতাক পট চমর সুহাএ ॥১॥
দীপ মনোহর মনিময় নানা। জাই ন বরনি বিচিত্র বিতানা ॥
জেহিঁ মণ্ডপ দুলহিনি বৈদেহী। সো বরনৈ অসি মতি কবি কেহী ॥২॥
দূলহু রামু রূপ গুন সাগর। সো বিতানু তিহুঁ লোক অজাগর ॥
জনক ভবন কৈ সোভা জৈসী। গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিঅ তৈসী ॥৩॥
জেহিঁ তেরহুতি তেহি সময় নিহারী। তেহি লঘু লগহিঁ ভুবন দস চারী ॥
জো সম্পদা নীচ গৃহ সোহা। সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা ॥৪॥

দোহা— বসই নগর জেহিঁ লচ্ছি করি কপট নারি বর বেষু।
তেহি পুর কৈ সোভা কহত সকুচহিঁ সারদ সেষু ॥২৮৯॥

বাংলা অর্থ—বন্দনিবারে—গ্রথিত আম্রপল্লব ; মনোভাবঁ—কামদেব ; সঁবারে—সাজাইয়াছেন ; পট—পরদা ; তুল হিনি—ক'নে ; তুলহু—বর ; তিহু—তিন ; উজাগর—প্রসিদ্ধ ; তের হুতি—ত্রিহুত জেলা ; দস চারী—চৌদ্দ ; করি কপট—ছলনা করিয়া ; লচ্ছি—লক্ষ্মীদেবী ; সেষু—অনন্তদেব ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৮৯)

চৌ—রচিল রুচির বর তোরণ পুষ্পিত। মনে হ'ল কাম করে ফাঁদ সুসজ্জিত ॥
মঙ্গল কলস বহু শোভিল যেথায়। পতাকা-চামর-ধ্বজ-বস্ত্র শোভা পায় ॥১॥
মণিময় দীপ শোভে নানা মনোহর। বর্ণনে না যায় যত মণ্ডপ সুন্দর ॥
যে মণ্ডপে বৈদেহীর আছিল আসন। কেমন কোন্ কবি তা' করিবে বর্ণন ॥২
রূপ-গুণ-পারাবার বর যেথা রাম। মণ্ডপ-সুযশ সেথা ব্যাপে তিন ধাম ॥
জনক-ভবন-শোভা শোভিল তেমন। সেই পুরে প্রতি গৃহ যথা সুশোভন ॥৩
সে সময় ত্রিহুতে যে করিল দর্শন। লঘু মনে হ'ল তা'র চৌদ্দটি ভুবন ॥
যে সম্পদ্ দীন-গৃহে তখন শোভিল। হেরি' তাহা ইন্দ্রে যেন মোহ উপজিল ॥৪

দোহা— নিবসেন রমা যে পুর-মাঝারে ধরিয়া ছলনা নারী বেশ।
সে পুরের শোভা বিস্তৃত বর্ণিতে সঙ্কুচিত সারদা ও শেষ ॥২৮৯॥

সারমর্ম—ফটকের উপর সাজান মাল্য যেন কামদেবের ফাঁদ। মঙ্গল-ঘট এবং সাজান ধ্বজ পতাকা, বস্ত্র ও চামরাদি-সহ প্রদীপ মণ্ডপে সাজান—তাহা বর্ণনা করে কার সাধ্য? রূপ-গুণের সাগর রামচন্দ্র বর ও সীতা ক'নে তাহা ত্রিলোক উজ্জ্বল করিবেই। কেবল রাজবাড়ী নয় প্রতি ঘরে, নগরে এইরূপ সাজান হইল। ত্রিহুতের তাৎকালিক শোভা চতুর্দ্দশভুবনের শোভার চেয়ে যেন বেশী। দরিদ্রের ঘরের শোভাতে ইন্দ্রের মোহ হইত। লক্ষ্মী সেখানে ছলনা করিয়া স্ত্রীবেশে আছেন সরস্বতী অনন্ত তাহা বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত ॥২৮৯॥

চৌ—পহুঁচে দূত রাম পুর পাবন। হরষে নগর বিলোকি সুহাবন ॥
ভূপ দ্বার তিন্হ খবরি জনাঈ। দসরথ নৃপ সুনি লিএ বোলাঈ ॥১॥
করি প্রনামু তিন্হ পাতী দীন্হী। মুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী ॥
বারি বিলোচন বাঁচত পাতী। পুলক গাত আঈ ভরি ছাতী ॥২॥
রামু লখনু উর কর বর চীঠী। রহি গএ কহত ন খাটী মীঠী ॥
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী। হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী ॥৩॥
খেলত রহে তহাঁ সুধি পাঈ। আএ ভরতু সহিত হিত ভাঈ ॥
পূছত অতি সনেহঁ সকুচাঈ। তাত কহাঁ তেঁ পাতী আঈ ॥৪॥

দোহা— কুসল প্রানপ্রিয় বন্ধু দোউ অহহিঁ কহহু কেহিঁ দেস।
সুনি সনেহ সানে বচন বাচী বহুরি নরেস ॥২৯০॥

বাংলা অর্থ—খবরি—খবর; বোলাঈ লিয়ে—ডাকিয়া পাঠাইলেন; পাতী—পত্র; বাঁচত—পড়িলেন; ছাতী ভরি—হৃদয় ভরিয়া গেল; খাটী মিঠী—ভাল মন্দ; সাঁচী—সত্য; সুধি—সমাচার; সকুচাই—সঙ্কুচিত হইয়া; কহা তেঁ—কোথা হইতে; অহহিঁ—আছে; কেহিঁ—কোন্; সানে—মিশ্রিত; বাচী—পড়িলেন; বন্ধু—ভাই; পাবন—পবিত্র; (চৌ—১-৪; দো—২৯০)

চৌ—পাবন অযোধ্যাপুরে দূত পঁহুছিল। মনোহর পুর হেরি' মনে হরষিল॥
রাজদ্বারে গিয়া দূত বারতা জানায়। দশরথ নৃপ শুনি' ডাকি' ল'য়ে যায়॥১
পত্রদান করে দূত করিয়া প্রণতি। নিজে উঠি' পত্র ল'ন মুদিত নৃপতি॥
আঁখি নীরে ভরে সেই বারতা পড়িয়া। তনুতে পুলক আসে, সুখে ভরে হিয়া॥২
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ হৃদে, পত্র হস্ত 'পরে। রহি' গেল, ভাল মন্দ বাণী নাহি সরে॥
পুন ধৈর্য্য ধরি' হৃদে তাহা পড়ি' ল'ন। সত্য-বাক্য শুনি' হৃষ্ট হ'ল সভাজন॥৩
ক্রীড়ারত দুই ভাই ভরত শত্রুঘন।বারতা শুনিয়া তা'রা করে আগমন॥
স্নেহ ও সংকোচ-ভ'রে উভয়ে পুছিল। তাত! কোথা হ'তে এবে পত্র পঁহুছিল?॥৪
দোহা— প্রাণ-প্রিয় ভাই কুশলী দুজনা আছে যেথা কোথা সেই দেশ?
স্নেহ-ভরা-বাণী শুনিয়া তখন পুন তাহা পড়েন নরেশ॥২৯০॥

সারমর্ম—এদিকে দূত অযোধ্যায় উপস্থিত। দশরথ পত্র পড়িতে পড়িতে রোমাঞ্চিত ও জলভরা চোখে রাম-লক্ষ্মণকে হৃদয়ে রাখিলেন, হাতে রহিল চিঠি। সভার সকলে পত্রের সংবাদে সুখী হইল। ভরত শত্রুঘ্ন সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন—পত্র কোথা হইতে আসিল? দশরথ পুনরায় পত্র পড়িলেন॥২৯০॥

চৌ—সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা। অধিক সনেহু সমাত ন গাতা॥
প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী। সকল সভাঁ সুখু লহেউ বিসেষী॥১॥
তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে। মধুর মনোহর বচন উচারে॥
ভৈআ কহহু কুসল দোউ বারে। তুম্হ নীকেঁ নিজ নয়ন নিহারে॥২॥
স্যামল গৌর ধরেঁ ধনু ভাথা। বয় কিসোর কৌসিক মুনি সাথা॥
পহি চানহু তুম্হ কহহু সুভাউ। প্রেম বিবস পুনি পুনি কহ রাউ॥৩॥
জা দিন তেঁ মুনি গএ লবাঈ। তব তেঁ আজু সাঁচি সুধি পাঈ॥
কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে। সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে॥৪॥
দোহা— সুনহু মহীপতি মুকুট মনি তুম্হ সম ধন্য ন কোউ।
রামু লখনু জিন্হ কে তনয় বিস্ব বিভূষন দোউ॥২৯১॥

বাংলা অর্থ—ন সমতা—ধরে না; বারে—বাচ্চা; ভৈআ—ভাই; ভাথা—তূণীর; লবাঈ গয়ে—লইয়া গিয়াছে; সাঁচি—সত্য; (চৌ—১-৪; দো—২৯১)

চৌ—শুনি' দুই ভাই তাহা পুলক লভিল। সকল শরীরে যেন পিরীতি ভরিল॥
পবিত্র ভরত-প্রীতি হেরিয়া নয়নে। লভিল বিশেষ সুখ যত সভাজনে॥১॥

নৃপতি নিকটে দূতে বসা'ন তখন। সুমধুর মনোহর পুছিয়া বচন ॥
কহ ভাই ছুটি বটে কুশলী এখন। নিজ নেত্রে তুমি ভাল করেছ দর্শন ॥১॥
শ্যাম-গৌর তনু ধরেঁ ধনুক তুনীর। যুগল কিশোর সঙ্গী কৌশিক-মুনির ॥
দোঁহার স্বভাব কহি' দাও পরিচয়। প্রেমেতে বিবশ নৃপ পুন দূতে কয় ॥৩॥
যেই দিনে মুনি দোঁহে ল'য়ে যান সাথ। সেই হ'তে আজি শুধু লভিনু সংবাদ ॥
কেমনে বিদেহ কহ দোঁহারে জানিল। প্রিয়-বাণী শুনি' দূত মৃদুল হাসিল ॥৪॥

দোহা— শুনহ নৃপতি-মুকুটের-মণি তোমা-সম ধন্য কেহ নয়।
বিশ্ব-বিভূষণ রাম ও লক্ষ্মণ এ' যুগল যাঁহার তনয় ॥২৯১॥

সারমর্ম—পত্র-মর্ম শুনিয়া দু'ভাই পুলকিত হইয়া সানন্দে ভরপুর হইল। ভরতের প্রীতির ভাব দেখিয়া সকলে সুখী হইল। তখন দশরথ পুনরায় দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নিজের চোখে দু'ভায়ের কুশলবার্ত্তা জান ত? আবার বলিলেন,—একজন গৌর অন্যজন শ্যামল হাতে তীর-ধনুক, সঙ্গে বিশ্বামিত্র মুনি। অনেক দিন পর আজ খাটি সংবাদ মিলিয়াছে। বল ত' জনক কিরূপে তাহাদের চিনিলেন? উত্তরে দূত বলিল, বিশ্বের ভূষণ রাম-লক্ষ্মণ যাঁহার পুত্র তাঁহার সমান ধন্য কে? ॥২৯১॥

চৌ—পূছন জোগু ন তনয় তুম্হারে। পুরুষসিংঘ তিহু পুর উজিআরে ॥
জিন্হ কে জস প্রতাপ কেঁ আগে। সসি মলীন রবি সীতল লাগে ॥১॥
তিন্হ কহঁ কহিঅ নাথ কিমি চীন্হে। দেখিঅ রবি কি দীপ কর লীন্হে ॥
সীয় স্বয়ম্বর ভূপ অনেকা। সমিটে সুভট এক তেঁ একা ॥২॥
সম্ভু সরাসনু কাহুঁ ন টারা। হারে সকল বীর বরিআরা ॥
তীনি লোক মহঁ জে ভটমানী। সভ কৈ সকতি সম্ভু ধনু ভানী ॥৩॥
সকই উঠাই সুরাসুর মেরু। সোউ হিয়ঁ হারি গয়উ করি ফেরু ॥
জেহিঁ কৌতুক সিবসৈলু উঠাবা। সোউ তেহি সভাঁ পরাভউ পাবা ॥৪॥

দোহা— তহাঁ রাম রঘুবংসমনি সুনিঅ মহা মহিপাল।
ভন্জেউ চাপ প্রয়াস বিনু জিমি গজ পঙ্কজ নাল ॥২৯২॥

বাংলা অর্থ—**তিহুঁ**—তিন; **উজিআরে**—উজ্জ্বলকারী; **তিন্হ কহঁ**—তাঁহাদের; **সমিটে**—একত্র করিলেন; **সুভট**—সুযোদ্ধা; **ন টারা**—হটাইতে পারে নাই; **বরিআরা**—বলবান্; **ভটমানী**—যোদ্ধার অভিমান ধারণকারী; **ভানী**—ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; **সুরাসুর**—বাণাসুর; **করি ফেরু**—পরিক্রমা করিয়া; **সিবসৈলু**—কৈলাস পর্ব্বত; **পরাভউ**—পরাভব; **পঙ্কজ নাল**—পদ্মের ডাঁটা; (চৌ—১-৪; দো—২৯২)

চৌ—পুছিবার যোগ্য কিবা তোমার নন্দন? নর-সিংহ উজলিছে দোঁহা ত্রিভুবন ॥
যাহাদের যশ আর প্রভা-পুরোভাগে। চন্দ্রমা মলিন, রবি সুশীতল লাগে ॥১
তাঁর কথা পুছিতেছ চিনিলে কেমনে?। রবিরে হেরিতে দীপ কোন্ প্রয়োজনে? ॥
সীতা-স্বয়ম্বরে আসে নৃপতি অনেক। বড় বড় বীর আসি' মিলে একে এক ॥২

ধনু-পরাজন কেহ নাড়িতে নারিল। বলবান্ বীর যত সকলে হারিল।
ত্রিভুবনে যা'র ছিল যুদ্ধে অহঙ্কার। শিব-ধনু পরাজয় আনে সবাকার ॥৩॥
মেরুরে উঠায় যেই সুরাসুরগণ। পরাভব লভি' তা'রা করে পলায়ন।
কৈলাসে কৌতুকে যেই রাবণ উঠায়। সভা-মাঝে সেই কিনা পরাভব পায় ॥৪॥
দোহা— সেথায় শ্রীরাম রঘুবংশ-মণি শুন ওহে মহামহীপাল !
ভাঙ্গি ছিল চাপ প্রয়াস না করি গজে যথা টুটে পদ্ম-নাল ॥২৯২॥

সারমর্ম—আপনার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। তাহাদের প্রতাপ ও যশের কাছে চাঁদ মলিন, সূর্য্য শীতল; সূর্য্য দেখিতে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ম্বরসভায় যে ধনুক বড় বড় রাজারা নাড়িতে পারিল না, মেরু পর্ব্বত উঠায় যে দানব তাহারাও হার মানিল, কৈলাস পর্ব্বত উঠায় যে রাবণ সেও হারিল। আর হাতী যেরূপে পদ্মের ডাঁটা ভাঙ্গে সেই ভাবে রাম ধনুক ভাঙ্গিয়াছেন ॥২৯২॥

চৌ—সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু আএ। বহুত ভাঁতি তিন্হ আঁখি দেখাএ ॥
দেখি রাম বলু নিজ ধনু দীন্হা। করি বহু বিনয় গবনু বন কীন্হা ॥১॥
রাজন রামু অতুল বল জৈসেঁ। তেজ নিধান লখন পুনি তৈসেঁ ॥
কম্পহিঁ ভূপ বিলোকত জাকেঁ। জিমি গজ হরি কিসোর কে তাকেঁ ॥২॥
দেব দেখি তব বালক দোউ। অব ন আঁখি তর আবত কোউ ॥
দূত বচন রচনা প্রিয় লাগী। প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী ॥৩॥
সভা সমেত রাউ অনুরাগে। দূতন্হ দেন নিছাবরি লাগে ॥
কহি অনীতি তে মূদহিঁ কানা। ধরমু বিচারি সবহিঁ সুখু মানা ॥৪॥
দোহা— তব উঠি ভূপ বসিষ্ঠ কহুঁ দীন্হি পত্রিকা জাই।
কথা সুনাঈ গুরহি সব সাদর দূত বোলাই ॥২৯৩॥

বাংলা অর্থ—গবনু কীন্হা—গমন করিলেন; তাকে—তাকাইলে; তর—তল; পাগী—পূর্ণ; নিছাবরি—উপঢৌকন; মূদহি—মুদিলেন; (চৌ—১-৪; দো—২৯৩)

চৌ—শুনিয়া সরোষে ভৃগুনায়ক আসিল। বিবিধ প্রকারে তাঁ'রে আঁখি দেখাইল।
দেখিয়া রামের বল নিজ ধনু দিল। করিয়া অনেক স্তুতি কাননে চলিল ॥১॥
হে রাজন্! রাম যথা অতি বলীয়ান্। লক্ষ্মণেও তথা হেরি তেজের নিধান ॥
যারে হেরি' ভূপ সব কম্পিত হৃদয়। যথা সিংহ-শিশু হেরি' গজ ভীত হয় ॥২
হে দেব! দেখিয়া তব পুত্র দুই জন। এবে নাহি নামে নীচে কাহারো নয়ন ॥
দূতের কথিত বাণী মধুর লাগিল। প্রেম-বল-বীর-রস পূর্ণ তাহে ছিল ॥৩॥
সভা-সহ নরপতি বড় অনুরাগে। প্রশংসার উপহার দূতে দিতে লাগে ॥
নীতির বিরোধী বলি' শ্রবণ মুদিল। দূতে ধর্ম্ম হেরি' সবে আনন্দ লভিল ॥৪॥
দোহা— তবে উঠি' ভূপ বশিষ্ঠের পাশে প্রদানিল পত্রখানি নিয়া।
কথা শুনাইল গুরু পার্শ্বে সব সমাদরে দূতে ডাকাইয়া ॥২৯৩॥

সারমর্ম—পুত্র-কামনার কথা শুনিয়া গুরুদেব আসিলেন। ঋষ্য দেখাইলেন শেষে নিজের পুত্র রামকে দিয়া নিজে বনে গেলেন। লক্ষণের কেমন ভারী ; রামাদের ত লক্ষণকে দেখিয়া কাঁদে। আপনার ক্ষেত্রে দু'দিক দেখিলে চোখে আর কাহাকেও ভাল লাগে না। বুকের কথাগুলি দশরথের খুব ভাল লাগিল। দশরথ তাহাদিগকে উপহার দিতে গেলে তাহারা ইহা দুর্নীতিমূলক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। রাজা বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন ॥২৯৩॥

চৌ—সুনি বোলে গুর অতি সুখ পাঈ। পুন্য পুরুষ কহুঁ মহি সুখ ছাঈ ॥
জিমি সরিতা সাগর মহুঁ জাহীঁ। জদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ ॥১॥
তিমি সুখ সংপতি বিনহিঁ বোলাএঁ। ধরমসীল পহিঁ জাহিঁ সুভাএঁ ॥
তুম্হ গুর বিপ্র ধেনু সুর সেবী। তসি পুনীত কৌসল্যা দেবী ॥২॥
সুকৃতী তুম্হ সমান জগ মাহীঁ। ভযউ ন হৈ কোউ হোনেউ নাহীঁ ॥
তুম্হ তে অধিক পুন্য বড় কাকেঁ। রাজন রাম সরিস সুত জাকেঁ ॥৩॥
বীর বিনীত ধরম ব্রত ধারী। গুন সাগর বর বালক চারী ॥
তুম্হ কহুঁ সর্ব কাল কল্যানা। সজহু বরাত বজাই নিসানা ॥৪॥

দোহা— চলহু বেগি সুনি গুর বচন ভলেহিঁ নাথ সিরু নাই।
ভূপতি গবনে ভবন তব দূতন্হ বাসু দেবাই ॥২৯৪॥

বাংলা অর্থ—পুরুষ কহুঁ—পুরুষের জন্য ; ছাঈ—ছাইয়া দেয় ; বিনহি বোলাএঁ—না চাহিলেও ; পহিঁ—পার্শ্বে ; সুকৃতী—পুণ্যাত্মা ; ভযউ ন—হয় নাই ; হোনেউ নাহীঁ—হইবে না ; কাকেঁ—কাহার ; জাকেঁ—যাহার ; তুম্হ কহুঁ—তোমার জন্য ; বরাত—বরযাত্রী ; নিসানা—দামামা ; ভলেহিঁ—আচ্ছা ; গবনে—গমন করিলেন ; বাসু—বাসস্থান ; দেবাই—দেওয়াইয়া ; (চৌ—১-৪ ; দো—২৯৪)

চৌ—গুরু শুনি' অতি সুখে কহেন বচন। পুণ্য-আত্মা তরে ধরা আনন্দ-ভবন।
যেমন তটিনী ধায় পারাবার-পানে। সমুদ্রে কামনা কিন্তু নাহি কোনো খানে ॥১
তেমনি সম্পদ-সুখ বিনা আবাহন। পুণ্য-জন-পার্শ্বে করে সবেগে গমন।
তুমি যথা গুরু-বিপ্র ধেনু-সুর-সেবী। তথা কৌশল্যারে হেরি পূত-মনা দেবী ॥২
ধরা নাহি ধরে তোমা-তুল্য পুণ্য-জন। না আছিল, এবে নাহি, হবে না কখন ॥
তোমা হ'তে বেশী পুণ্য আছয়ে কাহার। হে রাজন্! রাম-সম তনয় যাঁহার ॥৩
বীর ও বিনীত তথা ধর্ম্ম-ব্রতচারী। গুণের সাগর শ্রেষ্ঠ পুত্র তব চারি ॥
তোমাদের সর্ব্বকালে হইবে কল্যাণ। বর-যাত্রী সাজাইয়া বাজাও দামাম ॥৪

দোহা— 'ত্বরা চল' এই শুনি' গুরু বাণী মানে নৃপ মস্তক নমিয়া।
ভূপতি চলিল ভবনে তখন দূতে বাস-ঘর নিরূপিয়া ॥২৯৪॥

সারমর্ম—বশিষ্ঠ ইহাতে বড় সুখী হইলেন, বলিলেন—পুণ্যাত্মার নিকট পৃথিবী সুখময়ী। সাগর না চাহিতে নদী সব সেখানে যায়। ধর্মাচারীর নিকট সুখ-সম্পদ এইভাবে যায়। তুমি গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ও দেবসেবা কর। কৌশল্যা পবিত্র, রামের মত পুত্র যাঁর

সেও পবিত্র। তোমার চারি পুত্র বীর, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক। এখন বরযাত্রী সাজাইবার ব্যবস্থা কর। দূতের আবাস ব্যবস্থা করিয়া দশরথ অন্তঃপুরে চলিলেন ॥২৯৪॥

চৌ—রাজা সবু রনিবাস বোলাঈ। জনক পত্রিকা বাচি সুনাঈ ॥
সুনি সন্দেসু সকল হরষানী। অপর কথা সব ভূপ বখানী ॥১॥
প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ রানী। মনহুঁ সিখিনি সুনি বারিদ বানী ॥
মুদিত অসীস দেহিঁ গুর নারীঁ। অতি আনন্দ মগন মহতারীঁ ॥২॥
লেহি পরস্পর অতি প্রিয় পাতী। হৃদয়ঁ লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী ॥
রাম লখন কৈ কীরতি করনী। বারহিঁ বার ভূপবর বরনী ॥৩॥
মুনি প্রসাদু কহি দ্বার সিধাএ। রানিন্হ তব মহিদেব বোলাএ ॥
দিএ দান আনন্দ সমেতা। চলে বিপ্রবর আসিষ দেতা ॥৪॥
সো°— জাচক লিএ হঁকারি দীন্হি নিছাবরি কোটি বিধি।
চিরু জীবহুঁ সুত চারি চক্রবর্ত্তি দসরথ কে ॥২৯৫॥

বাংলা অর্থ—বনিবাস—অন্তঃপুর; বাচি—পড়িয়া; সন্দেসু—সন্দেশ, সংবাদ; বারিদ বানী—মেঘের গর্জ্জন; মহতারীঁ—মাতৃগণ; ছাতী—হৃদয়; বরনী—বর্ণনা করিলেন; মহিদেব—ব্রাহ্মণ; দ্বার সিধায়ে—দ্বারের বাহিরে গেলেন; (দো—২৯৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—রাজা অন্তঃপুর-জনে করি' আবাহন। জনক-বারতা-লিপি করেন জ্ঞাপন ॥
শুনিয়া বারতা সবে হ'ন হরষিত। আর যত কথা রাজা করে ব্যাখ্যাপিত ॥১
প্রেমে প্রমুদিত হয় যত রাজ-রাণী। মনে কর শিখী যেন শুনে মেঘধ্বনি ॥
হরষে আশিস্ দেয় যত গুরু-নারী। মাতারা আনন্দ ল'ভে তাহে অতি ভারী ॥২
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-কর্ম্ম-কীরতি-কলাপ। বার বার নৃপবর করেন আলাপ ॥
একে একে পত্র সবে লইল তুলিয়া। পরশি' হৃদয়ে তাহা শান্ত করে হিয়া ॥৩
'মুনি-কৃপা সব' কহি' নৃপতি চলিল। রাণীরা ব্রাহ্মণগণে ডাকিয়া আনিল ॥
সানন্দে সবারে দিল তা'রা বহু দান। বিপ্র যত চলে করি' আশিস্-প্রদান ॥৪
সোরঠা— প্রার্থিজন-গণে আবাহন করি' কোটি বিধি দিল পুরস্কার।
'চিরজীবী হো'ক নৃপ-সুত চারি' উচ্চারিল তা'রা বার বার ॥২৯৫॥

সারমর্ম—রাজা রাণীদিগকে ডাকিয়া সংবাদ শুনিলে সকলে সুখী ও উৎফুল্ল হইল। গুরু-পত্নী প্রসন্ন হইলেন। রাণীরা পত্রখানি হাতে লইয়া বুকে ধরিয়া বুক জুড়াইলেন এবং রাম-লক্ষ্মণের গুণ-বর্ণনায় মুগ্ধ হইলেন। রাজা বাহিরে গেলেন। রাণীরা আনন্দে ব্রাহ্মণবর্গকে দানে রত হইলেন। সকলে দান লইয়া দশরথের পুত্রবর্গের দীর্ঘজীবন কামনা করেন ॥ ২৯৫ ॥

চৌ—কহত চলে পহিরেঁ পট নানা। হরষি হনে গহগহে নিসানা ॥
সমাচার সব লোগন্হ পাএ। লাগে ঘর ঘর হোন বধাএ ॥১॥

ভুবন চারিদস ভ্রা উছাহু। জনকসুতা রঘুবীর বিআহু ॥
সুনি সুভ কথা লোগ অনুরাগে। মগ গৃহ গলীँ সঁবারন লাগে ॥২॥
জদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি। রাম পুরী মঙ্গলময় পাবনি ॥
তদপি প্রীতি কৈ প্রীতি সুহাঈ। মঙ্গল রচনা রচী বনাঈ ॥৩॥
ধ্বজ পতাক পট চামর চারু। ছাবা পরম বিচিত্র বজারু ॥
কনক কলস তোরন মনিজালা। হরদ দূব দধি অচ্ছত মালা ॥৪॥

দোহা— মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন লোগন্হ রচে বনাই।
বীথীँ সীँচীँ চতুরসম চৌকেঁ চারু পুরাই ॥২৯৬॥

বাংলা অর্থ—পহিরেঁ—পরিধান করিলেন; গহগহে হনে—জোরে হানিলেন; বধাএ—আনন্দ-বাদ্য; সঁবারন—সাজাইতে; প্রীতি কৈ প্রীতি—প্রীতির উপর প্রীতি; বজারু—বাজার; মনিজালা—মণির ঝালর; অচ্ছত—অক্ষত (আতপ চাউল); চৌকে পুরাই—(দ্বারে) আলিপনা দিলেন; সীँচীँ—সিঞ্চিত করিলেন; (দো—২৯৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—সবে সাজি' নানা সাজে কহে আর ধায়। দমাদম দামামার বাজনা বাজায় ॥
হেন সমাচার যবে সকলে লভিল। ঘরে ঘরে তদা মহা উৎসব চলিল ॥১॥
হইল ভুবন চৌদ্দ উৎসাহে মগন। সীতা-রাম-পরিণয় করিয়া শ্রবণ ॥
হেন শুভ কথা শুনি' ভরি' অনুরাগে। পথ, ঘর, গলি সবে সাজাইতে লাগে ॥২
যদ্যপি অযোধ্যাপুরী শোভে সদা তরে। রাম-পুরী শুভ-দাত্রী পবিত্রতা ধরে ॥
তথাপি পিরীতি হেন প্রীতি-সমবায়ে। মঙ্গল-রচনা চারু দিতেছে সাজা'য়ে ॥৩
পতাকা-বসন-ধ্বজে সুচারু চামরে। বাজার সাজায় সবে বিচিত্রতা ভ'রে ॥
তোরণে কনক-কুম্ভ, শোভে মণি-জাল। হরিদ্রা, দুর্ব্বা ও দধি, মালা, আলোচাল ॥৪

দোহা— জনগণ সবে নিজ নিজ ঘর মাঙ্গলিক-দ্রব্যে সাজাইল।
বীথিকা সিঞ্চিয়া গন্ধ-চতুষ্টয়ে দ্বারে চারু আলিপনা দিল ॥২৯৬॥

সারমর্ম্ম—লোকমুখে সংবাদ ক্রমে প্রচারিত হইল। রামের বিবাহ-সংবাদে ঘরে ঘরে উৎসব চলিল। লোকে পথঘাট, বাড়ীঘর সাজাইতে লাগিল। সুন্দর অযোধ্যাপুরী সুন্দরতর হইল। ধ্বজ, পতাকা, বস্ত্র, বাজার ও হাটবাট সাজান হইল। সোণার কলসী, তোরণ, মণিমুক্তা, দুর্ব্বা, দধি, চাউল ও মালা নব মাঙ্গলিক বস্তুর সমাবেশে অযোধ্যা নূতন রূপ লইল। গলিতে পর্য্যন্ত আলিপনা দেওয়া চলিল ॥২৯৬॥

চৌ—জহঁ তহঁ জূথ জূথ মিলি ভামিনি। সজি নব সপ্ত সকল দুতি দামিনি ॥
বিধুবদনীँ মৃগ সাবক লোচনি। নিজ সরূপ রতি মানু বিমোচনি ॥১॥
গাবহিँ মঙ্গল মঞ্জুল বানীँ। সুনি কল রব কলকণ্ঠি লজানীँ ॥
ভূপ ভবন কিমি জাই বখানা। বিস্ব বিমোহন রচেউ বিতানা ॥২॥
মঙ্গল দ্রব্য মনোহর নানা। রাজত বাজত বিপুল নিসানা ॥
কতহুঁ বিরিদ বন্দী উচ্চরহীँ। কতহুঁ বেদ ধুনি ভূসুর করহীँ ॥৩॥

গাবহিঁ সুন্দরি মঙ্গল গীতা। লৈ লৈ নামু রামু অরু সীতা॥
বহুত উছাহু ভবনু অতি থোরা। মানহুঁ উমগি চলা চহু ওরা ॥৪॥

দোহা— সোভা দসরথ ভবন কই কো কবি বরনৈ পার॥
জহাঁ সকল সুর সীস মনি রাম লীন্হ অবতার ॥২৮৭॥

বাংলা অর্থ—**জ থ জ থ**—দলে দলে ; **নব সপ্ত**—ষোড়শ (শৃঙ্গার) চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর (চতুরসম পরিচিত) ; **কলকন্ঠি**—কোকিল ; **বিরিদ**—কুলকীর্তিকথা ; **বন্দী**—স্তুতিকারিগণ ; **ভূসুর**—ব্রাহ্মণ ; **থোরা**—ছোট ; **উমগি চলা**—উথলিয়া চলিল ; **ওরা**—দিক্ ; **সীস মনি**—শিরোমণি ; (দো—২৯৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—যেথা সেথা দলে দলে মিলিয়া ভামিনী। ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজে যেন সৌদামিনী
শশি-মুখী ও মৃগাক্ষী যত নারীগণ। রূপের চর্য্যায় নাশে রতি-অভিমান ॥১॥
সবে মিলি' চারু-স্বরে যে গান গাহিল। কল-কণ্ঠ পিক তাহে লাজেতে ডুবিল ॥
নৃপতি-ভবন-শোভা বর্ণনা-অতীত। বিশ্বমোহী রূপে যেন মণ্ডপ মণ্ডিত ॥২॥
মনোহর মাঙ্গলিক ভরে সেই স্থান। শোভিল, বাজিল সেথা বিপুল দামাম ॥
কোথা' ভাট গান গায় ধরি' উচ্চ তান। বিপ্র কোথা' উচ্চস্বরে করে বেদ-গান ॥৩
সুন্দরী ভামিনী যত শুভ-গীত গায়। রাম-সীতা-নাম ল'য়ে দলে দলে যায় ॥
ভবন নগণ্য কিন্তু উৎসাহ অপার। উথলি' আনন্দ ধায় সেথা চতুর্দ্ধার ॥৪॥

দোহা— দশরথ-গৃহ-শোভার অবধি বর্ণে কবি হেন সাধ্য কার?
সুর-শিরোমণি রামচন্দ্র যেথা হ'য়েছেন নিজে অবতার ॥২৯৭॥

সারমর্ম—অত্যন্ত রূপবতী রমণীরা সুন্দরতম সাজে সজ্জিত হইয়া মধুর স্বরে মঙ্গল-গান গাহিতেছিল! তাহাদের গানের সুরে কোকিল যেন লজ্জা পাইল। বাজনা বাজিতে লাগিল। বন্দনাকারিগণ যশোগান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি চলিল। সুলক্ষণা স্ত্রীরা 'সীতারাম' নাম লইয়া গান ধরিল। চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। কোন কবির বর্ণনায় তাহার ব্যাখ্যান করা যায় না ॥২৯৭॥

চৌ—ভূপ ভরত পুনি লিএ বোলাঈ। হয় গয় স্যন্দন সাজহু জাঈ॥
চলহু বেগি রঘুবীর বরাতা। সুনত পুলক পূরে দোউ ভ্রাতা ॥১॥
ভরত সকল সাহনী বোলাএ। আয়সু দীন্হ মুদিত উঠি ধাএ॥
রচি রুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে। বরন বরন বর বাজি বিরাজে ॥২॥
সুভগ সকল সুঠি চঞ্চল করনী। অয় ইব জরত ধরত পগ ধরনী ॥
নানা জাতি ন জাহিঁ বখানে। নিদরি পবনু জনু চহত উড়ানে ॥৩॥
তিন্হ সব ছয়ল ভএ অসবারা। ভরত সরিস বয় রাজকুমারা ॥
সব সুন্দর সব ভূষনধারী। কর সর চাপ তূন কটি ভারী ॥৪॥

দোহা— ছরে ছবীলে ছয়ল সব সূর সুজান নবীন।
জুগ পদচর অসবার প্রতি জে অসিকলা প্রবীন ॥২৯৮॥

বাংলা অর্থ—সাজহু—সাজাও ; সাহনী—অশ্বশালাধ্যক্ষ ; করনী—গতি ; অয়—লৌহ ; জরত—জলন্ত ; পগ—পদ ; নিদরি—নিরাদর করিয়া ; উড়ানে—উড়িতে ; ছয়ল—ছেলেরা ; অসবারা—সওয়ার ; ছরে—বাছা বাছা ; ছয়ল ছবীলে—সুন্দর যুবক ; জুগ—দুইটী ; পদচর—পদাতিক ; (দো—২৯৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—নৃপতি ভরতে ক'ন করি' আবাহন। হস্তী, অশ্ব, রথ দ্রুত সাজাও এখন॥
রঘুবীর! বরযাত্রী ল'য়ে চলো ত্বরা। শুনি দুই ভাই হ'লো পুলকেতে ভরা॥১
ভরত করিল অশ্বপালে আবাহন। আজ্ঞা পে'য়ে হৃষ্ট রক্ষী করে আগমন॥
যথারুচি জিন-সহ অশ্বে সাজাইল। বহু বর্ণ বর-বাজি তথা বিরাজিল॥২॥
চারু চঞ্চলতা হেন অশ্বে প্রকটিত। তপ্ত-লৌহ 'পরে বুঝি চরণ রক্ষিত॥
নানা জাতি অশ্ব সেথা বর্ণনে না যায়। পবনে না মানি' যেন উড়িবারে চায়॥৩
ছোট ছোট ছেলে সব হইল সওয়ার। বয়সে ভরত-সম নৃপতি-কুমার॥
সবার আকৃতি চারু বীরবেশ-ধারী। করে ধরে তীর-ধনু, কটি তূণে ভারী॥৪॥

দোহা— বাছা বাছা ছিল বালকের দল শূর চারু বয়সে নবীন।
দুই পদাতিক প্রতি সওয়ারে যা'রা অসি-কলাতে প্রবীণ॥২৯৮॥

সারমর্ম—দশরথ ভরতকে ডাকিয়া গাড়ী ঘোড়া সাজাইতে বলিলেন। দুই ভাই ত্বরায় সানন্দে প্রধানগণকে ডাকাইয়া অশ্বসমূহ সজ্জিত করিলেন। দ্রুতগামী বিবিধ অশ্বে সুন্দর রাজকুমারেরা যা'রা ভরতের সমবয়সী ছিল, সওয়ার হইল। তাহারা ধনুর্ব্বানহস্তে অশ্বারোহী হইলে দুইজন করিয়া তরবারিধারী প্রতি অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে ছিল॥২৯৮॥

চৌ—বাঁধেঁ বিরদ বীর রন গাঢ়ে। নিকসি ভএ পুর বাহের ঠাঢ়ে॥
ফেরহিঁ চতুর তুরগ গতি নানা। হরষহিঁ সুনি সুনি পনব নিসানা॥
রথ সারথিন্হ বিচিত্র বনাএ। ধ্বজ পতাক মনি ভূষন লাএ॥
চঁবর চারু কিঙ্কিনি ধুনি করহীঁ। ভানু জান সোভা অপহরহীঁ॥২॥
সাবঁকরন অগনিত হয় হোতে। তে তিন্হ রথন্হ সারথিন্হ জোতে॥
সুন্দর সকল অলঙ্কৃত সোহে। জিন্হহি বিলোকত মুনি মন মোহে॥৩॥
জে জল চলহিঁ থলহি কী নাঈঁ। টাপ ন বূড় বেগ অধিকাঈঁ॥
অস্ত্র সস্ত্র সবু সাজু বনাঈ। রথী সারথিন্হ লিএ বোলাঈ॥৪॥

দোহা— চঢ়ি চঢ়ি রথ বাহের নগর লাগী জুরন বরাত॥
হোত সগুন সুন্দর সবহি জো জেহি কারজ জাত॥২৯৯॥

বাংলা অর্থ—বিরদ—প্রশংসা ; রন গাঢ়ে—রণধীর ; নিকসি—বাহির হইয়া ; ঠাঢ়ে—দাঁড়াইল ; পনব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ; কিঙ্কিনি—ঘুমুর ; সঁবকরন—শ্যামকর্ণ ; জোতে—জুড়িয়া দিল ; টাপ—পাদশব্দ ; বূড়—ডুবিল ; জুরন লাগী—একত্র হইতে লাগিল ; সগুন—শকুনি, চিহ্ন ; জাত—যাইতেছে ; (দো—২৯৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—রণোন্মত্ত বীর যেন রণেতে মাতিল ! পুরের বাহিরে আসি' সবে দাঁড়াইল ॥
নানা গতি ধরি' অশ্বে ফিরা'তে লাগিল । দামামার শব্দ শুনি' তা'রা হরষিল ॥১
সারথিরা রথগুলি বিচিত্র সাজায় । পতাকা, মাণিক, ধ্বজ, তাহে শোভা পায় ॥
চামরে সজ্জিত ঘণ্টাধ্বনি তাহে করে । সূর্য্য-রথ-শোভা যেন তাহা অপহরে ॥২
শোভে তথা শ্যাম-কর্ণ অশ্ব অগণিত । সারথি সবারে করে রথে সংযোজিত ॥
মনোহর অলঙ্কারে সবে সুসজ্জিত । যাহা নিরখিলে মুনি-মন বিমোহিত ॥৩
জলেতে চলিবে তা'রা স্থলের সমান । খুর নী ডুবিবে তা'রা হেন বেগবান্ ॥
অস্ত্র-শস্ত্রে, অশ্বে সজ্জা করিয়া রচন । সারথিরা আবাহিল যত রথিগণ ॥৪॥

দোহা— রথে রথে চড়ি' নগর-বাহিরে বরযাত্রী জুটিতে লাগিল ।
সুচারু লক্ষণ সকল কাজেতে সবে যেন তথায় হেরিল ॥২৯৯॥

সারমর্ম্ম—যেন যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া তরুণের দল অশ্ব চালনা করিতেছে । বাদ্য বাজিতেছে । সারথিরা রথ সাজাইয়া রথ চালাইতেছে । চামর, ঘণ্টা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত রথ চলিবার পথে শব্দ করিতেছিল । শ্যামলবর্ণের অশ্ব রথে যোজিত হইল । অস্ত্রশস্ত্র সাজসজ্জা শোভিত রথে সারথিরা উঠিল । নগরের বাহিরে রথীরা শোভাযাত্রা সাজাইবার ব্যবস্থা করিল ॥২৯৯॥

চৌ—কলিত করিবরন্হি পরীঁ অঁবারী । কহি ন জাহিঁ জেহি ভাঁতি সঁবারী ॥
চলে মত্ত গজ ঘণ্ট বিরাজী । মনহুঁ সুভগ সাবন ঘন রাজী ॥১॥
বাহন অপর অনেক বিধানা । সিবিকা সুভগ সুখাসন জানা ॥
তিন্হ চঢ়ি চলে বিপ্রবর বৃন্দা । জনু তনু ধরেঁ সকল শ্রুতি ছন্দা ॥২॥
মাগধ সূত বন্দি গুনগায়ক । চলে জান চঢ়ি জো জেহি লায়ক ॥
বেসর উঁট বৃষভ বহু জাতী । চলে বস্তু ভরি অগনিত ভাঁতী ॥৩॥
কোটিন্হ কাঁবরি চলে কহারা । বিবিধ বস্তু কো বরনৈ পারা ॥
চলে সকল সেবক সমুদাঈ । নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ ॥৪॥

দোহা— সব কেঁ উর নির্ভর হরষু পূরিত পুলক সরীর ।
কবহিঁ দেখিবে নয়ন ভরি রামু লখনু দোউ বীর ॥৩০০॥

বাংলা অর্থ—পরীঁ—পড়িয়া আছে ; **অঁবারী**—হাওদা ; **বিরাজী**—শোভা পায় ; **সাবন**—শ্রাবণ ; **বেসর**—খচ্চর ; **কাঁবরি**—বাঁক (দ্রব্য বহিবার) ; **কহারা**—কাহার (জাতি) **নির্ভর**—গভীর ; (দো—৩০০ পর্য্যন্ত)

চৌ—চারু করিবর-'পরে যে সজ্জা শোভিল । কে তাহা বর্ণিবে বল এমন সাজিল ॥
মদ-মত্ত গজ চলে সহ ঘণ্টা-স্বন । শ্রাবণের মেঘে যেন করিছে গর্জ্জন ॥১॥
বিবিধ বিধানে আরো চলিল বাহন । সুন্দর শিবিকা তাহে রহে সুখাসন ॥
তাহে' চড়ি' চলে যদা বর-বিপ্রবৃন্দ । যেন তনু ধরি' চলে যত শ্রুতি-চ্ছন্দ ॥২

মাগধ ও সূত-বন্দি-চারণের দল। যথাযোগ্য যানে চ'ড়ে চলিল সকল॥
অশ্বতর, উষ্ট্র, ষণ্ড বহু জাতি তার। দ্রব্যের সম্ভার ভরি' বিবিধ প্রকার ॥৩॥
কোটি-ভার ল'য়ে চলে কৈবর্ত্ত সকলে। বিবিধ জিনিষ এত,—কা'র সাধ্য বলে ?॥
সকল সেবক চলে দলেতে মিলিয়া। নিজ নিজ সাজ পরি' সমাজ রচিয়া ॥৪

দোহা— সবার হৃদয়ে প্রবল হরষ পুলকিত সকল শরীর।
কখন হেরিবে নয়ন ভরিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই বীর ॥৩০০॥

সারমর্ম্ম—হস্তিগণকে হাওদা দিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তাহাদের গলায় ঘণ্টার শব্দ হইতে লাগিল। আরো যানবাহনাদি চলিল। ব্রাহ্মণীরা যান-আরোহণে পুরোভাগে চলিলেন। মাগধ, পৌরাণিক, বন্দনাকারী চলিল, তার সঙ্গে অশ্বতর, উষ্ট্র, বলদ দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। ভারীরা জিনিষ লইয়া এবং ভৃত্যেরা দল বাঁধিয়া চলিল। সকলেই রাম-লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ॥৩০০॥

চৌ—গরজহিঁ গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোরা। রথ রব বাজি হিংস চহু ওরা ॥
নিদরি ঘনহি ঘুর্ম্মরহিঁ নিসানা। নিজ পরাই কছু সুনিঅ ন কানা ॥১॥
মহা ভীর ভূপতি কে দ্বারেঁ। রজ হোই জাই পষান পবারেঁ ॥
চঢ়ী অটারিন্হ দেখহিঁ নারীঁ। লিএঁ আরতী মঙ্গল থারীঁ ॥২॥
গাবহি গীত মনোহর নানা। অতি আনন্দু ন জাই বখানা ॥
তব সুমন্ত্র দুই স্যন্দন সাজী। জোতে রবি হয় নিন্দক বাজী ॥৩॥
দোউ রথ রুচির ভূপ পহিঁ আনে। নহিঁ সাদর পহিঁ জাহিঁ বখানে ॥
রাজ সমাজু এক রথ সাজা। দূসর তেজ পুঞ্জ অতি ভ্রাজা ॥৪॥

দোহা— তেহিঁ রথ রুচির বসিষ্ঠ কহুঁ হরষি চঢ়াই নরেসু।
আপু চঢ়েউ স্যন্দন সুমিরি হর গুর গৌরি গনেসু ॥৩০১

বাংলা অর্থ—হিঁস—হ্রেষারব; ঘুর্ম্মরহি—ঘোর শব্দ করিতেছিল; রজ—ধুলি; পবারেঁ—ফেলিলে; অটারিন্হ—উপর তলায়; নহিঁ পহিঁ—পারে না; ভ্রাজা—শোভমান ছিল; দো—(৩০১ পর্য্যন্ত)

চৌ—গজ গর্জ্জে তা'র সঙ্গে ঘোর ঘণ্টা-রব। হ্রেষা-রব, রথধ্বনি চারিদিকে সব ॥
মেঘে করি' অনাদর দামামা বাজিল। নিজের, পরের কথা কাণে না পশিল ॥১
মহা ভিড়ে পূরে' গেল নরপতি-দ্বার। শিলা-খণ্ড পড়ি' হয় ধূলির আকার ॥
অট্টালিকা চড়ি' হেরে নারীর সংহতি। আপন থালাতে ভরি' মঙ্গল-আরতি ॥২
সবে মনোহর গীত করে বহু গান। আনন্দের ধারা বহে কে করে বাখান ?
তখন সুমন্ত্র দুটি রথ সাজাইয়া। সূর্য্যাশ্ব-বিনিন্দী অশ্বে আনিল জুড়িয়া ॥৩॥
দুইটি রুচির রথ ভূপ-পার্শ্বে আনে। বাণীও বাখান তা'র করিতে না জানে ॥
রাজার সমাজ তরে একটি সাজায়। দ্বিতীয়েতে তেজ-পুঞ্জ অতি শোভা পায় ॥৪

দোহা— সেই চারু-রথে বশিষ্ঠ ঋষিরে হরষিত চড়ান নরেশ।
নিজে আরোহিয়া আন' রথোপরি স্মরে শিব-গুরু ও গণেশ ॥৩০১॥

সারমর্ম—হাতীর রব, ঘণ্টাধ্বনি, রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব মিলিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে নিজের বা পরের কথা শোনা যায় না। প্রবল ভিড়ের চাপে পাথর ধূলা হইবার মত হইল। স্ত্রীলোকেরা অট্টালিকায় চড়িয়া এ দৃশ্য দেখিতে লাগিল এবং গান গাহিতে লাগিল। সুমন্ত্র দুটি রথে ঘোড়া যুড়িয়া আনিলেন। এক খানিতে রাজা আর খানিতে বশিষ্ঠকে চড়াইয়া যাত্রা আরম্ভ হইল ॥৩০১॥

চৌ—সহিত বসিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসেঁ। সুর গুর সঙ্গ পুরন্দর জৈসেঁ ॥
করি কুল রীতি বেদ বিধি রাউ। দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ ॥১॥
সুমিরি রামু গুর আয়সু পাঈ। চলে মহীপতি সঙ্খ বজাঈ ॥
হরযে বিবুধ বিলোকি বরাতা। বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গল দাতা ॥২॥
ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে। ব্যোম বরাত বাজনে বাজে ॥
সুর নর নারি সুমঙ্গল গাঈঁ। সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈঁ ॥৩॥
ঘণ্ট ঘন্টি ধুনি বরনি ন জাহীঁ। সরব করহিঁ পাইক ফহরাহীঁ
করহিঁ বিদূষক কৌতুক নানা। হাস কুসল কল গান সুজানা ॥৪॥

দোহা— তুরগ নচাবহিঁ কুঅঁর বর অকনি মৃদঙ্গ নিসান।
নাগর নট চিতবহিঁ চকিত ডগহিঁ ন তাল বঁধান ॥৩০২॥

বাংলা অর্থ—**পুরন্দর**—ইন্দ্র ; **সুর গুর**—বৃহস্পতি ; **বনাউ**—সজ্জিত ; **বিবুধ**—দেবতা ; **গাজে**—গর্জ্জন করিল ; **ফহরাহীঁ**—পত্ পত্ করিল ; **কুঅর**—কুমার ; **অতেনি**—তাল লয় ; **ন ডগহিঁ**—বিচলিত হয় না ; **তাল বঁধান**—তালের বাঁধনি ; (দো—৩০২)

চৌ—বশিষ্ঠের সনে নৃপ শোভিল তেমন। বৃহস্পতি পুরন্দর-সহিত যেমন ॥
বেদ-বিধি কুল-রীতি সকল আচরে। সুষ্ঠু সুসজ্জিত রাজা সর্ব্বজনে হেরে ॥১
রামেরে স্মরিয়া গুরু-আদেশ লভিয়া। মহীপতি চলিলেন শঙ্খ বাজাইয়া ॥
বরযাত্রী বিলোকিয়া সুরে হরষিত। শুভ মাঙ্গলিক-পুষ্প করে বরষিত ॥২॥
কোলাহল-ধ্বনি উঠে, গর্জ্জে গজ, হয়। বরযাত্রি-দলে নভে বাদ্যধ্বনি হয় ॥
দেবাঙ্গনা-গণ সেথা সুমঙ্গল গায়। সরস রাগিণী-ধ্বনি সানায়ে বাজায় ॥৩॥
ছোট বড় ঘণ্টা-ধ্বনি বর্ণনে না যায়। পদাতিক লম্ফে ঝম্পে পটুতা দেখায় ॥
বিবিধ কৌতুক করে তথা বিদূষক। গায় হাস্য-কুশলী যে নিপুণ গায়ক ॥৪॥

সারমর্ম—কুলরীতি অনুসারে সব ঠিক্ হইতেছে কিনা বশিষ্ঠের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা দশরথ শঙ্খধ্বনি করিয়া চলিলেন। দেবতারা অভিনন্দিত করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। হাতী ঘোড়ার শব্দ, বাজনার শব্দ, ঘণ্টার শব্দ মিলিয়া যেমন এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল, তেমনি বিদূষকেরা হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করিল। মৃদঙ্গ ও নাগরার-

শব্দের সহিত তাল দিয়া কুমারেরা অশ্ব নাচাইতেছিলেন। নগরের নট তাল ভঙ্গ হয় কিনা লক্ষ্য করিতেছিল ॥৩০২॥

দোহা— সুন্দর কুমার নাচায় তুরগে চলিলে মৃদঙ্গ-ডঙ্কা-বাদন।
সুচতুর নট, চকিত হেরিল না টুটিল তালের বাঁধন ॥৩০২

চৌ—বনই ন বরনত বনী বরাতা। হোহিঁ সগুন সুন্দর সুভদাতা ॥
চারা চাষু বাঁম দিসি লেঈ। মনহুঁ সকল মঙ্গল কহি দেঈ ॥১॥
দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা। নকুল দরসু সব কাহূঁ পাবা ॥
সানুকূল বহ ত্রিবিধ বয়ারী। সঘট সবাল আব বর নারী ॥২॥
লোবা ফিরি ফিরি দরসু দেখাবা। সুরভী সনমুখ সিসুহি পিআবা ॥
মৃগমালা ফিরি দাহিনি আঈ। মঙ্গল গন জনু দীন্হি দেখাঈ ॥৩॥
ছেমকরী কহ ছেম বিসেষী। স্যামা বাম সুতরু পর দেখী ॥
সনমুখ আয়উ দধি অরু মীনা। কর পুস্তক দুই বিপ্র প্রবীনা ॥৪॥

দোহা— মঙ্গলময় কল্যানময় অভিমত ফল দাতার।
জনু সব সাচে হোন হিত ভএ সগুন এক বার ॥৩০৩॥

বাংলা অর্থ—চারা—খাদ্য; চাষু—নীলকণ্ঠ পাখী; সুখেত—সুন্দর ক্ষেত্রে; দরসু—দর্শন; বয়ারী—বায়ু; লোবা—শৃগাল; সুরভী—চামরী গাভী; ছেমকরী—শ্বেতচূড় চিল; স্যামা—শ্যামবর্ণ (কোকিল); সাঁচে হোন হিত—সত্যকার শুভ হইবার জন্য; বনী বনই—রচনা কৌশল; (দো—৩০৩-পঃ)

চৌ—সুগঠিত বরযাত্রী বর্ণনে না যায়। সুন্দর শুভদ চিহ্ন প্রকাশ সেথায় ॥
বাম পার্শ্বে নীলকণ্ঠ খাদ্য নিতে থাকে। মানি লও সর্ব্ব-শুভ কহে সবে তাকে ॥১
দক্ষিণে সুক্ষেত্রে কাক সুন্দর শোভিল। নকুলের দরশন সকলে লভিল ॥
বায়ু অনুকূল, শীত-মন্দ সুবাসিত। সকুম্ভ সপুত্র বর-নারী উপনীত ॥২
ঘুরিতে ফিরিতে শিবা-দলে দেখা যায়। চামরী বাছুরে দুগ্ধ সম্মুখে পিয়ায় ॥
দক্ষিণ হইতে বামে আসে মৃগদল। দেখা যায় সেথা সব শকুনি মঙ্গল ॥৩॥
ক্ষেমকরী পাখী ধ্বনি করে শুভকর। বামে শ্যামা পাখী হেরি চারু তরু-'পর ॥
পুরোভাগে দেখা গেল দধি তথা মীন। করে গ্রন্থ দুই বিপ্র আগত প্রবীণ ॥৪

দোহা— শুভদায়ী যাহা কল্যাণ আনিয়া অভিমত ফল করে দান।
সব যেন সেথা হ'য়েছে মিলিত সব শুভ চিহ্ন এক স্থান ॥৩০৩॥

সারমর্ম্ম—সকল দিকে মঙ্গলসূচক ধ্বনি শুনা গেল, বামদিকে নীলকণ্ঠ পাখীর ভোজন দৃশ্য, দক্ষিণ দিকে কাক দর্শন, নকুল দর্শন, লোবা পাখীর মধ্যে মধ্যে দর্শন, সুরভি গাভীর পথিমধ্যে বৎস পিয়ান দৃশ্য, দক্ষিণ দিকে হরিণের দল, শ্যামাপাখী ও ক্ষেমকরী পাখী ও দধি মৎস্যের প্রত্যক্ষ দর্শন সব মঙ্গল চিহ্নের ইঙ্গিত করিল ॥৩০৩॥

চৌ—মঙ্গল সগুন সুগম সব তাকেঁ। সগুন ব্রহ্ম সুন্দর সুত জাকেঁ ॥
রাম সরিস বরু দুলহিনি সীতা। সমধী দশরথু জনকু পুনীতা ॥১॥
সুনি অস ব্যাহু সগুন সব নাচে। অব কীন্হে বিরঞ্চি হম সাঁচে ॥
এহি বিধি কীন্হ বরাত পয়ানা। হয় গয় গাজহিঁ হনে নিসানা ॥২॥
আবত জানি ভানুকুল কেতু। সরিতন্হি জনক বঁধাএ সেতু ॥
বীচ বীচ বর বাস বনাএ। সুরপুর সরিস সম্পদা ছাএ ॥৩॥
অসন সয়ন বর বসন সুহাএ। পাবহিঁ সব নিজ নিজ মন ভাএ ॥
নিত নূতন সুখ লখি অনুকূলে। সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে ॥৪॥
দোহা— আবত জানি বরাত বর সুনি গহগহে নিসান।
সজি গজ রথ পদচর তুরগ লেন চলে অগবান ॥৩০৪॥

বাংলা অর্থ—তাকেঁ—তাঁহার ; সমধী—বৈবাহিক ; পয়ানা—প্রয়াণ (অভিযান); হয়—অশ্ব ; গয়—হস্তী ; গাজহি—গর্জ্জন করিল ; হনে—বাজিল ; নিসানা—দামামা ; মন্দির—বাড়ী ; গহগহে—গভীরভাবে নিনাদিত ; অগবান—অগ্রগামী ; (দো—৩০৪ পঃ)

চৌ—শকুনি মঙ্গল সব সুলভ তাঁহার। সগুণ সুন্দর ব্রহ্ম তনয় যাঁহার ॥
রাম-সম বর আর ক'নে সীতা যেথা। দশরথ-জনক পূত বৈবাহিক তথা ॥১
এ বিবাহ শুনি' সব শকুনি মাতিল। কহে, 'মো' সবারে ব্রহ্মা ঠিক ক'রে দিল' ॥
হেন মতে বর-যাত্রী প্রস্থান করিল। হয়, হস্তী গরজিল, দামামা বাজিল ॥২
আদিত্য-বংশের কেতু আসিছে জানিয়া। জনক নদীতে সেতু দিলেন রচিয়া ॥
মাঝে মাঝে চারু-বাস স্থাপিত হইল। সুরপুরী-সম তাহা সম্পদে ভরিল ॥৩
ভোজন, শয়ন চারু-বসন সুন্দর। লভিল সকলে নিজ অভিরুচি-কর ॥
অনুকূল সুখ নিত্য নূতন লভিয়া। বরযাত্রী গৃহ-কথা যাইল ভুলিয়া ॥৪॥
দোহা— আসিছে জানিয়া বর-যাত্রী বর শুনি' তীব্র দামামা-বাদন।
সাজি গজ, রথ, অশ্ব, পদাতিক স্বাগতার্থী করেন গমন ॥৩০৪॥

সারমর্ম—সগুন ব্রহ্ম রামচন্দ্র যাঁর পুত্র তাহার বিবাহে এই চিহ্ন স্বাভাবিক। চারিদিকে মঙ্গল পরিবেশের মধ্যে দশরথ আসিতেছেন যার জন্য জনক নদীর উপর সেতুবন্ধন, পান্থনিবাসরচনা, পান্থনিবাসে সুন্দর খাদ্য পেয়াদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রতিদিন নূতন ছন্দের খাদ্য পরিবেশে বরযাত্রীরা বাড়ীর কথা ভুলিয়া গেল। বরযাত্রী আসিতেছে জানিয়া নাগরার শব্দ শুনিয়া তাহাদিগকে অগ্রগামী দল আগাইয়া নিতে আসিয়াছে ॥৩০৪॥

সমাপিয়া দশ দিন মাসপারায়ণে। বিজয় নমিছে সীতা-রামের চরণে।

দশম বিশ্রাম

চৌ—কনক কলস ভরি কোপর থারা। ভাজন ললিত অনেক প্রকারা ॥
ভরে সুধাসম সব পকবানে। নানা ভাঁতি ন জাহিঁ বখানে ॥১॥

ফল অনেক বর বস্তু সুহাঈঁ। হরষি ভেট হিত ভূপ পঠাঈ ॥
ভূষন বসন মহামনি নানা। খগ মৃগ হয় গয় বহুবিধি জানা ॥২॥
মঙ্গল সগুন সুগন্ধ সুঁহাএ। বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠাএ ॥
দধি চিউরা উপহার অপারা। ভরি ভরি কাঁবরি চলে কহারা ॥৩॥
অগবানন্হ জঁব দীখি বরাতা। উর আনন্দু পুলক ভর গাতা ॥
দেখি বনাব সহিত অগবানা। মুদিত বরাতিন্হ হনে নিসানা ॥৪॥

দোহা— হরষি পরসপর মিলন হিত কছুক চলে বগমেল।
জনু আনন্দ সমুদ্র দুই মিলত বিহাই সুবেল ॥৩০৫॥

বাংলা অর্থ—কোপর—উচ্চ প্রান্তযুক্ত থালা; থারা—থালা; পকবানে—সুখাদ্য পক্বান্ন; চিউরা—চিড়া; ভর—ভরিল; বনাব—সাজসজ্জা; কছুক—কিছু; বগমেল—সারি ছাড়িয়া এলোমেলোভাবে; সুবেল—বেলাভূমি, তীর; (দো—৩০৫-পঃ)

চৌ—কনক-কলস পূর্ণ ছোট বড় থালা। মনোহর বহুবিধ দ্রব্যে ভরা ডালা ॥
সুধা-সম পক্ক-দ্রব্যে করেন পূরণ। বিবিধ প্রকারে হেন না যায় বর্ণন ॥১॥
বহুবিধ ফল তথা দ্রব্য মনোহর। হরষিত ভেট দেন নৃপতি-প্রবর ॥
মণি বহুবিধ তথা ভূষণ-বসন। খগ, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, যান ও বাহন ॥২॥
মঙ্গল-লক্ষণ দ্রব্য সুগন্ধি সুন্দর। বহুবিধ পাঠা'লেন নৃপতি-প্রবর ॥
চিপীটক, দধি তথা ভূরি উপহার। কাহারেরা বাঁকে ল'য়ে চলে ভারে ভার ॥৩
বরযাত্রী হেরে যবে স্বাগতার্থী পানে। তনুতে পুলক ভরে, আনন্দ পরাণে ॥
সুসজ্জিত স্বাগতার্থী হেরিয়া তথায়। হরষিত বর-যাত্রী দামামা বাজায় ॥৪॥

দোহা— হর্ষে পরস্পর মিলনের তরে নিয়ম না মানি' কিছু ধায়।
আনন্দ-সমুদ্র বেলাভূমি ছাড়ি' দু'টি যেন মিলিবারে চায় ॥৩০৫॥

সারমর্ম—সোণার কলসে পানীয়, শ্রেষ্ঠ পাত্রে নানা প্রকার খাদ্যদ্বারা নূতন পরিবেশ সৃষ্টি তার সঙ্গে নানা প্রকার ফলমূলাদি ও নানাপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বাহকদ্বারা পাঠান হইল; দধি ও মিষ্টদ্রব্য ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হইল। আগুয়ানদের সহিত বরযাত্রীদলের মিলনে নাগরা-ধ্বনি আরো বলিষ্ঠ হইল। দুই কুলের আনন্দ-সমুদ্র যেন তীর ছাড়িয়া চলিল ॥৩০৫॥

চৌ—বরষি সুমন সুর সুন্দরি গাবহিঁ। মুদিত দেব দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ ॥
বস্তু সকল রাখীঁ নৃপ আগেঁ। বিনয় কীন্হি তিন্হ অতি অনুরাগেঁ ॥১॥
প্রেম সমেত রায় সবু লীন্হা। ভৈ বকসীস জাচকন্হি দীন্হা ॥
করি পূজা মান্যতা বড়াঈ। জনবাসে কহুঁ চলে লবাঈ ॥২॥
বসন বিচিত্র পাঁবড়ে পরহীঁ। দেখি ধনদু ধন মদু পরিহরহীঁ ॥
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনবাসা। জহঁ সব কহু সব ভাঁতি সুপাসা ॥৩॥
জানী সিয়ঁ বরাত পুর আঈ॥ কছু নিজ মহিমা প্রগটি জনাঈ ॥
হৃদয়ঁ সুমিরি সব সিদ্ধি বোলাঈঁ। ভূপ পহুনঈ করন পঠাঈঁ ॥৪॥

দোহা— সিধি সব সিয় আয়সু অকনি গঈ জহাঁ জনবাস।
লিএঁ সম্পদা সকল সুখ সুরপুর ভোগ বিলাস ॥৩০৬॥

বাংলা অর্থ—সুরসুন্দরি—দেববালা; বড়াঈ—শ্রেষ্ঠত্ব দান; পাঁবড়ে—পা রাখিবার যোগ্য; সুপাসা—সুবিধা; প্রগটি—প্রকাশ করিয়া; জনাই—জানাইলেন; পহুনঈ—আতিথ্য; অকনি—(আকর্ণ্য) শুনিয়া; (দো—৩০৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—গায় দেব-বালা যত পুষ্প বরষিয়া। দুন্দুভি বাজায় দেবে হরষিত হিয়া॥
দ্রব্যের সম্ভার রাখি' নৃপতির আগে। বিনতি করেন তাঁ'রে অতি অনুরাগে ॥১
দ্রব্যের সম্ভার নৃপ সপ্রেমে লইয়া। সকল যাচকে তাহা দে'ন বিলাইয়া॥
উপযুক্ত পূজা করি' মান বাড়াইয়া। জন-বাস-পানে যা'ন সবারে লইয়া ॥২॥
পদ-রক্ষা-তরে দিলে বিচিত্র বসন। কুবের ত্যজিল ধন-মদ হেরি' ধন॥
জন-বাস নিরূপিলে অতি মনোহর। সুবিধা লভিল সবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ॥৩॥
বর-যাত্রী পুরে আসে জানকী জানিয়া। নিজের মহিমা কিছু দে'ন প্রকটিয়া॥
হৃদয়ে স্মরিয়া সব সিদ্ধিরে ডাকিয়া। ভূপের আতিথ্য-তরে দেন পাঠাইয়া ॥৪

দোহা— সিদ্ধিগণ যত সীতা-আজ্ঞা শুনি' যা'ন সেথা যেথা জনবাস।
ল'য়ে যা'ন সেথা সুখ ও সম্পদ স্বরগের ভোগ ও বিলাস ॥৩০৬॥

সারমর্ম্ম—পুষ্প বর্ষণ করিয়া সুরসঙ্গিনীর গান চলিল, দেবতাদের বাদ্যধ্বনির মধ্যে আগুয়ানেরা দশরথের সম্মুখে উপহার দ্রব্যাদি রাখিল এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল। বিচিত্র কাপড়ের উপর দিয়া বরযাত্রীদলকে লইয়া চলিবার ব্যবস্থা হইল, সুন্দর বাড়ীতে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। সীতা সব সিদ্ধিকে স্মরণ করিয়া রাজার আতিথ্যের জন্য পাঠাইলেন ॥৩০৬॥

চৌ—নিজ নিজ বাস বিলোকি বরাতী। সুর সুখ সকল সুলভ সব ভাঁতী॥
বিভব ভেদ কছু কোউ ন জানা। সকল জনক কর করহিঁ বখানা ॥১॥
সিয় মহিমা রঘুনায়ক জানী। হরষে হৃদয়ঁ হেতু পহিচানী॥
পিতু আগমনু সুনত দোউ ভাঈ। হৃদয়ঁ ন অতি আনন্দু সমাঈ ॥২॥
সকুচন্হ কহি ন সকত গুরু পাহীঁ। পিতু দরসনু লালচু মন মাহীঁ॥
বিস্বামিত্র বিনয় বড়ি দেখী। উপজা উর সন্তোষু বিসেষী ॥৩॥
হরষি বন্ধু দোউ হৃদয়ঁ লগাএ। পুলক অঙ্গ অম্বক জল ছাএ॥
চলে জহাঁ দসরথু জনবাসে। মনহুঁ সরোবর তকেউ পিআসে ॥৪॥

দোহা— ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি আবত সুতন্হ সমেত।
উঠে হরষি সুখসিন্ধু মহু চলে থাহ সী লেত ॥৩০৭॥

বাংলা অর্থ—পহিচানী—জানিতে পারিয়া; সকুচন্হ—সঙ্কোচবশ; লালচু—লালসা; উপজা—উপজিল, জন্মিল; অম্বক—নেত্র, চক্ষু; তকেউ—তাকাইল; থাহ সী—তলদেশের মত (শেষপ্রান্ত); লেত—লইলেন; বিলোকে—দেখিলেন; (দো—৩০৭-পঃ)

চৌ—বর-যাত্রী হেরি' সেথা নিজ নিজ বাস। হেরিল সকল সুখ সুলভ-বিলাস ॥
বিভবের ভেদ কিছু কেহ না জানিল। সকলে জনক-কথা চারু বাখানিল ॥১
জানকী-মহিমা মনে রঘুনাথ গণে। হিয়া হরষিত হয় প্রেম জানি' মনে ॥
দু'ভাই শুনিল যবে পিতৃ-আগমন। হৃদয়ে আনন্দ যেন ধরে না তখন ॥২
স-সঙ্কোচে গুরু-পার্শ্বে না পারে কহিতে। লালসে ভরিল মন পিতারে দেখিতে ॥
বিশ্বামিত্র হেরিলেন অতীব বিনয়। বিশেষ সন্তোষ তাঁর মনে উপজয় ॥৩॥
হৃষ্ট মুনি দুই ভা'য়ে আলিঙ্গন করি'। সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরা আঁখি অশ্রু ভরি' ॥
চলিলেন দশরথ যেথা জন-বাসী। মনে হ'ল সরোবর হেরিল পিয়াসী ॥৪॥
দোহা— ভূপ হেরে যবে মুনিরে আসিতে পুত্র দু'টি সঙ্গেতে লইয়া।
হৃষ্ট চলিলেন সুখ-সিন্ধু-মাঝে পদক্ষেপ মাপিয়া মাপিয়া ॥৩০৭॥

সারমর্ম্ম—বরযাত্রীরা বাসস্থানে গিয়া দেখিলেন সব সুখ সুলভ হইয়াছে। কোন পার্থক্যও নাই। রাম-সীতার মহিমা বুঝিতে পারিয়া সুখী হইলেন। পিতার আগমনে দু'ভাই সুখী হইলেন অথচ সঙ্কোচে দেখার কথা বলিতে পারিলেন না। নম্রতা দেখিয়া বিশ্বামিত্র আনন্দিত হইলেন এবং দু'ভাইকে সঙ্গে লইয়া দশরথের বাসাবাড়ীতে চলিলেন। সকলের মিলনে পরম আনন্দ উথলিয়া উঠিল ॥৩০৭॥

চৌ—মুনিহি দণ্ডবত কীন্হ মহীসা। বার বার পদ রজ ধরি সীসা ॥
কৌসিক রাউ লিএ উর লাঈ। কহি অসীস পূছী কুসলাঈ ॥১॥
পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাঈ। দেখি নৃপতি উর সুখু ন সমাঈ ॥
সুত হিয়ঁ লাই দুসহ দুখ মেটে। মৃতক সরীর প্রান জনু ভেটে ॥২॥
পুনি বসিষ্ঠ পদ সির তিন্হ নাএ। প্রেম মুদিত মুনিবর উর লাএ ॥
বিপ্র বৃন্দ বন্দে দুহুঁ ভাঈঁ। মনভাবতী অসীসেঁ পাঈঁ ॥৩॥
ভরত সহানুজ কীন্হ প্রনামা। লিএ উঠাই লাই উর রামা ॥
হরষে লখন দেখি দোউ ভ্রাতা। মিলে প্রেম পরিপূরিত গাতা ॥৪॥
দোহা— পুরজন পরিজন জাতিজন জাচক মন্ত্রী মীত।
মিলে জথাবিধি সবহি প্রভু পরম কৃপাল বিনীত ॥৩০৮॥

বাংলা অর্থ—কুসলাঈ—কুশলতা; প্রান ভেঁটে—প্রাণ আসিল; মন ভাবতী—প্রাণভরা; মীত—মিত্র; ন সমাই—ধরিল না; লাই—লইয়া; (দো—৩০৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—নৃপতি করেন নতি মুনিরে তখন। পদ-রজ পুন শিরে করেন গ্রহণ।
কৌসিক উঠা'য়ে নৃপে তাঁ'রে হৃদে ধরি'। কুশল পু'ছেন তাঁরে আশিস্ উচ্চারি ॥১
পুন নতি করে সবে ভাই দুই জন। নৃপতি-হৃদয়ে সুখ ধরে না তখন ॥
সুতে আলিঙ্গিয়া দুঃখ দুঃসহ মিটিল! মৃত কলেবরে যেন পরাণ আসিল ॥২॥
বশিষ্ঠ-চরণে পুন শির নত করে। মুদিত মুনীশ প্রেমে বক্ষে দোঁহা ধরে ॥
দুই ভাই বন্দে বিপ্র-বৃন্দের চরণে। সকলে আশিস্ দেন দোঁহে হৃষ্ট-মনে ॥৩

ভরত শত্রুঘ্ন-সহ রামে নতি করে। দোঁহারে উঠা'য়ে রাম হৃদয়েতে ধরে।
যুগল ভ্রাতারে হেরি' হরষে লক্ষ্মণ। প্রেম-পূর্ণ-অঙ্গ অঙ্গে মিলান তখন ॥৪
দোহা— পৌর পরিজনে তথা জ্ঞাতি-জনে যাচক-সচিব-মিত্র-দলে।
পরম কৃপাল সকলের প্রভু সুবিনীত মিলেন সকলে ॥৩০৮॥

সারমর্ম্ম—রাজা মুনিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলে বিশ্বামিত্র আশীর্ব্বাদান্তে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; পুত্রেরাও তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল, পরে রাজা বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। মুনিবর তাহাদিগকে বুকে লইলেন তাহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর ভরত শত্রুঘ্নসহ রাম-লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন, অতঃপর রামচন্দ্র অন্যান্য বরযাত্রিগণের সহিত যথাযোগ্যভাবে সাক্ষাৎ করিলেন ॥৩০৮॥

চৌ—রামহি দেখি বরাত জুড়ানী। প্রীতি কি রীতি ন জাতি বখানী ॥
নৃপ সমীপ সোহহিঁ সুত চারী। জনু ধন ধরমাদিক তনু ধারী ॥১॥
সুতন্হ সমেত দসরথহি দেখী। মুদিত নগর নর নারি বিসেষী ॥
সুমন বরিসি সুর হনহিঁ নিসানা। নাকনটীঁ নাচহিঁ করি গানা ॥২॥
সতানন্দ অরু বিপ্র সচিব গন। মাগধ সূত বিদুষ বন্দীজন ॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা। আয়সু মাগি ফিরে অগবানা ॥৩॥
প্রথম বরাত লগন তেঁ আঈ। তাতেঁ পুর প্রমোদু অধিকাঈ ॥
ব্রহ্মানন্দু লোগ সব লহহীঁ। বঢ়হুঁ দিবস নিসি বিধি সন কহহীঁ ॥৪॥
দোহা— রামু সীয় সোভা অবধি সুকৃত অবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস মিলি নর নারি সমাজ ॥৩০৯॥

বাংলা অর্থ—**জুড়ানী**—(মন) জুড়াল; **ন জাতি**—যায় না; **সোহহিঁ**—শোভা পায়; **বরিসি**—বর্ষণ করিয়া; **নাক নটী**—স্বর্গের অপ্সরা; **বিদুষ**—বিদ্বান; **প্রথম**—পূর্ব্বে; **তাতেঁ**—সেই হেতু; **বঢ়হুঁ**—বাড়িয়া যাউক; **অবধি**—শেষ সীমা; (দো—৩০৯ পঃ)

চৌ—বর-যাত্রী শ্রান্তি লভে রামেরে হেরিয়া। পিরীতির রীতি কেবা কহে বাখানিয়া
নৃপ-পার্শ্বে শোভা পায় সুত চারিজন। ধন, ধর্ম্ম, আদি দেহ করিয়া ধারণ ॥১
হেরি সবে দশরথে সহিত তনয়। পুর-নর-নারী যত প্রমুদিত হয় ॥
পুষ্প বরষিয়া সুর দামামা বাজায়। স্বরগে অপ্সরা যত নাচে আর গায় ॥
পুরোহিত শতানন্দ বিপ্র-সঙ্গি-গণ। মাগধ ও বিদূষক তথা বন্দি-জন ॥
বর-যাত্রী-সহ নৃপে সম্মান করিল। আজ্ঞা লভি' স্বাগতার্থী ফিরিয়া চলিল ॥৩
লগ্ন-দিন হ'তে আগে বর-যাত্রী আসে। তাহে পুরী প্রমোদেতে অতি-মাত্র ভাসে ॥
লোক সব ব্রহ্মানন্দ তাহাতে লভিল। দিবা-নিশি-বৃদ্ধি ব্রহ্মা হইতে মাগিল ॥৪
দোহা— "রাম সীতা দু'য়ে শোভা-শেষ-সীমা পুণ্যসীমা রাজা দুই জন।"
যেথা সেথা কহে সকলে মিলিয়া পুরবাসী নর-নারী-গণ ॥৩০৯॥

সারমর্ম্ম—সকলে রামচন্দ্রকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। ছেলেদের সহিত

দশরথকে দেখিয়া নগরের স্ত্রী-পুরুষ সকলে সুখী হইল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, অপ্সরারা গান করিতে লাগিল। শতানন্দ, ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রীরা, মাগধ, সূত, বিদূষক, বন্দনাকারীদল বরযাত্রীদের সহিত রাজাকে সম্মান দেখাইল। অগ্রগামীদল আজ্ঞা লইয়া ফিরিয়া চলিল, নগরের স্ত্রী-পুরুষেরা রাম-সীতা ও দুই রাজার অসীম পুণ্য কথা কহিতে লাগিল ॥৩০৯॥

চৌ—জনক সুকৃত মূরতি বৈদেহী। দসরথ সুকৃত রামু ধরেঁ দেহী ॥
ইন্হ সম কাহুঁ ন সিব অবরাধে। কাহুঁ ন ইন্হ সমান ফল লাধে ॥১॥
ইন্হ সম কোউ ন ভয়উ জগ মাহীঁ। হৈ নহিঁ কতহূঁ হোনেউ নাহীঁ ॥
হম সব সকল সুকৃত কৈ রাসী। ভএ জগ জনমি জনকপুর বাসী ॥২
জিন্হ জানকী রামু ছবি দেখী। কো সুকৃতী হম সরিস বিসেষী ॥
পুনি দেখব রঘুবীর বিআহূ। লেব ভলী বিধি লোচন লাহূ ॥৩॥
কহহিঁ পরসপর কোকিলবয়নীঁ। এহি বিআহঁ বড় লাভু সুনয়নীঁ ॥
বড়েঁ ভাগ বিধি বাত বনাঈ। নয়ন অতিথি হোইহহিঁ দোউ ভাঈ ॥৪॥

দোহা— বারহিঁ বার সনেহ বস জনক বোলাউব সীয়।
লেন আইহহিঁ বন্ধু দোউ কোটি কাম কমনীয় ॥৩১০॥

বাংলা অর্থ—অবরাধে—আরাধনা করিয়াছে; লাধে—পাইয়াছে; কতহূঁ—কোথা; ভয়উ ন—হয় নাই; হোনেউ নাহী—হইবে না; সুকৃতী—পুণ্যাত্মা; লাহূ—লাভ বোলাউব—ডাকিয়া আনিবেন; ভাগ—ভাগ্য; (দো—৩১০ পর্য্যন্ত)

চৌ—বৈদেহী জনক-পুণ্যে মূরতি ধরিল। দশরথ-পুণ্য-বলে রাম জনমিল ॥
এ' দোঁহার সম কেহ শিবে না পূজিল। কেহ না এঁদের তুল্য সুফল লভিল ॥১
এ দোঁহার সম কেহ না ছিল ধরায়। এখনো না হেরি কোথা, হবে না কোথায় ॥
মোরা লভি' সব কিছু পুণ্যফল-রাশি। ধরাতে জনমি' হই মিথিলা-নিবাসী ॥২
যা'রা হে'রে সীতা তথা রামের আকৃতি। সে সবার সম কা'র বিশেষ সুকৃতি ॥
হেরিব রামের পরিণয় পুনরায়। নয়নের লাভ ভাল লভিব ত্বরায় ॥৩॥
পিকস্বর নারীগণ পরস্পর কহে। সুনয়নি! এ' বিয়েতে লাভ বহু রহে ॥
বড় ভাগ্য এ ঘটনা বিধি ঘটাইল। নয়ন-অতিথি কিনা দু'ভাই হইল ॥৪॥

দোহা—এবে বার বার স্নেহেতে বিবশ জনক সীতারে ডাকিবেন।
রূপে কোটি কাম-সম কমনীয় দুই ভা'য়ে নিতে আসিবেন ॥৩১০॥

সারমর্ম্ম—জনকের পুণ্যে সীতা এবং দশরথের পুণ্যে রাম—তাঁহাদের মত কেহ শিবের উপাসনা করে নাই; বিশ্বে ইঁহারা অতুলনীয়। জনকপুরে বাস পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে হয়, সীতারামের দর্শন লাভ এবং রঘুবীরের বিবাহ দেখার মত পুণ্য আর কি আছে? বিধাতার কৃপায় দুই সুকুমারের দর্শন লাভের সম্ভাবনা আজ কিংবা পরে রহিয়া গেল বলিয়া স্ত্রীরা বলাবলি করিল ॥৩১০॥

চৌ—ৰিৰিধ ভাঁতি হোইহি পহুনাঈ। প্ৰিয় ন কাহি অস সাস্থর মাঈ॥
তব তব রাম লখনহি নিহারী। হোইহহিঁ সব পুর লোগ সুখারী ॥১॥
সখি জস রাম লখন কর জোটা। তৈসেই ভুপ সঙ্গ দুই ঢোটা॥
স্যাম গৌর সব অঙ্গ সুহাএ। তে সব কহহিঁ দেখি জে আএ ॥২॥
কহা এক মৈঁ আজু নিহারে। জনু বিরঞ্চি নিজ হাথ সঁবারে॥
ভরতু রামহী কী অনুহারী। সহসা লখি ন সকহিঁ নর নারী ॥৩॥
লখনু সত্রুসূদনু একরূপা। নখ সিখ তে সব অঙ্গ অনূপা॥
মন ভাবহিঁ মুখ বরনি ন জাহীঁ। উপমা কহুঁ ত্রিভুবন কোউ নাহীঁ ॥৪॥
ছন্দ— উপমা ন কোউ কহ দাস তুলসী কতহুঁ কবি কোবিদ কহৈঁ।
বল বিনয় বিদ্যা সীল সোভা সিন্ধু ইন্হ সে এই অহৈঁ॥
পুর নারি সকল পসারি অঞ্চল বিধিহি বচন সুনাবহীঁ।
ব্যাহিঅহুঁ চারিউ ভাই এহিঁ পর হম সুমঙ্গল গাবহীঁ॥
সোরঠা— কহহিঁ পরস্পর নারি বারি বিলোচন পুলক তন।
সখি সবু করব পুরারি পুন্য পয়োনিধি ভুপ দোউ ॥৩১১॥

বাংলা অর্থ—**পহুনাঈ**—আতিথ্য; **সাস্থর**—শ্বশুরবাড়ী; **জোটা**—জোড়া; **ঢোটা**—কুমার; **অনুহারী**—অনুসারী; **পসারি**—প্রসারি (বিস্তার করিয়া) (দো—৩১১-সং)

চৌ—বিবিধপ্রকার হবে অতিথি সৎকার। এ হেন শ্বশুর গৃহ প্রিয় নহে কা'র?
সেইক্ষণে রাম তথা লক্ষ্মণে হেরিয়া। পুর-জন সবে যাবে সুখেতে ভরিয়া ॥১॥
সখি! যথা হেরি দোঁহা রাম ও লক্ষ্মণ। আর দু'কুমারে তথা হেরি ভুপ-সন॥
শ্যামল ধবল সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর। তা'রা সব কহে যা'রা করেছে গোচর ॥২॥
একজন কহে, আজ হেরিনু যাঁহারে। ব্রহ্মা যেন নিজ হস্তে রচে'ছেন তাঁরে॥
ভরতের রূপ হেরি' রাম অনুসারী। সহসা দেখিলে নাহি বুঝে নরনারী ॥৩॥
লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন দোঁহে রহে সমতুল। নখ হ'তে শিখা-সম সর্ব্বাঙ্গ অতুল॥
মনে ভাল লাগে, মুখে বর্ণনে না যায়। ত্রিভুবনে তুল্য কেহ নহে উপমায় ॥৪
ছন্দ— তুলসী কহিছে,—নাহিক উপমা কোথা হ'তে পাবে কবি সুধীজনা?
বিদ্যা-বল-শীল-বিনয়-শোভার সাগর তা'রাই তাদের তুলনা॥
পুর-নারী সব বিনতি করিয়া প্রার্থনা জানায় প্রসারি' অঞ্চল।
বিবাহ করাও চার ভা'য়ে হেথা পুর-মাঝে মোরা গাহিব মঙ্গল॥
সোরঠা— কহে পরস্পর নারী যত সব জল-ভরা আঁখি পুলকে মগন।
ওহে সখি! আশা পূরাবেন শিব পুণ্য-পারাবার নৃপ দুইজন।৩১১॥

সারমর্ম—এমন শ্বশুরবাড়ী কার না ভাল লাগে? নগরের লোকও দেখিয়া সুখী হইবে। রাম-লক্ষ্মণের জুড়ী আরো দুটী রাজপুত্র আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন শ্যাম ও একজন গৌর। তাহাদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের এরূপ সাদৃশ্য যে তফাৎ ধরা যায়না। বিশ্বে

তাঁহাদের যেন উপমা নাই। তুলসীর মতে তাহারা যে বল, বিনয়, বিদ্যা, শীল ও শোভার সাগর তাহার উপমা কোথায় মিলিবে? স্ত্রীরা বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাইল যেন সকলের বিবাহ এই পুরে হয় ॥৩১১॥

চৌ—এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ। আনন্দ উমগি উমগি উর ভরহীঁ ॥
জে নৃপ সীয় স্বয়ম্বর আএ। দেখি বন্ধু সব তিন্হ সুখ পাএ ॥১॥
কহত রাম জসু বিসদ বিসালা। নিজ নিজ ভবন গএ মহিপালা ॥
গএ বীতি কছু দিন এহি ভাঁতী। প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী ॥২॥
মঙ্গল মূল লগন দিনু আবা। হিম রিতু অগহনু মাসু সুহাবা ॥
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বারূ। লগন সোধি বিধি কীন্হ বিচারূ ॥৩॥
পঠৈ দীন্হি নারদ সন সোঈ। গনী জনক কে গনকন্হ জোঈ ॥
সুনী সকল লোগন্হ যহ বাতা। কহহিঁ জোতিষী আহিঁ বিধাতা ॥৪॥

দোহা— ধেনুধূরি বেলা বিমল সকল সুমঙ্গল মূল।
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ সন জানি সগুন অনুকূল ॥৩১২॥

বাংলা অর্থ—অগহনু—অগ্রহায়ণ; সোধি—শুদ্ধি বিচার করিয়া; নখুত—নক্ষত্র; গনী—গণনা করিয়াছেন; আহিঁ—আছেন; ধেনুধূরি বেলা—গোধূলি লগ্ন; (দো—৩১২)

চৌ— হেন মতে মনমাঝে সকলে চিন্তিল। উছল উৎসাহে হিয়া সবার ভরিল ॥
যত সব নৃপ আসে সীতা-স্বয়ম্বরে। চারি ভা'য়ে হেরি' সর্ব্বচিত্ত সুখে ভরে ॥১॥
কহিয়া রামের যশ বিমল বিশাল। নিজ নিজ গৃহে গেল যত মহীপাল ॥
এইভাবে কিছুদিন হইল অতীত। পুরজন বরযাত্রী হ'ল প্রমুদিত ॥২॥
শুভ-মূল লগ্নদিন সমাগত হয়। মার্গশীর্ষ ও হেমন্ত সুন্দর সময় ॥
মঙ্গল নক্ষত্র গ্রহ, তিথি, যোগ, বার। বিধাতা নিরূপি' লগ্ন করেন বিচার ॥৩॥
নারদ-মাধ্যমে তাহা প্রেরণ করিল। জনকের জ্যোতিষীও তথা নিরূপিল ॥
হেন কথা শুনে যবে কহে সর্ব্বজন। ব্রহ্মা-সমতুল সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ হ'ন ॥৪

দোহা— গোধূলি লগন সতত পাবন সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল-মূল।
বিপ্রগণ কহে বিদেহের সনে জানিয়া লক্ষণ অনুকূল ॥৩১২॥

সারমর্ম্ম—এইভাবে স্ত্রীদের প্রার্থনা ও আনন্দ একাধারে চলিল। স্বয়ংবরে উপনীত রাজারা ভাইদিগকে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহারা রামের বিশাল যশের কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ পুরীতে গেলেন। এইভাবে পুরজন ও বরযাত্রীরা আনন্দ পাইল। শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহ তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন বিচার করিয়া জ্যোতিষী বিবাহ দিন স্থির করিলেন ॥৩১২

চৌ—উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা। অব বিলম্ব কর কারনু কাহা ॥
সতানন্দ তব সচিব বোলাএ। মঙ্গল সকল সাজি সব ল্যাএ ॥১॥
সঙ্খ নিসান পবন বহু বাজে। মঙ্গল কলস সগুন সুভ সাজে ॥
সুভগ সুআসিনি গাবহিঁ গীতা। করহিঁ বেদ ধুনি বিপ্র পুনীতা ॥২॥

লেন চলে সাদর এহি ভাঁতী। গএ জহঁা জনবাস বরাতী॥
কোসলপতি কর দেখি সমাজূ। অতি লঘু লাগ তিন্হহি সুররাজূ ॥৩॥
ভয়উ সময়উ অব ধারিঅ পাউ। যহ সুনি পরা নিসানহিঁ ঘাউ॥
গুরহি পূছি করি কুল বিধি রাজা। চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজা ॥৪॥
দোহা— ভাগ্য বিভব অবধেস কর দেখি দেব ব্রহ্মাদি।
লগে সরাহন সহস মুখ জানি জনম নিজ বাদি ॥৩১৩॥

বাংলা অর্থ—উপরোহিতহি—পুরোহিতকে ; সাজে—সজ্জিত হইল ; ধারিঅ পাউ—পদার্পণ করুন ; ঘাউ পরা—আঘাত পড়িল ; সরাহন লগে—প্রশংসা করিতে লাগিল ; বাদি—ব্যর্থ ; অবধেস কর—অযোধ্যা রাজের ; (দো—৩১৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—পুরোহিতে আবাহিয়া নরনাথ কহে। বিলম্ব কারণ কহ আর কিবা রহে॥
শতানন্দ সে সময় সচিবে ডাকিল। মাঙ্গলিক সাজাইয়া আনিতে কহিল ॥১॥
দামামা, পনব, শঙ্খ বহুতর বাজে। মঙ্গল-কলস শুভ দ্রব্য সব সাজে॥
সোহাগিনী সুন্দরীরা গীতে রত হ'ন। বিপ্রগণে বেদ-ধ্বনি করেন পাবন ॥২॥
হেনমতে সমাদরে আনিতে গেলেন। বর ও যাত্রীর দল যেথায় ছিলেন॥
করিয়া কোশল-পতি-সমাজ দর্শন। ইন্দ্রের সমাজও অতি লঘু তাঁ'রা ক'ন ॥৩
হ'য়েছে সময় এবে চলুন সকলে। ইহা শুনি' দামামাতে ভারী হানা চলে॥
গুরুরে পুছিয়া রাজা করে কুলাচার। মুনিগণ, সাধুগণ চলে সাথে তাঁ'র ॥৪॥
দোহা— অযোধ্যা-রাজের ভাগ্য ও বিভবে ব্রহ্মা আদি দেবতা হেরিয়া॥
প্রশংসিতে লাগে সহস্র বদনে নিজ জন্ম বিফল বুঝিয়া ॥৩১৩॥

সারমর্ম—গোধূলি লগ্নে নানা প্রকার বাদ্যধ্বনির মধ্যে বেদধ্বনি উচ্চারণ এবং মঙ্গল গানসহ বিবাহের আয়োজন হইল। সমাদরে স্ত্রীরা বরযাত্রীদল মধ্য হইতে বর আনিতে গিয়া বরযাত্রীদলকে আবাহন জানাইল। রাজা গুরুর মতানুসারে কুলাচারের ব্যবস্থা করিলেন। সকলে অযোধ্যাপতির ভাগ্যের প্রশংসা করতে লাগিল ॥৩১৩॥

চৌ—সুরন্হ সুমঙ্গল অবসরু জানা। বরষহিঁ সুমন বজাই নিসানা॥
সিব ব্রহ্মাদিক বিবুধ বরূথা। চঢ়ে বিমানন্হি নানা জূথা ॥১॥
প্রেম পুলক তন হৃদয়ঁ উছাহূ। চলে বিলোকন রাম বিআহূ॥
দেখি জনকপুরু সুর অনুরাগে। নিজ নিজ লোক সবহিঁ লঘু লাগে ॥২॥
চিতবহিঁ চকিত বিচিত্র বিতানা। রচনা সকল অলৌকিক নানা॥
নগর নারি নর রূপ নিধানা। সুঘর সুধরম্ সুসীল সুজানা ॥৩॥
তিন্হহি দেখি সব সুর সুরনারীঁ। ভএ নখত জনু বিধু উজিআরীঁ॥
বিধিহি ভয়উ আচরজু বিসেষী। নিজ করনী কছু কতহুঁ ন দেখী ॥৪॥
দোহা— সিবঁ সমুঝাএ দেব সব জনি আচরজ ভুলাহু।
হৃদয়ঁ বিচারহু ধীর ধরি সিয় রঘুবীর বিআহু ॥৩১৪॥

বাংলা অর্থ—বরূথা—সমূহ; জূথা—দলে; অনুরাগে—অনুরক্ত হইল; সুঘর—সুগঠিত; সুধরম—ধর্ম্মাত্মা; উজিআরি—উজ্জ্বলতা; জনি ভুলাহু—ভুলিবেনা; ধীর—ধৈর্য্য; (চৌ—১-৪; দো—৩১৪)

চৌ—সুরগণে ইথে শুভ অবসর পা'ন। পুষ্প বরষিয়া সবে দামামা বাজা'ন॥
শিব, ব্রহ্মা আদি সেথা যত দেবগণ। নানা দলে বিমানেতে করি' আরোহণ॥১
প্রেমেতে পুলক-তনু হৃদয়ে উৎসাহ। দেখিতে চলেন সবে রামের বিবাহ॥
হ'ল অনুরাগী হেরি' জনকের পুর। নিজপুরে লঘু মানে যত সব সুর॥২॥
চমকিত হেরে সবে বিচিত্র বিতান। অলৌকিক যেন সব বিবিধ বিধান॥
নগরের নরনারী রূপের নিধান। কুলে, ধর্ম্মে, শীলে, জ্ঞানে সতত প্রধান॥৩॥
তা'সবারে হেরে যবে সুর-নারী, সুরে। তারাগণ হেরে যেন উজ্জ্বল বিধুরে॥
বিধাতা বিশেষ করি' চমকিত হ'ন। কোথা নাহি হেরিলেন আপন সৃজন॥৪

দোহা— বুঝা'লেন শিব সকল দেবেরে ভুলিয়া না মানিবে বিস্ময়।
মনে বিচারিয়া ধৈর্য্য ধরি হের সীতা-রঘুবীর-পরিণয়॥৩১৪॥

সারমর্ম্ম—দেবতারা সু-অবসর পাইয়া নাগরা বাজাইয়া পুষ্পবৃষ্টি করলেন। শিব ব্রহ্মাদি দেবতারা দলে দলে আকাশ-রথে চড়িলেন, সকলে প্রেমানন্দে রামের বিবাহ দেখিতে চলিলেন; জনকপুরী যেন ইন্দ্রপুরী অপেক্ষা ভালবোধ হইল, দেবতারা বিচিত্র মণ্ডপ দেখিতেছিলেন উহার রচনা সকল প্রকারে অলৌকিক। নগরের স্ত্রী পুরুষ যেন দেবতাদের তুলনায় ভাল মনে হইল। শিব দেবতাদিগকে বুঝাইলেন,—মনে মনে বিচার করিবে ইহা সাধারণ বিবাহ নহে,—সীতারামের বিবাহ॥৩১৪॥

চৌ—জিন্হ কর নামু লেত জগ মাহীঁ। সকল অমঙ্গল মূল নসাহীঁ॥
করতল হোহিঁ পদারথ চারী। তেই সিয় রামু কহেউ কামারী॥১॥
এহি বিধি সম্ভু সুরন্হ সমুঝাবা। পুনি আগেঁ বর বসহ চলাবা॥
দেবন্হ দেখে দসরথু জাতা। মহামোদ মন পুলকিত গাতা॥২॥
সাধু সমাজ সঙ্গ মহিদেবা। জনু তনু ধরে করহিঁ সুখ সেবা॥
সোহত সাথ সুভগ সুত চারী। জনু অপবরগ সকল তনুধারী॥৩॥
মরকত কনক বরন বর জোরী। দেখি সুরন্হ ভৈ প্রীতি ন থোরী॥
পুনি রামহি বিলোকি হিয়ঁ হরষে। নৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে॥৪॥

দোহা— রাম রূপু নখ সিখ সুভগ বারহিঁ বার নিহারি।
পুলক গাত লোচন সজল উমা সমেত পুরারি॥৩১৫॥

বাংলা অর্থ—নসাহীঁ—নষ্ট হয়; কামারী—কামারি, মহাদেব; বসহ—বৃষভ; মহিদেবা—ব্রাহ্মণ; সুভগ—সুন্দর; অপ্‌বরগ—অপবর্গ* (পরপৃষ্ঠা); জোরী—যুগ্ম; সরাহি—প্রশংসা করিয়া; নখ শিখ—নখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত; (দো—৩১৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—জগৎ মাঝারে করি' যে নাম গ্রহণ। সকল অশুভ-মূল হয় বিনাশন॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলে আসে। এই সেই সীতা-রাম শিব তদা ভাষে॥১॥
হেনমতে দেবগণে শিব বুঝা'লেন। পুন আগে বৃষবরে নিজে চালা'লেন॥
দেবগণ দশরথে যাইতে হেরিল। পুলকিত তনু-মনে আনন্দ লভিল॥২॥
সাধুর সমাজ সহ মহীদেবগণ। সুখ যেন তনু ধরি' সেবারত হন॥
শোভা পায় সাথে চারু চারিটি তনয়। চারি অপবর্গ যেন নিজ তনু লয়॥*৩॥
মরকত স্বর্ণবর্ণ হেরি যুগ্মদ্বয়। দেবগণে প্রীতি-ভরে, তাহা স্বল্প নয়॥
রামেরে বিলোকি' হ'ন হরষিত হিয়া। পুষ্প বরিষণ করে নৃপে প্রশংসিয়া॥৪॥

দোহা— অপরূপ রূপ আপাদ মস্তক বার বার রামেরে নেহারি'।
পুলকিত তনু সজল নয়ন উমা সহ হ'ন ত্রিপুরারি॥৩১৫॥

সারমর্ম্ম—শিব বলিলেন,—যাহাদের নাম লইলে জগতে অমঙ্গলের মূল নষ্ট হয় এবং চারি পদার্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ করতলগত হয়,—তাঁহারা সীতারাম। শম্ভু দেবতাদিগকে বুঝাইলেন, দেবতারাও দেখিলেন; দশরথ চলিয়াছেন,—সঙ্গে সাধু ও ব্রাহ্মণ সমাজ, সঙ্গে চারি পুত্র যেন মূর্ত্তিমান্ মোক্ষ—সাযুজ্য, সামীপ্য সারূপ্য এবং সালোক্য। দেবতারা রাজাকে প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রামের রূপ দেখিয়া হর-পার্ব্বতী পুলকিত হইলেন, চক্ষুতে জল আসিল॥৩১৫॥

চৌ—কেকি কণ্ঠ দ্যুতি স্যামল অঙ্গা। তড়িত বিনিন্দক বসন সুরঙ্গা॥
ব্যাহ বিভুষন বিবিধ বনাএ। মঙ্গল সব সব ভাঁতি সুহাএ॥১॥
সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন। নয়ন নবল রাজীব লজাবন॥
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ। কহি ন জাই মনহী মন ভাঈ॥২॥
বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা। জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা॥
রাজকুঅঁর বর বাজি দেখাবহিঁ। বংস প্রসংসক বিরিদ সুনাবহিঁ॥৩॥
জেহি তুরঙ্গ পর রামু বিরাজে। গতি বিলোকি খগনায়কু লাজে॥
কহি ন জাই সব ভাঁতি সুহাবা। বাজি বেষু জনু কাম বনাবা॥৪॥

ছন্দ— জনু বাজি বেষু বনাই মনসিজু রাম হিত অতি সোহঈ।
আপনেঁ বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুবন বিমোহঈ॥
জগমগত জীনু জরাব জোতি সুমোতি মনি মানিক লগে।
কিঙ্কিনি ললাল লগামু ললিত বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে॥

দোহা— প্রভু মনসহিঁ লয়লীন মনু চলত বাজি ছবি পাব।
ভূষিত উড়গন তড়িত ঘনু জনু বর বরহি নচাব॥৩১৬॥

---

*সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চারি প্রকার মুক্তিরূপী অপবর্গ শাস্ত্রে বিহিত আছে।

বাংলা অর্থ—কেকি—কেকা, ময়ূর ; সুরঙ্গা—সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত ; সরদ বিধু—শরৎকালীন চন্দ্র ; নবল—নূতন ; লজাবন—লজ্জাদাতা ; নচাবত—নাচাইতে নাচাইতে ; বিরিদ—কীর্ত্তি কথা ; খগনায়কু—গরুড় ; বাজি বেষু—অশ্বের বেশ ; জগমগত—জ্বলজ্বল করিতেছে ; জরাব—জড়োয়া ; জীনু—(অশ্বের জীন ; সুমোতি—সুন্দর মুক্তা ; কিঙ্কিনী—ঘুঙুর ; ললাম—সুন্দর ; লগামু—লাগাম ; ঠগে—আশ্চর্য্য হইল ; বাজি—অশ্ব ; ঘনু—ঘন, মেঘ ; বরহি—ময়ূরকে ; (চৌ—১-৪ ; ছন্দ দো—৩১৬)

চৌ—পিক-কণ্ঠ-দ্যুতি-সম শ্যামল বরণ। বরণে তড়িতে নিন্দে বিচিত্র বসন ॥
বিবাহের বিভূষণ বিবিধ রচিল। সর্ব্বদিকে সুমঙ্গল সূচিত হইল ॥১॥
শারদ-বিমল-শশি-সমান-বদন। নূতন কমলে লজ্জা দিল সে নয়ন ॥
অলৌকিক হেরি তা'র সব সুন্দরতা। মনে ভাল লাগে, নাহি বর্ণিতে ক্ষমতা ॥২
মনোহর ভাই তার সঙ্গে শোভা পায়। চঞ্চল তুরগে সেই নাচা'তে লাগায় ॥
রাজপুত্র অশ্ব-গতি দেখাইতে চায়। কুল-স্তুতি বন্দিগণ শুনাইয়া যায় ॥৩॥
যে তুরগে রাম চড়ি' করিছে বিরাজ। তার গতি হেরি' লাজ পায় খগরাজ ॥
বর্ণনে না যায় তাহা সর্ব্বথা সুন্দর। মদন হ'য়েছে যেন বাজি-বেশ-ধর ॥৪॥

ছন্দ— তুরঙ্গম-বেশ যেন ধরি কাম রাম-হিত-তরে অতীব শোভিল ॥
নিজ-বয়ঃ-বল-রূপ-গুণ-গতি প্রদর্শি' সবারে বিশ্বে বিমোহিল ॥
জিনেতে জড়িত জড়োয়ার দ্যুতি মণি ও মাণিক ভূরি উজলিল ॥
ললাম কিঙ্কিনি ললিত লাগাম হেরি' সুর-নর মুনিও ভুলিল ॥

দোহা— প্রভুর ইচ্ছাতে বিলীন মানস ধাবমান অশ্ব শোভা পায় ॥
তারাগণ সহ বিজলি-ভূষিত মেঘ যেন ময়ূরে নাচায় ॥৩১৬॥

সারমর্ম্ম—বরবেশে সজ্জিত রামচন্দ্র সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন। শরীরে অনেক ভূষণ, পরিধানে রঞ্জিত বসন। সঙ্গে অন্যান্য ভাইয়েরা আছেন। বন্দনাকারীদল বংশের প্রশংসা শুনাইতেছেন। অশ্বের সজ্জা ও বরের সজ্জা মিলিয়া অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব যেন বরের সহিত একসঙ্গে বনের ভিতর নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গতিপথ স্থির করিতেছে ॥৩১৬॥

চৌ—জেহিঁ বর বাজি রামু অসবারা। তেহি সারদউ ন বরনৈ পারা ॥
সঙ্করু রাম রূপ অনুরাগে। নয়ন পঞ্চদস অতি প্রিয় লাগে ॥১॥
হরি হিত সহিত রামু জব জোহে। রমা সমেত রমাপতি মোহে ॥
নিরখি রাম ছবি বিধি হরষানে। আঠই নয়ন জানি পছিতানে ॥২॥
সুর সেনপ উর বহুত উছাহু। বিধি তে ডেবঢ় লোচন লাহু ॥
রামহি চিতব সুরেস সুজানা। গৌতম শ্রাপু পরম হিত মানা ॥৩॥
দেব-সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ। আজু পুরন্দর সম কোউ নাহীঁ ॥
মুদিত দেবগন রামহি দেখী। নৃপসমাজ দুহুঁ হরষু বিসেষী ॥৪॥

চৌ—জগৎ মাঝারে করি' যে নাম গ্রহণ। সকল অশুভ-মূল হয় বিনাশন॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলে আসে। এই সেই সীতা-রাম শিব তদা ভাষে ॥১॥
হেনমতে দেবগণে শিব বুঝা'লেন। পুন আগে বৃষবরে নিজে চালা'লেন॥
দেবগণ দশরথে যাইতে হেরিল। পুলকিত তনু-মনে আনন্দ লভিল ॥২॥
সাধুর সমাজ সহ মহীদেবগণ। সুখ যেন তনু ধরি' সেবারত হন॥
শোভা পায় সাথে চারু চারিটি তনয়। চারি অপবর্গ যেন নিজ তনু লয় ॥*৩॥
মরকত স্বর্ণবর্ণ হেরি যুগ্মদ্বয়। দেবগণে প্রীতি-ভরে, তাহা স্বল্প নয়॥
রামেরে বিলোকি' হ'ন হরষিত হিয়া। পুষ্প বরিষণ করে নৃপে প্রশংসিয়া ॥৪

দোহা— অপরূপ রূপ আপাদ মস্তক বার বার রামেরে নেহারি'।
পুলকিত তনু সজল নয়ন উমা সহ হ'ন ত্রিপুরারি ॥৩১৫॥

সারমর্ম্ম—শিব বলিলেন,—যাহাদের নাম লইলে জগতে অমঙ্গলের মূল নষ্ট হয় এবং চারি পদার্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ করতলগত হয়,—তাঁহারা সীতারাম। শম্ভু দেবতাদিগকে বুঝাইলেন, দেবতারাও দেখিলেন ; দশরথ চলিয়াছেন,—সঙ্গে সাধু ও ব্রাহ্মণ সমাজ, সঙ্গে চারি পুত্র যেন মূর্ত্তিমান্ মোক্ষ—সাযুজ্য, সামীপ্য সারূপ্য এবং সালোক্য। দেবতারা রাজাকে প্রশংসা করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রামের রূপ দেখিয়া হর-পার্ব্বতী পুলকিত হইলেন, চক্ষুতে জল আসিল ॥৩১৫॥

চৌ—কেকি কণ্ঠ দুতি স্যামল অঙ্গা। তড়িত বিনিন্দক বসন সুরঙ্গা॥
ব্যাহ বিভূষন বিবিধ বনাএ। মঙ্গল সব সব ভাঁতি সুহাএ ॥১॥
সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন। নয়ন নবল রাজীব লজাবন॥
সকল অলৌকিক সুন্দরতাঈ। কহি ন জাই মনহী মন ভাঈ ॥২॥
বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা। জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা॥
রাজকুঅঁর বর বাজি দেখাবহিঁ। বংস প্রসংসক বিরিদ সুনাবহিঁ ॥৩॥
জেহি তুরঙ্গ পর রামু বিরাজে। গতি বিলোকি খগনায়কু লাজে॥
কহি ন জাই সব ভাঁতি সুহাবা। বাজি বেষু জনু কাম বনাবা ॥৪॥

ছন্দ— জনু বাজি বেষু বনাই মনসিজু রাম হিত অতি সোহঈ।
আপনেঁ বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুবন বিমোহঈ॥
জগমগত জীনু জরাব জোতি সুমোতি মনি মানিক লগে।
কিঙ্কিনি ললাল লগামু ললিত বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে॥

দোহা— প্রভু মনসহিঁ লয়লীন মনু চলত বাজি ছবি পাব।
ভূষিত উড়গন তড়িত ঘনু জনু বর বরহি নচাব ॥৩১৬॥

---

*সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চারি প্রকার মুক্তিরূপী অপবর্গ শাস্ত্রে বিহিত আছে।

বাংলা অর্থ—**কেকি**—কেকা, ময়ূর ; **সুরঙ্গা**—সুন্দরবর্ণে রঞ্জিত ; **সরদ বিধু**—শরৎকালীন চন্দ্র ; **নবল**—নূতন ; **লজাবন**—লজ্জাদাতা ; **নচাবত**—নাচাইতে নাচাইতে ; **বিরিদ**—কীর্ত্তি কথা ; **খগনায়কু**—গরুড় ; **বাজি বেষু**—অশ্বের বেশ ; **জগমগত**—জলজল করিতেছে ; **জরাব**—জড়োয়া ; **জীনু**—(অশ্বের জীন ; **সুমোতি**—সুন্দর মুক্তা ; **কিঙ্কিনী**—ঘুঙুর ; **ললাম**—সুন্দর ; **লগামু**—লাগাম ; **ঠগে**—আশ্চর্য্য হইল ; **বাজি**—অশ্ব ; **ঘনু**—ঘন, মেঘ ; **বরহি**—ময়ূরকে ; (চৌ—১-৪ ; ছন্দ দো—৩১৬)

চৌ—পিক-কণ্ঠ-দ্যুতি-সম শ্যামল বরণ। বরণে তড়িতে নিন্দে বিচিত্র বসন॥
বিবাহের বিভূষণ বিবিধ রচিল। সর্ব্বদিকে সুমঙ্গল সূচিত হইল॥১॥
শারদ-বিমল-শশি-সমান-বদন। নূতন কমলে লজ্জা দিল সে নয়ন॥
অলৌকিক হেরি তা'র সব সুন্দরতা। মনে ভাল লাগে, নাহি বর্ণিতে ক্ষমতা॥২
মনোহর ভাই তার সঙ্গে শোভা পায়। চঞ্চল তুরগে সেই নাচা'তে লাগায়॥
রাজপুত্র অশ্ব-গতি দেখাইতে চায়। কুল-স্তুতি বন্দিগণ শুনাইয়া যায়॥৩॥
যে তুরগে রাম চড়ি' করিছে বিরাজ। তার গতি হেরি' লাজ পায় খগরাজ॥
বর্ণনে না যায় তাহা সর্ব্বথা সুন্দর। মদন হ'য়েছে যেন বাজি-বেশ-ধর॥৪॥

ছন্দ— তুরঙ্গম-বেশ যেন ধরি কাম রাম-হিত-তরে অতীব শোভিল॥
নিজ-বয়ঃ-বল-রূপ-গুণ-গতি প্রদর্শি' সবারে বিশ্বে বিমোহিল॥
জিনেতে জড়িত জড়োয়ার দ্যুতি মণি ও মাণিক ভূরি উজলিল॥
ললাম কিঙ্কিনি ললিত লাগাম হেরি' সুর-নর মুনিও ভুলিল॥

দোহা— প্রভুর ইচ্ছাতে বিলীন মানস ধাবমান অশ্ব শোভা পায়॥
তারাগণ সহ বিজলি-ভূষিত মেঘ যেন ময়ূরে নাচায়॥৩১৬॥

সারমর্ম্ম—বরবেশে সজ্জিত রামচন্দ্র সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন। শরীরে অনেক ভূষণ, পরিধানে রঞ্জিত বসন। সঙ্গে অন্যান্য ভাইয়েরা আছেন। বন্দনাকারীদল বংশের প্রশংসা শুনাইতেছেন। অশ্বের সজ্জা ও বরের সজ্জা মিলিয়া অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। অশ্ব যেন বরের সহিত একসঙ্গে বনের ভিতর নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গতিপথ স্থির করিতেছে॥৩১৬॥

চৌ—জেহিঁ বর বাজি রামু অসবারা। তেহি সারদউ ন বরনৈ পারা॥
সঙ্করু রাম রূপ অনুরাগে। নয়ন পঞ্চদস অতি প্রিয় লাগে॥১॥
হরি হিত সহিত রামু জব জোহে। রমা সমেত রমাপতি মোহে॥
নিরখি রাম ছবি বিধি হরষানে। আঠই নয়ন জানি পছিতানে॥২॥
সুর সেনপ উর বহুত উছাহু। বিধি তে ডেবঢ় লোচন লাহু॥
রামহি চিতব সুরেস সুজানা। গৌতম শ্রাপু পরম হিত মানা॥৩॥
দেব-সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ। আজু পুরন্দর সম কোউ নাহীঁ॥
মুদিত দেবগন রামহি দেখী। নৃপসমাজ দুহুঁ হরষু বিসেষী॥৪॥

ছন্দ— অতি হরষু রাজসমাজ দুহু দিসি দুন্দুভী বাজহিঁ ঘনী।
বরষহিঁ সুমন সুর হরষি কহি জয় জয়তি জয় রঘুকুলমনী ॥
এহি ভাঁতি জানি বরাত আবত বাজনে বহু বাজহীঁ।
রানী সুআসিনি বোলি পরিছনি হেতু মঙ্গল সাজহীঁ ॥

দোহা— সজি আরতী অনেক বিধি মঙ্গল সকল সঁবারি।
চলীঁ মুদিত পরিছনি করন গজগামিনি বর নারি ॥৩১৭॥

বাংলা অর্থ—অসবারা—সওয়ার; সারদউ—সরস্বতীও; অনুরাগে—অনুরক্ত হয়; হিত সহিত—সপ্রেমে; জোহে—দেখিলেন; মোহে—মোহিত হইলেন; হরষানে—হর্ষিত হইলেন; পছিতানে—অনুতপ্ত হইলেন; সুর সেনপ—দেব সেনাপতি (কার্ত্তিকেয়); ডেবঢ়—দ্বাদশ; চিতব—দেখিলেন; স্রাপু—শাপ; সিহাহীঁ—ঈর্ষা করিলেন; দুহুঁ—দুই; সুআসিনি—সোহাগিনী (এয়োতি); পরিছনি হেতু—বরণ করিবার জন্য; সাজহীঁ—সাজাইলেন; সঁবারী—সাজাইয়া; (চৌ—১-৪; দো—৩১৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—যেই বর অশ্বে ছিল শ্রীরাম সওয়ার। বাণীর ক্ষমতা নাই তাহা বর্ণিবার ॥
পঞ্চমুখ রাম-রূপে অনুরাগী হ'ন। অনুরাগে ভ'রে গেল পনেরো নয়ন ॥১॥
প্রেম-ভরে বিষ্ণু যবে রামেরে হেরিল। রমা-সহ দোঁহা মনে মোহ উপজিল ॥
হেরি রাম-ছবি ব্রহ্মা বটে হরষিত। আটটি নয়নমাত্রে মানস তাপিত ॥২॥
কার্ত্তিক-হৃদয়ে অতি উৎসাহ ভরিল। ব্রহ্মা হ'তে দেড়গুণ লোচন আছিল ॥
রামেরে হেরিল যবে দেব পুরন্দর। গৌতমের শাপ মানে অতি হিতকর ॥৩
দেবগণ মিলি' ইন্দ্রে হ'ন ঈর্ষা'পর। ক'ন,—কারো নাহি হেরি সম পুরন্দর ॥
রামেরে হেরিয়া দেবে হন প্রমুদিত। নৃপের সমাজ দুটি অতি হরষিত ॥৪॥

ছন্দ— অতীব হরষে রাজার সমাজ দুই দিক্ হ'তে দুন্দুভি বাজায়।
সুমন বরষে হর্ষে দেবগণ "রঘুকুল মণি—জয়" সবে গায় ॥
জানি হেনমতে বরযাত্রী আসে বিবিধ প্রকারে বাজনা বাজিল।
রাণী সোহাগিনী স্বদলে আবাহি' বরণের তরে ডালা সাজাইল ॥

দোহা— আরতি সাজা'য়ে বিবিধ প্রকারে মাঙ্গলিক নারীরা সাজায়।
মুদিত হইয়া বরণের তরে গজগতি ভামিনীরা যায় ॥৩১৭॥

সারমর্ম্ম—রাম যে অশ্বের আরোহী হইয়াছিলেন সরস্বতীও তাহার রূপ বর্ণনে অক্ষম। শঙ্কর পঞ্চমুখে পনর চক্ষু দিয়া দর্শনহেতু রামকে তাঁর বড় ভাল লাগিল। বিষ্ণুও রামের রূপ দেখিয়া লক্ষ্মীর সহিত মুগ্ধ হইলেন। চতুরানন ব্রহ্মার আট চক্ষুতে রামের রূপ দেখিয়াও যেন তৃপ্তির শেষ হইল না। ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের ছয় মুখে বারো চোখে তাঁর আনন্দও অপার। সহস্রলোচন ইন্দ্রের ত কথাই নাই—গৌতমের শাপে হাজার চক্ষুতে দেখিয়া গৌতমের শাপও যেন ভাল লাগিল। দেবতারা ইন্দ্রের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দিত

হইলেন। রাণী সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণকে ডাকিয়া বরণডালা সাজাইয়া বরণ করিতে চলিলেন ॥৩১৭॥

চৌ—বিধুবদনী সব সব মৃগলোচনি। সব নিজ তন ছবি রতি মন্থ মোচনি ॥
পহিরেঁ বরন বরন বর চীরা। সকল বিভূষন সজেঁ সরীরা ॥১॥
সকল সুমঙ্গল অঙ্গ বনাএঁ। করহিঁ গান কলকণ্ঠি লজাএঁ ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনি নূপুর বাজহিঁ। চালি বিলোকি কাম গজ লাজহিঁ ॥২॥
বাজহিঁ বাজনে বিবিধ প্রকারা। নভ অরু নগর সুমঙ্গলচারা ॥
সচী সারদা রমা ভবানী। জে সুরতিয় সুচি সহজ সয়ানী ॥৩॥
কপট নারি বর বেষ বনাঈ। মিলীঁ সকল রনিবাসহিঁ জাঈ ॥
করহিঁ গান কল মঙ্গল বানীঁ। হরষ বিবস সব কাহুঁ ন জানীঁ ॥৪॥

ছন্দ— কো জান কেহি আনন্দ বস সব ব্রহ্মু বর পরিছন চলী।
কল গান মধুর নিসান বরষহিঁ সুমন সুর সোভা ভলী ॥
আনন্দকন্দু বিলোকি দূলহু সকল হিয় হরষিত ভঈ।
অম্ভোজ অম্বক অম্বু উমগি সুঅঙ্গ পুলকাবলি ছঈ ॥

দোহা— জো সুখু ভা সিয় মাতু মন দেখি রাম বর বেষু।
সো ন সকহিঁ কহি কলপ সত সহস সারদা সেষু ॥৩১৮॥

বাংলা অর্থ—রতি মন্থ মোচনি—রতির দর্পনাশকারী; **পহিরেঁ**—পরিলেন; **চীরা**—বস্ত্র; **কলকণ্ঠি**—কোকিল; **চালি**—গতি; **সচী**—শচী, ইন্দ্রাণী; **সুরতিয়**—দেব-স্ত্রীগণ; **সুচি**—শুচি, স্বভাব পবিত্র; **রনিবাসহিঁ**—অন্তঃপুরে; **অম্ভোজ অম্বক**—পদ্মনেত্র; **উমগি**—(জলে) ভরিয়া; **ছঈ**—ভরিল; **ভা**—হইল; **ন কহি সকহিঁ**—কহিতে পারেনা; **আনন্দকন্দু**—আনন্দমূল; (দো—৩১৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—চন্দ্রমা-বদনা নারী তথা মৃগাক্ষিনী। রূপে যারা ছিল রতি-মদ-বিনাশিনী ॥
বিচিত্র বর্ণের চিত্র বসন পরিয়া। সমাগত হ'ল সবে ভূষণে সাজিয়া ॥১॥
মাঙ্গলিক ভাবে অঙ্গ চারু সাজাইল। মধুর সঙ্গীত যেন পিকে লজ্জা দিল ॥
কঙ্কন-কিঙ্কিনী চারু নূপুর বাজিল। গতি হেরি কাম-হস্তী সরমে ডুবিল ॥২॥
বাজনা বাজিল সেথা বিবিধ প্রকার। নভে পুরে চলে শুভ মঙ্গল আচার ॥
শচী, সরস্বতী, রমা তথা মহেশ্বরী। চতুর-স্বভাবা যত শুচি সুরনারী ॥৩॥
ছলময়ী নারীবেশে সজ্জিত হইল। রাজ-অন্তঃপুরে গিয়া সকলে মিলিল ॥
সুন্দর মঙ্গল গান সবে আরম্ভিল। হরষে বিবশ হ'য়ে কেহ না জানিল ॥৪॥

ছন্দ— কে জানে কাহারে আনন্দ বিবশ ব্রহ্ম-বরে সবে বরণ করিল।
কলগান-সহ দামামা বাজিল সুর পুষ্প বর্ষি' সুচারু শোভিল ॥
আনন্দ-আধার বরেরে হেরিয়া হরষিত হয় সকল হৃদয়।
পদ্ম-নেত্রে জল উছলিয়া আসে সব চারু অঙ্গ পুলকিত হয় ॥

দোহা— যে সুখ ভূঞ্জিল সীতা-মাতৃগণ দেখিয়া রামের বরবেশ।
কহিতে না পারে লক্ষ কল্পে তাহা আপনি সারদা তথা শেষ ॥৩১৮॥

সারমর্ম—সুসজ্জিতা রমণীরা গান গাহিতে গাহিতে কাঁকন, ঘুমুর, নূপুরের তানে চলিতে থাকিয়া বরণ করিতে চলিল, আকাশ বাতাস আনন্দে ভরিয়া উঠিল। শচী, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী কপট বেশে মানুষের রূপ ধরিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া আনন্দে যোগদান করিলে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চতুষ্পার্শ্বের অপূর্ব্ব আনন্দ পরিবেশে গীত বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আনন্দের মূলাধার রামচন্দ্রের মত বর দেখিয়া সকলে সুখী হইল। তা'র মধ্যে সীতার মায়ের সুখ অনন্ত ও সরস্বতী কহিয়া শেষ করিতে পারেন না ॥৩১৮॥

চৌ—নয়ন নীরু হটি মঙ্গল জানী। পরিছনি করহিঁ মুদিত মন রানী ॥
বেদ বিহিত অরু কুল আচারু। কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যবহারু ॥১॥
পঞ্চ সবদ ধুনি মঙ্গল গানা। পট পাঁবড়ে পরহিঁ বিধি নানা ॥
করি আরতী অরঘু তিন্হ দীন্হা। রাম গমনু মণ্ডপ তব কীন্হা ॥২॥
দসরথু সহিত সমাজ বিরাজে। বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে ॥
সময় সময় সুর বরষহিঁ ফূলা। সান্তি পঢ়হিঁ মহিসুর অনুকূলা ॥৩॥
নভ অরু নগর কোলাহল হোঈ। আপনি পর কছু সুনই ন কোঈ ॥
এহি বিধি রামু মণ্ডপহিঁ আএ। অরঘু দেই আসন বৈঠাএ ॥৪॥

ছন্দ— বৈঠারি আসন আরতী করি নিরখি বরু সুখু পাবহীঁ।
মনি বসন ভূষন ভূরি বারহিঁ নারি মঙ্গল গাবহীঁ ॥
ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্র বেষ বনাই কৌতুক দেখহীঁ।
অবলোকি রঘুকুল কমল রবি ছবি জীবন লেখহী ॥

দোহা— নাউ বারী ভাট নট রাম নিছাবরি পাই।
মুদিত অসীসহিঁ নাই সির হরষু ন হৃদয় সমাই ॥৩১৯॥

বাংলা অর্থ—হটি—রুদ্ধ করিয়া; পঞ্চ সবদ ধুনি—পঞ্চ শব্দ (যথা—তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, দামামা, তূর্য্য) ও পঞ্চধ্বনি (যথা—বেদ, বন্দী, জয়, শঙ্খ ও উলু); পাঁবড়ে পট—পা রাখিবার বস্ত্র; অরঘু—অর্ঘ্য; লোকপতি—ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল; বারহি—উপঢৌকন দিল; সুফল—সফল; লেখহীঁ—গণিল; নাউ—নাপিত; বারী—ছুতার; নিছাবরি—উপঢৌকন; সান্তি—শান্তি মন্ত্র; (চৌ—১-৪; -ছ—দো—৩১৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—চাপিয়া নয়নবারি ভাবী শুভ জানি'। বরণ মুদিত মনে করে তদা রানী ॥
বেদেতে বিহিত যাহা আর কুলাচার। ভালমতে আচরেন সব সদাচার ॥১॥
পঞ্চ শব্দ, পঞ্চ ধ্বনি, তথা শুভ গান। চলে, তথা পথ ঢাকে বস্ত্রে নানা ভান ॥
করিয়া আরতি অর্ঘ্য করিলে প্রদান। রাম তবে মণ্ডপের দিকে চলি' যা'ন ॥২
দশরথ-সহ সেথা বিরাজে সমাজ। বিভব বিলোকি' পায় লোক-পতি লাজ ॥
সময় সময় পুরে বরষিল ফুল। শান্তি-পাঠ করে যত বিপ্র অনুকূল ॥৩॥

মুখর নগর নভ হয় কোলাহলে। পশে না কাণেতে অন্যে নিজে যাহা বলে॥
হেনমতে রাম যবে মণ্ডপে পৌঁছান। অর্ঘ্য দিয়া পূজি নৃপ শুভাসন দেন॥৪

ছন্দ — আসনে বসিলে বরিয়া তাঁহারে নিরখিয়া সবে আনন্দ লভিল।
মাণিক-বসন-ভূষণে ভূরিশ নারীরা বরিয়া মঙ্গল গাহিল॥
ব্রহ্মা আদি সুর প্রধান যাঁহারা ধরি' বিপ্রবেশ কৌতুক হেরিল।
রঘু-কুল-পদ্ম-প্রকাশক-রবি রামে হেরি' জন্ম সফল মানিল॥

দোহা— ক্ষৌরকার, ভাট, কুম্ভকার, নট লভি সবে প্রাপ্য-উপহার।
মুদিত নমিয়া আশীর্ব্বাদ করে হৃদয়ে না ধরে হর্ষ তা'র॥৩১৯॥

সারমর্ম্ম—আনন্দে ভরা চোখের জল লইয়া রমণীরা শাস্ত্রমত কুলাচার করিলেন ও অর্ঘ দিলেন। রাম তখন বিবাহ মণ্ডপে গেলেন। সমাজের লোকসহ দশরথ শোভা পাইলেন। দেবগণের ফুল বর্ষণ, ব্রাহ্মণগণের শান্তি পাঠ, চারিদিকে কোলাহল, স্ত্রীগণের মঙ্গল গান একাধারে চলিল। ব্রহ্মাদি দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া সুখভোগ করিলেন। নাপিত, ভাট, নট স্বপ্রাপ্য লাভে অতি হৃষ্ট হইল, আনন্দ তাহাদের ধরেনা॥৩১৯॥

চৌ—মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতীঁ। করি বৈদিক লৌকিক সব রীতীঁ॥
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে। উপমা খোজি খোজি কবি লাজে॥১॥
লহী ন কতহুঁ হারি হিয়ঁ মানী। ইন্হ সম এই উপমা উর আনী॥
সামধ দেখি দেব অনুরাগে। সুমন বরষি জসু গাবন লাগে॥২॥
জগু বিরঞ্চি উপজাবা জব তেঁ। দেখে সুনে ব্যাহ বহু তব তেঁ॥
সকল ভাঁতি সম সাজু সমাজু। সম সমধী দেখে হম আজু॥৩॥
দেব গিরা সুনি সুন্দর সাঁচী। প্রীতি অলৌকিক দুহু দিসি মাচী॥
দেত পাঁবড়ে অরঘু সুহাএ। সাদর জনকু মণ্ডপহিঁ ল্যাএ॥৪॥

ছন্দ— মণ্ডপু বিলোকি বিচিত্র রচনাঁ রুচিরতাঁ মুনি মন হরে।
নিজ পানি জনক সুজান সব কহুঁ আনি সিংঘাসন ধরে॥
কুল ইষ্ট সরিস বসিষ্ট পূজে বিনয় করি আসিষ লহী।
কৌসিকহি পূজত পরম প্রীতি কি রীতি তৌ ন পরৈ কহী॥

দোহা— বামদেব আদিক রিষয় পূজে মুদিত মহীস।
দিএ দিব্য আসন সবহি সব সন লহী অসীস॥৩২০॥

বাংলা অর্থ—জগু—জগৎ; উপজাবা—সৃষ্টি করিয়াছিলেন; মাচী—ছাইল; তৌ—তখনকার; রিষয়—ঋষিগণ; সামধ—বৈবাহিক, সমধী; (দো—৩২০ পর্য্যন্ত)

চৌ—জনক ও দশরথ প্রীতিতে মিলিয়া। বেদাচার, লোকাচার গেলেন পালিয়া॥
দুই মহারাজ মিলি' করিছে বিরাজ। উপমা খুঁজিতে তার কবি পায় লাজ॥১
না লভি' উপমা কোন হিয়া হার মানে। ইঁহার উপমা ইনি এই স্থির জানে॥
দু'-বৈবাহিক-মিলনে দেব অনুরাগে। পুষ্প বরষিয়া যশ গাহিবারে লাগে॥২

যবে হতে ব্রহ্মা করে ধরারে সৃজন। বহু বিয়ে করি বটে দর্শন শ্রবণ ॥
সর্ব্বথা সমান কিন্তু সাজ ও সমাজ। সম বৈবাহিক দুই হেরিলাম আজ ॥৩॥
সুন্দর বাস্তব বাণী দেবে উচ্চারিল। দুই পক্ষ অলৌকিক প্রীতিতে ভরিল ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য সমাদরে প্রদান করিয়া। মণ্ডপে জনক যা'ন তাঁরে সঙ্গে নিয়া ॥৪

ছন্দ— মণ্ডপে বিলোকি বিচিত্র রচনা আর রুচিরতা হরে মুনিমন।
আপনি বহিয়া সুজ্ঞানী জনক সবাকার তরে আনে সিংহাসন ॥
কুল-ইষ্ট-সম বশিষ্ঠে পূজিয়া বিনতি করিয়া আশিস্ লভিল।
কেহ কভু যাহা বর্ণিতে না পারে হেন প্রীতি-ভরে কৌশিকে পূজিল ॥

দোহা— বামদেব আসি ঋষিগণে পূজি লভে নৃপ মনেতে প্রসাদ।
বিচিত্র আসন সবাকারে দিয়া সব হ'তে ল'ন আশীর্ব্বাদ ॥৩২০॥

সারমর্ম্ম—রাজা জনক দশরথকে অর্ঘ্য দিয়া প্রীতির সহিত শাস্ত্রাচারমত অভ্যর্থনা করিলেন। দুই মহারাজার অপূর্ব্ব মিলন। কবির মতে এর তুলনা নাই ইহা একক। অনেক বিবাহ হয় বটে কিন্তু এমন অপূর্ব্ব মিলন বড় দেখা যায় না। সমান সজ্জা, সমান বৈবাহিক দু'জন। দশরথকে বসাইয়া বশিষ্ঠসহ অন্যান্য সকলকে জনক বসাইলেন আর বিশ্বামিত্রের পূজা যে প্রেমের সহিত করিলেন তাহার ত কথাই নাই। বামদেব আদি ঋষিকেও অভ্যর্থনা করা হইল ॥৩২০॥

চৌ—বহুরি কীন্হি কোসলপতি পূজা। জানি ঈস সম ভাউ ন দূজা ॥
কীন্হি জোরি কর বিনয় বড়াঈ। কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাঈ ॥১॥
পূজে ভূপতি সকল বরাতী। সমধী সম সাদর সব ভাঁতী ॥
আসন উচিত দিএ সব কাহূ। কহৌঁ কাহ মুখ এক উছাহূ ॥২॥
সকল বরাত জনক সনমানী ॥ দান মান বিনতী বর বানী ॥
বিধি হরি হরু দিসিপতি দিনরাউ। জে জানহিঁ রঘুবীর প্রভাউ ॥৩॥
কপট বিপ্র বর বেষ বনাএঁ। কৌতুক দেখহিঁ অতি সচু পাএঁ ॥
পূজে জনক দেব সম জানেঁ। দিএ সুআসন বিনু পহিচানেঁ ॥৪॥

ছন্দ— পহিচান কো কেহি জান সবহি অপান সুধি ভোরী ভঈ।
আনন্দ কন্দু বিলোকি দূলহু উভয় দিসি আনন্দমঈ ॥
সুর লখে রাম সুজান পূজে মানসিক আসন দএ।
অবলোকি সীলু সুভাউ প্রভু কো বিবুধ মন প্রমুদিত ভএ ॥

দোহা— রামচন্দ্র মুখ চন্দ্র ছবি লোচন চারু চকোর।
করত পান সাদর সকল প্রেমু প্রমোদু ন থোর ॥৩২১॥

বাংলা অর্থ—ভাউ—ভাব; বড়াঈ—গর্ব্ববোধ; বহুতাঈ—বহুপরিমাণ; কাহ—কি; দিসিপতি—লোকপাল; দিনরাউ—সূর্য্য (দিনের রাজা); সচু—সুখ; পহিচান

—পরিচয় ; **অপান**—আপন ; **সুধি**—স্মৃতি ; **ভোরী ভঈ**—ভুলিলেন ; **আনন্দ কন্দু**—আনন্দ-মূলাধার ; **ন থোর**—অল্প নয় ; **লখে**—দেখিলেন ; (দো—৩২১ পর্য্যন্ত)

চৌ—বরযাত্রী সবাকারে পূজেন ভূপতি। বৈবাহিক-সম প্রীতি রাখি সর্ব্ব-প্রতি ॥
সবারে করেন দান উচিত আসন। এক মুখে সে উৎসব কে করে বর্ণন ॥১॥
কোশল-পতির পূজা পুন নিষ্পাদিয়া। ঈশ-সম মানি তাঁরে দ্বিধা না করিয়া ॥
বিনয় সহিত নৃপ করযোড়ে ক'ন—ভাগ্য ও বিভব আনে তব আগমন ॥২॥
বরযাত্রী সবাকারে জনক সম্মান। বিনতি, সুবাণী, ভূরি আর দেন দান ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, দিক্‌পাল তথা। রাঘব-প্রতাপ যাঁ'রা জানিতেন সদা ॥৩॥
ছলী ব্রাহ্মণের বেশ সকলে ধরিয়া। কৌতুকে লভেন সুখ মানস ভরিয়া ॥
দেব-সম জানি' ক'রে সবারে পূজন। পরিচয় না লভিয়া দেন সু-আসন ॥৪॥

ছন্দ— নানা পরিচয় কে কাহার করে নিজেরে সকলে ভুলিয়া চলিল।
আনন্দ-আধার বরে বিলোকিয়া দুই পক্ষ জনে আনন্দ ব্যাপিল ॥
দেববৃন্দে হেরি' রাম সর্ব্বজ্ঞানী মনেতে পূজিয়া স্থান নিরূপয় ॥
অবলোকি' শীল প্রভুর স্বভাব দেবতা-মানস প্রমুদিত হয় ॥

দোহা— রামচন্দ্র-মুখ-শশী-ছবি চারু সবাকার লোচন-চকোর।
সমাদরে পান করেন সকলে প্রেমানন্দে হইয়া বিভোর ॥৩২১॥

সারমর্ম্ম—কোশলপতি দশরথকে প্রভুজ্ঞানে জনক বহুমান দিলেন এবং নিজ সৌভাগ্যের পরিচয় কহিয়া অন্য বরযাত্রীগণকে যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দিকপালগণ রামের প্রভাব জানিতেন বলিয়া ছদ্মবেশে তামাসা দেখিতেছিলেন। জনক পরিচয় না জানিয়াই সকলকে সমান সমাদর জানাইলেন। কেহ কারো পরিচয় না জানিয়া আত্মভোলা হইয়া সকলে আনন্দে যোগদান করিলেন। রামচন্দ্র দেবগণকে মনে মনে আসন দিয়া পূজা করিলেন। দেবতারা প্রভুর শীল দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, সকলের দৃষ্টি ছিল রামের উপর। শোভা দেখিয়া আনন্দের যেন আর শেষ নাই ॥৩২১॥

চৌ—সমউ বিলোকি বসিষ্ঠ বোলাএ। সাদর সতানন্দু সুনি আএ ॥
বেগি কুঅঁরি অব আনহু জাঈ। চলে মুদিত মুনি আয়সু পাঈ ॥১॥
রানী সুনি উপরোহিত বানী। প্রমুদিত সখিন্‌হ সমেত সয়ানী ॥
বিপ্র বধূ কুলবৃদ্ধ বোলাঈঁ। করি কুল রীতি সুমঙ্গল গাঈঁ ॥২॥
নারি বেষ জে সুর বর বামা। সকল সুভায়ঁ সুন্দরী স্যামা ॥
তিন্‌হহি দেখি সুখু পাবহিঁ নারীঁ। বিনু পহিচানি প্রানহু তে প্যারীঁ ॥৩॥
বার বার সনমানহিঁ রানী। উমা রমা সারদ সম জানী ॥
সীয় সঁবারি সমাজু বনাঈ। মুদিত মণ্ডপহিঁ চলীঁ লবাঈ ॥৪॥

ছন্দ— চলি ল্যাই সীতহি সখীঁ সাদর সজি সুমঙ্গল ভামিনীঁ।
নবসপ্ত সাজেঁ সুন্দরীঁ সব মত্ত কুঞ্জর গামিনীঁ ॥

কল গান স্থনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ কাম কোকিল লাজহী।
মঞ্জীর নূপুর কলিত কঙ্কন তাল গতি বর বাজহীঁ॥

দোহা— সোহতি বনিতা বৃন্দ মহঁ সহজ স্থহাবনি সীয়।
ছবি ললনা গন মধ্য জনু স্থষমা তিয় কমনীয়॥৩২২॥

বাংলা অর্থ—প্যারী —প্রিয়; সঁবারি—সাজাইয়া; চলি ল্যাঈ, চলি লবাঈ—লইয়া চলিলেন; ত্যাগহি—ত্যাগ করিল; মঞ্জীর—পায়ের অলঙ্কার; ছবি ললনা—ছবিরূপিনী স্ত্রীগণ; কলিত—সুন্দর; স্থামা—সুন্দরী; বর—চারু; (দো—৩২২ পর্য্যন্ত)

চৌ—বশিষ্ঠ সময় জানি' করে আবাহন। শতানন্দ আজ্ঞা শুনি' করে আগমন॥
তাঁরে ক'ন ত্বরা আন কুমারী এখন। মুনি-আজ্ঞা লভি' যা'ন তিনি হৃষ্ট মন॥১
পুরোহিত-বাণী রাণী শুনিল যখন। বুদ্ধিমতি হৃষ্ট হ'য়ে সহ সখিগণ॥
বিপ্র-বধূ-কুল-বৃদ্ধাগণে আবাহিল। কুলাচার পালি' সব মঙ্গল গাহিল॥২॥
চারু সুরাঙ্গনা ধরে নারীবেশ যা'রা। স্বভাব-সুন্দরী সবে ষোড়শী তাহারা॥
তা' সবারে হেরি' সুখ লভে নারীগণ। বিনা পরিচয়ে গণে প্রাণ-প্রিয়জন॥৩॥
রাণী মান দিল ভূরি সর্ব্বনারী জনে। উমা, রমা, বাণী বলি' বুঝি' ল'য়ে মনে॥
রমণীরা জানকীরে ল'য়ে সাজাইয়া। মণ্ডপে মুদিত মনে চলে সাথে নিয়া॥৪

ছন্দ। সীতারে আদরে সখিগণ যত সুমঙ্গল সাজে সাজা'য়ে চলিল।
ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজি' নারীগণ মত্ত-মাতঙ্গিনী-গতিতে ধাইল॥
কল-গান শুনি' মুনি ধ্যান ত্যজে মদনের পিক সরমে মরিল॥
মঞ্জীর, নূপুর, সুন্দর কঙ্কন তালে তালে চারু বাজিতে লাগিল॥

দোহা— নারী-বৃন্দ-মাঝে সীতা শোভা পায় স্বাভাবিক রূপ মনোহর।
ছবি-রূপা নারী মূর্ত্তিমতী শোভা তা'র মাঝে চারু-রূপ-ধর॥৩২২॥

সারমর্ম্ম—সময়কালে বশিষ্ঠ শতানন্দকে ডাকিলেন এবং কুমারীকে আনিতে বলিলেন। শতানন্দের মুখে সংবাদ পাইয়া রাণী মঙ্গলগানের সহিত কুলাচার সম্পন্ন করিলেন। স্ত্রীরা দল বাঁধিয়া সীতাকে সাজাইয়া মণ্ডপে চলিল। স্ত্রীগণের ও সীতার সখীদের সাজ-সজ্জা সুন্দরগতি মত্ত হস্তীর সমান। তার মাঝে সীতার অপরূপ রূপ সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে॥৩২২॥

চৌ--সিয় সুন্দরতা বরনি ন জাঈ। লঘু মতি বহুত মনোহরতাঈ॥
আবত দীখি বরাতিন্হ সীতা। রূপ রাসি সব ভাঁতি পুনীতা॥১॥
সবহি মনহিঁ মন কিএ প্রনামা। দেখি রাম ভএ পূরনকামা॥
হরষে দসরথ সুতন্হ সমেতা। কহি ন জাই উর আনন্দু জেতা॥২॥
সুর প্রনামু করি বরিসহিঁ ফূলা। মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা॥
গান নিসান কোলাহলু ভারী। প্রেম প্রমোদ মগন নর নারী॥৩॥

এহি বিধি সীয় মণ্ডপহিঁ আঈ। প্রমুদিত সান্তি পঢ়হিঁ মুনিরাঈ॥
তেহি অবসর কর বিধি ব্যবহারূ। দুহুঁ কুলগুর সব কীন্হ অচারূ ॥৪॥

ছন্দ— আচারু করি গুর গৌরি গনপতি মুদিত বিপ্র পুজাবহীঁ।
সুর প্রগটি পূজা লেহিঁ দেহিঁ অসীস অতি সুখু পাবহীঁ ॥
মধুপর্ক মঙ্গল দ্রব্য জো জেহি সময় মুনি মন মহুঁ চহৈঁ।
ভরে কনক কোপর কলস সো তব লিএহিঁ পরিচারক রহৈঁ ॥১॥

ছন্দ— কুল রীতি প্রীতি সমেত রবি কহি দেত সব সাদর কিয়ো।
এহি ভাঁতি দেব পুজাই সীতহি সুভগ সিংঘাসনু দিয়ো ॥
সিয় রাম অবলোকনি পরসপর প্রেম কাহু ন লখি পরৈ।
মন বুদ্ধি বর বানী অগোচর প্রগট কবি কৈসেঁ করৈ ॥২॥

দোহা— হোম সময় তনু ধরি অনলু অতি সুখ আহুতি লেহিঁ।
বিপ্র বেষ ধরি বেদ সব কহি বিবাহ বিধি দেহিঁ ॥৩২৩॥

বাংলা অর্থ—জেতা—যত ; সান্তি পঢ়হিঁ—শান্তি-মন্ত্র পাঠ করিলেন ; প্রগটি প্রকট হইয়া ; জো জেহি সময়····সো তব—যাহা যখনই····তাহা তখনই ; লিএহিঁ—আনিলেন ; সাদর কিয়ো—সমাদর করিলেন ; ন লখি পরৈ—দৃষ্টি পড়িল না ; পরিচারক রহৈঁ—সেবার্থ তৈয়ার রহিলেন ; কাহু—কাহার ; (দো—৩২৩ পঃ)

চৌ—বর্ণনে না যায় সীতা-রূপের চারুতা। কবি-মতি লঘু অতি, রূপে অধিকতা ॥
বরযাত্রী দল হেরে আসিতে সীতারে। রূপে ভরা তথা পূত সকল প্রকারে ॥১
মনে মনে সর্ব্বজনে করিয়া প্রণাম। রামেরে হেরিয়া হ'ন পূর্ণ-মনস্কাম ॥
দশরথ হরষিত সহ সুতগণ। হৃদয়ে আনন্দ ভরে, না যায় বর্ণন ॥২॥
দেবতা প্রণাম করি' বরষয়ে ফুল। মুনির আশিস্-ধ্বনি চলে শুভ-মূল ॥
দামামা ধ্বনিতে, গানে কোলাহল ভারী। প্রমোদে ও প্রেমে মগ্ন যত নরনারী ॥৩॥
হেনমতে মণ্ডপেতে সীতা আগমনে। শান্তি পাঠ করে মুনি প্রমুদিত মনে ॥
সেই অবসরে পালি' বিধি-ব্যবহার। দুই কুল-গুরু পালে সকল আচার ॥৪॥

ছন্দ— আচার পালিয়া প্রমুদিত গুরু গণেশে, গৌরীরে বিপ্রে পূজা দিল ॥
মূর্ত্তি ধরি' সুর দিয়া আশার্ব্বাদ পূজা ল'য়ে সুখ পরম লভিল ॥
মধুপর্ক আর মাঙ্গলিক দ্রব্য যে সময় মুনি মনে মনে চায় ॥
কনক-কলসে থালাতে ভরিয়া সেই দ্রব্য ল'য়ে ভৃত্য পঁহুছায় ॥

ছন্দ— কুল-রীতি সব সূর্য্যদেব কহে প্রীতি-সহ সবে সাদরে পালিল ॥
হেনমতে দেবে পূজা সমাপিয়া সীতারে সুন্দর সিংহাসন দিল ॥
সীতা রামে হেরে পরস্পর যদা কেহ সেই প্রেম বুঝিতে না পারে।
অগোচর যাহা মনোবুদ্ধি-বাক্যে কেমনে তা' কবি পারে কহিবারে?

দোহা— হোমের সময়ে অগ্নি তনু ধরি আহুতি অতীব সুখে লয়।
বেদ, বিপ্রবেশে সকল কহিয়া বিবাহের বিধি কহি' দেয় ॥৩২৩॥

সারমর্ম—সীতার সৌন্দর্য্যের কে বর্ণনা করিবে? তাঁর' সঙ্গে তাঁর পবিত্রতা মূর্ত্তি বরযাত্রীগণকে মুগ্ধ করিল। রাজা দশরথ ছেলেদের সহিত পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, দামামা বাদন কোলাহলে নগরের নরনারী আনন্দে মগ্ন হইল। সীতা মণ্ডপে আসিলে মুনিগণের মন আনন্দে ভরিল। তখন দুই পক্ষের কুলাগুল শাস্ত্রাচার সম্পন্ন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা গণেশ, পার্ব্বতী ও গুরুপূজা সম্পন্ন করিলেন। ভৃত্যেরা সোণার কলস ও মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া উপস্থিত। দেবতারা সীতাকে সম্মান দিলেন। হোমের সময় অগ্নি মূর্ত্তিমান হইয়া আহুতি দিলেন। বেদও ব্রাহ্মণের বেশে বিধির উপদেশ দিলেন ॥৩২৩॥

চৌ—জনক পাটমহিষী জগ জানী। সীয় মতু কিমি জাই বখানী ॥
সুজসু সুকৃত সুখ সুন্দরতাঈ। সব সমেটি বিধি রচী বনাঈ ॥১॥
সমউ জানি মুনিবরন্হ বোলাঈঁ। সুনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈঁ ॥
জনক বাম দিসি সোহ সুনয়না। হিমগিরি সঙ্গ বনী জনু ময়না ॥২॥
কনক কলস মনি কোপর রূরে। সুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে ॥
নিজ কর মুদিত রায়ঁ অরু রানী। ধরে রাম কে আগেঁ আনী ॥৩॥
পঢ়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বানী। গগন সুমন ঝরি অবসরু জানী ॥
বরু বিলোকি দম্পতি অনুরাগে। পায় পুনীত পখারন লাগে ॥৪॥

ছন্দ— লাগে পখারন পায় পঙ্কজ প্রেম তন পুলকাবলী।
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জনু চহুঁ দিসি চলী ॥
জে পদ সরোজ মনোজ অরি উর সর সদৈব বিরাজহীঁ।
জে সকৃত সুমিরত বিমলতা মন সকল কলি মল ভাজহীঁ ॥১॥

ছন্দ— জে পরসি মুনিবনিতা লহী গতি রহী জো পাতকমঈ।
মকরন্দু জিন্হ কো সম্ভু সির সুচিতা অবধি সুর বরনঈ ॥
করি মধুপ মন মুনি জোগিজন জে সেই অভিমত গতি লহৈঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজনু জনকু জয় জয় সব কহৈঁ ॥২॥

ছন্দ— বর কুঅঁরি করতল জোরি সাখোচারু দোউ কুলগুর করৈ।
ভয়ো পানিগহনু বিলোকি বিধি সুর মনুজ মুনি আনন্দ ভরৈঁ ॥
সুখ মূল দূলহু দেখি দম্পতি পুলক তন হুলস্যো হিয়ো।
করি লোক বেদ বিধানু কন্যাদানু নৃপভূষন কিয়ো ॥৩॥

ছন্দ— হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেসহি হরিহি শ্রী সাগর দঈ।
তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিস্ব কল কীরতি নঈ ॥
ক্যোঁ করৈ বিনয় বিদেহু কিয়ো বিদেহু মূরতি সাবঁরী।
করি হোমু বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগী ভাবঁরী ॥৪॥

দোহা— জয় ধুনি বন্দী বেদ ধুনি মঙ্গল গান নিসান।
সুনি হরষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ সুরতরু সুমন সুজান ॥৩২৪॥

বাংলা অর্থ—**জগজানী**—জগতে জানা (জগদ্বিখ্যাত); **সমেটি**—সংগ্রহ করিয়া; **সুআসিনি**—সোহাগিনী; **বনী**—শোভিলেন; **ময়না**—মেনকা; **রুরে**—সুন্দর; **ঝরি**—ধারা; **চহুঁ দিসি**—চারিদিকে; **মনোজ অরি**—কামারি (মহাদেব); **উরসর**—হৃদয় সরোবরে; **সকৃত**—সকৃৎ, একবার; **ভাজহী**—পালাইয়া যায়; **পরসি**—স্পর্শ; **মকরন্দু**—মকরন্দ, পদ্মরেণু; **সাখোচারু**—শাখোচ্চার, নিজের বেদোক্ত শাখা অনুসারে বেদমন্ত্র উচ্চারণ; **হুলস্যো**—উল্লসিত; **সাবঁরীঁ**—শ্যামল; **গাঁঠি জোরী**—গাঠছড়া বন্ধন; **ভাবঁরীঁ**—পরিক্রমা (বিবাহের); **সুজান**—সুজ্ঞানী; (দো—৩২৪-পঃ)

চৌ—জনকের পাটরাণী সীতার মাতারে। বিশ্ব জানে, বাখানিব কেমন প্রকারে?
সুযশ, সুকৃতি, সুখ, সুন্দরতা ঘন। সকল মিলা'য়ে বিধি করেন রচন ॥১॥
কাল জানি' মুনিগণ করে আবাহন। সোহাগিনীগণ ত্বরা করে' আনয়ন ॥
জনকের বামদিকে শোভে সুনয়না। হিমগিরি-সাথে যেন মেনকা শোভনা ॥২
কনক-কলস চারু মণিময় থালা। শুচি-বারি-ভরা তথা মাঙ্গলিক ডালা ॥
প্রমুদিত করে ল'য়ে রাজা তথা রাণী ॥ রামের সম্মুখে দোঁহা স্থাপিলেন আনি' ॥৩
মুনি-বাণী উচ্চারিয়া বেদ পাঠ হয়। অবসর জানি' নভে পুষ্প বরিষয় ॥
দম্পতি বিলোকি' বরে অতি অনুরাগে। পবিত্র চরণ দোঁহা ধোয়াইতে লাগে ॥৪

ছন্দ— ধোয়া'তে লাগিলে চরণ-পঙ্কজ প্রেমে কলেবর পুলকে ভরিল।
নভোব্যাপী গান দামামা নিস্বন উথলিত হ'য়ে চতুর্দ্দিকে চলিল ॥
যে পদ-কমল কামারি আপনি হিয়া-সরোবরে করয়ে ধারণ।
স্মরিলে যা' মনে আনে বিমলতা কলি-মল যত করে পলায়ন ॥১॥

ছন্দ— যাহা পরশিয়া মুনির বনিতা পায় পরাগতি পাপিনী যে ছিল।
যা'র মকরন্দ রহে শম্ভু-শিরে যা' শুচিতা-সীমা দেবতা বর্ণিল ॥
মধুপ হইয়া পাদরেণু ভুঞ্জি' পরাগতি পা'ন মুনি, যোগিজন।
সে পদ ধুইছে মহাভাগ্য যা'র "জনকের জয়" কহে সর্ব্বজন ॥২॥

ছন্দ— বর কুমারীকে যুক্তকর করি' শাখোচ্চার* দুই কুলগুরু করে।
সে পাণি-গ্রহণ হেরি' বিধি, সুর, নর, মুনি সব মহানন্দে ভরে ॥
সুখমূল বরে হেরি' নর-নারী পুলকিত তনু হিয়া উল্লসিত।
পালি' লোকাচার শ্রুতি নৃপমণি করিলেন কন্যা-দান সমাপিত ॥৩॥

ছন্দ— যথা হিমগিরি মহেশে ভবানী সাগর হরিকে লক্ষ্মী সমর্পিল।
তেমনি জনক রামেরে জানকী অর্পি' ধরা নব কীর্ত্তিতে ভরিল ॥

---

*শাখোচ্চার এক প্রকার উভয় পক্ষের কুল-পরিচয়-পদ্ধতি যাহা আজিও বিবাহ কালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কেমনে করিবে বিনতি জনক শ্যামে হেরি' দেহ-বুদ্ধি পাশরিল।
হোম নিষ্পাদিয়া গাঁঠছড়া বাঁধি' সাতপাক কাজ চলিতে লাগিল ॥৪॥

দোহা— জয়ধ্বনি, বন্দি-ধ্বনি, বেদপাঠ, শুভগান, দামামা-নিস্বন।
শুনি' হরষিত করে বরষিত কল্পতরু-পুষ্প দেবগণ ॥৩২৪॥

সারমর্ম—সীতার মাতা জনকের পাটরাণী সুযশ, পুণ্য, সুখ ও সৌন্দর্য্যের আধার। সময় হইলে মুনিরা তাঁহাকে ডাকিলেন। রাণী জনকের বামদিকে বসিলেন। জল ভরা সোণার কলস লইয়া রাণী রামের সম্মুখে রাখিলেন। রাণী ও রাজা রামের পা ধোয়াইয়া দিলেন। আকাশে ও নগরে গান হইতেছিল। যে পদকমল শিবের হৃদয়ে থাকে যে পাদের স্মরণে যাবতীয় পাপ দূর হয় যে পাদ ধুইয়া পাতকী অহল্যার মুক্তি হইয়াছিল মুনিগণ যে চরণের মৌমাছিস্বরূপ, যোগীরা যাহার স্পর্শে মোক্ষপান সেই পা জনকের ধোয়াইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। দুই কুলগুরু বর-কনের হাত একত্র করিয়া শাঁখ বাজাইলে ব্রহ্মা দেবগণ, মানুষ, মুনি সকলে পুলকে ভরিল। জনক শাস্ত্রাচারে কন্যা দান করিলেন। বন্দীর জয়ধ্বনি, ব্রাহ্মণদের বেদ পাঠ মঙ্গলাচার শুনিয়া দেখিয়া দেবতারা কল্পতরুর ফুল বর্ষণ করিলেন ॥৩২৪॥

চৌ—কুঅঁরু কুঅঁরি কল ভাবঁরি দেহীঁ। নয়ন লাভু সব সাদর লেহীঁ ॥
জাই ন বরনি মনোহর জোরী। জো উপমা কছু কহৌঁ সো থোরী ॥১॥
রাম সীয় সুন্দর প্রতিছাহীঁ। জগমগাত মনি খম্ভন মাহীঁ ॥
মনহুঁ মদন রতি ধরি বহু রূপা। দেখত রাম বিআহু অনূপা ॥২॥
দরস লালসা সকুচ ন থোরী। প্রগটত দুরত বহোরি বহোরী ॥
ভএ মগন সব দেখনিহারে। জনক সমান অপান বিসারে ॥৩॥
প্রমুদিত মুনিন্হ ভাবঁরী ফেরীঁ। নেগ সহিত সব রীতি নিবেরীঁ ॥
রাম সীয় সির সেঁদুর দেহীঁ। সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহীঁ ॥৪॥
অরুন পরাগ জলজু ভরি নীকেঁ। সসিহি ভূষ অহি লোভ অমী কেঁ ॥
বহুরি বসিষ্ঠ দীন্হি অনুসাসন। বরু দুলহিনি বৈঠে এক আসন ॥৫॥

ছন্দ— বৈঠে বরাসন রামু জানকি মুদিত মন দসরথু ভএ।
তনু পুলক পুনি পুনি দেখি অপনেঁ সুকৃত সুরতরু ফল নএ ॥
ভরি ভুবন রহা উছাহু রাম বিবাহু ভা সবহীঁ কহা।
কেহি ভাঁতি বরনি সিরাত রসনা এক যহু মঙ্গলু মহা ॥১॥

ছন্দ— তব জনক পাই বসিষ্ঠ আয়সু ব্যাহ সাজ সঁবারি কৈ।
মাণ্ডবী শ্রুতকীরতি উরমিলা কুঅঁরি লঈঁ হঁকারি কৈ ॥
কুসকেতু কন্যা প্রথম জো গুন সীল সুখ সোভামঈ।
সব রীতি প্রীতি সমেত করি সো ব্যাহি নৃপ ভরতহি দঈ ॥২॥

ছঃ— জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি সিরোমনি জানি কৈ।
সো তনয় দীন্হী ব্যাহি লখনহি সকল বিধি সনমানি কৈ ॥
জেহি নামু শ্রুতকীরতি সুলোচনি সুমুখি সব গুন আগরী।
সো দঈ রিপুসূদনহি ভূপতি রূপ সীল উজাগরী ॥৩॥

ছঃ— অনুরূপ বঁর দুলহিনি পরস্পর লখি সকুচ হিয় হরষহীঁ।
সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ সুমন সুর গন বরষহীঁ ॥
সুন্দরী সুন্দর বরন্হ সহ সব এক মণ্ডপ রাজহীঁ।
জনু জীব উর চারিউ অবস্থা বিভুন সহিত বিরাজহীঁ ॥৪॥

দোহা— মুদিত অবধপতি সকল সুত বধুন্হ সমেত নিহারি।
জনু পাএ মহিপাল মনি ক্রিয়ন্হ সহিত ফল চারি ॥৩২৫॥

বাংলা অর্থ—প্রতিছাহীঁ—প্রতিবিম্ব; জগমগাত—উজ্জ্বল হইল; সকুচ—সঙ্কোচ; দেখনিহারে—দর্শক; বিসারে—বিস্মৃত হইলেন; ভাবরী ফেরী—পরিক্রমা করিলেন; নেগ—উপহার; নিবেরীঁ—সম্পূর্ণ করিলেন; ভূষ—ভূষিত করিলেন; অমী—অমৃত; সিরতা—শেষ করিবে; দঈ—দিলেন; আগরী—আকর; উজাগরী—উজ্জ্বল; জীব উর চারিউ অবস্থা—(জগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়); বিভুন চারিউ সহিত—(বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং ব্রহ্ম); ক্রিয়ন্হ চারি—যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, যোগ এবং জ্ঞান; ফল চারি—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ; জানি কৈ—জানিয়া; (দো—৩২৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—বর-ক'নে-সাত পাক চলে মনোহর। সকলে ভুঞ্জে সে দৃশ্য নেত্রানন্দকর ॥
মনোহর দম্পতিরে বর্ণনে না যায়। যা' কিছু উপমা দিব স্বল্প মানি তায় ॥১
রাম-সীতা-প্রতিচ্ছবি অতীব সুন্দর। মণি-স্তম্ভ উজলিয়া শোভে মনোহর ॥
কাম-রতি যেন বহু মূরতি ধরিল। অনুপম রাম-সীতা-বিবাহ হেরিল ॥২॥
লালসা, সঙ্কোচ দুই নহে কম কা'র। প্রকটিল লুকাইল দোঁহা বার বার ॥
দর্শক-মণ্ডলী হেন হইল মগন। জনক-সমান সবে বিস্মরে আপন ॥৩॥
প্রমুদিত মুনিগণ সাত পাক সারে। সব রীতি সমাচরি' দিয়া উপহারে ॥
সীতা-শিরে রাম যবে সিন্দূর পরান। কোন মতে সেই শোভা না যায় বাখান ॥৪
অরুণ-পরাগ যেন পদ্ম-হস্ত নিল। সুধাতরে ভুজ-অহি শশীরে ভূষিল ॥
বশিষ্ঠ দিলেন রামে যে অনুশাসন। বর-ক'নে নিল তাহে একই আসন ॥৫॥

ছন্দ— এক বরাসনে রাম-সীতা হেরি' মুদিত মানস দশরথ হ'ন।
তনু পুলকিত পুণ্য-কল্পতরু নব ফলে শোভে নিজে বুঝি' ল'ন ॥
ভুবন ভরিয়া উৎসাহ চলিল রামের বিবাহ হ'ল অবসান।
কেমনে বর্ণিয়া সমাপি সে কথা রসনা ত' এক,—সে যে সুমহান্ ॥১॥

ছন্দ— বশিষ্ঠ-আদেশ লভিয়া জনক বিবাহের সাজ সাজা'য়ে তখন।
মাণ্ডবী, উর্ম্মিলা, শ্রুতিকীর্ত্তি এই ক'নে তিন জনে করে আবাহন ॥

কুশধ্বজ-কন্যা মাণ্ডবী প্রথমা গুণ-শীল-সুখ-প্রতিমূর্ত্তি ছিলা।
সব রীতি-প্রীতি করি যথারীতি ভরতের সনে বিবাহ দানিলা ॥২॥

ছন্দ— জানকী-ভগিনী রূপে শিরোমণি কনীয়সী যিনি তাঁহারে আনিয়া।
তনয় লক্ষ্মণে দিলেন বিবাহ সকল বিধান নৃপতি মানিয়া ॥
শ্রুতকীর্ত্তি নাম, সু-মুখী, সু-আঁখি সর্ব্ব-গুণাকর রূপ-শীল-ধাম।
ভূপতি তাহারে সহ শত্রুঘন যথাবিধি করে পরিণয়ে দান ॥৩॥

ছন্দ— বর-ক'নে দোঁহা দেখি' পরস্পর সঙ্কুচিত হিয়া হরষিত হয়।
প্রমুদিত সবে রূপে প্রশংসয়ে সুরগণ যত পুষ্প বরিষয় ॥
সুন্দরী সকল চারু বর সহ একত্র হইয়া মণ্ডপে শোভিল।
অবস্থা ভেদেতে জীব প্রভু সহ চারি মূরতিতে যেন বিরাজিল ॥৪॥

দোহা— অযোধ্যার পতি প্রমুদিত হ'য়ে সুতগণে সবধূ নেহারি।
নৃপ-শিরোমণি লভিলেন যেন চারি ক্রিয়া সহ ফল চারি ॥৩২৫॥

সারমর্ম্ম—অপূর্ব্ব সে বিবাহ দৃশ্য। মদন ও রতি যেন বহু রূপ ধরিয়া রামের বিবাহ দেখিতেছেন। শাস্ত্রমত যথারীতি সাতপাক-ক্রিয়া হইয়া গেলে সীতার কপালে রাম সিন্দূর দিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া রাম সীতা একাসনে বসিলেন। দশরথের আনন্দ ধরেনা, তখন জনক বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া আবার বিবাহের আয়োজন করিয়া কুমারী মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি ও উর্ম্মিলাকে ডাকিয়া আনিলেন। মাণ্ডবী কুশধ্বজের কন্যা। ভরতের সহিত তাঁ'র বিবাহ হইল। সীতার ভগ্নি উর্ম্মিলার লক্ষ্মণের সহিত, শ্রুতকীর্ত্তির শত্রুঘ্নের সহিত বিবাহ হইল। দশরথের আনন্দের সীমা নাই। মনে হইল, রাজা চতুর্ব্বর্গ পাইয়াছেন ॥৩২৫॥

চৌ—জসি রঘুবীর ব্যাহ বিধি বরনী। সকল কুঅঁর ব্যাহে তেহিঁ করনী ॥
কহি ন জাই কছু দাইজ ভূরী। রহা কনক মনি মণ্ডপু পূরী ॥১॥
কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে। ভাঁতি ভাঁতি বহু মোল ন থোরে ॥
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী। ধেনু অলঙ্কৃত কামদুহা সী ॥২॥
বস্তু অনেক করিঅ কিমি লেখা। কহি ন জাই জানহিঁ জিন্হ দেখা ॥
লোকপাল অবলোকি সিহানে। লীন্হ অবধপতি সবু সুখু মানে ॥৩॥
দীন্হ জাচকন্হি জো জেহি ভাবা। উবরা সো জনবাসেহিঁ আবা ॥
তব কর জোরি জনকু মৃদু বানী। বোলে সব বরাত সনমানী ॥৪॥

ছঃ— সনমানি সকল বরাত আদর দান বিনয় বড়াই কৈ।
প্রমুদিত মহা মুনি বৃন্দ বন্দে পূজি প্রেম লড়াই কৈ ॥
সিরু নাই দেব মনাই সব সন কহত কর সম্পুট কিএঁ।
সুর সাধু চাহত ভাউ সিন্ধু কি তোষ জল অঁজলি দিএঁ ॥১॥

ছঃ— কর জোরি জনকু বহোরি বন্ধু সমেত কোসলরায় সোঁ।
বোলে মনোহর বয়ন সানি সনেহ সীল সুভায় সোঁ ॥

সংবন্ধ রাজন রাবরেঁ হম বড়ে অব সব বিধি ভএ।
এহি রাজ সাজ সমেত সেবক জানিবে বিনু গথ লএ ॥২॥

ছঃ— এ দারিকা পরিচারিকা করি পালিবী করুনা নঈ।
অপরাধু ছমিবো বোলি পঠএ বহুত হৌঁ ঢীঢ্যো কঈ॥
পুনি ভানুকুলভূষন সকল সনমান নিধি সমধী কিএ।
কহি জাতি নহিঁ বিনতী পরস্পর প্রেম পরিপূরন হিএ ॥৩॥

ছঃ— ব্ন্দারকা গন সুমন বরিসহিঁ রাউ জনবাসেহি চলে।
দুন্দুভী জয় ধুনি বেদ ধুনি নভ নগর কৌতূহল ভলে॥
তব সখীঁ মঙ্গল গান করত মুনীস আয়সু পাই কৈ।
দূলহ দুলহিনিন্হ সহিত সুন্দরি চলীঁ কোহবর ল্যাই কৈ ॥৪॥

দোহা— পুনি পুনি রামহি চিতব সিয় সকুচতি মনু সকুচৈ ন।
হরত মনোহর মীন ছবি প্রেম পিআসে নৈন ॥৩২৬॥

বাংলা অর্থ—করনী—করণীয়; জসি···তেহিঁ—যেমন···তেমন; দাইজ—বিবাহের উপঢৌকন; পটোরে—রেশমী কাপড়; মোল—মূল্য; কামদুহা—কামধেনু; সী—সদৃশ; সিহানে—ঈর্ষা করে; ভাবা—ভাল লাগিল; উবরা—বেশী হইল; বয়ন—বচন; রাবরেঁ—আপনি; গথ—মূল্য; দারিকা—বালিকা; নঈ—নূতন; ঢীঢ্যো—ঔদ্ধত্য; কঈ—করিয়াছি; বৃন্দারকা—দেবতা; পাই কৈ—পাইয়া; কোহবর—কুলদেবতার স্থান; ল্যাই কৈ—লইয়া; নৈন—নয়ন; (দো—৩২৬-পঃ)

চৌ—রামের বিবাহ বিধি বর্ণিনু যেমন। কুমার-বিবাহ আন ঘটিল তেমন॥
যৌতুকের পরিমাণ কে বর্ণিবে বল? স্বর্ণ-মণি ভূরি দানে গৃহপূর্ণ হ'ল ॥১॥
কম্বল, কৌষেয়, পট বিচিত্র বরণ। ছিল বহু মূল্যবান্ বিবিধ ধরণ॥
গজ, রথ, দাস, দাসী তথা তুরঙ্গম। গাভী অলঙ্কৃত ছিল কামধেনু-সম ॥২॥
বহু বস্তু ছিল যাহা, নাহি তার লেখা। সে কহিবে,—যেই জানে, যা'র ছিল দেখা॥
লোকপাল হেরি' সব ঈর্ষাতুর মন। সুখ মানি' দশরথ করয়ে গ্রহণ ॥৩॥
লভিল যাচকগণে যে যাহা চাহিল। যাত্রীবাসে আসে তাহা, বাকী যা' রহিল॥
কর-যোড়ে মৃদুভাষে জনক তখন। যুক্ত করে মান দিয়া যাত্রী দলে ক'ন ॥৪॥

ছন্দ— যাত্রীদলে মান, সমাদর দিয়া বিনয়, মহত্ব রাজা আলোচিয়া।
মুদিত-মানস মুনিবৃন্দে পূজে সপ্রেমে, সাদরে, প্রীতিতে ভরিয়া॥
শির নমি' সবে সম্মান করিয়া করযোড়ে পুন দেবগণে ক'ন।
দেব, সাধুগণ ভাবগ্রাহী, যথা জলাঞ্জলি-দানে সাগর-তোষণ ॥১॥

ছন্দ— করযোড় করি' জনক সভ্রাতা কোশলপতিরে করি' আবাহন।
ক'ন মনোহর তখন তাঁহারে সুশীলতা-ভরা সস্নেহ-বচন॥

আপনা-সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে রাজন্! মোদের বাড়ে বহু মান ॥
এই জেনো, রাজ্য, সজ্জা সব সহ লভিলে সেবক বিনা মূল্য-দান ॥২

ছন্দ— এই কন্যাগণে সেবিকা এ' জ্ঞানে পালিবে সর্ব্বদা নব করুণায়।
আবাহন করি' ধৃষ্টতা করিনু ভূরি, তোমা প্রতি ক্ষমিবে আমায় ॥
ভানু-কুল-মণি মান দিয়া ভূরি মান-ধনে ধনী বৈবাহিক করে।
কহা' নাহি যায় বিনতি দোঁহার প্রেমে সবাকার হিয়া যায় ভ'রে ॥৩

ছন্দ— দেবগণ মিলি' পুষ্প বরষিল বরযাত্রী-বাসে নৃপতি চলিল।
'জয়' শব্দে বেদ-দুন্দুভি-নিনাদে আকাশ, নগর কৌতুকে ভরিল ॥
মুনীশ-আদেশ লভি' সখী-দল মঙ্গল গাহিয়া চলিতে লাগিল।
বর-ক'নে ল'য়ে সুন্দরীর দল স্ত্রী-আচার-তরে ধাইয়া চলিল ॥৪॥

দোহা— রামেরে হেরিতে সীতা সঙ্কুচিত অসঙ্কোচ কিন্তু তাঁর মনে ॥
চারু মীন ছবি হারাইয়া দিল তাঁর প্রেম-পিয়াসী নয়নে ॥৩২৬॥

সারমর্ম্ম—বর-সজ্জার উপঢৌকনে মণ্ডপ সোণা ও মণিতে ভরিয়া গিয়াছে। কম্বল বস্ত্র, হাতী, রথ, ঘোড়া, দাসদাসী, কামধেনু প্রভৃতি বস্তুর হিসাব কে কত করিবে? দশরথ যাচকদিগকে যাহার যাহা ভাল লাগে দিয়া বাকী দ্রব্য বাসাবাড়ীতে আনিলেন। অতঃপর জনক ও দশরথের প্রীতিপূর্ণ ভাব-বিনিময় চলিল। জনকের বিনয়পূর্ণ বাক্যে দশরথ প্রীত হইলেন। তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া জনক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ বাসা বাড়ীতে গেলেন, এদিকে বর-কনের স্ত্রী-আচার চলিল ॥৩২৬॥

সমাপি' এগার দিন মাস-পারায়ণে। বিজয় নমিছে সীতা-রামের চরণে ॥

মাস পারায়ণ, একাদশ বিশ্রাম

চৌ—স্যাম সরীরু সুভায়ঁ সুহাবন। সোভা কোটি মনোজ লজাবন ॥
জাবক জুত পদ কমল সুহাএ। মুনি মন মধুপ রহত জিন্হ ছাএ ॥১॥
পীত পুনীত মনোহর ধোতী। হরতি বাল রবি দামিনি জোতী ॥
কল কিঙ্কিনি কটি সূত্র মনোহর। বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর ॥২॥
পীত জনেউ মহাছবি দেঈ। কর মুদ্রিকা চোরি চিতু লেঈ ॥
সোহত ব্যাহ সাজ সব সাজে। উর আয়ত উরভূষন রাজে ॥৩॥
পিঅর উপরনা কাখাসোতী। দুহুঁ আঁচরন্হি লগে মনি মোতী ॥
নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা। বদনু সকল সৌন্দর্জ নিধানা ॥৪॥
সুন্দর ভৃকুটি মনোহর নাসা। ভাল তিলকু রুচিরতা নিবাসা ॥
সোহত মৌরু মনোহর মাথে। মঙ্গলময় মুকুতা মনি গাথে ॥৫॥

ছঃ— গাথে মহামনি মৌর মঞ্জুল অঙ্গ সব চিত চোরহীঁ।
পুর নারি সুর সুন্দরীঁ বরহি বিলোকি সব তিন তোরহীঁ ॥

মনি বসন ভূষন বারি আরতি করহিঁ মঙ্গল গাবহীঁ।
সুর সুমন বরিসহিঁ সূত মাগধ বন্দি সুজসু সুনাবহীঁ ॥১॥

ছঃ— কোহবরহিঁ আনে কুঅঁর কুঅঁরি সুআসিনিন্‌হ সুখ পাই কৈ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি লাগীঁ করন মঙ্গল গাই কৈ॥
লহকৌরি গৌরি সিখাব রামহি সীয় সন সারদ কহৈঁ।
রনিবাসু হাস বিলাস রস বস জন্ম কো ফলু সব লহৈঁ ॥২॥

ছঃ— নিজ পানি মনি মহুঁ দেখিঅতি মূরতি সুরূপনিধান কী।
চালতি ন ভুজবল্লী বিলোকনি বিরহ ভয় বস জানকী॥
কৌতুক বিনোদ প্রমোদু প্রেমু ন জাই কহি জানহিঁ অলীঁ।
বর কুঅঁরি সুন্দর সকল সখীঁ লবাই জনবাসেহি চলীঁ ॥৩॥

ছঃ— তেহি সময় সুনিঅ জহঁ তহঁ নগর নভ আনন্দু মহা।
চিরু জিঅহুঁ জোরীঁ চারু চার্য়ো মুদিত মন সবহীঁ কহা॥
জোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীস দেব বিলোকি প্রভু দুন্দুভি হনী।
চলে হরষি বরষি প্রসূন নিজ নিজ লোক জয় জয় জয় ভনী ॥৪॥

দোহা— সহিত বধূটিন্‌হ কুঅঁর সব তব আএ পিতু পাস।
সোভা মঙ্গল মোদ ভরি উমগেউ জনু জনবাস ॥৩২৭॥

বাংলা অর্থ—**সুভায়ঁ**—স্বভাব; **লজাবন**—লজ্জাদানকারী; **জাবক**—আল্‌তা; **মুদ্রিকা**—আংটী; **রাজে**—বিরাজ করিতেছিল; **পিঅর**—পীতবর্ণ; **উপরনা**—উত্তরীয়; **কাখাসোতী**—দক্ষিণাবীতী উত্তরীয়; **আঁচরন্‌হি**—আঁচলসমূহে; **ভৃকুটি**—ভ্রূ; **মৌর**—ময়ূর; **চোরহীঁ**—চুরি করে; **লহকৌরি**—মুখে অন্নগ্রাস আদান প্রদান; **অলীঁ**—সখী; **চার্য়ো**—চারি; **হনী**—আঘাত করিল; **ভনী**—কহিল; **বধূটিন্‌হ**—অল্পবয়স্কা বধূগণ; **গাথে**—গ্রথিত; **তিন তোরহীঁ**—(দাঁতে) তৃণ কাটিল; (দো—৩২৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—শ্যাম-কলেবর রাম স্বভাব সুন্দর। তাঁর শোভা কোটি কামে লজ্জা-দান-পর॥
অলক্ত-রঞ্জিত তাঁর যুগল চরণ। মধুপ-সমান তাহা মোহে মুনি-মন ॥১॥
পরিধানে পীতবর্ণ সুন্দর বসন। বালার্ক-বিজলী-দ্যুতি করয়ে হরণ॥
কটিতে কিঙ্কিনী চারু সূত্রে গাঁথা তাঁর। বিশাল বাহুতে ধরে চারু অলঙ্কার ॥২
পীত উপবীত ধরে শোভা মনোহর। অঙ্গুরীয় হাতে পরা চিত্তচৌর্য্য-কর॥
বিবাহের সব সাজ তাহে সুশোভন। বিশাল-বক্ষেতে তাঁর শোভিছে ভূষণ ॥৩
পীত উত্তরীয় ছিল পৈতা-সমন্বিত। দুইটি আঁচলা মণি-মুকুতা-খচিত॥
পদ্ম-চারু নেত্র, কর্ণ-কুণ্ডলক-ধর। বদনে তাহার রহে সৌন্দর্য্য আকর ॥৪॥
চারু ভুরু-যুগ তাঁর, নাসিকা সুন্দর। তিলক ধরিছে ভালে অতি মনোহর॥
সুন্দর ময়ূর-পুচ্ছ মস্তকে শোভিত। মাঙ্গলিক-মুক্তা-মণি তাহাতে খচিত ॥৫

ছন্দ— মহামণি গাথা শিখি-পুচ্ছে চারু অঙ্গ সব তার মন চুরি করে।
পুর-নারী যত দেবতা-ভামিনী দাঁতে তৃণ কাটে বিলোকিয়া বরে ॥
মণিতে, বসনে, ভূষণে, বারিতে আরতি করিয়া শুভ গান গায়।
পুষ্প বর্ষি' দেব সূতে ও মাগধে তথা বন্দিজনে সুযশ শুনায় ॥১॥

ছন্দ— কুলদেব-স্থানে আনে বর-ক'নে সোহাগিনী-দল আনন্দ লভিয়া।
অতি প্রীতি-ভরে লোকাচার সব পালিতে লাগিল মঙ্গল গাহিয়া ॥
গ্রাস-দান রীতি পার্ব্বতী রামেরে, সারদা সীতারে শিখা'তে লাগিলা।
অন্তঃপুরচারী হাস্য ও বিলাসে রসেতে বিবশ,—জন্ম সফলিলা ॥২॥

ছন্দ— সীতা-হস্ত-মণি মাঝেতে হেরিয়া রামের মূরতি রূপের নিধান।
না নাড়েন বাহু, ভয় হয় তাঁর, দর্শন-বিরহ বুঝি পাছে পা'ন ॥
কৌতুক, আমোদ, প্রমোদ ও প্রেম ক'হা নাহি যায় জানে সখীগণ ॥
বর ও ক'নেকে চারু সখীদল যাত্রীবাসে ল'য়ে চলেন তখন ॥৩॥

ছন্দ— বরাশিস্-বাণী সর্ব্বত্র শুনিয়া পুর নভঃস্থল আনন্দে ভরিল।
'চিরজীবী হোন্ চারু চারি জোড়' প্রমুদিত মনে সকলে কহিল ॥
যোগীন্দ্র ও সিদ্ধ, মুনীশ ও দেবে প্রভুরে হেরিয়া দুন্দুভি ধ্বনিল।
হরষিত মনে বরষিয়া ফুল সবে নিজলোকে 'জয়' উচ্চারিল ॥৪॥

দোহা— বধূগণ সহ সকল কুমার আসিয়া মিলিল পিতৃ-পাশ।
মঙ্গল শোভাতে মহানন্দে ভরি' উথলিল যেন জনবাস ॥৬২৭

সারমর্ম—সীতার প্রেম পিয়াসী চোখ রামের অপরূপ রূপ দেখিতেছিল। রামের পীতবস্ত্র পরিধানে, কিঙ্কিনী পীত কটিসূত্রে বাঁধা, অলঙ্কার, উপবীত ও উত্তরীয় হরিদ্রাবর্ণ, উত্তরীয়-প্রান্ত মণি-মুক্তা-খচিত, পদ্মচক্ষু, কুণ্ডলযুক্ত কর্ণ, শোভাময় মুখ, সুন্দর ভ্রূ, নাক, তিলক সকলই অতিশয় শোভা বিকীরণ করিতেছিল। সমগ্র শরীরের শোভার আতিশয্যে অমঙ্গল না হয় এজন্য দেবনারী ও পুরনারীগণ দাঁতে তৃণ কাটিলেন। সোহাগিনী এয়োতি-দল মাঙ্গলিক গানে স্ত্রী-আচার করিতেছিলেন। পার্ব্বতী রামকে, সরস্বতী সীতাকে পরস্পর পরস্পরের গ্রাস আদান-প্রদান-আচার শিখাইতেছিলেন। হাসি-বিলাসে অন্তঃপুর ভরিয়া গেল। বর-কনে বাড়ীতে চলিয়া যাইবে বলিয়া সকলে চারি দম্পতিকে দীর্ঘজীবী হইবার আশীর্ব্বাদ দিল। অতঃপর বধূদিগকে লইয়া কুমারেরা পিতার নিকট আসিলেন ॥৩২৭॥

চৌ—পুনি জেবনার ভঈ বহু ভাঁতী। পঠএ জনক বোলাই বরাতী ॥
পরত পাঁবড়ে বসন অনূপা। সুতন্হ সমেত গবন কিয়ো ভূপা ॥১॥
সাদর সব কে পায় পখারে। জথাজোগু পীঢ়ন্হ বৈঠারে ॥
ধোএ জনক অবধপতি চরনা। সীলু সনেহ জাই নহিঁ বরনা ॥২॥
বহুরি রাম পদ পঙ্কজ ধোএ। জে হর হৃদয় কমল মহুঁ গোএ ॥
তীনিউ ভাই রাম সম জানী। ধোএ চরন জনক নিজ পানী ॥৩॥

আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে। বোলি সূপকারী সব লীন্হে ॥
সাদর লগে পরন পনবারে। কনক কীল মনি পান সঁবারে ॥৪॥

দোহা— সূপোদন সুরভী সরপি সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ছন মহুঁ সব কেঁ পরুসি গে চতুর সুআর বিনীত ॥৩২৮॥

বাংলা অর্থ—জেবনার—রান্না; পরত—পড়িল; পীঢ়ন্হ—পীড়ির উপর; গোত্র—গুপ্ত ছিল; পনবারে—পত্রনির্ম্মিত স্থালী; সরপি—সর্পি, ঘৃত; পরুসি গে—পরিবেশন করা হইল; সুআর—সূপকার, রন্ধনকারী; (চৌ—১-৪; দো—৩২৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—বিবিধ প্রকার হয় ভোজ্য আয়োজন। জনক করেন যাত্রিগণে আবাহন ॥
পাদ-রক্ষী বস্ত্র সেথা পড়ে অনুপম। সুতগণ সহ ভূপ করেন গমন ॥১॥
সাদরে সবার পদ করি' প্রক্ষালন। সবারে প্রদত্ত হ'ল উচিত আসন ॥
দশরথ পদ ধৌত করেন আপনি। শীল ও স্নেহের কথা কেমনে বাখানি ? ॥২
জনক আপনি রাম-পদ প্রক্ষালিল। যে চরণ-পদ্ম শিব হৃদয়ে রক্ষিল ॥
আর তিন ভা'য়ে তিনি রাম-সম জানি'। পদ-ধৌত করিলেন দিয়া নিজ পাণি ॥৩
দান ক'রে সবাকারে উচিত আসন। সূপকার-দলে নৃপ করে আবাহন ॥
পড়িতে লাগিল পাতা অতি সমাদরে। মণিপাত্র রচে স্বর্ণকীলে বিদ্ধ ক'রে ॥৪

দোহা— ডাল-ভাত সহ সুগন্ধিত ঘৃত সুমধুর হইল আনীত।
ক্ষণ-মধ্যে গেল পরিবেশ সারি সূপকার চতুর বিনীত ॥৩২৮

সারমর্ম্ম—বহুপ্রকার রন্ধন প্রস্তুত হইলে জনক বরযাত্রীদিগকে ডাকিলেন। রাজা দশরথ সপুত্রক রাস্তায় বিছান কাপড়ের উপর দিয়া চলিলেন। সকলের পা ধোয়ান হইল, জনক অযোধ্যাপতির পা ধোয়াইলেন, পরে জনক রামের পা ধোয়াইলেন যে পা শিবের হৃদয়ে থাকে। অতঃপর জনক অন্য তিন ভাইয়ের পাও ধোয়াইলেন। রাজা সকলকে আসন দিয়া পাতা করিতে বলিলেন ও সুস্বাদু অন্ন পরিবেশন করা হইল ॥৩২৮॥

চৌ—পঞ্চ কবল করি জেবন লাগে। গারি গান সুনি অতি অনুরাগে ॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানে। সুধা সরিস নহিঁ জাহিঁ বখানে ॥১॥
পরুসন লগে সুআর সুজানা। বিঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা ॥
চারি ভাঁতি ভোজন বিধি গাঈ। এক এক বিধি বরনি ন জাঈ ॥২॥
ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী। এক এক রস অগনিত ভাঁতী ॥
জেবঁত দেহিঁ মধুর ধুনি গারী। লৈ লৈ নাম পুরুষ অরু নারী ॥৩॥
সময় সুহাবনি গারি বিরাজা। হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা ॥
এহি বিধি সবহীঁ ভোজনু কীন্হা। আদর সহিত আচমনু দীন্হা ॥৪॥

দোহা— দেই পান পূজে জনক দসরথু সহিত সমাজ।
জনবাসেহি গবনে মুদিত সকল ভূপ সিরতাজ ॥৩২৯॥

বাংলা অর্থ—জেবন লাগে—আহার করিতে লাগিল ; পরেঁ—পড়ে ; জেবঁত—খাইতে খাইতে ; আচমন্ু—আঁচাইবার জল ; সিরতাজ—শিরোমণি ; (দো—৩২৯ পঃ)

চৌ—পঞ্চ গ্রাস সারি সবে আহার করিছে। ব্যঙ্গরূপী নারীগানে মানস ভরিছে ॥
বহুধা পাচকগণ পরিবেষ্টা হয়। অমৃত-সদৃশ সব, বাখানি কে কয় ? ॥১॥
বহু বিজ্ঞ সূপকার পরিবেষ্টা হয়। বিবিধ ব্যঞ্জন কে বা করে পরিচয় ? ॥
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্যে বিধি চার। এক এক বিধি নামে বিবিধ প্রকার ২॥
ছয় রসে ব্যঞ্জন যে বিবিধ প্রকার। এক এক রসে বহু, গণে সাধ্য কার ? ॥
নারীজনে ব্যঙ্গ করে সুমধুর স্বরে। পুরুষ-নারীর নামে, নাম ধ'রে ধ'রে ॥৩
রঙ্গ-অবসর তাহা জানি' সমুচিত। নৃপদলে হাসে শুনি' সমাজ-সহিত ॥
হেনমতে সমাপিলে ভোজন সাদরে। জনক দিলেন বারি আচমন-তরে ॥৪॥

দোহা— পান হাতে দিয়া পূজেন জনক দশরথ-সহ সর্ব্বজনে।
নৃপ-শিরোমণি প্রমুদিত হ'য়ে চলে জন-নিবাস ভবনে ॥৩২৯॥

সারমর্ম্ম—সকলের আহার চলিল। অনুরাগ-ভরা গালির ব্যঙ্গের চলিল। সুন্দর ব্যঞ্জন চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় অসংখ্য প্রকার পরিবেশন করা হইল। ছ' রসের ব্যঞ্জন ; এক এক রসের আবার বিচিত্রভাবে প্রস্তুত ছিল। পুরুষ ও নারীর নাম লইয়া নারী-দলের গালাগালির মিষ্টতাতেও হাস্যরস পরিবেশন করা হইল। আচমনান্তে তাম্বুল লইয়া বরযাত্রীবাসে দশরথ ও অন্যান্য সকলে চলিলেন ॥৩২৯॥

চৌ—নিত নূতন মঙ্গল পুর মাহীঁ। নিমিষ সরিস দিন জামিনি জাহীঁ ॥
বড়ে ভোর ভুপতিমনি জাগে। জাচক গুন গন গাবন লাগে ॥১॥
দেখি কুঅঁর বর বধুন্হ সমেতা। কিমি কহি জাত মোদু মন জেতা ॥
প্রাতক্রিয়া করি গে গুর পাহীঁ। মহাপ্রমোদু প্রেমু মন মাহীঁ ॥২॥
করি প্রনামু পূজা কর জোরী। বোলে গিরা অমিঅঁ জনু বোরী ॥
তুম্হরী কৃপাঁ সুনহু মুনিরাজা। ভয়উঁ আজু মৈঁ পূরনকাজা ॥৩॥
অব সব বিপ্র বোলাই গোসাঈঁ। দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাঈঁ ॥
সুনি গুর করি মহিপাল বড়াঈ। পুনি পঠএ মুনি বৃন্দ বোলাঈ ॥৪॥

চৌ— বামদেব অরু দেবরিষি বালমীকি জাবালি।
আএ মুনিবর নিকর তব কৌসিকাদি তপসালি ॥৩৩০॥

বাংলা অর্থ—বোরী—নিমজ্জিত ; তপসালী—তপস্বী ; (চৌ—১-৪ ; দো—৩৩০)

চৌ—নূতন মঙ্গলে নিত্য নগর ভরিল। নিমেষ-সদৃশ দিন-যামিনী যাপিল ॥
নৃপ-মণি প্রাতে যবে হ'ন জাগরিত। প্রার্থিগণ-গুণগানে কাল মুখরিত ॥১॥
হেরিয়া কুমার চারি সহ বধূগণ। দশরথ-নৃপ-সুখ না যায় বর্ণন ॥
প্রাতঃ-ক্রিয়া সমাপিয়া গুরু-পাশ যা'ন। মানস বিভোর প্রেমে প্রমোদ মহান্ ॥২

প্রণাম, পূজন করি', করি' যুক্ত কর। অমৃত-সিঞ্চিত বাণী ক'ন নৃপবর॥
মুনি-রাজ! শুন তুমি কৃপায় তোমার। মনস্কাম পূর্ণ মম হইল এবার ॥৩॥
ওহে প্রভু! এবে সব ব্রাহ্মণে ডাকিয়া। ধেনু দাও সবাকারে ভাল সাজাইয়া॥
মহীপাল-বাণী শুনি' গুরু প্রশংসিলা। মুনিগণ সবাকারে ডাকিয়া আনিলা ॥৪

দোহা— ঋষি বামদেব, দেবর্ষি বাল্মীকি, জাবালি প্রভৃতি মুনিগণ।
মুনি-বর-পাশ তপস্বী কৌশিক আদি সবে করে আগমন ॥৩৩০॥

সারমর্ম্ম—নগরে মঙ্গল উৎসব নিত্য নূতন চলিল, দিবারাত্রি নিমেষের মধ্যে যেন চলিয়া গেল। প্রত্যুষে জাগরণকালে যাচকদের গুণগান চলিল। রাজা প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া গুরুর নিকট গিয়া কহিলেন,—মুনিরাজ আপনার কৃপায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণকে গাভী দানের ব্যবস্থা করুন। তখন গুরু মুনিগণকে আহ্বান করিলে নারদ, জাবালি বিশ্বামিত্র আদি তপস্বীরা আসিলেন ॥৩৩০॥

চৌ—দণ্ড প্রনাম সবহি নৃপ কীন্হে। পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হে॥
চারি লচ্ছ বর ধেনু মগাঈঁ। কামসুরভি সম সীল সুহাঈঁ ॥১॥
সব বিধি সকল অলঙ্কৃত কীন্হীঁ। মুদিত মহিপ মহিদেবন্হ দীন্হীঁ॥
করত বিনয় বহু বিধি নরনাহু। লহেউঁ আজু জগ জীবন লাহু ॥২॥
পাই অসীস মহীসু অনন্দা। লিএ বোলি পুনি জাচক বৃন্দা॥
কনক বসন মনি হয় গয় স্যন্দন। দিএ বূঝি রুচি রবিকুলনন্দন ॥৩॥
চলে পঢ়ত গাবত গুন গাথা। জয় জয় জয় দিনকর কুল নাথা॥
এহি বিধি রাম বিআহ উছাহু। সকই ন বরনি সহস মুখ জাহু ॥৪॥

দোহা— বার বার কৌসিক চরন সীসু নাই কহ রাউ।
যহ সবু সুখু মুনিরাজ তব কৃপা কটাচ্ছ পসাউ ॥৩৩১॥

বাংলা অর্থ—মহিদেবন্হ—ব্রাহ্মণগণকে ; পঢ়ত—উচ্চারণ করিয়া ; কটাচ্ছ—কটাক্ষ ; পসাউ—প্রসাদ ; মহীসু—মহীশ, রাজা ; (দো—৩৩১ পর্য্যন্ত)

চৌ—নৃপ করি' সবাকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। করেন সপ্রেমে পূজি বরাসন দান॥
আনিলেন চারি লক্ষ তদা ধেনুবর। কামধেনু-সম শীলে স্বভাব-সুন্দর ॥১॥
তা'সবারে করিলেন নৃপ সুভূষিত। সব বিপ্রবরে দেন হ'য়ে প্রমুদিত॥
বিনয় করিয়া বহু নরনাথ ক'ন। ধরাতে লভিনু এবে সার্থক জনম ॥২॥
বিপ্র-আশীর্ব্বাদে নৃপ আনন্দে ভরিলা। যাচকের দলে পুন আহ্বান করিলা॥
কনক, বসন, মণি, হয়, হস্তী, রথ। রবি-কুল-নৃপ দিলা বুঝি' মনোরথ ॥৩॥
কহে আর চলে সবে গাহি' গুণ-গান। 'জয় হোক্, জয় হোক্', সূর্য্যবংশ-প্রাণ॥
এমনি উৎসাহ চলে রামের বিবাহে। বর্ণিতে সহস্র মুখ নাহি পারে যাহে ॥৪

দোহা— বার বার নমি' কৌশিক-চরণে রাজা ক'ন করিয়া বিনয়।
এই সব সুখ মুনিরাজ! তব করুণা-কটাক্ষে শুধু হয় ॥৩৩১॥

সারমর্ম—রাজা প্রণাম করিয়া আসন দিলেন এবং ঋষিগণকে সুসজ্জিত গাভী দিলেন এবং অন্য যাচকদিগকে ইচ্ছামত সোণা, কাপড়, মণি, ঘোড়া, হাতী, রথ, প্রভৃতি দিলেন। তাহারা গুণগান করিয়া দশরথের জয় দিতে লাগিল। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপার এই ফল বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ॥৩৩১॥

চৌ—জনক সনেহু সীলু করতূতী। নৃপু সব ভাঁতি সরাহ ৰিভূতী॥
দিন উঠি ৰিদা অবধপতি মাগা। রাখহিঁ জনকু সহিত অনুরাগা ॥১॥
নিত নূতন আদরু অধিকাঈ। দিন প্রতি সহস ভাঁতি পহুনাঈ॥
নিত নব নগর অনন্দ উছাহূ। দসরথ গবনু সোহাঈ ন কাহূ ॥২॥
বহুত দিবস বীতে এহি ভাঁতি। জনু সনেহ রজু বঁধে ৰরাতী॥
কৌসিক সতানন্দ তব জাঈ। কহা ৰিদেহ নৃপহি সমুঝাঈ ॥৩॥
অব দসরথ কহঁ আয়সু দেহূ। জদ্যপি ছাড়ি ন সকহু সনেহূ॥
ভলেহিঁ নাথ কহি সচিব ৰোলাএ। কহি জয় জীব সীস তিন্হ নাএ ॥৪॥

দোহা— অবধনাথু চাহত চলন ভীতর করহু জনাউ।
ভএ প্রেমৰস সচিব সুনি ৰিপ্র সভাসদ রাউ ॥৩৩২॥

বাংলা অর্থ—**সরাহ**—প্রশংসা করিলেন; **পহুনাঈ**—আতিথ্য; **ন সোহাই**—শোভা পায় না (ভাল লাগে না); **করউ জনাউ**—জানাইয়া দাও; (দো—৩৩২ পর্য্যন্ত)

চৌ—জনকের স্নেহ, শীল, বিভূতি, করম। সকল প্রকারে রাজা করে প্রশংসন॥
বিদায় মাগিলে প্রাতে করিয়া উত্থান। জনক সপ্রেমে তাঁ'রে ছাড়িতে না চান ॥১
নূতন আদর নিত্য বাড়িয়া চলিল। সহস্র আতিথ্য-বিধি তাহে যোগ দিল॥
নগরে চলিল নিত্য উৎসাহ নূতন। কারো ভাল নাহি লাগে নৃপতি-গমন ॥২
হেনমতে বহুদিন চলিল সকল। স্নেহ-পাশে বদ্ধ যেন বরযাত্রী-দল॥
কৌশিক ও সতানন্দ যাইয়া তখন। বুঝা'য়ে জনক-নৃপে কহেন বচন ॥৩॥
দশরথে যে'তে আজ্ঞা করুন প্রদান। যদ্যপি পিরীতি তাহে করে বাধা-দান॥
'ভাল কহ নাথ' বলি' মন্ত্রী আবাহিল। 'জয় জীব' কহি' শির সচিব নমিল ॥৪

দোহা— অযোধ্যা-নৃপতি বিদায় মাগেন অন্তঃপুরে করহ রটন।
শুনি' মন্ত্রী হ'ন প্রেমেতে বিবশ বিপ্র-নৃপ-সভাসদ্গণ ॥৩৩২॥

সারমর্ম—দশরথ জনকের কার্য্যাবলীর অশেষ প্রশংসা করিয়া প্রতিদিন প্রাতে বিদায় চাহিলে জনক প্রেমবশে তাহা অনুমোদন করিতেন না। বরং দিন দিন আতিথ্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। দশরথের বিদায় কেহই চাহিল না। এভাবে অনেকদিন চলিল শেষে সতানন্দ ও বিশ্বামিত্র জনককে ডাকিয়া বুঝাইয়া দশরথকে যাইবার অনুমতি দিতে কহিলেন। জনক তদনুসারে অন্দরমহলে জানাইলেন ॥৩৩২॥

চৌ—পুরবাসী সুনি চলিহি ৰরাতা। বূঝত বিকল পরস্পর বাতা॥
সত্য গবনু সুনি সব বিলখানে। মনহুঁ সাঁঝ সরসিজ সকুচানে ॥১॥

জহঁ জহঁ আবত বসে বরাতী। তহঁ তহঁ সিদ্ধ চলা বহু ভাঁতী ॥
বিবিধ ভাঁতি মেবা পকবানা। ভোজন সাজু ন জাই বখানা ॥২॥
ভরি ভরি বসহঁ অপার কহারা। পঠঈঁ জনক অনেক সুসারা ॥
তুরগ লাখ রথ সহস পচীসা। সকল সবাঁরে নখ অরু সীসা ॥৩॥
মত্ত সহস দস সিন্ধুর সাজে। জিন্হহিঁ দেখি দিসি কুন্জর লাজে ॥
কনক বসন মনি ভরি ভরি জানা। মহিষীঁ ধেনু বস্তু বিধি নানা ॥৪॥

দোহা— দাইজ অমিত ন সকিঅ কহি দীন্হ বিদেহঁ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি লোক সম্পদা থোরি ॥৩৩৩॥

বাংলা অর্থ—**বূঝত**—প্রশ্ন করিলেন ; **সিদ্ধ**—সিধা অর্থাৎ রন্ধনোপযোগী দ্রব্য ; **মেবা**—ফলমূল ; **বসহঁ**—বৃষ; **সুসারা**—চারু শয্যাদি ; **নখ অরু সীসা**—পায়ের নখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ; **সাজে সিন্ধুর**—সজ্জিত অশ্ব ; **কহার**—কৈবর্ত্ত দাস ; (দো—৩৩৩ পঃ)

চৌ—বর-যাত্রী যাবে ফিরি' শুনি' পুরজন। পরস্পর কহে সবে উদাস বচন ॥
সত্যই বিদায় শুনি' হেন দেখা গেল। সাঁঝের কমল যেন সঙ্কোচ লভিল ॥১
বর-যাত্রী আসিবার কালে বাস যেথা। বহু ভোজ্য, উপহার পঁহুচায় সেথা ॥
বিবিধ মেওয়া ফল, সুপক্ক মিঠাই। ভোজ্য-দ্রব্য বহু আসে, কেমনে বুঝাই ? ॥২
বৃষ-পৃষ্ঠে দ্রব্য সহ অগণ্য কাহার। নৃপতি পাঠান সাথে চারু শয্যাভার ॥
লক্ষ তুরঙ্গম, রথ পচিশ হাজার। সাজা'য়ে আপাদ-শির দিলেন সবার ॥৩
প্রমত্ত হাজার দশ কুঞ্জর সাজিল। তাহা দেখি' দিক্-হস্তী সরমে মরিল ॥
কনক-বসন-মণি ভারে ভারে যায়। ধেনু ও মহিষী নানা দ্রব্য গোণা দায় ॥৪

দোহা— অমিত যৌতুক কহা নাহি যায় দিলেন বিদেহ পুনর্ব্বার।
হেরি' মনে বুঝি' দিক্‌পাল-ধন তুলনাতে অল্পই তাহার ॥৩৩৩॥

সারমর্ম্ম—দশরথের গমন-বার্ত্তাতে নগরবাসী দুঃখিত হইল, নিজেদের মধ্যে তাহার আলাপ চলিল। যাত্রাপথে বরযাত্রীদের সঙ্গে পথের জন্য পক্কান্ন ও ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর দেওয়া হইল, তা ছাড়া জনক অসংখ্য ভারবাহী, বলদ ও শয্যাদিসহ রথ ও ঘোড়া পাঠাইলেন এবং গাড়ী গাড়ী সোণা, কাপড়, মাণিক্য, মণি, গাভী ও অন্যান্য দান-সামগ্রীও পাঠাইলেন ॥৩৩৩॥

চৌ—সবু সমাজু এহি ভাঁতি বনাঈ। জনক অবধপুর দীন্হ পঠাঈ ॥
চলিহি বরাত সুনত সব রানী। বিকল মীনগন জনু লঘু পানী ॥১॥
পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহীঁ। দেই অসীস সিখাবনু দেহী ॥
হোএহু সন্তত পিয়হি পিআরী। চিরু অহিবাত অসীস হমারী ॥২॥
সাসু সসুর গুর সেবা করেহূ। পতি রুখ লখি আয়সু অনুসরেহূ ॥
অতি সনেহ বস সখীঁ সয়ানী। নারি ধরম সিখবহিঁ মৃদু বানী ॥৩॥
সাদর সকল কুঅঁরি সমুঝাঈঁ। রানিন্হ বার বার উর লাঈঁ ॥
বহুরি বহুরি ভেটহি মহতারীঁ। কহহিঁ বিরঞ্চি রচীঁ কত নারীঁ ॥৪॥

দোহা— তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত রামু ভানু কুল কেতু।
চলে জনক মন্দির মুদিত বিদা করাবন হেতু ॥৩৩৪॥

বাংলা অর্থ—লঘু পানী—অল্প জলে (অবস্থিত) ; হোয়েহু—হও ; সিখাবনু—শিক্ষা ; অহিবাত—এয়োতি ; রুখ—অভিপ্রায় ; সিখবহি—শিখাইলেন ; কত—কেন ? করাবন—করান ; গোদ—কোল ; পিয়হি—প্রিয়ের (স্বামীর) ; (দো—৩৩৪ পর্য্যন্ত)

চৌ—বর-দলে হেনমতে বহুধা সাজা'য়ে। জনক অযোধ্যাপুরে দিলেন পাঠা'য়ে ॥
বর-যাত্রী চলে শুনি' রাণীরা সকল। স্বল্প জলে মীন-সম হইল বিকল ॥১॥
পুনঃ পুনঃ জানকীরে অঙ্কেতে লইয়া। শিখাইয়া দেন তাঁরে স্নেহাশিস্ দিয়া ॥
আজীবন হ'বে তুমি পতির পিয়ারী। চির-আয়ুষ্মতী হও আশীর্ব্বাদ করি ॥২
শ্বশুর, শাশুড়ী তথা গুরুরে সেবিবে। পতি-ইচ্ছা অনুসরি আদেশ পালিবে ॥
সুচতুর সখীগণ স্নেহ-ভরা মনে। নারী-ধর্ম্ম শিক্ষা দিল মধুর বচনে ॥৩॥
কুমারীরা সবে মিলি' সাদরে বুঝায়। রাণীগণ বার বার হৃদে ধরে তায় ॥
মাতৃগণ পুনঃ পুনঃ কন্যা নিরখিল। আর কহে—'কেন বিধি নারীরে সৃজিল ?' ॥৪

দোহা— সেই অবসরে সহ ভ্রাতৃগণ রামচন্দ্র ভানু-কুল-কেতু।
জনক-মন্দিরে মুদিত চলিলা গমনে বিদায়-লাভ-হেতু ॥৩৩৪॥

সারমর্ম্ম—এইভাবে বরযাত্রীদল সাজাইয়া জনক সকলকে অযোধ্যাপুরী পাঠাইলেন। সকলে ব্যথিত হইল। স্ত্রী-মহলে সকলে সীতাকে কোলে লইয়া আশীর্ব্বাদ দিল,—সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় ও চিরায়ুষ্মতী হও। তাঁহারা শশুর-শাশুড়ীকে সেবা, স্বামীর ইচ্ছায় অনুবর্ত্তন-বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। রাণীরা আদর করিয়া কন্যাদিগকে বুকে লইলেন এবং বলিলেন,—কেন যে ব্রহ্মা স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন ? এ সময় রামচন্দ্রও বিদায় লইবার জন্য জনকপুরীতে গেলেন ॥৩৩৪॥

চৌ—চারিউ ভাই সুভায়ঁ সুহাএ। নগর নারি নর দেখন ধাএ ॥
কোউ কহ চলন চহত হহিঁ আজূ। কীন্হ বিদেহ বিদা কর সাজূ ।১॥
লেহু নয়ন ভরি রূপ নিহারী। প্রিয় পাহুনে ভূপ সুত চারী ॥
কো জানৈ কেহিঁ সুকৃত সয়ানী। নয়ন অতিথি কীন্হে বিধি আনী ॥২॥
মরনসীলু জিমি পাব পিঊষা। সুরতরু লহৈ জনম কর ভূখা ॥
পাব নারকী হরিপদু জৈসেঁ। ইন্হ কর দরসনু হম কহঁ তৈসেঁ ॥৩॥
নিরখি রাম সোভা উর ধরহূ। নিজ মন ফনি মূরতি মনি করহূ ॥
এহি বিধি সবহি নয়ন ফলু দেতা। গএ কুঅঁর সব রাজ নিকেতা ॥৪॥

দোহা— রূপ সিন্ধু সব বন্ধু লখি হরষি উঠা রনিবাসু।
করহিঁ নিছাবরি আরতী মহা মুদিত মন সাসু ॥৩৩৫॥

বাংলা অর্থ—চহত হহিঁ—চাহিতেছে ; বিদা কর—বিদায়ের ; পাহুনে—অতিথি-

গণ; **পাব**—পায়; **পিঊষা**—পীযূষ, অমৃত; **ভুখা**—ক্ষুধা; **নারকী**—পাতকী; **নিছাবরি**—উপঢৌকন দান; **লখি**—লক্ষ্য করিয়া; **হম কহঁ**—আমাদের জন্য; (দো—৩৩৫-পর্য্যন্ত)

চৌ—ভাই চারি জন সবে স্বভাব সুন্দর। নগরে দেখিতে ধায় যত নারী নর॥
কেহ কহে,—যেতে চা'ন এঁরা সবে আজ। সাজান বিদেহ-রাজ বিদায়ের সাজ॥১
নেহারিয়া লও রূপ ভরিয়া নয়ন। প্রিয় এ' অতিথি চারি নৃপতি-নন্দন॥
ওহে সখি! কিবা জানি কোন্ পুণ্য-বলে। নয়ন-অতিথি বিধি করে এ' সকলে॥২
যেমনি মুমূর্ষু জনে অমৃত-প্রাপ্তিতে। সুরতরু লাভ যথা আজন্ম ক্ষুধিতে॥
হরি-পদ লভি' ভুঞ্জে নারকী যেমন। তেমনি বুঝিনু মোরা এই দরশন॥৩॥
রাম-শোভা নিরখিয়া হিয়া-মাঝে ধর। নিজ-মনে ফণি মানি' রামে মণি কর॥
হেনমতে সবাকার আঁখি ভরি' দিয়া। নৃপ-গৃহে চারি বর গেল পঁহুছিয়া॥৪॥

দোহা— রূপের সাগর সব ভা'য়ে হেরি হরষিত অন্তঃপুর-জন।
বরণ-আরতি প্রমুদিত মনে করিল যতেক শ্বশ্রূগণ॥৩৩৫॥

সারমর্ম্ম—নগরের স্ত্রী পুরুষ চারি ভাইকে দেখিতে গেল এবং তাঁহাদের বিদায়বার্ত্তা আলাপ করিল। তাহারা বহু ভাগ্য বলে এই রাজপুত্রদের দর্শন পাইয়াছে বলিয়া বলাবলি করিল। সকলের শোভা বিশেষতঃ রামের রূপ দেখিয়া কারো বিদায় দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। রাজ-অন্তঃপুরে সকলকে দেখিয়া আনন্দের কলরব উঠিল। শাশুড়ীরা সন্তুষ্ট মনে সকলকে সাজাইয়া দিলেন॥৩৩৫॥

চৌ—দেখি রাম ছবি অতি অনুরাগী। প্রেমবিবস পুনি পুনি পদ লাগী॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাঈ। সহজ সনেহু বরনি কিমি জাঈ॥১॥
ভাইন্হ সহিত উবটি অন্হবাএ। ছরস অসন অতি হেতু জেবাঁএ॥
বোলে রামু সুঅবসরু জানী। সীল সনেহ সকুচময় বানী॥২॥
রাউ অবধপুর চহত সিধাএ। বিদা হোন হম ইহাঁ পঠাএ॥
মাতু মুদিত মন আয়সু দেহূ। বালক জানি করব নিত নেহূ॥৩॥
সুনত বচন বিলোখেউ রনিবাসূ। বোলি ন সকহিঁ প্রেমবস সাসূ॥
হৃদয়ঁ লগাই কুঅঁরি সব লীন্হী। পতিন্হ সৌঁপি বিনতী অতি কীন্হী॥৪॥

ছঃ— করি বিনয় সিয় রামহি সমরপী জোরি কর পুনি পুনি কহৈ।
বলি জাউঁ তাত সুজান তুম্হ কহুঁ বিদিত গতি সবকী অহৈ॥
পরিবার পুরজন মোহি রাজহি প্রানপ্রিয় সিয় জানিবী।
তুলসীস সীলু সনেহু লখি নিজ কিঙ্করী করি মানিবী॥

দোহা— তুম্হ পরিপুরন কাম জান সিরোমনি ভাবপ্রিয়।
জন গুন গাহক রাম দোষ দলন করুনায়তন॥৩৩৬॥

বাংলা অর্থ—**ছাই**—ছাইল, ভরিল; **জেবাঁএ**—ভোজন করিলেন; **সিধাএ**—

চলিয়া যাইতে ; হোন—হইতে ; বিলখেউ—উদাস হইলেন ; সৌঁপি—সঁপিয়া ; অহৈ—রহে ; তুলসীস—তুলসীর স্বামী (রামচন্দ্র) ; উবটি—উদ্বর্ত্তন করিয়া ; (দো—৩৩৬ পঃ)

চৌ—হেরিয়া রামের ছবি প্রীতি-অনুরাগে। প্রেমেতে বিবশ পদ ধরিবারে লাগে ॥
মনে না রহিল লাজ, প্রেমে হিয়া ছায়। সহজ পিরীতি-রীতি বর্ণনে না যায় ॥১
উদ্বর্ত্তন-কৃত্য সারি' স্নান সমাপিলা। অতি প্রেমে ছয় রসে ভোজন দানিলা ॥
রাম সবে কহে চারু অবসর জানি'। সসঙ্কোচে শীল রাখি' স্নেহ-ভরা বাণী ॥২
অযোধ্যার পুরে রাজা এবে যে'তে চা'ন। সবারে বিদায় নিতে এখানে পাঠা'ন ॥
হে মাতঃ! মুদিত মনে অনুমতি দিবে। বালক জানিয়া নিত্য পিরীতি রাখিবে ॥৩
অন্তঃপুর-নারীগণ শুনি' দুঃখে ভরে। স্নেহবশ শ্বশ্রূগণে কথা নাহি সরে ॥
হৃদয়ে কুমারীগণে করে আলিঙ্গন। পতিগণে সঁপে কহি বিনয়-বচন ॥৪॥

ছন্দ— সবিনয়ে রামে সীতারে সঁপিয়া করযোড়ে পুন কহে সুবিনীত।
শপথ করহ সহৃদয় তাত! সবাকার গতি তোমার বিদিত ॥
পুরবাসীদের, মোর, স্বজনের, রাজারো সীতারে প্রাণ-প্রিয় জানি।
হে তুলসী-নাথ! শীল স্নেহ হেরি' স্ব-কিঙ্করী করি' তারে লবে মানি' ॥

দোহা— তুমি পূর্ণকাম জ্ঞানি-শিরোমণি ভাবের গ্রহণ স্বভাব তোমার।
গুণের গ্রাহক দোষে দলি' তুমি হে রাম! হইবে করুণা-আধার ॥৩৩৬

সারমর্ম—শাশুড়ী রামের রূপ দেখিয়া প্রীতিভরে বিকল হইয়া পা ধরিতেছিলেন, লজ্জা চলিয়া গেল। স্বাভাবিক প্রেমে মন ভরিয়া উঠিল। রামসহ ভাইদের হলুদ তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া প্রীতির সহিত ভোজন করাইলেন। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাম সসঙ্কোচে বলিলেন,—রাজা বিদায় লইতে পাঠাইয়াছেন। মাতঃ! প্রসন্ন মনে বিদায় দিন। এ কথা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসীর মন দুঃখে ভরিয়া গেল, শাশুড়ী কথাই বলিতে পারিলেন না। সীতাকে রামের হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—সীতা আমাদের সকলের প্রিয়, উহার প্রেম ও শীল লক্ষ্য করিয়া নিজের দাসী করিয়া লবে। হে রাম। তুমি সর্ব্বকামনা পূর্ণ কর তুমি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ও ভক্তের গুণ গ্রহণ কর তুমি দয়ার সাগর ॥৩৩৬॥

চৌ—অস কহি রহী চরন গহি রানী। প্রেম পঙ্ক জনু গিরা সমানী ॥
সুনি সনেহসানী বর বানী। বহুবিধি রাম সাসু সনমানী ॥১॥
রাম বিদা মাগত কর জোরী। কীন্হ প্রনামু বহোরি বহোরী ॥
পাই অসীস বহুরি সিরু নাঈ। ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ ॥২॥
মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী। ভঈঁ সনেহ সিথিল সব রানী ॥
পুনি ধীরজু ধরি কুঅঁরি হঁকারীঁ। বার বার ভেটহিঁ মহতারীঁ ॥৩॥
পহুঁচাবহিঁ ফিরি মিলহিঁ বহোরী। বঢ়ী পরস্পর প্রীতি ন থোরী ॥
পুনি পুনি মিলত সখিন্হ বিলগাঈ। বাল বচ্ছ জিমি ধেনু লবাঈ ॥৪॥

দোহা— প্রেমবিবস নর নারি সব সখিন্হ সহিত রনিবাস্থ।
মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর করুনা বিরহঁ নিবাস্থ ॥৩৩৭॥

বাংলা অর্থ—সমানী—মিলিয়া গেল; হঁকারী—ডাকিয়া; বিলগাঈ—পৃথক্ করিলেন; লবাঈ—লওয়ায় (পৃথক্ করিয়া); বচ্ছ—বৎস; (দো—৩৩৭-পঃ)

চৌ—হেন কহি' পদে ধরি' চুপ রহে রাণী। প্রেমের পঙ্কেতে যেন ডুবে গেল বাণী ॥
শুনি' স্নেহ-মাখা সেই বচন মধুর। রাম শাশুড়ীরে মান দানিলা প্রচুর ॥১॥
কর-যোড়ে রঘুনাথ বিদায় মাগিলা। পুনঃ পুনঃ শ্বশ্রূগণে প্রণাম করিলা ॥
আশিস্ লভিয়া পুনঃ নত করি শির। ভ্রাতৃগণ-সহ চলে তদা রঘুবীর ॥২॥
মধুর-মূরতি চারু-হিয়া মাঝে আনি'। স্নেহেতে শিথিল হ'ন যত সব রাণী ॥
আবাহি' কুমারী-গণে পুন ধৈর্য্য ধরি'। মাতৃগণ মিলিলেন আলিঙ্গন করি' ॥৩
পঁহুছিয়া দিয়া পুন চান আলিঙ্গিতে। পরস্পর প্রীতি তাহে লাগিল বাড়িতে ॥
সখীগণে বাধা দিলে মিলিবারে চায়। বাল-বৎস মিলিবারে গাভী যথা ধায় ॥৪

দোহা— প্রেমেতে বিবশ নর-নারী সব সহ সখী অন্তঃপুরজন।
মানি' লও যেন জনকের পুর করুণা ও বিরহ-ভবন ॥৩৩৭॥

সারমর্ম—একথা বলিয়া রাণী এমনভাবে রামের পায়ে পড়িলেন যে প্রীতির মধ্যে তাঁহার বাক্য ডুবিয়া গেল। রাম শাশুড়ীকে মান দেখাইয়া হাতযোড় করিয়া বিদায় চাহিলেন ও প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ লইয়া ভাইদের সহিত রামচন্দ্র চলিলেন। কোমল মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া রাণীরা স্নেহে অবশ হইলেন। মায়েরা কুমারীদের আগাইয়া দিয়া পুনরায় দেখিতে লাগিলেন, করুণা ও বিরহে রাজ-অন্তঃপুর ভরিয়া গেল ॥৩৩৭॥

চৌ—স্থক সারিকা জানকী জ্যাএ। কনক পিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়াএ ॥
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী। স্থনি ধীরজু পরিহরই ন কেহী ॥১॥
ভঁএ বিকল খগ মৃগ এহি ভাঁতী। মনুজ দসা কৈসেঁ কহি জাতী ॥
বন্ধু সমেত জনকু তব আএ। প্রেম উমগি লোচন জল ছাএ ॥২॥
সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী। রহে কহাবত পরম বিরাগী ॥
লীন্হি রায়ঁ উর লাই জানকী। মিটী মহা মরজাদ গ্যান কী ॥৩॥
সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে। কীন্হ বিচারু ন অবসর জানে ॥
বারহিঁ বার স্থতা উর লাঈঁ। সজি স্থন্দর পালকীঁ মগাঈ ॥৪॥

দোহা— প্রেমবিবস পরিবারু সবু জানি স্থলগন নরেস।
কুঅঁরি চঢ়াঈঁ পালকিন্হ স্থমিরে সিদ্ধি গনেস ॥৩৩৮॥

বাংলা অর্থ—জ্যাএ—পালন পোষণ করিয়াছেন; ভাগী—পলাইল, ত্যাগ পাইল; মরজাদ—মর্য্যাদা সীমা; সজি—সজ্জিত; মগাঈ—আনাইলেন; লগন—লগ্ন; স্থমিরে—স্মরণ করিলেন; কহাবত—কিম্বদন্তী; মিটী—মিটিল; (দো—৩৩৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—শুক-শারী যে দু'টিরে জানকী পুষিলা। কনক পিঞ্জরে রাখি' বুলি শিখাইলা॥
পুছেন ব্যাকুল তারা বৈদেহী কোথায় ?। শুনিয়া সেকথা সবে ধীরতা হারায় ॥১
হেনমতে খগ-মৃগ হইল বিকল। কেমনে মনুষ্য-দশা বলিব সকল॥
জনক করেন ভ্রাতৃ-সহ আগমন। প্রেম উথলিয়া অশ্রু ছাইল নয়ন ॥২॥
জানকীরে হেরি' নৃপ ধীরতা ত্যজিলা। পরম বিরাগী ব'লে যার খ্যাতি ছিলা॥
জানকীরে বক্ষ 'পরে নৃপতি লইল। জ্ঞানের মর্য্যাদা সেথা সর্ব্বথা টুটিল ॥৩
সুমতি সচিব সব নৃপে বুঝাইল। শোক-কাল নহে নৃপ বিচারে মানিল॥
হিয়া-মাঝে বার বার ধরে তনয়ারে। পাল্‌কী সাজাইয়া সেথা কহে আনিবারে ॥৪

দোহা— প্রেমেতে বিবশ পরিবার সব লগ্ন-কাল জানিয়া নৃপতি।
চড়া'য়ে তাহারে শিবিকা উপরে স্মরিলেন সিদ্ধ-গণপতি ॥৩৩৮॥

সারমর্ম্ম—সীতার পোষা তোতাও 'সীতা কোথায়' জিজ্ঞাসা করিলে সকলের ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। পশুপক্ষীর ব্যাকুলতা যেখানে এইরূপ সেখানে মানুষের অবস্থা কে বর্ণনা করিবে? জনকও ভাই সহ আসিলেন তাঁহাদেরও চোখে জল আসিল। পরম বিরাগী বলিয়া জনকের খ্যাতি ছিল কিন্তু সীতাকে দেখিয়া তাঁহারও ধৈর্য্য নষ্ট হইল, বুদ্ধিমান্ সচিবেরা বুঝাইলে তিনি ইহা উপযুক্ত সময় নয় বুঝিয়া স্থির মনে পাল্কী আনিতে উপদেশ দিলেন। পাল্কী আসিলে সীতাকে পাল্কীতে চড়াইয়া সিদ্ধিদাতাকে স্মরণ করিলেন ॥৩৩৮॥

চৌ—বহুবিধি ভূপ সুতা সমুঝাঈঁ। নারিধরমু কুলরীতি সিখাঈঁ॥
দাসীঁ দাস দিএ বহুতেরে। সুচি সেবক জে প্রিয় সিয় কেরে ॥১॥
সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী। হোহিঁ সগুন সুভ মঙ্গল রাসী॥
ভূসুর সচিব সমেত সমাজা। সঙ্গ চলে পহুঁচাবন রাজা ॥২॥
সময় বিলোকি বাজনে বাজে। রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে॥
দসরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে। দান মান পরিপূরন কীন্হে ॥৩॥
চরন সরোজ ধূরি ধরি সীসা। মুদিত মহীপতি পাই অসীসা॥
সুমিরি গজাননু কীন্হ পয়ানা। মঙ্গল মূল সগুন ভএ নানা ॥৪॥

দোহা— সুর প্রসূন বরষহিঁ হরষি করহিঁ অপছরা গান।
চলে অবধপতি অবধপুর মুদিত বজাই নিসান ।৩৩৯॥

বাংলা অর্থ—**পহুচাবন**—পৌঁছাইতে; **সাজে**—সাজাইলেন; **পয়ানা কীন্হ**—প্রস্থান করিলেন; **বরাতিন্হ**—বরযাত্রীদল; **ধূরি**—ধূলি; (দো—৩৩৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—বিবিধ প্রকারে নৃপ সীতারে বুঝান। নারী-ধর্ম্ম, কুলরীতি তাহারে শিখান॥
দাস, দাসী বহু সংখ্যা সঙ্গে দিলা তা'র। যারাই সেবিকা ছিল সুন্দরী সীতার ॥১
পুরজনে ব্যগ্র হ'ল সীতা যাবে চ'লে। মঙ্গল-সূচক চিহ্ন হেরিলা সকলে॥
সচিব ও বিপ্র সবে সমাজ-সহিতে। নৃপ-সহ চলে তারে পৌঁছাইয়া দিতে ॥২

সময় বিলোকি' যবে বাজনা বাজিল। বর-যাত্রী রথ, গজ, অশ্ব সাজাইল ॥
দশরথ ডাকালেন যত বিপ্রগণ। দানে, মানে করিবারে অভীষ্ট-পূরণ ॥৩
শ্রীচরণ-ধুলি তাঁর মস্তকে ধরিয়া। নৃপতি মুদিত হ'ন আশিস্ লভিয়া ॥
চলিলেন গণেশেরে করি' নমস্কার। শুভ চিহ্ন হেরি' সেথা বিবিধ প্রকার ॥৪

দোহা— দেবে বর্ষে ফুল হরষিত হ'য়ে অপ্সরারা সঙ্গীত গাহিল।
অযোধ্যার পতি অযোধ্যা চলিলা, মহাশব্দে দামামা বাজিল ॥৩৩৯॥

সারমর্ম—রাজা সীতাকে বুঝাইয়া নারী ধর্ম্ম ও কুলরীতি শিখাইলেন এবং সীতার প্রিয় দাসীকে সঙ্গে দিলেন। সীতা যাত্রা করিলে পুরবাসী ব্যাকুল হইল। শুভ চিহ্ন দেখা গেল। সময় হইয়াছে দেখিয়া বরযাত্রীরা রথ, হাতী, ঘোড়া সাজাইয়া লইলেন। দশরথ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া নানা দানে ও মানদানে তুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণদের পদধূলি মস্তকে লইয়া রাজা আশীর্ব্বাদ লইলেন, অযোধ্যাপতি অযোধ্যা রওনা হইলেন ॥৩৩৯॥

চৌ—নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে। সাদর সকল মাগনে টেরে ॥
ভূষন বসন বাজি গজ দীন্‌হে। প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্‌হে ॥১॥
বার বার বিরিদাবলি ভাষী। ফিরে সকল রামহি উর রাখী ॥
বহুরি বহুরি কোসলপতি কহহীঁ। জনকু প্রেম বস ফিরৈ ন চহহীঁ ॥২॥
পুনি কহ ভূপতি বচন সুহাএ। ফিরিঅ মহীস দূরি বড়ি আএ ॥
রাউ বহোরি উতরি ভএ ঠাঢ়ে। প্রেম প্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে ॥৩॥
তব বিদেহ বোলে কর জোরী। বচন সনেহ সুধাঁ জনু বোরী ॥
করৌঁ কবন বিধি বিনয় বনাঈ। মহারাজ মোহি দীন্‌হি বড়াঈ ॥৪॥

দোহা— কোসলপতি সমধী সজন সনমানে সব ভাঁতি।
মিলনি পরসপর বিনয় অতি প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি ॥৩৪০॥

বাংলা অর্থ—**মাগনে**—যাচক; **টেরে**—ডাকিলেন; **ঠাঢ়ে কীন্‌হে**—সম্পদযুক্ত করিলেন; **বিরিদাবলি**—কুলকীর্ত্তি; **ফিরিঅ**—ফিরিয়া যাও; **ঠাঢ়ে ভএ**—দাড়াইলেন; **বোরী**—ডুবাইয়া; **বড়াই**—শ্রেষ্ঠতা; **ন সমাতি**—ধরে না; (দো—৩৪০ পর্য্যন্ত)

চৌ—শ্রেষ্ঠ যারা সবিনয়ে নৃপতি ফিরা'ন। সাদরে যাচকগণে সবারে ডাকা'ন ॥
ভূষণ, বসন, বাজি, গজ করি দান। প্রেম-ভরে সবাকারে সম্পন্ন করান ॥১
বার বার কুল-যশ গাহিতে গাহিতে। রামে হৃদে রাখি' সবে লাগিল ফিরিতে ॥
কোশলের পতি নৃপে ক'ন—'ফিরি যান'। জনক বিবশ প্রেমে ফিরিতে না চান ॥২
পুন ক'ন নরপতি বচন মধুর। ফিরে যাও, ওহে নৃপ! এ যে বহু দূর ॥
রাজা পুন অবতরি' ভূমি'পর র'ন। পিরীতি-প্রবাহ ঝরে হ'তে দু'নয়ন ॥৩॥
বিদেহ-নৃপতি ক'ন তদা যুক্ত-করে। সস্নেহ-বচনামৃতে নিমজ্জন ক'রে ॥
'বিনয় করিব বল কেমন করিয়া? মহারাজ! তুমি মোরে দিলে বাড়াইয়া' ॥৪

দোহা— কোশলের পতি সম্বন্ধী, স্বজনে মান দেন সকল প্রকার।
মিলে পরস্পর সবিনয়ে অতি হৃদয়ে না ধ'রে প্রীতি-ভার ॥৩৪০॥

সারমর্ম্ম—রাজা বিনয়বাক্যে শ্রেষ্ঠগণকে ফিরাইলেন এবং আদরের সহিত যাচক-বিদায় করিলেন। তাহারা রামের কথা স্মরণ করিয়া ফিরিল। দশরথ জনককে ফিরিতে বলিলেও জনক ফিরিতে চাহিতেছিলেন না। রাজার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাজা জনক হাত জোড় করিয়া স্নেহ-সুধা-মাখা বাক্যে বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে বাড়াইয়া দিয়া গেলেন। রাজা দশরথ সকলকে মান দিলেন, হৃদয়ে যেন তাঁর প্রীতি আর ধরে না ॥৩৪০॥

চৌ—মুনি মণ্ডলিহি জনক সিরু নাবা। আসিরবাদু সবহি সন পাবা ॥
সাদর পুনি ভেঁটে জামাতা। রূপ সীল গুন নিধি সব ভ্রাতা ॥১॥
জোরি পঙ্করুহ পানি সুহাএ। বোলে বচন প্রেম জনু জাএ ॥
রাম করৌঁ কেহি ভাঁতি প্রসংসা। মুনি মহেস মন মানস হংসা ॥২॥
করহিঁ জোগ জোগী জেহি লাগী। কোহু মোহু মমতা মদু ত্যাগী ॥
ব্যাপকু ব্রহ্মু অলখু অবিনাসী। চিদানন্দু নিরগুন গুন রাসী ॥৩॥
মন সমেত জেহি জান ন বানী। তরকি ন সকহিঁ সকল অনুমানী ॥
মহিমা নিগমু নেতি কহি কহঈ। জো তিহুঁ কাল একরস রহঈ ॥৪॥

দোহা— নয়ন বিষয় মো কহুঁ ভয়উ সো সমস্ত সুখ মূল।
সবই লাভু জগ জীব কহঁ ভএঁ ঈসু অনুকূল ॥৩৪১॥

বাংলা অর্থ—**জায়ে**—জন্ম নিল; **কোহু**—ক্রোধ; **ত্যাগী**—ত্যাগ করিয়া; **অলখু**—অব্যক্ত; **তরকি**—তর্ক করিতে; **জীব কহঁ**—জীবগণের; (দো—৩৪১ পর্য্যন্ত)

চৌ—মুনিগণে নত শিরে জনক নমিলা। সবা' হ'তে আশীর্ব্বাদ তখনি লভিলা ॥
সাদরে মিলেন পুন জামাতার দলে। রূপ-শীল-গুণ-নিধি ভ্রাতা যে সকলে ॥১
জুড়িয়া কমল-পাণি দু'টি মনোহর। কহেন বচন সবে অতি প্রেমপর ॥
কেমনে কহিব রাম-প্রশংসা বিশাল। মুনি-মহেশ্বর-মন-মানসে মরাল ॥২॥
করিছেন যোগী, যোগ যাঁহার লাগিয়া। অসূয়া-মমতা-মোহ-মদ তেয়াগিয়া ॥
অব্যক্ত ব্যাপক ব্রহ্ম যিনি অবিনাশী। চিদানন্দ গুণাতীত যিনি গুণরাশি ॥৩॥
বাক্-সহ মন যাঁরে জানিতে অক্ষম। অনুমানে বুঝে কিন্তু তর্কে না সুগম ॥
নিগমে মহিমা যা'র 'নেতি' কহি ক'ন। তিন কালে যেই জন এক রস র'ন ॥৪

দোহা— নয়ন-বিষয় হয়েছ আমার সেই তুমি সর্ব্বসুখ-মূল।
সকলই লাভ জীবেতে সম্ভবে হয় যদি ঈশ অনুকূল ॥৩৪১॥

সারমর্ম্ম—রাজা জনক মুনিদিগকে প্রণাম করিলেন, জামাতা ভাই ক'জনের সঙ্গে মিলিলেন এবং হাত জোড় করিয়া প্রীতিভরা কথায় রামকে বলিলেন,—তোমার প্রশংসা ভাষায় করার মত নয়, তুমি মহেশ্বরের ও মুনিগণের মানসসরের হংসস্বরূপ। যার জন্য

যোগিগণ ক্রোধ, মোহ, মমতা, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যোগরত হন, যিনি ব্যাপক ব্রহ্ম অদৃশ্য, শাশ্বত জ্ঞানানন্দময়, নির্গুণ ও সগুণ, যিনি মনবাক্যাতীত, তর্কের অগম্য, বেদ যাঁহাকে 'নেতি' দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমার চক্ষুর সম্মুখে। ঈশ্বর অনুকূল হইলে সকলই সুলভ।

চৌ—সবহি ভাঁতি মোহি দীন্হি বড়াঈ। নিজ জন জানি লীন্হ অপনাঈ ॥
হোহিঁ সহস দস সারদ সেষা। করহিঁ কলপ কোটিক ভরি লেখা ॥১॥
মোর ভাগ্য রাউর গুন গাথা। কহি ন সিরাহিঁ সুনহু রঘুনাথা ॥
মৈঁ কছু কহউঁ এক বল মোরেঁ। তুম্হ রীঝহু সনেহ সুঠি থোরেঁ ॥২॥
বার বার মাগউঁ কর জোরেঁ। মনু পরিহরৈ চরন জনি মোরেঁ ॥
সুনি বর বচন প্রেম জনু পোষে। পূরনকাম রামু পরিতোষে ॥৩॥
করি বর বিনয় সসুর সনমানে। পিতু কৌসিক বসিষ্ঠ সম জানে ॥
বিনতী বহুরি ভরত সন কীন্হী। মিলি সপ্রেম পুনি আসিষ দীন্হী ॥৪॥

দোহা— মিলে লখন রিপুসূদনহি দীন্হি অসীস মহীস।
ভএ পরসপর প্রেমবস ফিরি ফিরি নাবহিঁ সীস ॥৩৪২॥

বাংলা অর্থ—অপনাঈ লীন্হ—আপন করিয়া লইলে ; লেখা করহিঁ—বর্ণনা করে ; সিরাহিঁ—শেষ হয় ; রীঝহু—সন্তুষ্ট হও ; সুঠি—সুন্দর ভাবে ; পরিহরৈ—পরিহার অর্থাৎ ত্যাগ করে ; রিপুসূদনহিঁ—শত্রুঘ্নকে ; সীস—শির ; (দো—৩৪২ পর্য্যন্ত)

চৌ—সকল প্রকারে মোরে দিলে বাড়াইয়া। ল'য়েছ আপন করি' স্বজন জানিয়া ॥
অযুত সারদা আর অনন্ত হইলে, কোটি-কল্প ধরি' তাঁরা বর্ণনা করিলে ॥১॥
মম ভাগ্য-কথা তথা তব গুণ গাথ, শেষ না হইবে শুন, ওহে রঘুনাথ ! ॥
আমি কিছু কহি—এক বল যে আমার। স্বল্প-স্নেহে হেরি বহু তোষণ তোমার ॥২
যুক্ত-করে এই মম রহিল প্রার্থন। ভ্রমে যেন তব পদ ভুলি না কখন ॥
নৃপবর-বাণী শুনি' প্রেমেতে বিভোর। পূর্ণকাম রাম তুষ্টি লভিলেন ঘোর ॥৩
শ্বশুরে বিনতি করি' রাম তাঁরে মানে। কৌশিক-বশিষ্ঠ তথা পিতৃ-সম জানে ॥
নৃপ পুন ভরতেরে বিনতি করিলা। মিলিয়া সপ্রেমে পুন আশার্ব্বাদ দিলা ॥৪

দোহা— লক্ষ্মণ সহিত শত্রুঘনে নিজ আশীর্ব্বাদ দিলেন নৃপতি।
প্রেমেতে বিবশ হ'ন পরস্পর পুন দোঁহা শির করি নতি ॥৩৪২॥

হে রাম ! তুমি আমাকে সর্ব্বপ্রকারে বাড়াইয়া দিয়াছ এবং আপনার করিয়াছ। দশ সহস্র সরস্বতী ও অনন্ত আমার ভাগ্য ও তোমার গুণ বর্ণনে অক্ষম। তুমি অল্প প্রেমে বহু তুষ্টি লাভ কর, তাই হে রাম ! তোমার কাছে যুক্ত করে কহি,—মন যেন তোমার চরণ ত্যাগ না করে। তাহা শুনিয়া রাম তুষ্ট হইলেন। রাম শ্বশুরের প্রতি বিনয় প্রকাশ করিলেন। জনক ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত দেখা করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন ॥৩৪১।৪২॥

চৌ—বার বার করি বিনয় বড়াঈ। রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ ॥
জনক গহে কৌসিক পদ জাঈ। চরন রেনু সির নয়নন্হ লাঈ ॥১॥

সুনু মুনীস বর দরসন তোরেঁ। অগমু ন কছু প্রতীতি মন মোরেঁ ॥
জো সুখু সুজসু লোকপতি চহহীঁ। করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ ॥২॥
সো সুখু সুজসু সুলভ মোহি স্বামী। সব সিধি তব দরসন অনুগামী ॥
কীন্‌হি বিনয় পুনি পুনি সিরু নাঈ। ফিরে মহীসু আসিষা পাঈ ॥৩॥
চলী বরাত নিসান বজাঈ। মুদিত ছোট বড় সব সমুদাঈ ॥
রামহি নিরখি গ্রাম নর নারী। পাই নয়ন ফলু হোহিঁ সুখারী ॥৪॥

দোহা— বীচ বীচ বর বাস করি মগ লোগন্‌হ সুখ দেত।
অবধ সমীপ পুনীত দিন পহুঁচী আই জনেত ॥৩৪৩॥

বাংলা অর্থ—নাঈ—লইয়া; সকুচত—সঙ্কুচিত; অহহীঁ—হয়; ফিরে—ফিরিয়া গেলেন; মগ—মার্গস্থ; জনেত—বরযাত্রী; (দো—৩৪৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—জনক-বিনতি পুন বহু প্রশংসিয়া। রঘুপতি চলে সঙ্গে সব ভা'য়ে নিয়া ॥
জনক প্রণত হন কৌশিক-চরণে। লাগান চরণ-রেণু শিরে ও নয়নে ॥১॥
হে মুনীশ! শুন, তব শুভ-দরশনে। অলভ্য কিছুই নহে, লয় মম মনে ॥
সুখ ও সুযশ যাহা লোকপালগণ। চা'ন, লোভ করি' পিছু সঙ্কুচিত হ'ন ॥২
সুখ ও সুযশ যাহা সুলভ আমার। সব সিদ্ধি-মূলে, তব দরশন সার ॥
শির নমি' পুনঃ পুনঃ বিনয় করিয়া। জনক ফিরেন তদা আশিস্ লভিয়া ॥৩
বর-যাত্রী-দল চলে দামামা বাজা'য়ে। প্রমুদিত হ'ন ছোট বড় সমুদায়ে ॥
রামে নিরখিয়া গ্রামে যত নরনারী। নয়ন-সাফল্য লভি' সুখপর ভারী ॥৪॥

দোহা— পথ মাঝে রচি চারু বহু গৃহ জনগণে করি' সুখ-দান।
অযোধ্যা-সমীপে পূত দিনে বর বরযাত্রী-সহ পঁহুছান ॥৩৪৩॥

সারমর্ম্ম—রাম সকলের প্রশংসা করিয়া ভাইসকলকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। জনক বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন ও বলিলেন সুখ ও সুযশ তোমার দেখা পাইয়া আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া জনক ফিরিলেন, বরযাত্রী দামামা বাজাইয়া চলিল। পথমাঝে কয় দিন কাটাইয়া বরযাত্রী বর সহ শুভ দিনে অযোধ্যা পৌছিল॥ ৩৪৩॥

চৌ—হনে নিসান পনব বর বাজে। ভেরি সংখ ধুনি হয় গয় গাজে ॥
ঝাঁঝি বিরব ডিণ্ডিমীঁ সুহাঈ। সরস রাগ বাজহিঁ সহনাঈ ॥১॥
পুর জন আবত অকনি বরাতা। মুদিত সকল পুলকাবলি গাতা ॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সঁবারে। হাট বাট চৌহট পুর দ্বারে ॥২॥
গলীঁ সকল অরগাজাঁ সিঞ্চাঈঁ। জহঁ তহঁ চৌকেঁ চারু পুরাঈঁ ॥
বনা বজারু ন জাই বখানা। তোরন কেতু পতাক বিতানা ॥৩॥
সফল পূগফল কদলি রসালা। রোপে বকুল কদম্ব তমালা ॥
লগে সুভগ তরু পরসত ধরনী। মনিময় আলবাল কল করনী ॥৪॥

দোহা— বিবিধ ভাঁতি মঙ্গল কলস গৃহ গৃহ রচে সঁবারি।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ সব রঘুবর পুরী নিহারি ॥৩৪৪॥

বাংলা অর্থ—হনে—হানিল (বাজিল); গাজে—গর্জ্জন করিল; ঝাঁঝি—ঝাঁঝ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ); বিরব্—বিশেষ শব্দযুক্ত; ডিণ্ডিমী—ডিণ্ডিম (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ); সহনাঈ—সানাই (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ); অকনি—শুনিয়া (আকর্ণি); চৌহট—চৌরাস্তা; অরগজা—সুগন্ধিবিশেষ; চৌঁকে—চৌকা আলিপনা; তোরন—পত্রপুষ্প-সজ্জিত স্তম্ভ; কেতু—ধ্বজা; বিতানা—মণ্ডপ; আলবাল—বৃক্ষমূল বেষ্টনী জলাধার; সিহাহিঁ—ঈর্ষ্যা করে; কল করনী—সুন্দর কারুকার্য্য; পুরাই—পূর্ণ করিলেন; (দো—৩৪৪ পর্য্যন্ত)

চৌ—দামামা, ঢোলক ভূরি বাজিতে লাগিল। ভেরী, শঙ্খ, হয়, হস্তী গর্জ্জন করিল ॥
ঝাঁঝ, ঘণ্টা, ডুগডুগি বাজিল সুন্দর। সানাই রাগিনী-সহ বাজে মনোহর ॥১
পুর-জন শুনি' বর-যাত্রী-আগমন। শরীরে পুলক ভরে, প্রমুদিত মন ॥
নিজ নিজ গৃহ সবে সুন্দর সাজায়। হাট, বাট, পুরদ্বার, চৌমাথা সেথায় ॥২
সুগন্ধি-বিশেষে গলি হইল সিঞ্চিত। যথা তথা আলপনা হইল শোভিত ॥
বাজার রচিল হেন কে করে বাখান। তোরণ, পতাকা, ধ্বজে মণ্ডিত বিতান ॥৩
ফল-সহ পূগ-বৃক্ষ, কদলী, রসাল। বকুল, কদম্ব তথা রোপিল তমাল ॥
ফলে ভরা চারু-বৃক্ষ ধরা পরশিল। মণিময় আলবাল তাহাতে শোভিল ॥৪॥

দোহা— বিবিধ প্রকারে মঙ্গল কলস ঘরে ঘরে রাখে সাজাইয়া।
সুর, ব্রহ্মা আদি শিহরে সকলে রঘুবীর-পুরী নেহারিয়া ॥৩৪৪॥

সারমর্ম্ম—নানাপ্রকার শোভাযাত্রা ও বাদ্যধ্বনির মধ্যে রাম আসিতেছেন জানিয়া নগরবাসীরা আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব গৃহ সাজাইল, পথে গন্ধ জল ছিটান হইল। যেখানে সেখানে আলপনা, ধ্বজা, পতাকা, তোরণ, চাঁদোয়া টানাইয়া রাস্তাঘাট বাজার ও গৃহ সজ্জিত করা হইল। সুপারি, কলা, আম, বকুল, কদম্বগাছ পর্য্যন্ত রোপণ করা হইল। ঘরে ঘরে মঙ্গল কলস রচনা করিয়া রাখা হইল ॥৩৪৪॥

চৌ—ভূপ ভবনু তেহি অবসর সোহা। রচনা দেখি মদন মনু মোহা ॥
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ। রিধি সিধি সুখ সম্পদা সুহাঈ ॥১॥
জনু উছাহ সব সহজ সুহাএ। তনু ধরি ধরি দসরথ গৃহঁ ছাএ ॥
দেখন হেতু রাম বৈদেহী। কহহু লালসা হোহি ন কেহী ॥২॥
জূথ জূথ মিলি চলীঁ সুআসিনি। নিজ ছবি নিদরহিঁ মদন বিলাসিনি ॥
সকল সুমঙ্গল সজেঁ আরতী। গাবহিঁ জনু বহু বেষ ভারতী ॥৩॥
ভূপতি ভবন কোলাহলু হোঈ। জাই ন বরনি সমউ সুখু সোঈ ॥
কৌসল্যাদি রাম মহতারীঁ। প্রেমবিবস তন দসা বিসারীঁ ॥৪॥

দোহা— দিএ দান বিপ্রন্হ বিপুল পূজি গনেস পুরারি।
প্রমুদিত পরম দরিদ্র জনু পাই পদারথ চারি ॥৩৪৫॥

বাংলা অর্থ—সোহা—শোভিত হইল ; মোহা—মোহিত হইল ; সুআসিনী—সোহাগিনী ; নিদরহি—নিরাদর করে ; সমউ—সময় ; (দো—৩৪৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভূপ-গৃহ শোভা পায়, সেই অবসরে। রচনা-বৈচিত্র্য হেরি' কাম-মন হরে ॥
মঙ্গল লক্ষণ হয়, সজ্জা মনোহর। ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সুখ, ধন শোভিল সুন্দর ॥১॥
স্বভাব-উৎসাহ যেন চারু তনু ধরি'। দশরথ নিকেতন তদা দিল ভরি' ॥
রঘুনাথ-বৈদেহীরে দেখিবার তরে। কাহার হৃদয় নাহি উৎসাহেতে ভরে ? ॥২
দলে দলে মিলি' চলে সোহাগিনী যত। রতিও স্বচিত্রে যেন অনাদরে রত ॥
সকলে মিলিয়া শুভ আরতি সাজা'ন। বাণী বহুবেশে যেন করিছেন গান ॥৩
ভূপতি-ভবন হেন কোলাহলে ভরে। সে সময়ের সুখ সেথা কে বর্ণিতে পারে ॥
কৌশল্যা প্রভৃতি সব রাম-মাতৃ-হিয়া। বিবশতা-বশে তনু গেল বিস্মরিয়া ॥৪॥

দোহা— বিপ্রগণে দান করয়ে বিপুল পূজা করি' গণেশ, পুরারি।
পরম দরিদ্র প্রমুদিত হ'য়ে লভে যেন পুরুষার্থ চারি ॥৩৪৫॥

সারমর্ম্ম—সে সময় রাজবাড়ীর অপূর্ব্ব শোভা, মঙ্গল চিহ্ন ও মনোহর দৃশ্যে রাজবাড়ী ভরিয়া গেল। সোহাগিনী (এয়ো) স্ত্রীরা দলে দলে আনা-গোনা করিতে লাগিল। সকলে আরতি সাজাইয়া মঙ্গলাচার রচনা করিল, রাজবাড়ী কোলাহলে পূর্ণ হইল। রামের মাতারা প্রেমে নিজেদের দেহজ্ঞান ভুলিলেন। তাঁহারা গণেশ ও শিব পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান দিলেন। দরিদ্র দান পাইয়া মনে করিলেন যেন চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়াছে ॥৩৪৫॥

চৌ—মোদ প্রমোদ বিবস সব মাতা। চলহিঁ ন চরন সিথিল ভএ গাতা ॥
রাম দরস হিত অতি অনুরাগীঁ। পরিছনি সাজু সজন সব লাগীঁ ॥১॥
বিবিধ বিধান বাজনে বাজে। মঙ্গল মুদিত সুমিত্রাঁ সাজে ॥
হরদ দূব দধি পল্লব ফূলা। পান পূগফল মঙ্গল মূলা ॥২॥
অচ্ছত অঙ্কুর লোচন লাজা। মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা ॥
ছুহে পুরট ঘট সহজ সুহাএ। মদন সকুন জনু নীড় বনাএ ॥৩॥
সগুন সুগন্ধ ন জাহিঁ বখানী। মঙ্গল সকল সজহিঁ সব রানী ॥
রচীঁ আরতীঁ বহুত বিধানা। মুদিত করহিঁ কল মঙ্গল গানা ॥৪॥

দোহা— কনক থার ভরি মঙ্গলন্হি কমল করন্হি লিএঁ মাত।
চলীঁ মুদিত পরিছনি করন পুলক পল্লবিত গাত ॥৩৪৬॥

বাংলা অর্থ—পরিছনি—বরণ ; অচ্ছত—অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) ; লোচন—গোরোচনা ; ছুহে—চিত্রিত ; করন্হি—করে, হস্তে ; পুরট—স্বর্ণ ; (দো—৩৪৬-প:)

চৌ—আমোদ-প্রমোদে মত্ত যত মাতৃগণ। শিথিল-শরীর হ'ল অচল চরণ ॥
রাম-দরশন-তরে গাঢ় অনুরাগে। বরণের সজ্জা সবে সাজাইতে লাগে ॥১॥
বিবিধ বিধানে তদা বাজনা বাজিল। সুমিত্রা মুদিত হ'য়ে ডালা সাজাইল ॥
হরিদ্রা, দধি ও দূর্ব্বা, পল্লব ও ফুল। পান, পূগফল—সব মঙ্গলের মূল ॥২॥

আলো-চাল, আম্রাঙ্কুর, গোরোচনা, লাজ। তুলসী-মঞ্জরী চারু করিছে বিরাজ ॥
চিত্রিত সোণার ঘট সুন্দর সাজায়। মদনের পক্ষী যেন রচেছে কুলায় ॥৩॥
মাঙ্গলিক সুগন্ধ যা' বর্ণনে না যায়। রাণীরা মঙ্গল-সাজে সাজান সেথায় ॥
বিবিধ প্রকারে দেন আরতি রচিয়া। শুভ-গীতি গাহিলেন আনন্দে ডুবিয়া ॥৪

দোহা— স্বর্ণ-থালে ভরি' মাঙ্গলিক দ্রব্য পদ্ম-হস্তে করিয়া বহন।
মুদিত হইয়া চলেন বরিতে তনু-মন পুলকে মগন ॥৩৪৬॥

সারমর্ম—মাতৃগণ প্রেমানন্দে বিবশ। পা চলিতেছিল না, শরীর এলাইয়া পড়িল। রামের জন্য বরণডালা সাজাইতে লাগিলেন। নানা প্রকারের বাজনা, বাজিল। হলুদ, দূর্ব্বা, পান, সুপারি ফল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, আলোচাল, গোরোচনা, আম্রমুকুল, তুলসী ইত্যাদি প্রয়োজন মত দ্রব্য লইয়া মাঙ্গলিক সজ্জা করা হইল। মায়েরা সোণার থালে মাঙ্গলিক দ্রব্য লইয়া আরতি করিতে চলিলেন ॥৩৪৬॥

চৌ—ধূপ ধূম নভু মেচক ভয়উ। সাবন ঘন ঘমণ্ডু জনু ঠয়উ ॥
সুরতরু সুমন মাল সুর বরষহিঁ। মনহুঁ বলাক অবলি মনু করষহিঁ ॥১॥
মঞ্জুল মনিময় বন্দনিবারে। মনহুঁ পাকরিপু চাপ সঁবারে ॥
প্রগটহিঁ দুরহিঁ অটন্হ পর ভামিনি। চারু চপল জনু দমকহিঁ দামিনি ॥২
দুন্দুভি ধুনি ঘন গরজনি ঘোরা। জাচক চাতক দাদুর মোরা ॥
সুর সুগন্ধ সুচি বরষহিঁ বারী। সুখী সকল সসি পুর নর নারী ॥৩॥
সমউ জানি গুর আয়সু দীন্হা। পুর প্রবেসু রঘুকুলমনি কীন্হা ॥
সুমিরি সম্ভু গিরিজা গনরাজা। মুদিত মহীপতি সহিত সমাজা ॥৪॥

দোহা— হোহিঁ সগুন বরষহিঁ সুমন সুর দুন্দুভী বজাই।
বিবুধ বধূ নাচহিঁ মুদিত মনজুল মঙ্গল গাই ॥৩৪৭॥

বাংলা অর্থ—মেচক — কৃষ্ণবর্ণ; সাবন — শ্রাবণ; ঘমণ্ডু — ঘনঘটাতে; ঠয়উ—ছাইয়া গেল; মাল—মাল্য; অবলি—আবলী, পংক্তি; বন্দনিবারে—পুষ্পমাল্য পাকরিপু চাপ—ইন্দ্রধনু; অটন্হ—খোলা বারাণ্ডা; দাদুর—ভেক; (দো—৩৪৭ পঃ)

চৌ—ধূপ-ধূমে নভ মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ ধরে। শ্রাবণের মেঘ যেন ঘন ঘটা করে ॥
কল্প-তরু, পুষ্পমাল্য সুর বরষয়ে। বলাকার দল যেন চিত্ত আকর্ষয়ে ॥১॥
লম্বমান পুষ্পাধার চারু মণিময়। মনে হয় ইন্দ্র-ধনু তোরণে শোভয় ॥
অলিন্দে ভামিনী-দল আসে আর যায়। বিজলীর দ্যুতি তাহে যেন চমকায় ॥২
দুন্দুভির ধ্বনি যেন মেঘের গর্জ্জন। চাতক, ময়ূর, ভেক যত প্রার্থিগণ ॥
সুরগণ সুগন্ধিত বরষয়ে বারি। সুখী তাহে শস্য-রূপী পুর-নরনারী ॥৩॥
গুরু আজ্ঞা দানিলেন জানিয়া লগন। পুর-মধ্যে রাঘবের প্রবেশ-কারণ ॥
গণেশ, পার্ব্বতী, শিব এ তিনে স্মরিয়া। হৃষ্ট নৃপ সসমাজ যা'ন প্রবেশিয়া ॥৪

দোহা— শুভ-চিহ্ন হয়, পুষ্প বরিষয়, সুরগণ দুন্দুভি বাজায়।
দেব-বধূগণ প্রমুদিত নাচে মনোহর শুভ গীত গায় ॥৩৪৭॥

সারমর্ম—ধূপের ধূমে আকাশ কালো হইল, দেবতারা পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিলেন, তোরণ-স্তম্ভ বন্দনমাল্যে সুসজ্জিত হইল। রমণীরা চারিদিকে ঘোরাফেরা করিতেছিল। দামামার ধ্বনি ও সুগন্ধি জল ছিটান চলিতে লাগিল, তার মধ্যে রাম পুরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৪৭॥

চৌ—মাগধ সূত বন্দি নট নাগর। গাবহিঁ জস্থ তিহু লোক উজাগর ॥
জয় ধুনি বিমল বেদ বর বানী। দস দিসি সুনিঅ সুমঙ্গল সানী ॥১॥
বিপুল বাজনে বাজন লাগে। নভ সুর নগর লোগ অনুরাগে ॥
বনে বরাতী বরনি ন জাহীঁ। মহা মুদিত মন সুখ ন সমাহীঁ ॥২॥
পুরবাসিন্হ তব রায় জোহারে। দেখত রামহি ভএ সুখারে ॥
করহিঁ নিছাবরি মনিগন চীরা। বারি বিলোচন পুলক সরীরা ॥৩॥
আরতি করহিঁ মুদিত পুর নারী। হরষহিঁ নিরখি কুঅঁর বর চারী ॥
সিবিকা সুভগ ওহার উঘারী। দেখি দুলহিনিন্হ হোহিঁ সুখারী ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি সবহী দেত সুখু আএ রাজদুআর।
মুদিত মাতু পরিছনি করহিঁ বধুন্হ সমেত কুমার ॥৩৪৮॥

বাংলা অর্থ—উজাগর—উজ্জ্বলতাকারক ; জোহারে—বন্দনা করিল ; চীরা—বস্ত্র ; ওহার—পরদা ; উঘারী—উঠাইয়া ; সুভগ—সুন্দর ; (দো—২৪৮ পঃ)

চৌ—সুবুদ্ধি মাগধ, নট, সূত, বন্দিগণ। তিন লোকে রাম-যশ করয়ে ঘোষণ ॥
জয়ধ্বনি-সহ পূত বেদের বচন। দশ দিকে সুমধুর করে উচ্চারণ ॥১॥
সুবিপুল বাদ্যধ্বনি চলিতে লাগিল। নর-সুর-পুরলোক প্রীতিতে ভরিল ॥
বরযাত্রি-সাজ-সজ্জা না যায় বর্ণনে। ধরে নাক' মহানন্দ সবাকার মনে ॥২॥
পুরবাসি-গণ তদা রাজারে বন্দিল। রামেরে হেরিয়া সবে পুলকে ভরিল ॥
মণি ও বসন বহু উপহার দিল। অশ্রু-ভরা আঁখি, তনু পুলকে ভরিল ॥৩
আনন্দে আরতি করে সুখী পুর-নারী। হরষে ভরিল মন হেরি' বর চারি ॥
শিবিকার পর্দ্দা চারু দিল উঠাইয়া। সুখে মগ্ন হ'ন সবে বধূরে হেরিয়া ॥৪

দোহা— হেনমতে দিয়া সুখ সবাকারে পঁহুছিল রাজার দুয়ারে।
হৃষ্ট মাতৃগণ করিল বরণ বধূ-সহ চারিটি কুমারে ॥৩৪৮॥

সারমর্ম—মাগধ, পৌরাণিক, ভাট ও নটের বন্দনা গান ও নৃত্যাদি তৎসহ বেদধ্বনি ও বাদ্য বিপুলভাবে চলিল। পুরবাসীরা রাজাকে প্রণাম করিল, রামকে দেখিয়া সকলে সুখী হইল। পুরনারীরা আরতি করিতে লাগিল। শিবিকার পর্দ্দা তুলিয়া ক'নেদিগকে দেখিয়া সকলে সুখী হইল! মাতারা আনন্দে বধূসমেত কুমারগণকে বরণ করিয়া লইলেন ॥৩৪৮॥

চৌ—করহিঁ আরতী বারহিঁ বারা। প্রেমু প্রমোদু কহৈ কো পারা ॥
ভূষন মনি পট নানা জাতী। করহিঁ নিছাবরি অগনিত ভাঁতী ॥১॥

বধুন্হ সমেত দেখি সুত চারী। পরমানন্দ মগন মহতারী ॥
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখী। মুদিত সফল জগ জীবন লেখী ॥২॥
সখীঁ সীয় মুখ পুনি পুনি চাহী। গান করহিঁ নিজ সুকৃত সরাহী ॥
বরষহি সুমন ছনহিঁ ছন দেবা। নাচহিঁ গাবহিঁ লাবহিঁ সেবা ॥৩॥
দেখি মনোহর চারিউ জোরীঁ। সারদ উপমা সকল ঢ ঁঢোরীঁ ॥
দেত ন বনহিঁ নিপট লঘু লাগী। একটক রহীঁ রূপ অনুরাগী ॥৪॥

দোহা— নিগম নীতি কুল রীতি করি অরঘ পাঁবড়ে দেত।
বধুন্হ সহিত সুত পরিছি সব চলী লবাই নিকেত ॥৩৪৯॥

বাংলা অর্থ—চাহী—চাহিয়া দেখিল; ঢ ঁঢোরীঁ—অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন; নিপট—একেবারে; একটক—এক দৃষ্টে; অরঘ পাঁবড়ে—পাদ্যার্ঘ্যবস্ত্র; পরিছি—বরণ করিয়া; ছনহিঁ ছন—ক্ষণে ক্ষণে; নিকেত—গৃহ (এখানে অন্তপুর); (দো—৩৪৮)

চৌ—আরতি করেন মাতৃগণ বার বার। প্রেম ও প্রমোদ-ধারা নহে বর্ণিবার ॥
ভূষণ, বসন, মণি আদি উপহার। দানিলেন সবাকারে অসংখ্য প্রকার ॥১॥
চারি সুত হেরি' তবে সহ বধূগণ। মাতৃগণ হ'ন সদা আনন্দে মগন ॥
পুন সীতা-রাম-ছবি করি' নিরীক্ষণ। মানেন মুদিত বিশ্বে সফল জীবন ॥২॥
সীতা-মুখ পানে চাহি' তদা সখীগণ। গায় আর করে স্ব স্ব পুণ্য-প্রশংসন ॥
ক্ষণে ক্ষণে দেবে পুষ্প করি' বরিষণ। নাচি' গাহি' করিলেন সেবা-সমর্পণ ॥৩
নিরখিয়া মনোহর চারিটি যুগল। সারদা খুঁজিতে চা'ন উপমা-সকল ॥
নিরূপিয়া দিতে কিন্তু সব লঘু লাগে। একদৃষ্টে চাহি র'ন রূপ-অনুরাগে ॥৪॥

দোহা— বেদ-তন্ত্র-নীতি তথা কুল-রীতি পালি' অর্ঘ্য-পাদ-পট দিল।
বধূগণ-সহ সুতগণে বরি' সবে লয়ে' ভবনে চলিল ॥৩৪৯॥

সার মর্ম—বার বার আরতি চলিল। আনন্দ ও প্রেমের শেষ নাই। অলঙ্কার, মণি, বস্ত্র—বহু উৎসর্গ করা হইল। মাতারা বরবধূ দেখিয়া পরমানন্দে অধীর হইলেন এবং জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিলেন। সীতার মুখ দেখিয়া সখীরা সৌভাগ্য মানিয়া লইল। সরস্বতীও এই চারিটি দম্পতীর রূপ দেখিয়া উপমা খুজিয়া পাইলেন না। কুলরীতিমত পাদ্যার্ঘ্য কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইল। আরতি করিয়া মাতারা বধূদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥৩৪৯॥

চৌ—চারি সিংঘাসন সহজ সুহাএ। জনু মনোজ নিজ হাথ বনাএ ॥
তিন্হ পর কুঅঁরি কুঅঁর বৈঠারে। সাদর পায় পুনীত পখারে ॥১॥
ধূপ দীপ নৈবেদ বেদ বিধি। পূজে বর দুলহিনি মঙ্গলনিধি ॥
বারিহিঁ বার আরতী করহীঁ। ব্যজন চারু চামর সির ঢরহীঁ ॥২॥
বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ। ভরীঁ প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ ॥
পাবা পরম তত্ত্ব জনু জোগীঁ। অমৃতু লহেউ জনু সন্তত রোগীঁ ॥৩॥

জনম রংক জনু পারস পাবা। অন্ধহি লোচন লাভু সুহাবা ॥
মূক বদন জনু সাদর ছাঈ। মানহুঁ সমর সূর জয় পাঈ ॥৪॥

দোহা— এহি সুখ তে সত কোটি গুন পাবহিঁ মাতু অনন্দু।
ভাইন্হ সহিত বিআহি ঘর আএ রঘুকুলচন্দু ॥৩৫০(ক)॥
লোক রীতি জননীঁ করহিঁ বর দুলহিনি সকুচাহিঁ।
মোদু বিনোদু বিলোকি বড় রামু মনহি মুসুকাহিঁ ॥৩৫০(খ)॥

বাংলা অর্থ—ঢরহীঁ—দোলাইল ; সোহী—শোভা পাইল (স্ত্রীলিঙ্গ) ; পারস—স্পর্শমণি ; বিআহি—বিবাহ করিয়া ; মনহিঁ—মনে মনে ; দুলহিনি—ক'নে (দো—৩৫০)

চৌ—স্বভাব সুন্দর আনে চারি সিংহাসন। কাম যেন নিজ হাতে ক'রেছে রচন ॥
কুমার-কুমারী-যুগ্ম বসা'য়ে উপরে। পূত পদ সমাদরে প্রক্ষালন করে ॥১॥
ধূপ, দীপ, উপচারে পালি' বেদ-বিধি। পূজে সবে বরবধূ চারু শুভনিধি ॥
বার বার তারা সবে আরতি করিল। চামর-ব্যজন চারু শিরে প্রদানিল ॥২॥
নানাবিধ বস্তু চলে উৎসর্গ সেথায়। মহানন্দে মাতি' মাতৃগণ শোভা পায় ॥
মনে হ'ল পরতত্ত্ব লভে কোন যোগী। অমৃত লভিল যেন কোন চিররোগী ॥৩
জনম-দরিদ্র যেন স্পর্শ-মণি লভে। অন্ধে যেন দৃষ্টি লভি' মনোহর শোভে ॥
মূকের বদন যেন বাণীতে শোভিল। মনে হয় বীর যেন সমরে জিনিল ॥৪॥

দোহা— সেই সুখ হ'তে শত কোটি-গুণ মাতৃগণে আনন্দ লভিলা।
ভ্রাতৃগণ সহ বিবাহ সমাপি' রঘু-মণি-গৃহে পঁহুছিলা ॥৩৫০ক॥

দোহা— লৌকিক আচার মাতা আচরিলে বর-বধূ সঙ্কোচেতে ভরে।
আমোদ-প্রমোদ বিলোকিয়া অতি রাম মনে স্মিত-হাস্য করে ॥৩৫০খ॥

সারমর্ম—বেদবিধি অনুসারে বর-ক'নের পূজা, চামরের আরতি দ্রব্যাদির উৎসর্গ আদিতে এমন আনন্দ সৃষ্টি হইল যেন জন্ম-দুঃখী পরশ পাথর পাইয়াছে, অন্ধ চক্ষুলাভ করিয়াছে, মূক মুখর হইয়াছে। আনন্দের শেষ নাই। মাতা লোকাচার করিতেছেন। বরবধূরা সঙ্কুচিত হইতেছে ॥৩৫০॥

চৌ—দেব পিতর পূজে বিধি নীকী। পূজীঁ সকল বাসনা জী কী ॥
সবহি বন্দি মাগহিঁ বরদানা। ভাইন্হ সহিত রাম কল্যানা ॥১॥
অন্তরহিত সুর আসিষ দেহীঁ। মুদিত মাতু অঞ্চল ভরি লেহীঁ ॥
ভূপতি বোলি বরাতী লীন্হে। জান বসন মনি ভূষন দীন্হে ॥২॥
আয়সু পাই রাখি উর রামহি। মুদিত গএ সব নিজ নিজ ধামহি ॥
পুর নর নারি সকল পহিরাএ। ঘর ঘর বাজন লগে বধাএ ॥৩॥
জাচক জন জাচহিঁ জোই জোঈ। প্রমুদিত রাউ দেহিঁ সোই সোঈ ॥
সেবক সকল বজনিআ নানা। পূরন কিএ দান সনমানা ॥৪॥

দোহা— দেহি অসীস জোহারি সব গাবহি গুন গন গাথ।
তব গুর ভূসুর সহিত গৃহঁ গবনু কীন্‌হ নরনাথ ॥৩৫১॥

বাংলা অর্থ—জী কী—মনের ; দেহীঁ—দিলেন ; লেহীঁ—লইলেন ; অন্তরহিত—অন্তর্হিত (অদৃশ্যভাবে) ; পহিরাএ—পরিধান করিলেন ; বধাএ—বিশিষ্ট উপলক্ষের বাদ্য ; বজনিআ—বাদ্যকর ; জোহারী—বন্দনা করিয়া ; গবনু—গমন ; (দো—৩৫১ পঃ)

চৌ—দেব পিতৃগণে পূজে বিধি অনুসরি'। মানস-কামনা যেন গেল সব ভরি' ॥
বন্দিয়া সকলে মাগে এই বর দান। ভ্রাতৃগণ সহ রাম লভুন কল্যাণ ॥১॥
অন্তরালে রহি' সুর আশীর্ব্বাদ দিলা। অঞ্চল ভরিয়া হৃষ্ট মাতৃগণ নিলা ॥
ডাকি নৃপ তুষিলেন বরযাত্রিগণ। দিয়া সবে মণি, যান, বসন, ভূষণ ॥২॥
আদেশ লভিয়া রামে হৃদয়ে ধরিয়া। নিজ নিজ ঘরে চলে প্রমুদিত-হিয়া ॥
পুর-নর-নারী সবে পরায় বসন। উপহার-সহ চলে বাদ্যের নিঃস্বন ॥৩॥
যাচকের দল সবে যাহা যাহা চা'ন। প্রমুদিত রাজা তাহা করেন প্রদান ॥
সেবকের দল তথা বাদ্য-কারিজন। রাজা হ'তে লভি' মান, দান তুষ্ট হন ॥৪

দোহা— আশীর্ব্বাদ দেয়, বন্দিয়া সকলে গুণ-গাথা-রাজি করে গান ॥
তদা গুরুদেব-বিপ্রগণ-সহ নর-নাথ নিজ গৃহে যা'ন ॥৩৫১॥

সারমর্ম্ম—মাতৃ-হৃদয়ের সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া সভ্রাতা রামের কল্যাণ কামনা করিয়া বর চাহিলেন। দেবতারা আশীর্ব্বাদ দিলেন। রাজা বরযাত্রীদিগকে ডাকিয়া যান, বসন, মণি ও ভূষণাদি দিলেন। যাচকগণকে অভিমত দ্রব্যাদি দানে তুষ্ট করিলে তাহারা রাজার গুণগান করিয়া চলিয়া গেল। রাজা ব্রাহ্মণগণসহ ঘরে গেলেন ॥৩৫১॥

চৌ—জো বসিষ্ঠ অনুসাসন দীন্‌হী। লোক বেদ বিধি সাদর কীন্‌হী ॥
ভূসুর ভীর দেখি সব রানী। সাদর উঠীঁ ভাগ্য বড় জানী ॥১॥
পায় পখারি সকল অন্‌হবাএ। পূজি ভলী বিধি ভূপ জেবাঁএ ॥
আদর দান প্রেম পরিপোষে। দেত অসীস চলে মন তোষে ॥২॥
বহু বিধি কীন্‌হি গাধিসুত পূজা। নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা ॥
কীন্‌হি প্রসংসা ভূপতি ভূরী। রানিন্‌হ সহিত লীন্‌হি পগ ধূরী ॥৩॥
ভীতর ভবন দীন্‌হ বর বাসূ। মন জোগবত রহ নৃপু রনিবাসূ ॥
পূজে গুর পদ কমল বহোরী। কীন্‌হি বিনয় উর প্রীতি ন থোরী ॥৪॥

দোহা— বধুন্‌হ সমেত কুমার সব রানিন্‌হ সহিত মহীসু।
পুনি পুনি বন্দত গুর চরন দেত অসীস মুনীসু ॥৩৫২॥

বাংলা অর্থ—উঠি—উঠিলেন ; জেবাএঁ—ভোজন করাইলেন ; পরিপোষে—পুষ্ট হইয়া ; দূজা—দ্বিতীয় ; পগ ধূরী—পদধূলি ; জোগবত—যোগবিশিষ্ট, সংশ্লিষ্ট ; বন্দত—বন্দিলেন ; দেত—দিলেন ; (দো—৩৫২ পর্য্যন্ত)

চৌ—বশিষ্ঠ-আদেশ নৃপ লভি' সমাদরে। লোক-বেদ-বিধিমত সকল আচরে ॥
ব্রাহ্মণ-দলেরে হেরি' যত সব রাণী। সাদরে দাঁড়ান সবে বড় ভাগ্য জানি' ॥১
পাদ ধৌত করি' সবে করায়ে সিনান। যথাবিধি পূজি' সবে ভোজন করা'ন ॥
আদরে, প্রেমেতে, দানে প্রীতি লাভ করি'। আশিস্ প্রদান করে সবে মন ভরি' ॥২
বহুবিধি গাধি-সুতে করিয়া পূজন। নৃপ চিন্তে,—'আমা-সম ধন্য কোন্ জন ?'
নৃপ পুন করি' তাঁরে ভূরি প্রশংসন। রাণী-সহ পদ-ধূলি করেন গ্রহণ ॥৩॥
অন্দর-মহলে দিয়া শ্রেষ্ঠ বাস-স্থান। নৃপ-রাণী তাঁহে করে যোগ্য দৃষ্টি দান ॥
গুরু-পাদ-পদ্ম-পূজা বার বার করি'। বিনতি করেন সবে হৃদে প্রীতি ধরি' ॥৪

দোহা— বধূগণ-সহ যতেক কুমার নৃপ-সহ রাণীগণ যত ॥
পুনঃ পুনঃ বন্দে গুরুর চরণ মুনি দেন আশিস্ সতত ॥৩৫২॥

সারমর্ম—হৃদয়ের সব আশা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মাতা দেব ও পিতৃগণকে বন্দিত করিলেন এবং সভ্রাতা রামের কল্যাণ কামনা করিলেন। আকাশ হইতে দেবতারা আশীর্ব্বাদ দিলেন, রাজা বরযাত্রীদিগকে ডাকিলেন এবং যান বসন মণি ভূষণাদি দিলেন। পরে আজ্ঞা পাইয়া রামকে হৃদয়ে ধরিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিলেন। যাচকগণের ইচ্ছামত রাজা দশরথ সকলকে দান করিলেন। বধূর সহিত কুমারেরা, রাণীদের সহিত রাজা গুরু-চরণ বন্দনা করিলেন, গুরু আশীর্ব্বাদ দিলেন ॥৩৫২॥

চৌ—বিনয় কীন্হি উর অতি অনুরাগেঁ। সুত সম্পদা রাখি সব আগেঁ ॥
নেগু মাগি মুনিনায়ক লীন্হা। আসিরবাদু বহুত বিধি দীন্হা ॥১॥
উর ধরি রামহি সীয় সমেতা। হরষি কীন্হ গুর গবনু নিকেতা ॥
বিপ্রবধূ সব ভূপ বোলাঈঁ। চৈল চারু ভূষন পহিরাঈঁ ॥২॥
বহুরি বোলাই সুআসিনি লীন্হীঁ। রুচি বিচারি পহিরাবনি দীন্হীঁ ॥
নেগী নেগ জোগ সব লেহীঁ। রুচি অনুরূপ ভূপমনি দেহীঁ ॥৩॥
প্রিয় পাহুনে পূজ্য জে জানে। ভূপতি ভলী ভাঁতি সনমানে ॥
দেব দেখি রঘুবীর বিবাহূ। বরষি প্রসূন প্রসংসি উছাহূ ॥৪॥

দোহা— চলে নিসান বজাই সুর নিজ নিজ পুর সুখ পাই।
কহত পরসপর রাম জসু প্রেম ন হৃদয়ঁ সমাই ॥৩৫৩॥

বাংলা অর্থ—নেগু—প্রাপ্য উপহার; চৈল—বস্ত্র; পহিরাবনি—পরিবার বস্ত্রাদি; নেগী—প্রাপ্য পুরস্কার; পাহুনে—অতিথিকে; উছাহু—উৎসাহ; সমাই ন—ধরে না; প্রসূন—পুষ্প; পহিরাঈ—পরাইলেন; (দো—৩৫৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—বিনতি করিয়া নৃপ অতি অনুরাগে। সুত ও সম্পদ্ রাখে মুনি-পুরোভাগে ॥
মুনীশও মাগিয়া ল'ন প্রাপ্য পুরস্কার। আশীর্ব্বাদ দান করি' সবে বার বার ॥১
বক্ষেতে ধরিয়া রামে সীতার সহিত। গৃহে চলিলেন গুরু অতি হরষিত ॥
নর-পতি ডাকি' সব বিপ্র বধূগণে। সবারে ভূষিতে ক'ন পরা'য়ে বসনে ॥২

পুন সোহাগিনী-দলে আবাহন করি'। বিভূষিত করে সবে রুচি অনুসরি' ॥
হাতে দিয়া যোগ্য উপহার সবাকারে। দশরথ দান করে রুচি-অনুসারে ॥৩॥
অতিথি যে জন পূজ্য বলিয়া বিদিত। বহু মানে নৃপ তারে করেন পূজিত ॥
দেবগণ নেহারিয়া রাম-পরিণয়। উৎসবে প্রশংসে ভূরি, পুষ্প বরিষয় ॥৪॥
দোহা— দুন্দুভি বাজা'য়ে চলে সুরগণ নিজ-পুরে আনন্দ লভিয়া।
কহে পরস্পর রাম-যশ ভূরি হিয়া যায় প্রেমেতে ভরিয়া ॥৩৫৩॥

সারমর্ম—রাজা সবিনয় মুনিকে পুরস্কৃত করিলেন। ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরাইলেন, সোহাগিনীদিগকে রুচিমত কাপড় উপঢৌকন দিলেন। প্রিয় অভ্যাগত ও পূজনীয়দিগকে সৎকার করিলেন। দেবতারা পুষ্প বর্ষণান্তে রাম যশ গান করিতে করিতে দুন্দুভি বাজাইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥৩৫৩॥

চৌ—সব বিধি সবহি সমদি নরনাহূ। রহা হৃদয়ঁ ভরি পূরি উছাহূ ॥
জহঁ রনিবাসু তহাঁ পগু ধারে। সহিত বহূটিন্হ কুঅঁর নিহারে ॥১॥
লিএ গোদ করি মোদ সমেতা। কো কহি সকই ভয়উ সুখু জেতা ॥
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারীঁ। বার বার হিয়ঁ হরষি দুলারী ॥২॥
দেখি সমাজু মুদিত রনিবাসূ। সব কেঁ উর অনন্দ কিয়ো বাসূ ॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহূ। সুনি সুনি হরসু হোত সব কাহূ ॥৩॥
জনক রাজ গুন সীলু বড়াঈ। প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাঈ ॥
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরনী। রানীঁ সব প্রমুদিত সুনি করনী ॥৪॥
দোহা— সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ বোলি বিপ্র গুর গ্যাতি।
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি ঘরী পঞ্চ গই রাতি ॥৩৫৪॥

বাংলা অর্থ—**সমদি**—সমাদর করিয়া; **রহা**—রহিল; **পগু ধারে**—পদার্পণ করিলেন; **বহূটিন্হ**—নববধূগণ; **জেতা**—যত; **দুলারীঁ**—আদর করিলেন; **কিয়ো**—করিল; **সবকাহূ**—সবাকার; **বরনী**—বর্ণনা করিলেন; (দো—৩৫৪-পর্য্যন্ত)

চৌ—সর্ব্বথা সবারে মান নরনাথ দিলা। পূর্ণ উৎসাহেতে তাঁর হৃদয় ভরিলা ॥
অন্তঃপুর-মাঝে নিজে হ'য়ে উপনীত। সুত-গণে হেরিলেন বধূর সহিত ॥১॥
পুত্রগণে মহানন্দে কোলে করি ল'ন। কহিতে কে পারে তিনি কত সুখী হন ? ॥
কোলেতে বসা'ন বধূগণে স্নেহে ভরে। হিয়া হরষিত হয় সমাদর ক'রে ॥২
সবাকারে হেরি' হৃষ্ট অন্তঃপুর-জন। সবাকার হিয়া হয় আনন্দে মগন ॥
ভূপ ক'ন,—যেই ভাবে বিবাহ ঘটিল। শুনি' সবে সে কাহিনী হরষ লভিল ॥৩
জনক-রাজের গুণ, শীল ও গৌরব। প্রীতি, রীতি, সম্পদেতে মনোহর সব ॥
ভাটের মতন নৃপ করেন বর্ণন। রাণীগণ শুনি' সব হরষে মগন ॥৪॥
দোহা— সুতগণ সহ নৃপ স্নান সারি' ডাকিলেন বিপ্র, গুরু, জ্ঞাতি।
ভোজন করেন বিবিধ প্রকারে পাঁচ ঘড়ি হ'য়ে গেল রাতি ॥৩৫৪॥

সারমর্ম—রাজা আনন্দে ভরপুর হইলেন। অন্তঃপুরে নববধূদিগকে দর্শন করিলেন। বধূদিগকে কোলে বসাইয়া তাহাদিগকে আদর করিলেন এবং বিবাহের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিলেন। সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইল। জনক রাজার গুণাবলী ও প্রীতির কথা যেন ভাটের মত দশরথ বলিয়া গেলেন। রাণীরা বিশেষ আনন্দিত হইলেন। পুত্রদিগকে ডাকিয়া স্নানান্তে গুরু ও জ্ঞাতিসহ ভোজন করিলেন ॥৩৫৪॥

চৌ—মঙ্গলগান করহিঁ বর ভামিনি। ভৈ সুখমূল মনোহর জামিনী ॥
অঁচই পান সব কাহূঁ পাএ। স্রগ সুগন্ধ ভূষিত ছবি ছাএ ॥১॥
রামহি দেখি রজায়সু পাঈ। নিজ নিজ ভবন চলে সির নাই ॥
প্রেমু প্রমোদু বিনোদু বড়াঈ। সমউ সমাজু মনোহরতাঈ ॥২॥
কহি ন সকহিঁ সত সারদ সেসূ। বেদ বিরঞ্চি মহেস গনেসূ ॥
সো মৈঁ কহৌঁ কবন বিধি বরনী। ভূমিনাগু সির ধরই কি ধরনী ॥৩॥
নৃপ সব ভাঁতি সবহি সনমানী। কহি মৃদু বচন বোলাঈঁ রানী ॥
বধূ লরিকনীঁ পর ঘর আঈঁ। রাখেহু নয়ন পলক কী নাঈঁ ॥৪॥

দোহা— লরিকা শ্রমিত উনীদ বস সয়ন করাবহু জাই।
অস কহি গে বিশ্রামগৃহঁ রাম চরন চিতু লাই ॥৩৫৫॥

বাংলা অর্থ—অচঁই—আচমন করিয়া; স্রগ—পুষ্পমাল্য; সমউ—সময়; ভূমিনাগু—ভূলতা, কেঁচো; লরিকনীঁ—বালিকা; লরিকা—বালকগণ; উনীদ—নিদ্রা; সারদ—সরস্বতী; সেসূ—শেষ; গে—গেলেন; (দো—৩৫৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—গাহিল মঙ্গল-গান বর নারীগণ। মনোহর রাত্তি হ'ল সুখের কারণ ॥
আচমন করি' সবে তাম্বুল লভিল। মাল্য-গন্ধে বিভূষিত সকলে শোভিল ॥১
রামেরে হেরিয়া সবে রাজাজ্ঞা লভিয়া। নিজ নিজ গৃহে চলে মস্তক নমিয়া ॥
পীরিতি ও প্রেমানন্দ আর যা' গৌরব। সময়, সমাজ তথা সুন্দরতা সব ॥২
কহিতে না পারে শত শেষ-সরস্বতী। বেদ, ব্রহ্মা, মহাদেব তথা গণপতি ॥
কোন্ বিধি ধরি আমি সে কথা কহিব? ভূমি-লতা হ'য়ে শিরে ধরা কি ধরিব? ॥৩
সর্ব্বথা সবারে নৃপ বহু মান দিয়া। রাণীগণে মৃদু ভাষে কহেন ডাকিয়া ॥
বয়সে বালিকা বধূ আসে পর-ঘর। নয়ন-পলক-সম রাখো আঁখিপর ॥৪॥

দোহা— শ্রান্ত বাল-দল নিদ্রাতুর এবে দাও সবে শয়ন করা'য়ে।
নৃপ কহি' যান বিশ্রামের ঘরে রাম-পদে মানস ভরা'য়ে ॥৩৫৫॥

সারমর্ম—সুন্দরী স্ত্রীর মঙ্গলগানে রাত্রি সুন্দরভাবে চলিল। পরে আহারান্তে তাহারা রাজ-আজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে চলিল। সে সমাজের সে আনন্দের দিনের কথা কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবেনা। রাজা সকলকে সৎকার করিলেন এবং মিষ্ট কথায় রাণীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন। বধূরা ছেলেমানুষ। চোখের পাতা যেমন চোখকে রাখে তেমনি করিয়া তা'দিগকে রাখিবে। ছেলেদের নিদ্রার্থ ব্যবস্থা করিলেন ॥৩৫৫॥

চৌ—ভূপ বচন সুনি সহজ সুহাএ। জরিত কনক মনি পলংগ ডসাএ॥
সুভগ সুরভি পয় ফেন সমানা। কোমল কলিত সুপেতীঁ নানা॥১॥
উপবরহন বর বরনি ন জাহীঁ। স্রগ সুগন্ধ মনিমন্দির মাহীঁ॥
রতনদীপ সুঠি চারু চঁদোবা। কহত ন বনই জান জেহিঁ জোবা॥২॥
সেজ রুচির রচি রামু উঠাএ। প্রেম সমেত পলংগ পৌঢ়াএ॥
অগ্যা পুনি পুনি ভাইন্হ দীন্হী। নিজ নিজ সেজ সয়ন তিন্হ কীন্হী॥৩॥
দেখি স্যাম মৃদু মঞ্জুল গাতা। কহহিঁ সপ্রেম বচন সব মাতা॥
মারগ জাত ভয়াবনি ভারী। কেহি বিধি তাত তাড়কা মারী॥৪॥

দোহা— ঘোর নিসাচর বিকট ভট সমর গনহিঁ নহিঁ কাহু।
মারে সহিত সহায় কিমি খল মারীচ সুবাহু॥৩৫৬॥

বাংলা অর্থ—জরিত—জড়ানো; ডসায়ে—বিছাইলেন; সুপেতীঁ—চাদর; উপবরহন—তাকিয়া, উপাধান; চঁদোবা—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ; জোবা—দেখিয়াছেন; সেজ—শয্যা; পলংগ—পালঙ্ক; পৌঢ়ায়ে—শোয়াইলেন; ভয়াবনি—ভয়ঙ্কর; গনহিঁ নহিঁ—গ্রাহ্য করে না; মারে—মারিলেন; (দো—৩৫৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—স্বভাব সুন্দর শুনি' নৃপের বচন। সোণার পালঙ্কে হ'ল শয্যার রচন॥
সুন্দর সুরভি দুগ্ধ-ফেন-সমতুল। কোমল ললিত শয্যা রচিল অতুল॥১॥
চারু উপাধান তার বর্ণনা কে করে?। মণিময় গৃহ-মাঝ মাল্য-গন্ধে ভরে॥
সুন্দর রতন-দীপ চন্দ্রাতপ-বরে। বর্ণন করিবে কেবা? সে জানে,—যে হেরে॥২
রুচির শয়ন রচি' রামেরে উঠা'য়ে। প্রীতি-ভরে দিল তাঁরে পালঙ্কে শোয়ায়ে॥
রাম-আজ্ঞা লভি' পুন অন্য ভাই-গণ। আপন শয্যাতে সবে করিল শয়ন॥৩
হেরিয়া শ্যামল মৃদু মঞ্জু কলেবর। মাতৃগণ পুছিলেন হ'য়ে প্রেমপর॥
পথ-মাঝে যেতে তুমি মহা ভয়ঙ্করী। তাড়কা মারিলে বৎস! কোন্ বিধি ধরি?॥৪

দোহা— ঘোর নিশাচর বিকট সেনানী রণে কারো' না করে গণন।
সহিত সহায় মারীচ সুবাহু কর তারে কেমনে হনন?॥৩৫৬॥

সারমর্ম্ম—রাজার কথা শুনিয়া পালঙ্ক বিছান হইল ও সাজান হইল। সুগন্ধি মাল্য সুন্দর দুগ্ধফেননিভ শয্যা, উপাধান, চন্দ্রাতপ ও রত্ন প্রদীপদ্বারা গৃহ এমনভাবে সাজান হইল যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সুন্দর শয্যায় রামকে শয়ন করিতে বলা হইল। রামের আদেশ পাইয়া অন্যান্য ভ্রাতারা শয্যা গ্রহণ করিলেন। মায়েরা রামের মৃদু গাত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাস্তাতে তাড়কা সুবাহু ও মারীচকে কিরূপে মারিলে বলত?॥৩৫৬॥

চৌ—মুনি প্রসাদ বলি তাত তুম্হারী। ঈস অনেক করবরেঁ টারী॥
মখ রখবারী করি দুহুঁ ভাঈঁ। গুরু প্রসাদ সব বিদ্যা পাঈঁ॥১॥
মুনিতিয় তরী লগত পগ ধূরী। কীরতি রহী ভুবন ভরি পূরী॥
কমঠ পীঠি পবি কূট কঠোরা। নৃপ সমাজ মহুঁ সিব ধনু তোরা॥২॥

বিস্ব বিজয় জসু জানকি পাঈ। আএ ভবন ব্যাহি সব ভাঈ ॥
সকল অমানুষ করম তুম্হারে। কেবল কৌসিক কৃপা সুধারে ॥৩॥
আজু সুফল জগ জনমু হমারা। দেখি তাত বিধুবদন তুম্হারা ॥
জে দিন গএ তুম্হি বিনু দেখেঁ। তে বিরঞ্চি জনি পারহিঁ লেখেঁ ॥৪॥

দোহা— রাম প্রতোষীঁ মাতু সব কহিঁ বিনীত বর বৈন।
সুমিরি সম্ভু গুর বিপ্র পদ কিএ নীদবস নৈন ॥৩৫৭॥

বাংলা অর্থ—বলি—বালাই (লই); করবরেঁ—বিপদ; টারী—কাটাইয়াছেন; মখ রখবারী—যজ্ঞ-রক্ষক; তরী—উদ্ধার পাইল; পূরী—পূর্ণ; কমঠ পীঠি—কচ্ছপ পৃষ্ঠ; পবি—বজ্র; কূট—পর্বত; তোরা—ভাঙ্গিয়াছ; সুধারে—সম্পন্ন হইয়াছে; সুফল—সফল; প্রতোষীঁ—সন্তুষ্ট করিল; বৈন—বচন; নৈন্—নয়ন; (দো—'৫৭-পঃ)

চৌ—বালাই লই হে তাত ! মুনির কৃপায়। বিবিধ বিপদ বিধি তোমার কাটায় ॥
যজ্ঞের রক্ষক করি ভাই দু'জনারে। গুরু-কৃপা আনে বিদ্যা সব অধিকারে ॥১
পদ ধূলি ল'য়ে গেল মুনি-নারী ত'রে। তার পূর্ণ যশ রহে ত্রিভুবন ভ'রে ॥
গিরি-কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-সম কুলিশ-কঠোর। নৃপ-মাঝে শিব-ধনু ভাঙ্গো হেন ঘোর ॥২
বিশ্বজয়ে যেই যশ সীতা তা' লভিল। বিয়ে সারি' সব ভাই ঘরেতে ফিরিল ॥
অমানুষ সব কর্ম্ম হেরিনু তোমাতে। শুধু সব সম্ভবিল কৌশিক-কৃপাতে ॥৩॥
আজি ধরাধামে জন্ম সফল আমার। হেরিয়া চন্দ্রমা-মুখ হে তাত ! তোমার ॥
তোমারে না হেরি' যদি কোন দিন যায়। সেই দিন ব্রহ্মা যেন লিখিতে না পায় ॥৪

দোহা— রাম তুষ্ট করে সকল মাতারে কহি শুভ বিনীত বচন।
স্মরি' শম্ভু, গুরু, ব্রাহ্মণ চরণ নিদ্রাবশ লভিল নয়ন ॥৩৫৭॥

সারমর্ম্ম—মুনির কৃপায় শিব তোমার অনেক বিঘ্ন দূর করিয়াছেন। তোমরা দুই ভাই গুরুর প্রসাদে সকল বিদ্যা পাইয়াছ। তোমার পায়ের ধূলাতে অহল্যা উদ্ধার পাইয়াছে—এই যশ জগতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কচ্ছপ পৃষ্ঠ এবং বজ্র অপেক্ষা কঠোর শিবধনু রাজাদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া জানকীকে লাভ করিয়াছ জানকীও বিশ্ববিজয়ী হইয়াছে। ইহা বিশ্বামিত্রের কৃপায় হইল। তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের জন্ম সফল হইয়াছে। রামচন্দ্র সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥৩৫৭॥

চৌ—নীদউঁ বদন সোহ সুঠি লোনা। মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা ॥
ঘর ঘর করহিঁ জাগরন নারীঁ। দেহিঁ পরসপর মঙ্গল গারীঁ ॥১॥
পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী। রানীঁ কহহিঁ বিলোকহু সজনী ॥
সুন্দর বধুন্হ সাসু লৈ সোঈঁ। ফনিকন্হ জনু সিরমনি উর গোঈঁ ॥২॥
প্রাত পুনীত কাল প্রভু জাগে। অরুনচূড় বর বোলন লাগে ॥
বন্দি মাগধন্হি গুনগন গাএ। পুরজন দ্বার জোহারন আএ ॥৩॥

বন্দি বিপ্র সুর গুর পিতু মাতা। পাই অসীস মুদিত সব ভ্রাতা॥
জননিন্হ সাদর বদন নিহারে। ভূপতি সঙ্গ দ্বার পগু ধারে॥৪॥
দোহা— কীন্হি সৌচ সব সহজ সুচি সরিত পুনীত নহাই।
প্রাতক্রিয়া করি তাত পহিঁ আএ চারিউ ভাই॥৩৫৮॥

বাংলা অর্থ—নীদওঁ—নিদ্রাতেও; লোনা—স্নেহময়; সরসীরুহ—পদ্ম; জোহারন—সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন; অরুনচূড়—স্ত্রী মোরগ; (দো—৩৫৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—নিদ্রাতে বদন শোভে এ হেন সুন্দর। স্বর্ণ-পদ্ম যেন সাঁজে ফোটে মনোহর॥
জাগরণ করে যত নারী ঘরে ঘরে। সুমঙ্গল রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে পরস্পরে॥১॥
পুরী উজলিল তথা শোভিল রজনী। রাণী ক'ন-'একবার দেখ লো সজনি!'॥
শ্বশ্রূরা সুন্দর বধূ ল'য়ে নিদ্রা যায়। ভুজঙ্গম যেন মণি হিয়াতে লুকায়॥২॥
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেতে প্রভু হ'ন জাগরিত। রক্তচূড় সেই কালে করে মুখরিত॥
বন্দী ও মাগধ-দলে গুণ-গান করে। পুরজন আসে দ্বারে প্রণামের তরে॥৩
বন্দী, বিপ্র, সুর, গুরু তথা পিতা-মাতা। সবার আশিস্ লভি' তুষ্ট সব ভ্রাতা॥
সাদরে জননীগণ বদন হেরিলা। ভূপতি-সহিত তা'রা দ্বারে পঁহুছিলা॥৪॥
দোহা— শৌচ ক্রিয়া সারি' সহজ পবিত্র অবগাহে সরযুর জলে।
সন্ধ্যা-আদি সারি' তাত-পার্শ্বে আসে চারি ভা'য়ে মিলিয়া সকলে॥৩৫৮

সারমর্ম্ম—সে রাত্রে স্ত্রীরা ঘরে ঘরে জাগিয়াছে এবং পরস্পর আনন্দের রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াছে। শাশুড়ীরা ও বধূদিগকে বুকে লইয়া শয়ন করিলেন। প্রাতঃকালে প্রভুর জাগরণের সঙ্গে বন্দনাকারী ও মাগধগণ গান করিলেন। সকল ভাই উঠিয়া ব্রাহ্মণ, গুরু ও মাতাপিতাকে বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদ লইলেন। শৌচান্তে চারি ভাই সরযূ-স্নান করিয়া পিতার নিকট আসিলেন॥৩৫৮॥

চৌ—ভূপ বিলোকি লিএ উর লাঈ। বৈঠে হরষি রজায়সু পাঈ॥
দেখি রামু সব সভা জুড়ানী। লোচন লাভ অবধি অনুমানী॥১॥
পুনি বসিষ্ঠ মুনি কৌসিকু আএ। সুভগ আসনন্হি মুনি বৈঠাএ॥
সুতন্হ সমেত পূজি পদ লগে। নিরখি রামু দোউ গুর অনুরাগে॥২॥
কহহিঁ বসিষ্ঠু ধরম ইতিহাসা। সুনহিঁ মহীসু সহিত রনিবাসা॥
মুনি মন অগম গাধিসুত করনী। মুদিত বসিষ্ঠ বিপুল বিধি বরনী॥৩॥
বোলে বামদেউ সব সাঁচী। কীরতি কলিত লোক তিহুঁ মাচী॥
সুনি আনন্দু ভয়উ সব কাহু। রাম লখন উর অধিক উছাহু॥৪॥
দোহা— মঙ্গল মোদ উছাহ নিত জাহিঁ দিবস এহি ভাঁতি।
উমগী অবধ অনন্দ ভরি অধিক অধিক অধিকাতি॥৩৫৯॥

বাংলা অর্থ—জুড়ানী—মন শান্ত হইল; অগম—অগম্য; মাচী—ব্যাপ্ত হইল; উমগী—উথলিত হইল; রনিবাসা—অন্তঃপুর; লাগে—মগ্ন হইলেন; (দো—৩৫৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—সবারে বিলোকি' ভূপ হৃদয়ে ধরিলা। রাজাজ্ঞা লভিয়া তা'রা হরষে বসিলা॥
রামে হেরি' সভাজন-মানস জুড়ায়। লোচনের লাভ যেন পৌঁছা'ল সীমায়॥১
বশিষ্ঠ, কৌশিক এই দুই মুনি জনে। নৃপ নিজে বসা'লেন সুন্দর আসনে॥
সুতগণ-সহ নৃপ পূজে পদে লাগি'। দুই গুরু হেরি' রামে হ'ন অনুরাগী॥২॥
ইতিহাস, ধর্ম্ম-কথা বশিষ্ঠ কহেন। অন্তঃপুর-জন সহ নৃপ তা' শুনেন॥
কৌশিকের কৃত্য যাহা মুনি-বোধাতীত। বশিষ্ঠ বর্ণেন ভারী হইয়া মুদিত॥৩
'সব সত্য বটে' ইহা বামদেব ক'ন। তিন লোকে মুনি-যশ হইল খ্যাপন॥
শুনি' সবাকার মন আনন্দে ভরিলা। রাম ও লক্ষ্মণ দিব্য আনন্দ লভিলা॥৪
দোহা— মঙ্গল-আনন্দ চলে নিতি নিতি দিন চলে ধরি' এ মূরতি।
অযোধ্যা উচ্ছল-আনন্দে ভরিল দিনে দিনে বেশী আরো অতি॥৩৫৯

সারমর্ম্ম—রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া বুকে লইলেন। রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা বসিলেন। রামকে দেখিয়া সভাসদ্গণ চক্ষু সার্থক বিবেচনা করিলেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ আসিলে রাজা তাহাদিগকে বসাইলেন এবং পুত্রগণসহ নিজে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। বশিষ্ঠ ধর্ম্ম-কথা কহিতে লাগিলেন! রাজা সস্ত্রীক শুনিলেন। বিশ্বামিত্রের কাজের অপূর্ব্ব তৎপরতা বর্ণিত হইল। রাম-লক্ষ্মণের হৃদয় তাহাতে অধিক প্রসন্ন হইল। এইভাবে অযোধ্যায় আনন্দের উৎস বাড়িয়া চলিল॥৩৫৯॥

চৌ—সুদিন সোধি কল কঙ্কন ছোরে। মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে॥
নিত নব সুখু সুর দেখি সিহাহীঁ। অবধ জন্ম জাচহিঁ বিধি পাহীঁ॥১॥
বিস্বামিত্রু চলন নিত চহহী। রাম সপ্রেম বিনয় বস রহহীঁ॥
দিন দিন সয়গুন ভূপতি ভাউ। দেখি সরাহ মহামুনিরাউ॥২॥
মাগত বিদা রাউ অনুরাগে। সুতন্হ সমেত ঠাঢ় ভে আগে॥
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী। মৈঁ সেবকু সমেত সুত নারী॥৩॥
করব সদা লরিকন্হ পর ছোহূ। দরসনু দেত রহব মুনি মোহূ॥
অস কহি রাউ সহিত সুত রানী। পরেউ চরন মুখ আব ন বানী॥৪॥
দীন্হি অসীস বিপ্র বহু ভাঁতী। চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী॥
রামু সপ্রেম সঙ্গ সব ভাঈ। আয়সু পাই ফিরে পহুঁচাঈ॥৫॥
দোহা— রাম রূপু ভূপতি ভগতি ব্যাহু উছাহু অনন্দু।
জাত সরাহত মনহিঁ মন মুদিত গাধিকুলচন্দু॥৩৬০॥

বাংলা অর্থ—**শোধি**—বিচার করিয়া; **ছোরে**—খুলিয়া ফেলিলেন; **সয়গুন ভাউ**—সদ্গুণযুক্ত ভাব (প্রেম); **সরাহ**—প্রশংসা করিল; **ঠাঢ় ভে**—দণ্ডায়মান হইলেন; **ছোহূ**—স্নেহ; **মোহূ**—আমাকে; **ফিরে**—ফিরিয়া আসিলেন; (দো—৩৬০-পঃ)

চৌ—সুদিনে শোধিয়া ত্যজে সুন্দর কঙ্কণ। মঙ্গল-আনন্দ তবু বহে অনুক্ষণ॥
নিত্য নব সুখ হেরি' ঈর্ষে দেবগণ। বিধি-পার্শ্বে অযোধ্যাতে মাগেন জনম॥১॥

বিশ্বামিত্র নিতি নিতি চ'লে যে'তে চান। রাম-প্রেম-মিনতিতে শেষে র'য়ে যা'ন॥
নৃপ-প্রীতি শতগুণ নিত্য নবতর। হেরি' মুনি নৃপে হ'ন প্রশংসা-মুখর ॥২॥
বিদায় মাগেন নৃপে মুনি অনুরাগে। সুতসহ যা'ন নৃপ মুনীশের আগে॥
হে নাথ! সম্পদ্ যত তোমারি সকল। স্ত্রীপুত্রাদি-সহ মোরা সেবকের দল ॥৩
স্নেহ রাখিবেন সদা বালগণ 'পরে। মাঝে মাঝে দরশন দিবেন আমারে॥
হেন কহি' নৃপ ল'য়ে সব সুত, রাণী। চরণে পড়েন, মুখে নাহি সরে বাণী ॥৪
আশীর্ব্বাদ দিয়া বিপ্র বিবিধ প্রকারে। চলে যবে, প্রীতি-রীতি নারি বর্ণিবারে॥
সব ভাই-সহ রাম অতি প্রেম-ভরে। আজ্ঞা লভি' পরে ফিরি' আসিলেন ঘরে ॥৫

দোহা— রাম-রূপ রাশি, রাজার ভকতি, বিবাহের উৎসব অমিত।
প্রশংসা করিলা গাধি-কুল-শশী মনে মনে অতি হরষিত ॥৩৬০॥

সারমর্ম্ম—শুভদিন দেখিয়া বরের। হাতের কঙ্কণ খুলিয়া ফেলিলেন। সে সময়ও উৎসব কম হইল না। প্রতিদিন নিত্য সুখ ও উৎসব সমাগমকে দেবতারাও অযোধ্যায় জন্ম লইতে চাহিতেন। বিশ্বামিত্র প্রতিদিন চলিয়া যাইতে চান কিন্তু রামের অনুরোধে থাকিয়া যান। বিশ্বামিত্র বিদায় মাগিলে রাজা ভক্তির সহিত বিশ্বামিত্রকে ছেলেদিগকে সম্মুখে লইয়া দাড়াইয়া বলিলেন,—এ সম্পৎ সকলই তোমার। আমরা সকলে তোমার সেবক। ভক্তিতে রাজার স্ত্রীরা, পুত্র ও নিজে গদগদ হইলেন। মুনি রামের রূপ ও রাম-ভক্তির কথা স্মরণ করিতে করিতে আনন্দিত মনে চলিলেন ॥৩৬০॥

চৌ—বামদেব রঘুকুল গুর গ্যানী। বহুরি গাধিসুত কথা বখানী॥
সুনি মুনি সুজসু মনহিঁ মন রাউ। বরনত আপন পুন্য প্রভাউ ॥১॥
বহুরে লোগ রজায়সু ভয়উ। সুতন্হ সমেত নৃপতি গৃহঁ গয়উ॥
জহঁ তহঁ রাম ব্যাহু সবু গাবা। সুজসু পুনীত লোক তিহুঁ ছাবা ॥২॥
আএ ব্যাহি রামু ঘর জব তেঁ। বসই অনন্দ অবধ সব তব তেঁ॥
প্রভু বিবাহঁ জস ভয়উ উছাহূ। সকহিঁ ন বরনি গিরা অহিনাহূ ॥৩॥
কবিকুল জীবনু পাবন জানী। রাম সীয় জসু মঙ্গল খানী॥
তেহি তে মৈঁ কছু কহা বখানী। করন পুনীত হেতু নিজ বানী ॥৪॥

ছঃ— নিজ গিরা পাবনি করন কারন রাম জসু তুলসীঁ কহ্যো॥
রঘুবীর চরিত অপার বারিধি পারু কবি কৌনেঁ লহ্যো॥
উপবীত ব্যাহ উছাহ মঙ্গল সুনি জে সাদর গাবহী।
বৈদেহি রাম প্রসাদ তে জন সর্বদা সুখু পাবহীঁ॥

সোঃ— সিয় রঘুবীর বিবাহু জে সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিন্হ কহু সদা উছাহু মঙ্গলায়তন রাম জসু ॥৩৬১॥

বাংলা অর্থ—তিহুঁ লোক—ত্রিলোক; ছাবা—ছাইয়া গেল; বসই—বাস করিল (স্থায়ী হইল); অহিনাহূ—অনন্তদেব, অহিনাথ; উপবীত—উপনয়ন; (দো—৩৬১ পঃ)

চৌ—বামদেব রঘু-কুল-গুরু দোঁহা জ্ঞানী। পুনঃ বিশ্বামিত্র-কথা কহেন বাখানি'॥
মুনি-যশ শুনি' ভূরি রাজা নিজ মন। অনন্ত পুণ্যের ফল করিলা বর্ণন ॥১॥
রাজ-আজ্ঞা লভি' সবে করিলা গমন। সুতসহ নৃপ নিজে গৃহ-মুখী হ'ন॥
যেথা সেথা গাহে সবে রাম-পরিণয়। পবিত্র সুযশ তিন লোকে ব্যাপ্ত হয় ॥২
বিয়ে করি' যবে ঘরে ফিরিলেন রাম। সেই হ'তে রাজধানী আনন্দের ধাম॥
প্রভুর বিবাহে সবে যে উৎসাহ হেরে। বাণী ও অনন্ত তাহা বর্ণিবারে নারে ॥৩॥
রাম-সীতা-যশ যেন মঙ্গল-আকর। কবিগণ-জীবনের পবিত্রতাকর॥
সেই হেতু আমি কিছু কহিনু বাখানি। পবিত্র হইবে তাহে মম নিজ বাণী ॥৪

ছন্দ— আপন বচন পাবন-কারণ রামের সুযশ তুলসী গাহিলা।
রামের চরিত অপার বারিধি, কহ—কোন্ কবি তরিতে পারিলা।
উপবীত, বিয়ে মঙ্গল উৎসব শুনিয়া যে জন সাদরে গাহিবে।
সীতা-রাম-কৃপা লভিয়া সে জন সর্ব্বকাল-তরে আনন্দ লভিবে॥

সোঃ সীতা-রঘুবীর-বিবাহ যাহারা সাদরে গাহিবে অথবা শুনিবে।
সর্ব্বক্ষণে তা'রা উৎসাহ লভিবে রাম-যশ শুভ-ধাম আনি দিবে ॥৩৬১

সারমর্ম—বামদেব ও বশিষ্ঠ পুনঃ বিশ্বামিত্রের কথা বলিলেন। যেখানে সেখানে রামের বিবাহ কথা এবং যশোগাথা-গান চলিল। রামের বিবাহের পর অযোধ্যার আনন্দের উৎস পূর্ণোদ্যমে চলিল। রাম-সীতার যশোগানে মঙ্গল হয়, সংসার-দুঃখ নাশ হয়, তাই তুলসীদাস তাহা বর্ণনা করিতেছেন। নিজের বাক্যকে পবিত্র করার প্রয়োজনে তুলসীদাস রাম-যশ কহিতেছে। তাঁহার চরিত কথায় বর্ণনা শেষ হয় না। যে ব্যক্তি উপনয়ন ও বিবাহের মঙ্গল উৎসবে শুনে ও গান করে, সে শাশ্বত সুখ ও আনন্দ লাভ করে ॥৩৬১॥

সমাপি দ্বাদশ দিন মাস পারায়ণে।
নমিছে বিজয়কালী শ্রীরামচরণে॥

শ্রীমদ্-রাম-চরিত-মানসে সকল-কলি-কলুষ-বিধ্বংসনে
প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।
বালকাণ্ড সমাপ্ত।

রামচরিতমানস ৩য় খণ্ড

পরিশিষ্ট

অযোধ্যার রাজবংশ (সূর্য্যবংশ)

(বাল্মীকিমতে) (মতান্তরে)

(১)

পরব্রহ্ম	ভরত	নারায়ণ	সেনজিৎ	দিলীপ
ব্রহ্মা	অসিত	ব্রহ্মা	যুবনাশ্ব	ভগীরথ
মরীচি	সগর	মরীচি	মান্ধাতা	শ্রুত
কশ্যপ	অসমঞ্জ	কশ্যপ	পুরুকুৎস	সুত
সূর্য্য	অংশুমান	সূর্য্য	এষদস্যু	সিন্ধুদ্বীপ
দিলীপ	রঘু	মনু	অনরণ্য	ঋতুপর্ণ
ভগীরথ	কল্মাষপাদ	ইক্ষ্বাকু	হর্য্যশ্ব	কল্মাষপাদ
ককুৎস্থ	শঙ্খন	বিকুক্ষি	তরুণ	অশ্মক
মনু	সুদর্শন	ককুৎস্থ	ত্রিধন্বা	নারীকবচ (১)
ইক্ষ্বাকু	অগ্নিবর্ণ	অনেনা	সত্যব্রত	ঐড়বিড়ি
কুক্ষি	শীঘ্রগ	পৃথু	হরিশ্চন্দ্র	খট্টাঙ্গ
বিকুক্ষি	মরু	বিশ্বগন্ধি	রোহিতাশ্ব	দিলীপ
বাণ	প্রশুশ্রুক	চন্দ্র	হরিত	অজ
অনরণ্য	অম্বরীষ	শ্রাবস্ত	চম্প	দশরথ
পৃথু	নহুষ	বৃহদাশ্ব	সুদেব	
ত্রিশঙ্কু	যযাতি	কুবলাশ্ব	বিজয়	
ধুন্ধুমার	নাভাগ	ধন্ধুমার	ভরুক	
যুবনাশ্ব	অজ	হর্য্যশ্ব	বৃক	
মান্ধাতা	দশরথ	নিকুম্ভ	বাহু	
সুসন্ধি		বর্হিনাশ্ব	সগর	
ধ্রুবসন্ধি		কৃশাশ্ব	অংশুমান	
ভরত		সেনজিৎ	দিলীপ	

(১) বাল্যকালে নারীবেশে পরশুরাম হস্তে অব্যাহতি-প্রাপ্তি-হেতু নাম 'নারীকবচ'।

মিথিলার রাজবংশ

(বাল্মীকিমতে)		(মতান্তরে)		
নিমি	হ্রস্বরোমা	ইক্ষাকু	সুবর্ণরোমা	যযোধন
মিথি	ধর্ম্মধ্বজ	নিমি	হ্রস্বরোমা	সুবসন
জনক	বা	মিথিল	শিরধ্বজ	শ্রুতসেন
উদাবসু	জানকীর পিতা	জনক	শিরধ্বজ	নাইসেন
নন্দিবর্দ্ধন	দ্বিতীয় জনক	ঔদাসি	কুশধ্বজ	বিজয়
সুকেতু		নন্দবর্দ্ধন	ধর্ম্মধ্বজ (১)	আর্দ্র
দেবরাত		সুকণ্ঠ	কীর্ত্তিধ্বজ	সেনীক
বৃহদ্রথ		মিবরাত	কেশীধ্বজ	বিতুভ্য
মহাবীর		ব্রহদ্রথ	বাহুমান	ধৃতিক
সুধৃতি		হোবীজ	অরিষ্টনেমি	বিলাস
ধৃষ্টকেতু		সুধৃতি	শ্রুতায়ু	কীর্ত্তিরাজ
হর্য্যশ্ব		ধৃষ্টকেতু	সুপার্শ্ব	
মরু		হর্য্যশ্ব	ইস্বত্ত	
প্রতীন্ধক		মরুত্ত	ক্ষেমদি	
কীর্ত্তিরথ		প্রতীপ	সেত্রথ	
দেবমীঢ়		কীর্ত্তিরথ	ঊর্দ্ধকেতু	
বিবুধ		দেবমিত্র	সুমৃত	
মহীধ্রক		বিশ্রুত	সুতীর্থ	
কীর্ত্তিরাত		মহাধৃতি	উপগুরু	
মহারোমা		কীর্ত্তিরাত	উপগুপ্ত	
স্বর্ণরোমা		মহারোমা	ইলগুপ্ত	
হ্রস্বরোমা		সুবর্ণরোমা	যযোধন	

(১ ইঁহারই অপর নাম জনক (জানকীর পিতা), এবং ইঁহাকে কুশধ্বজের অগ্রজ বলিয়া বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রামচরিতমানস

চতুর্থ খণ্ড

(অযোধ্যাকাণ্ড প্রারম্ভ হইতে দশরথের স্বর্গারোহণ
১ হইতে ১৫৫ দোহা পর্য্যন্ত চৌপাই সহ)

বঙ্গাক্ষরে মূল, শব্দার্থ, সারমর্ম্ম, ছন্দে অনুবাদ,
ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ প্রকাশিত

প্রণেতা ও প্রকাশক

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

প্রাপ্তিস্থান—চিরঞ্জীব ঔষধালয় (ফোন— ৩৪-৪৬১১)
১৭০।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট (বহুবাজার), কলিকাতা-১২

কলিকাতা ১১৮।২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ
বঙ্কিম প্রেসে মুদ্রিত

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমা দিবসে প্রকাশিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কেন্দ্রীয় ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি-বিষয়ক গবেষণা-বিভাগ সমীপে
(Central Ministry of Scientific and Cultural affairs)

ছন্দে মূল ও টীকাসহ রামচরিতমানস আট খণ্ডে প্রকাশন ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ অনধিক আট হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াও তন্মধ্যে অগ্রিম দুই হাজার টাকা প্রেরণ করিয়া মহামান্য ভারত-সরকার লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং পুস্তক প্রকাশন সহজ ও সুগম করিয়াছেন। ইতি

—বিনীত গ্রন্থকার

আনন্দ-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার-(Director of Public Instruction) কর্তৃক মৎপ্রণীত এই রামচরিতমানস পুস্তকখানিকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও সমাজশিক্ষামূলক গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি দিয়া এবং অন্যতম **মহাকাব্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ** তালিকাভুক্ত করিয়া **সাধারণ পাঠাগার ও সমস্ত লাইব্রেরীতে** রক্ষার্থ অনুমোদন করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইতি

—প্রকাশক

বিনম্র নিবেদন

সীতারামের অপার করুণায় গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত শ্রীশ্রীরামচরিতমানস (চতুর্থ খণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ড আরম্ভ হইতে ১৫১ দোহা—দশরথের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত) চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ দ্রুত মুদ্রণজন্য ছাপাতে কতিপয় ভ্রম-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এ' পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ভ্রম সংশোধন-পত্র দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত এই ৪র্থ খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় তৃতীয় খণ্ডেরও ভ্রমসংশোধন-পত্র দেওয়া হইল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার পুস্তকখানি অনুমোদন করিয়া সাহায্যদানের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন বটে তবে সে ইঙ্গিত এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তজ্জন্য মুদ্রণার্থ যথেষ্ট কষ্ট-কল্পনা করিতে হইতেছে। কারণ কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে মুদ্রণব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। এবিষয়ে রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মাত্র ১১০০ পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; যাঁহারা এ পুস্তক চান তাঁহারা ২৲ জমা দিয়া দয়া করিয়া অবিলম্বে গ্রাহক হউন। সুধী ও ভক্ত মনীষিবৃন্দ এ পুস্তকখানির উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিলে গ্রন্থকার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিবেন। যাঁহারা এই পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের এই উৎসাহদানে গোস্বামী তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আমি তাঁহার ভারবাহী দাসমাত্র।

পুস্তকের ছন্দাংশের প্রয়োজনমত সংশোধন ও প্রুফ দেখিতে কবিবর ছন্দশিল্পী সুপণ্ডিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আন্তরিক আনুকূল্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

— বিনীত গ্রন্থকার

ভূমিকা

চতুর্থ খণ্ড

ভগবৎকৃপায় রামচরিতমানস চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হইল। বাল্মীকি রামায়ণ প্রধানতঃ ইতিবৃত্তমূলক অপর পক্ষে উপদেশমূলক বটে। ইতিবৃত্তকে আশ্রয় করিয়া উপদেশ বা শিক্ষালাভ করা যায়। ফলে পাঠকগণ সহজে রামচরিত্রের গল্পাংশকে আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। কিন্তু তুলসীরামায়ণ ঠিক্ তদনুরূপ গ্রন্থ নহে। পাঠকের মনে রামচরিত্রের সমস্ত বিশেষত্বকে বোধগম্য করাইতে মনোরূপী ক্ষেত্রকে কিভাবে কর্ষণ করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রথমে গোস্বামী করিতে চাহিয়াছেন। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া বীজবপনপূর্ব্বক জলসিঞ্চন করিলে তাহাতে অঙ্কুর উদ্গম হয়। সে অঙ্কুর ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইতে থাকে, তাহা পরে ফলবান্ হয়। যে কোন কুতূহলী সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া ফলের অপেক্ষায় পক্কফলের আশায় থাকেন। সুতরাং ক্ষেত্রকর্ষণ হইতে পক্কফল উপভোগ পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন স্তর তাহার অপেক্ষায় তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতেই হয়। রামচরিতমানসের পাঠককে এইরূপ ক্রমের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিয়া ফলের অমৃতময় স্বাদকে স্থায়িভাবে উপভোগ করিতে হইবে। সুতরাং ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে পাঠককে হতাশ হইতে হইবে। অন্য রামায়ণ হইতে তুলসীরামায়ণের এখানে বৈশিষ্ট্য।

প্রথমখণ্ড রামচরিতমানস তুলসীরামায়ণ বালকাণ্ডের বা আদিকাণ্ডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। গোস্বামী মহোদয় সেখানে পাঠকের মনকে পাঠোপযোগী করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে তুলসীরামায়ণের ভূমিকা বলাই চলে। দ্বিতীয়খণ্ডে বালকাণ্ডের অপর তৃতীয় অংশ যেখানে রামায়ণের বীজ বপন করা হইয়াছে। এখানে রামের জন্ম পর্য্যন্ত পরিচয় আছে। তৃতীয়খণ্ডে রামের বাল্যজীবনের পরিচয় আছে সুতরাং রামচরিতের বীজ এখানে তরুণবৃক্ষের সৌন্দর্য্যমাত্র পাইয়াছে। ফলে পাঠকগণ এখানে রামচরিতের কিছুটা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন। চতুর্থখণ্ডে রামচরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পরিচয় আছে। এখানে রামচরিতমানসের যৌবন। তৃতীয়খণ্ডের পরিচয়ে তাহা তরুণ বৃক্ষ হইলেও যৌবনের সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই। তৃতীয়খণ্ডে বালকাণ্ড বা আদি-কাণ্ডের সমাপ্তি। চতুর্থখণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রারম্ভ। তৃতীয়খণ্ডে সভ্রাতৃক রামের বাল্য-লীলার পরিচয়। ভবিষ্যতের ইঙ্গিতমাত্র সেখানে আছে। রামচন্দ্র তাড়কাকে নিধনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হইবার ব্যবস্থা এখানে করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রসহ জনকের ধনুর্যজ্ঞে মিথিলাতে উপস্থিত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ করিয়া পরশুরামের সহিত যুদ্ধে আত্মপরীক্ষার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক জানকীর পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন পরে অযোধ্যাতে আসিয়া শাস্ত্রালোচনার পুনরভ্যাস এবং যথারীতি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে তাঁহার অনন্যসাধারণ লোক-প্রিয়তার পরিচয় দিতেছেন। এখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় ভগবান্ রামচন্দ্র অবতীর্ণ।

অতঃপর চতুর্থখণ্ডে অযোধ্যাকাণ্ড আরম্ভ যখন রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন

নিষ্পন্ন হইল। এখানে রামচরিতের সার্ব্বভৌম দৃষ্টি পাঠকের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে। বনবাসের আদেশ শুনিবামাত্র রাম যখন দশরথ, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, লক্ষ্মণ, সীতা এবং পথে গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন তখন তাঁহার মনোভাব কিরূপ এবং কিভাবে ও কি ভাষায় সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া অযোধ্যা ত্যাগ করিতেছেন তাহার পরিচয় গোস্বামী তুলসীদাস এমন নিপুণভাবে প্রদান করিয়াছেন যে, যে কোন পাঠক রামচরিতের সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিলেও তাহার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া রামচরিতমানসের অন্তর্নিহিত রসের বা রামতত্ত্বের একটা বিচিত্রতা উপলব্ধি করিয়া মনকে ভরপুর করিতে পারিবেন। সুতরাং আপনারা পাঠকের মানসক্ষেত্রের উর্বরতা-সাধন, রামচরিতের বীজবপন এবং বীজ হইতে অঙ্কুররূপী তরুণ বৃক্ষজন্ম এবং সেই বৃক্ষের যৌবনতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তথ্য এ' পুস্তকে বিবৃত দেখিবেন। রামচরিতে গভীরভাবে প্রবেশের অর্থ কেবল ইতিবৃত্ত-মাত্রকে উপলব্ধি করিলে হইল না; তাহার তত্ত্বকে মানসক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনের সকল স্তরে তাহার লাভ উঠাইতে রামলীলা বা রামচরিত্রকে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কেবলমাত্র উপাখ্যানরূপে রামচরিত উপলব্ধি করিবার বিষয়বস্তু ইহাতে নাই এমন নয় কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিষয়বস্তু চয়ন অপেক্ষা ভক্তিপূত হৃদয়-সমুদ্রকে মন্থন করিয়া অমৃতের উদ্ভব করিবার ক্ষমতা এ পুস্তকে আছে। নিম্ন স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে সেখানে না উঠিতে চাহিলে কেহ সে অমৃতের স্বাদ নিতে পারে না। ভক্ত-হৃদয়কে মন্থন করিয়া অমৃতের আস্বাদ দিবার উপাদান বাস্তবিক এই চতুর্থখণ্ডে আরম্ভ হইয়াছে। পাঠকগণ এই দৃষ্টি দিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়খণ্ড অধ্যয়ন করিলে চতুর্থখণ্ডের স্বাদ যথার্থ অনুভব করিতে পারিবেন। দিগ্‌দর্শনস্বরূপে ইহা ইঙ্গিতমাত্র করিলাম। পাঠক পঞ্চমখণ্ডে অমৃতফলের অপেক্ষায় অর্থাৎ চিত্রকূটে রাম-ভরত-মিলন-সংবাদের জন্য অপেক্ষা করুন। ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে সে অমৃত বিক্ষিপ্তরূপে রহিয়াছে। ভক্তগণ রামচরিতের পূর্ণ অমৃতাস্বাদ অষ্টম খণ্ডে উত্তরকাণ্ড হইতে উপলব্ধি করিবেন। ইতি

—বিনীত গ্রন্থকার

রামায়ণ কথা-ভূমিকা

গোস্বামী তুলসীদাসবর্ণিত

বাল্মীকি রামায়ণ, **যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ**, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত **অধ্যাত্ম রামায়ণ** এবং **তুলসীরামায়ণ** (রামচরিতমানস) এই চারিখানি রামায়ণগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ব্যতীত অপর তিনখানি রামায়ণ প্রধানতঃ ইতিবৃত্তমূলক বটে। বাল্মীকিরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তুলসীরামায়ণ বিবিধ প্রাদেশিক ভাষামিশ্রণে লিখিত হইলেও প্রধানতঃ অওধী, ব্রজবুলি ও মৈথিলী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দই অধিক। বাংলাও আছে। তা'ছাড়া বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার শব্দের সহিত স্বরবর্ণের সংযোগ বিয়োগে মাত্রার সমতা, স্বরের মধুরতা ও উচ্চারণ-স্থানের সরলতা করাও হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে হিন্দীভাষা বলা চলে না। তবে হিন্দীভাষার সহিত ইহার ভাষাগত সামঞ্জস্য

অনেক পরিমাণে আছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ইহা ইতিবৃত্ত-
মূলক গ্রন্থ নহে। তবে ইহাকে বাল্মীকি রামায়ণের পরিপূরক গ্রন্থ বলিয়া গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত
হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে ২৪০০০ শ্লোক এবং যোগবাশিষ্ঠে ৫৬০০০ শ্লোক। শেষোক্ত গ্রন্থে
রামবশিষ্ঠসংবাদ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলেও ইহাকে মোক্ষশাস্ত্ররূপে গণ্য করা হয়। মহর্ষি
বাল্মীকির ভাষায়—যাঁহারা সংসারকে কারাগার মনে করিয়া সেখানে বদ্ধ আছেন মনে
করেন এবং সেখান হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই শাস্ত্রপাঠের প্রকৃত
অধিকারী। দেহাভিমানী সাধারণ লোকের পক্ষে এ পুস্তক ফলপ্রসূ নহে। তুলসীরামায়ণে
ইহার তত্ত্বাংশকে ভক্তির আধারে সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের
জ্ঞানমূর্তি কাকভুষুণ্ড তুলসীরামায়ণে কাকভুষুণ্ড হইয়া ভক্ত নররূপী রামভক্ত শিবের
পার্শ্বচররূপে রামচরিত আলোচনায় রত আছেন। এখানে কাকভুষুণ্ড জ্ঞানাভিমানী
বিষ্ণুবাহন গরুড়কে উপদেশ দিতেছেন। শিবও শ্রদ্ধাবতী ভবানীকে রামচরিতসম্বন্ধে উপদেশ
দিতেছেন। শিব-ভবানী এবং কাকভুষুণ্ড-গরুড় তুলসীরামায়ণের অনেক স্থান অধিকার
করিয়াছেন। অধ্যাত্মরামায়ণের শিব-ভবানী রূপান্তরিত হইয়া তুলসীরামায়ণে আবির্ভূত
হইয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠের কাকভুষুণ্ড-বশিষ্ঠ-সংবাদ অথবা শ্রীরাম-বশিষ্ঠ-সংবাদ যেখানে
কাকভুষুণ্ডের পরিচয়-প্রদানতায় নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বভাগে করা হইয়াছে। তাহাই তুলসী-
রামায়ণে রূপান্তরিত আকারে কাকভুষুণ্ড-গরুড় উপাখ্যানরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং
মূল বাল্মীকি রামায়ণের ইতিবৃত্তকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণের জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বকে
এবং যোগবাশিষ্ঠের জ্ঞানতত্ত্বকে বিবিধ পৌরাণিক আখ্যান-সম্বলিত করিয়া এক অভিনব
সমাজশিক্ষামূলক ভক্তিগ্রন্থ গোস্বামী মহোদয় রচনা করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে
ভরদ্বাজ-বাল্মীকি-সংবাদে ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে বাল্মীকি বলিতেছেন,—রাম, লক্ষ্মণ,
ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা এবং দশরথ, রামের বন্ধুদ্বয় কৃতাস্ত্র এবং অবিরোধ,
এবং ঋষি বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অষ্টমন্ত্রী সকলে সমদর্শী এবং বৈরাগ্যবান্। ইঁহারা
জীবন্মুক্ত এবং প্রারব্ধমাত্রের অনুবর্ত্তী। এই জীবন্মুক্তির যে বিশিষ্ট ব্যাখ্যান তাহা গোস্বামী
তুলসীদাস রামায়ণের ইতিবৃত্তমূলক চরিতবর্ণনায় দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া এমন সহজ
ও সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে সকল দেশের, সকল যুগের আদর্শ সমাজ এই সকল
আচরণ ও আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবনে ধন্য হইতে পারে। ইতিবৃত্তমূলক চরিতসমূহের
বিশ্লেষণকে সহজ ও সুখবোধ্য করিতে বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান, নারদ-বিষ্ণু-সংবাদ বা
শিব-ভবানী-সংবাদ যে বিশেষ উপযোগী তাহা পাঠকমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিবেন। গোস্বামী রাম-
চরিত অবলম্বন করিয়া ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজগঠনের এক সহজ ও সরল চিত্রের বিন্যাস
করিয়া যে অপূর্ব্ব পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে কেবল তাৎকালিক সমাজচিত্র প্রদর্শিত
হয় নাই, পরবর্ত্তী কালের এক আদর্শ সমাজচিত্র ইহাতে কল্পিত হইয়াছে। এই চিত্রে
মনীষী ও ভক্তবৃন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের অপূর্ব্ব পরিবেশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন সন্দেহ
নাই। ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যানকে শিক্ষামূলক ও সহজবোধ্য করিবার জন্য স্থানবিশেষে

বাল্মীকি রামায়ণের সহিত ইহার পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যান সহজ, সরল ও সাবলীল, এমন কি গোস্বামী মহোদয়ের শিব-ভবানী উপাখ্যান অথবা নারদ উপাখ্যান অন্যান্য পুরাণগ্রন্থে লিখিত বর্ণনার সহিত সমতুল্য না হইলেও চরিত্রবিশ্লেষণের নিপুণতাতে ইহা সমাজশিক্ষার সবিশেষ অনুকূল এবং চিত্তাকর্ষক। সমগ্র সমাজতত্ত্বকে অন্ধকার দিনেও কি ভাবে রামাশ্রয়ী করা যায় তাহার চিত্র এখানে আছে। এতদ্দ্বারা রামায়ণের সর্ব্বকালীন উপযোগিতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের নারদ-সনকাদি ও শুকদেবের ভক্তিচিত্র যেমন আছে তেমনি মহাভারতের যযাতি, নহুষ, বলি, দধীচি, রন্তিদেবাদির উপাখ্যানও ভক্তির আধারে সমন্বয় করা হইয়াছে।

ইতি—বিনীত গ্রন্থকার

শিবচতুর্দ্দশী বাংলা ১৩৬৭

নারদ-চরিত বনাম নারদ-উপাখ্যান

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণসমূহের বর্ণনায় যে নারদের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এমন এক রহস্যজালে জড়িত যে নারদ-চরিত্র ইতিবৃত্ত কি উপাখ্যানমূলক তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ত্রিলোকদর্শী ও ত্রিভুবনচারী এই ভক্ত দেবতাকে কবি প্রয়োজনমত আবাহন করিয়া তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন মনে হয়। ভক্তিসূত্র বিশ্লেষণে ও তত্ত্ববিচারে তিনি সর্ব্বত্র একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ভক্তশিরোমণি নারদের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে, বাল্মীকিরামায়ণে মহাভারতে, অধ্যাত্মরামায়ণে ও তুলসীরামায়ণে বহু বিচিত্রভাবে বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নারদের উল্লেখ নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণের এক মধ্যবর্ত্তী পরিচ্ছেদ বলিয়া বুঝিলে যোগবাশিষ্ঠে নারদের ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। তা'ছাড়া ইহাকে ভক্তিমূলক গ্রন্থ বলা চলে না। ভক্ত নারদের স্থান এখানে হইতে পারে কিনা সন্দেহ। মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে রামচরিতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ড প্রথম অধ্যায়ে যে সংক্ষিপ্ত রামচরিত সমগ্রভাবে লিপিবদ্ধ আছে তাহা নারদই বাল্মীকির নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছেন। এই চরিত যে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে শ্রেয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণের লোক ইহা পাঠে ধন্য হইতে পারে সেখানে তাহা লেখা আছে। পরোক্ষভাবে রামের মধ্যে ভগবানের পূর্ণ রূপ প্রকটিত বলা আছে। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথের পুত্র ইহাও নারদ বাল্মীকির নিকট বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তমসাতীরে যেখানে বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত স্নানার্থ উপনীত হইয়াছিলেন এবং স্নানের প্রাক্কালে যেখানে ব্যাধকর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটী নিহত হইতে দেখিলেন সেখানেই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে করুণরসাত্মক যে শ্লোকটি প্রথম কবিতারূপে বাল্মীকির মুখ হইতে নির্গত হইল তাহাই পরবর্ত্তী কালে রামায়ণ রচনার ছন্দরূপে ব্রহ্মার বরে বাল্মীকির লেখনীতে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা বাল্মীকি-রামায়ণে লিখিত আছে।

বাল্মীকি রামায়ণে নারদ—বাল্মীকি রামায়ণের প্রথমেই বলা হইতেছে নারদ তপস্বী, বেদাধ্যায়ে নিরত এবং বাণীর বরপুত্র যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস প্রভৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল— তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে তাঁহার স্থান সর্ব্বোপরি অবস্থিত। তিনি বিষ্ণুভক্ত। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের সকল খবর রাখেন সুতরাং শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তের সন্ধান তিনিই দিতে পারিবেন এই প্রসঙ্গেই বাল্মীকির প্রশ্ন। স্বয়ং বিষ্ণু যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য লইয়াই নরলোকে দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ তাহা পরোক্ষভাবে নারদও পরিচয় প্রদান করিলেন। আবার যখন লঙ্কাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়ে কুম্ভকর্ণ রাবণকে সীতার প্রত্যর্পণ জন্য এবং রামের সহিত যুদ্ধনিবৃত্তির জন্য পরামর্শ দিতেছিলেন তখন তিনি নারদের নাম লইয়া বলিলেন, যে কোন সময়ে তিনি নারদের নিকট শুনিয়াছেন যে বিষ্ণুভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন রাক্ষসগণের মৃত্যু নররূপী নারায়ণ রামের হস্তে নিষ্পন্ন হইবে। তৎসত্ত্বেও নারদোক্ত কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রাবণকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। উত্তরকাণ্ডে ২৪ সর্গে রাবণকে উপদেশ দিতে নারদকে দেখা যায়। সেখানে রাবণ যমকে জয় করিলে যম ও দেবগণসহ নারদকে স্বর্গে গমন করিতে দেখা যায়। পুনঃ উত্তরকাণ্ডে ৮০ অধ্যায়ে রামরাজ্যে অঘটন ঘটিবার কারণ অনধিকারী শূদ্রকর্ত্তৃক তপশ্চর্য্যা এবং তজ্জন্য প্রতীকার করিতে নারদ রামকে উপদেশ দিতেছেন দেখা যায়।

অধ্যাত্ম রামায়ণে—সূত-মুখে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে যে রামায়ণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা শিব-ভবানী-সংবাদরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ শিব কৌতূহল-পরায়ণা ভক্তিমতী পার্ব্বতীকে রামের ইতিবৃত্তসহ রামলীলা ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহাই পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদ তাহাই পুনঃ ব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ছন্দাকারে লিখিত হইয়াছে; তাহার অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণে যেমন নারদের ভূমিকা দেখা যায়, অধ্যাত্মরামায়ণেও তেমনি নারদের ভূমিকা দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এ পুস্তকে লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমাধ্যায়ে নারদ রামকে 'জগন্নাথ' 'নারায়ণ' 'পরমাত্মা' ইত্যাদি ভাষাতে স্তুতি করিতেছেন দেখা যায়।

তুলসী রামায়ণে—নারদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা হইয়াছে। বাল্মীকি-বর্ণিত নারদ হইতে গোস্বামী তুলসীদাসের নারদ সম্পূর্ণ পৃথক্। গোস্বামী মহোদয় পরম্পরাগত পুরাণ প্রবচন হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাতে যাহা জানিয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তুলসীরামায়ণে ভক্ত নারদের চিত্র হৃদয়গ্রাহী, চমকপ্রদ ও সুখপাঠ্য বটে। তুলসীরামায়ণে নারদকে প্রথমে দেখা যায় হিমগিরিপুরে যখন দক্ষকন্যা সতী পূর্ব্বজন্মে পিতৃযজ্ঞে স্বামী শিবের প্রতি পিতার কৃত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া যোগাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পরজন্মে মেনকার গর্ভে গিরিরাজের ঔরসে পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সতী পরজন্মে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবেন ইহাই ছিল পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুযায়ী প্রারব্ধ। দেবর্ষি নারদ পার্ব্বতীর হস্তরেখা বিচার করিয়া সেই প্রারব্ধের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। নারদের বাক্যে পার্ব্বতীর প্রত্যয় জন্মে এবং প্রারব্ধ মত মনে মনে এ

কৃ—৭৫

বিবাহ সানন্দে সমর্থন করেন। গোস্বামী মহোদয় এখানে শিব-ভবানী-বিবাহে যে বিরাট্ অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে নারদ একজন বিবাহ-ঘটক ও ভবিষ্যদ্বক্তা। তবে শিব, বিষ্ণুভগবান্, মদন, গিরিরাজ, সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যে অবাধ গতিবিধি—তাঁহার ছিল বিশেষত্ব। বিশেষতঃ দেবলোকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা বেশী দেখা যায় ; তিনি বিষ্ণুভগবানের পরম ভক্ত।

নারদের প্রসঙ্গে তুলসীদাসের বর্ণিত নারদ-বিষ্ণু-শিব প্রসঙ্গ এক কৌতূহলোদ্দীপক অপূর্ব্ব উপদেশমূলক উপাখ্যান। দর্পহারী ভগবান্ বিষ্ণু কাহারো অভিমান সহ্য করেন না। ভক্ত নারদের কামজয় অভিমান কি ভাবে চূর্ণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া গোস্বামী মহোদয় মায়াবিনী নারীর স্বয়ম্বর সভা সৃষ্টি করিয়া এক পৌরাণিক উপাখ্যান প্রদান করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে অভিমান চূর্ণ হইলে ভক্ত নারদ বিষ্ণু ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করেন। সেই শাপই রামরূপে ভগবানের অবতার গ্রহণের অন্যতম কারণ গোস্বামী মহোদয় অবতারণা করিয়াছেন। লোকশিক্ষার অনুকূল এই নারদের দর্পচূর্ণ প্রসঙ্গে গোস্বামীর নারদ-বিষ্ণু-সংবাদ বিশেষ উপভোগ্য ও কৌতূকাবহ। এবিষয়ে গোস্বামী মহোদয়ের লেখনী-নিঃসৃত রচনাতে এক মায়াবিনী সুন্দরী নারী সৃষ্টি করিয়া বিষ্ণুভগবান্ নারদের কাম-জয়ের অভিমান চূর্ণ করিয়াছিলেন যার জন্য বিষ্ণুভগবানের প্রতি নারদের ক্রোধপরিচায়ক প্রতিশোধমূলক উক্তি—

বুঝিনু পরের বৃদ্ধি না পার সহিতে। মনে রাখো হিংসা, জানো ক্রূর আচরিতে॥
সমুদ্রমন্থনে শিবে পাগল করিলে। দেবগণে নাহি দিয়া তাঁরে বিষ দিলে
শিবে বিষ দাও দৈত্যে দাও সুরা, নিজ-তরে রাখ রমা ও রতন।
স্বার্থের সাধক কুটিল প্রবর সদা তব কূট আচরণ॥
পরম স্বাধীন তুমি সর্ব্বোপরি রহ। মনে যাহা ভাল লাগে সাধন করহ॥
ভালরে করিছ মন্দ, মন্দে ভাল কর। সুখ দুঃখ হৃদয়েতে কিছু নাহি ধর॥
প্রতারি' সবারে শুধু পরীক্ষাতে রত। শঙ্কাহীন মনে ধর উৎসাহ সতত॥
শুভাশুভ কর্ম্মে নাই বাধার কারণ। এখনো তোমারে কেহ করেনি শাসন॥
বায়না দিয়াছ এবে তুমি যোগ্য স্থানে। যথা কর্ম্ম তথা ফল পাবে প্রতিদানে॥
যে রূপ দানিয়া তুমি প্রতারিলে মোরে। শাপ দিনু এসো যেন সেই তনু ধ'রে॥
মোরে দান করিলে যে কপির আকার। সেই কপি হবে জেনো সহায় তোমার॥
তুমি মোরে সাধিয়াছ ভারী অপকার। কামিনী-বিরহে দুঃখ লভিবে অপার॥
শাপ ধরি' শিরে হরষিত হিয়া প্রভু বহু বিনতি করিলা।
কৃপানিধি নিজ মায়ার প্রভাব আকর্ষণ করি' নিজে নিলা॥

ভক্তের শিক্ষার প্রয়োজনে গুরু যেমন শাপ বহন করিয়া লইলেন তেমনি নররূপে অবতীর্ণ হইয়া রাম যখন সীতার জন্য বনে বনান্তরে বিলাপ করিতেছেন তখন নারদও গুরুর জন্য বিশেষ কাতর হইয়া মনে মনে বড় মনস্তাপ পাইতেছেন এবং তাঁহার নিকট উপদেশপ্রার্থী

হইয়া তাঁহার শরণাগত হইতেছেন। তখন নারদ কাতর হইয়া রামের নিকট প্রভুভক্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ শ্রবণ করিতেছেন। জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্তই যে রামের অধিক প্রিয় রাম তাহা বুঝাইতেছেন। তুলসীদাসের ভাষায় নারদের স্বাগত কাতরোক্তি যথা—

ভগবানে হেরি অতি বিরহ-পীড়িত। নারদ-মানস হয় অতীব দুঃখিত॥
চিন্তিলেন—অভিশাপ করি' অঙ্গীকার। রাম মনে সহি'ছেন নানা দুঃখভার॥

রামের প্রতি নারদের প্রশ্ন—

তখন চাহিনু আমি বিবাহ করিতে। প্রভু! কোন্ হেতু তাহা না দিলে সাধিতে?

রামরূপী বিষ্ণু-ভগবানের প্রত্যুত্তর—

শুন মুনি! তোমা কহি হ'য়ে আনন্দিত। যে আমারে সদা ভজে কামনা-বর্জ্জিত॥
আমি সদা হ'য়ে থাকি তাহার রক্ষক। মাতা যথা রক্ষা করে আপন বালক॥
অগ্নি, সর্প ধরিবারে শিশু যদা ধায়। রক্ষা-তরে মাতা সদা তা'রে আগ্‌লায়॥
ভক্ত বলী মম বলে, জ্ঞানী যে স্ববলে। কাম, ক্রোধ রিপু দুটি দু'জনারে ছলে॥

এখানে গোস্বামী মহোদয় জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং নারদ যে পরম ভক্ত হইয়া কামক্রোধমুক্ত নন তাহা অতি নিপুণভাবে বুঝাইয়াছেন।

আবার ভক্তিবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গোস্বামী মহোদয় নারীচরিত্রের বিশ্লেষণ অতি নিপুণভাবে করিয়াছেন। বিশেষতঃ নারীর মোহসৃজনকারী ক্ষমতার বিচিত্রতা নারদকে বিষ্ণুভগবান্ বুঝাইয়াছেন এবং তাহা হইতে রক্ষার জন্য পূর্ব্বজন্মে নারদকে গুরুরূপে শাসন করিয়াছিলেন এবং বিবাহ হইতে কেন নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে তাহাও বুঝাইয়াছেন এবং রাম নিজে শিষ্যের অভিসম্পাত মানিয়া লইয়া শিষ্য নারদকে তথা বিশ্বকে শিক্ষা দিতেছেন। এই বিবৃতি যেমন কালোপযোগী তেমনি চমৎকার। গোস্বামীর ভাষায়—

কাম-ক্রোধ-লোভ-মদাদি রিপুরে জানো যেন মোহের সেনানী।
তা'র মাঝে অতি দারুণ দুখদ রহে মায়ারূপেতে রমণী॥
শুন মুনি,—কহে বেদ, সাধু ও পুরাণ। মোহবলে যেন নারী বসন্ত-সমান॥
জপ-তপ-নিয়মাদি যেন জলাশয়। গ্রীষ্ম-সম নারী তাহা শুকাইয়া লয়॥
ক্রোধ, মদ, মৎসরতা, কাম যেন ভেক। সবারে হরষে নারী বর্ষাঋতু এক॥
কুবাসনা-তুল্য যেন কুমুদের বন। তা'দের সুখদ নারী শরৎ যেমন॥
জানিবে সকল ধর্ম্ম কমল সমান। রমণী হেমন্ত তা'র করে অবসান॥
যতেক মমতা-রূপী আকন্দের বন। শীতঋতু-সম নারী করয়ে পোষণ॥
পাপরূপী পেঁচাদের সুখদানকারী। নিবিড় আঁধার-সম যেন সব নারী॥
বুদ্ধি, বল, শীল, সত্য সব যদি মীন। বড়্‌শীর সম নারী কহেন প্রবীণ॥
অপগুণ-মূল বেদনাদায়ক নারী যত দুখের আধার।
তাই মুনি তব বিবাহ নিবারি মনে ইহা করিয়া বিচার॥

কেন নারদকে বিষ্ণুভগবান্ বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষা রামের অরণ্য

কাণ্ডের নিজের বিরহবিধুর অবস্থা দেখাইয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা আদর্শ গুরুরূপে শিক্ষাদান করিলেন। গুরু-শিষ্যের এই অপরূপ শিক্ষামূলক চিত্র যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই আদর্শগুরুরও অনুকরণীয় বটে। এখানেই নারদের মাধ্যমে গোস্বামী মহোদয় শ্রীরাম-নারদ-সংবাদের উপসংহার প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

দীপ-শিখা-সম যুবতীর তনু মন সেথা না হও পতঙ্গ।
রাম রাম ভজ ত্যজি' কাম মদ অবিরত কর সাধু-সঙ্গ॥

অতঃপর নারদকে আর একবার বীণাবাদন করিতে করিতে রামের রাজসভায় উপস্থিত দেখা যায় তখন তিনি রাবণ-বধান্তে অযোধ্যাতে ফিরিয়া গিয়া ভ্রাতৃগণসহ আদর্শরাজ্য পালন করিতেছেন। সেখানে তিনি রামকে স্তুতি করিয়া এবং তাঁহার রাজ্যপালনকে অভিনন্দিত করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন—

পিরীতি সহিত মুনীশ নারদ আলোচিয়া রাম-গুণ-গ্রাম।
শোভা-সিন্ধু রামে হৃদয়ে ধরিয়া চলি' যা'ন যেথা ব্রহ্ম-ধাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ—শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের ভক্তিমূর্ত্তি যেন স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেখানে মূর্ত্তিমতী নারীরূপে আবির্ভূতা ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া নারদ বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল চিন্তায় বিশ্বের সকল দুঃখের অবসান হইবে। যে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবের অত্যাচার হইতে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ব্রজগোপীগণের একমাত্র শরণ-স্বরূপে তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাতে ভক্তিমান্ হইলে কলিযুগের সকল দুঃখের অবসান হইবে। ভগবান্ তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞান, কর্ম্ম আদি কোন সাধন দ্বারা বশীভূত হন না কেবল ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকেন। ব্রত, তীর্থ, যাগ, যজ্ঞ, জ্ঞানচর্চ্চা আদি কোন সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই কেবল ভক্তিই মুক্তিদাতা। গঙ্গাতীরে সনকাদি ঋষিগণসহ নারদের উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত কথা পঠিত হইতেছে যেখানে ভূলোক ও ব্রহ্মলোকের ভক্তগণ উপস্থিত হইয়াছেন। বেদ-বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতগণ, পৌরাণিকগণ সকলের উপস্থিতিতে নারদকে শ্রেষ্ঠ আসনে পুরোভাগে ভক্তশিরোমণিরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। এইরূপ ঋষি-সমাজে শ্রেষ্ঠগণের পুরোভাগে নারদকে উপবিষ্ট দেখা যায়। মহাভারত-প্রণেতা বেদব্যাস নারদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র, তিনি একমাত্র বিশ্বরহস্যের জ্ঞাতা। ব্যাস নিজে মহাভারত প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচার-নিপুণ মহর্ষি হইয়াও অন্তরে পূর্ণ-কাম হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ নারদই বলিতে সক্ষম। নারদের নিকট ব্যাসের এই প্রশ্নে নারদ উত্তর দিতেছেন—মহাভারত-রচনায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই সেখানে মহিমার ঈঙ্গিতমাত্র করা হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের লীলাকীর্ত্তন করিয়া ভক্তিমাহাত্ম্য অনুভব করিলে ব্যাসদেব ও পূর্ণানন্দের অধিকারী হইবেন। তাই ব্যাসদেব নারদের পরামর্শ অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া স্বপুত্র শুকদেবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ।

নিজের জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে নারদ বলিতেছেন যে তিনি পূর্ব্বজন্মে এক

বেদবাদী ব্রাহ্মণের দাসীপুত্র ছিলেন। এক বর্ষাঋতুতে চাতুর্ম্মাস্যব্রতধারী এক ব্রাহ্মণ যোগীর সেবায় নিরত থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিয়া পরে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে নারদের রুচি হয়। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজায় রত থাকাকালে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারদকে আত্মজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও আপনার ভাবরূপ প্রেমভক্তি দান করেন। একবার ভক্তিপূত হইয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার দর্শন পাইলেও পরে আর দর্শন পান নাই। তখন নারদ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন তিনি দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলেন যেহেতু নারদের বাসনায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়াছে সে কারণ পরবর্ত্তী কল্পে নারদের ভগবৎ-স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং মরীচি আদি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত ব্রহ্মা নারদকে সৃষ্টি করিবেন। যার ফলে ভগবৎকৃপায় বিনা বাধায় ত্রিলোক ভ্রমণের অধিকার নারদ পাইয়াছেন এবং সর্ব্বদা ভগবদ্‌মহিমা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ ২৫ অধ্যায় এবং ২৯ অধ্যায়ে নারদকে গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ শাস্ত্রালোচনারত এবং ব্যাখ্যাতৃরূপে দেখা যায়। সপ্তম স্কন্ধ ১ম, ১৩শ, ২৪শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ঋষিগণের সহিত এবং একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নারদকে গভীর ভক্তিতত্ত্ববিষয়ে শাস্ত্রালোচনারত দেখা যায়।

মহাভারতে নারদ—সভাপর্ব্বে যখন পাণ্ডবগণ, ঋষিগণ, রাজগণ ও গন্ধর্ব্বগণ ময়দানব নির্ম্মিত সভাগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে সমস্ত লোক ভ্রমণ করিয়া কতিপয় ঋষিসহ নারদ উপস্থিত হন। তিনি বেদ উপনিষৎ ইতিহাস, পুরাণ ও পূর্ব্বকল্পের ঘটনা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও বেদাঙ্গবিৎ ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রাজনীতিতে বিশেষ দক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। লোক-সমাজে কলহপ্রিয় বলিয়া তাঁহার কুখ্যাতি থাকিলেও তিনি অক্রোধী ও গানপ্রিয় ছিলেন। সেই সভাতে যুধিষ্ঠিরকে নারদ বহু জটিল প্রশ্ন করিতেছেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতার এবং রাজনীতির জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির তাঁহার উপদেশে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিলে তিনি ত্রিভুবনের বহু সংবাদ প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞান-সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। নারদ যুধিষ্ঠিরের পিতৃদেব পাণ্ডুর এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় দানবীর হরিশ্চন্দ্র রাজার পরিচয় প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়া ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠনদ্বারা সকল প্রজার হিতসাধনার্থ বৃত্তি নিরূপণ করিতে উপদেশ দিয়া দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে গমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করেন।

মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে নারদের উল্লেখ আছে। যেখানে কণ্বমুনির সহিত নারদ দুর্য্যোধনকে ক্রোধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করণার্থ এবং যুদ্ধার্থে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। নারদের শেষ উপদেশ হইল—অতি আগ্রহের ফল কখন শুভ হয় না। দুর্য্যোধন নারদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অতঃপর আশ্রম-বাসিকপর্ব্বে পুনরায় নারদকে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায়। নারদ তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়কে যেভাবে স্বর্গে আশ্রম জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা করেন। প্রথমোক্ত তিনজন গঙ্গা স্নানান্তে আশ্রমাভিমুখ

হইয়া গঙ্গাতীর পথে গমনকালে দাবাগ্নিসংশ্লিষ্ট হন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলেন এবং সঞ্জয় দাবাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর মৌসলপর্ব্বে নারদের যে পরিচয় মহাভারতে আছে তাহাতে দেখা যায় তপস্বী বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ একদা দ্বারকানগরে আসিয়া সেখানে বীরগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা যদু বংশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন,—কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব যদুবংশের ধ্বংসের জন্য ভয়ঙ্কর লৌহময় এক মূষল প্রসব করিবে তাহাতে পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া শেষে সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস হইবে। রাম ও কৃষ্ণ ব্যতীত কেহ রহিবে না।

মোটের উপর বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে রামায়ণ মহাভারতাদিতে নারদের যে চিত্র আছে সর্ব্বত্র একজন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-ভক্তরূপে তাহার স্থান নিরূপিত হইয়াছে। তিনি ত্রিলোকের সংবাদ রাখেন এবং সকল সমাজে নিরঙ্কুশভাবে সে সংবাদ বিতরণ করেন। সকল যুগে সকল ক্ষেত্রে তাহার উপস্থিতির কথা বিচার করিয়া এবং তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশামৃত, ইতিহাস ও তথ্যাদি বিচার করিয়া তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় দুরূহ মনে হয়। সুতরাং নারদচরিত রহস্য জনক উপখ্যানও বটে, ইতিবৃত্তও বটে।

গোস্বামি-বর্ণিত
শ্রীলক্ষ্মণচরিত

বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণের-চরিত্রের সহিত গোস্বামিবর্ণিত লক্ষ্মণচরিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ গোস্বামী মহোদয়—বাল্মীকি-রামায়ণোক্ত উত্তরকাণ্ডে গুপ্তচর ভদ্রমুখে রামের সীতাকে যুদ্ধান্তে পত্নীরূপে গ্রহণ অসামাজিক আচরণ— এই লোকনিন্দা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত আলোচনান্তে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও লোকনিন্দাভয়ে তাঁহাকে বিজন অরণ্যে ত্যাগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্র যে আদেশ দিয়াছিলেন—এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরকাণ্ডে কালপুরুষ এবং রামচন্দ্রের কথোপ-কথন সময়ে দুর্ব্বাসামুনি আসিলে অভিশাপভয়ে লক্ষ্মণের রামসমীপে আগমন এবং এই আগমনদ্বারা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত কালপুরুষের সঙ্গে আলাপকালে কেহ গৃহে প্রবেশ করিলে সে কালপুরুষকর্তৃক বধ্য হইবে এই প্রতিশ্রুতি জন্য বশিষ্ঠদেবের আদেশে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলে লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন করিয়া পরব্রহ্মচিন্তামগ্ন হইয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পর্য্যায় এই দুই ব্যাপারে নিহিত আছে। গোস্বামী মহোদয় এই দুইটি মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার এড়াইয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচরিতের সহিত লক্ষ্মণচরিতের যে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। লঙ্কাতে যুদ্ধকাণ্ডের সহিত লক্ষ্মণের ব্যাপার প্রায় সমাপন করিয়াছেন। অযোধ্যাতে ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতৃগণ মুনি ঋষি ও শ্রেষ্ঠগণের সমাবেশে আদর্শরাজ্য পালন গোস্বামিবর্ণিত উত্তরকাণ্ডের পরিচয়। সেখানে শিব ও কাকভুষুণ্ড রামতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন।

লক্ষ্মণ রামের সহিত যে অভিন্নভাবে যুক্ত তাহার পরিচয় প্রকৃতপক্ষে বিশ্বামিত্র যখন তাড়কা বধ মনন করিয়া দশরথ রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতে লক্ষ্মণ রামকে নিজের হিতকারী প্রভু বলিয়া জানিয়া রামচরণে ভক্তি পরায়ণ ছিলেন বলিয়া গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। শ্যাম ও গৌরবর্ণ দু' ভাই রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কা হননে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করেন জানকীর পরে স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্মণ চরিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। রামচন্দ্র যে অদ্বিতীয় কর্ম্মকুশলক্ষাত্রধর্ম্মী এবং লক্ষ্মণ তাঁহার যোগ্য অনুচর এ অভিমান লক্ষ্মণ পোষণ করিতেন। রাজারা স্বয়ম্বর সভায় ধনুর্ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইলে জনকের খেদোক্তি—'পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে' ইহা লক্ষ্মণ সহ্য করেন নাই। তাঁহার তেজোগর্ভ উক্তি হইল যে রাম আজ্ঞা করিলে তিনি সব করিতে পারেন। লক্ষ্মণ বলিতেছেন,—

তোমার নির্দ্দেশ যদি আমি এবে পাই। কন্দুকের তুল্য আমি ব্রহ্মাণ্ড উঠাই॥
কাঁচা ঘট-সম তাহে দিব যে ভাঙ্গিয়া। সমূল মেরুরে যেন দিব উপাড়িয়া॥
প্রতাপ মহিমা তব কোথা ভগবন্? কোথায় বা পিণাক সে জীর্ণ পুরাতন?
জানি' এই কথা নাথ আজ্ঞা দাও মোরে। কৌতুক দেখাই আমি দেখ আঁখি ভ'রে॥
পদ্ম-নাল-সম তুলি' চাপে গুণ দিব। তাহারে তুলিয়া শত যোজন ধাইব॥
ছত্রকের দণ্ড-সম তাহে টুটি তোমারি প্রভাব-বলে নাথ।
অন্যথায় দিব্য প্রভু-পদে করি ধনুর্ব্বাণ ত্যজিবে এ' হাত॥

গোস্বামী মহোদয় সেই স্বয়ম্বর সভাতে পরশুরামকে আনিয়া বাল্মীকি রামায়ণের ইতিবৃত্তকে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে পরশুরামের আবির্ভাব দশরথের উপস্থিতিতে অযোধ্যাপথে প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। ধনুর্যজ্ঞে পরশুরামের আবির্ভাবে লক্ষ্মণচরিত্র আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। পরশুরাম ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিত্বগর্ব্বে রাম ও লক্ষ্মণকে আস্ফালন করিতেছেন। লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণের মুখে ক্ষাত্রত্বগর্ব্ব শুনিয়া নানাপ্রকার উপহাসব্যঞ্জক তর্কজাল বিস্তার করিতেছেন। পরশুরামের এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলিতেছে। এই ব্যাপারে রামের মৌনসম্মতি থাকিলেও ইহাতে লক্ষ্মণের যেটুকু ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে রাম তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছেন। নির্ভীক লক্ষ্মণ শ্লেষ করিতেছেন তাহাতে পরশুরাম আরো ক্রুদ্ধ হইতেছেন। এই লক্ষ্মণ পরশুরামের বাদানুবাদ কেবল চপলতা ও নির্ভীকতার পরিচয় নহে বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাসব্যঞ্জক এবং পাঠকগণের পক্ষে বিশেষ কৌতুকোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক। পরশুরাম যত ক্রুদ্ধ হইতেছেন লক্ষ্মণ তত শ্লেষ করিতেছেন। ক্রোধে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া প্রচ্ছন্ন রামরূপী বিষ্ণুভগবানের উপস্থিতিতে তাঁহার কুঠার নিশ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল মুনি খেদ করিয়া বলিতেছেন—এবং লক্ষ্মণ শ্লেষব্যঞ্জক ভাষায় অথচ যুক্তিযুক্তভাবে রূঢ় অপ্রিয় সত্য কহিতেছেন—

ক্রোধে বক্ষ জ্বলে তবু হাত সঙ্কুচিত। নৃপঘাতী কুঠারও হইল কুণ্ঠিত॥
বিধি শেষে বাম হ'ল স্বভাব ফিরিল। আমার হৃদয়ে কৃপা কেমনে আসিল॥
আজি দয়া দুর্বিসহ দুখ সহাইল। শুনিয়া সৌমিত্রি হাসি' শির নোয়াইল॥
কৃপারূপী বায়ু তব মূর্ত্তি অনুসরে। কহিছ বচন তাহে যেন ফুল ঝরে॥
কৃপা লভি' যদি কারো তনু জ্ব'লে যায়। ক্রোধে শান্ত রাখে তনু ধ্রুব বিধাতায়॥

অত্যল্প সময়ের মধ্যে রামের রাজ্য ত্যাগ ও চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস অবধারিত হইলে লক্ষ্মণের রাম-অনুগমনের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া লক্ষ্মণের রামের প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল কবির ভাষায়—

এই সমাচার যবে লক্ষ্মণ জানিলা। কাঁদ'-কাঁদ' মুখে উঠি' ব্যাকুল ধাইলা॥
কম্প-পুলকিত-তনু নয়ন সনীর। চরণ ধারণ করে প্রেমেতে অধীর॥
কহিতে না পারে কিছু রহে চিত্রার্পিত। মীন যথা দীন হয় জল-বিবর্জ্জিত॥
গুরু, পিতা, মাতা আদি আমি না জানিনু। প্রত্যয় করহ নাথ স্বভাব কহিনু॥
আমার সে সব এক শুধু তুমি স্বামী! দীন-জন-বন্ধু তুমি মম অন্তর্যামী॥
ধর্ম্মনীতি উপদেশ দিও তুমি তাহে। কীর্ত্তি ধন মোক্ষ যেই প্রিয় বলি চাহে॥

রাম লক্ষ্মণকে পিতামাতার সেবায় বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে চাহিলে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কায়মনোবাক্যে রত যে তব চরণে। কৃপাসিন্ধু ত্যজ তুমি তাহারে কেমনে?

মানুষের সুখ দুঃখ দৈবাধীন কেহ কাহাকে তাহা দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই দায়ী একথা শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদকে লক্ষ্মণ বলিতেছেন। আর কুশশয্যাশায়িত সীতারামকে দর্শন করিয়া নিষাদ অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কৈকেয়ীকে সীতারামের দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে লক্ষ্মণ নিষাদকে বলিতেছেন—

লক্ষ্মন কহেন—মৃদু মধুর ভাষিত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-ভক্তি-রসেতে মিশ্রিত॥
কেহ কভু কারে নাহি সুখ-দুঃখ দেয়। নিজ-কৃত কর্ম্ম-ভোগ হে ভ্রাতঃ! নিশ্চয়॥
ইহা বিচারিয়া কিছু না করিবে রোষ। কাহারেও নাহি দিবে বৃথা কোন দোষ॥
মোহনিশা নিদ্রাতুর করে সর্ব্বজনে— বিবিধ প্রকার, যথা দেখিবে স্বপনে॥

মোহই সকল সুখ দুঃখের মুল। সুখ দুঃখ বলিয়া বাস্তব কিছু নাই। বিষয়-বিলাস-বর্জ্জিত জীবন যাপন করিলেই সুখ দুঃখের অতীত মনোভাবে জীবন যাপন সম্ভব। রামতত্ত্বকে অনুধাবন করিলে যে মোহাতীত অবস্থা আসে তাহাতে এই সুখ দুঃখের অতীত হইয়া জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। স্বপ্নে রাজা বা ভিখারী হয় জাগিলে তাহা মিথ্যা হয়।

ভরত চিত্রকূটে চতুরঙ্গসেনা সহ রামের সহিত মিলিতে আসিতেছেন শুনিয়া নিষাদের সংশয় হইল ভরত যুদ্ধার্থ আসিতেছেন। রাম শুধু চিন্তান্বিত হইলেন। রামের মানসিক আলোড়নমাত্র দেখিয়া লক্ষ্মণ অধীর হইয়া চিন্তা করিলেন ভরত রামের সহিত যুদ্ধ করিতেই বা আসিতেছেন এবং সংশয়াকুল হইলেন—ভরতের ন্যায় নীতিজ্ঞ লোকও রাজ্য নিষ্কণ্টক

করিতে আসিতেছে। রামের প্রতি অত্যধিক প্রেমবশে ভরতের সেনার কথা শুনিয়া ভরতের অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া লক্ষণ রামের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—

অন্তরে না রবে যদি মন্দ অভিপ্রায়। রথ, অশ্ব, হাথী কেন সাথে শোভা পায়?
ভরতের দোষ কিবা দিতে পারা যায়? রাজপদ পেয়ে মত্ত নাহি কে কোথায়?

এইরূপ চিন্তা যে তাহার অমূলক তাহা নয় বিষয়ী লোকের এমন হয়, ভরত নীতিজ্ঞ হইয়াও একাজ মোহবশে করিতেছেন। আজ এই কার্য্যের সমুচিত শাস্তি সে ভরতকে দিবে ইত্যাদি। রাম-সেবকের যশ লক্ষণ লইবার জন্য তখনি কৃতসঙ্কল্প এবং তথ্য জানিবার পূর্ব্বেই যুদ্ধার্থ রামের সেবক হইতে লক্ষণ প্রস্তুত হইলেন। রাজত্বের অহঙ্কারে ভরত যুদ্ধার্থ আসিতেছে লক্ষণ চিন্তা করিলে রাম তার উত্তরে বলিতেছেন :—

সাধুসঙ্গ যেই জন কভু নাহি করে। রাজপদ লভিলে সে মত্ততাতে ভরে॥
ভরতের তুল্য সাধু শুনহ লক্ষ্মণ। না শুনি ভুবন-মাঝে না দেখি কখন॥

লক্ষণের প্রতি রামের এই উপদেশবাণীর সার্ব্বভৌম সত্যতা সকল যুগেই সমান। যাঁহারা উচ্চপদস্থ তাঁহারাও প্রকৃত সাধুসঙ্গ করিলে তাঁহাদের রাজপদজন্য অহঙ্কার আসে না। রামের লক্ষণের প্রতি এই উপদেশ সর্ব্বযুগের রাজপদাভিমানিগণের প্রতি উপদেশ। রামের উপদেশ শুনিবামাত্র লক্ষণের মনোভাবের পরিবর্ত্তনে অনুগত সেবকের যে রোষপরায়ণতা তাহাই লক্ষণের মধ্যেও দেখা যায়।

পঞ্চবটী বনে বাসকালে রাম লক্ষণকে প্রায়ই ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন দেখা যায়। লক্ষণও শ্রদ্ধাভরে রামের নিকট ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে প্রভেদ কোথায় এবং মায়াতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা লইতেছেন দেখা যায়। "মানুষ সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণান্বিত হওয়াতে মায়ার অধীন হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। কিন্তু বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির এ অবস্থা হয় না। বৈরাগ্য হইতে যোগ ও জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞান ভক্তিপূত হইলেই জীব প্রকৃত সুখ পায় ইত্যাদি।" এইভাবে দিনের পর দিন ভক্তিতত্ত্বের রহস্য শ্রবণে লক্ষণের পঞ্চবটী বনের দিনগুলি সুন্দরভাবে চলিয়া যাইত। পঞ্চবটী বনে সুর্পনখা আসিয়া রামের প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করে। রাম লক্ষণের কাছে পাঠাইয়া তাহার নিকট প্রেম ভিক্ষা করিতে বলিয়া রাবণের নিকট রাম আগমনের সংবাদ পাঠাইবার ছলে তাহার নাসাকর্ণ ছেদনে আদেশ করিলে লক্ষণ অনুগত সেবকের ন্যায় তাহা নিষ্পন্ন করেন। লক্ষণ নিত্য সীতারামের কন্দমূলাদি আহরণ করিয়া আনিয়া সেবা করিতেন। এইরূপ অবসরে লক্ষণের অনুপস্থিতিকালে একদিন রাম সীতাকে বলেন যে এইবার তিনি নরলীলা করিবেন সুতরাং সীতা যেন রাক্ষসকুল নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। এ ব্যাপার লক্ষণের না জানা থাকাতে লক্ষণের সহিত পরবর্ত্তী বনবাসকালীন আচরণ রামের অভিনয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অংশে ভগবান্ রামচন্দ্র নর-লীলাচ্ছলে রাবণকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তুলসীদাস বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাত্মরামায়ণেও এই তত্ত্ব বর্ণিত আছে। এখানে রাম-কর্ত্তৃক মারীচ বধের অবসরে রাবণ সীতা হরণ করিয়াছিলেন। গোদাবরীতটে আশ্রম সীতাশূন্য দেখিয়া রাম লক্ষণের সহিত

বিলাপ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ কালে জটায়ুর সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে সীতাহরণ বার্তা জটায়ু তাঁহাদের গোচর করে। পরে পঞ্চবটী ত্যাগ করিয়া কিষ্কিন্ধাতে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা সকল বিষয় সুগ্রীবের গোচর করেন। বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বালিরাজ্য প্রদানান্তে সুগ্রীব বর্ষাকালের অন্তে সীতাসন্ধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বর্ষাঋতু সমাগমে লক্ষ্মণ যখন রামের সহিত কিষ্কিন্ধারাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন সুগ্রীব তাহার কথা-মত বর্ষা অন্তেও সীতার সন্ধানে বিলম্ব করেন তাহাতে রাম অসন্তোষ প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে তিরস্কার করেন। রামের এই অসন্তোষে লক্ষ্মণের ক্রোধ দেখিলে সুগ্রীবকে বুঝাইয়া কার্য্যে ব্রতী করিতে রাম লক্ষ্মণকে বলেন। সুগ্রীব বানর-সেনা পাঠাইয়া লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ আনেন। লক্ষ্মণ রামগুণ-বর্ণনা করিয়া এক দূতকে রাবণের নিকট পাঠাইয়া সীতাকে ফেরত দিয়া সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। রাবণ লক্ষ্মণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। অতঃপর যুদ্ধকাণ্ডে লক্ষ্মণের সহিত রাবণপুত্র মেঘনাদের যুদ্ধে রামচন্দ্রের পরামর্শমত লক্ষ্মণ ব্রতী হন। লক্ষ্মণ এই যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হন। সে অবস্থা দেখিয়া রাম শোককাতর হইয়া মানুষোচিত বিলাপ করেন। হনুমানকে ঔষধ আনয়নার্থ প্রেরণ করেন। ঔষধবিশেষের নস্য গ্রহণে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা অপগত হয়। অতঃপর অঙ্গদাদিসহ লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া রামের আদেশে রামকে স্মরণ করিয়া শরদ্বারা মেঘনাদকে যুদ্ধে নিপাতিত করেন। রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ নিপাতিত হইলে রাবণের রাজ্যে বিভীষণের অভিষেক হয়। অতঃপর হনুমান রামের আদেশমত সীতাকে অশোক-কানন হইতে আনিলে রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা চাহিলেন। রামের নির্দ্দেশমত সীতার আত্মা পূর্ব্ব হইতে অগ্নিতে রক্ষিত ছিলেন সেই পূত আত্মার পুনরাগমন হোক্ ইহাই ছিল মূল কথা। সীতা লক্ষ্মণকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ধর্ম্মের সহায় হইতে বলিলে লক্ষ্মণ তাহা নিষ্পন্ন করিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ডে ছায়াসীতা প্রজ্জ্বালিত হইলে সীতা স্বরূপে আবির্ভূতা হইলেন এ গূঢ়তত্ত্ব লক্ষ্মণের জানা ছিল না। তুলসীদাসের ভাষায়—

ছায়া-সীতা তথা লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক দিল জ্বালাইয়া।
প্রভুর চরিত কেহ না জানিত সুর, সিদ্ধ, মুনি হেরে দাঁড়াইয়া॥

যুদ্ধজয়ী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অপেক্ষমান ভরতের জন্য অযোধ্যাতে প্রবেশ করেন। সকলের মিলনে অযোধ্যাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল—

লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত প্রভুরে মাতারা বহুধা বিলোকিলা।
পরম আনন্দে মানস মগন অবয়ব পুলকে ভরিলা॥

বাল্মীকি-রামায়ণে রামের বনগমনের পরবর্ত্তী সময়ে রামমাতা কৌশল্যাকে কাতর দেখিয়া লক্ষ্মণ দশরথের এই কার্য্যকে সমর্থন না করিয়া রামচন্দ্রের নির্দ্দোষিতার কথা বলিয়া বল-পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুনয় করিলেন এবং মাতার আদেশ পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উভয়কে নিবৃত্ত করিলেন এবং বলিলেন,—ইহাতে 'রাজার দোষ নাই, তোমার আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, মাতার দুঃখের কারণ আছে কিন্তু পিতৃ-আদেশেরও মর্য্যাদা আছে। এই ব্যাপারে দৈবকে কারণ বলিয়া জানিবে। দৈবকে

পরাভূত করিবার উপায় সংসারে নাই। মানুষের সুখ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, লাভ, অলাভ, জন্ম, মৃত্যু দৈবনিবন্ধন যেমন হয়, তেমন হয়ও না। তবে এই ব্যাপারে কৈকেয়ীকে কেবল কারণ মনে করিও না। লক্ষ্মণ তাহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষকারদ্বারা প্রতিকূল দৈবকে রোধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন—তিনি বলিলেন। কিন্তু রাম লক্ষ্মণকে এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং গৃহে পিতৃশুশ্রূষায় রত থাকিতে ও ভরতের অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ শেষে বনে যাইতে চাহিলেন। তুলসী-রামায়ণ লক্ষ্মণ-চরিত্রের এই অংশকে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। গোস্বামী মহোদয় ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের চিত্র তাঁহার পুস্তকে অঙ্কিত করেন নাই। তা'ছাড়া বাল্মীকি রামায়ণের বিরহবিধূর অংশ যথা গর্ভাবস্থায় জানকীকে লোকাপবাদ জন্য বাল্মীকির আশ্রমে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রেরণ এবং রামকর্ত্তৃক লক্ষ্মণবর্জ্জন—গোস্বামী মহোদয় বর্জ্জন করিয়াছেন। লক্ষ্মণচরিতের এই অংশ এখানে লিখিত হইল না।

তুলসীরামায়ণ ও বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণ-চরিত্রের নিজস্ব পৃথক্ বৈশিষ্ট্য স্থান বিশেষে প্রকট হইলেও তাঁহার নিজত্ব শেষপর্য্যন্ত রামচন্দ্রে আত্মসমর্পণ করিয়াই ধন্য হইত। এই নীতিকে বনবাসের সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বনযাত্রার প্রাক্কালে যখন রাম তাহাকে গৃহে রাখিয়া মাতৃপিতৃসেবা এবং ভরতের অনুকূলতা করিতে বলিতেছেন তখন লক্ষ্মণের সহজ উত্তর হইল—

ধর্ম্মনীতি উপদেশ দিও তুমি তাহে। কীর্ত্তি, ধন, মোক্ষ যেই প্রিয় বলি চাহে॥
কায়মনোবাক্যে রত যে তব চরণে। কৃপাসিন্ধু ত্যজ তুমি তাহারে কেমনে?

এই উত্তরেই তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট। বাল্মীকি ও তুলসীদাস উভয়েই লক্ষ্মণের এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমানভাবে রক্ষা করিয়াছেন। চরিত্র অঙ্কনে স্থানবিশেষে পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক ঐক্য শিষ্য-গুরু-সম্বন্ধ উভয় রামায়ণে সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

৪র্থ খণ্ড ভূমিকা সম্পূর্ণ

সূচীপত্র

শ্রীগণেশায় নমঃ

রামচরিতমানস

চতুর্থ খণ্ড

(অযোধ্যাকাণ্ড)

বামাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগা মস্তকে
ভালে বালবিধুর্গলে চ গরলংযস্যোরসি ব্যালরাট্ ॥
সোঽয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্ব্বাধিশঃ সর্ব্বদা
শর্ব্বঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতু মাম্ ॥১॥

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লে বনবাস-দুঃখতঃ
মুখাম্বুজ-শ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা ॥২॥
নীলাম্বুজ-শ্যামল-কোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিত-বামভাগম্ ॥
পাণৌ মহাসায়ক-চারু-চাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥৩॥

শ্রীগুরু চরন সরোজ রজ নিজ মন মুকুরু সুধারি।
বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়কু ফল চারি ॥

পার্ব্বতীরে অঙ্কে ধরি' গঙ্গা শিরে ধ'রে। ভালে শশী গলে বিষ সর্প বক্ষ 'পরে
বিভূতি-ভূষণ যিনি নিজে সুরবর। সর্ব্বাধিপ সর্ব্বকালে তিনি যে শঙ্কর ॥১॥
সর্ব্বগ সংহারকারী সর্ব্ব শুভঙ্কর। শশি-শুভ্র মহাদেব মম রক্ষা 'পর।
রাজ্য লভি মন যার প্রসন্ন না হয়। বনবাসে দুঃখ নাহি অবসাদ দেয় ॥২॥
মুখ-পদ্ম শোভা হেন রাঘবে প্রকটে। সুন্দর শুভদ হোক্ আমার নিকটে।
নীল-পদ্ম-সম শ্যাম কোমলাঙ্গধর। জানকীরে রক্ষা করে বাম-অঙ্কপর ॥৩॥
হস্তে ধরে চারু চাপ সায়ক মহান্। হেন রঘু-বংশনাথে করিনু প্রণাম ॥৪॥

গুরুর চরণ পঙ্কজ ধূলিতে নিজ মন মুকুরে মাজিয়া।
বর্ণিব রাঘব-বিমল-কীরতি চারিবর্গ যাইবে মিলিয়া ॥

সারমর্ম্ম—যাঁহার বাম কোলে পার্ব্বতী শোভা পান', যাঁহার মস্তকে গঙ্গা, কপালে চন্দ্র, গলায় বিষ, বুকে সর্পের যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে। মঙ্গলময়, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, দেবতাশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীভগবান্ শ্রীমহাদেব আমাকে রক্ষা করুন। যিনি রাজ্যাভিষেকেও প্রসন্ন হন নাই, যাঁহার বদনকমল বনবাস-দুঃখেও মলিন হয় নাই, সেই শ্রীরামচন্দ্রের মুখ-পদ্মের শোভা সর্ব্বদা আমাকে কল্যাণ প্রদান করুক। যাঁহার শরীর নীলপদ্মের ন্যায় সুকোমল, ধনুর্ব্বাণধারী সেই রঘু-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রণাম করি। শ্রীগুরুর চরণধূলিতে স্বীয় মন-রূপ-দর্পণ পরিষ্কার করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ ফল-প্রদানকারী রঘুবরের বিমল-যশ বর্ণনা করিব।

চৌ—জব তেঁ রামু ব্যাহি ঘর আএ। নিত নব মঙ্গল মোদ বধাএ।
ভুবন চারিদস ভূধর ভারী। সুকৃত মেঘ বরষহিঁ সুখ বারী ॥১॥
রিধি সিধি সম্পতি নদী সুহাঈ। উমগি অবধ অঁবুধি কহুঁ আঈ ॥
মনিগণ পুর নর নারি সুজাতী। সুচি অমোল সুন্দর সব ভাঁতী ॥২॥
কহি ন জাই কছু নগর বিভূতী। জনু এতনিঅ বিরঞ্চি করতূতী ॥
সব বিধি সব পুর লোগ সুখারী। রামচন্দ মুখ চন্দু নিহারী ॥৩॥
মুদিত মাতু সব সখীঁ সহেলী। ফলিত বিলোকি মনোরথ বেলী ॥
রাম রূপু গুন সীলু সুভাউ। প্রমুদিত হোই দেখি সুনি রাউ ॥৪॥

দোহা— সব কেঁ উর অভিলাষু অস কহহিঁ মনাই মহেসু।
আপ অছত যুবরাজ পদ রামহি দেউ নরেসু ॥১॥

বাংলা অর্থ—দেবাপগা—গঙ্গাদেবী; **ব্যালরাট**—সরীসৃপশ্রেষ্ঠ (সর্প); **মনু মুকুর**—মনোরূপ দর্পণ, **সুধারি**—পরিষ্কৃত করিয়া; **বধাএ**—বিশিষ্ট আনন্দবাদ্য; **অমোল**—অমূল্য; **এতনিঅ**—এই পর্য্যন্তই; **করতূতী**—নিপুণতা; **সখীঁ সহেলী**—সঙ্গী সাথী; **বেলী**—বল্লী, লতা; **মনাই**—মানত করিল; **সুধারি**—পরিষ্কার করিয়া; (দো—১ পর্য্যন্ত)

চৌ—যবে ফিরিলেন রাম করি' পরিণয়। নিত্য নব আনন্দের প্রস্রবণ বয় ॥
চতুর্দ্দশ ধরারূপী ভূধর উপরে। পুণ্যমেঘ সুখ-বারি বরষণ করে ॥১॥
ঋদ্ধি-সিদ্ধি-ধনরূপী নদী মনোহর। উথলিয়া আসে যেন অযোধ্যা-সাগর।
পুর-নর-নারী শুভ মণি-সম মানি। শুচিও অমূল্য চারু তা' সবারে জানি ॥২
নগর-বিভূতি ভূরি বর্ণনে না যায়। ব্রহ্মা-সৃষ্টি-কলা বুঝি সমাপ্তি হেথায়।
পুরবাসী জনগণ সদা সুখে রত। রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র হেরিয়া সতত ॥৩॥
মাতৃগণ, বান্ধবীরা আনন্দে ভরিল। মনোলতা ফলবতী হইতে দেখিল।
রাম-রূপ-গুণ-শীল স্বভাব সুন্দর। হেরি' শুনি' রাজা হ'ন ভূরি সুখপর ॥৪॥

দোহা— সবাকার হিয়া চাহে আর কহে মহাদেবে মানৎ করিয়া।
জীবিত থাকিতে যুবরাজ-পদ রাজা যাউন শ্রীরাম অর্পিয়া ॥১॥

সারমর্ম্ম—যখন শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিলেন, তখন হইতে নিত্য নূতন মঙ্গল-উৎসব হইতে লাগিল, চৌদ্দ' ভুবন পুণ্যে ভরিয়া গেল ও সকলের সুখ হইতে লাগিল। সিদ্ধি, ঋদ্ধি যেন সম্পদের নদী। উহারা উপ্‌ছাইয়া পড়িয়া অযোধ্যারূপ-সমুদ্রে আসিয়া মিলিল। নগরটি পবিত্র ও অতি মনোহর শোভায় শোভিত হইয়াছিল। নগরের সমস্ত লোক রামচন্দ্রের মুখ দেখিয়া সকল প্রকারেই সুখ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রামের রূপ, গুণ, শীল ও স্বভাব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সকলেই মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিতেছিল যে রাজা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যেন রামকে যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥১॥

চৌ—এক সময় সব সহিত সমাজা। রাজসভা রঘুরাজু বিরাজা॥
সকল সুকৃত মূরতি নরনাহূ। রাম সুজসু সুনি অতিহি উছাহূ॥১॥
নৃপ সব রহহিঁ কৃপা অভিলাষেঁ। লোকপ করহিঁ প্রীতি রুখ রাখেঁ॥
ত্রিভুবন তীনি কাল জগ মাহীঁ। ভূরিভাগ দশরথ সম নাহীঁ॥২॥
মঙ্গল মূল রামু সুত জাসূ। জো কছু কহিঅ থোর সবু তাসূ॥
রায়ঁ সুভায়ঁ মুকুরু কর লীন্হা। বদনু বিলোকি মুকুটু সম কীন্হা॥৩॥
শ্রবণ সমীপ ভয়ে সিত কেশা। মনহু জরঠপনু অস উপদেশা॥
নৃপ যুবরাজ রাম কহুঁ দেহূ। জীবন জনম লাহু কিন লেহূ॥৪॥
দোহা— যহ বিচারু উর আনি নৃপ সুদিনু সুঅবসরু পাই।
প্রেম পুলকি তন মুদিত মন গুরহি সুনায়উ জাই॥২॥

বাংলা অর্থ—উছাহূ—আনন্দিত হইলেন; রুখ রাখেঁ—অভিপ্রায় রক্ষা করিয়া; ভূরিভাগ—বহু ভাগ্যশালী; জরঠপনু—বার্দ্ধক্য; উপদেসা—উপদেশ দিতেছে; কিন—কেন না; সিত—শ্বেত; সুনায়উ—শুনাইলেন; সমাজা—অমাত্য; (দো—২ পঃ)

চৌ—পুণ্য দিনে সঙ্গে ল'য়ে সকল সমাজ। রাজ-সভা মাঝে নৃপ করেন বিরাজ।
নরনাথ যিনি হ'ন সুকৃত-মূরতি। রামের সুযশ শুনি' উৎসাহিত অতি॥১॥
নৃপ সবে রহে সেথা কৃপা-লাভ-তরে। লোকপাল মনোমত প্রীতিদান করে।
ত্রিভুবনে তিন কালে জগৎ-মাঝারে। দশরথ-সম ভাগ্য কেহ নাহি হেরে॥২
মঙ্গলের মূল রাম যাহার তনয়। যা' বর্ণিনু তার কাছে কিছুই তা' নয়।
স্বভাবতঃ হস্ত 'পরে রাখিয়া দর্পণ। শিরের মুকুটে সুষ্ঠু করেন স্থাপন॥৩॥
শ্রবণ-সমীপে হয় শ্বেতবর্ণ কেশ। মনে হয় জরা দেয় এই উপদেশ।
'ওহে নৃপ! যুবরাজ-পদ রামে দাও। জীবন-জনম-লাভ কেন নাহি চাও?'॥৪
দোহা— এ হেন বিচার মনে রাখি' নৃপ লভি' শুভদিন-অবসর।
তনুতে পুলক প্রেমামোদী মন করে সব গুরুর গোচর॥২॥

সারমর্ম্ম—এক সময় দশরথ সকল সমাজের সহিত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের সুযশের কথা শুনিয়া অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সকল রাজা দশরথের কৃপা পাইতে ইচ্ছা করিতেন। এমন কি ইন্দ্রাদি-লোকপালগণও প্রীতির সহিত তাঁহার মনের ইচ্ছা পূরণ করিতেন। তিনলোকে, তিনকালে দশরথের মত মহাভাগ্যবান্ রাজা আর কেহ ছিলনা। মঙ্গল-স্বরূপ-রাম যাঁহার পুত্র, তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব। রাজা আরসী হাতে লইয়া মুকুট ঠিক্ করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার কাণের কাছে চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা মনে ইঙ্গিত দিতেছে,—'হে রাজা! রামকে যৌবরাজ্য দিয়া জীবন সফল কর।' এইরূপ ভাবিয়া রাজা শুভক্ষণে আনন্দমনে গুরুকে গিয়া শুনাইলেন॥২॥

চৌ—কহই ভূআলু সুনিঅ মুনিনায়ক। ভএ রাম সব বিধি সব লায়ক॥
সেবক সচিব সকল পুরবাসী। জে হমারে অরি মিত্র উদাসী॥১॥

সবহি রামু প্রিয় জেহি বিধি মোহী। প্রভু অসীস জনু তনু ধরি সোহী ॥
বিপ্র সহিত পরিবার গোসাঈঁ। করহিঁ ছোহু সব রৌরিহি নাঈঁ ॥২॥
জে গুর চরন রেনু সির ধরহীঁ। তে জনু সকল বিভব বস করহীঁ ॥
মোহি সম যহু অনুভয়উ ন দূজেঁ। সবু পায়উঁ রজ পাৱনি পূজেঁ ॥৩॥
অব অভিলাষু একু মন মোরেঁ। পূজিহি নাথ অনুগ্রহ তোরেঁ ॥
মুনি প্রসন্ন লখি সহজ সনেহু। কহেউ নরেস রজায়সু দেহু ॥৪॥

দোহা— রাজন রাউর নামু জসু সব অভিমত দাতার।
ফল অনুগামী মহিপ মনি মন অভিলাষু তুম্হার ॥৩॥

বাংলা অর্থ—লায়ক—যোগ্য; জেহি বিধি—যেমন; ছোহু—স্নেহ; রৌরিহি নাই—আপনার মত; অনুভয়উ—অনুভব করিয়াছে; পূজেঁ—পূজা করিয়া; রজায়সু—রাজাজ্ঞা; অভিমত দাতার—অভীষ্ট-বস্তু-দানকারী; পূজিহি—পূর্ণ হইবে; (দো—৩ পঃ)

চৌ—কহেন ভূপাল-'শুন হে মুনি-নায়ক। সকল প্রকারে রাম এবে সাবালক।
সেবক সচিব তথা সব পুরবাসী। আর যারা অরি তথা বন্ধু ও উদাসী ॥১॥
সর্ব্বজনে রাম প্রিয় আমাতে যেমন। দিব্যাশিস্ যেন করে মূরতি ধারণ।
হে গোঁসাই! বিপ্রসহ সব পরিজন। আপনার মত রামে স্নেহ-পরায়ণ ॥২॥
যারা গুরু-পাদ-রেণু রাখে শির'পরে। সকল বিভব তারা নিজ বশ করে।
এই অনুভব আমি একাই করিনু। পূত পাদ-রজ পূজি' সকল লভিনু ॥৩॥
এবে অভিলাষ মম মনে এক ধরি। তব কৃপা দিবে তাহে পরিপূর্ণ করি'।
সহজ স্নেহেতে মুনি প্রসন্ন হইয়া। নৃপে ক'ন রাজাদেশ দাও তুমি দিয়া ॥৪॥

দোহা— তব নাম যশ করিছে পূরণ সব অভিলাষে হে রাজন!
হে মহীপ! মণি-ফল আসে আগে যাহে অভিলাষী তব মন ॥৩॥

সারমর্ম্ম—হে মুনিবর! রাম সকল প্রকারে সকল বিষয়েই যোগ্য হইয়াছে। রাম যেমন আমার কাছে প্রিয়, মন্ত্রী, সেবক, নগরবাসী, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি সকলেরই কাছে রাম তেমনি প্রিয়। হে প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদ যেন শশরীরে শোভা পাইতেছে। সপরিবার ব্রাহ্মণেরা আপনার মতই তাহার প্রতি স্নেহ করেন। আমি আপনার পবিত্র পদ-ধূলি মাথায় লইয়া এ-সমস্ত সম্পদ্ বশে আনিতে পারিয়াছি। এখন আমার মনে একটা ইচ্ছা আছে, আপনার অনুগ্রহ হইলে ব্যক্ত করি। মুনি তাহাতে সম্মতি দিলেন ॥৩॥

চৌ—সব বিধি গুরু প্রসন্ন জিয়ঁ জানী। বোলেউ রাউ রিহঁসি মৃদু বানী ॥
নাথ রামু করিঅহি জুবরাজু। কহিঅ কৃপা করি করিঅ সমাজু ॥১॥
মোহি অছত যহু হোই উছাহু। লহহিঁ লোগ সব লোচন লাহু ॥
প্রভু প্রসাদ সিব সবই নিবাহীঁ। যহ লালসা এক মন মাহীঁ ॥২॥
পুনি ন সোচ তনু রহউ কি জাউ। জেহিঁ ন হোই পাছেঁ পছিতাউ ॥
সুনি মুনি দসরথ বচন সুহাএ। মঙ্গল মোদ মূল মন ভাএ ॥৩॥

সুনু নৃপ জাসু বিমুখ পছিতাহী। জাসু ভজন বিনু জরনি ন জাহী ॥
ভয়উ তুম্হার তনয় সোই স্বামী। রামু পুনীত প্রেম অনুগামী ॥৪॥

দোহা— বেগি বিলম্বু ন করিঅ নৃপ সাজিঅ সবুই সমাজু।
সুদিন সুমঙ্গলু তবহিঁ জব রামু হোহিঁ জুবরাজু ॥৪॥

বাংলা অর্থ—জিয়ঁ—হৃদয়ে ; সমাজু করিঅ—দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করি ; নিবাহীঁ—নির্ব্বাহ করিয়াছেন ; পছিতাউ—পশ্চাত্তাপ ; ভাএ—ভাল লাগিল ; জরনি—জ্বলন, দাহ পছিতাহীঁ—পশ্চাত্তাপ করে ; সমাজু—দ্রব্যসম্ভার ব্যবস্থা ; (দো— ৪ পঃ)

চৌ—সকল প্রকারে গুরু-হিয়া তুষ্ট জানি। একান্তে কহেন নৃপ সুমধুর বাণী।
গুরো! রামে যুবরাজ করহ এখন। কৃপা করি কহ যদি করি আয়োজন ॥১
আমার জীবিতে যদি এ উৎসব হবে। সবাকার আঁখি তাহে লাভ মানি' লবে।
প্রভুর প্রসাদে শিব সব দেন মোরে। কিন্তু বাকী এক ইচ্ছা আজো নাহি পূরে ॥২
আর নাহি ভাবি দেহ যা'বে কিবা রবে। যার ফলে অনুতাপ কিছু নাহি হ'বে।
শুনি' মুনি দশরথ-বাণী মনোহর। আনন্দে ভরিল মন, হ'ন সুখপর ॥৩॥
যিনি বাম হ'লে লোকে শেষে তাপ পায়। না ভজিলে যাঁরে দুঃখ-জ্বালা নাহি যায়।
তোমার তনয় এবে জানো সেই স্বামী। রামেরে জানিবে পূত-প্রেম-অনুগামী ৪

দোহা— ত্বরা করি' নৃপ বিলম্ব না করি' করহ সকল আয়োজন।
সেই শুভদিন সেই সুমঙ্গল যৌব-রাজ্যে শ্রীরাম যখন ॥৪॥

সারমর্ম—গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন আছেন বুঝিয়া রাজা বলিলেন—হে নাথ! রামকে যুবরাজ করুন, এবং অনুগ্রহ করিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহের অনুমতি দিন, আমি বাঁচিয়া থাকিতেই এই উৎসব হউক, সকলে চক্ষু সার্থক করুক। আপনার অনুগ্রহে মহেশ্বর সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন শুধু এই ইচ্ছা মনে রহিয়াছে। তারপর আমার শরীর থাকুক বা না থাকুক তাহাতে দুঃখ নাই। দশরথের এই সুন্দর বাক্য শুনিয়া মুনির ভাল লাগিল। মুনি বলিলেন,—যিনি প্রসন্ন হইলে জীবনের সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হয় এবং বিমুখ হইলে লোকের অনুতাপ হয়, সেই প্রভুই আপনার পবিত্র প্রেমের বশীভূত হইয়া আপনার পুত্র হইয়াছেন। অতএব হে রাজন্! সত্বর সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করুন, যে সময় রাম যুবরাজ হইবেন, সেই সময়ই সুমঙ্গল সময় ॥৪॥

চৌ—মুদিত মহিপতি মন্দির আএ। সেবক সচিব সুমন্ত্রু বোলাএ।
কহি জয়জীব সীস তিন্হ নাএ। ভূপ সুমঙ্গল বচন সুনাএ ॥১॥
প্রমুদিত মোহি কহেউ গুরু আজু। রামহিঁ রায় দেহু যুবরাজু ॥
জোঁ পঞ্চহিঁ মত লাগৈ নীকা। করহু হরষি হিয়ঁ রামহি টীকা ॥২॥
মন্ত্রী মুদিত সুনত প্রিয় বানী। অভিমত বিরবঁ পরেউ জনু পানী ॥
বিনতী সচিব করহি কর জোরী। জিঅহু জগতপতি বরিস করোরী ॥৩॥

জগ মঙ্গল ভল কাজু বিচারা। বেগিঅ নাথ ন লাইঅ বারা॥
নৃপহি মোদু সুনি সচিব সুভাষা। বঢ়ত বৌঁড় জনু লহী সুসাখা॥৪॥
দোহা— কহেউ ভূপ মুনিরাজ কর জোই জোই আয়সু হোই।
রাম রাজ অভিষেক হিত বেগি করহু সোই সোই॥৫॥

বাংলা অর্থ—টীকা—রাজতিলক; **সীস**—শীর্ষ, শির; **অভিমত বিরবঁ**—অভিপ্রায়স্বরূপ তরুবৃক্ষ; **জিঅহু**—জীবিত থাকুন; **করোরী**—কোটি; **বিচারা**—বিচার করিয়াছেন; **বারা**—কালবিলম্ব; **বৌঁড়**—তরুলতা; (দো—৫ পঃ)

চৌ—মুদিত নৃপতি করে গৃহে আগমন। সেবকে, সচিবে তথা করে আগমন।
'জয় জীব' কহি' তাঁরা মস্তক নমিলা। মহীপতি সুমঙ্গল বাণী শুনাইলা॥১॥
প্রমুদিত গুরু নিজে কহে মোরে আজ। হে নৃপতি! রামচন্দ্রে কর যুবরাজ।
পাঁচজনে যদি ইহা করে সমর্থন। রামে রাজ-টীকা-দানে তুষ্ট কর মন॥২॥
প্রিয় বাণী শুনি' মন্ত্রী হ'ন প্রমুদিত। মনোমত বীজাঙ্কুর বারিতে সিঞ্চিত।
যুক্ত করে মন্ত্রিবর করে এ বিনতি। কোটি বর্ষ পরমায়ু লভ মহীপতি॥৩॥
ধরা-শুভ-তরে শুভ ক'রেছ চিন্তন। ত্বরা কর নাথ! বিনা সময়-ক্ষেপণ।
সচিব-সুভাষ শুনি' নৃপতি মুদিত। তরুলতা হ'ল যেন শাখাতে বর্দ্ধিত॥৪॥
দোহা— ক'ন নরপতি—নিজে মুনিবর যে আদেশ করেন প্রদান।
রাম-অভিষেকে ত্বরায় করহ যথাযথ তাহার বিধান॥৫॥

সারমর্ম্ম—আনন্দিত মনে রাজা ঘরে ফিরিয়া মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডাকাইলেন, তিনি আসিয়া প্রণাম করিলে রাজা বলিলেন—,আজ গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়াই রামকে যুবরাজ করিতে বলিয়াছেন। যদি সকলের নিকট এই মত ভাল বোধ হয়, তবে আনন্দে রামকে রাজ-তিলক দাও। এই মধুর কথাতে মন্ত্রী আনন্দিত হইলেন। বশিষ্ঠ রাজ্যাভিষেকের জন্য যে সকল আদেশ দেন, সেই সকল কাজ শীঘ্র করিতে সুমন্ত্র আদিষ্ট হইলেন॥৫॥

চৌ—হরষি মুনীস কহেউ মৃদু বানী। আনহু সকল সুতীরথ পানী॥
ঔষধ মূল ফূল ফল পানা। কহে নাম গনি মঙ্গল নানা॥১॥
চামর চরম বসন বহু ভাঁতী। রোম পাট পট অগনিত জাতী॥
মনিগন মঙ্গল বস্তু অনেকা। জো জগ জোগু ভূপ অভিষেকা॥২॥
বেদ বিহিত কহি সকল বিধানা। কহেউ রচহু পুর বিবিধ বিতানা॥
সফল রসাল পূগফল কেরা। রোপহু বীথিন্হ পুর চহুঁ ফেরা॥
রচহু মঞ্জু মনি চৌকেঁ চারু। কহহু বনাবন বেগি বজারু॥
পূজহু গনপতি গুর কুলদেবা। সব বিধি করহু ভূমিসুর সেবা॥৪॥
দোহা— ধ্বজ পতাক তোরন কলস সজহু তুরগ রথ নাগ।
সির ধরি মুনিবর বচন সবু নিজ নিজ কাজহিঁ লাগ॥৬॥

বাংলা অর্থ—চরম—চর্ম্ম (মৃগচর্ম্ম); রোম পাট পট—পশমী কাপড়; বিতানা—মণ্ডপ; পানা—পত্র; কেরা—কদলী বৃক্ষ; ফেরা—দিক্; বনাবন—সাজসজ্জাকরণ; ভূমিসুর—ব্রাহ্মণ; সজঁহু—সাজাও; লগ—লাগিল; (দো—৬ পঃ)

চৌ—হরষিত মুনিবর ক'ন মৃদু বাণী। সকল সুতীর্থ-বারি দাও সবে আনি।
ঔষধ ও মূল তথা পত্র, ফুল, ফল। নাম ধরি কন' যাহা সূচয়ে মঙ্গল ॥১॥
বসন, চামর, চর্ম্ম বিবিধ প্রকার। পশম, রেশম, পট সংখ্যা নাহি যার।
মণি ও মঙ্গল দ্রব্য আয়োজন করে। সে সব লাগিবে ভূপ-অভিষেক-তরে।১
বেদের বিধান যত সকল কহিয়া। বিবিধ বিতান দিতে ক'ন সাজাইয়া।
সফল রসাল তথা রম্ভা পূর্ণ ফল। পুর-পথে চতুর্ভিতে রোপহ সকল ॥২॥
চারু আলিপনা রচি মাণিকে সাজাও। বাজার সজ্জিত কর—এ আদেশ দাও।
কুলদেব, গণপতি, গুরুরে পূজিবে। সকল প্রকারে মনে ব্রাহ্মণে সেবিবে ॥৪

দোহা— ধ্বজ ও পতাকা, তোরণ, কলস সাজাও তুরগ, রথ, নাগে।
শিরো'পরে ধরি মুনীশ-বচন সবে নিজ নিজ কাজে লাগে ॥৬॥

সারমর্ম্ম—বশিষ্ঠ সকল তীর্থের জল, ঔষধি, মূল, ফল, ফুল, পাতা প্রভৃতি মাঙ্গলিক-দ্রব্য, অভিষেকের জন্য চামর, মৃগ-চর্ম্ম, পশমী-বস্ত্র, নানা-প্রকারের মণি প্রভৃতি মঙ্গল-দ্রব্য আনিতে বলিলেন, এবং নগরের চারিদিকে প্রত্যেক গলিতে ফলবান্ আম, সুপারী ও কদলী-বৃক্ষ লাগাইয়া সজ্জিত করতঃ গণেশ, গুরু, কুলদেবতার পূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিতে এবং ধ্বজ, পতাকা, তোরণ, কলস, অশ্ব, রথ ও হস্তী সকল সাজাইতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে নিজ নিজ কাজে লাগিয়া গেল ॥৬॥

চৌ—জো মুনীস জেহি আয়সু দীন্‌হা। সো তেহিঁ কাজু প্রথম জনু কীন্‌হা ॥
বিপ্র সাধু সুর পূজত রাজা। করত রাম হিত মঙ্গল কাজা ॥১॥
সুনত রাম অভিষেক সুহাবা। বাজ গহাগহ অবধ বধাবা ॥
রাম সীয় তন সগুন জনাএ। ফরকহিঁ মঙ্গল অঙ্গ সুহাএ ॥২॥
পুলকি সপ্রেম পরসপর কহহীঁ। ভরত আগমনু সূচক অহহীঁ ॥
ভএ বহুত দিন অতি অবসেরী। সগুন প্রতীতি ভেঁট প্রিয় কেরী ॥৩॥
ভরত সরিস প্রিয় কো জগ মাহীঁ। ইহই সগুন ফলু দূসর নাহীঁ ॥
রামহিঁ বন্ধু সোচ দিন রাতী। অণ্ডন্‌হি কমঠ হৃদউ জেহি ভাঁতি ॥৪॥

দোহা— এহি অবসর মঙ্গল পরম সুনি রহঁসেউ রনিবাসু।
সোভত লখি বিধু বঢ়ত জনু বারিধি বীচি বিলাসু ॥৭॥

বাংলা অর্থ—গহাগহ—দামামা; সগুন—শকুনি, সুচিহ্ন; ফরকহিঁ—স্পন্দিত হইল; অবসেরী ভয়ে—মানসিক ইচ্ছা হইয়াছে; প্রিয় কেরী—প্রিয় জনের; অণ্ডন্‌হি—অণ্ডমধ্যে; কমঠ—কচ্ছপ; রহঁসেউ—হর্ষিত হইয়াছে; বধাবা—বিশিষ্ট মঙ্গল-বাদ্য; ভেঁট—মিলন; সোচ—চিন্তা; বীচি—তরঙ্গ; (দো—৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—মুনীশ আদেশ দেন যথা যে জনারে। কহিবার আগে যেন সেই তাহা সারে।
বিপ্র-সাধু-সুরে তদা নৃপতি পূজিল। রাম-হিত-তরে সব মঙ্গল সাধিল ॥১॥
রাম-অভিষেক শুনি সুন্দর পরম। অবধে বাজনা বাজে সহিত উদ্যম।
রাম-সীতা-তনু করে মঙ্গল-জ্ঞাপন। সুন্দর মঙ্গল অঙ্গ করয়ে স্পন্দন ॥২॥
প্রেম-ভরে পুলকিত পরস্পর ক'ন। সূচিত করিছে ইহা ভরত মিলন।
বহুদিন চ'লে যায় চিন্তাকুল মন। শকুনে প্রতীতি বুঝি' মিলে প্রয়োজন ॥৩
ভরত-সদৃশ প্রিয় কে হবে ধরায়? ইহাই মঙ্গল ফল দ্বিতীয় কোথায়।
ভ্রাতার চিন্তাতে রাম সর্ব্বদা মগন। কমঠ-হৃদয়ে যথা অণ্ডের চিন্তন ॥৪॥
দোহা— এই অবসরে শুনি শুভ কথা হরষিত অন্তঃপুর-জন।
পূর্ণশশী হেরি বৃদ্ধি পায় যথা বারিধিতে তরঙ্গ-নর্ত্তন ॥৭॥

সারমর্ম্ম—বশিষ্ঠের আদেশমত সমস্ত জিনিষ অতি সত্বর সংগৃহীত হইয়াছিল, রাজা ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতাদিগকে পূজা করিয়া রামের মঙ্গলের জন্য শুভকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া অযোধ্যাতে উৎসবের বাজনা বাজিতে লাগিল। সীতা-রামের মঙ্গল-সূচক অঙ্গ নাচিতে থাকায় ভরতের সহিত যেন মিলনের ইঙ্গিত করিতেছিল। সেই সময় রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া অন্তঃপুর আনন্দিত হইয়া উঠিল ॥৭॥

চৌ—প্রথম জাই জিন্হ বচন সুনাএ। ভূষন বসন ভূরি তিন্হ পাএ ॥
প্রেম পুলকি তন মন অনুরাগীঁ ॥ মঙ্গল কলস সজন সব লাগীঁ ॥১॥
চৌকেঁ চারু সুমিত্রাঁ পূরী। মনিময় বিবিধ ভাঁতি অতি রূরী ॥
আনন্দ মগন রাম মহতারী। দিএ দান বহু বিপ্র হঁকারী ॥২॥
পূজীঁ গ্রামদেবি সুর নাগা। কহেউ বহোরি দেন বলিভাগা ॥
জেহি বিধি হোই রাম কল্যানূ ॥ দেহু দয়া করি সো বরদানূ ৩॥
বার বার গণপতিহিঁ নিহারা। কীজৈ সফল মোরথ মোরা ॥
গাবহিঁ মঙ্গল কোকিলবয়নী। বিধুবদনীঁ মৃগসাবক নয়নীঁ ॥৪॥
দোহা— রাম রাজ অভিষেকু সুনি হিয়ঁ হরষে নর নারী।
লগে সুমঙ্গল সজন সব বিধি অনুকূল বিচারি ॥৮॥

বাংলা অর্থ—চৌকেঁ পূরী—আলপনা দিল; হঁকারী—ডাকিয়া; বলিভাগা—উপহার অংশ; সজন লগে—সাজাইতে লাগিল; দেন কহেহু—দিবে বলিল; (দো—৮ প)

চৌ—প্রথমে যাইয়া যিনি বচন শুনান। বসন, ভূষণ ভূরি তিনি তাহে পা'ন।
প্রেমে মগ্ন তনু-মন ভরে অনুরাগে। মঙ্গল কলস সবে সাজাইতে লাগে ॥১॥
চারু চৌকা আলিপনা সুমিত্রা রচিলা। মণিতে খচিত করি' সাজাইয়া দিলা ॥
রাম-মাতৃগণ হ'ন আনন্দে মগন। বিপ্রগণে ডাকি দানে করেন তোষণ ॥২॥
পূজি' গ্রাম্যদেবী তথা পূজি' সুর, নাগ। ক'ন পুন, কার্য্যসিদ্ধে দিব বলি-ভাগ।
যেই বিধি ধরি' হয় রামের কল্যাণ। দয়া করি' কর মোরে সেই বর দান ॥৩

পিককণ্ঠী নারী সব সুমঙ্গল গায়। বিধুমুখী মৃগ-নেত্রা যোগ দিল তায় ॥৪॥

দোহা— রাজপদে 'রাম-অভিষেক, শুনি' হরষিত যত নর-নারী।
সুমঙ্গল সাজে সাজাইতে লাগে অনুকূল সকল বিচারি' ॥৮॥

সারমর্ম—সকলের শরীর স্নেহে পুলকিত ও মঙ্গল সাজে সজ্জিত হইয়াছিল সুমিত্রা আনন্দমগ্ন হইয়া মণিদ্বারা সুন্দরভাবে ক্রিয়াস্থলী প্রস্তুত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান দিলেন। রামের কল্যাণের জন্য তিনি গ্রাম্যদেবতা প্রভৃতিকে বলির ভাগ দিতে বলিলেন। কোকিল-কণ্ঠী নারীগণ মঙ্গল-গান গাহিতে লাগিল। রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সুখ অনুভব করিয়াছিল ॥৮॥

চৌ—তব নরনাহঁ বসিষ্ঠু বোলাএ। রাম ধাম সিখ দেন পঠাএ ॥
গুর আগমনু সুনত রঘুনাথা। দ্বার আই পদ নায়উ মাথা ॥১॥
সাদর অরঘ দেই ঘর আনে। সোরহ ভাঁতি পুজি সনমানে ॥
গহে চরন সিয় সহিত বহোরী। বোলে রামু কমল কর জোরী ॥২॥
সেবক সদন স্বামি আগমনূ। মঙ্গল মূল অমঙ্গল দমনূ ॥
তদপি উচিত জনু বোলি সপ্রীতী। পঠইঅ কাজ নাথ অসি নীতী ॥৩॥
প্রভুতা তজি প্রভু কীন্হ সনেহূ। ভয়উ পুনীত আজু যহু গেহূ ॥
আয়সু হোই সো করৌঁ গোসাঈঁ। সেবকু লহই স্বামি সেবকাঈঁ ॥৪॥

দোহা— সুনি সনেহ সানে বচন মুনি রঘুবরহি প্রসংস।
রাম কস ন তুম্হ কহহু অস হংস বংস অবতংস ॥৯॥

বাংলা অর্থ—অরঘ—অর্ঘ্য; দেই—দিয়া; সোরহ—ষোল; তদপি—তথাপি; বোলি পঠইঅ—ডাকিয়া পাঠাইবেন; পুনীত—পবিত্র; সানে—মিশ্রিত; প্রসংস—প্রশংসা করিলেন; কস ন—কেন না; হংস বংস অবতংস—সূর্য্যবংশের ভূষণ; (দো—৯ পঃ)

চৌ—তখন বশিষ্ঠে নৃপ করি' আবাহন। পাঠা'ন সুশিক্ষা দিতে রামের ভবন।
শ্রীরাম শুনেন যবে গুরু সমাগত। দ্বারে আসি' পদে শির করিলেন নত ॥১
সমাদরে অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে ঘরে আনি। ষোল উপচারে তাঁরে পূজেন সম্মানি'।
সীতা সহ পুন করি' চরণ গ্রহণ। কর-পদ্ম জুড়ি' তাঁরে কহেন বচন ॥২॥
সেবক-সদনে বটে স্বামি-আগমন। ভাবী শুভ-মূল তথা অশুভ-দমন।
তথাপি সুন্দর হ'ত নীতি-অনুসারে। সাদরে আদেশ দিতে ডাকিয়া আমারে ॥৩
প্রভুতা ত্যজিয়া প্রভু স্নেহেতে বাঁধিলে। আজ মম গৃহ দেব! পবিত্র করিলে।
যে-আদেশ কর প্রভো! সেবক পালিবে। স্বামি-সেবা করি' ফল সেবক লভিবে ॥৪

দোহা— শ্রবণ করিয়া ভক্তি-ভরা বাণী প্রশংসা করেন রামে মুনি।
তুমি রাম কেন না কহিবে হেন রবিকুল-ভূষণ যে তুমি ॥৯॥

সারমর্ম—রাজা রামকে উপদেশ দিবার জন্য বশিষ্ঠকে তাঁহার ঘরে পাঠাইলেন। গুরুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাম তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া করযোড়ে বলিলেন,

—প্রভুর আগমনে সেবকের গৃহ আজ পবিত্র হইল। আপনার যাহা আজ্ঞা হয়, তাহা করিব। বশিষ্ঠ রামের এই ভক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সূর্য্যবংশের ভূষণ তুমি, অতএব তুমি এমন না বলিবে কেন? ॥৯॥

চৌ—বরনি রাম গুন সীলু সুভাউ। বোলে প্রেম পুলকি মুনিরাউ ॥
ভূপ সজেউ অভিষেক সমাজূ। চাহত দেন তুমহি জুবরাজূ ॥১॥
রাম করহু সব সংজম আজূ। জৌঁ বিধি কুসল নিবাহৈ কাজূ ॥
গুরু সিখ দেই রায় পহিঁ গয়উ। রাম হৃদয়ঁ অস বিসময় ভয়উ ॥২॥
জনমে এক সঙ্গ সব ভাঈঁ। ভোজন সয়ন কেলি লরিকাঈঁ ॥
করনবেধ উপবীত বিআহা। সঙ্গ সঙ্গ সব ভএ উছাহা ॥৩॥
বিমল বংস যহু অনুচিত একূ। বন্ধু বিহাই বড়েহি অভিষেকূ ॥
প্রভু সপ্রেম পছিতানি সুহাঈ। হরউ ভগত মন কৈ কুটিলাঈ ॥৪॥

দোহা— তেহি অবসর আএ লখন মগন প্রেম আনন্দ।
সনমানে প্রিয় বচন কহি রঘুকুল কৈরবচন্দ ॥১০॥

বাংলা অর্থ—সজেউ—সাজাইয়াছেন; নিবাহৈ—নির্ব্বাহ করেন; সিখ—শিক্ষা; উছাহা—উৎসব; বড়েহি—বড়কে; রঘুকুল কৈরবচন্দ—রঘুবংশরূপ কুমুদের প্রস্ফুটনকারী চন্দ্র; কেলি—খেলা; লরিকাঈ—বালকপনা; (দো—১০ পর্য্যন্ত)

চৌ—বর্ণিয়া রামের গুণ, শীল, আচরণ। প্রেমে পুলকিত রামে মুনিবর ক'ন।
অভিষেক-তরে ভূপ আবাহি' সমাজ। করিতে চাহেন তিনি তোমা' যুবরাজ ॥১
পালিবে সংযম রাম! তুমি যেন আজ। কুশলে হইবে যাহে নির্ব্বাহিত কাজ।
শিক্ষা দিয়া নৃপ-পার্শ্বে করেন গমন। রামের হৃদয় তাহে বিস্ময়ে মগন ॥২॥
এক সঙ্গে জন্ম নিল যত ভাইগণ। বাল-ভাব, ক্রীড়া তথা ভোজন, শয়ন।
কর্ণবেধ, উপবীত, বি'য়ে সমাপন। মিলিয়া হইল সব উৎসব পালন ॥৩॥
সুবিমল বংশে হেরি' এক অশোভন। বড় জনে অভিষেক ত্যজি' ভ্রাতৃগণ।
প্রেম-ময় প্রভু হেন মনস্তাপ পা'ন। ভক্ত-মন-কুটিলতা ইথে অবসান ॥৪॥

দোহা— সেই অবসরে প্রেমানন্দ-ভরে উপনীত লক্ষ্মণ আসিয়া।
তাঁরে রঘুকুল-কুমুদের শশী প্রিয় বাণী ক'ন মান দিয়া ॥১০॥

সারমর্ম্ম—রামের গুণাদি বর্ণনা করিয়া প্রেমে পুলকিত বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজা তোমাকে যৌব-রাজ্য দিতে চান। অতএব যথারীতি কার্য্য সম্পাদনের জন্য আজ সংযম পালন কর। ইহা শুনিয়া রাম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন,—সকল ভাই একসঙ্গে জন্মিয়াছি এবং একসঙ্গে সকলের সকল সংস্কারাদি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব ছোট-ভাইকে বাদ দিয়া বড় ভাইয়ের অভিষেক'—ইহা সমীচীন নহে। প্রভুর মনের এই সুন্দর অনুতাপ ভক্তের মনের কুটিলতা দূর করে, এমন সময় লক্ষ্মণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন ॥১০

চৌ—বাজহিঁ বাজনে বিবিধ বিধানা। পুর প্রমোদু নহিঁ জায় বখানা॥
ভরত আগমনু সকল মনাবহিঁ। আবহুঁ বেগি নয়ন ফল পাবহিঁ॥১॥
হাট বাট ঘর গলীঁ অথাঈঁ। কহহিঁ পরসপর লোগ লোগাঈঁ॥
কলি লগন ভলি কেতিক বারা। পূজিহি বিধি অভিলাষু হমারা॥২॥
কনক সিংঘাসন সীয় সমেতা। বৈঠহিঁ রামু হোই চিত চেতা॥
সকল কহহিঁ কব হোইহি কালী। বিঘন মনাবহিঁ দেব কুচালী॥৩॥
তিন্হহি সোহাই নঁ অবধ বধাবা। চোরহি চঁদিনি রাতি ন ভাবা॥
সাঁরদ বোলি বিনয় সুর করহীঁ। বারহিঁ বার পায় লৈ পরহীঁ॥৪॥
দোহা— বিপতি হমারি বিলোকি বড়ি মাতু করিঅ সোই আজু।
রামু জাহিঁ বন রাজু তজি হোই সকল সুরকাজু॥১১॥

বাংলা অর্থ—মনাবহিঁ—মনন করিল; অথাঈঁ—চৌরাস্তা; কেতিক বারা—কোন মুহূর্ত্তে; পূজিহি—পূর্ণ করিবে; চিত চেতা—মনোমত; বিঘন—বিঘ্ন; কুচালী—কুটিল; বধাবা—বিশিষ্ট মঙ্গল বাদ্য; চঁদিনি রাতি—চাঁদের আলোযুক্ত রাত্রি; জাহিঁ—যায়; লোগ লোগাঈঁ—স্ত্রীপুরুষগণ; কালী—আগামী কল্য; (দো—১১ পর্য্যন্ত)

চৌ—বাজনা বাজিল সেথা বিবিধ বিধানে। পুরের প্রমোদ ভূরি না যায় বাখানে।
ভরতের আগমন সবে আশা করে। নয়ন সার্থক যদি আসে গৃহ 'পরে॥১॥
হাট, বাট, ঘর, গলি, গ্রামীণ স্থণ্ডিলে। পরস্পর কহে যত নর-নারী মিলে।
লগন মঙ্গল কল্য হইবে কখন। মো'সবার ইচ্ছা বিধি করিবে পূরণ॥২॥
স্বর্ণ-সিংহাসন 'পরে সীতা-সনে রাম। বসিলে হইবে চিত্ত আনন্দের ধাম।
কখন প্রভাত হবে সবে এই ক'ন। কুচক্রী দেবতা করে প্রত্যূহ-রচন॥৩॥
অযোধ্যা-উৎসব তার নহে অভিমত। কভু কি জোছনা রাতি চৌর-অনুমত?॥
বাণীরে ডাকিয়া সুর বিনয় করিল। বার বার পদে ধরি' কহিতে লাগিল॥৪॥
দোহা— মো'সবার দুঃখ বহু বিলোকিয়া হে মাতঃ! করিবে তাহা আজ।
যাহে রাম বনে যান, রাজ্য ত্যজি' সিদ্ধ হবে তবে সুর-কাজ॥১১॥

সারমর্ম্ম—নগরে অবর্ণনীয় আমোদ ও নানাপ্রকার বাজনা বাজিতে লাগিল, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সীতা-রামকে দেখিবার জন্য সকলের মনে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এদিকে কুটিল দেবতা অভিষেকের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ—রাম যাহাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহার ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥১১॥

চৌ—সুনি সুর বিনয় ঠাঢ়ি পছিতাতী। ভইউঁ সরোজ বিপিন হিমরাতী॥
দেখি দেব পুনি কহহিঁ নিহোরী। মাতু তোহি নহিঁ থোরিউ খোরী॥১॥
বিসময় হরষ রহিত রঘুরাউ। তুম্হ জানহু সব রাম প্রভাউ॥
জীব করম বস সুখ দুখ ভাগী। জাইঅ অবধ দেব হিত লাগী॥২॥

বার বার গহি চরন সঙ্কোচী। চলী বিচারি বিবুধ মতি পোচী ॥
উঁচ নিবাসু নীচ করতূতী। দেখি ন সকহিঁ পরাই বিভূতী ॥৩॥
আগিল কাজু বিচারি বহোরি। করিহহিঁ চাহ কুসল কবি মোরী ॥
হরষি হৃদয়ঁ দসরথপুর আঈ। জনু গ্রহ দসা দুসহ দুখদাঈ ॥৪॥

দোহা— নামু মন্থরা মন্দমতি চেরী কৈকই কেরি।
অজস পেটারী তাহি করি গঈ গিরা মতি ফেরি ॥১২॥

বাংলা অর্থ—ঠাঢ়ি—দণ্ডায়মান হইয়া; পছিতাতী—পশ্চাত্তাপ করিলেন; খোরিউ—অল্পও; খোরী—দোষ; সঁকোচী—সঙ্কুচিত হইলেন; পোচী—মুর্খের মত; পরাই—পরকীয়; চাহ—প্রার্থনা; চেরী—দাসী; পেটারী—বাক্স পেঁটরা; গিরা—সরস্বতী; ফেরি—পরিবর্ত্তন করিয়া; আগিল—ভাবী; (দো—১২ পঃ)

চৌ—সুরের বিনয়ে বাণী অনুতাপে ভরে। পদ্ম-বনে হিম-রাত্রি-সম মনে করে।
হেন দশা হেরি' তা'র দেব পুন কহে। ইথে মাতঃ! তব দোষ কিছু নাহি রহে ॥১
হরষ-বিষাদ দু'য়ে রাম বিবর্জ্জিত। রামের প্রভাব তোমা' নহে অবিদিত।
স্বকর্ম্ম-বশেতে জীব সুখ-দুঃখ-ভাগী। যাও তুমি অযোধ্যাতে দেব-হিত লাগি' ॥২
ধরিলে চরণ পুন সঙ্কুচিতা হ'ন। বিচারিয়া চিন্তে নহে শুভ দেব-মন।
উপরে নিবাস বটে অধম করম। পরের সম্পদ্ কিছু সহিতে অক্ষম ॥৩॥
ভাবী যাহা হবে তাহা পুন বিচারিয়া। কুশলী কবির যাচ্ঞা মানসে চিন্তিয়া।
হৃষ্ট-হিয়া আসে বাণী দশরথ-পুর। গ্রহ-দশা হ'ল যেন দুঃখে ভরপুর ॥৪॥

দোহা— মন্থরা-নামেতে হীন-মতি দাসী,—রাখিলা কৈকেয়ী রাণী যা'রে।
অযশ-আধার তা'রে রচি যাহে বাণী-মতি ফিরাইতে পারে ॥১২॥

সারমর্ম্ম—দেবতাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে দেবী, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অযোধ্যাগমনে স্বীকার করিলেন। ভবিষ্যতে চতুর কবি বাল্মীকি যে বাণীর শরণাপন্ন হইবেন জানিয়া সানন্দে অযোধ্যায় গিয়া কৈকেয়ীর নির্ব্বোধ দাসী মন্থরাকেই অপযশের স্তম্ভ করিয়া তাহার বুদ্ধি উল্টাইয়া দিলেন ॥১২॥

চৌ—দীখ মন্থরা নগরু বনাবা। মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধাবা ॥
পূঁছেসি লোগন্হ কাহ উছাহূ। রাম তিলকু সুনি ভা উর দাহূ ॥১॥
করই বিচারু কুবুদ্ধি কুজাতী। হোই অকাজু কবনি বিধি রাতী ॥
দেখি লাগি মধু কুটিল কিরাতী। জিমি গবঁ তকই লেউঁ কেহি ভাতী ॥২॥
ভরত মাতু পহিঁ গই বিলখানী। কা অনমনি হসি কহ হঁসি রানী ॥
উতরু দেই ন লেই উসাসূ। নারি চরিত করি ঢারই আঁসূ ॥৩॥
হঁসি কহ রানি গালু বড় তোরেঁ। দীন্হ লখন সিখ অস মন মোরেঁ ॥
তবহুঁ ন বোল চেরি বড়ি পাপিনি। ছাড়ই স্বাস কারি জনু সাঁপিনি ॥৪॥

দোহা— সভয় রানি কহ কহসি কিন কুসল রামু মহিপালু।
লখনু ভরতু রিপুদমনু সুনি ভা কুবরী উর সালু ॥১৩॥

বাংলা অর্থ—বনাবা—সজ্জিতকরণ; রাতী—রাতারাতি; গবঁ—মৌচাক; বিলখানী—উদাস; অনমনি—উদাস; হসি—রহ; উসাসূ—দীর্ঘশ্বাস; ঢারই—ঢালিল; চেরি—দাসী; কারি স াপিনি—কৃষ্ণ সর্প; কুবরী—কুজা; সালু—বিশেষ পীড়াদায়ক; কিন—কেননা; রিপুদমন—শত্রুঘ্ন; (দো—১৩ পঃ)

চৌ—হেরিল মন্থরা সব সজ্জিত নগর। মঞ্জুল মঙ্গল বাদ্যে উৎসব-মুখর।
কিসের উৎসব আজ পুছে জনগণে। রাম-অভিষেক শুনি' দাহ ভরে মনে ॥১
কুমতি-কুজাতি দাসী করিল বিচার। কেমনে অকাজ সাধে রাতের মাঝার।
কুটিল কিরাতী মধু হেরিয়া যেমন। চাক-পানে চাহি' করে ভাঙ্গিতে মনন ॥২
ভরত-মাতার পাশে গেলে আনমনা। রাণী হাসি' ক'ন তারে—'কেন গো বিমনা ?॥
উত্তর না দিয়া কিছু দীর্ঘশ্বাস নিল। নারীর চরিত-মত' অশ্রু বরষিল ॥৩॥
'বড় মুখ তোর'—রাণী কহেন হাসিয়া। লক্ষ্মণের দণ্ড বুঝি গিয়াছে মিলিয়া॥
তবু না কহিল কথা মন্থরা পাপিনী। ছাড়িল নিশ্বাস যেন সে কাল-নাগিনী ॥৪

দোহা— ভয়ে রাণী কহে,—শুনেছ ত ঠিক্ রাম, নৃপ আছেন কুশলে ?
লক্ষ্মণ, ভরত তথা শত্রুঘন—শুনি' কুজা-হিয়া আরো জ্বলে ॥১৩॥

সারমর্ম্ম—মন্থরা যখন নগরের সাজ-সজ্জা চলিতেছে ও মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে শুনিল, এবং রামের রাজ্যাভিষেক হইবে জানিল, তখন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই কাজ পণ্ড করার উপায় চিন্তা করিয়া বিষন্নমনে কৈকেয়ীর নিকট গিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাণী হাসিয়া যত প্রকারে তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল-সাপিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল, তাহাতে রাণী ভয়ে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের ও রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৩॥

চৌ—কত সিখ দেই হমহি কোউ মাঈ। গালু করব কেহি কর বলু পাঈ॥
রামহি ছাড়ি কুসল কেহি আজু। জেহি জনেস্থ দেই জুবরাজু ॥১॥
ভয়উ কৌসিলহি বিধি অতি দাহিন। দেখত গরব রহত উর নাহিন॥
দেখউ কস ন জাই সব সোভা। জো অবলোকি মোর মনু ছোভা ।২॥
পূতু বিদেস ন সোচু তুম্হারেঁ। জানতি হহু বস নাহু হমারে ॥
নীদ বহুত প্রিয় সেজ তুরাঈ। লখহু ন ভুপ কপট চতুরাঈ ॥৩॥
সুনি প্রিয় বচন মলিন মনু জানী॥ ঝুকী রানি অব রহু অরগানী॥
পুনি অস কবহুঁ কহসি ঘরফোরী। তব ধরি জীভ কঢ়াবউঁ তোরী ॥৪॥

দোহা— কানে খোরে কূবরে কুটিল কুচালী জানি।
তিয় বিসেষি পুনি চেরি কহি ভরত মাতু মুসুকানি ॥১৪॥

বাংলা অর্থ—কত—কেন; গালু করব—গাল করিব (বড় কথা বলিব);

জনেস্থ—রাজা ; দাহিন—দক্ষিণ (সুপ্রসন্ন) ; ছোভা—ক্ষুব্ধ হয় ; নাহু—নাথ, স্বামী ; তুরাই—লেপ ; অরগানী—মূর্খ ; ঝুকী—রূঢ়ভাবে ; ঘরফোরী—ঘর ভাঙ্গিতে কুশলিনী ; কঢ়াবউঁ—টানিয়া দিব ; মুস্থকানি—মুচ্‌কি হাসিলেন ; (দো—১৪ পঃ)

চৌ—কে বল শিখা'বে মাতঃ! কেনই বা মোরে। কার বলে বলী, বড় মুখ করি জোরে? রামে বাদ দিলে আজ ভাল বলি কারে ? নৃপ দিল যৌব-রাজ্য নির্দ্দেশিয়া যারে ॥১

কৌশল্যা' উপর বিধি অতি অনুকূল। হৃদয়ে গরব তা'র নাহি পায় কুল।

সেই শোভা কেন নাহি এস তুমি হেরে। যাহা হেরি' মম মন ক্ষোভে যায় ভ'রে ॥২

তনয় বিদেশে তব চিন্তা নাহি হয়। জানিতেছ স্বামী তব সদা বশে রয় ॥

পালঙ্ক ও শয্যা'পরে ভূরি নিদ্রারত। লক্ষ্য না করহ,—নৃপে চতুরতা কত ? ॥৩

প্রিয় বাণী শুনি' জানি' মল-ভরা মন। 'চুপ রহ তুমি এবে'—রুষ্ট রাণী ক'ন।

'ঘর-ভাঙ্গা কথা হেন যখন শুনিব। জিব ধরি' টানি' তাহে বাহির করিব ॥৪॥

দোহা— কানা, খোঁড়া, কুঁজা কুটিল সতত সুজনতা আচারে না ধরে।

বিশেষতঃ নারী,—আরো তাহে দাসী'—কৈকেয়ী কহিয়া হাস্য করে ॥১৪

সারমর্ম্ম—রাণীর কথা শুনিয়া মন্থরা বলিল,—তোমার ছেলে বিদেশে আছে, রাজার সে চিন্তা নাই, স্বামী তোমার বশে আছেন এই তোমার বিশ্বাস। কিন্তু রাজা আজ রামকেই যৌবরাজ্য দিতেছেন। রাম ছাড়া আর কাহার কুশল হইবে, কৌশল্যার উপর বিধাতার বড় অনুগ্রহ, তাহার বুকে গর্ব্ব ধরে না, ইহা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। দাসীর কথায় রাণী রাগিয়া চুপ করিতে কহিলেন, এবং তাহাকে তিরস্কার করিলেন ॥১৪॥

চৌ—প্রিয়বাদিনি সিখ দীন্‌হিউঁ তোহী। সপনেহুঁ তো পর কোপু ন মোহী ॥

সুদিনু সুমঙ্গল দায়কু সোঈ। তোর কহা ফুর জেহি দিন হোঈ ॥১॥

জেঠ স্বামি সেবক লঘু ভাঈ। যহ দিনকর কুল রীতি সুহাঈ ॥

রাম তিলকু জৌঁ সাঁচেহুঁ কালী। দেউঁ মাগু মন ভাবত আলী ॥২॥

কৌশল্যা সম সব মহতারী। রামহি সহজ সুভায়ঁ পিআরী ॥

মো পর করহিঁ সনেহু বিসেষী। মৈঁ করি প্রীতি পরীছা দেখী ॥৩॥

জৌঁ বিধি জনমু দেই করি ছোহূ। হোহুঁ রাম সিয় পূত পুতোহূ ॥

প্রান তেঁ অধিক রামু প্রিয় মোরেঁ। তিন্‌হ কেঁ তিলক ছোভু কস তোরেঁ ॥৪

দোহা— ভরত সপথ তোহি সত্য কহু পরিহরি কপট দুরাউ।

হরষ সময় বিসমউ করসি কারন মোহি সুনাউ ॥১৫॥

বাংলা অর্থ—ফুর—সত্য ; মন ভাবত মাগু—মনে ভাল লাগে এমন দান ; পূত—পুত্র ; পুতোহূ—পুত্রবধূ ; ছোভ—ক্ষোভ ; কপট দুরাউ—ছলপূর্ণ গোপনতা ; বিসমউ—বিষাদ; জেঠ—জ্যেষ্ঠ ; লঘু ভাঈ—ছোট ভাই ; জনু—যেন ; (দো—১৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—হে প্রিয়বাদিনি ! দিনু উপদেশ তোরে। স্বপনেও'কোপ নাহি ধরি তোর'পরে

সুদিন মঙ্গলদায়ী অবশ্য জানিব। তোর কথা সত্য বলি' যে দিন বুঝিব ॥১॥

জ্যেষ্ঠ প্রভু রহে সদা,—ছোট সেবা করে। সূর্য্যবংশ-রীতি চারু হেন সদা-তরে ॥
রাম-অভিষেক যদি কাল সত্য হয়। সুন্দর যা' মাগ তাহা দিব সুনিশ্চয় ॥২
কৌশল্যা-সমান হেরে মাতৃগণে রাম। রামের স্বভাব চারু সহজ সুঠাম ॥
আমার উপরে রাখে অগাধ ভকতি। পরখ করেছি আমি, তাহা আমা প্রতি ॥৩
পুন জন্ম দিলে বিধি হইয়ে সদয়। পুত্র লভি রামে যেন, সীতা বধূ হয়।
প্রাণ হ'তে রাম মম আরো প্রিয়তর। তার-অভিষেকে কেন তুমি ক্ষোভ-পর ? ॥৪
দোহা— ভরতের দিব্য তুমি সত্য কহ পরিহরি কাপট্য, বিষাদ।
হরষ-সময়ে বিষাদ করিছ কেন হেন গণিছ প্রমাদ ॥১৫॥

সারমর্ম্ম—রাণী হাসিয়া বলিলেন,—'তোমার প্রতি আমার স্বপ্নেও রাগ নাই। কেবল শিক্ষা দিলাম মাত্র। সূর্য্য-বংশের কুলরীতি আছে বড় ভাই রাজা হইবে ও ছোট ভাই সেবক হইবে। সখি ! যদি সত্যই কাল রামের অভিষেক হয়, তবে তোমার অভীষ্ট পূরণ করিব। রামের কাছে সকল মাতাই প্রিয়। আমার উপর আবার—তার বিশেষ ভক্তি আছে। আমি পর জন্মে রামকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য বিধাতার নিকট সতত কামনা করি'। অতএব গুণাকর রামের প্রতি তোমার ক্ষোভের কারণ কি ? ॥১৫॥

চৌ—একহিঁ বার আস সব পূজী। অব কছু কহব জীভ করি দূজী ॥
ফোরৈ জোগু কপারু অভাগা। ভলেউ কহত দুখ রউরেহি লাগা ॥১॥
কহহিঁ ঝূঠি ফুরি বাত বনাঈ। তে প্রিয় তুম্হহি করই মৈঁ মাঈ ॥
হমহুঁ কহবি অব ঠকুরসোহাতী। নাহিঁ ত মৌন রহব দিনু রাতী ॥২॥
করি কুরূপ বিধি পরবস কীন্হা। ববা সো লুনিঅ লহিঅ জো দীন্হা ॥
কোউ নৃপ হোউ হমহি কা হানী। চেরি ছাড়ি অব হোব কি রানী ॥৩॥
জারৈ জোগু সুভাউ হমারা। অনভল দেখি ন জাই তুম্হারা ॥
তাতেঁ কছুক বাত অনুসারী। ছমিঅ দেবি বড়ি চুক হমারী ॥৪॥
দোহা— গূঢ় কপট প্রিয় বচন সুনি তীয় অধরবুধি রানি।
সুরমায়া বস বৈরিনিহি সুহৃদ জানি পতিআনি ॥১৬॥

বাংলা অর্থ—আস—আশা ; পূজী—পূর্ণ হইয়াছে ; দূজী—দ্বিতীয় ; ফোরৈ জোগু—বিঁধিবার যোগ্য ; কপারু—কপাল ; রউরেহি—আপনার ; ঝূটি ফুরি—মিথ্যা সত্য ; করুই—কটু (অপ্রিয়) ; ঠকুর সোহাতী—তোষামুদি ; ববা—বুনিয়াছি ; লুনিঅ—কাটিব ; জারৈ—জ্বালাইবার ; অনভল—অহিত ; তাতেঁ—সেই হেতু ; অধরবুধি—নীচবুদ্ধি ; বৈরিনিহি—শত্রুকে ; পতি আনি—বিশ্বাস করিল ; (দো—১৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রথম আশা ত' বেশ হয়েছে পূরণ। আনি জিহ্বা অন্য কিছু মাগিব এখন ॥
অভাগা কপাল এই যোগ্য ভাঙ্গিবার। ভাল কহি তবু হেরি তব দুঃখ-ভার ॥১
মনোমত কহে রচি' সত্য মিথ্যা যা'রা। আমি রূঢ় বটে কিন্তু প্রিয় হয় তা'রা ॥
আমিও কহিব এবে মুখ-রাখা কথা। নহিলে রহিব মৌনী দিন-রাত্রি তথা ॥২

কুরূপ ও অধীনতা বিধির বিধান। যথা বুনি তথা কাটি প্রাপ্তি যথা দান ॥
যে কেহ হউক রাজা মোর কিবা হানি? দাসী-বৃত্তি ত্যজি' তাহে হব না ত' রাণী?
জ্বালাবার যোগ্য লভি' স্বভাব আমারি। তোমার অশুভ কিছু দেখিবারে নারি ॥
সেই হেতু কিছু বাক্য যা' আমি কহিনু। ক্ষম দেবি! তাহে বড় ভুলেতে পড়িনু ॥৪

দোহা— গূঢ় ও কপট প্রিয় নারী-বাণী শুনিলেন ধৈর্য্যহীনা রাণী।
স্বর-মায়া-বশে করেন প্রত্যয় বৈরিরে সুহৃদ্ বলি মানি' ॥১৬॥

সারমর্ম্ম—উত্তরে মন্থরা বলিল—আমার মন্দ ভাগ্য, আমার সদ্-বাক্যও তোমার দুঃখদায়ক হয়। এইরূপ নানাপ্রকারে নিজের রূপ-গুণাদির নিন্দা করিয়া পরে বলিল,—'যে-ই রাজা হউক, আমার তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার অকল্যাণ আমি সহ্য করিতে পারি না। সেই জন্য উচিত কথা বলিয়াছি। আমার দোষ ক্ষমা কর। রাণী দেবতার মায়া-বশে দাসীর গূঢ়-অর্থ-যুক্ত কপট বাক্য শুনিয়া শত্রু-রূপী মন্থরাকে বিশ্বাস করিলেন ॥১৬॥

চৌ—সাদর পুনি পুনি পূছতি ওহী। সবরী গান মৃগী জনু মোহী ॥
তসি মতি ফিরী অহই জসি ভাবী। হরসী চেরি ঘাত জনু ফাবী ॥১॥
তুম্হ পূছহু মৈঁ কহত ডেরাউঁ। ধরেহু মোর ঘরফোরী নাউঁ ॥
সজি প্রতীতি বহুবিধি গঢ়ি ছোলী। অবধ সাঢ়সাতী তব বোলী ॥২॥
প্রিয় সিয় রামু কহা তুম্হ রানী। রামহি তুম্হ প্রিয় সো ফুরি বানী ॥
রহা প্রথম অব তে দিন বীতে। সমউ ফিরেঁ রিপু হোহিঁ পিরীতে ॥৩॥
ভানু কমল কুল পোষনিহারা। বিনু জল জারি করই সোই ছারা ॥
জরি তুম্হারি চহ সবতি উখারী। রূঁধহু করি উপাউ বর বারী ॥৪॥

দোহা— তুম্হহি ন সোচু সোহাগ বল নিজ বস জানহু রাউ।
মন মলীন মুহ মীঠ নৃপু রাউর সরল সুভাউ ॥১৭॥

বাংলা অর্থ—**ওহী**—উহাকে ; **সবরী**—ব্যাধের স্ত্রী (ভীলজাতীয়া স্ত্রী) ; **তসি**—তেমন ; **জসি**—যেমন ; **ফাবী ঘাত জনু**—ফলপ্রসূ আঘাত যেমন (যেন বাজী মাৎ জানিয়া) ; **ডেরাউ**—ভয় পাইতেছি ; **ঘরফোরী**—গৃহ-নাশকারিনী ; **নাউঁ**—নাম ; **গঢ়ি ছোলী**—গড়িয়া-পিটিয়া ; **সাঢ়সাতী**—শনিগ্রহ (সাড়ে সাত বর্ষব্যাপী দুঃখদাত্রী) ; **ফুরি**—সত্য ; **পিরীতে**—মিত্র ; **পোষনিহারা**—পোষণকারী ; **জারি**—পুড়াইয়া ; **ছারা**—ক্ষার ; **সবতী**—সপত্নী ; **জরি উখারী**—মূল উৎপাটন করিতে ; **বারী**—বেড়া ; **সোহাগ**—প্রীতি ; **মুহ মীট**—মুখ মিষ্ট ; **জনু**—যেন ; **মোহী**—মুগ্ধ হয় ; (দো—১৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—সমাদরে বার বার তাহারে পুছিল। শবরীর গানে যেন হরিণী মোহিল ॥
রাণী-মতি ফিরে তথা ভাবী অনুসরি। দাসী হৃষ্ট, চিন্তে মনে, যথা-ঘাত করি ॥১
তুমি ত' পুছিছ বটে কহিতে ডরাই। রেখেছ ত' মোর নাম ঘরভাঙ্গা তাই ॥
ভাঙ্গা-গড়া করি ভুরি জন্মা'য়ে প্রত্যয়। অযোধ্যার সার্দ্ধ-সপ্তী শনিমূর্ত্তি কয় ॥২





কৈকেয়ী-মন্থরা-সম্বাদ

"জ্যেষ্ঠ প্রভু রহে সদা,—ছোট সেবা করে। সূর্য্যবংশ রীতি হেন জেনো সদা তরে ॥
রাম-অভিষেক যদি কা'ল সত্য হয়। এই রত্নহার তোমা দিব"—রাণী কয় ॥
"কৌশল্যাসমান হেরে মাতৃগণে রাম। রামের স্বভাব চারু সহজ সুঠাম ॥
প্রাণ হ'তে রাম মম প্রিয়তর আরো। তা'র অভিষেকে কেন বৃথা ক্ষোভ করো" ॥

অতি প্রিয় সীতা-রাম কহ তুমি রাণী। রামেরও প্রিয় তুমি তাহা সত্য জানি।
প্রথমে তা' ছিল বটে সে-দিন কোথায়? সময় ফিরিলে বন্ধু রিপু হ'য়ে যায় ॥৩
কমল-কুলেরে ভানু করয়ে পোষণ। বিনা জল তা'রে কিন্তু করয়ে দহন।
সতীন তোমার মূল উপড়াতে চায়। রুধিবে তাহারে ভাল বেড়া দিয়া তায় ॥৪

দোহা— কভু না চিন্তিলে সোহাগের বলে নিজ-বশ নৃপে লও মানি।
মানসে মলিন মুখে মিষ্ট নৃপ সরল স্বভাব তব জানি ॥১৭॥

সার মর্ম্ম—ভবিতব্যতা-হেতু সেইরূপ মন্দ-বুদ্ধিও ফিরিল। রাণী বারংবার মন্থরাকে সাদরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাসী আনন্দিত হইয়া বলিল,—তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার ভয় হইতেছে। কারণ আমাকে "ঘর-ভাঙ্গানী" আখ্যা দিয়াছ। নানা প্রকার ছলনা করিয়া রাণীর মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, রামের শ্রদ্ধা অস্থায়ী, সপত্নীর কূট-কৌশল এবং রাজার মুখে মিষ্ট-বাক্য, কিন্তু অন্তরে কৈকেয়ীর প্রতি ঘৃণা, ইত্যাদি শত্রুতা-জনক কথাদ্বারা মন্থরা কৈকেয়ীকে প্ররোচিত করিতে লাগিল ॥১৭॥

কৈকেয়ীকে মন্থরার প্ররোচনা

চৌ—চতুর গঁভীর রাম মহতারী। বীচু পাই নিজ বাত সঁবারী ॥
পঠএ ভরতু ভূপ ননিঅউরেঁ। রামমাতু মত জানব রউরেঁ ॥১॥
সেবহিঁ সকল সবতি মোহি নীকেঁ। গরবিত ভরতমাতু বল পী কেঁ ॥
সালু তুম্হার কৌসলহি মাঈ। কপট চতুর নহিঁ হোই জনাঈ ॥২॥
রাজহি তুম্হ পর প্রেমু বিসেষী। সবতি সুভাউ সকই নহিঁ দেখী ॥
রচি প্রপঞ্চু ভূপহি অপনাঈ। রাম তিলক হিত লগন ধরাঈ ॥৩॥
যহ কুল উচিত রাম কহুঁ টীকা। সবহি সোহাই মোহি সুঠি নীকা ॥
আগিলি বাত সমুঝি ডরু মোহী। দেউ দৈউ ফিরি সো ফলু ওহী ॥৪॥

দোহা— রচি পচি কোটিক কুটিলপন কীন্হেসী কপট প্রবোধু।
কহিসি কথা সত সবতি কৈ জেহি বিধি বাঢ় বিরোধু ॥১৮॥

বাংলা অর্থ—বীচু—সুযোগ; সঁবারী—সামলাইয়া লইয়াছে; ননি অউরেঁ—মাতুলালয়; সালু—গর্ত্তস্বরূপ (সন্দেহস্থল); জনাঈ নহি হোই—নিজেরে জানিতে দেয় না; অপনাঈ—আপনার করিয়াছে; ধরাঈ—স্থির করায়; দৈউ—দৈব; রচি পচি—গড়া পেটা করিয়া; প্রবোধু—বিশেষ জ্ঞান; বাঢ়—বাড়ে; (দো—১৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—রাম-মাতা বুদ্ধিমতী চতুরতা ধরে। অবসর লভি' নিজ কার্য্য-সিদ্ধি করে।
পাঠা'ল ভরতে নৃপ মাতুল-আলয়। কৌশল্যা-কৌশল ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥১
'আমাতে সপত্নী সব রহে সেবা'পর। কৈকেয়ী না সেবে মোরে স্বামি-গর্ব্বপর'।
কৌশল্যারে হেন জান কণ্টক তোমার। কপটা চতুরা বলি' অবোধ্য সবার ॥২
সবিশেষ প্রেম রাজা তোমা'পরে ধরে। সপত্নী-স্বভাবে তাহা সহিতে না পারে।
রচিয়া প্রপঞ্চ ভূপে আপন করিয়া। রাম-অভিষেকে দিল লগ্ন ধরাইয়া ॥৩

রামে রাজ-টীকা-দান কুলোচিত জানি। সবাকার প্রিয়, মম অতি প্রিয় মানি।
ভাবী কথা চিন্তি' কিন্তু ভয়ে ভরে মন। দৈবের বিধান বল কে করে লঙ্ঘন? ॥৪
দোহা— গড়িয়া পিটিয়া কোটি কুটিলতা ছলনা রচিল হেন খল ॥
কয় শত কথা সপত্নী-বারতা যাহে বাড়ে বিরোধ প্রবল ॥১৮॥

সারমর্ম্ম—মন্থরা কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ীর বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য বলিল,—বুদ্ধিমতী কৌশল্যা রাজাকে বশে আনিয়া রামের অভিষেকের লগ্ন স্থির করিয়াছে, রামের অভিষেক কুলোচিত হইলেও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আমার ভয় হইতেছে, ঈশ্বরের প্রদত্ত ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে। এইভাবে রাণীকে শতধা কুটিল প্ররোচনা দিতে লাগিল ॥১৮॥

চৌ—ভাবী বস প্রতীতি উর আঈ। পূঁছ রানি পুনি সঁপথ দেবাঈ ॥
কা পূঁছহু তুম্হ অবহুঁ ন জানা। নিজ হিত অনহিত পসু পহিচানা ॥১॥
ভয়উ পাখু দিন সজত সমাজু। তুম্হ পাঈ সুধি মোহি সন আজ ॥
খাইঅ পহিরিঅ রাজ তুম্হারেঁ। সত্য কহেঁ নহিঁ দোষু হমারে ॥২॥
জৌঁ অসত্য কছু কহব বনাঈ। তৌ বিধি দেইহি হমহি সজাই ॥
রামহি তিলক কালি জৌঁ ভয়উ। তুম্হ কহুঁ বিপতি বীজু বিধি বয়উ ॥৩॥
রেখ খঁচাই কহউঁ বলু ভাষী। ভামিনি ভইহু দূধ কই মাখী ॥
জৌঁ সুত সহিত করহু সেবকাঈ। তৌ ঘর রহহু ন আন উপাঈ ॥৪॥
দোহা— কদ্রুঁ বিনতহি দীন্হ দুখু তুম্হি কৌসিলাঁ দেব।
ভরতু বন্দিগৃহ সেইহহিঁ লখনু রাম কে নেব ॥১৯॥

বাংলা অর্থ—**সপথ দেবাঈ**—দিব্য দিয়া; **পহিচানা**—জানে; **পাখু**—পক্ষকাল; **সুধি**—সংবাদ; **সজাঈ**—সাজা, শাস্তি; **বয়উ**—বপন করিয়াছেন; **খচাঁই**—টানিয়া; **জৌ···তৌ**—যদি····তবে; **দেব**—দিবে; **সেইহঁহিঁ**—সেবন করিবে; **নেব**—নায়েব; **ভয়হু**—হইবে; **দূধ কই**—দুধের; **মাখী**—মক্ষিকা; (দো—১৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভবিতব্য-বশ হিয়া বিশ্বাসে ভরিল। দিব্য দিয়া রাণী পুন দাসীরে পুঁছিল ॥
কি পুঁছিছ? এখনো না বুঝ,—দাসী কয়। নিজ ভাল-মন্দ-বোধ পশুদেরো রয় ॥১
পক্ষকাল যায় চলি' সাজিছে সমাজ। সংবাদ লভিছ তুমি মম পার্শ্বে আজ ॥
তোমা' তরে নৃপে শুধু খাওয়া-পরা-ভার। এই সত্য কহি যদি কি দোষ আমার?॥২
যদি কিছু মিথ্যা কহি' করি গো প্রমাণ। তা'র তরে বিধি যেন শাস্তি করে দান ॥
রাম-অভিষেক কল্য হ'লে নিষ্পাদন। তোমার বিপত্তি-বীজ হইবে বপন—॥৩
বলি' বড় জোর ভাষে কাটি আমি রেখা। হে ভামিনি! হবে তুমি দুধেতে মক্ষিকা ॥
পুত্র সহ হও যদি কৌশল্যার দাসী। রহিতে পারিবে রাজ্যে রামে ভালবাসি' ॥৪
দোহা— কদ্রু বিনতারে* দুঃখ দেয় যথা তোমা' দিবে কৌশল্যা তেমন ॥
ভরত লভিবে কারাগার-দুখ হবে রাম-দোসর লক্ষ্মণ ॥১৯॥

 *পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

সারমর্ম—রাণী নিজের শপথ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল,—পক্ষাধিককাল সমাজ সাজিতেছে, কিন্তু রাজা তোমাকে পরামর্শের সঙ্গী করেন না, পুত্রের সহিত সপত্নীর সেবা না করিলে,—এখানে স্থান পাইবে না। কদ্রু যেমন বিনতাকে দুঃখ দিয়াছিল, কৌশল্যা তোমাকে তেমনি দুঃখ দিবে, ভরতকে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে, আর লক্ষ্মণ রামের দোসর ও চালক হইবে ॥১৯॥

চৌ—কৈকেয়সুতা সুনত কটু বানী। কহি ন সকই কছু সহমি সুখানী ॥
তন পসেউ কদলী জিমি কাঁপী। কুবরী দসন জীভ তব চাঁপী ॥১॥
কহি কহি কোটিক কপট কহানী। ধীরজু ধরহু প্রবোধিসি রানী ॥
ফিরা করমু প্রিয় লাগি কুচালী। বকিহি সরাহই মানি মরালী ॥২॥
সুনু মন্থরা বাত ফুরি তোরী। দহিনি আঁখি নিত ফরকই মোরী ॥
দিন প্রতি দেখউঁ রাতি কুসপনে। কহউঁ ন তোহি মোহবস অপনে ॥৩॥
কাহ করৌঁ সখি সূধ সুভাউ। দাহিন বাম ন জানউঁ কাউ ॥৪॥

দোহা— অপনে চলত ন আজু লগি অনভল কাহুক কীন্হ।
কেহিঁ অঘ একহি বার মোহি দৈঅঁ দুসহ দুখু দীন্হ ॥২০॥

বাংলা অর্থ—**সুখানী**—শুকাইয়া গেল ; **পসেউ**—ঘর্ম্ম নির্গত হইল ; **কহানী**—কথা ; **সহমি**—সভয়ে ; **প্রবোধিসি**—জ্ঞান দিল ; **ফিরা**—বদল হইয়াছে ; **কুচালী**—কপটতা ; **বকিহি**—বককে ; **ফরকই**—স্পন্দিত হইতেছে ; **সূধ**—শুদ্ধ ; **কাউ**—কিছু ; **আজু লগি**—আজ পর্য্যন্ত ; **একহি বার**—একসাথে ; **দৈঅঁ**—দৈব ; (দো—২০ পর্য্যন্ত)

চৌ—কটু বাণী শুনে যবে কৈকেয়ী তখন। কহিতে না পারে কিছু, শুকায় বদন ॥
ঘর্ম্ম বহে, কাঁপে দেহ কদলী যেমন। মন্থরা দন্তেতে জিহ্বা দংশিল তখন ॥১
কুপাঠ পড়া'য়ে তাঁ'রে নিঠুরা করিল। নাহি নমে শুষ্ক দারু যেমন গ্রন্থিল ॥
কহে পুন পুন কোটি কপট বারতা। প্রবোধিয়া কহে তাঁ'রে ধরিতে ধীরতা ॥২
করম-প্রবাহে মন্দে-ভাল মানে হিয়া। বকে প্রশংসিল যেন মরাল মানিয়া ॥
হে মন্থরা! শুন মম এ সত্য বচন। ডান আঁখি নিত্য মম করিছে স্পন্দন ॥৩
প্রতিদিন রাত্রি-যোগে হেরি কু-স্বপন। না কহিনু তোমা' কিছু মোহেতে আপন ॥
কি করিব সখি! শুদ্ধ স্বভাব এমন। ডান-বাম-জ্ঞান মম নাহিক তেমন ॥৪

দোহা— চলিবার পথে জীবনে কাহারো না করেছি অশুভ সাধন ॥
কোন্ পাপ-ফলে একেবারে মোর দৈব দিল দুখ অসহন ॥২০॥

সারমর্ম—মন্থরার কুট-বাক্যে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল, এবং শরীর কাঁপিল, কুমন্ত্রণার ফলে তাঁহার মন শক্ত হইল। তিনি মন্থরাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—সখি! তোমার কথা সত্য, প্রতিদিন আমি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি ও আমার দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন হইতেছে, জানিনা কোন অজ্ঞাত পাপে বিধাতা আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিতেছেন ॥২০॥

চৌ—নৈহর জনমু ভরব বরু জাঈ। জিয়ত ন করবি সবতি সেবকাঈ॥
অরি বস দৈউ জিআবত জাহী। মরনু নীক তেহি জীবন চাহী॥১॥
দীন বচন কহ বহুবিধি রানী। সুনি কুবরীঁ তিয়মায়া ঠানী॥
অস কস কহহু মানি মন ঊনা। সুখু সোহাগু তুম্হ কহুঁ দিন দূনা॥২॥
জেহিঁ রাউর অতি অনভল তাকা। সোই পাইহি যহু ফলু পরিপাকা॥
জব তেঁ কুমত সুনা মৈঁ স্বামিনি। ভুখ ন বাসর নীদ ন জামিনি॥৩॥
পূঁছেউঁ গুনিন্হ দেখ তিন্হ খাঁচী। ভরত ভুআল হোহিঁ যহ সাঁচী॥
ভামিনি করহু ত কহৌঁ উপাউ। হৈ তুম্হরীঁ সেবা বস রাউ॥৪॥

দোহা— পরউঁ কূপ তুঅ বচন পর সকউ পূত পতি ত্যাগি।
কহসি মোর দুখু দেখি বড় কস ন করব হিত লাগি॥২১॥

বাংলা অর্থ—নৈহর—পিতৃগৃহ; বরু—বরং; জীবন চাহী—জীবনের চেয়ে; ঠানী—বিস্তার করিল; অনভল—মন্দ; তাকা—চাহিল; পরিপাকা—পরিণামে; বাসর—দিন; গুনিন্হ—জ্যোতিষীকে; খাঁচী—টানিলেন; সাঁচী—সত্য; পরউঁ—পড়িব; কস ন—কেন না; (দো—২১ পঃ)

চৌ—বরং মাতৃ-গৃহে গিয়া জীবন যাপিব। বাঁচিয়া সপত্নী-সেবা কভু না করিব॥
বাঁচাইয়া দৈব দিলে অরির শরণ। জীবনের চেয়ে ভাল তাহার মরণ॥১॥
বহুধা কহেন রাণী কাতর বচন। নারী-মায়া বিস্তারিল মন্থরা তখন॥
এ কথা কহিছ কেন বহি' দুখ ভার। সোহাগ দ্বিগুণ দেখ বাড়িবে তোমার॥২
যেই জন তব যথা অশুভ মাগিবে। পরিণামে সেই তথা কুফল ভুঞ্জিবে॥
যখন এ অভিপ্রায় শুনেছি স্বামিনি!। ক্ষুধা নাহি দিনে, যাপি বিনিদ্র যামিনী॥৩
পুছি' আমি জ্যোতিষীরে রেখা তারা টানে। ভরত যে রাজা হবে এই সত্য মানে॥
মাতঃ! যদি তবে পার কহিব উপায়। নৃপ সেবা-বশ তব দ্বিধা নাহি তায়॥৪

দোহা— তোমার বচনে কূপেতে ডুবিব তেয়াগিব পতি ও তনয়॥
কহিছ যা' মোরে মোর দুখ হেরি' পালিব তা' যাহে শুভ হয়॥২১॥

সারমর্ম্ম—রাণী বলিলেন,—আমি আজীবন পিতৃগৃহে থাকিব, কিন্তু সপত্নীর দাসী-বৃত্তি করিব না, ইহা শুনিয়া মায়াজাল বিস্তার করিয়া কুব্জী বলিল,—স্বামিনি! চিন্তা করিও না। কোনও জ্যোতিষী বলিয়াছেন—ভরত রাজা হইবেই, তোমার অপকারকারীরা সমুচিত প্রতিফল পাইবে। তুমি আমার মতানুগামিনী হও ত উপায় বলিব। ইহা শুনিয়া রাণী তাহার একান্ত বশীভূত হইলেন॥২১॥

চৌ—কুবরীঁ করি কবুলী কৈকেঈ। কপট ছুরী উর পাহন টেঈ॥
লখই ন রানি নিকট দুখু কৈসে। চরই হরিত তিন বলিপসু জৈসেঁ॥১॥
সুনত বাত মৃদু অন্ত কঠোরী। দেতি মনহুঁ মধু মাহুর ঘোরী॥
কহই চেরি সুধি অহই কি নাহীঁ। স্বামিনি কহিহু কথা মোহি পাহীঁ॥২॥

তুই বরদান ভূপ সন থাতী। মাগহু আজু জুড়াবহু ছাতী॥
সুতহি রাজু রামহি বনবাসূ। দেহু লেহু সব সবতি হুলাসূ॥৩॥
ভূপতি রাম সপথ জব করঈ। তব মাগেহু জেহিঁ বচনু ন টরঈ॥
হোই অকাজু আজু নিসি বীতেঁ। বচনু মোর প্রিয় মানেহু জী তেঁ॥৪॥

দোহা— বড় কুঘাতু করি পাতকিনি কহেসি কোপগৃহঁ জাহু।
কাঁজু সঁবারেহু সজগ সবু সহসা জনি পতিআহু॥২২॥

বাংলা অর্থ—কবুলী করি—স্বীকার করাইয়া; পাহন ঢেঈ—শান দিল; তিন—তৃণ; মাহুর—বিষ; সুধি অহই—মনে আছে; থাতী—ছিল; ছাতী—হৃদয়; হুলাসু—উল্লাস; টরঈ—টলিবে; জী তেঁ—প্রাণ হইতে; সবারেহু—সামলাও; জনি পতিআহু—বিশ্বাস করিবে না; সজগ—সজাগ; (দো—২২ পর্য্যন্ত)

চৌ—তবে কুজী কৈকেয়ীরে নিজ-মতে আনে। কপট ছুরিকা শানে হৃদয়-পাষাণে॥
রাণী না হেরিল তা'র দুখ সন্নিহিত। বলি-পশু নবতৃণ হেরি যথা প্রীত॥১॥
শ্রবণে মধুর বাণী চরমে বিষম। মধু সনে বিষ মিলি হইবে যেমন॥
দাসী কয়--'না জানি তা রাখ কি স্মরণে। স্বামিনি! কহিলে যাহা আমার সদনে' ॥২
'নৃপ-পার্শ্বে দুটি বর রেখেছ মাগিয়া। আজি তাহা মাগি' ল'য়ে জুড়াও না হিয়া॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া, রামে দাও বনবাস। সতীনে আঘাতি ভুঞ্জ ভোগ ও উল্লাস॥৩
নৃপ রাম-নামে যবে শপথ করিবে। তবে বর মাগ যদি বাণী না টলিবে॥
হইবে অকাজ যদি নিশি অবসান। বাণী মম জেনো প্রিয় হইতে পরাণ' ॥৪

দোহা— ভীষণ আঘাত হানি' পাতকিনী কহে—'যাও ক্রোধাগার সতি!॥'
কাজ সমাপিবে সজাগ সতত সহসা না করিবে প্রতীতি॥২২॥

সারমর্ম্ম—বিষ-মিশ্রিত মধুর ন্যায় মন্থরার বাক্যে রাণী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অবস্থান করিলে—মন্থরা রাজার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুইটী বরের কথা স্মরণ করাইয়া বলিল,—ক্রোধাগারে গিয়া অবস্থান কর, রামের নামে শপথ দিয়া যখন রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন প্রথম বরে ভরতকে রাজ্য দান ও দ্বিতীয় বরে রামের বনবাসের কথা বলিও, তাহা হইলে সপত্নীর সমস্ত আনন্দের অবসান হইবে॥২২॥

চৌ—কুবরিহি রানি প্রানপ্রিয় জানী। বার বার বড়ি বুদ্ধি বখানী॥
তোহি সম হিত ন মোর সংসারা। বহে জাত কই ভইসি অধারা॥১॥
জৌঁ বিধি পুরব মনোরথু কালী। করৌঁ তোহি চখ পূতরি আলী॥
বহুবিধি চেরিহি আদরু দেঈ। কোপভবন গবনী কৈকেঈ॥২॥
বিপতি বীজু বরষা রিতু চেরী। ভুইঁ ভই কুমতি কৈকেঈ কেরী॥
পাই কপট জলু অঙ্কুর জামা। বর দোউ দল দুখ ফল পরিনামা॥৩॥
কোপ সমাজু সাজি সবু সোঈ। রাজু করত নিজ কুমতি বিগোঈ॥
রাউর নগর কোলাহলু হোঈ। যহ কুচালি কছু জান ন কোঈ॥৪॥

দোহা— প্রমুদিত পুর নর নারি সব সজহিঁ সুমঙ্গলচার ॥
এক প্রবিসহি এক নির্গমহিঁ ভীর ভূপ দরবার ॥২৩॥

বাংলা অর্থ—অধারা—সহায় ; ভইসি—হইয়াছ ; চখ পূতরি—চক্ষুর পুত্তলি ; জামা—জন্মিল ; দল—পত্রাঙ্কুর ; সোঈ—শয়ন করিলেন ; বিগোঈ—নষ্ট করিল ; কুচালি—কপটতা ; বহে জাত কই—ভাসমান জনকে ; (দো—২৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রাণ হতে প্রিয় মানে মন্থরা-বচন। বার বার তার বুদ্ধি করি' বিশ্লেষণ ॥
তোমা'-সম শুভকারী কেবা মম রয় ?। ভাসমান জনে তুমি হ'য়েছ আশ্রয় ॥১
যদি কল্য মনোরথ বিধি পূর্ণ করে। নয়ন-পুতুলি করি' রাখিব তোমারে ॥
বহুধা আদর রাণী দাসীরে করিয়া। ক্রোধাগার চলি' যা'ন কৈকেয়ী পশিয়া ॥২
বিপত্তি হেথায় বীজ, দাসী বর্ষা তায়। কৈকেয়ী কুমতি-ভূমি হইল সেথায় ॥
কপটতা-বারি-বর্ষে অঙ্কুর জন্মিল। তাহে পত্র, পরে দুখ ফলও ফলিল ॥৩॥
কোপ-সজ্জা সে'জে ল'য়ে শয়ন করিল। কুমতি সুখের রাজ্য ব্যাকুল করিল ॥
কোলাহলে বাজার ও পুর মুখরিত। এই কুটিলতা কারো না ছিল কল্পিত ॥৪

দোহা— প্রমুদিত যত নর-নারী সবে সাজায় মিলিয়া শুভাচার ॥
কেহ প্রবেশিছে অন্যে বাহিরায় ভিড়ে ভরা ভূপ-দরবার ॥২৩॥

সারমর্ম্ম—পাপীয়সী কুব্জার কুমন্ত্রণাকে রাণী প্রশংসা করিয়া কোপ-ভবনে গিয়া কুমতি ভূমিতে বিপত্তির বীজ রোপণ করিলেন ! এই বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হইল দাসীরূপ বর্ষাঋতুতে, এবং কপটতা-রূপ জলে দুই বর পত্রস্বরূপ, ও দুঃখময় ফল জন্মিল। সকলের অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা ঘটিল, তাহা কেহই জানিল না নগরের নর-নারী সুবেশে সজ্জিত হইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল ॥২৩॥

চৌ—বাল সখা সুনি হিয় হরষাহীঁ। মিলি দস পাঁচ রাম পহিঁ জাহীঁ ॥
প্রভু আদরহিঁ প্রেমু পহিচানী। পুঁছহিঁ কুসল খেম মৃদু বানী ॥১॥
ফিরহিঁ ভবন প্রিয় আয়সু পাঈ ॥ করত পরসপর রাম বড়াঈ ॥
কো রঘুবীর সরিস সংসারা। সীলু সনেহ নিবাহনিহারা ॥২॥
জেহিঁ জেহিঁ জোনি করম বস ভ্রমহীঁ। তহঁ তহঁ ঈসু দেউ যহ হমহীঁ ॥
সেবক হম স্বামী সিয়নাহু। হোউ নাত যহ ওর নিবাহু ॥৩॥
অস অভিলাষু নগর সব কাহু। কৈকেয়সুতা হৃদয় অতি দাহু ॥
কো ন কুসঙ্গতি পাই নসাঈ। রহই ন নীচ মতেঁ চতুরাঈ ॥৪॥

দোহা— সাঁঝ সময় সানন্দ নৃপু গয়উ কৈকঈ গেহঁ।
গবনু নিঠুরতা নিকট কিয় জনু ধরি দেহ সনেহঁ ॥২৪॥

বাংলা অর্থ—নিবাহ নিহারা—কৃপা বর্ষণ ; জোনি—যোনি ; সিয়নাহু—সীতানাথ (রামচন্দ্র) ; নাত—সম্বন্ধ ; নিবাহু—চলিতে থাকে (জীবনকাল পর্য্যন্ত); নসাঈ—নষ্ট হয় ; খেম—ক্ষেম, মঙ্গল ; চতুরাঈ—বুদ্ধিমত্তা ; (দো—২৪ পঃ)

চৌ—বাল্য-সখা শুনি' সবে মনে হরষিত। দশে পাঁচে মিলে সবে রামের সহিত॥
প্রভু সমাদরে সবে প্রেম-পরিচয়ে। পুছেন কুশল শুভ মৃদু বাণী ক'য়ে॥১॥
প্রিয়-আজ্ঞা পেয়ে সবে ভবনে ফিরিল। পরস্পর মিলি' সবে রামে প্রশংসিল॥
সংসারে কাহারে হেরি রঘু বীর-সম। শীলে ও স্নেহেতে ভরা গুণে অনুপম॥২
যে যে যোনি ভ্রমি মোরা কর্ম্ম অনুসারে। বাঞ্ছাপূর্ণ সেথা ঈশ করে মো'সবারে॥
সীতানাথ স্বামী, মোরা শিষ্য অভাজন। আমরণ রহে যেন এ' শুভ বন্ধন॥৩
হেন অভিলাষ ধরে নাগরিক জন। কৈকেয়ী-হৃদয়ে কিন্তু দাহের কারণ॥
কুসঙ্গে মিশিলে কা'র নাশ নাহি হয় ?। নীচ-মতে চলি কারো বুদ্ধি নাহি রয় ॥৪

দশরথ-কৈকেয়ী-সংবাদ

দোহা— সাঁঝের সময়ে আনন্দে নৃপতি পশিলেন কৈকেয়ী-ভবন॥
গমন করিল নিষ্ঠুরতা-পাশ ধরি' দেহ পিরীতি যেমন ॥২৪॥

সারমর্ম্ম—অভিষেকের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের বাল্য-সখারা আনন্দে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি প্রীতিসহকারে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহারা রামের মহত্ত্বের কথা বলিতে বলিতে বাড়ী ফিরিল। সকলে কায়-মনো-বাক্যে সীতা-রামের রাজত্বে বাস করার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। এদিকে কৈকেয়ীর হৃদয় কোপাগ্নিতে জ্বলিতেছিল। কুসঙ্গের ফলে সু-বুদ্ধি চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় রাজা কৈকেয়ীর গৃহে গেলে যেন প্রেম দেহ ধরিয়া নিষ্ঠুরতা-পার্শ্বে চলিল ॥২৪॥

চৌ—কোপভবন সুনি সকুচেউ রাউ। ভয় বস অগহুড় পরই ন পাউ॥
সুরপতি বসই বাহঁবল জাকেঁ। নরপতি সকল রহহিঁ রুখ তাকেঁ॥১॥
সো সুনি তিয় রিস গয়উ সুখাঈ। দেখহু কাম প্রতাপ বড়াঈ॥
সূল কুলিস অসি অঙ্গবনিহারে। তে রতিনাথ সুমন সর মারে॥২॥
সভয় নরেসু প্রিয়া পহিঁ গয়উ। দেখি দসা দুখু দারুন ভয়উ॥
ভুমি সয়ন পটু মোট পুরানা। দিএ ডারি তন ভূষন নানা॥৩॥
কুমতিহি কসি কুবেষতা ফাবী। অনঅহিবাতু সূচ জনু ভাবী॥
জাই নিকট নৃপু কহ মৃদু বানী। প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসানী॥৪॥

ছন্দ— কেহি হেতু রানি রিসানি পরসত পানি পতিহি নেবারঈ।
মানহুঁ সরোষ ভুঅঙ্গ ভামিনি বিষম ভাঁতি নিহারঈ॥
দোউ বাসনা রসনা দসন বর মরম ঠাহরু দেখঈ।
তুলসী নৃপতি ভবতব্যতা বস কাম কৌতুক লেখঈ॥

সো৹— বার বার কহ রাউ সুমুখি সুলোচনি পিকবচনি।
কারন মোহি সুনাউ গজগামিনি নিজ কোপ কর ॥২৫॥

বাংলা অর্থ—**সকুচেউ**—সভয় হইলেন; **অগহুড়**—আগে আগে; **রুখ**—কঠোরতা; **তাঁকে**—তাকায়; **সুখাই গয়উ**—শুকাইয়া গেলেন; **অঙ্গবনিহারে**—

অঙ্গ সহনে পটু ; পটু—বস্ত্র ; মোট—মোটা ; ডারি দিএ—ফেলিয়া দিয়াছেন ; ফাবী—ভূষিত করিল ; অন অহিবাতু—বৈধব্য ; সূচ—সূচনা ; রিসানী—রুষ্ট ; নেবারই—নিবারিত করিল ; ভু অঙ্গ—ভুজঙ্গ ; ঠাহরু—স্থির করিল, কসিত—কেমন (দো—২৫ পঃ)

চৌ—ক্রোধাগার শুনি' রাজা হ'ন সঙ্কুচিত। ভয়-বশ পাদক্ষেপে হ'লেন শঙ্কিত॥
সুরপতি বাস করে বাহু বলে যা'র। নরপতি স্থির রহে হেরি' তেজোভার॥১
তিনি শুনি নারী-রোষে শুকাইয়া যা'ন। কামের প্রতাপ দেখ কত যে মহান্॥
ত্রিশূল, কুলিশ, অসি সহে অঙ্গ 'পরে। রতিনাথ হানে হেন জনে পুষ্প-শরে॥২॥
ভীত নৃপ প্রিয়া-পার্শ্বে করেন গমন। দশা হেরি' অতি দুখে অভিভূত হন॥
ভূমি-শয্যা, স্থূল বস্ত্র পরা পুরাতন। বিক্ষিপ্ত র'য়েছে সব তনুর ভূষণ॥৩॥
কুমতির কুবেশতা হেন ভাল লাগে। ভবিষ্য বৈধব্য যেন ইথে মনে জাগে॥
নিকটে যাইয়া নৃপ মৃদু ভাষে ক'ন। ওহে প্রাণপ্রিয়া! কেন হেন রুষ্ট মন? ॥৪

ছন্দ— কেন রুষ্টা বলি রাজা স্পর্শে পাণি রাণী নিবারিল তখন ভর্ত্তারে॥
মানি লও যেন দ্বিজিহ্ব-ভামিনী রোষে বক্র ভাবে নিহারে তাঁহারে॥
দুটি বর জিহ্বা বাসনা বিস্তারি দশনে দংশিতে মরমে চিনিল॥
তুলসী কহিছে ভবিতব্য-বশ হেন কাম-ক্রীড়া নৃপতি বুঝিল॥

সোঃ— পুন কহে রাজা ওহে সুবদনি! তুমি সুলোচনা তুমি পিকস্বরা॥
জানিতে চাহিনু হে গজগামিনী শুনাও আমারে কেন রোষ পরা? ॥২৫॥

সারমর্ম্ম—রাজা কোপ-ভবনের কথা শুনিয়া ভয়ে যেন শুকাইয়া গেলেন। ত্রিশূল এবং বজ্রাদি-অস্ত্র, যাহার দেহ সহ্য করিয়াছে সেই রাজা রতিনাথের আঘাত সহিল না। রাজা ভয়ে ভয়ে রাণীর কাছে গিয়া তাঁহার কোপের কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥২৫॥

চৌ—অনহিত তোর প্রিয়া কেইঁ কীন্হা। কেহি দুই সির কেহি জমু চহ লীন্হা॥
কহু কেহি রঙ্কহি করৌঁ নরেসূ। কহু কেহি নৃপহি নিকাসৌঁ দেসূ॥১॥
সকউঁ তোর অরি অমরউ মারী। কাহ কীট বপুরে নর নারী॥
জানসি মোর সুভাউ বরোরূ। মনু তব আনন চন্দ চকোরূ॥২॥
প্রিয় প্রান সুত সরবসু মোরেঁ। পরিজন প্রজা সকল বস তোরেঁ॥
জৌঁ কছু কহৌঁ কপটু করি তোহী। ভামিনি রাম সপথ সত মোহী॥৩॥
বিহসি মাগু মন ভাবতি বাতা। ভূষন সজহি মনোহর গাতা॥
ঘরী কুঘরী সমুঝি জিয়ঁ দেখু। বেগি প্রিয়া পরিহরহি কুবেষু॥৪॥

দোহা— যহ সুনি মন গুনি সপথ বড়ি বিহসি উঠী মতিমন্দ।
ভূষন সজতি বিলোকি মৃগু মনহুঁ কিরাতিনি ফন্দ॥২৬॥

বাংলা অর্থ—কেইঁ—কে ; কেহি—কোন্, কাহার ; জমু—যম ; রঙ্কহি—দরিদ্রকে ;

নিকাসৌঁ—বাহির করিয়া দিব; বপুরে—বেচারা; মাগু—চাও; মন ভাবতি—মনে ভাল লাগে এমন; ঘরী কুঘরী—সুঅবসর কুঅবসর; সজতি—সজ্জিত হইলেন; (দো—২৬ পঃ)。

'চৌ—অহিত করেছে তোমা' বল কোন্ জন? কে ধরে দু'শির? চাহে কে যম-সদন?
কহ কোন্ দীন জনে করিব নরেশ? কোন্ নৃপে নির্ব্বাসনে করিব নির্দ্দেশ? ॥১
দেবতা হ'লেও অরি মারিবারে পারি। কি কহিব?—তুচ্ছ কীট-সম নর-নারী॥
তব মুখচন্দ্রে মম চিত্ত যে চকোর। জানো প্রিয়ে! চিরন্তন এ স্বভাব মোর॥২
কৈকেয়ি! রামকে জান সর্ব্বস্ব আমার। পরিজন প্রজা যত স্ববশে তোমার॥
কপট করিয়া যদি কহি কিছু জ্ঞানো। হে ভামিনি! 'রাম দিব্য' শত তাহে মানো॥৩
হাসি-মুখে মাগি' লও মনের বাসনা। মনোহর তনু কর সজ্জিত-বসনা॥
কাল বা অকাল এবে হের বিচারিয়া। ত্যজহ কুবেশ ত্বরা প্রাণাধিকা প্রিয়া॥৪

দোহা— এ বারতা শুনি' বিচারি' শপথ ক্রূরমতি হাসিয়া উঠিল॥
ভুষণে ভূষিল মৃগে হেরি যেন কিরাতিনী ফাঁদ বিস্তারিল॥২৬॥

সারমর্ম্ম—রামের শপথ লইয়া যখন রাজা রাণীর অভীষ্ট পূরণে সম্মত হইলেন, তখন দুষ্ট-বুদ্ধি কৈকেয়ী ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া অলঙ্কার পরিতে আরম্ভ করিলেন। এবং কিরাতীর ফাঁদে হরিণ যেন পড়িয়াছে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥২৬॥

চৌ—পুনি কহ রাউ সুহৃদ জিয়ঁ জানী। প্রেম পুলকি মৃদু মঞ্জুল বানী॥
ভামিনি ভয়উ তোর মনভাবা। ঘর ঘর নগর অনন্দ বধাবা॥১॥
রামহি দেউঁ কালি জুবরাজূ। সজহি সুলোচনি মঙ্গল সাজূ॥
দলকি উঠেউ সুনি হৃদউ কঠোরূ। জনু ছুই গয়উ পাক বরতোরূ॥২॥
ঐসিউ পীর বিহসি তেহিঁ গোঈ। চোর নারি জিমি প্রগটি ন রোঈ॥
লখহিঁ ন ভূপ কপট চতুরাঈ। কোটি কুটিল মনি গুরূ পঢ়াঈ॥৩॥
জদ্যপি নীতি নিপুন নরনাহূ। নারিচরিত জলনিধি অবগাহূ॥
কপট সনেহু বঢ়াই বহোরী। বোলী বিহসি নয়ন মুহু মোরী॥৪॥

দোহা— মাগু মাগু পৈ কহহু পিয় কবহুঁ ন দেহু ন লেহু।
দেন কহেহু বরদান দুই তেউ পাবত সন্দেহু॥২৭॥

বাংলা অর্থ—মনভাবা ভয়উ—মনের মত কার্য্য হইয়াছে; বধাবা—বিশিষ্ট আনন্দসূচক বাদ্য; সজহি—সজ্জিত হও; দলকি উঠেউ—বিদীর্ণ হইল; পাক—পাকা; বরতোজ—ফোড়া; ঐসিউ—এরূপে; গোঈ—গোপন করিল; প্রগটি ন রোঈ—প্রকাশ্যভাবে কাঁদিল না; পঢ়াঈ—পড়াইয়াছে; অবগাহূ—অতি গভীর; মোরী—মুদিয়া; পৈ কহহু—অবশ্য বল; দেন কহেহু—দিবে কহিয়া; তেউ—তাহাতেও পাবত—পাইতে; মনি—শিরোমণি; (দো—২৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—পুন রাজা কহে মনে সুহৃদ্ জানিয়া। প্রেম-পুলকিত চারু বাণী উচ্চারিয়া॥
ভামিনি! পূরিল তব মনের বাসনা। ঘরে ঘরে চলে পুরে আনন্দ-রটনা॥১

রামেরে করিব আমি কাল যুবরাজ। ওহে স্থলোচনে! তুমি পর শুভ সাজ ॥
শুনিয়া কঠোর হিয়া তাহে বিদারিল। পাকা বিস্ফোটকে যেন কেহ পরশিল ॥২
হাসি' নারী এ বেদনা করিল গোপন। তস্কর-স্ত্রী প্রকাশ্যতঃ না করে ক্রন্দন॥
সে কপট চতুরতা নৃপ না বুঝিল। কোটি-ক্রূর-শিরোমণি তারে শিক্ষা দিল ॥৩
যদ্যপি নীতিতে দৃঢ় ছিল নরনাথ। নারীর চরিত্র কিন্তু সমুদ্র অগাধ ॥
কপট পিরীতি যেন দিল বাড়াইয়া। মুখে হাসি' কহে কথা নয়ন মুদিয়া ॥৪

দোহা— 'চাও চাও বলি' পুন কহ প্রিয়! না দিলে ত কভু না পাইব ॥'
দিবে ত কহিছ দুটি বর দান, দ্বিধা জাগে, তাহা না লভিব ॥২৭॥

সারমর্ম্ম—রাজা তাঁহাকে রামের অভিষেকের কথা শুনাইলে তাঁহার মন চমকাইয়া উঠিল, তিনি রাজার অলক্ষ্যে হাসিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বর দুইটি দিবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন ॥২৭॥

চৌ—জানেউঁ মরমু রাউ হঁসি কহঈ। তুম্হহি কোহাব পরম প্রিয় অহঈ ॥
থাতী রাখি ন মাগিহু কাউ। বিসরি গয়উ মোহি ভোর সুভাউ ॥১॥
ঝূঠেহুঁ হমহি দোষু জনি দেহূ। দুই কৈ চারি মাগি মকু লেহূ ॥
রঘুকুল রীতি সদা চলি আঈ। প্রান জাহুঁ বরু বচনু ন জাঈ ॥২॥
নহিঁ অসত্য সম পাতক পুঞ্জা। গিরি সম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা ॥
সত্যমূল সব সুকৃত সুহাএ। বেদ পুরান বিদিত মনু গাএ ॥৩॥
তেহি পর রাম সপথ করি আঈ। সুকৃত সনেহ অবধি রঘুরাঈ ॥
বাত দৃঢ়াই কুমতি হঁসি বোলী। কুমত কুবিহগ কুলহ জনু খোলী ॥৪॥

দোহা— ভূপ মনোরথ সুভগ বনু সুখ সুবিহঙ্গ সমাজু।
ভিল্লিনি জিমি ছাড়ন চহতি বচনু ভয়ঙ্করু বাজু ॥২৮॥

মাসপারায়ণ, তেরহবাঁ বিশ্রাম

বাংলা অর্থ—**মরমু**—মর্ম্মকথা ; **কোহাব**—অভিমান ; **থাতী**—স্থগিত ; **কাউ**—কভু ; **বিসারি**—বিস্মরি ; **ভোর**—ভ্রান্ত ; **ঝূঠেহু**—মিথ্যা ; **মকু**—শোধ ; **বরু**—বরং ; **সুকৃত**—সুকৃতি, পুণ্য ; **দৃঢ়াই**—পাকা করিতে ; **কুলহ**—চক্ষুর আবরণ ; **বনু**—বন ; **বাজু**—বাজপক্ষী ;কবিহগ —মন্দবিচাররূপী দুষ্ট পক্ষী ; (দো—২৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—জানিনু মরম তব রাজা হাসি' ক'ন। অভিমান তোমা-পাশ অতি প্রিয় ধন ॥
স্থগিত রাখিছ তাহা না মাগ কখন। ভোলা-মনে তাহা মম হ'ল বিস্মরণ ॥১
মিছামিছি মোরে যেন ইথে না দূষিবে। দুটি স্থলে চারি মাগি' শুধিয়া লইবে ॥
রঘুকুল নীতি এই ধারা ধরি' চলে। বরং প্রাণ চলি' যায়,—কথা নাহি টলে ॥২
অসত্য সমান নহে যত পাপ রহে। কোটি গুঞ্জা ফল কভু গিরি-সম নহে ॥
উত্তম সুকৃত যত সত্যে জন্ম লয়। মনু গায়, বেদ, তন্ত্র সদা তাহা কয় ॥৩॥

তারপর রাম-নামে শপথ করিনু। পুণ্য ও পিরীতি-সীমা রাঘবে গণিনু ॥
দৃঢ়-বাক্যে স্মিত-হাসে কুমতি কহিল। দুষ্ট বাজপক্ষী যেন নয়ন মেলিল ॥৪॥

দোহা— ভূপ-মনোরথ-চারু-বনে রহে সুখরূপী বিহঙ্গ-সমাজ ॥
কিরাতিনী সেথা ছাড়িতে চাহিছে ভয়ঙ্কর যেন বাক্য-বাজ ॥২৮॥

সারমর্ম্ম—রাজা বলিলেন,—তোমার অবহেলার ফলে বর লওয়া হয় নাই। তাহাতে আমার কোনও দোষ নাই। তুমি ইচ্ছা করিলে চারিটি বরও লইতে পার। রঘু-কুলের রীতি আছে, কোন কালে সত্যভঙ্গ করে না। পরন্তু রামের শপথ লইতেছি—তোমার অভিমত বর চাইতে পার ॥২৮॥

সমাপিয়া তের দিন মাস-পারায়ণে। নমিছে বিজয়কালী শ্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—সুনহু প্রানপ্রিয় ভাবত জী কা। দেহু এক বর ভরতহি টীকা ॥
মাগউঁ দূসর বর কর জোরী। পুরবহু নাথ মনোরথ মোরী ॥১॥
তাপস বেষ বিসেষি উদাসী। চৌদহ বরিস রামু বনবাসী ॥
সুনি মৃদু বচন ভূপ হিয় সোকূ। সসি কর ছুঅত বিকল জিমি কোকূ ॥২॥
গয়উ সহমি নহিঁ কছু কহি আবা। জনু সচান বন ঝপটেউ লাবা ॥
বিবরন ভয়উ নিপট নরপালূ। দামিনি হনেউ মনহুঁ তরু তালূ ॥৩॥
মাথেঁ হাথ মূদি দোউ লোচন। তনু ধরি সোচু লাগ জনু সোচন ॥
মোর মনোরথু সুরতরু ফূলা। ফরত করিনি জিমি হতেউ সমূলা ॥৪॥
অবধ উজারি কীন্হি কৈকেঈঁ। দীন্হিসি অচল বিপতি কৈ নেঈঁ ॥৫॥

দোহা— কবনেঁ অবসর কা ভয়উ গয়উঁ নারি বিস্বাস।
জোগ সিদ্ধি ফল সময় জিমি জতিহি অবিদ্যা নাস ॥২৯॥

বাংলা অর্থ—**ভাবত**—দীপ্তিকারী (মনোমত) ভাবনা; **বিসেষি**—বিশেষতঃ; **সোকূ**—শোকার্ত্ত হইলেন; **কোকূ**—চখী; **সহমি**—ভয় পাইয়া; **সচান**—বাজপক্ষী; **ঝপটেউ**—হঠাৎ আক্রমণ করিল; **বিবরণ**—বিবর্ণ; **নিপট**—একেবারে; **সোচন লাগ**—শোক করিতে লাগিলেন; **ফরত**—ফলবান হইবার সময়; **হতেউ**—উন্মূলিত করিল; **উজারি কীন্হি**—উজাড় করিলেন; **নেঈ**—ভিত্তি; **কবনেঁ**—কিরূপ; **জতিহি**—যতিকে, যোগীকে; **পুরবহু**—পূর্ণ কর; (দো—২৯ পঃ)

চৌ—ওহে প্রাণ প্রিয়! শুন চাহিছে অন্তর। ভরতে রাজত্ব দাও এই এক বর ॥
কর যোড়ে আন বর করিনু প্রার্থনা। পুরাও হে নাথ! মম মনের বাসনা ॥১
তাপসের বেশধারী বিশেষ উদাসী। চতুর্দ্দশ বর্ষ হোক্ রাম বনবাসী ॥
মৃদু বাণী করে ভূপে শোকেতে বিবশ। কোক যথা শশিকর করিলে পরশ ॥২
মুখ শুষ্ক হয় কিছু বাক্য নাহি সরে। ছোট পাখী-ভরা বনে বাজ এসে পড়ে ॥
বিবর্ণ হ'লেন ভারী শুনি' নরপাল। বিজলি হানিল হায়! যেন তরু তাল ॥৩

শিরে কর হানে মুদে দুইটি লোচন। তনু ধরি' শোক যেন শোকপরায়ণ॥
মনোরথ কল্প বৃক্ষ হইয়া পুষ্পিত। ফল-দান-কালে মূল সহ উপাড়িত ॥৪
হে কৈকেয়ি! অযোধ্যারে উজাড় করিলে। অচল বিপত্তি-ভিত্তি আজ স্থাপি' দিলে॥৫

দোহা— কোন অবসরে কিবা হ'য়ে গেল নারীজনে করিনু বিশ্বাস।
যোগ-সিদ্ধি-শেষে ফলের সময়ে অবিদ্যা যতিরে করে নাশ ॥২৯॥

সারমর্ম—কৈকেয়ী তখন এক বরে ভরতের রাজ-টীকা, দ্বিতীয় বরে রামের চৌদ্দ বৎসর তপস্বিবেশে বনবাস চাহিলে, রাজা মস্তকে হাত দিয়া শোকের মূর্ত্তি হইয়াই যেন শোক করিতে লাগিলেন, এবং মুখে বলিলেন,—হে কৈকেয়ী! তুমি অযোধ্যায় বিপদের ভিত্তি স্থাপন করিলে ফললাভের সময় যোগীর যোগসিদ্ধি অবিদ্যাদ্বারা ব্যর্থ হইল ॥২৯॥

চৌ—এহি বিধি রাউ মনহিঁ মন ঝাঁখা। দেখি কুভাঁতি কুমতি মন মাখা॥
ভরতু কি রাউর পূত ন হোঁহী। আনেহু মোল বেসাহি কি মোহী ॥১॥
জো সুনি সরু অস লাগ তুম্হারেঁ। কাহে ন বোলহু বচনু সঁভারেঁ ॥
দেহু উতরু অনু করহু কি নাহীঁ। সত্যসন্ধ তুম্হ রঘুকুল মাহীঁ ॥২॥
দেন কহেহু অব জনি বরু দেহু। তজহু সত্য জগ অপজসু লেহু॥
সত্য সরাহি কহেহু বরু দেনা। জানেহু লেইহি মাগি চবেনা ॥৩॥
সিবি দধীচি বলি জো কছু ভাষা। তনু ধনু তজেউ বচন পনু রাখা॥
অতি কটু বচন কহতি কৈকেঈ। মানহুঁ লোন জরে পর দেঈ ॥৪॥

দোহা— ধরম ধুরন্ধর ধীর ধরি নয়ন উঘারে রায়ঁ।
সিরু ধুনি লীন্হি উসাস অসি মারেসি মোহি কুঠায়ঁ ॥৩০॥

বাংলা অর্থ—ঝাঁখা—শোক করিলেন; কুভাঁতি—কুভাব; মাখা — ক্রুদ্ধ হইল; পূত—পুত্র; বেসাহি—ক্রয় করিয়া; মোল—মূল্য; কাহে—কেন; সঁভারেঁ—সামলাইয়া; অনু—পরে; সরাহি—প্রশংসা করিয়া; চবেনা—ছোলা; লোন—লবণ জরে পর—জ্বালার উপর; উঘারে—খুলিলেন; ধুনি — আঘাত করিয়া; উসাস — দীর্ঘনিশ্বাস; কুঠায়ঁ—কুঠার, কুড়ালি; কুমতি—দুর্ব্বোধ ব্যক্তি; (দো—৩০ পঃ)

চৌ—হেন মতে রাজা মনে ধুঁকিতে লাগিলা। কৈকেয়ী কু-ভাব হেরি ক্রোধিত হইলা
ভরতে কি আপনার সুত নাহি মানো? বলের প্রয়োগে মূল্যে মোরে কিনি' আনো?১
যদি শুনি' মম কথা শর-সম লাগে। ভাব নাই কেন তুমি শপথের আগে?॥
দিবে কি না? শুধু এই কথা চাহিলাম। রঘুকুলে সত্যসন্ধ তোমা জানিতাম ॥২
দিবে বর বলেছিলে এবে নাহি দাও। সত্য ত্যজি ধরা-মাঝে অপযশ নাও॥
কহিলে প্রশংসি' সত্য—বর তোমা' দিব। বুঝেছিলে তুমি বুঝি চণক মাগিব ॥৩
দধীচি, বলি ও শিবি* যাহা কিছু ক'ন। তনু-ধন ত্যজি' সেই পালিলেন পণ॥
কৈকেয়ী কহেন কটু অতি রোষ-ভরে। লবণ-প্রক্ষেপ যেন হ'ল ক্ষত 'পরে ॥৪

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

দোহা— ধর্ম্ম-ধুরন্ধর নৃপ ধৈর্য্য ধরি' মেলিয়া তখন দু' নয়ন।
শিরে কর হানি' দীর্ঘশ্বাস ল'য়ে—'কপালে হানিলে বড়'—ক'ন ॥৩০

সারমর্ম্ম—রাজাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া রাণী কর্কশ-বাক্যে বলিলেন,—হে রঘু-কুলের সত্যপ্রতিজ্ঞ! ভরত কি তোমার পুত্র নয়? সত্যের প্রতিজ্ঞা করিয়াছ. যেমন শিবি, দধীচি ও বলি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। নচেৎ সত্য ত্যাগ করিয়া জগতে অপযশ অর্জ্জন কর। কৈকেয়ীর এই কটু বাক্যে রাজা ধৈর্য্য সহকারে চোখ খুলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন,—তুমি মর্ম্ম-স্থানে আমাকে আঘাত করিলে ॥৩০॥

চৌ—আগেঁ দীখি জরত রিস ভারী। মনহুঁ রোষ তরবারি উঘারী ॥
মূঠি কুবুদ্ধি ধার নিঠুরাঈ। ধরী কূবরীঁ সান বনাঈ ॥১॥
লখী মহীপ করাল কঠোরা। সত্য কি জীবনু লেইহি মোরা ॥
বোলে রাউ কঠিন করি ছাতী। বানী সবিনয় তাসু সোহাতী ॥২॥
প্রিয়া বচন কস কহসি কুভাঁতী। ভীর প্রতীতি প্রীতি করি হাঁতী ॥
মোরেঁ ভরতু রামু দুই আঁখী। সত্য কহউঁ করি সঙ্করু সাখী ॥৩॥
অবসি দূতু মৈঁ পঠইব প্রাতা। ঐহহিঁ বেগি সুনত দোউ ভ্রাতা ॥
সুদিন সোধি সবু সাজু সজাঈ। দেউঁ ভরত কহুঁ রাজু বজাঈ ॥৪।

দোহা— লোভু ন রামহি রাজু কর বহুত ভরত পর প্রীতি।
মৈঁ বড় ছোট বিচারি জিয়ঁ করত রহেউঁ নৃপনীতি ॥৩১॥

বাংলা অর্থ—জরত—জ্বলিতে জ্বলিতে; দীখি—দৃষ্ট হইল; উঘারী—খুলিয়াছে; মূঠি—(তলবার) মুষ্টি; কূবরীঁ—মন্থরা; সান—শাণ (অস্ত্র ধারাল করিবার যন্ত্রবিশেষ); ছাতী—হৃদয়; সোহাতী—শোভন (স্ত্রীং; কস—কেমনে; ভীর—ভীরু; হাঁতী করি—নষ্ট করিয়া; অবসি—অবশ্য; সোধি—সুবিচার করিয়া; বজাঈ—(ডঙ্কা) বাজাইয়া; রাজু কর—রাজ্যের প্রতি; করত রহেউঁ—করিতেছিলাম; (দো—৩১ পঃ)

চৌ—পুরোভাগে দেখা গেল জ্বলন্ত সে রোষ। মানো তরবারি যেন রহে মুক্তকোষ
কুমতি তাহার মুষ্টি, নিষ্ঠুরতা ধার। ধরিয়া মন্থরা শান দিতেছে তাহার ॥১॥
হেরিলেন নৃপ তাহা করাল কঠোর। সত্য কি জীবন ইথে হানিবেক মোর?॥
হৃদয় কঠিন করি' নরপতি ক'ন। তোষামোদ-ভরে এই বিনয় বচন ॥২॥
হে প্রিয়া! কু-ভাবে কেন কহিছ বচন। হে ভীরু! প্রতীতি প্রীতি করিছ লঙ্ঘন ॥
ভরতে ও রামে জেনো দু'আঁখি আমারি। সত্যই কহিনু আমি শিবে সাক্ষী করি' ॥৩
অবশ্য দূতেরে আমি প্রেরিব প্রাতে। দুটি ভাই শুনি' তাহা আসিবে ত্বরাতে ॥
সুদিন দেখিয়া সব সাজ সাজাইয়া। ভরতেরে রাজ্য দিব ডঙ্কা বাজাইয়া ॥৪॥

দোহা— শ্রীরামের লোভ নাহি রাজ্য'পরে তাহার ভরতে অতি প্রীতি ॥
আমি নিজে মনে ছোট বড় গণি' রাখিতে চাহিনু নৃপ-নীতি ॥৩১॥

সারমর্ম—কৈকেয়ীর সেই ভীষণ ক্রুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিয়া রাজা ভাবিয়াছিলেন যেন রাণী তাঁহার প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি রাণীকে বলিলেন,—রাম ও ভরত দুই চক্ষুস্বরূপ, অতএব আমি শঙ্করকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি শুভ-দিনে মহা-সমারোহে ভরতকে যৌব-রাজ্য দিব। রাম রাজ্য-লোভী নহে। পরন্তু সে ভরতকে অত্যন্ত স্নেহ করে। কুলরীতি অনুসারে আমি ইহা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম ॥৩১॥

চৌ—রাম সপথ সত কহউঁ সুভাউ। রামমাতু কছু কহেউ ন কাউ ॥
মৈঁ সবু কীন্হ তোহি বিনু পূঁছে। তেহি তেঁ পরেউ মনোরথু ছুছেঁ ॥১॥
রিস পরিহরু অব মঙ্গল সাজূ। কছু দিন গএঁ ভরত জুবরাজূ ॥
একহি বাত মোহি দুখু লাগা। বর দূসর অসমঞ্জস মাগা ॥২॥
অজহুঁ হৃদউ জরত তেহি আঁচা। রিস পরিহাস কি সাঁচেহুঁ সাঁচা ॥
কহু তজি রোষু রাম অপরাধূ। সবু কোউ কহই রামু সুঠি সাধূ ॥৩॥
তুহুঁ সরাহসি করসি সনেহূ। অব সুনি মোহি ভয়উ সন্দেহূ ॥
জাসু সুভাউ অরিহি অনুকূলা। সো কিমি করিহি মাতু প্রতিকূলা ॥৪॥
দোহা— প্রিয়া হাস রিস পরিহরহি মাগু বিচারি বিবেকু।
জেহিঁ দেখৌঁ অব নয়ন ভরি ভরত রাজ অভিষেকু ॥৩২॥

বাংলা অর্থ—সত — শত ; ছুছেঁ পরেউঁ—খালি ছিল পূর্ণ হয় নাই ; অজহূ—এখনই ; আঁচা—তেজ ; সাঁচেহুঁ সাঁচা—সত্যসত্য ; কহু—কহ ; সুঠি—ভাল ; জেহিঁ—যাহাতে ; হাস—পরিহাস ; (দো—৩২ পর্য্যন্ত)

চৌ—রাম-নামে শত দিব্য ল'য়ে কহি শুন। রাম-মাতা কভু নাহি কিছু ক'ন পুন ॥
সকল করেছি আমি তোমা না পুছিয়া। সেই হেতু ইচ্ছা গেল বিফল হইয়া ॥১
ত্যজি রোষ ধর এবে সুমঙ্গল সাজ। ভরত হইবে কিছু পরে যুবরাজ ॥
একটি ব্যাপারে মোরে আজি দুঃখ দিলে। দ্বিতীয় যে বর তাহা বিষম মাগিলে ॥২
সেই তাপে আজ মম দহিছে হৃদয়। রোষ-পরিহাস, সত্য,—কহ কিবা হয় ॥
রোষ ত্যজি' কহ রামে দোষ কোন্ খানে। সর্ব্বজনে সাধু বলি' রামেরে বাখানে ॥৩
প্রশংসিয়া রামে তুমি তা'রে কর স্নেহ। এবে শুনি' হেন কথা,—উপজে সন্দেহ ॥
যাহার স্বভাব জানি' অরি অনুকূল। আচরিবে কেমনে সে মায়ে প্রতিকূল ॥৪
দোহা— পরিহাস, রোষ পরিহর প্রিয়া! বর মাগ বিচারি' বিবেক ॥
যাহে হেরি' এবে নয়ন ভরিয়া ভরতের রাজ-অভিষেক ॥৩২॥

সারমর্ম—রাজা রামের শপথ লইয়া বলিলেন,—কৌশল্যা আমাকে কখনও কিছু বলে নাই, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই বলিয়া আমার সমস্ত ইচ্ছা নিষ্ফল হইল। এখন তুমি মঙ্গল সাজে সজ্জিত হও, এবং তোমার দ্বিতীয় বরটি প্রত্যাহার কর। রামকে তুমিও ত প্রশংসা কর, তাহার কোন অপরাধ নাই। অতএব উপহাস বাদ দিয়া অন্য বর চাও। যাহাতে ভরতের যৌব-রাজ্য আমি দেখিতে পারি—তাহার ব্যবস্থা কর ॥৩২॥

চৌ—জিঐ মীন বরু বারি বিহীনা॥ মনি বিনু ফনিকু জিঐ দুখ দীনা॥
কহউঁ সুভাউ ন ছলু মন মাহীঁ। জীবনু মোর রাম বিনু নাহীঁ ॥১॥
সমুঝি দেখু জিয়ঁ প্রিয়া প্রবীনা। জীবনু রাম দরস আধীনা॥
সুনি মৃদু বচন কুমতি অতি জরঈ। মনহুঁ অনল আহুতি ঘৃত পরঈ ॥২॥
কহই করহু কিন কোটি উপায়া। ইহাঁ ন লাগিহি রাউরি মায়া॥
দেহু কি লেহু অজসু করি নাহীঁ। মোহি ন বহুত প্রপঞ্চ সোহাহীঁ ॥৩॥
রামু সাধু তুম্হ সাধু সয়ানে। রামমাতু ভলি সব পহিচানে॥
জস কৌসিলাঁ মোর ভল তাকা। তস ফলু উন্হহি দেউঁ করি সাকা ॥৪॥

দোহা— হোত প্রাতু মুনিবেষ ধরি জৌঁ ন রামু বন জাহিঁ।
মোর মরনু রাউর অজস নৃপ সমুঝিঅ মন মাহিঁ ॥৩৩॥

বাংলা অর্থ—মায়া—ছলনা (চালবাজি); কিন—কেন না; প্রপঞ্চ—প্রবঞ্চনা; পহিচানে—জানিয়াছি; জস....তস—যেমন তেমন; তাকা—চাহিয়াছেন; সাকাকরি—স্মরণযোগ্য করিয়া; জাহিঁ—যায়; প্রবীনা—প্রবীণ, বুদ্ধিমতী; (দো—৩৩ পঃ)

চৌ—যত্তপি জীবিত রহে জল বিনা মীন। মণি বিনা ফণী বাঁচে হ'য়ে দুখী দীন॥
স্বভাব কহিনু মম ইথে নাহি ছল। রাম বিনা প্রাণ মম হইবে বিকল ॥১॥
হৃদয়ে বুঝিয়া দেখ হে প্রিয়ে প্রবীণ। আমার জীবন রাম-দর্শন-অধীন॥
মৃদু বাণী শুনি' অতি দুষ্টা হেন জ্বলে। যেন ঘৃতাহুতি হয় জলন্ত অনলে ॥২॥
বাগ্-জালে কর কোটি পথ উদ্ভাবন। না চলিবে তব মায়া ইহাতে কখন॥
না দিয়া অযশ লও কিংবা বর দাও। বিবিধ প্রপঞ্চে মোরে কভু না ভুলাও ॥৩
জানি রাম সাধু, তুমি সাধু ও সেয়ানা। রাম-মাতা-পরিচয় আছে মম জানা॥
কৌশল্যা যেমন মম চাহিছে মঙ্গল। স্মরণের যোগ্য করি' দিব তার ফল ॥৪

দোহা— হইলে প্রভাত ধরি' মুনিবেশ রাম যদি নাহি যায় বন॥
আমার মরণ তব অপযশ নৃপ! ইহা রাখিবে স্মরণ ॥৩৩॥

সারমর্ম—হে রাণী! তুমি বুদ্ধিমতী, বিচার করিয়া দেখ, আমার জীবন রামের উপর নির্ভর করিতেছে। রাম বিনা আমার জীবনই থাকিবেনা। ইহা শুনিয়া কুমতি কৈকেয়ী বলিলেন,—যদি কাল প্রাতে রাম মুনি-বেশ ধারণ করিয়া বনে না যায় তবে আমার মরণ ও তোমার অপযশ হইবেই। কৌশল্যাকে স্মরণযোগ্য উপযুক্ত ফল দিব ॥৩৩॥

চৌ—অস কহি কুটিল ভঈ উঠি ঠাঢ়ী। মানহুঁ রোষ তরঙ্গিনি বাঢ়ী॥
পাপ পহার প্রগট ভই সোঈ। ভরী ক্রোধ জল জাই ন জোঈ ॥১॥
দোউ বর কূল কঠিন হঠ ধারা। ভবঁর কূবরী বচন প্রচারা॥
ঢাহত ভূপরূপ তরু মূলা। চলী বিপতি বারিধি অনুকূলা ॥২॥
লখী নরেস বাত ফুরি সাঁচী। তিয় মিস মীচু সীস পর নাচী॥
গহি পদ বিনয় কীন্হ বৈঠারী। জনি দিনকর কুল হোসি কুঠারী।৩॥

মাগু মাথ অবহী দেউঁ তোহী। রাম বিরহঁ জনি মারসি মোহী॥
রাখু রাম কহুঁ জেহি তেহি ভাঁতী। নাহিঁ ত জরিহি জনম ভরি ছাতী ॥৪
দোহা— দেখী ব্যাধি অসাধ নৃপু পরেউ ধরনি ধুনি মাথ।
কহত পরম আরত বচন রাম রাম রঘুনাথ ॥৩৪॥

বাংলা অর্থ—ঠাঢ়ী ভই—খাড়া হইলেন ; বাঢ়ী—বন্যা আসিল ; পহার—পাহাড় ; ভরি জাই—ভরিয়া গেল ; হঠ—হঠকারিতা ; ভবঁর—আবর্ত্ত ; প্রচার—প্রেরণা ; ঢাহত —ধ্বংস করিল ; লখী—বুঝিলেন ; ফুরি—বাস্তবিক ; তিয় মিস—স্ত্রীচ্ছলে ; মীচু—মৃত্যু ; বৈঠারী—বসাইয়া ; জনি হসি—হইবে না ; জরিহি—জ্বলিবে ; ধুনি—ধ্বনি ; (দো—৩৪ পঃ

চৌ—কুটিল কৈকেয়ী কহি' উঠি' দাঁড়াইল। অভিমান-রোষে অশ্রু-বন্যা প্রবাহিল॥
পাপের পাহাড় হ'তে তাহা যে জন্মায়। ক্রোধ-জলে ভরা এত দেখা নাহি যায় ॥১
দুটি বর দুই কুলে জিদরূপী ধারা। মন্থরা-বচন তাহে ঘূর্ণাবর্ত্ত-পারা॥
ভূপরূপ-তরুমূলে উপাড়িয়া দিল। বিপদ-বারিধি-পানে ধাইয়া চলিল ॥২॥
নৃপতি বাস্তবে হেরে সত্য সে বচন। নারী-ছলে মৃত্যু শিরে করিছে নর্ত্তন ॥
পদে ধরি' সকাতরে নৃপ তাঁ'রে ক'ন। যেন তিনি সূর্য্যবংশ-কুঠার না হ'ন ॥৩
শির মাগি' লহ তুমি আমি তোমা' দিব। রামের বিরহে মৃত্যু কেমনে সহিব? ॥
রামেরে রাখহ তুমি কোন বিধি ধরি'। নহিলে হৃদয়ে দাহ পাবে জন্ম ভরি' ॥৪
দোহা— ব্যাধি সাধ্যাতীত হেরি' নৃপ পড়ে ধরণীর 'পরে হানি' শির।
কহিল পরম কাতর বচন হে রাম! হে রাম! রঘুবীর! ॥৩৪॥

সারমর্ম্ম—এই নিষ্ঠুরোক্তি করিয়া রাণী দাঁড়াইলে যেন ক্রোধ-নদীতে বন্যা দেখিয়াছে, মনে হইল, যেন পাপের পাহাড়ে নদী উৎপন্ন হইয়া ক্রোধের জলে ভরিয়াছে। উহার বর-রূপ দুই কুল, কঠিন জিদরূপী বৃক্ষকে ক্রোধ-নদী সমূলে উৎখাত করিয়া বিপদ সমুদ্রে লইয়া যাইতেছে। রাজা ইহা শুনিয়া বুঝিলেন উপহাস নয়, সত্যই স্ত্রীর হাতে মৃত্যু ঘটিবে। তখন অনুনয় করিয়া রাণীকে বলিলেন,—তুমি রামের বিরহে আমাকে হত্যা করিও না। কিন্তু রাণী অটল, অসাধ্য ব্যাধি দেখিয়া রাজা কপালে করাঘাত করতঃ হা রাম! বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥৩৪॥

চৌ—ব্যাকুল রাউ সিথিল সব গাতা। করিনি কলপতরু মনহুঁ নিপাতা॥
কণ্ঠু সূখ মুখ আব ন বানী। জনু পাঠীনু দীন বিনু পানী ॥১॥
পুনি কহ কটু কঠোর কৈকেঈ। মনহুঁ ঘায় মহুঁ মাহুর দেঈ॥
জৌঁ অন্তহুঁ অস করতবু রহেউ। মাগু মাগু তুম্হ কেহিঁ বল কহেউ ॥২
দুই কি হোই এক সময় ভুআলা। হঁসব ঠঠাই ফুলাউব গালা॥
দানি কহাউব অরু কৃপনাঈ। হোই কি খেম কুসল রৌতাঈ ॥৩॥
ছাড়হু বচনু কি ধীরজু ধরহু। জনি অবলা জিমি করুনা করহু॥
তনু তিয় তনয় ধামু ধনু ধরনী। সত্যসন্ধ কহুঁ তৃন সম বরনী ॥৪॥

দোহা— মরম বচন সুনি রাউ কহ কহু কছু দোসু ন তোর।
লাগেউ তোহি পিসাচ জিমি কালু কহাবত মোর ॥৩৫॥

বাংলা অর্থ—করিনি—হস্তিনী; সূখ—শুষ্ক; পাঠীনু—পাঠীন, বোয়াল মাছ; ঘায়—ক্ষত; মাহুর—বিষ; কেহি—কোন্; ঠঠাই—অট্টহাস্য করিয়া; দানি—দাতা; কৃপনাঈ—কৃপণতা; খেম—ক্ষেম, মঙ্গল; রৌতাঈ—রাজপুত কাজে (যুদ্ধকার্য্যে); বরনী—বিবেচনা করে; কহাবত—কহিতেছে; (দো—৩৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—শিথিল-শরীর রাজা ব্যাকুল হইল। করিণীতে সুর-তরু যেন উপাড়িল ॥
কণ্ঠ শুষ্ক হয় মুখে বাণী নাহি সরে। বারি ছাড়া বোল-মাছ যেমন আচরে ॥১
কৈকেয়ী কহেন পুন কঠোর বচন। তাহে ক্ষতে হ'ল যেন বিষের সিঞ্চন ॥
যদি ছিল এই শেষ কর্ত্তব্য তোমার। কোন্ বলে কহেছিলে মাগি' লও বর ॥২
দুই কভু এক সাথে হয় কি ভূপাল? অট্ট-হাস্য করি পুনঃ ফুলাইবে গাল? ॥
দাতা-খ্যাতি ল'বে পুন করি' কৃপণতা। স্বার্থ শুভ চাও পুনঃ দেখাবে শূরতা ॥৩
ত্যজিবে বচন কিম্বা ধীরতা ধরিবে। নারী-সম কাতরতা নাহি প্রকাশিবে ॥
তনু, স্ত্রী, তনয়, ধাম, ধন ও ধরণী। সত্য-সন্ধ তৃণ-সম সবে লয় গণি' ॥৪॥

দোহা— মর্ম্মভেদী বাণী শুনি' রাজা কহে,—যাহা কহ দোষ নাহি তায়।
তোমা'-পাশ কাল-পিশাচ আসিয়া আমা প্রতি এমনি কহায় ॥৩৫॥

সারমর্ম্ম—রাজার অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও কৈকেয়ী বলিলেন,—যদি বর দিতে এত কাতর হইয়া পড়িবে, তবে কেন বর দিবার উৎসাহ দেখাইতেছিলে? কৃপণ হইয়া, দাতা নামে খ্যাতিলাভ করা যায় না। সত্য-রক্ষাকারীর নিকট শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধরণী—সমস্তই তৃণের সমান। এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—তুমি নির্দ্দোষী, আমার মৃত্যু-পিশাচ তোমাকে দিয়া কথা বলাইতেছে ॥৩৫॥

চৌ—চহত ন ভরত ভূপতহি মোরেঁ। বিধি বস কুমতি বসী জিয় তোরে ॥
সো সবু মোর পাপ পরিনামূ। ভয়উ কুঠাহর জেহিঁ বিধি বামূ ॥
সুবস বসিহি ফিরি অবধ সুহাঈ। সব গুন ধাম রাম প্রভুতাঈ ॥
করিহহিঁ ভাই সকল সেবকাঈ। হোইহি তিহুঁ পুর রাম বড়াঈ ॥২॥
তোর কলঙ্কু মোর পছিতাউ। মুএহুঁ ন মিটিহি জাইহি কাউ ॥
অব তোহি নীক লাগ করু সোঈ। লোচন ওট বৈঠু মুহু গোঈ ॥৩॥
জব লগি জিঔঁ কহউঁ কর জোরী। তব লগি জনি কছু কহসি বহোরী ॥
ফিরি পছিতৈহসি অন্ত অভাগী। মারসি গাই নহারু লাগী ॥৪॥

দোহা— পরেউ রাউ কহি কোটি বিধি কাহে করসি নিদানু।
কপট সয়ানি ন কহতি কছু জাগতি মনহুঁ মসানু ॥৩৬॥

বাংলা অর্থ—বসী—বসিল; কুঠাহর—কু-সময়যোগে; পছিতাউ—পশ্চাত্তাপ;

মুএহুঁ—মরণেও; **লোচন ওট**—নয়নপথাতীত; **জিঔঁ**—জীবিত রহিব; **নহারু**—তাঁত, অন্ত্র; **নিদনু করসি**—সমাপ্ত করিলে; **মসানু**—শ্মশানে; (দো—৩৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভ্রমক্রমে ভরতে না রাজ-পদে আশা। বিধি বশ হিয়া তব কুমতির বাসা॥
সকল ঘটিল মম পাপ-পরিণাম। কুসময় হ'লে হয় বিধি নিজে বাম॥১॥
সুন্দর অবধে পুনঃ গৃহস্থ স্থাপিবে। সর্ব্ব-গুণ-ধাম রাম প্রভুতা লভিবে॥
সব ভাই মিলি সেথা হ'বে সেবাপর। তিন লোকে রাম-যশ বাড়িবে বিস্তর॥২
তোমার কলঙ্ক, মম মানসিক ক্লেশ। মম মরণেও বুঝি নাহি হবে শেষ॥
যাহা ভাল লাগে তুমি তাহাই করহ। দৃষ্টির বাহিরে গিয়া উপবিষ্ট রহ॥৩
করযোড়ে কহি তোমা' বাঁচি যতক্ষণ। ততক্ষণ নাহি কিছু কহিবে এখন॥
পশ্চাত্তাপী হ'বে তুমি শেষে হে অভাগী!। গাভীরে হানিছ তুমি শুধু তাঁত লাগি॥৪

দোহা— হ'ন ধরাশায়ী কোটিশ কহিয়া—কেন কর এ হেন নিদান।
চতুর সেয়ানী না কহিল কিছু জাগাইয়া রাখিল শ্মশান॥৩৬॥

সারমর্ম্ম—"ভরত ভুলে'ও রাজ্য চায়না, শুধু অদৃষ্টবশে এবং আমার পাপের ফলে তোমার মনে এমন কুমতির উদয় হইয়াছে। যথাসময়ে সমস্তই হইবে, পুনরায় অযোধ্যায় সুন্দর বসতি হইবে। গুণাকর রামের প্রভুত্বও হইবে। সকল ভ্রাতারা রামের সেবা করিবে। কেবল তুমি কলঙ্কের ভাগী হইবে, আর আমার মনস্তাপ চিরতরে থাকিবে শেষকালে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। দৃষ্টিপথাতীত হও, চুপ রহ। তুমি সর্ব্বনাশ করিলে"—ইহা বলিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন॥৩৬॥

চৌ—রাম রাম রট বিকল ভুআলূ। জনু বিনু পংখ বিহঙ্গ বেহালূ॥
হৃদয়ঁ মনাব ভোরু জনি হোঈ। রামহি জাই কহৈ জনি কোঈ॥১॥
উদউ করহু জনি রবি রঘুকুল গুর। অবধ বিলোকি সূল হোইহি উর॥
ভূপ প্রীতি কৈকই কঠিনাঈ। উভয় অবধি বিধি রচী বনাঈ॥২॥
বিলপত নৃপহি ভয়উ ভিনুসারা। বীনা বেনু সংখ ধুনি দ্বারা॥
পঢ়হিঁ ভাট গুন গাবহিঁ গায়ক। সুনত নৃপহি জনু লাগহিঁ সায়ক॥৩॥
মঙ্গল সকল সোহাহিঁ ন কৈসেঁ। সহগামিনিহি বিভূষন জৈসেঁ॥
তেহি নিসি নীদ পরী নহিঁ কাহূ। রাম দরস লালসা উছাহূ॥৪॥

দোহা— দ্বার ভীর সেবক সচিব কহহিঁ উদিত রবি দেখি।
জাগেউ অজহুঁ ন অবধপতি কারনু কবনু বিসেষি॥৩৭॥

বাংলা অর্থ—**রট**—রটনা করিতেছেন; **বেহালূ**—বিভ্রান্ত; **মনাব**—চিন্তা করিল; **সূল**—শূল, যন্ত্রণা; **ভিনুসারা**—প্রাতঃকাল; **সহগামিনিহি**—সহমরণ-গামিনীর নিকটে; **পরী নহিঁ**—পড়িল না (আসিল না); **অজহুঁ ন**—এখনও না; (দো—৩৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—'রাম রাম' কহি' নৃপ হইল বিকল। পক্ষ বিনা বিহঙ্গম যেমন চঞ্চল॥
হিয়া মানে,—"আবির্ভাব না হোক্ উষার। রামে নাহি কহে কেহ এই সমাচার॥১

রঘুকুল-আদি রবি ! উদিত না হও। অবধে বিলোকি' হৃদে পীড়া নাহি পাও" ॥
কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতা, ভূপের পিরীতি। উভয়ের পরাকাষ্ঠা রচিলেন বিধি ॥২
বিলাপ চলিতে নিশি প্রভাত হইল। বীণা, বেণু, শঙ্খধ্বনি তাহা প্রকটিল ॥
স্তাবকেরা যশ গাহে, গাহিল গায়ক। শুনিয়া নৃপের যেন বিঁধিল সায়ক ॥৩
নৃপে ভাল নাহি লাগে মঙ্গল-সূচনা। সহমৃত্যু সতী নাহি চাহিবে গহনা ॥
সেই নিশি নিদ্রা কারো নাহিক আসিল। রামেরে হেরিতে সবে উৎসাহে ভরিল ॥৪
দোহা— দ্বারে ভীড় করি' সেবক, সচিবে কহে,—'হ'ল রবির উদয়।
নাহি জাগিছেন অযোধ্যার নাথ কারণ বিশেষ কোন রয়— ॥৩৭॥

সারমর্ম—"রাম-রাম" বলিয়া রাজা অবশ হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে রঘুকুল-আদি পুরুষ সূর্য্যের অনুদয় কামনা করিলেন। রাজার বিলাপ করিতে করিতেই ভোর হইল, বীণা প্রভৃতির মঙ্গল ধ্বনিতে ভোরের সূচনা হইল। রাজার কাণে যেই সকল ধ্বনি বাণের ন্যায় বিঁধিল। সূর্য্যোদয়ে রাজদ্বারে সকলে উপস্থিত হইয়া রামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইল। সচিব রাজার জাগরণে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ॥৩৭॥

চৌ—পছিলে পহর ভূপু নিত জাগা। আজু হমহি বড় অচরজু লাগা ॥
জাহু সুমন্ত্র জগাবহু জাঈ। কীজিঅ কাজু রজায়সু পাঈ ॥১॥
গএ সুমন্ত্রু তব রাউর মাহীँ। দেখি ভয়াবন জাত ডেরাহীँ ॥
ধাই খাই জনু জাই ন হেরা। মানহুঁ বিপতি বিষাদ বসেরা ॥২॥
পূছেঁ কোউ ন উতরু দেঈ। গএ জেহিঁ ভবন ভূপ কৈকেঈ ॥
কহি জয়জীব বৈঠ সিরু নাঈ। দেখি ভূপ গতি গয়উ সুখাঈ ॥৩॥
সোচ বিকল বিবরন মহি পরেউ। মানহুঁ কমল মূলু পরিহরেউ ॥
সচিউ সভীত সকই নহি পূঁছী। বোলী অসুভ ভরী সুভ ছূছী ॥৪॥
দোহা— পরী ন রাজহি নীদ নিসি হেতু জান জগদীসু।
রামু রামু রটি ভোরু কিয় কহই ন মরমু মহীসু ॥৩৮॥

বাংলা অর্থ—পছিলে—শেষ ; নিত—নিত্য ; জগাবহু—জাগাও ; কীজিঅ—করিব ; রাউর—রাজমহল ; জাত—যাইতে যাইতে ; ভয়াবন—ভয়ানক ভাব ; জাই ন হেরা—দেখা যায় না ; বসেরা—বাস করিয়াছে ; গয়উ সুখাঈ—শুকাইয়া গেলেন ; বিবরন—বিবর্ণ ; সচিউ—সচিব ; সুভ ছূছী—শুভবর্জ্জিত ; ভোরু—ভোর, উষাকাল ; বোলী—বলিলেন ; ভরী—ভরা, পূর্ণ ; (দো—৩৮ পর্য্যন্ত)

কৈকেয়ী-রাম-দশরথ-সংবাদ

চৌ—নৃপতি জাগেন নিত্য চতুর্থ প্রহরে। আশ্চর্য্য লাগিছে বড় ব্যতিক্রম-তরে ॥
সুমন্ত্র ! যাইয়া তুমি তাঁরে জাগাইবে। কার্য্য-তরে রাজ-আজ্ঞা লইয়া আসিবে' ॥১
তখন সুমন্ত্র যায় রাজার মহল। স্তব্ধ পরিবেশ হেরি' ভয়েতে বিহ্বল ॥
খা-খা করে পুরী যেন দেখা নাহি যায়। বিপত্তি-বিষাদ যেন ঘিরিছে সবায় ॥২

পুছিলে কেহ না তদা উত্তর করিল। ভূপ ও কৈকেয়ী যথা তথা পঁহুছিল।
'জয় জীব' কহি' নমি' নিলেন আসন। হেরিয়া ভূপের গতি শুকা'ল বদন ॥৩
দুশ্চিন্তা-বিকল শুষ্ক রহে ভূমি'পরে। মানি' লও পদ্ম যেন মূল পরিহরে॥
সভয় সচিব কিছু কহিতে না পারে। অশুভ-সূচক বাণী কৈকেয়ী উচ্চারে ॥৪

দোহা— নিদ্রা নাহি যা'ন নৃপ সারা রাতি কারণ জানেন জগদীশ।
'রাম রাম' কহি' রাতি শেষ হ'ল, মর্ম্ম-কথা না ক'ন মহীশ ॥৩৮॥

সারমর্ম্ম—রাজার অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্য মন্ত্রিগণ সুমন্ত্রকে পাঠাইলেন—কৈকেয়ী-গৃহে রাজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। তিনি রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, তখন কৈকেয়ী বলিলেন,—রাজার রাত্রে ঘুম হয় নাই, "রাম-রাম" বলিয়া শোক করিতেছেন। কিন্তু শোকের কারণ কিছু বলেন না। কারণ ঈশ্বর জানেন ॥৩৮॥

চৌ—আনহু রামহি বেগি বোলাঈ। সমাচার তব পূঁছেহু আঈ ॥
চলেউ সুমনত্রু রায় রুখ জানী। লখী কুচালি কীন্হি কছু রানী ॥১॥
সোচ বিকল মগ পরই ন পাউ। রামহি বোলি কহিহি কা রাউ ॥
উর ধরি ধীরজু গয়উ দুআরেঁ। পূঁছহিঁ সকল দেখি মনু মারেঁ ॥২॥
সমাধানু করি সো সবহী কা। গয়উ জহঁা দিনকর কুল টীকা ॥
রাম সুমন্ত্রহি আবত দেখা। আদরু কীন্হ পিতা সম লেখা ॥৩॥
নিরখি বদনু কহি ভূপ রজাঈ। রঘুকুলদীপহি চলেউ লেবাঈ।
রামু কুভাঁতি সচিব সঙ্গ জাহীঁ। দেখি লোগ জহঁ তহঁ বিলখাহী ॥৪॥

দোহা— জাই দীখ রঘুবংসমনি নরপতি নিকট কুসাজু।
সহমি পরেউ লখি সিংঘিনিহি মনহুঁ বৃদ্ধ গজরাজু ॥৩৯॥

বাংলা অর্থ—বেগি—ত্বরা ; আনহুঁ বোলাঈ—ডাকিয়া আন ; আঈ — আসিয়া ; মগ—মার্গ, পথ ; মনু মারেঁ—মনমরা, উদাস ; কুল টীকা—কুলতিলক ; রজাঈ—আজ্ঞা; লেবাঈ চলেউ—লইয়া চলিলেন ; বিলখাহীঁ—বিমর্ষ হইলেন ; নিপট — অত্যন্ত ; সহমি পরেউ—ভীত হইয়া পড়িলেন ; (দো—৩৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—'রামেরে আনহ ত্বরা করি' আবাহন। সমাচার যত কিছু পুছিবে তখন' ॥
নৃপ-মত হেন জানি' সুমন্ত্র চলিল। দুষ্ট অভিপ্রায় কিছু বাক্যেতে বুঝিল ॥১
চিন্তায় বিকল পথে পদ নাহি চলে। চিন্তে—রামে আবাহিয়া নৃপ কি বা বলে ? ॥
হিয়া ধৈর্য্য ধরি' দ্বারে উপনীত ত্বরা। সকলে পুছিল তাঁরে দেখি মন-মরা ॥২
সবাকার প্রশ্ন যাহা করি' সমাধান। রবি-কুল-অবতংস-সমীপেতে যা'ন ॥
সুমন্ত্রে আসিতে রাম হেরেন যখন। পিতা-সম মানি' তাঁরে করেন যতন ॥৩
ভূপ-আজ্ঞা কহে মন্ত্রী রামে নিরখিয়া। চলে রঘুকুল-দীপে নিজ সাথে নিয়া ॥
কু-ভাবে সচিব-সহ রামেরে হেরিয়া। যথা তথা লোক গেল বিষাদে ভরিয়া ॥৪

দোহা— রঘুবংশ-মণি গিয়া হেরে তথা নৃপ ধরে অতীব কুসাজ।
সিংহিনীকে হেরি' ভীত ভীত যথা রহে এক বৃদ্ধ গজরাজ ॥৩৯॥

সারমর্ম্ম—রাজা সুমন্ত্রকে বলিলেন,—রামকে ডাকিয়া দাও, পরে সব শুনিবে শোকভরে তিনি রামের গৃহে গেলেন। সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া রঘুকুল-তিলক রাম তাঁহাকে পিতার ন্যায় সমাদর করিলে তিনি রাজার আজ্ঞা জানাইলেন। সুমন্ত্রের সহিত রামের গমন দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইল ও মনে হইল যেন বিষাদ অযোধ্যায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থান করিতেছে। রাম রাজাকে কুসাজে সজ্জিত দেখিলেন ॥৩৯॥

চৌ—সূখহিঁ অধর জরই সবু অংগূ। মনহুঁ দীন মনিহীন ভুঅংগূ।
সরুষ সমীপ দীখি কৈকেঈ। মানহুঁ মীচু ঘরীঁ গনি লেঈ ॥১॥
করুনাময় মৃদু রাম সুভাউ। প্রথম দীখ দুখু সুনা ন কাউ॥
তদপি ধীর ধরি সমউ বিচারী। পূঁছী মধুর বচন মহতারী ॥২॥
মোহি কহু মাতু তাত দুখ কারন। করিঅ জতন জেহিঁ হোই নিবারন॥
সুনহু রাম সবু কারনু এহূ। রাজহি তুম্হ পর বহুত সনেহূ ॥৩॥
দেন কহেন্হি মোহি দুই বরদানা। মাগেউ জো কছু মোহি সোহানা॥
সো সুনি ভয়উ ভূপ উর সোচূ। ছাড়ি ন সকহিঁ তুম্হার সঙ্কোচূ ॥৪॥

দোহা— সুত সনেহ ইত বচনু উত সঙ্কট পরেউ নরেসু।
সকহু ত আয়সু ধরহু সির মেটহু কঠিন কলেসু ॥৪০॥

বাংলা অর্থ—সূখহিঁ—শুকাইতেছে; জরই—জ্বলিতেছে; মীচু ঘরীঁ—মৃত্যুঘণ্টা; দীখ—দেখিলেন; কাউ—কভু; দেন কহেন্হি—দিবেন কহিয়াছিলেন; সোহানা—ভাল লাগিল; ইত—এই দিকে; উত—অপর দিকে; আয়সু — আজ্ঞা; মেটহু—মিটাও; ভুঅংগূ—ভুজঙ্গম, সাপ; (দো—৪০ পঃ)

চৌ—শুকা'ল অধর তা'র জ্বলে সব অঙ্গ। যেন দীন মণিহীন হ'য়েছে ভুজঙ্গ॥
রোষ-ভরা কৈকেয়ীরে সমীপে হেরিল। মরণের ঘণ্টা যেন গণন চলিল ॥১
রামের স্বভাব মৃদু দয়ার পরাণে। দেখেন্নি দুঃখ কভু শুনেছেন কাণে॥
তথাপি ধীরতা ধরি' বিচারি' তখন। পুছেন মাতারে সদা মধুর বচন ॥২॥
কহ মাতা! পিতা কেন শোক'পর হ'ন। ক'ন—যত্ন কর যাহে তা'র নিবারণ॥
শুন রাম! এই তার হয়েছে কারণ। তোমা'পরে রাজা অতি স্নেহাতুর মন ॥৩
'দুটি বর দিব তোমা'—এই মোরে ক'ন। মাগিলাম তাই আমি মনের মতন॥
তাহা শুনি' নৃপ-মনে আসে চিন্তাভার। বর উপেক্ষিতে নারি সঙ্কোচ অপার ॥৪

দোহা— স্নেহ একধারে দিব্য অন্য ধারে উপনীত সঙ্কটে নরেশ।
পার যদি রাখ আজ্ঞা শিরে ধরি' মিটাও দারুণ তাঁর ক্লেশ ॥৪০॥

সারমর্ম্ম—রাজার মলিন বেশ, শুষ্ক বদন, মণিহীন সর্পের ন্যায় দীনভাব, সম্মুখে মৃত্যুস্বরূপা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনী কৈকেয়ীকে বসিতে দেখিয়া রাম দশরথের শোকের কারণ

রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি নিঃসঙ্কোচে রামকে বরের কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন,— 'যদি পার রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার কঠিন দুঃখ মিটাও' ॥৪০॥

চৌ—নিধরক বৈঠি কহই কটু বানী। সুনত কঠিনতা অতি অকুলানী ॥
জীভ কমান বচন সর নানা। মনহুঁ মহিপ মৃদু লচ্ছ সমানা ॥১॥
জনু কঠোরপনু ধরেঁ সরীরু। সিখই ধনুষবিদ্যা বর বীরু ॥
সবু প্রসঙ্গু রঘুপতিহি সুনাঈ। বৈঠি মনহুঁ তনু ধরি নিঠুরাঈ ॥২॥
মন মুসুকাই ভানুকুল ভানূ। রামু সহজ আনন্দ নিধানূ ॥
বোলে বচন বিগত সব দূষন। মৃদু মঞ্জুল জনু বাগ বিভূষন ॥৩॥
সুনু জননী সোই সুতু বড়ভাগী। জো পিতু মাতু বচন অনুরাগী ॥
তনয় মাতু পিতু তোষনিহারা। দুর্লভ জননি সকল সংসারা ॥৪॥

দোহা— মুনিগন মিলনু বিসেষি বন সবহি ভাঁতি হিত মোর।
তেহি মহঁ পিতু আয়সু বহুরি সম্মত জননী তোর ॥৪১॥

বাংলা অর্থ—নিধরক—নির্ভয়ে; কমান—কামান, ধনুক; লচ্ছ—লক্ষ্য বস্তু; সিখই—শিখিতেছে; বৈঠি—বসিলেন; মুসুকাই—মুচ্‌কি হাসিয়া; বড়ভাগী—বহু ভাগবান্; তোষনি হারা—তোষণকারী; সুতু—পুত্র; (দো—৪১ পঃ)

চৌ—সঙ্কোচ-বিহীন তার নিঠুর বচন। শুনি' কঠোরতা যেন বিষাদে মগন ॥
রসনা-ধনুকে জুড়ি নানাবিধ শর। নৃপরূপী লক্ষ্যে রাণী হ'ন ক্ষেপ'পর ॥১॥
কঠোরতা ধ'রে যেন আপন শরীর। শিক্ষা করে ধনুর্ব্বেদ হ'য়ে বরবীর ॥
সকল প্রসঙ্গ রাণী রামে শুনাইল। নিষ্ঠুরতা তনু ধরি' বসিয়া রহিল ॥২॥
ভানু-কুল-ভানু মনে হ'ল হাস্যপর। জানিবে তাঁহারে সবে পরানন্দ-ধর ॥
সর্ব্ব-দোষ-বিবর্জ্জিত কহেন বচন। মৃদু ও মঞ্জুল যেন বাগ্-বিভূষণ ॥৩॥
শুন গো জননি! সেই সুত ভাগ্যধর। পিতৃ-মাতৃ বাক্যে যেই অনুরাগ'পর ॥
মাতারে পিতারে যেই করয়ে তোষণ। সংসারে জানিবে মাতঃ! দুর্লভ সে জন।৪

দোহা— বিশেষতঃ বনে মুনি-সনে যোগ মম হিত করিবে অপার।
তার মাঝে পুনঃ পিতার আদেশ সমর্থন তাহাতে মাতার ॥৪১॥

সারমর্ম্ম—কৈকেয়ীর জিহ্বা-রূপ ধনু হইতে তাঁহার বাক্য রূপ বাণে যেন রাজার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া আনন্দের আলয় রঘু-কুল-সূর্য্য রাম মনে মনে হাসিয়া মৃদু মধুর বাক্যে বলিলেন,—মা! মাতা-পিতার কথায় যে শ্রদ্ধা দেখায় এবং মাতা-পিতার সেবা করে সেই পুত্রই ভাগ্যবান্! মাতঃ, বন-গমনে আমার সকল প্রকার ভালই হইবে, ইহাতে তোমারও সম্মতি আছে এবং পিতার আজ্ঞা আছে ॥৪১॥

চৌ—ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহিঁ রাজূ। বিধি সব বিধি মোহি সনমুখ আজূ ॥
জৌ ন জাঁউ বন ঐসেহু কাজা। প্রথম গনিঅ মোহি মূঢ় সমাজা ॥১॥

সেবহি অরণ্ড কলপ তরু ত্যাগী। পরিহরি অমৃত লেহি বিষু মাগী ॥
তেউ ন পাউ অস সমউ চুকাহীঁ। দেখু বিচারি মাতু মন মাহীঁ ॥২॥
অম্ব এক দুখু মোহি বিসেষী। নিপট বিকল নরনায়কু দেখী ॥
থোরিহিঁ বাত পিতহি দুখ ভারী। হোতি প্রতীতি ন মোহি মহতারী ॥৩॥
রাউ ধীর গুন উদধি অগাধ। ভা মোহি তেঁ কছু বড় অপরাধু ॥
জাতেঁ মোহি ন কহত কছু রাউ। মোরি সপথ তোহি কহু সতিভাউ ॥৪॥

দোহা— সহজ সরল রঘুবর বচন কুমতি কুটিল করি জানি।
চলই জোঁক জল বক্রগতি জদ্যপি সলিলু সমান ॥৪২॥

বাংলা অর্থ—পাবহিঁ—পাইবে; সনমুখ—অনুকূল; অরণ্ডু—এরণ্ড বৃক্ষ; সমউ—সময়, অবসর; তেউ—তাহারাও; চুকাহীঁ—নিষ্পন্ন করিবে; থোরিহি—ছোট, সামান্য; মোহি তেঁ—আমার কারণে; জাতেঁ—যার জন্য; সতি ভাউ—সত্য সত্য; সতিভাউ—সদ্ভাবে; (দো—৪২ পঃ)

চৌ—ভরত প্রাণের প্রিয় হ'বে যুবরাজ। সর্ব্বরূপে ভগবান্ অনুকূল আজ ॥
এহেন কাজেতে যদি নাহি যা'ব বন। মূর্খের সমাজে স্থান লভিব প্রথম ॥১॥
কল্পতরু ত্যজি যা'রা এরণ্ড সেবিবে। সুধা পরিহরি' যা'রা বিষকে মাগিবে ॥
তা'রাও লভি' না ত্যজে হেন অবসর। বিচারি' দেখহ মাতা মনের ভিতর ॥২
এবে এক দুঃখ আমি দেখি সবিশেষ। নরপতি দুঃখ পান যা'র নাই শেষ ॥
তুচ্ছ কথা কিন্তু দেখি দুঃখ ভারী তাঁর। ইহাতে বিশ্বাস বড় না হয় আমার ॥৩
রাজা ধীর গুণী—সম উদধি অগাধ। আমা' হ'তে হয় বুঝি বড় অপরাধ ॥
রাজা কিছু নাহি ক'ন কোন্ সে কারণ। মোর দিব্য মাতঃ! সত্য না কর গোপন ॥৪

দোহা— সহজ সরল রঘুবর-বাণী কুমতি কুটিল বুঝি' লয় ॥
জলৌকা জলেতে বক্রগতি চলে যদ্যপি সমান জল র'য় ॥৪২॥

সারমর্ম—প্রাণপ্রিয় ভরত রাজা হইবে, আজ বিধাতা আমার অনুকূল অতএব আমি বনে যাইব। যদি কেহ কল্প-বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া এরণ্ড লয় এবং অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চাহিয়া লয়, সেও এমন অবসর পাইলে ভুল করেনা। এ ব্যাপারটি অতি সামান্য তাহার জন্য ধীর-রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন অপরাধ করিয়াছি। তাই রাজা আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না, আমার দিব্য, তুমি সত্য কথা বল। রামের কথাকে রাণী বক্র বলিয়া মনে করিলেন ॥৪২॥

চৌ—হরসী রানি রাম রুখ পাঈ। বোলী কপট সনেহু জনাঈ ॥
সপথ তুম্হার ভরত কৈ আনা। হেতু ন দূসর মৈঁ কছু জানা ॥১॥
তুম্হ অপরাধ জোগু নহিঁ তাতা। জননী জনক বন্ধু সুখ দাতা ॥
রাম সত্য সব্ জো কছু কহহূ। তুম্হ পিতু মাতু বচন রত অহহূ ॥২॥

পিতহি বুঝাই কহহু বলি সোঈ। চৌথে পন জেহিঁ অজস্থু ন হোঈ ॥
তুম্হ সম সুঅন সুকৃত জেহিঁ দীন্হে। উচিত ন তাস্থু নিরাদরু কীন্হে ॥৩
লাগহিঁ কুমুখ বচন সুভ কৈসে। মগহঁ গয়াদিক তীরথ জৈসে ॥
রামহি মাতু বচন সব ভাএ। জিমি সুরসরি গত সলিল সুহাএ ॥৪॥

দোহা— গই মুরুছা রামহি সুমিরি নৃপ ফিরি করবট লীন্হ ॥
সচিব রাম আগমন কহি বিনয় সময় সম কীন্হ ॥৪৩॥

বাংলা অর্থ—হরষী—হর্ষিত হইলেন ; রুখ—অভিপ্রায় ; আনা—আর ; জেহিঁ সুকৃত—যে পুণ্যবল ; চৌথেঁ পন—বার্দ্ধক্য, জীবনের চতুর্থ ভাগে ; সুঅন—সূনু, পুত্র ; মগহঁ—মগধ ; করবট লীন্হ—নিদ্রাগত পাশ ফিরিলেন ; (দো—৪৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—তুষ্ট রাণী জানি' নিল রাম-অভিপ্রায় । কপট পিরীতি-সহ রামেরে জানায় ॥
ভরত ও তব দিব্য রাখিয়া জানাই। অন্য কোন হেতু মম ই'থে জানা নাই ॥১
হে তাত ! তুমি ত' কভু দোষযোগ্য নও। পিতা-মাতা বন্ধু-জনে সুখ দাতা হও ॥
সকলই সত্য জানি রাম যা' বলিবে। পিতৃ-মাতৃ-বাক্য তুমি সর্ব্বদা পালিবে ॥২
কহিয়া বুঝাও তুমি সে কথা পিতারে। বার্দ্ধক্যে অযশ যেন না পরশে তাঁরে ॥
যেই পুণ্য-বলে তব সদৃশ তনয়। তার অনাদর কভু উচিত না হয় ॥৩॥
লাগিল কু-মুখে বাক্য সুন্দর তেমনি। মগধে গয়াদি তীর্থ রহিলে যেমনি ॥
রাম-পার্শ্বে মাতৃ-বাণী তেমনি সুন্দর। গঙ্গাতে সলিল যথা শোভে মনোহর ॥৪

দোহা— মূর্চ্ছা অবসানে রামে স্মরি' নৃপ পাশ ফিরি' করেন শয়ন।
সচিব কহিয়া রাম-আগমন সবিনয়ে করে নিবেদন ॥৪৩॥

সারমর্ম—রামের সম্মতি পাইয়া রাণী সন্তুষ্ট হইয়া কপট স্নেহে রাম ও ভরতের শপথ লইয়া রাজার অন্য কোন দুঃখের কারণ জানেন না—বলিলেন এবং রাম অপরাধের অযোগ্য বলিলেন। গঙ্গা জলে মন্দ জল পড়িলেও ভাল হইয়া যায়, তেমনি রামের নিকট কৈকেয়ীর বাক্য সকল ভাল লাগিল। এমন সময় রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে রামের আগমন-বার্ত্তা সুমন্ত্র রাজাকে জানাইলেন ॥৪৩॥

চৌ—অবনিপ অকনি রামু পগু ধারে। ধরি ধীরজু তব নয়ন উঘারে ॥
সচিবঁ সঁভারি রাউ বৈঠারে। চরন পরত নৃপ রামু নিহারে ॥১॥
লিএ সনেহ বিকল উর লাঈ। গৈ মনি মনহুঁ ফনিক ফিরি পাঈ ॥
রামহি চিতই রহেউ নরনাহু। চলা বিলোচন বারি প্রবাহু ॥২॥
সোক বিবস কছু কহৈ ন পারা। হৃদয়ঁ লগাবত বারহিঁ বারা ॥
বিধিহি মনাব রাউ মন মাহীঁ। জেহিঁ রঘুনাথ ন কানন জাহীঁ ॥৩॥
সুমিরি মহেসহি কহই নিহোরী। বিনতী সুনহু সদাসিব মোরী ॥
আসুতোষ তুম্হ অবঢর দানী। আরতি হরহু দীন জনু জানী ॥৪॥

দোহা— তুম্হ প্রেরক সব কে হৃদয়ঁ সো মতি রামহি দেহু।
বচনু মোর তজি রহহিঁ ঘর পরিহরি সীলু সনেহু ॥৪৪॥

বাংলা অর্থ—অকর্নি—শুনিলেন ; পগু ধারে—পদার্পণ করিয়াছেন ; উঘারে—খুলিলেন ; সভাঁরি—সামলাইয়া ; লাঈ গৈ—লইলেন ; চিতই রহেউ—দেখিতে লাগিলেন ; লগাবত—লাগাইলেন ; মনাব—মানত করিলেন ; নিহোরী—প্রার্থনা করিয়া অবঢর দানী—চাহিলেই দান করিতে অভ্যস্ত ; আরতি—আর্ত্তি, দুঃখ ; প্রেরক—প্রেরণাদাতা ; সীলু—সৌজন্য ; সনেহু—স্নেহ (এখানে ভক্তি) ; (দো—৪৪ পঃ)

চৌ—নৃপতি শুনেন যবে রাম সমানীত। করেন ধীরতা ধরি' আঁখি উন্মোচিত ॥
মন্ত্রিবর সাবধানে বসা'ন রাজারে। চরণে পতিত রামে নৃপতি নেহারে ॥১॥
স্নেহাতুর রামে ধরে বক্ষের মাঝারে। ফণী লভে হৃত মণি মানি যেন তারে ॥
নৃপতি রামের রূপ দেখিতে দেখিতে। অশ্রুর প্রবাহ শুধু ভরিল আঁখিতে ॥২॥
শোকেতে বিবশ কিছু কহিতে না পারে। হৃদয়ে ধরিয়া নৃপ বার বার তা'রে ॥
মানত করিল রাজা ব্রহ্মার সদন। রাম যেন নাহি করে বনেতে গমন ॥৩॥
মহেশে স্মরিয়া ক'ন করিয়া মিনতি। "সদাশিব ! শুন তুমি এ' মোর বিনতি ॥
হে মহেশ ! সীমাহীন-দান-পরায়ণ। দুঃখের হরণ কর জানি' দীন-জন ॥৪॥

দোহা— তুমি ত প্রেরক সবার হৃদয়ে সেই মতি রাম যেন ধরে ॥
পিত্রাদেশ ত্যজি' রহে যেন ঘরে শীল-ভক্তি যেন পরিহরে ॥৪৪॥

সারমর্ম—রাজা রামের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া চোখ খুলিলে রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া আশুতোষ শিবের নিকট রামের বনে যাওয়ার বুদ্ধি-নাশের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি শোকাবেগে কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি পুনঃ পুনঃ মহাদেবকে প্রার্থনা করিলেন। রাম পিতৃভক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়া যেন বাড়ীতে থাকেন ॥৪৪॥

চৌ—অজসু হোউ জগ সুজসু নসাউ। নরক পরৌঁ বরু সুরপুরু জাউ ॥
সব দুখ দুসহ সহাবহু মোহী। লোচন ওট রামু জনি হোঁহী ॥১॥
অস মন গুনই রাউ নহিঁ বোলা। পীপর পাত সরিস মনু ডোলা ॥
রঘুপতি পিতহি প্রেমবস জানী। পুনি কছু কহিহি মাতু অনুমানী ॥২॥
দেস কাল অবসর অনুসারী। বোলে বচন বিনীত বিচারী ॥
তাত কহউঁ কছু করউঁ ঢিঠাঈ। অনুচিত ছমব জানি লরিকাঈ ॥৩॥
অতি লঘু বাত লাগি দুখু পাবা। কাহুঁ ন মোহি কহি প্রথম জনাবা ॥
দেখি গোসাইঁহি পূঁছিউঁ মাতা। সুনি প্রসঙ্গু ভএ সীতল গাতা ॥৪॥

দোহা— মঙ্গল সময় সনেহ বস সোচ পরিহরিঅ তাত।
আয়সু দেইঅ হরষি হিয়ঁ কহি পুলকে প্রভু গাত ॥৪৫॥

বাংলা অর্থ—**নসাউ**—নষ্ট হউক ; **জাউ**—চলিয়া যাক্; **লোচন ওট**—চক্ষুর আড়াল ; **পীপর পাত**—অশ্বত্থ পত্র ; **অনুমানী**—অনুমান করিলেন ; **ঢিঠাঈ**—ঔদ্ধত্য ; **লরিকাঈ**—বালকোচিত ভাব ; **কাহু**—কেহ ; **গোসাইঁহি**—প্রভুকে ; **পুলকে**—পুলকিত হইল ; **গুনই**—বিবেচনা করে ; **ডোলা**—কাঁপিল ; (দো—৪৫ পঃ)

চৌ—ধরাতে অযশ হোক্, হোক্ যশোনাশ। নরকে পড়ি বা ত্যজি সুরপুরে বাস॥
সকল দুঃসহ দুখ সহাইয়া লবে। আঁখির আড়ালে রামে যেন না করিবে" ॥১
মনে বিচারিলা রাজা মুখে নাহি ভণে। অশ্বত্থের পত্র-সম কম্প হ'ল মনে॥
রাঘব পিতারে জানে স্নেহেতে কাতর। মাতা কিছু ক'ন পাছে মনে চিন্তাপর ॥২
দেশ, কাল, অবসর মানসে চিন্তিয়া। বিনীত বচন ক'ন মনে বিচারিয়া॥
তাত ! কহি কিছু তোমা' করি' প্রগল্‌ভতা। অনুচিত ক্ষম জানি' বাল-চপলতা ॥৩
অতি তুচ্ছ কথা তরে নিজে দুঃখ পাও। কেন মোরে নাহি আগে তাহা না জানাও?
প্রভুরে বিকল হেরি' মাতারে পুছিনু। প্রসঙ্গ জানিয়া গাত্র শীতল করিনু ॥৪
দোহা— মঙ্গল সময়ে স্নেহেতে বিবশ ওহে তাত ! না হবে চিন্তিত॥
আজ্ঞা দান কর অতি হৃষ্ট মনে কহি' প্রভু পুলকে পূরিত ॥৪৫॥

সারমর্ম—রাজা মনে মনে ভাবিতেছিলেন তাঁহার স্বর্গ, নরক যেখানেই স্থান হউক না কেন, রাম যেন তাঁহার চোখের আড়ালে না যান, এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে রাজার হৃৎকম্পন হইল। রাম পিতাকে স্নেহ-মগ্ন দেখিয়া উপযুক্ত সময়ে বলিলেন, পিতঃ! ধৃষ্টতা করিয়া কিছু বলিতেছি, ক্ষমা করিবেন। আপনি অতি সামান্য কথার জন্য দুঃখ পাইয়াছেন। আমি মায়ের কাছে ব্যাপার শুনিয়া শরীর শীতল করিলাম। এই মঙ্গল সময়ে স্নেহ-বশে দুঃখ না করিয়া আনন্দে আজ্ঞা দিন ॥৪৫॥

চৌ—ধন্য জনমু জগতীতল তাসূ। পিতহি প্রমোদু চরিত সুনি জাসূ॥
চারি পদারথ করতল তাকেঁ! প্রিয় পিতু মাতু প্রান সম জাকেঁ ॥১॥
আয়সু পালি জনম ফলু পাঈ। ঐহউঁ বেগিহিঁ হোউ রজাঈ॥
বিদা মাতু সন আবউঁ মাগী। চলিহউঁ বনহি বহুরি পগ লাগী ॥২॥
অস কহি রাম গবনু তব কীন্‌হা। ভূপ সোক বস উতরু ন দীন্‌হা॥
নগর ব্যাপি গই বাত সুতীছী। ছুঅত চঢ়ী জনু সব তন বীছী ॥৩॥
সুনি ভএ বিকল সকল নর নারী। বেলি বিটপ জিমি দেখি দবারী॥
জো জহঁ সুনই ধুনই সিরু সোঈ। বড় বিষাদু নহিঁ ধীরজু হোঈ ॥৪॥
দোহা— মুখ সুখাহিঁ লোচন স্রবহি সোকু ন হৃদয় সমাই।
মনহুঁ করুন রস কটকঈ উতরী অবধ বজাই ॥৪৬॥

বাংলা অর্থ—**ঐহউঁ**—ফিরিয়া আসিব ; **আঁবহু**—আসব ; **পগ লাগী**—পদে প্রণাম করিয়া ; **সুতীছী**—সুতীক্ষ্ণ (অপ্রিয়) ; **বীছী**—বিছা ; **ছুয়ত**—(বিষ) স্পর্শমাত্র ; **চঢ়ী**—ব্যাপ্ত হইল ; **বেলি**—বল্লী, লতা ; **দবারী**—দাবানল ; **সিরু ধুনই**—শিরে আঘাত

করিল; সুখাহি—শুকাইল ; ন সমাই—ধরেনা ; কটকই—সেনা ; উতরী—নামিয়া আসিল ; সুনই—শুনিল ; গই—গেল ; মাগী—চাহিয়া ; (দো—৪৬ পঃ)

চৌ—বিশ্বে ধন্য সে,—যে সুত জনম লভিলে। পিতা প্রমুদিত যা'র চরিত শুনিলে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলে তা'র। পিতা মাতা প্রাণ-সম প্রিয় হয় যা'র॥১
লভি' জন্ম-ফল, পালি' আদেশ তোমার। আসিব ত্বরায় ফিরি', অপেক্ষা আজ্ঞার॥
মাতা-পার্শ্ব হ'তে আসি' বিদায় মাগিয়া। চলি' যাব বনে পুন পদধূলি নিয়া॥২
ইহা কহি' রঘুনাথ গমন করিলা। ভূপ শোক-বশে কিছু উত্তর না দিলা॥
হেন তীক্ষ্ণ বাণী সারা নগর ছাইল। বিছা-বিষে সর্ব্ব অঙ্গ যেন জর্জ্জরিল॥৩॥
সব নর নারী শুনি' হইল বিকল। বল্লী ও বিটপ যথা হেরি' দাবানল॥
যে যেখানে শুনে করে শিরে করাঘাত। ধীরতা না ধরে কেহ ভুঞ্জিল বিষাদ॥৪

দোহা— বদন শুকায় আঁখি-বারি ঝরে হিয়া মাঝে শোক নাহি ধরে॥
ডঙ্কা বাজাইয়া শোক-সেনা যেন অযোধ্যা নগরে অবতরে॥৪৬॥

সারমর্ম্ম—যাহার চরিত্রের কথা শুনিয়া মাতা-পিতার সুখ হয় এবং মাতা-পিতা যাহার প্রিয় হয়, জগতে তাহার জন্মই ধন্য, তাহার চতুর্ব্বর্গ হাতের মুষ্টির মধ্যে। আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া জন্ম সার্থক করতঃ সত্বর ফিরিয়া আসিব। মায়ের নিকট বিদায় লইয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া অদ্যই বনে যাইব। রাজা উত্তর করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ নগরে রটিল। সকলেই ব্যাকুল হইয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। মূর্ত্তিমান্ করুণ রস ডঙ্কা বাজাইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইল॥৪৬॥

চৌ—মিলেহি মাঝ বিধি বাত বেগারী। জহঁ তহঁ দেহিঁ কৈকইহি গারী॥
এহি পাপিনিহি বূঝি কা পরেউ। ছাই ভবন পর পাবকু ধরেউ॥১॥
নিজ কর নয়ন কাঢ়ি চহ দীখা। ডারি সুধা বিষু চাহত চীখা॥
কুটিল কঠোর কুবুদ্ধি অভাগী। ভই রঘুবংস বেনু বন আগী॥২॥
পালব বৈঠি পেড়ু এহিঁ কাটা। সুখ মহুঁ সোক ঠাটু ধরি ঠাটা॥
সদা রামু এহি প্রান সমানা। কারন কবন কুটিলপনু ঠানা॥৩॥
সত্য কহহিঁ কবি নারি সুভাউ। সব বিধি অগহু অগাধ দুরাউ॥
নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গাহি জাঈ। জানি ন জাই নারি গতি ভাঈ॥৪॥

দোহা— কাহ ন পাবক জারি সক কা ন সমুদ্র সমাই।
কা ন করৈ অবলা প্রবল কেহি জগ কালু ন খাই॥৪৭॥

বাংলা অর্থ—বেগারী—উল্টাইয়া দিলেন ; গারী—গালি ; বূঝি—বুদ্ধি ; ছাই ভবন—পর্ণ কুটীর ; কাঢ়ি—উপাড়িয়া ; ডারি—ফেলিয়া ; চীখা চাহত—চাখিতে চাহিল ; বেনু—বাঁশ ; আগী—অগ্নি ; পালব — পল্লব, পত্র ; ঠাটু — গঠন, ঠাট ; ঠাটা—গঠন করিল ; ঠানা—অনুষ্ঠান করিল ; অগহু— বুঝিবার অসাধ্য ; দুরাউ—গুপ্ত ছলনা ; বরুকু—বরং ; জারি সক—জ্বালাইতে পারে ; সমাই—আত্মসাৎ করে ; (দো—৪৭ পঃ)

চৌ—সব ঠিক্ হ'য়েছিল বিধি হ'ল বাম। সবে দেয় গালি ল'য়ে কৈকেয়ীর নাম॥
এই পাপিনীর কিবা বুদ্ধি উপজিল। আচ্ছাদিত গৃহ 'পরে আগুন জ্বালিল॥১
উপাড়িয়া নিজ আঁখি চাহিছে দেখিতে। সুধা পরিহরি' বিষ চাহিছে চাখিতে॥
কুটিলা কঠোরা মূঢ়া ভাগ্যহীনা অতি। রঘুবংশ-বেণু-বনে আগুন যেমতি॥২
শাখাতে বসিয়া মূল করিছে কর্ত্তন। সুখ-মাঝে শোক-সজ্জা করিছে রচন॥
রাম সদা ছিল তার প্রাণ-সম ধন। এ কুটিল সংকল্পের কি আছে কারণ?॥৩
সত্যই কহেন কবি নারীর চরিত। তল-হীন সীমা-হীন ছলনা-পূরিত॥
দর্পণেও নিজমূর্ত্তি সম্ভব ধরিতে। কারো সাধ্য নাই নারী-স্বভাব বুঝিতে॥৪

দোহা— কারে না পাবক জ্বালাইতে পারে? সিন্ধু কারে না পারে গ্রাসিতে?
অবলা প্রবলা কিবা নাহি করে? কাল নারে কাহারে ভক্ষিতে?॥৪৭॥

সারমর্ম্ম—সকলে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। অনেকে কৈকেয়ীকে এইরূপ হওয়ার কারণ সন্ধান করিতে লাগিল। রামকে তিনি ভালবাসিতেন, হঠাৎ তাঁর মনে এমন দুর্ব্বুদ্ধি জাগিল? রঘুবংশে কে যেন আগুন লাগাইয়াছে। কবিরা স্ত্রী-চরিত্র যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাহাই ঠিক, স্ত্রীলোক সমস্ত অনর্থের মূল এবং সর্ব্বনাশের কারণ-স্বরূপ, জগতে কাল-স্বরূপা স্ত্রীলোক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়॥৪৭॥

চৌ—কা সুনাই বিধি কাহ সুনাবা। কা দেখাই চহ কাহ দেখাবা॥
এক কহহিঁ ভল ভূপ ন কীন্হা। বরু বিচারি নহিঁ কুমতিহি দীন্হা॥১॥
জো হঠি ভয়উ সকল দুখ ভাজনু। অবলা বিবস গ্যানু গুনু গা জনু॥
এক ধরম পরমিতি পহিচানে। নৃপতি দোসু নহিঁ দেহিঁ সয়ানে॥২॥
সিবি দধীচি হরিচন্দ কহানী। এক এক সন কহহিঁ বখানী॥
এক ভরত কর সম্মত কহহীঁ। এক উদাস ভায়ঁ সুনি রহহীঁ॥৩॥
কান মূদি কর রদ গহি জীহা। এক কহহিঁ যহ বাত অলীহা॥
সুকৃত জাহিঁ অস কহত তুম্হারে। রামু ভরত কহুঁ প্রানপিআরে॥৪॥

দোহা— চন্দু চবৈ বরু অনল কন সুধা হোই বিষতূল।
সপনেহুঁ কবহুঁ ন করহিঁ কিছু ভরতু রাম প্রতিকূল॥৪৮॥

বাংলা অর্থ—**হঠি**—হঠতা করিয়া; **গা**—চলিয়া গেল; **জনু**—যেন; **অলীহা**—অলীক, মিথ্যা; **গহি**—গ্রহণ করিয়া (চাপিয়া); **রদ**—দাঁত; **চবৈ**—বর্ষণ করে; **এক**—কেহ; **সয়ানে**—বুদ্ধিমান্; **কন**—কণা; (দো—৪৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—কি শুনা'তে চাহি' বিধি কিবা শুনা'লেন? কিবা দেখাইতে বিধি কিবা দেখা'লেন?
কোন জন বলে—ভূপ ভাল না করিল। নাহি বিচারিয়া বর কুমতিরে দিল॥১
যে-বর হঠতা করি' সবে দুঃখ দিল। অবলা-বিবশ গুণ, জ্ঞান বিনাশিল॥
যাহার আছিল ভাল ধর্ম্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান। নৃপে দোষ নাহি দিল সেই বুদ্ধিমান্॥২

দধীচি ও হরিশ্চন্দ্র, শিবিরাজ-কথা। এক আর সনে কহে বাখানিয়া যথা॥
কেহ বলে ভরতের আছে সমর্থন। কেহ বা উদাসী শুনে কথোপকথন ॥৩॥
কর্ণ রুদ্ধ করি' কেহ দাঁতে জিভ কাটে। কেহ বা কহিল কথা—নহে ঠিক্ বটে॥
পুণ্য নষ্ট হবে মুখে হ'লে উচ্চারিত। রাম হ'ল ভরতের পরাণে তুলিত ॥৪॥
দোহা— চন্দ্রমা বর্ষিবে অনলের কণা অমৃত হইবে বিষতুল॥
স্বপনেও কভু না করিবে কিছু ভরত রামের প্রতিকূল ॥৪৮॥

সারমর্ম—নগরের লোক বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করিতে লাগিল। কেহ কৈকেয়ীর, কেহবা দশরথের, কেহবা ভরতের সম্বন্ধে গুণ ও দোষারোপ করিল। কেহবা ভরতের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, কেহবা ভরতের রামের প্রতি ভক্তি আছে, অতএব তাহা কিছুতেই হইতে পারে না—বলিল। কেহ বলিল—চন্দ্র অগ্নিকণা বর্ষণে যদি সমর্থ হয় তথাপি ভরত রামের প্রতিকূল আচরণ করিবেন না ॥৪৮॥

চৌ—এক বিধাতহি দূষন্হু দেহীঁ। সুধা দেখাই দীন্হ বিষু জেহীঁ॥
খরভরু নগর সোচু সব কাহু। দুসহ দাহু উর মিটা উছাহূ ॥১॥
বিপ্রবধূ কুলমান্য জঠেরী। জে প্রিয় পরম কৈকঈ কেরী॥
লগীঁ দেন সিখ সীল্ সরাহী। বচন বানসম লাগহিঁ তাহী ॥২॥
ভরতু ন মোহি প্রিয় রাম সমানা। সদা কহহু যহু সব্ জগু জানা॥
করহু রাম পর সহজ সনেহূ। কেহিঁ অপরাধ আজু বনু দেহূ ॥৩॥
কবহুঁ ন কিয়হু সবতি আরেসূ। প্রীতি প্রতীতি জান সব্ দেসূ॥
কৌসল্যা অব কাহ বিগারা। তুম্হ জেহি লাগি বজ্র পুর পারা ॥৪॥
দোহা— সীয় কি পিয় সংগু পরিহরিহি লখনু কি রহিহহি ধাম।
রাজু কি ভুঞ্জব ভরত পুর নৃপু কি জিইহি বিনু রাম ॥৪৯॥

বাংলা অর্থ—খরভরু—বিশৃঙ্খলা; মিটা—শেষ হইল; জঠেরী—অতি বৃদ্ধা; দেন লগী—দিতে লাগিল; কিয়হু—করিয়াছ; সবতি আরেসূ—সপত্নীপনা; কাহ—কি প্রকারে; পারা—নিক্ষেপ করিয়াছ; রাজু—রাজ্য; ভুঁজব—ভোগ করিবে; জিইহি—বাচিবে; বিগারা—বিগড়াইয়া দিয়াছে; (দো—৪৯ পঃ)

চৌ—কেহ বা বিধিরে তদা দূষিতে লাগিল। সুধা দেখাইয়া বিধি বিষ ঢালি' দিল॥
শোকেতে বিহ্বল পুরী চাঞ্চল্যে ভরিল। হিয়াতে দুঃসহ দাহে উৎসাহ নাশিল ॥১
বিপ্র-বধূ, কুল-মান্য বৃদ্ধ-নারীগণ। কৈকেয়ী-পরম-প্রিয় ছিল যত জন॥
কুল-কথা প্রশংসিয়া শিখা'তে লাগিল। বাণের সমান তাহা তাঁহারে বিঁধিল ॥২
ভরতও প্রিয় নহে রামের সমান। ধরাতে বিদিত তুমি করিলে বাখান॥
রাম 'পরে স্বভাবতঃ স্নেহ-পরায়ণ। কোন্ দোষে এবে তারে পাঠাইছ বন? ॥৩
কভু না করহ তুমি সপত্নী-বিদ্বেষ। তোমার প্রতীতি, প্রীতি জানে সব দেশ॥
সে কৌশল্যা কিসে এবে গেল বিগ্ড়াইয়া। যার তরে পুরে দিলে বজ্র নিক্ষেপিয়া ॥৪

দোহা— সীতা প্রিয়সঙ্গ পরিহরি' রবে? ভবনে কি লক্ষ্মণ রহিবে?
রাজ্য কি ভরত ভুঞ্জিবে অবধে? রাম বিনা নৃপ কি বাঁচিবে? ॥৪৯॥

সারমর্ম—কৈকেয়ীর প্রিয় ব্রাহ্মণ পত্নীগণ ও কুলবৃদ্ধাগণ কৈকেয়ীকে শিক্ষা দিতে লাগিলে তাঁহার নিকট সেই সমস্ত কথা যেন বাণের মত বিঁধিল। অন্য স্ত্রীগণ বলিলেন,—কৌশল্যার এবং রামের কি দোষের জন্য তুমি আজ এই পুরীতে বজ্রপাত করাইলে? সীতা প্রিয়-পতির সঙ্গ ছাড়িবেন না, লক্ষ্মণও ঘরে থাকিবেন না। আর দশরথ রামের বিহনে বাঁচিবেন না। ভরত কি অযোধ্যার রাজত্ব করিবে ইত্যাদি বুঝাইতে লাগিল ॥৪৯॥

চৌ—অস বিচারি উর ছাড়হু কোহু। সোক কলঙ্ক কোঠি জানি হোহু ॥
ভরতহি অবসি দেহু জুবরাজূ। কানন কাহ রাম কর কাজূ ॥১॥
নাহিন রামু রাজ কে ভুখে। ধরম ধুরীন বিষয় রস রূখে ॥
গুর গৃহ বসহুঁ রামু তজি গেহূ। নৃপ সন অস বরু দূসর লেহূ ॥২॥
জৌঁ নহি লগিহহু কহেঁ হমারে। নহিঁ লাগিহি কছু হাথ তুম্হারে ॥
জৌঁ পরিহাস কীন্হি কছু হোঈ। তৌ কহি প্রগট জনাবহু সোঈ ॥৩॥
রাম সরিস সুত কানন জোগূ। কাহ কহিহি সুনি তুম্হ কহুঁ লোগূ ॥
উঠহু বেগি সোই করহু উপাঈ। জেহি বিধি সোকু কলঙ্কু নসাঈ ॥৪॥

ছঃ— জেহি ভাঁতি সোকু কলঙ্কু জাই উপায় করি কুল পালহী।
হঠি ফেরু রামহি জাত বন জনি বাত দূসরি চালহী ॥
জিমি ভানু বিনু দিনু প্রান বিনু তনু চন্দ বিনু জিমি জামিনী।
তিমি অবধ তুলসীদাস প্রভু বিনু সমুঝি ধৌঁ জিয়ঁ ভামিনী ॥

সোঃ— সখিন্হ সিখাবনু দীন্হ সুনত মধুর পরিনাম হিত।
তেইঁ কছু কান ন কীন্হ কুটিল প্রবোধী কূবরী ॥৫০॥

বাংলা অর্থ—কোঠি—কুঠি, ভবন; কাহ কাজূ—কি কাজ; ভুখে—ক্ষুধা; বিষয় রস রূখে—বিষয়-রস-বিবর্জ্জিত; কহে—কথাতে; প্রগট কহি—প্রকাশ্যভাবে কহিয়া; কাহ—কি; নসাঈ—নষ্ট হয়; ফেরু—ফিরাও; যিমি....তিমি—যেমনি.... তেমনি; সমুঝি ধৌঁ—বুঝিবে কি না? জিয়ঁ—হৃদয়ে; কুটিল প্রবোধী—কুটিলভাবে উদ্বুদ্ধ; লগিহহু—অনুসরণ কর; জনাবহু—জানাও; (দো—৫০ পঃ)

চৌ—ইহা বিচারিয়া রোষ কর বিসর্জ্জন। শোক ও কলঙ্ক-কথা না কর রচন ॥
ভরতে অবশ্য তুমি দাও যৌবরাজ। রামেরে কাননে প্রেষি' কিবা আছে কাজ? ॥১
রাজ্যেতে রামের নাহি কভু অনুরাগ। ধার্ম্মিক সে,—রাজ্য-ভোগে তাহার বিরাগ ॥
গৃহ ত্যজি' রাম করে গুরু-গৃহে বাস। দ্বিতীয় এ' বর মাগ নরপতি-পাশ ॥২
এই কথা যদি মনে স্থান নাহি দিবে। স্থির জানো কোন ফল তব না মিলিবে ॥
কহি' থাক যদি ইহা পরিহাস-চ্ছলে। কহিয়া জানাও স্পষ্ট এখনি তা' ব'লে ॥৩

রাম-সম পুত্র আজ বনেতে যাইবে। হেন শুনি' লোকে তোমা' কিবা না বলিবে ?
সত্বর উঠিয়া গিয়া উপায় চিন্তিবে। যেই মতে কলঙ্ক ও শোক বিনাশিবে ॥৪

ছন্দ— যাহে কলঙ্ক ও শোক বিনাশিবে তাহা করি' রাখ নিজ কুল মান।
জিদ ধরি' রাম-বনবাস-কথা ফিরাইয়া লবে,—কথা নাহি আন॥
ভানু বিনা দিন, প্রাণ বিনা তনু, চাঁদ বিনা রাতি শোভিবে যেমনি॥
তুলসীর প্রভু-বর্জ্জিত অবধ বুঝহ ভামিনি ! নহে কি তেমনি ?

সোঃ— সখীগণ সবে শিখাইয়া দেয় সুমধুর যাহা ভাবী হিত ছিল ॥
কান নাহি দিল রাণী সে কথায় মানে যা' শিখায় মন্থরা কুটিল ॥৫০॥

সারমর্ম্ম—ব্রাহ্মণীগণ কৈকেয়ীকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন—রামের রাজ্য-ভোগে নিস্পৃহা ও অনাকাঙ্খা রহিয়াছে, অতএব রামের বনবাস অপেক্ষা গুরুগৃহে থাকার বর চাহিয়া লও, আমাদের কথা না শুনিলে ভাল ফল হইবে না। রামের ন্যায় পুত্রের বনবাস অযোগ্য, অতএব সকলের মনে শোকের সঞ্চার না হওয়ার পূর্ব্বেই সত্বর তাহার ব্যবস্থা করিয়া তোমার কলঙ্ক দূর কর। কিন্তু কুজার শিক্ষায় রাণী এতই কুটিল হইয়াছিলেন যে সখীদের হিতকর কথার উত্তর দিলেন না ॥৫৬॥

চৌ—উতরু ন দেই দুসর রিস রূখী। মৃগিন্হ চিতব জনু বাঘিনি ভূখী ॥
ব্যাধি অসাধি জানি তিন্হ ত্যাগী। চলীঁ কহত মতিমন্দ অভাগী ॥১॥
রাজু করত যহ দৈঅঁ বিগোঈ। কীন্হেসি অস জস করই ন কোঈ ॥
এহি বিধি বিলপহিঁ পুর নর নারীঁ ॥ দেহিঁ কুচালিহি কোটিক গারীঁ ॥২॥
জরহিঁ বিষম জর লেহিঁ উসাসা। কবনি রাম বিনু জীবন আসা ॥
বিপুল বিয়োগ প্রজা অকুলানী। জনু জলচর গন সূখত পানী ॥৩॥
অতি বিষাদ বস লোগ লোগাঈঁ। গএ মাতু পহিঁ রামু গোসাঈঁ ॥
মুখ প্রসন্ন চিত চৌগুন চাউ। মিটা সোচু জনি রাখৈ রাউ ॥৪॥

দোহা— নব গয়ন্দু রঘুবীর মন রাজু অলান সমান।
ছূট জানি বন গবনু সুনি উর অনন্দু অধিকান ॥৫১॥

বাংলা অর্থ—রিস রূখী—নির্ম্মম রোষ; ভূখী—ক্ষুধার্ত্ত; দৈঅঁ—দৈব; বিগোঈ—নষ্ট করিল; কুচালিহি—কুমতলব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে; জর—জ্বর; উসাসা—দীর্ঘশ্বাস; কবনি—কোন্; সূখত—শুকাইতে থাকিলে; লোগ লোগাঈ—স্ত্রী পুরুষগণ; চাউ—উৎসাহ; মিটা—মিটিয়া গেল; সোচু—চিন্তা; গয়ন্দু—হাতী; অলান—অঙ্কুশ; ছূট—বন্ধন মুক্তি; চৌগুন—চতুর্গুণ; রাখৈ—রক্ষা করিলেন; (দো—৫১ পর্য্যন্ত)

চৌ—রোষ-পর-বশা রাণী উত্তর না দিল। ক্ষুধিতা বাঘিনী, যেন মৃগেরে হেরিল ॥
ব্যাধি সাধ্যাতীত জানি' তাহারে ত্যজিল। 'কুমতি অভাগী কহি' সখীরা চলিল ॥১
'রাজ-রাণী ছিল, হ'ল দৈব বিড়ম্বনা। হেন কাজ করে যা'র নাহিক তুলনা' ॥
হেন মতে নর-নারী পুরে বিলপিল। কুটিল কহিয়া তারে শত গালি দিল ॥২॥

বিষম দুঃখাগ্নি-জ্বরে সকলে দহিল। রাম বিনা জীবনাশা নাই,—এ' চিন্তিল॥
বিপুল বিয়োগে প্রজা আকুলিত তথা। জলচর ব্যাকুলিত জল-শোষে যথা ॥৩
লোকজন অতিমাত্র বিষণ্ণ যখন। প্রভু রাম মাতৃ-পাশে করেন গমন॥
হৃষ্ট মুখ চারিগুণ উৎসাহ অপার। চিন্তা নাই, রাজা নাহি দেন রাজ্যভার ॥৪

দোহা— নব-করি-বর-রঘুবীর-মন রাজ্য তা'র শৃঙ্খলে বেষ্টন॥
বিদায় জানিয়া বনবাস শুনি' হিয়া অতি আনন্দে মগন ॥৫১॥

সারমর্ম্ম—রাণী ক্রোধে তাহাদের কথার উত্তর না দিয়া ক্ষুধিত বাঘিনীর ন্যায় অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন, রাণীর অসাধ্য ব্যাধি জানিয়া কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে করিতে সকলে চলিয়া গেল, পুরবাসীরা রামের বিরহ জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল কিন্তু রাম হৃষ্টচিত্তে মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য গেলেন, রাজ-পদ রূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া বন-গমনে তাঁহার খুব আনন্দ হইয়াছিল ॥৫১॥

চৌ—রঘুকুল তিলক জোরি দোউ হাথা। মুদিত মাতু পদ নয়উ মাথা॥
দীন্হি অসীস লাই উর লীন্হে। ভূষন বসন নিছাবরি কীন্হে ॥১॥
বার বার মুখ চুম্বতি মাতা। নয়ন নেহ জলু পুলকিত গাতা॥
গোদ রাখি পুন হৃদয়ঁ লগাএ। স্রবত প্রেমরস পয়দ সুহাএ ॥২॥
প্রেমু প্রমোদু ন কছু কহি জাঈ। রঙ্ক ধনদ পদবী জনু পাঈ॥
সাদর সুন্দর বদনু নিহারী। বোলী মধুর বচন মহতারী ॥৩॥
কহহু তাত জননী বলিহারী। কবহিঁ লগন মুদ মঙ্গলকারী॥
সুকৃত সীল সুখ সীবঁ সুহাঈ। জনম লাভ কই অবধি অঘাঈ ॥৪॥

দোহা— জেহি চাহত নর নারি সব অতি আরত এহি ভাঁতি।
জিমি চাতক চাতকি তৃষিত বৃষ্টি সরদ রিতু স্বাতি ॥৫২॥

বাংলা অর্থ—**জোরি**—যুক্ত করিয়া; **নিছাবরি**—উপঢৌকন; **নেহ**—স্নেহ; **পয়দ**—স্তন; **রঙ্ক**—দরিদ্র; **ধনদ পদবী**—কুবেরের স্থান; **বলিহারী জায়**—সপ্রেমে কহে; **সীবঁ**—সীমা; **অঘাই**—পূর্ণতম হয়; **আরত**—ব্যাকুলতা; **স্বাতী**—স্বাতীনক্ষত্র; **বলিহারী লেনা**—প্রেমপূর্ণ ভাবে আদর করা; (দো—৫২ পঃ)

চৌ—রঘু-কুল-মণি যবে যোড় হস্ত করি'। শির নমে হৃষ্ট মনে মাতৃ-পদে পড়ি'॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া তা'রে হৃদয়ে ধরিল। বসন-ভূষণ ল'য়ে উপহার দিল ॥১॥
মাতা বার বার চুমে রামের বদন। আঁখি বারি-ভরা তনু পুলকে মগন॥
শ্রীরামে অঙ্কেতে রাখি' হৃদয়ে ধরিল। পয়োধর-প্রেমরস তাহাতে স্রাবিল ॥২
প্রেম ও প্রমোদ কিছু কহা নাহি যায়। দরিদ্র কুবের-পদ যেন তাহে পায়॥
সুন্দর বদন হেরি' অতি সমাদরে। জননী-বচন ক'ন সুমধুর স্বরে ॥৩॥
'হে তাত! চুম্বিয়া মাতা পুছিল তখন। কখন হইবে শুভ-আনন্দ লগন॥
পুণ্য-বলে সুখ-সীমা লভি' মনোরম। জন্ম-লাভ-ফল তদা লভিব চরম ॥৪॥

দোহা— যাহা চাহে সব নর-নারী যত অতি ব্যাকুলতা-ভরা মনে।
চাতক চাতকী তৃষিত যেমন শারদ স্বাতীর বরিষণে ॥৫২॥

সারমর্ম্ম—অতঃপর মাতৃসমীপে গমন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রাম করযোড়ে মায়ের পায়ে প্রণাম করিলে মা তাঁহাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। এবং তাঁহার আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইল। তিনি মধুর বাক্যে জন্মলাভের শ্রেষ্ঠ ফলস্বরূপ, আনন্দজনক অভিষেকের সুমঙ্গল সময় কখন হইবে, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া শরৎকালে চাতকের ন্যায় রাণী উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন ॥৫২॥

চৌ—তাত জাউঁ বলি বেগি নহাহু। জো মন ভাব মধুর কছু খাহু॥
পিতু সমীপ তব জাএঁহু ভৈআ। ভই বড়ি বার জাই বলি মৈআ ॥১॥
মাতু বচন সুনি অতি অনুকূলা। জনু সনেহ সুরতরু কে ফূলা॥
সুখ মকরন্দ ভরে শ্রিয়মূলা। নিরখি রাম মনু ভবঁরু ন ভুলা ॥২॥
ধরম ধুরীন ধরম গতি জানী। কহেউ মাত সন অতি মৃদু বানী॥
পিতাঁ দীন্হ মোহি কানন রাজূ। জহঁ সব ভাঁতি মোর বড় কাজূ ॥৩॥
আয়সু দেহি মুদিত মন মাতা। জেহিঁ মুদ মঙ্গল কানন জাতা॥
জনি সনেহ বস ডরপসি ভোরেঁ। আনন্দু অম্ব অনুগ্রহ তোরেঁ ॥৪॥

দোহা— বরষ চারিদস বিপিন বসি করি পিতু বচন প্রমান।
আই পায় পুনি দেখিহউঁ মনু জনি করসি মলান ॥৫৩॥

বাংলা অর্থ—বলি জাউঁ—সপ্রেমে কহিতেছি; ভাব—ভাল লাগে; মৈআ—মাতা; বার—বিলম্ব; ন ভুলা—ভুলিল না; কানন জাতা—বন যাত্রা জনি ডরপসি—ভয় পাইবে না; ভোরেঁ—ভ্রমক্রমে; মলান—ম্লান; ভৈয়া—বৎস; (দো—৫৩ পঃ)

চৌ—স্নেহভরে ক'ন 'তাত! ত্বরা কর স্নান। মনে ভাল লাগে হেন কর কিছু পান॥
তা'র'পরে পিতৃ-পার্শ্বে করহ গমন। দেরী হ'ল বাছা'! ঈশে করিয়া প্রার্থন ॥১
শুনেন মায়ের কথা অতি অনুকূল। স্নেহ ক্ষরে তাহা যেন কল্পতরু-ফুল॥
রাজ্য-সুখ-ফুল-রেণু তাহে ভরা ছিল। রামের মানস-অলি তাহে না ভুলিল ॥২
জানিয়া ধরম-বীর ধরমের গতি। মাতা প্রতি ক'ন তবে মৃদু বাণী অতি॥
বন-রাজ্য ভাল আজি পিতা মোরে দেন। সর্ব্বথা করিবে মোর মঙ্গল বিধান ॥৩
হে জননি! আজ্ঞা দাও তুমি হৃষ্ট মনে। শুভ, হর্ষ লভি যেন কানন-গমনে॥
স্নেহ-বশে ভুলিয়াও ভয় না করিবে। তব কৃপা ইথে মাতঃ! সুখ আনি' দিবে ॥৪

দোহা— চতুর্দ্দশ বর্ষ কাননে রহিব পিতৃসত্য করিয়া পালন॥
পুনর্ব্বার আসি' হেরিব চরণ দুঃখে ম্লান নাহি কর মন ॥৫৩॥

সারমর্ম্ম—মাতা রামকে সত্বর স্নান করিয়া পিতার নিকট যাইতে বলিলেন। মায়ের সুমধুর বাক্যে না ভুলিয়া ধর্ম্মরক্ষক রাম মাতাকে কোমল বাক্যে পিতৃপ্রদত্ত বন-রাজ্যের কথা জানাইলেন এবং আনন্দে বন-গমন মঙ্গলজনক যাহাতে হয় তাহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন

ও চৌদ্দ বৎসর পরে পিতার বাক্য পালন করিয়া পুনরায় আসিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিবেন জানাইয়া দিলেন ॥৫৩॥

চৌ—বচন বিনীত মধুর রঘুবর কে। সর সম লগে মাতু উর করকে ॥
সহমি সূখি সুনি সীতলি বানী। জিমি জবাস পরেঁ পাবস পানী ॥১॥
কহি ন জাই কছু হৃদয় বিষাদূ। মনহুঁ মৃগী সুনি কেহরি নাদূ ॥
নয়ন সজল তন থর থর কাঁপী ॥ মাজহি খাই মীন জনু মাপী॥২॥
ধরি ধীরজু সুত বদনু নিহারী। গদগদ বচন কহতি মহতারী ॥
তাত পিতহি তুম্হ প্রান পিআরে । দেখি মুদিত নিত চরিত তুম্হারে ॥৩॥
রাজু দেন কহুঁ সুভ দিন সাধা। কহেউ জান বন কেহিঁ অপরাধা ॥
তাত সুনাবহু মোহি নিদানূ। কো দিনকর কুল ভয়উ কৃসানূ ॥৪॥

দোহা— নিরখি রাম রুখ সচিবসুত কারনু কহেউ বুঝাই।
সুনি প্রসংগু রহি মূক জিমি দসা বরনি নহিঁ জাই ॥৫৪॥

বাংলা অর্থ—**সর**—শর; **সহমি সূখি**—সভয়ে শুকাইল; **জবাস**—দুরালভা কাঁটা; **পাবস পানী**—বর্ষার জল; **কেহরি নাদূ**—সিংহ গর্জ্জন; **মাজহি**—প্রথম বর্ষা জলের ফেনকে; **মাপী**—বেহুঁশ হইল; **দেন কহু**—দিবার জন্য; **জান**—যাইতে; **কৃসানূ**—অগ্নি; **রুখ**—অভিপ্রায়; **সাধা**—সাধিল, স্থির করিল; (দো—৫৪ পঃ)

চৌ—সুবিনীত রাঘবের মধুর বচন। মাতার হৃদয়ে বিঁধে সায়ক যেমন ॥
মধুর বচন বটে ভয়ে শুষ্ক করে। বর্ষা-বারি পড়ে যেন দুরালভা 'পরে ॥১॥
কহি বা কেমনে তাঁর মনের বিষাদ। মনে কর মৃগী শুনে কেশরীর নাদ ॥
আঁখি জলে ভরা, তনু কাঁপে থর থর। বর্ষা-ফেন পিয়ে মীন যথা মোহপর ॥২
ধীরতা ধরিয়া সুত-মুখ নিরখিয়া। গদ-গদ বাক্যে মাতা ক'ন উচ্চারিয়া ॥
প্রাণ-সম প্রিয় তুমি হে তাত! পিতার। তুষ্ট হ'ন তিনি নিত্য চরিতে তোমার ॥৩
রাজত্ব দিবেন বলি' শুভ দিন সাধি'। বনে যে'তে ক'ন,—তুমি কিসে অপরাধী? ॥
বল বাছা! বল মোরে তাহার নিদান। সূর্য্যবংশে কে করিল এ' বহ্নি-প্রদান? ॥৪

দোহা— রামের ঈপ্সিত বুঝি' মন্ত্রি-সুত বুঝাইয়া কহেন কারণ ॥
বাক্য শুনি' রাণী মূক র'ন তদা কেমনে তা' করিব বর্ণন? ॥৫৪॥

সারমর্ম্ম—রামের এই বিনীত বাক্য মায়ের বুকে শেলের মত বিঁধিল। দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, চোখে জল দেখা গেল এবং তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাণী বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া গদ গদ বাক্যে পুত্রের বনবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—রামের ইঙ্গিতে সচিবের পুত্র সেই সূর্য্য-বংশ-দহনকারিণীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

চৌ—রাখি ন সকই ন কহি সক জাহূ। দুহুঁ ভাঁতি উর দারুন দাহূ ॥
লিখত সুধাকর গা লিখি রাহূ। বিধি গতি বাম সদা সব কাহূ ॥১॥

ধরম সনেহ উভয় মতি ঘেরী। ভই গতি সা প ছুছু দরি কেরী ॥
রাখউঁ সুতহি করউঁ অনুরোধূ। ধরমু জাই অরু বন্ধু বিরোধূ ॥২॥
কহউঁ জান বন তৌ বড়ি হানী। সঙ্কট সোচ বিবস ভই রানী ॥
বহুরি সমুঝি তিয় ধরমু সয়ানী। রামূ ভরত দোউ সুত সম জানী ॥৩॥
সরল সুভাউ রাঁম মহতারী। বোলী বচন ধীর ধরি ভারী ॥
তাত জাউঁ বলি কীন্হেহু নীকা। পিতু আয়সু সব ধরমক টীকা ॥৪॥
দোহা— রাজু দেন কহিঁ দীন্হ বনু মোহি ন সো দুখ লেসু।
তুম্হ বিনু ভরতহি ভূপতিহি প্রজহি প্রচণ্ড কলেসু ॥৫৫॥

বাংলা অর্থ—সক, সকই—পারি; গা—গেলেন; সব কাহু—সবাকার; ঘেরী—বেষ্টন করিল; বন্ধু বিরোধু—ভ্রাতৃ বিরোধ; টীকা—শিরোমণি; সাঁপ ছুছুন্দরি কেরা—সাপ ও ছুছার (সাপের-ছুছা গিলিবার মত অর্থাৎ না গিলিতে না বাহির করিতে পারে:) লিখত গা—লিখিতে গেলেন, ধীর—ধৈর্য্য; বলি জাউঁ—বলিহারী যাই; (দো—৫৫ পঃ)

চৌ—রাখিতে না পারি, কহিতেও নারি 'যাও'। দুই দিকে বক্ষে দাহ, শান্তি না কোথাও
চন্দ্রমা লিখিতে লেখা রাহু তা'র স্থানে। বিধি অতি বাম হেরি সকলের পানে ॥১
ধরম পিরীতি দুই মতি মোরে ঘেরে। অহি-ছছুন্দরী-গতি মোরে যেন বেড়ে ॥
সুতেরে রাখিতে যদি করি অনুরোধ। ধর্ম্ম যাবে, ভ্রাতা-সহ ভ্রাতাতে বিরোধ ।২
যদি বনে যেতে কহি তাহে বড় হানি। উভয় সঙ্কট হেরি' শোক-বশা রাণী ॥
পুন বুঝি' স্ত্রী-ধরম চতুরা তখন। রাম ও ভরতে তুল্য করে বিবেচন ॥৩॥
স্বভাবে সরলা অতি রাম-মাতা হ'ন। ধীরতা ধরিয়া অতি ধীর বাণী ক'ন ॥
বলিহারী যাই, তাত! করেছ উত্তম। পিতার আদেশ জানো ধর্ম্মের চরম ॥৪
দোহা— রাজ্য দিব কহি' বন-রাজ্য-দানে না লভিনু আমি দুখ-লেশ ॥
তোমা' ছাড়ি' রাজা, ভরত ও প্রজা লভিবে যে অতি বড় ক্লেশ ॥৫৫

সারমর্ম্ম—সেই কথা শুনিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন কৌশল্যা ভীষণ সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধি, অপরদিকে পুত্রস্নেহ, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি চিন্তায় অস্থির হইলেন। পরে ভরত ও রামকে দুই পুত্রের মত জানিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া চিন্তিলেন,—সমস্ত ধর্ম্মের সার পিতৃ-আজ্ঞার পালন। রামকে বন-গমনে অনুমতি দিয়া কৌশল্যা বলিলেন,—তোমার অনুপস্থিতিতে ভরতের, রাজার ও প্রজাদের ভয়ানক ক্লেশ হইবে ॥৫৫॥

চৌ—জৌঁ কেবল পিতু আয়সু তাতা। তৌ জনি জাহু জানি বড়ি মাতা ॥
জৌঁ পিতু মাতু কহেউ বন জানা। তৌ কানন সত অবধ সমানা ॥১॥
পিতু বনদেব মাতু বনদেবী। খগ মৃগ চরন সরোরুহ সেবী ॥
অন্তহুঁ উচিত নৃপহি বনবাসূ। বয় বিলোকি হিয়ঁ হোই হরাঁসূ ॥২॥
বড়ভাগী বনু অবধ অভাগী। জো রঘুবংসতিলক তুম্হ ত্যাগী ॥
জৌঁ সুত কহৌঁ সঙ্গ মোহি লেহূ। তুম্হরে হৃদয়ঁ হোই সন্দেহূ ॥৩॥

পূত পরম প্রিয় তুম্হ সবহী কে। প্রান প্রান কে জীবন জী কে ॥
তে তুম্হ কহহু মাতু বন জাউঁ। মৈঁ সুনি বচন বৈঠি পছিতাউ ॥৪॥
দোহা— যহ বিচারি নহিঁ করউঁ হঠ ঝূঠ সনেহু বঢ়াই।
মানি মাতু কর নাত বলি সুরতি বিসরি জনি জাই ॥৫৬॥

বাংলা অর্থ—**সত**—শত; **হরঁাসূ**—দুঃখ; **ত্যাগী**—ত্যাগ করিল; **জী কে**—হৃদয়ের; **পছিতাউঁ**—পশ্চাত্তাপ করিতেছি; **হঠ**—জিদ; **নাত**—সম্বন্ধ; **সুরতি**—স্মৃতি; **বিসরি জনি জাই**—ভুলিয়া যাইবে না; **বলি**—ভগবৎ সমীপে সাদর প্রার্থনা; (দো—৫৬ পঃ)

চৌ—বনে যে'তে আজ্ঞা যদি দিয়াছেন পিতা। তবু না যাইবে বনে, লঘু নহে মাতা ॥
পিতা-মাতা দুই জনা যদি যে'তে ক'ন। শতেক অযোধ্যা-সম হইবে কানন ॥১
পিতা হবে বনদেব, মাতা বনদেবী। খগ-মৃগ সবে হবে পাদ-পদ্ম-সেবী ॥
বার্দ্ধকে বনেতে বাস নৃপতি-করম। বয়স বিলোকি' হিয়া ব্যাকুল পরম ॥২॥
রাঘব! তিলক তব করিয়া বর্জ্জন। অযোধ্যা অভাগী হ'ল, ভাগ্যবান্ বন ॥
হে সুত! কহিব যদি চল মোরে ল'য়ে। সন্দেহ উদয় হবে তোমার হৃদয়ে ॥৩
তুমি প্রিয় সবাকার পরম পাবন। প্রাণেরও প্রাণ তুমি হৃদয়-জীবন ॥
সেই তুমি কহ মাতঃ! বনেতে যাইব। এ' বারতা শুনি' বসি' বিলাপ করিব ॥৪
দোহা— ইহা বিচারিয়া না ধরিব জিদ্ সুত-স্নেহ মিথ্যা না বাড়াই ॥
মাতার সম্পর্ক নহি বিস্মরিবে কহি ল'য়ে তোমার বালাই ॥৫৬॥

সারমর্ম্ম—ধৈর্য্য-শীলা কৌশল্যা রামকে বুঝাইয়া বলিলেন,—হে পুত্র! কেবল পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া মাতৃ-আজ্ঞাকে বড় মনে করিয়া বনে নাও যাইতে পারিতে কিন্তু মাতা-পিতা উভয়েই যখন বনে যাইতে বলিবেন, তখন সেই বন শত অযোধ্যার সমান। আমি তোমার সঙ্গে যাইব বলিলে,—তোমার মনে সন্দেহ হইবে তোমার বন গমনে আমার মত নাই। অযোধ্যা তোমাকে ত্যাগ করিয়া অভাগিনী হইল। বনে যাও কিন্তু মাতৃ-সম্বন্ধ মনে রাখিও। বিস্মৃত হইও না ॥৫৬॥

চৌ—দেব পিতর সব তুম্হহি গোসাঈ। রাখহুঁ পলক নয়ন কী নাঈ ॥
অবধি অম্বু প্রিয় পরিজন মীনা। তুম্হ করুনাকর ধরম ধুরীনা ॥১॥
অস বিচারি সোই করহু উপাঈ। সবহি জিঅত জেহি ভেঁটহুআঈ ॥
জাহু সুখেন বনহি বলি জাউঁ। করি অনাথ জন পরিজন গাউঁ ॥২॥
সব কর আজু সুকৃত ফল বীতা। ভয়উ করাল কালু বিপরীতা ॥
বহুবিধি বিলপি চরন লপটানী। পরম অভাগিনি আপুহি জানী ॥৩॥
দারুন দুসহ দাহু উর ব্যাপা। বরনি ন জাহিঁ বিলাপ কলাপা ॥
রাম উঠাই মাতু উর লাঈ। কহি মৃদু বচন বহুরি সমুঝাঈ ॥৪॥
দোহা— সমাচার তেহি সময় সুনি সীয় উঠী অকুলাই।
জাই সাসু পদ কমল জুগ বন্দি বৈঠি সিরু নাই ॥৫৭॥

বাংলা অর্থ—গাউঁ—স্বদেশ ; বীতা—শেষ হইল ; লপটানী—লগ্ন হইল ; বিলাপ কলাপা—বিলাপসূচক বাক্যসমূহ ; সমুঝাঈ—বুঝাইলেন ; অকুলাই—ব্যাকুল ; বৈঠি—বসিলেন ; আপুহি—আপনাকে ; অবধি—(চৌদ্দবর্ষকাল) সীমা ; (দো ৫৭ পঃ)

চৌ—রক্ষিবে তোমারে বৎস দেব-পিতৃগণ। পলক রাখিছে অক্ষিগোলকে যেমন ॥
জেনো চৌদ্দ বর্ষ জল, মীন পরিজন। কৃপাকর ! ধর্ম্মব্রত করিছ ধারণ ॥১॥
ইহা বিচারিয়া তথা করহ উপায়। সবাই জীবিতে যাহে মিলিবারে পায় ॥
সুখে বনে যাও, লই বালাই তোমার। প্রজা ও আত্মীয়গণ অনাথ এবার ॥২
সবাকার পুণ্য ফল হ'ল সমাপন। বিষম করাল কাল আগত এখন ॥
বহুরূপে বিলপিয়া চরণে পড়িলা। অতি অভাগিনী বলি' নিজেরে জানিলা ॥৩
দারুণ দুঃসহ দাহ ব্যাপিল হৃদয়। বর্ণনে না যায় তাঁ'র শোক-সমুদয় ॥
বক্ষ'পরে জননীরে নিলেন উঠায়ে। মৃদু বাণী ক'ন রাম তাঁহারে বুঝা'য়ে ॥৪

দোহা— শুনি' সে সময় সেই সমাচার সীতা হ'ন ব্যাকুলিত অতি ॥
শ্বশ্রূপাদপদ্ম বন্দিলেন ধরি' আপনার শির করি' নতি ॥৫৭॥

সারমর্ম্ম—দেবতারা সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। সকলে জীবিত থাকিতে থাকিতেই পুনঃ আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পার। নিজের পরিজনবর্গকে ও গ্রামকে অনাথ করিয়া সুখে বনে যাও। আজ কাল প্রতিকূল হইয়াছে। সকলের পুণ্য শেষ হইয়াছে। এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজেকে অভাগিনী মনে করিয়া তিনি রামের পা জড়াইয়া ধরিলেন—রাম তাহাকে বুকে লইয়া মৃদুবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, এমন সময় সীতা আসিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন ॥৫৭॥

চৌ—দীন্হি অসীস সাসু মৃদু বানী। অতি সুকুমারি দেখি অকুলানী ॥
বৈঠি নমিতমুখ সোচতি সীতা। রূপ রাসি পতি প্রেম পুনীতা ॥১॥
চলন চহত বন জীবন নাথূ। কেহি সুকৃতী সন হোইহি সাথূ ॥
কী তনু প্রান কি কেবল প্রানা। বিধি করতবু কছু জাই ন জানা ॥২॥
চারু চরন নখ লেখতি ধরনী। নূপুর মুখর মধুর কবি বরনী ॥
মনহুঁ প্রেম বস বিনতী করহীঁ। হমহি সীয় পদ জনি পরিহরহী ॥৩॥
মঞ্জু বিলোচন মোচতি বারী। বোলী দেখি রাম মহতারী ॥
তাত সুনহু সিয় অতি সুকুমারী। সাস সসুর পরিজনহি পিআরী ॥৪॥

দোহা— পিতা জনক ভূপাল মনি সসুর ভানুকুল ভানু।
পতি রবিকুল কৈরব বিপিন বিধু গুন রূপ নিধানু ॥৫৮॥

বাংলা অর্থ—সোচতি—চিন্তা করিলেন; হমহি—আমাদিগকে ; বোলী—বলিলেন ; কৈরব বিপিন বিধু—কুমুদ বন প্রস্ফুটনকারী চন্দ্র ; (দো—৫৮ পঃ)

চৌ—শ্বশ্রূ দিয়া আশীর্ব্বাদ মৃদু বাণী ক'ন। হেরি' অতি সুকুমারী আকুল-বদন ॥
নত-মুখী বসি' সীতা হ'ন শোকপরা। পতি-প্রেম-পূতা তিনি দিব্য-রূপ-ধরা ॥১॥

চলিতে চাহেন বন মম প্রাণনাথ। চিন্তে—কোন্ পুণ্য-বলে লব তাঁর সাথ ?॥
তনু-প্রাণ দুই যাবে শুধু বা পরাণ। নাহি জানা আছে কিবা বিধির বিধান ॥২
তাঁ'র চারু পাদ-নখে লিখেন ধরণী। কবি ক'ন,—'তাহা চারু নুপূরের ধ্বনি॥
প্রেম-বশে তাহা যেন এ মিনতি করে। সীতা-পদ আমা' যেন নাহি পরিহরে ॥৩
চারু আঁখি-যুগ হ'তে হ'তেছে বর্ষণ। রাম-মাতা হেরি' তায় কহেন বচন ॥
শুন বৎস ! সীতা জানো অতি সুকুমারী। শাশুড়ী, শ্বশুর আর সবার পিয়ারী ॥৪
দোহা— রাজ-শিরোমণি জনক জনক শ্বশুর তপন-বংশধর ॥
পতি রবিকুল-কুমুদ-চন্দ্রমা নিজে রূপ-গুণের আকর ॥৫৮॥

সারমর্ম—রাণী সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি অধোবদন হইয়া স্বামীর প্রতি প্রেম-বশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—বিধাতা তাঁহার কপালে কি কি লিখিয়াছেন জানা নাই, বন-গমন না হইলে তাঁহার দেহ এখানে থাকিবে, মন বনে থাকিবে। বনে গেলে দেহ ও মন দুই সঙ্গে থাকিবে। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িল। মাতা তাহা দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে রামকে বলিলেন,—রাজ-শ্রেষ্ঠ জনকের কন্যা সীতা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। ইহার স্বামী গুণাকর সূর্য্যবংশের চন্দ্র-স্বরূপ। ইহার সহিত আমাদের প্রাণ বিজড়িত রহিয়াছে ॥৫৮॥

চৌ—মৈঁ পুনি পুত্রবধূ প্রিয় পাঈ। রূপ রাসি গুন সীল সুহাঈ॥
নয়ন পুতরি করি প্রীতি বঢ়াঈ। রাখেউঁ প্রান জানকিহিঁ লাঈ ॥১॥
কলপবেলি জিমি বহুবিধি লালী। সীঁচি সনেহ সলিল প্রতিপালী॥
ফূলত ফলত ভয়উ বিধি বামা। জানি ন জাই কাই পরিনামা ॥২॥
পলঁগ পীঠ তজি গোদ হিডোরা। সিয়ঁ ন দীন্হ পগু অবনি কঠোরা॥
জিঅনমূরি জিমি জোগবত রহউঁ। দীপ বাতি নহিঁ টারন কহউঁ ॥৩॥
সোই সিয় চলন চহতি বন সাথা। আয়সু কাহ হোই রঘুনাথা॥
চন্দ কিরন রস রসিক চকোরী। রবি রুখ নয়ন সকই কিমি জোরী ॥৪॥
দোহা— করি কেহরি নিসিচর চরহিঁ দুষ্ট জন্তু বন ভূরি।
বিষ বাটিকাঁ কি সোই সুত সুভগ সজীবনি মূরি ॥৫৯॥

বাংলা অর্থ—**পাঈ**—পাইয়াছিলাম; **বঢ়াই**—বাড়াইয়াছিলাম; **কলপবেলি**—কল্প লতা; **লালী**—লালন পালন করিয়াছিলাম; **হিণ্ডোরা**—দোলনা, হেঁদলা; **পগু**—পদ; **জি অন মূরি**—সঞ্জীবনী মূল; **জোগবত**—সাবধানতাতে রক্ষিত; **টারন**—নাড়িয়া দিতে; **সোহ**—শোভা পায়; **পুতরি**—পুত্তলিকা; **ডেরাতী**—ভয় পায়; (দো—৫৯ পঃ)

চৌ—প্রিয় পুত্র-বধূ-রূপে লভিনু তাহারে। রূপ-রাশি-গুণ-শীলে বিখ্যাত সংসারে॥
নয়ন-পুতলী করি' প্রীতিতে ভরিনু। জানকীরে ল'য়ে নিজ পরাণ রাখিনু ॥১
কল্প-লতা-সম করি' বহুধা লালন। সিঞ্চি' প্রীতি-বারি করি তাহারে পালন॥
ফুল ফল হবে যবে বিধি হ'ন বাম। জানিনা ইহার কিবা হবে পরিণাম ॥২॥

ত্যজিয়া পালঙ্ক-পীঠ, উৎসঙ্গ, দোলনী। সীতা-পদ নাহি ধরে কঠোর ধরণী॥
সঞ্জীবনী-লতা-সম দিয়াছি পোষণ। দীপ-বাতি কমাইতে বলিনি কখন ॥৩॥
সেই সীতা যে'তে চায় বনে তব সাথ। কোন্ আজ্ঞা দিলে তুমি কহ রঘুনাথ?॥
চকোরী রসিকা যথা চন্দ্রমা-কিরণে। রবি-কঠোরতা বল সহিবে কেমনে?॥৪

দোহা— করী ও কেশরী রক্ষঃ, দুষ্ট জীব সদা বনে করে বিচরণ॥
বিষ-বাটিকাতে কভু সুত! চারু শোভা পায় লতা সঞ্জীবন?॥৫৯॥

সারমর্ম্ম—মাতা রামকে বলিলেন,—সীতাকে অত্যন্ত স্নেহভরে লালন পালন করিয়াছি। এখন ফল ফুলের সময়, কিন্তু এই সময়েই বিধাতা বিরূপ হইলেন। পালঙ্ক, সিংহাসন বা দোলনা ছাড়িয়া তাহাকে কখনই মাটিতে পা ফেলিতে দিই নাই, ইহাকে প্রয়োজন মত সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা সঞ্জীবনী লতার ন্যায় পালন করিয়াছি। এখন সেই সীতা তোমার সঙ্গে বনে যাইতে চায়, ইহাতে তোমার কি মত? বল। হে পুত্র! হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল বনে সীতাকে পাঠান শোভা পাইবে কি?॥৫৯॥

চৌ—বন হিত কোল কিরাত কিসোরী। রচীঁ বিরঞ্চি বিষয় সুখ ভোরী॥
পাইন কৃমি জিমি কঠিন সুভাউ। তিন্হহি কলেসু ন কানন কাউ॥১॥
কৈ তাপস তিয় কানন জোগূ। জিন্হ তপ হেতু তজা সব ভোগূ॥
সিয় বন বসিহি তাত কেহি ভাঁতী। চিত্রলিখিত কপি দেখি ডেরাতী॥২॥
সুরসর সুভগ বনজ বন চারী। ডাবর জোগু কি হংসকুমারী॥
অস বিচারি জস আয়সু হোঈ। মৈঁ সিখ দেউঁ জানকিহি সোঈ॥৩॥
জৌঁ সিয় ভবন রহৈ কহ অংবা। মোহি কহঁ হোই বহুত অবলম্বা॥
সুনি রঘুবীর মাতু প্রিয় বানী। সীল সনেহ সুধাঁ জনু সানী॥৪॥

দোহা— কহি প্রিয় বচন বিবেকময় কীন্হি মাত পরিতোষ।
লগে প্রবোধন জানকিহি প্রগটি বিপিন গুন দোষ॥৬০॥

বাংলা অর্থ—বিষয় সুখ ভোরী—বিষয়-সুখে বিবর্জ্জিত; পাইন কৃমি—প্রস্তরের কীট; কাউ—কভু; তজা—ত্যাগ করিয়াছে; ডেরাতী—ভয় পায়; ডাবর—অল্প পরিসর ক্ষুদ্র জলাশয়; মোহি কহঁ—আমার; সানী—মিশ্রিত; প্রগটি—প্রকাশ করিয়া; প্রবোধন লগে—বুঝাইতে লাগিলেন; অবলম্বা—সহায়; (দো—৬০ পঃ)

চৌ—কোল কিরাতের কন্যা বন-উপযোগী। তাদের না করে বিধি কভু সুখভোগী॥
কঠিন স্বভাব ক্রিমি পাষাণে জনম। কভু দুঃখ নাহি দেয় তাহারে কানন॥১
তাপস-ভামিনী-তরে বন-উপযোগ। তপ-হেতু যারা ত্যজে যত সব ভোগ॥
হে তাত! কেমনে সীতা রহিবেক বনে। চিত্রিত বানর হেরি' যে ডরায় মনে॥২
দেব-সরে চারু হংসী করে বিচরণ। পুকুরে বিহার তা'র শোভে না কখন॥
যে আদেশ দাও তুমি ইহা বিচারিয়া। জানকীরে আমি তথা দিব শিখাইয়া॥৩

মাতা ক'ন—সীতা যদি ভবনে রহিবে। আমা' সবাকার অতি সহায় হইবে॥
মাতার মধুরা বাণী করিয়া শ্রবণ। শীল-স্নেহ-সুধা যেন হ'ল বরিষণ ॥৪॥
দোহা— রাম ক'ন বাণী বিবেকেতে ভরা হয় যাহে মাতার সন্তোষ॥
বুঝা'তে সীতারে লাগেন বিশেষ যথা বর্ণি' বন-গুণ-দোষ ॥৬০॥

সারমর্ম্ম—মাতা সীতার বন-গমনে নানাপ্রকার অসুবিধার কথা রামকে বলিলে রাম সীতাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন একথা বলিবেন। রাম কোমল-মতি সীতাকে প্রবোধ দিতে উদ্যত হইয়া বনের ভাল-মন্দ বিচার-যুক্ত গুণ-দোষ বর্ণনা করিলেন ॥৬০॥

চৌ—মাতু সমীপ কহত সকুচাহীঁ। বোলে সমউ সমুঝি মন মাহীঁ॥
রাজকুমারি সিখাবনু সুনহূ। আন ভাঁতি জিয়ঁ জনি কছু গুনহূ ॥১॥
আপন মোর নীক জৌঁ চহহূ। বচনু হমার মানি গৃহ রহহূ॥
আয়সু মোর সাসু সেবকাঈ। সব বিধি ভামিনি ভবন ভলাঈ ॥২॥
এহি তে অধিক ধরমু নহিঁ দূজা। সাদর সাসু সসুর পদ পূজা॥
জব জব মাতু করিহি সুধি মোরী। হোইহি প্রেম বিকল মতি ভোরী ॥৩॥
তব তব তুম্হ কহি কথা পুরানী। সুন্দরি সমুঝাএহু মৃদু বানী॥
কহউঁ সুভায়ঁ সপথ সত মোহী। সুমুখি মাতু হিত রাখউঁ তোহী ॥৪॥
দোহা— গুর শ্রুতি সম্মত ধরম ফলু পাইঅ বিনহিঁ কলেস।
হঠ বস সব সঙ্কট সহে গলব নহুষ নরেস ॥৬১॥

বাংলা অর্থ—সকুচাহী—সঙ্কুচিত হইতেছে; আন ভাঁতি—অন্য প্রকারে; জনি গুনহু—গণ্য করিও না; নীক—মঙ্গল; ভলাই—শুভ; দূজা—দ্বিতীয়; সুধি করিহি—স্মরণ করিবে; মতি ভোরী—ভ্রান্ত মতি; সমঝাএহু—বুঝাইবে; সুভায়ঁ—সদ্ভাবে; বিনহিঁ—বিনা; গালব নহুষ নরেস—গালব ও নহুষ রাজা*; (দো—৬১ পঃ)

চৌ—মাতৃ-পার্শ্বে কহিবারে সঙ্কোচ গণিলা। মন-মাঝে কাল বুঝি' তথাপি কহিলা॥
হে রাজকুমারি! তুমি এই শিক্ষা শুন। হিয়া-মাঝে অন্য কিছু চিন্তা নাহি পুন ॥১॥
উভয়ের ভাল যদি মনেতে মাগিবে। আমার বচন মানি' গৃহেতে রহিবে॥
আদেশ পালিবে মম, শ্বশ্রূ-সেবা হবে। ভামিনি! সর্ব্বথা ভাল, ঘরে যদি রবে ॥২
ইহা হ'তে আন ধর্ম্ম মনে না মানিবে। শ্বশুর-শাশুড়ী-পদ সাদরে পূজিবে॥
যখন করয়ে মাতা আমার স্মরণ। মতিতে বিভ্রম আনে স্নেহাতুর মন ॥৩॥
তখনি কহিবে তুমি কথা পুরাতনী। হে সুন্দরি! বুঝাইবে কহি' মৃদু বাণী॥
সত্য তোমা' কহি শত শপথ করিয়া। হে সুমুখি! মাতৃ-হিতে গেলাম রাখিয়া ॥৪
দোহা— গুরু-শ্রুতি-মতে ধরমের ফল লাভ হবে তব বিনা ক্লেশে॥
হঠ-বশে যত সঙ্কট আসিল *গালবে ও নহুষ নরেশে ॥৬১॥

সারমর্ম্ম—মায়ের সামনে সীতাকে উপদেশ দিতে রামের সঙ্কোচ হইলেও সময়-উপযোগী বলিয়া সীতাকে বুঝাইতে লাগিলেন। হে রাজকুমারি! ঘরে থাকিয়া তোমার

 *পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

শ্বশুর শাশুরীর সেবা করাই তোমার মঙ্গলজনক। ইহাতে ধর্ম্ম আছে, অত্যন্ত স্নেহবশতঃ মা যখন আমার কথা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন, তখন তাঁহাকে তুমি সান্ত্বনা দিবে। জিদ করিয়া বনে গেলে গালব ও নহুষ রাজার ন্যায় বহু-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে ॥৬১॥

শ্রীরাম-সীতা-সংবাদ

চৌ—মৈঁ পুনি করি প্রবান পিতু বানী। বেগি ফিরব সুনু সুমুখি সয়ানী ॥
দিবসঁ জাত নহিঁ লাগিহি বারা। সুন্দরি সিখবনু সুনহু হমারা ॥১॥
জৌঁ হঠ করহু প্রেম বস বামা। তৌ তুম্হ দুখু পাউব পরিনামা ॥
কাননু কঠিন ভয়ঙ্করু ভারী। ঘোর ঘামু হিম বারি বয়ারী ॥২॥
কুস কণ্টক মগ কাঁকর নানা। চলব পয়াদেহিঁ বিনু পদত্রানা ॥
চরন কমল মৃদু মঞ্জু তুম্হারে। মারগ অগম ভূমিধর ভারে ॥৩॥
কন্দর খোহ নদীঁ নদ নারে। অগম অগাধ ন জাহিঁ নিহারে ॥
ভালু বাঘ বৃক কেহরি নাগা। করহিঁ নাদ সুনি ধীরজু ভাগা ॥৪॥

দোহা— ভূমি সয়ন বলকল বসন অসনু কন্দ ফল মূল।
তে কি সদা সব দিন মিলহিঁ সবুই সময় অনুকূল ॥৬২॥

বাংলা অর্থ—প্রবান—প্রমাণ (সত্য); বারা—সময়; সিখাবনু—শিক্ষা; বামা—স্ত্রী; ঘামু—গ্রীষ্ম; বারি—বর্ষা; বয়ারী—বায়ু; পয়াদেহি—পদব্রজে; ভূমিধর—পর্ব্বত; ভারে—বৃহৎ; খোহ—গুহা; কন্দর—গহ্বর; নারে—নালা; (দোঃ—৬২ পর্য্যন্ত)

চৌ—পিতৃসত্য যথারীতি করিয়া পালন। সুমুখি! করিব ত্বরা প্রতি-আগমন ॥
সময় চলিয়া যে'তে বিলম্ব না হবে। এই মম শিক্ষা আজি তুমি শিখি' লবে ॥১
হঠতা করিয়া যদি প্রেমেতে বিকল। পরিণামে দুঃখ পাবে এই তা'র ফল ॥
কাননে কঠিন জানো ভারী ভয়ঙ্কর। ঘোর বায়ু, শীত, বর্ষা, খর রবি-কর ॥২
পথ যে কণ্টক-কুশ-কাঁকরেতে ভরা। পদব্রজে যাত্রা, বিনা পাদত্রাণ-পরা ॥
চরণ-কমল চারু মৃদুল তোমার। অগম্য করেছে পথ বহু গিরিভার ॥৩
ভূধর-কন্দর, গুহা, নদী, নালা, খাদ। দেখা নাহি যায় অতি অগম্য অগাধ ॥
ভল্লুক, শৃগাল, বাঘ, কেশরী ও করী। ধীরতা নাশয়ে নাদ-ধ্বনি ভয়ঙ্করী ॥৪

দোহা— ভূমিতে শয়ন বল্কল বসন, খাদ্য শুধু কন্দ, ফল, মূল।
তাহাও কি মিলে সকল দিবস, যদি মিলে তাহা ঋতু অনুকূল ॥৬২

সারমর্ম্ম—রাম সীতাকে বলিলেন,—বন বড় ভয়ঙ্কর সেখানে অতি গ্রীষ্ম ও অতি শীত, বন-পথ কুশ, কণ্টক ও প্রস্তর-বহুল, অতএব তোমার পক্ষে তাহা অগম্য। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির গর্জ্জনে তোমার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিবে। কোনদিন অনাহারে বা কোনদিন ফলাহারে দিন কাটাইতে হইবে। ইহাতে তোমাকে অত্যন্ত দুঃখ পাইতে হইবে ॥৬২॥

চৌ—নর অহার রজনীচর চরহীঁ। কপট বেষ বিধি কোটিক করহীঁ ॥
লাগই অতি পহার কর পানী। বিপিন বিপতি নহিঁ জাই বখানী ॥১॥

ব্যাল করাল বিহগ বন ঘোরা। নিসিচর নিকর নারি নর চোরা ॥
ডরপহিঁ ধীর গহন সুধি আএঁ। মৃগলোচনি তুম্হ ভীরু সুভাএঁ ॥২॥
হংসগবনি তুম্হ নহিঁ বন জোগূ। সুনি অপজসু মোহি দেহই লোগূ ॥
মানস সলিল সুধাঁ প্রতিপালী। জিঅই কি লবন পয়োধি মরালী ॥৩॥
নব রসাল বন বিহরনসীলা। সোহ কি কোকিল বিপিন করীলা ॥
রহহু ভবন অস হৃদয়ঁ বিচারী। চন্দবদনি দুখু কানন ভারী ॥৪॥

দোহা— সহজ সুহৃদ গুর স্বামি সিখ জো ন করই সির মানি।
সো পছিতাই অঘাই উর অবসি হোই হিত হানি ॥৬৩॥

বাংলা অর্থ—**নর অহার**—নরাহারী, নর খাদক; **পহার কর**—পাহাড়ের; **সুধী আয়েঁ**—স্মরণ করিয়া; **সুভায়ে**—স্বভাবতঃ; **জিঅই কি**—বাচিবে কি?; **করীলা**—শিকারী; **সোহ**—শোভা পায়; **সিখ**—শিক্ষা; **অঘাই**—অতিমাত্রায়; **সিখ**—শিক্ষা; **সির মানি**—শির নত করিয়া; (দো—৬৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—নরমাংসাহারী রক্ষঃ বিপিনেতে চরে। কোটি বিধি খল-বেশ সদা তা'রা ধরে॥
ঝরণার স্রোত নামে সবেগে পাহাড়ে। বনের বিপত্তি কত কে বর্ণিতে পারে? ॥১
সর্প, পক্ষী, ভয়ঙ্কর বন অতি ঘোর। রাক্ষস-সমূহ সেথা নর-নারী চোর॥
ধীর জন ভয় পায় চিন্তি' হেন বনে। তুমি ত স্বভাবে ভীরু হে মৃগ-লোচনে! ॥২
হে হংস-গামিনি! নহে তব তরে বন। শুনি' দিবে অপযশ মোরে যত জন॥
মানস-সরের সুধা হংসে পুষ্টি দেয়। লবণ-বারিধি-জল তারে কি বাঁচায়? ॥৩
নবীন রসাল-বনে পটু বিহরণে। হেন পিক শোভে কভু ব্যাধে ঘেরা বনে?
হেন বিচারিয়া তুমি রহিবে ভবনে। হে চাঁদ-বদনি! দুঃখ বহু পাবে বনে ॥৪

দোহা— সহজ সুহৃদ-গুরু-প্রভু-শিক্ষা যে জন না করিবে পালন॥
পিছু তাপ পাবে হিয়া পাপ ভুঞ্জে হিত-হানি হবে সঙ্ঘটন ॥৬৩॥

সারমর্ম্ম—বনে রাক্ষস, সর্প প্রভৃতি থাকে, নরমাংস-ভোজী রাক্ষসেরা স্ত্রী ও পুরুষকে চুরি করে, অতএব হে মরাল-গামিনি সীতে! সেই ভীতিপ্রদ বনে যাওয়ার প্রয়াস করিও না। তুমি বনে যাওয়ার অযোগ্য। তোমাকে সঙ্গে লইয়া গেলে লোকের কাছে আমি নিন্দার ভাজন হইব। হে চন্দ্রবদনি! সুহৃদ, গুরু ও স্বামীর স্বাভাবিক শিক্ষা অবনত মস্তকে না লইলে পরিণাম দুঃখময় হইয়া থাকে ॥৬৩॥

চৌ—সুনি মৃদু বচন মনোহর পিয় কে। লোচন ললিত ভরে জল সিয় কে॥
সীতল সিখ দাহক ভই কৈসেঁ। চকইহি সরদ চন্দ নিসি জৈসেঁ ॥১॥
উতরু ন আব বিকল বৈদেহী। তজন চহত সুচি স্বামি সনেহী॥
বরবস রোকি বিলোচন বারী। ধরি ধীরজু উর অবনিকুমারী ॥২॥
লাগি সাসু পগ কহ কর জোরী। ছমবি দেবি বড়ি অবিনয় মোরী॥
দীন্হি প্রানপতি মোহি সিখ সোঈ। জেহি বিধি মোর পরম হিত হোঈ ॥৩

মৈঁ পুনি সমুঝি দীখি মন মাহীঁ। পিয় বিয়োগ সম দুখু জগ নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— প্রাননাথ করুনায়তন সুন্দর সুখদ সুজান।

তুম্হ বিনু রঘুকুল কুমুদ বিধু সুরপুর নরক সমান ॥৬৪॥

বাংলা অর্থ—চকইহি—চখীর নিকট; উতরু—উত্তর; ন আব—আসিল না; তজন—ত্যাগ; বরবঁস—জোর করিয়া; রোকি—রুদ্ধ করিয়া; লাগি—লগ্ন হইয়া; ছমবি—ক্ষমা করিবে; রঘুকুল কুমুদ বিধু—রঘুকুলরূপী পদ্ম প্রস্ফুটনকারী চন্দ্র; বিলোচন—চক্ষু; সুচি—চিন্তা করিয়া; (দো—৬৪ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রিয়তম-মনোহর বচন শুনিয়া। সীতা-চারু-আঁখি গেল অশ্রুতে ভরিয়া॥

মধুময় উপদেশ দাহ দিল তথা। শরচ্চন্দ্রের কর চক্রবাকে যথা ॥১॥

উত্তর না আসে মুখে বিকলা বৈদেহী। রাখিয়া বা যা'ন,—বুঝি' চিন্তি' স্বামী স্নেহী॥

জোর করি চাপে তা'র রুদ্ধ আঁখি-বারি। হৃদয়ে ধীরতা ধরি' অবনী-কুমারী ॥২

শাশুড়ীর পদে ধরি' যুক্ত করে কয়। ক্ষমিবে আমার শ্বশ্রুমাতঃ! অবিনয়॥

প্রাণপতি মোরে করে সেই শিক্ষাদান। যেই পথে হবে মম মঙ্গল-বিধান ॥৩

আমি কিন্তু মন-মাঝে এ হেন বিচারি। পতির বিরহ-সম নাহি দুঃখ ভারী ॥৪

দোহা— ওহে প্রাণ-নাথ! করুণা-নিধান সুখ-মূর্তি তুমি জ্ঞানবান্॥

তোমা ত্যজি' রঘু-কুল-পদ্ম-শশী সুরপুরী নরক সমান ॥৬৪॥

সারমর্ম্ম—প্রিয়ের মনোহর বাক্যেও সীতার জ্বালা উৎসন্ন হইল। তিনি ব্যাকুল হইয়া শাশুড়ীর পদে ধরিয়া করজোড়ে বলিলেন,—হে দেবি! আমার অবিনয় ক্ষমা করিয়া, যাহাতে প্রাণপ্রিয় স্বামীর উপর অনুরাগ জন্মে তাহাই আমাকে শিক্ষা দিন। জগতে প্রিয়-বিরহের ন্যায় অন্য কোন দুঃখ নাই। তারপর বিনীতভাবে রামকে বলিলেন,— হে প্রাণনাথ! তোমা' ছাড়া আমার স্বর্গও নরকের ন্যায় ॥৬৪॥

চৌ—মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ। প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ॥

সাসু সসুর গুর সজন সহাঈ। সুত সুন্দর সুসীল সুখদাঈ ॥১॥

জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে। পিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে॥

তনু ধনু ধামু ধরনি পুর রাজূ। পতি বিহীন সবু সোক সমাজূ ॥২॥

ভোগ রোগসম ভূষন ভারূ। জম জাতনা সরিস সংসারূ॥

প্রাননাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ। মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কছু নাহীঁ ॥৩॥

জিয় বিনু দেহ নদী বিনু বারী। তৈসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী॥

নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারেঁ। সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ ॥৪॥

দোহা— খগ মৃগ পরিজন নগরু বনু বলকল বিমল দুকূল।

নাথ সাথ সুরসদন সম পরনসাল সুখ মূল ॥৬৫॥

বাংলা অর্থ—নাতে—সম্বন্ধ; তরনিহু তে—সূর্য্য হইতে (অধিক); তাতে—

তাপদানকারী ; মো কহুঁ—আমার কাছে ; কতহুঁ—কোথাও ; জিয়—জীবন ; নিহারে—দেখিলে ; দুকূল—বস্ত্র ; পরন সাল—পর্ণ শালা ; (দো—৬৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—মাতা, পিতা, ভগ্নী তথা প্রিয় ভ্রাতৃগণ। প্রিয় পরিবার, বন্ধু রহে যত জন ॥
শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, সহায় স্বজন। সুন্দর সুশীল সুত সুখদ যে জন ॥১॥
যেথায় যে কেহ রহে স্নেহী আত্ম-জন। স্বামী বিনা তাপ বেশী হইতে তপন ॥
দেহ, ধর্ম্ম, ঘর, ভূমি, পুর, রাজ্য, ধন। পতি বিনা সব কিছু শোকের সাধন ॥২
ভোগ রোগ-সম লাগে অলঙ্কার ভার। যম-সম ব্যথা দেয় যেন এ সংসার ॥
প্রাণ-নাথ ! তুমি বিনা জগৎ-মাঝারে। সুখদায়ী কেবা মম কোথা হেরি কা'রে ? ॥৩
প্রাণ বিনা দেহ যথা, নদী বিনা বারি। তেমনি বল্লভ বিনা নাহি শোভে নারী ॥
হে নাথ ! সকল সুখ তোমা' সহ জানি। শারদ-চন্দ্রমা-সম তব মুখ মানি ॥৪

দোহা— বল্কল বসন, বন হবে পুর, খগ-মৃগ হবে পরিজন ॥
ইন্দ্রপুরী-সম পর্ণশালা হবে, নাথ ! সব সুখের কারণ ॥৬৫॥

সারমর্ম্ম—সীতা রামকে বলিলেন,—হে নাথ ! মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, গুরু, পুত্র প্রভৃতি সহ স্নেহ-সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর কিছুই ভাল লাগেনা। ধন, ঐশ্বর্য্য, নগর, রাজ্য প্রভৃতি পতি-হীনার কাছে সমস্তই পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ভোগও রোগের মত হয়। সুখের সংসারও যন্ত্রণাময় হইয়া থাকে। তোমার সঙ্গে থাকিলে বন্য-পশুও কুটুম্বের ন্যায় এবং পর্ণকুটীরও ইন্দ্রপুরী সদৃশ হইবে ॥৬৫॥

চৌ—বনদেবীঁ বনদেব উদারা। করিহহিঁ সাসু সসুর সম সারা ॥
কুস কিসলয় সাথরী সুহাঈ। প্রভু সঙ্গ মনজু মনোজ তুরাঈ ॥১॥
কন্দ মূল ফল অমিঅ অহারূ। অবধ সৌধ সত সরিস পহারূ ॥
ছিনু ছিনু প্রভু পদ কমল বিলোকী। রহিহউঁ মুদিত দিবস জিমি কোকী ॥২
বন দুখ নাথ কহে বহুতেরে। ভয় বিষাদ পরিতাপ ঘনেরে ॥
প্রভু বিয়োগ লবলেস সমানা। সব মিলি হোহিঁ ন কৃপানিধানা ॥৩॥
অস জিয়ঁ জানি সুজান সিরোমনি। লেইঅ সঙ্গ মোহি ছাড়িঅ জনি ॥
বিনতী বহুত করৌঁ কা স্বামী। করুনাময় উর অন্তরজামী ॥৪॥

দোহা— রাখিঅ অবধ জো অবধি লগি রহত ন জনিঅহিঁ প্রান।
দীনবন্ধু সুন্দর সুখদ সীল সনেহ নিধান ॥৬৬॥

বাংলা অর্থ—সারা—সমাদর ; সাথরী—বিছানা ; তুরাই—লেপ, তোষক ; ছিনু ছিনু—ক্ষণে ক্ষণে ; কোকী—চখী ; ঘনেরে—গভীর ; লবলেশ—অতি সামান্য অংশমাত্র ; কা করৌঁ—কি করিব ? ; অবধি লগি—সীমা পর্য্যন্ত (চৌদ্দ বৎসর) ; জনিঅহি—জানিবে ; লেই অ—লইবে ; মোহি—আমাকে ; (দো—৬৬ পঃ)

চৌ—বন দেব-দেবী হবে উদার সুন্দর। শ্বশুর-শাশুড়ী-সম করিবে আদর ॥
কুশ পত্রে রচি' নব শয্যার আবাস। মদনের শয্যা হবে প্রভু-সঙ্গে বাস ॥১

কন্দ, মূল, ফল হবে অমৃত আহার। শতেক পাহাড় হবে সৌধ অযোধ্যার ॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রভু-পাদ-কমল নিরখি'। দিবসে মুদিত রব যথা রহে চখী ॥২॥
বন-দুখ বহুবিধ কহ ওহে নাথ! রহে পরিতাপ-ভয় গভীর বিষাদ ॥
পতি বিরহের তাহা লেশ-সম নয়। সবে যদি মিলাইয়া দেখ কৃপাময়! ॥৩॥
সুজন-প্রবর! ইহা মনেতে জানিবে। তব সাথী হব আমি মোরে না ছাড়িবে ॥
বিবিধ মিনতি আমি কি করিব স্বামী। করুণা-নিধান তুমি হৃদি অন্তর্যামী ॥৪॥

দোহা— চৌদ্দ বর্ষ যদি রাখিবে অবধে জানি' লও না রবে পরাণ ॥
ওহে দীন-নাথ! সুন্দর সুখদ ওহে শীল-পিরীতি-নিধান! ॥৬৬॥

সারমর্ম—তোমার সঙ্গে থাকিলে বন-দেবতাও আমাকে শাশুড়ীর ন্যায় স্নেহ করিবেন। পাতার শয্যাও তোষকের ন্যায় আরামদায়ক হইবে। কন্দ, ফল, মূল প্রভৃতি অমৃতের ন্যায় হইবে এবং পূর্ব্ববর্ণিত বন দুঃখ সমস্তই তোমার বিরহের অনুমাত্রেরও সমান হইবে না। হে বিজ্ঞ! বিচার করিয়া আমাকে সঙ্গী কর। হে দীনবন্ধু! তোমাকে আর অধিক কি জানাইব। এখানে রাখিয়া গেলে তোমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এ-প্রাণ থাকিবে না, ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিও ॥৬৬॥

চৌ—মোহি মগ চলত ন হোইহি হারী। ছিনু ছিনু চরন সরোজ নিহারী ॥
সবহি ভাঁতি পিয় সেবা করিহৌঁ। মারগ জনিত সকল শ্রম হরিহৌঁ ॥১॥
পায় পখারি বৈঠি তরু ছাহী। করিহউঁ বাউ মুদিত মন মাহীঁ ॥
শ্রম কন সহিত স্যাম তনু দেখেঁ। কহঁ দুখ সমউ প্রানপতি পেখেঁ ॥২॥
সম মহি তৃন তরুপল্লব ডাসী। পায় পলোটিহি সব নিসি দাসী ॥
বার বার মৃদু মূরতি জোহী। লাগিহি তাত বয়ারি ন মোহী ॥৩॥
কো প্রভু সঙ্গ মোহি চিতবনিহারা। সিংঘবধুহি জিমি সসক সিআরা ॥
মৈঁ সুকুমারি নাথ বন জোগূ। তুম্হহি উচিত তপ মো কহুঁ ভোগূ ॥৪॥

দোহা— ঐসেউ বচন কঠোর সুনি জৌঁ ন হৃদউ বিলগান।
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগ দুখ সহিহহি পাবঁর প্রান ॥৬৭॥

বাংলা অর্থ—**হারী**—শ্রান্তি; **হরিহৌঁ**—হরণ করিব; **ছাহীঁ**—ছায়াতে; **বাউ**—বাতাস; **শ্রম কন**—শ্রমজনিত স্বেদকণা; **সমউ**—অবসর; **পেখে**—দেখিয়া; **ডাসী**—বিছাইয়া; **পলোটিহি**—টিপিয়া দিবে; **বয়ারি**—বায়ু; **চিতবনিহারা**—দর্শনকারী; **সিআরা**—শৃগাল; **মো কহুঁ**—আমার; **বিলগান**—ফাটিয়া গেল; **পাবঁর**—পামর; **সহিহহি**—সহিবে; **জৌ....তৌ**—যদি....তবে; (দো—৬৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—চলিবার পথে মম ক্লান্তি না রহিবে। ক্ষণে ক্ষণে পাদ-পদ্ম এ দীনা সেবিবে ॥
সকল প্রকারে আমি পতিরে সেবিব। পথে জাত শ্রম যত তাহাতে নাশিব ॥১
প্রক্ষালন করি' পদ বসি' তরুচ্ছায়ে। ব্যজন করিব আমি প্রমুদিত কায়ে ॥
শ্রম-বিন্দু-সহ হেরি' শ্যাম কলেবর। প্রাণপতি-সহ কোথা দুঃখ-অবসর? ॥২

সমতল ভূমি পরে তৃণ বিছাইব। দাসী হ'য়ে সারা রাত্রি চরণ সেবিব॥
যদি সদা স্নিগ্ধ রূপ রাখি আঁখি 'পরে। উষ্ণ বায়ু নহে কভু পীড়া দান করে॥৩
প্রভু-সঙ্গ গুণে কেহ কুদৃষ্টি না দিবে। শশক, শৃগালে নাহি সিংহিনী হেরিবে॥
আমি সুকুমারী প্রভু যোগ্য বনচারী। তব যোগ্য তুমি, আমি ভোগের পিয়ারী॥৪
দোহা— এ হেন কঠোর বাণী শুনি' যদি হিয়া নাহি গেল বিদারিয়া॥
পামরী-পরাণ বিরহ-বেদনা তবে বুঝি লইবে সহিয়া॥৬৭॥

সারমর্ম্ম—হে করুণাময়! পথ চলিতে আমি কাতর হইব না। সকল প্রকারে তোমার চরণ সেবা করিব, "তুমি বনবাসের যোগ্য, আর আমি অযোগ্য" এই কঠিন বাক্য শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে না। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে এই পাপী প্রাণ তোমার বিরহের কঠিন দুঃখও সহ্য করিবে॥৬০॥

শ্রীরাম-কৌশল্যা-জানকী-সংবাদ

চৌ—অস কহি সীয় বিকল ভই ভারী। বচন বিয়োগু ন সকী সঁভারী॥
দেখি দসা রঘুপতি জিয় জানা। হঠি রাখেঁ নহিঁ রাখিহি প্রানা॥১॥
কহেউ কৃপাল ভানুকুলনাথা। পরিহরি সোচু চলহু বন সাথা॥
নহি বিষাদ কর অবসরু আজূ। বেগি করহু বন গবন সমাজূ॥২॥
কহি প্রিয় বচন প্রিয়া সমুঝাঈ। লগে মাতু পদ আসিষ পাই॥
বেগি প্রজা দুখ মেটব আঈ। জননী নিঠুর বিসরি জনি জাঈ॥৩॥
ফিরিহি দসা বিধি বহুরি কি মোরী। দেখিহউঁ নয়ন মনোহর জোরী॥
সুদিন সুঘরী তাত কব হোইহি। জননী জিঅত বদন বিধু জোইহি॥৪॥
দোহা— বহুরি বচ্ছ কহি লালু কহি রঘুপতি রঘুবর তাত।
করহিঁ বোলাই লগাই হিয়ঁ হরষি নিরখিহউঁ গাত॥৬৮॥

বাংলা অর্থ—সঁভারী—সামলান; **হঠি**—হঠতাপূর্ব্বক; **সমাজূ**—সাজসজ্জা; **পাঈ**—পাইলেন; **বিসরি**—বিস্মরিয়া, ভুলিয়া; **ফিরিহি**—বদলাইবে; **সুঘরী**—শুভ মুহূর্ত্ত; **জোইহি**—দেখিবে; **লালু**—লাল (আদরসূচক সম্বোধন); (দো—৬৮ পঃ)

চৌ—হেন কথা কহি' সীতা বিচলিত হ'ন। সহিতে না পারি' সেই বিরহ-বচন॥
দশা হেরি' রঘুপতি-মনে হ'ল জ্ঞান। হঠকারিতায় সীতা ত্যজিবে পরাণ॥১
কহেন কৃপাল তবে ভানু-কুল-নাথ! শোক পরিহরি' তুমি চল মোর সাথ॥
বিষাদের অবসর এবে নাহি আজ। ত্বরা পরিধান কর বনোচিত সাজ॥২॥
মধুর বচন কহি' বুঝা'য়ে প্রিয়ারে। মাতৃপদে নমিলেন আশী লভিবারে॥
ক'ন মাতা ত্বরা ফিরি' প্রজারে পালিবে। নিঠুরা মাতারে যেন কভু না ভুলিবে॥৩
ফিরিবে কভু কি বিধি হেন দশা মোর? কভু কি দেখিতে পাব আঁখি-ভরা যোড়?
সুদিন সুক্ষণ তাত! হইবে কখন। হেরিবে জননী বাঁচি' চারু চন্দ্রানন॥৪॥

দোহা— হে বৎস! হে তাত! ওহে প্রিয়বর! ওহে রঘুপতি রঘুবর!॥
হিয়া মাঝে ধরি' হরষিত কবে নিরখিব তব কলেবর ॥৬৮॥

সারমর্ম—সীতার ব্যাকুলতা দেখিয়া রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন,—জিদ করিয়া ঘরে রাখিয়া গেলে সীতার প্রাণ থাকিবে না। তখন করুণাময় বলিলেন,—আশঙ্কা ছাড়িয়া সঙ্গেই চল, আজ দুঃখ করার অবকাশ নাই। তিনি মাকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইলেন, মা তাঁহাকে সত্বর ফিরিয়া আসিয়া সকলের দুঃখ দূর করার কথা বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমাদের কথা বিস্মৃত হইবে না ॥৬৮॥

চৌ—লখি সনেহ কাতরি মহতারী। বচনু ন আব বিকল ভই ভারী॥
রাম প্রবোধু কীন্হ বিধি নানা। সমউ সনেহু ন জাই বখানা ॥১॥
তব জানকী সাসু পগ লাগী। সুনিঅ মায় মৈ পরম অভাগী॥
সেবা সময় দৈঅঁ বনু দীন্হা। মোর মনোরথু সফল ন কীন্হা ॥২॥
তজব ছোভু জনি ছাড়িঅ ছোহূ। করমু কঠিন কছু দোসু ন মোহূ॥
সুনি সিয় বচন সাসু অকুলানী। দসা কবনি বিধি কহৌঁ বখানী ॥৩॥
বারহিঁ বার লাই উর লীন্হী। ধরি ধীরজু সিখ আসিষ দীন্হী॥
অচল হোউ অহিবাতু তুম্হারা। জব লগি গঙ্গ জমুন জল ধারা ॥৪॥

দোহা— সীতহি সাসু অসীস সিখ দীন্হি অনেক প্রকার।
চলী নাই পদ পদুম সিরু অতি হিত বারহিঁ বার ॥৬৯॥

বাংলা অর্থ—কাতরি—কাতর; দৈঅঁ—দৈব; ছোহূ—কৃপা; অকুলানী—আকুলিত; অহিবাতু—এয়োতি; জমুন—যমুনা; অতি হিত—অতি প্রেম; চলী—চলিলেন; নাই—নত করিয়া; (দো—৮৯ পঃ)

চৌ—শোকাতুর মাতৃ-হিয়া স্নেহে যায় ভ'রে। শোকেতে মগন মুখে বাক্য নাহি সরে
নানা মতে রাম তাঁ'রে প্রবোধিতে চা'ন। সে ক্ষণের সেই স্নেহ কে করে বাখান? ১
শাশুড়ী-চরণ ধ'রে জানকী তখন। শুন ওগো মাতঃ! আমি বড় অভাজন॥
সেবা-কালে দৈব মোরে দিল বনবাস। মনোরথ-সিদ্ধে আমি হইনু নিরাশ ॥২
ক্ষোভ পরিহর কিন্তু কৃপা না ছাড়িবে। কঠিন করম-গতি মোরে না দূষিবে॥
জানকী-বচনে শ্বশ্রূ আকুলিত হ'ন। কেমনে সে দশা আমি করিব বর্ণন? ॥৩
বার বার ধরি' তা'রে বক্ষ মাঝে ল'ন। ধৈর্য্য ধরি' আশীর্ব্বাদ, শিক্ষা তারে দেন॥
এঁয়োতি অক্ষয় যেন হয় গো তোমার। যাবৎ যমুনা-গঙ্গা বহে জল ধার ॥৪॥

দোহা— শাশুড়ী দিলেন শিক্ষা, আশীর্ব্বাদ জানকীরে বিবিধ প্রকার॥
চলিলেন সীতা প্রেম-ভরা হিয়া পাদপদ্মে নমি' বার বার ॥৬৯॥

সারমর্ম—মায়ের স্নেহ, কাতরতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া রাম তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, সীতা শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—বিধাতা আপনার সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলেন, আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন, ইহাতে কাহারো দোষ নাই।

কর্ম্মগতি বড় কঠিন। তখন শাশুড়ী ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥৬৯॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ

চৌ—সমাচার জব লছিমন পাএ। ব্যাকুল বিলখ বদন উঠি ধাএ ॥
কম্প পুলক তন নয়ন সরীরা। গহে চরন অতি প্রেম অধীরা ॥১॥
কহি ন সকত কছু চিতবত ঠাঢ়ে। মীনু দীন জনু জল তেঁ কাঢ়ে ॥
সোচু হৃদয়ঁ বিধি কা হোনিহারা। সবু সুখু সুকৃতু সিরান হমারা ॥২॥
মো কহুঁ কাহ কহব রঘুনাথা। রখিহহিঁ ভবন কি লেহহিঁ সাথা ॥
রাম বিলোকি বন্ধু কর জোরেঁ। দেহ গেহ সব সন তৃনু তোরেঁ ॥৩॥
বোলে বচনু রাম নয় নাগর। সীল সনেহ সরল সুখ সাগর ॥
তাত প্রেম বস জনি কদরাহু। সমুঝি হৃদয়ঁ পরিনাম উছাহু ॥৪॥
দোহা— মাতু পিতা গুরু স্বামি সিখ সির ধরি করহিঁ সুভায়ঁ।
লহেউ লাভু তিন্হ জনম কর নতরু জনমু জগ জায়ঁ ॥৭০॥

বাংলা অর্থ—বিলখ—উদাস; চিতবত—দেখিল; ঠাঢ়ে—দাঁড়াইয়া; জল তে কাঢ়ে—জল হইতে উত্তোলিত; সিরান—শেষ হইয়াছে; মো কহুঁ—আমাকে; নয় নাগর—নীতি কুশলী; জনি কদরাহু—অধীর হইবে না; সুভায় —স্বাভাবিকভাবে; নতরু—নতুবা; জনম কর—জনমের; জয়ঁ—যাইবে (বৃথা); (দো—৭০ পঃ)

চৌ—এই সমাচার যবে লক্ষ্মণ জানিলা। কাঁদ'-কাঁদ' মুখে উঠি' ব্যাকুল ধাইলা ॥
কম্প-পুলকিত তনু, নয়ন স-নীর। চরণ ধারণ করে প্রেমেতে অধীর ॥১॥
কহিতে না পারে কিছু রহে চিত্রার্পিত। মীন যথা দীন হয় জল-বিবর্জ্জিত ॥
হিয়া-মাঝে ক'ন—বিধি! ভাবী কিবা হবে। মম সুখ সব পুণ্য সমাপিত এবে ॥২
নাহি জানি মোরে কিবা ক'ন রঘুনাথ। রাখিবেন গৃহে কিম্বা লইবেন সাথ ॥
রাম দেখিলেন, ভ্রাতা রহে যুক্তপাণি। দেহ, গেহ সব যেন তৃণ-সম মানি' ॥৩
কহেন বচন রাম নীতির আধার। শীল, স্নেহ, সরলতা, সুখ-পারাবার ॥
ওহে ভ্রাতঃ! প্রেম-বশে না হও কাতর। ভাবী কার্য্যভার চিন্তি' নিজ হিয়া 'পর ॥৪
দোহা— মাতা-পিতা-গুরু-স্বামি-শিক্ষা মানি' শিরে ধরি' করিলে পালন ॥
জনমের লাভ তা'র ধ্রুব হবে অন্যথায় বৃথাই জীবন ॥৭০॥

সারমর্ম—এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে, শুষ্ক বদনে লক্ষ্মণ চিত্র-পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রামের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিলেন,—হে প্রিয়! পরিণামের গুরুভার চিন্তা করিয়া প্রেমবশে এখন কাতর হইও না। গুরুজনের শিক্ষা যে মান্য করে তাহার জন্ম সার্থক। অন্যথায় জন্ম বৃথা হইয়া যায় ॥৭০॥

চৌ—অস জিয়ঁ জানি সুনহু সিখ ভাঈ। করহু মাতু পিত পদ সেবকাঈ ॥
ভবন ভরতু রিপুসূদনু নাহীঁ। রাউ বৃদ্ধ মম দুখু মন মাহীঁ ॥১॥

মৈ বন জাউঁ তুম্হহি লেই সাথা। হোই সবহ্নি বিধি অবধ অনাথা ॥
গুরু পিতু মাতু প্রজা পরিবারূ। সব কহু পরই দুসহ দুখ ভারূ ॥২॥
রহহু করহু সব কর পরিতোষু। নতরু তাত হোইহি বড় দোষু ॥
জাসু রাজ প্রিয় প্রজা দুখারী। সো নৃপু অবসি নরক অধিকারী ॥৩॥
রহহু তাত অসি নীতি বিচারী। সুনত লখনু ভএ ব্যাকুল ভারী ॥
সিঅরেঁ বচন সূখি গএ কৈসেঁ। পরসত তুহিন তামরসু জৈসেঁ ॥৪॥

দোহা— উতরু ন আবত প্রেম বস গহে চরন অকুলাই।
নাথ দাসু মৈঁ স্বামি তুম্হ তজহু ত কাহ বসাই ॥৭১॥

বাংলা অর্থ—পরই—পড়িবে ; রাজ—রাজ্যে ; সিঅরেঁ—শীতল ; তামরসু—তামরস, পদ্ম ; কাহ বসাই—কাহাকে আশ্রয় করি ; রিপুসূদনু—শত্রুঘ্ন ; (দো—৭১ পঃ)

চৌ—হেন শিক্ষা মনে মানি' করহ গ্রহণ। মাতৃ-পিতৃ-পদে সেবা কর অনুক্ষণ ॥
ভরত ও শত্রুঘন নাহিক ভবনে। বৃদ্ধ রাজা দুঃখ পান আমার বিহনে ॥১॥
বনে যাব যদি সাথে লইয়া তোমারে। অযোধ্যা অনাথ হবে সকল প্রকারে ॥
গুরু, পিতা, মাতা, প্রজা, পরিজন যত। সবা'পরে পড়িবে যে দুঃখ কত শত ॥২
হেথা রহি' দাও তুমি সবারে সান্ত্বনা। অন্যথা জানিবে হবে ঘোর বিড়ম্বনা ॥
যে রাজার রাজ্যে সব প্রজা দুঃখ পায়। সেই রাজা জানো ধ্রুব নরকেতে যায় ॥৩
এই নীতি বিচারিয়া রহি' যাও ঘরে। শুনিয়া লক্ষ্মণ-মনে ব্যাকুলতা ভরে ॥
শীতল বচনে মুখ তেমনি শুকায়। তুহিন-পরশে পদ্ম পড়ে যে দশায় ॥

দোহা— উত্তর না আসে আকুলতা-ভরে প্রেম-ভরে পদে ধরে তাই।
কহে—দাস আমি প্রভু তুমি স্বামী ত্যজ যদি ঠাঁই কোথা পাই ? ॥৭১

সারমর্ম—ইহা স্মরণ করিয়া মাতা-পিতার সেবা কর, ভরত, শত্রুঘ্নের অবর্ত্তমানে তুমি যদি সঙ্গে যাও তবে শোকাতুর বৃদ্ধ রাজার, প্রজাদের এবং পরিবারের উপর বড় দুঃখের বোঝা পড়িবে। এবং অযোধ্যা অনাথ হইবে, অতএব তুমি থাকিয়া সকলের সন্তুষ্টি করাও। তখন লক্ষ্মণ ব্যাকুল হইয়া রামের পদ-তলে পড়িয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবার প্রার্থনা জানাইলেন ॥৭১॥

চৌ—দীন্হি মোহি সিখ নীকি গোসাঁঈ। লাগি অগম অপনী কদরাঈ ॥
নরবর ধীর ধরম ধুর ধারী। নিগম নীতি কহুঁ তে অধিকারী ॥১॥
মৈঁ সিসু প্রভু সনেহঁ প্রতিপালা। মন্দরু মেরু কি লেহিঁ মরালা ॥
গুর পিত মাত ন জানউঁ কাহূ। কহউঁ সুভাউ নাথ পতিআহূ ॥২॥
জহঁ লগি জগত সনেহ সগাঈ। প্রীতি প্রতীতি নিগম নিজু গাঈ ॥
মোরেঁ সবই এক তুম্হ স্বামী। দীনবন্ধু উর অন্তরজামী ॥৩॥
ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী। কীরতি ভূতি সুগতি প্রিয় জাহী ॥
মন ক্রম বচন চরন রত হোঈ। কৃপাসিন্ধু পরিহরিঅ কি সোঈ ॥৪॥

দোহা— করুনাসিন্ধু সুবন্ধু কে সুনি মৃদু বচন বিনীত।
সমুঝাএ উর লাই প্রভু জানি সনেহঁ সভীত ॥৭২॥

বাংলা অর্থ—কদরাঈ—কাপুরুষতা ; ধুর ধারী—ধুরন্ধর ; প্রতিপালা—প্রতিপালিত ; পতি আহু—বিশ্বাস কর ; সগাঈ—সম্বন্ধ ; জহঁ লগি—যে পর্য্যন্ত ; সুবন্ধু—সুভ্রাতা ; অগম—অগম্য, বোধাতীত ; ভুতি—ঐশ্বর্য্য ; (দো—৭২ পঃ)

চৌ—শিক্ষা দিলে মোরে প্রভু অতি মনোরম। অবোধ্য লাগিছে মোর, আমি নরাধম
ধীর নরবর যিনি ধর্ম্মভার-ধারী। ধরম নীতিতে হ'ন তিনি অধিকারী ॥১॥
আমি শিশু প্রভু-স্নেহে হ'য়েছি পালিত। মন্দর-মেরু কি হয় মরাল-বিধৃত?
গুরু, পিতা, মাতা আদি আমি না জানিনু। প্রত্যয় করহ নাথ! স্বভাব কহিনু ॥২
যত দূর স্নেহ-সঙ্গ হয় ধাবমান। প্রীতি ও প্রতীতি-সীমা বেদ করে গান ॥
আমার সে সব একমাত্র তুমি স্বামী। দীন-জন-বন্ধু তুমি মম অন্তর্যামী ॥৩
ধর্ম্মনীতি, উপদেশ দিও তুমি তাহে। কীর্ত্তি, ধন, মোক্ষ যেই প্রিয় বলি' চাহে ॥
কায়-মনো-বাকে রত যে তব চরণে। কৃপাসিন্ধু! ত্যজ তুমি তাহারে কেমনে ॥

দোহা— লক্ষ্মণ-বচন বিনীত মৃদুল শুনি' পরে কৃপার সাগর।
বক্ষে ল'য়ে প্রভু বুঝা'লেন তা'রে ভয়-ভীত স্নেহেতে কাতর ॥৭২॥

সারমর্ম্ম—লক্ষ্মণ গদ গদ ভাবে রামকে বলিলেন,—হে প্রভু! আমি তোমার এই নীতিপূর্ণ উপদেশ গ্রহণের অযোগ্য কারণ আমি শিশুর মত, তোমার কঠিন উপদেশ রক্ষা করিতে পারিব না। মাতা-পিতা, গুরু প্রভৃতিকে আমি জানি না, তুমিই আমার সব, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার চরণে অনুরক্ত, আমাকে ত্যাগ করিও না ॥৭২॥

লক্ষ্মণ-সুমিত্রা-সংবাদ

চৌ—মাগহু বিদা মাতু সন জাঈ। আবহু বেগি চলহু বন ভাঈ ॥
মুদিত ভএ সুনি রঘুবর বানী। ভয়উ লাভ বড় গই বড়ি হানী ॥১॥
হরষিত হৃদয়ঁ মাতু পহিঁ আএ। মনহুঁ অন্ধ ফিরি লোচন পাএ ॥
জাই জননি পগ নায়উ মাথা। মনু রঘুনন্দন জানকি সাথা ॥২॥
পূঁছে মাতু মলিন মন দেখী। লখন কহী সব কথা বিসেষী ॥
গঈ সহমি সুনি বচন কঠোরা। মৃগী দেখি দব জনু চহু ওরা ॥৩॥
লখন লখেউ ভা অনরথ আজূ। এহিঁ সনেহ বস করব অকাজূ ॥
মাগত বিদা সভয় সকুচাহীঁ। জাই সঙ্গ বিধি কহিহি কি নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— সমুঝি সুমিত্রাঁ রাম সিয় রূপু সুসীলু সুভাউ।
নৃপ সনেহু লখি ধুনেউ সিরু পাপিনি দীন্হ কুদাউ ॥৭৩॥

বাংলা অর্থ—বড় লাভ—শ্রেষ্ঠ লাভ (পুং) ; বড়ি হানি—অতি ক্ষতি (স্ত্রীং) ; সহমি গঈ—ভীত হইলেন ; দব—দাবাগ্নি ; অনরথ—অনর্থ ; সিরু—শির, মস্তক ; ধুনেউ—মাথা কুটিল ; কুদাউ দীন্হ—প্রতারণা করিল ; (দো—৭৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—বিদায় মাগিয়া লও মাতার সদনে। ত্বরায় আসিব ফিরি' চল ভাই বনে॥
প্রমুদিত হ'ন শুনি' রঘুবর-বাণী। ক'ন—"বড় হ'ল লাভ, এড়াইনু হানি" ॥১
মহানন্দে মাতৃ-পার্শ্বে করিলা গমন। অন্ধ যেন পাইয়াছে ফিরিয়া নয়ন ॥
মাতার চরণে গিয়া করেন প্রণাম। মন ছিল সেথা তা'র যেথা সীতা-রাম ॥২
হেরিয়া উদাস মন মাতা পুছে তা'রে। লক্ষ্মণ মাতারে সব ক'ন সবিস্তারে ॥
কঠোর বচন শুনি' মাতা চমকিল। মৃগী যেন চারিভিতে দাবাগ্নি হেরিল ॥৩
অনর্থ ঘটিল আজি লক্ষ্মণ হেরিল। স্নেহ-বশে অঘটন মনে আশঙ্কিল ॥
বিদায় মাগিতে ভয় হয় মা'র কাছে। সহ-যাত্রা বিধিলিপি আছে কি না আছে? ॥৪
দোহা— রাম-সীতা-রূপ শীতল স্বভাব মন-মাঝে সুমিত্রা বুঝিল।
নৃপে স্নেহ বুঝি' শিরে হানি' চিন্তে— পাপীয়সী কুস্থানে হানিল ॥৭৩॥

সারমর্ম—তখন রাম লক্ষ্মণকে মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ আনন্দিত হইয়া গিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিলেন, মা তাঁহার মনের উদাসীন ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া মা কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন ইহা কৈকেয়ীর কূটনীতি ॥৭৩॥

চৌ—ধীরজু ধরেউ কুঅবসর জানী। সহজ সুহৃদ বোলী মৃদু বানী ॥
তাত তুম্হারি মাতু বৈদেহী। পিতা রামু সব ভাঁতি সনেহী ॥১
অবধ তহাঁ জহঁ রাম নিবাসূ। তহঁই দিবসু জহঁ ভানু প্রকাসূ ॥
জৌ পৈ সীয় রামু বন জাহীঁ। অবধ তুম্হার কাজু কছু নাহীঁ ॥২॥
গুর পিতু মাতু বন্ধু সুর সাঈ। সেইঅহি সকল প্রান কী নাঈ ॥
রামু প্রানপ্রিয় জীবন জী কে। স্বারথ রহিত সখা সবহী কে ॥৩॥
পূজনীয় প্রিয় পরম জহাঁ তেঁ। সব মানিঅহি রাম কে নাতেঁ ॥
অস জিয়ঁ জানি সঙ্গ বন জাহূ। লেহু তাত জগ জীবন লাহূ ॥৪॥
দোহা— ভূরি ভাগ ভাজনু ভয়হু মোহি সমেত বলি জাউঁ।
জৌঁ তুম্হরেঁ মন ছাড়ি ছলু কীন্হ রাম পদ ঠাউঁ ॥৭৪॥

বাংলা অর্থ—জৌ পৈ—যদি তবে; সাঈ—স্বামী; সেইঅহিঁ—সেবা করিবে; নাতেঁ—সম্বন্ধযুক্ত; ভাগ ভাজনু—ভাগ্যবান্; ঠাউঁ—স্থান; বলি জাউঁ—আমি বলিহারী যাই অর্থাৎ আদর জানাইয়া কহি; (দো—৭৪ পঃ)

চৌ—ধৈর্য্য ধরি' মনে তদা কুসময় জানি'। সুহৃদয়া স্বভাবতঃ ক'ন মৃদু-বাণী ॥
ওহে তাত! বৈদেহীরে মাতা বলি' মানো। সর্ব্বজনে স্নেহ'পর রামে পিতা জানো ॥১
অযোধ্যা তথায় যেথা রামের নিবাস। সেখানে দিবস যেথা রবির প্রকাশ ॥
সীতা-রাম করে যদি বনেতে গমন। অযোধ্যা-বাসেতে তব কি বা প্রয়োজন? ॥২
গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, স্বামী, দেবগণে। সেবিবে সকলে নিজ প্রাণ-সম জ্ঞানে ॥
প্রাণ-প্রিয় রামে জানো হৃদয়-জীবন। স্বার্থহীন সখা তিনি সর্ব্ব-প্রিয় হ'ন ॥৩

যেখানেই রহে তব অতি প্রিয়-জন। সবারে জানিবে তুমি রামের স্বজন॥
এ' কথা হৃদয়ে জানি' সঙ্গে যাও বনে। হে তাত! সকল লাভ ভুঞ্জিবে জীবনে ॥৪
দোহা— বড় ভাগ্যধর তুমি আর আমি যাও তুমি, লইনু বালাই।
যেহেতু তোমার মানস লভেছে ছাড়ি' ছল রাম পদে ঠাঁই ॥৭৪॥

সারমর্ম---শোকের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া তিনি ধৈর্য্য ধরিলে মঙ্গলাকাঙ্খী সুমিত্রা মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে প্রিয়! সীতা-রামই তোমার মাতা-পিতার ন্যায়। যেখানে রাম বাস করেন, সেই স্থানেই অযোধ্যা, রামকে প্রাণের মত সেবা করিও। প্রিয় রাম তোমার নিঃস্বার্থ সখা, ইহা মনে রাখিয়া রামের সঙ্গে বনে যাও, অকপটে তোমার মন রাম-পদে স্থান লইয়াছে, ইহাতে আমাকে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান করিয়াছ ॥৭৪॥

চৌ—পুত্রবতী জুবতী জগ সোঈ। রঘুপতি ভগতু জাসু সুতু হোঈ ॥
নতরু বাঁঝ ভলি বাদি বিআনী। রাম বিমুখ সুত তেঁ হিত জানী ॥১॥
তুম্হরেহিঁ ভাগ রামু বন জাহীঁ। দূসর হেতু তাত কছু নাহীঁ ॥
সকল সুকৃত কর বড় ফল এহূ। রাম সীয় পদ সহজ সনেহূ ॥২॥
রাগু রোষু ইরিষা মদু মোহূ। জনি সপনেহুঁ ইন্হ কে বস হোহূ ॥
সকল প্রকার বিকার বিহাঈ। মন ক্রম বচন করেহু সেবকাঈ ॥৩॥
তুম্হ কহুঁ বন সব ভাঁতি সুপাসূ। সঙ্গ পিতু মাতু রামু সীয় জাসূ ॥
জেহিঁ ন রামু বন লহহিঁ কলেসূ। সুত সোই করেহু ইহই উপদেসূ ॥৪॥
ছন্দ— উপদেসু যহু জেহিঁ তাত তুম্হরে রাম সিয় সুখ পাবহীঁ।
পিতু মাতু প্রিয় পরিবার পুর সুখ সুরতি বন বিসরাবহীঁ ॥
তুলসী প্রভুহি সিখ দেই আয়সু দীন্হ পুনি আসিষ দঈ।
রতি হোউ অবিরল অমল সিয় রঘুবীর পদ নিত নিত নই ॥
সো॰— মাতু চরন সিরু নাই চলে তুরত সঙ্কিত হৃদয়ঁ।
বাগুর বিষম তোরাই মনহুঁ ভাগ মৃগু ভাগ বস ॥৭৫॥

বাংলা অর্থ—বাঁঝ—বন্ধ্যা; বাদি—ব্যর্থ; বিআনি—প্রসব; ভাগ—ভাগ্য; ইরিষা—ঈর্ষ্যা; বিহাঈ—ত্যাগ করিয়া; সুপাসূ—আরাম; সুরতি—স্মৃতি; বিসরাবহী—ভুলিয়া যাইবে; বাগুর—জাল; তোরাই—ছেদ করিয়া; ভাগ—পলাইল; ভাগ বস—ভাগ্যবশে; নিত—নিত্য; নই—নূতন; (দো—৭৫ পঃ)

চৌ—পুত্রবতী নারী তা'রে জানি এ' জগতে। উদরে যে ধরে সুত রাঘব ভকতে ॥
বরং অপুত্র ভালো না করি' প্রসব। রামদ্রোহী সুত হ'লে অশুভ-উদ্ভব ॥১॥
তব ভাগ্যফলে আজি রাম যায় বনে। অন্য হেতু তাত! কিছু নাহি লয় মনে ॥
এই সব জানো তব সুকৃতের ফল। রাম-সীতা-পদে ভক্তি স্বভাব সরল ॥২॥
রাগ, রোষ, ঈর্ষ্যা, মদ, মোহ দোষ আর। স্বপ্নেও না যেন তোমা' করে অধিকার ॥
সকল প্রকারে তুমি বিকার ত্যজিয়া। কায়মনো-বাক্যে যাবে রামেরে সেবিয়া ॥৩

বন সুখ দিবে তোমা সকল প্রকার। জেনো পিতা মাতা সঙ্গে রাম-সীতা যার ॥
রাম যাহে বনে কিছু দুঃখ নাহি পা'ন। প্রিয় পুত্র! কর তাহা - করি আজ্ঞা দান ॥৪

ছন্দ— এই উপদেশ পাল মম তাত! যাহে সীতা-রাম আরাম লভিবে।
পিতা, মাতা তথা প্রিয় পরিজন পুর-সুখ-স্মৃতি বনে বিস্মরিবে॥
তুলসী কঁহিছে—মাতৃ-শিক্ষা লভি প্রভু চলে বনে আশীর্ব্বাদ নিয়া।
রাম-সীতা-পদে নিত্য নব প্রীতি প্রগাঢ় নির্ম্মল উঠুক জাগিয়া॥

সোরঠা— মাতার চরণে মস্তক নমিত শঙ্কিত হৃদয়ে ধাইল লক্ষ্মণ।
বিষম বাগুরা করিয়া ছিন্দিত ভাগ্যবশে মৃগ করে পলায়ন ॥৭৫॥

সার মর্ম্ম—যাহার পুত্র রামভক্ত, জগতে তাহাকেই পুত্রবতী বলা যায়। পুত্র রাম-বিমুখ হইলে অকল্যাণ হইবেই! তোমার সৌভাগ্যক্রমে রাম বনে যাইতেছেন, তুমি কখনও ক্রোধ, ঈর্ষা, অহঙ্কার ও মোহের বশে আসিও না। মন, কার্য্য ও বাক্যের দ্বারা রামের সেবা করিবে। যাহাতে বনে গিয়া রামের কোন ক্লেশ না হয় তাহাই করিও। মা ছেলেকে সীতা রামের পবিত্র চরণ-পদ্মে নিত্য নূতন অবিরল ভক্তি হইতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দিলেন ॥৭৫॥

শ্রীরামের দশরথ-সমীপে বিদায় গ্রহণ

চৌ—গএ লখনু জহঁ জানকিনাথু। ভে মন মুদিত পাই প্রিয় সাথু॥
বন্দি রাম সিয় চরন সুহাএ। চলে সঙ্গ নৃপ মন্দির আএ ॥১॥
কহহিঁ পরসপর পুর নর নারী। ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী ॥
তন কৃস মন দুখু বদন মলীনে। বিকল মনহুঁ মাখী মধু ছীনে ॥২॥
কর মীজহিঁ সিরু ধুনি পছিতাহীঁ। জনু বিনু পঙ্খ বিহগ অকুলাহীঁ ॥
ভই বড়ি ভীর ভুপ দরবারা। বরনি ন জাই বিষাদু অপারা ॥৩॥
সচিবঁ উঠাই রাউ বৈঠারে। কহি প্রিয় বচন রামু পগু ধারে॥
সিয় সমেত দোউ তনয় নিহারী। ব্যাকুল ভয়উ ভুমিপতি ভারী ॥৪॥

দোহা— সীয় সহিত সুত সুভগ দোউ দেখি দেখি অকুলাই।
বারহিঁ বার সনেহ বস রাউ লেই উর লাই ॥৭৬॥

বাংলা অর্থ—মধু ছীনে—মধু হইতে বিচ্ছিন্ন; কর মীজহিঁ—হস্ত দ্বারা হস্ত ঘর্ষণ করিল; সিরু ধুনি—শিরে করাঘাত করিয়া; পগু ধারে—পদার্পণ করিলেন; অকুলাই—আকুল হইলেন; লাই লেই—লাগাইয়া লইলেন; (দো—৭৬ পঃ)

চৌ—সীতা-নাথ যথা তথা লক্ষ্মণ চলিল। প্রিয়-সঙ্গ লভি' মন মুদিত হইল ॥
প্রণমিয়া সীতা-রাম-সুন্দর-চরণ। পিছু পিছু চলিলেন নৃপতি-ভবন ॥১॥
যত পুর-নর-নারী পরস্পর ক'ন। ভাল করি' বিধি মন্দ করে সংঘটন ॥
তনু কৃশ, মন ক্ষুণ্ণ, বদন মলিন। মক্ষিকা বিকল যেন মধু-চক্রহীন ॥২॥

হাতে হাত ঘসে সবে, শোকে হানে শির। পাখা বিনা পক্ষী যথা আকুল-শরীর ॥
ভীষণ ভিড়েতে পূর্ণ নৃপ-দরবার। বর্ণনে না যায় সেথা বিষাদ অপার ॥৩॥
উঠা'য়ে রাজারে মন্ত্রী বসা'ন আসনে। 'রাম উপনীত' এই মধুর বচনে ॥
সীতা-সহ দুই পুত্রে হেরিয়া তখন। ভূমি-পতি অতি বড় ব্যাকুলিত হ'ন ॥৪॥

দোহা— সীতা-সহ দুই সুন্দর তনয়ে হেরি' পুন হ'ন আকুলিত।
বার বার রাজা স্নেহেতে বিবশ হৃদয়েতে করে আলিঙ্গিত ॥৭৬॥

সারমর্ম—লক্ষ্মণ রামের নিকট আসিয়া প্রসন্নচিত্তে সীতা-রামের চরণ বন্দনা করিলেন। সকলে রাজ-মন্দিরে গেলেন। সেই সময় নগরের নর-নারীর মন দুঃখিত ও মুখ মলিন হইয়াছিল। সে অবস্থা অবর্ণনীয়। মন্ত্রী রাজাকে উঠাইয়া বসাইয়া রামের আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। রাজা সীতার সহিত দুই পুত্রকে দেখিয়া স্নেহভরে তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ॥৭৬॥

চৌ—সকই ন বোলি বিকল নরনাহূ। সোক জনিত উর দারুন দাহূ ॥
নাই সীসু পদ অতি অনুরাগা। উঠি রঘুবীর বিদা তব মাগা ॥১॥
পিতু অসীস আয়সু মোহি দীজৈ। হরষ সময় বিসমউ কত কীজৈ ॥
তাত কিএঁ প্রিয় প্রেম প্রমাদূ। জসু জগ জাই হোই অপবাদূ ॥২॥
সুনি সনেহ বস উঠি নরনাহাঁ। বৈঠারে রঘুপতি গহি বাহাঁ ॥
সুনহু তাত তুম্হ কহুঁ মুনি কহহীঁ। রামু চরাচর নায়ক অহহীঁ ॥৩॥
সুভ অরু অসুভ করম অনুহারী। ঈসু দেই ফলু হৃদয়ঁ বিচারী ॥
করই জো করম পাব ফল সোঈ। নিগম নীতি অসি কহ সবু কোঈ ॥৪॥

দোহা— ঔরু করৈ অপরাধু কোউ ঔর পাব ফল ভোগু।
অতি বিচিত্র ভগবন্ত গতি কো জগ জানৈ জোগু ॥৭৭॥

বাংলা অর্থ—নাই সীসু—শির নত করিয়া; কত—কেন; বিসমউ—বিষাদ; কিএঁ—কৃত হইলে; বাহাঁ—বাহু; জানৈ জোগু—জানিবার যোগ্য; ঈসু—ঈশ্বর; ঔরু কোউ—অন্য কোন জন; গহি—গ্রহণ করিয়া, ধরিয়া; (দো—৭৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—কথা নাহি স্ফুরে তদা নৃপতি বিকল। নিদারুণ হিয়া দহে শোকেতে বিহ্বল ॥
রাজ-পদে শির নমি' অনুরাগবান্। রঘুবীর বিদায়ের অনুমতি চান ॥১॥
ওহে পিতঃ! আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞা মোরে কর। আনন্দ-সময়ে শোক দুঃখ পরিহর ॥
প্রিয়-প্রেম-বশে যদি আচর প্রমাদ। যশ যাবে ধরা-মাঝে র'বে অপবাদ ॥২॥
শুনিয়া স্নেহান্ধ তবে উঠি' নরনাথ। বসা'ন সেথায় ধরি' রঘুপতি-হাত ॥
শুন তাত! তব কথা মুনিগণ কয়। চরাচর-স্বামী রামে জানিবে নিশ্চয় ॥৩॥
শুভ ও অশুভ জানো কর্ম্ম-অনুসারী। ফল দেন ভগবান্ হৃদয়ে বিচারি ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে ফল তথা হবে। এইরূপ বেদ-নীতি ব'লে থাকে সবে ॥৪॥

দোহা— একে করে দোষ অন্যে লভে ফল বিপরীত এই আচরণ ॥
অতীব বিচিত্র বিধির বিধান বিশ্বে বুঝে নাহি হেন জন ॥৭৭॥

সারমর্ম্ম—ব্যাকুলতার জন্য রাজা কথা বলিতে না পারায় শোকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন, তখন রাম তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—এই আনন্দের সময় দুঃখ করিবেন না। স্নেহ-ক্ষুব্ধ হইয়া যশো-ত্যাগ ও অপবাদ গ্রহণ করিবেন। ইহা শুনিয়া রাজা রামের হাত ধরিয়া বসাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন ॥৭৭॥

চৌ—রায়ঁ রাম রাখন হিত লাগী। বহুত উপায় কিএ ছল্ ত্যাগী ॥
লখী রাম রুখ রহত ন জানে। ধরম ধুরন্ধর ধীর সয়ানে ॥১॥
তব নৃপ সীয় লাই উর লীন্হী। অতি হিত বহুত ভাঁতি সিখ দীন্হী ॥
কহি বন কে দুখ দুসহ সুনাএ। সাসু সসুর পিতু সুখ সমুঝাএ ॥২॥
সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা। ঘরু ন সুগমু বনু বিষমু ন লাগা ॥
ঔরউ সবহিঁ সীয় সমুঝাঈ। কহি কহি বিপিন বিপতি অধিকাঈ ॥৩॥
সচিব নারি গুর নারি সয়ানী। সহিত সনেহ কহহিঁ মৃদু বানী ॥
তুম্হ কহুঁ তৌ ন দীন্হ বনবাসূ। করহু জো কহহিঁ সসুর গুর সাসূ ॥৪॥

দোহা— সিখ সীতলি হিত মধুর মৃদু সুনি সীতহি ন সোহানি।
সরদ চন্দ চন্দিনি লগত জনু চকঈ অকুলানি ॥৭৮॥

বাংলা অর্থ—**রহত ন জানে**—থাকিবে না জানিল; **সুনায়ে**—শুনাইলেন; **সমুঝায়ে**—বুঝাইলেন; **ঔরউ**—আরো; **তুমহ কঁহু তৌ**—তোমাকে ত; **সাসূ**—শাশুড়ী; **ন সোহানি**—ভাল লাগিল না; **লগত**—লগ্ন হইলে; **চন্দিনি**—চন্দ্রলোক; (দো—৭৮ পঃ)

চৌ—নৃপ রামে অযোধ্যাতে চা'ন রাখিবারে। ছল ধরি' নানাবিধ উপায়-বিস্তারে ॥
বুঝিলেন রাম-মত বনেতে প্রয়াণ। ধর্ম্ম-ধুরন্ধর তিনি ধীর বুদ্ধিমান্ ॥১॥
জানকীরে নৃপ ধরে হৃদয়-মাঝারে। অতি হিত শিখা'লেন বিবিধ প্রকারে ॥
তাহারে বুঝা'ন বনে দুর্ব্বিসহ দুঃখ। শ্বশুর শাশুড়ী পিতা সহ বহু সুখ ॥২॥
সীতা-মন ধরে রাম-পদে অনুরাগ। ঘরে না সুবিধা মানে, বনে না বিরাগ ॥
আরো সব শিক্ষা নৃপ সীতারে শিখা'ন। বিপিনে বিপদ বহু বুঝাইতে চা'ন ॥৩
সচিব ও গুরু নারী বুদ্ধিমতী যত। স্নেহভরে মৃদু ভাষে করেন বিরত ॥
বনবাস নাহি দেয় কেহ তোমা'তরে। শ্বশুর-শাশুড়ী-গুরু-আজ্ঞা পাল ঘরে ॥৪

দোহা— শিক্ষা সুশীতল মৃদু মধুময় সীতা-কর্ণে ভাল না লাগিল ॥
শারদ শশীর কিরণ লভিয়া হর্ষে যেন চকোরী ডুবিল ॥৭৮॥

সারমর্ম্ম—রাজা রামকে রাখার জন্য অকপটে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্ঞানী রামচন্দ্রের না থাকার ইচ্ছা বুঝিয়া সীতাকে অতি স্নেহে উপদেশ দিলেন যাহাতে তিনি বনে না যান। তারপর মন্ত্রীর পত্নী, গুরু-পত্নী নানা প্রকারে সীতাকে বুঝাইলেন বনে ভয়ানক বিপদের কথা শুনিয়াও সীতার মনে রাম-চরণে ভক্তি অক্ষুন্ন থাকিল ॥৭৮॥

চৌ—সীয় সকুচ বস উতরু ন দেঈ। সো সুনি তমকি উঠী কৈকেঈ॥
মুনি পট ভূষন ভাজন আনী। আগেঁ ধরি বোলী মৃদু বানী॥১॥
নৃপহি প্রানপ্রিয় তুম্হ রঘুবীরা। সীল সনেহ ন ছাড়িহি ভীরা॥
সুকৃত সুজসু পরলোকু নসাউ। তুম্হহি জান বন কহিহিঁ ন কাউ॥২॥
অস বিচারি সোই করহু জো ভাবা। রাম জননি সিখ সুনি সুখু পাবা॥
ভূপহি বচন বানসম লাগে। করহিঁ ন প্রান পয়ান অভাগে॥৩॥
লোগ বিকল মুরুছিত নরনাহূ। কাহ করিঅ কছু সূঝ ন কাহূ॥
রামু তুরত মুনি বেষু বনাঈ। চলে জনক জননিহি সিরু নাঈ॥৪॥

দোহা— সজি বন সাজু সমাজু সবু বনিতা বন্ধু সমেত।
বন্দি বিপ্র গুর চরন প্রভু চলে করি সবহি অচেত॥৭৯॥

বাংলা অর্থ—তমকি—ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া; ভীরা—ভীরু (প্রেম বশ); নসাউ—নষ্ট হউক; কাউ—কভু; ভাবা—ভাল লাগে; অভাগে—অভাগ্য; পয়ান করহি ন—চলিয়া যাইতেছে না; কাহ—কি; সাজু সমাজু—সাজ সজ্জা; অচেত—মূর্চ্ছিত; অভাগে—অভাগা; পয়ান—প্রস্থান; (দো—৭৯ পঃ)

চৌ—সঙ্কোচে বিবশ সীতা উত্তর না দিল। শুনিয়া কৈকেয়ী তবে রোষে গুমরিল॥
মুনিযোগ্য বসন ও সাজসজ্জা আনি'। আগে ধরি' কহিলেন মৃদু-মন্দ বাণী॥১
নৃপ-প্রাণ-প্রিয় তুমি ওহে রঘুবর!। ভীরু নৃপ না ত্যজিবে স্নেহ তোমা'পর॥
পরকাল, পুণ্য, যশ যত্তপি নাশিবে। বনবাস-কথা কভু নৃপ না কহিবে॥২॥
ইহা চিন্তি' মনে যাহা লাগে ভাল কর। জননীর বাণী শুনি' রাম সুখপর॥
বাণ-সম এই বাণী নৃপেরে বিঁধিল। 'না যায় অভাগা-প্রাণ'—নৃপতি চিন্তিল॥৩
নৃপতি মূর্চ্ছিত হয়, জনতা বিকল। কেবা কি করিবে হেন নাহি বুদ্ধি বল॥
রাম ত্বরা মুনি-বেশ তখনি ধরিল। পিতারে মাতারে নমি' চলিতে লাগিল॥৪

দোহা— বন-সাজ-সজ্জা ধরি' রঘুবর বনিতা, ভ্রাতারে ল'য়ে সাথ॥
গুরু-বিপ্র-পাদ বন্দনা করিয়া চলে সবে করিয়া অনাথ॥৭৯॥

সারমর্ম—সীতা সঙ্কোচবশে উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে কৈকেয়ী একটু রাগিয়া মুনি-বেশোচিত ভূষণাদি আনিয়া দিয়া তিনি মধুর বাক্যে বলিলেন—হে রাম! রাজার স্নেহবশতঃ যশ-পুণ্য প্রভৃতি নষ্ট হইলেও রাজা তোমাকে বনে যাইতে বলিবেন না। ইহা বিচার করিয়া যাহা ভাল হয় তাহাই কর। ইহা শুনিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম স্ত্রী ও ভাইএর সহিত মুনিবেশ ধারণ করিয়া মাতা-পিতা-গুরু-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চরণ বন্দনা করিয়া সকলকে শোক-বিহ্বল করতঃ বনে চলিলেন॥৭৯॥

চৌ—নিকসি বসিষ্ঠ দ্বার ভএ ঠাঢ়ে। দেখে লোগ বিরহ দব দাঢ়ে॥
কহি প্রিয় বচন সকল সমুঝাএ। বিপ্র বৃন্দ রঘুবীর বোলাএ॥১॥

গুর সন কহি বরষাসন দীন্হে। আদর দান বিনয় বস কীন্হে॥
জাচক দান মান সন্তোষে। মীত পুনীত প্রেম পরিতোষে ॥২॥
দাসীঁ দাস বোলাই বহোরি। গুরহি সৌঁপি বোলে কর জোরী ॥
সব কৈ সার সঁভার গোসাঈঁ। করবি জনক জননী কী নাঈঁ ॥৩॥
বারহিঁ বার জোরি জুগ পানী। কহত রামু সব সন মৃদু বানী ॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী। জেহি তেঁ রহৈ ভুআল সুখারী ॥৪॥

দোহা— মাতু সকল মোরে বিরহঁ জেহিঁ ন হোহিঁ দুখ দীন।
সোই উপাউ তুম্হ করেহু সব পুর জন পরম প্রবীন ॥৮০॥

বাংলা অর্থ—নিকসি—বাহির হইয়া; ঠাঢ়ে—দণ্ডায়মান; দাঢ়ে—দগ্ধ হইতেছে; বরষাসন—বর্ষা ঋতুর উপযোগী খাদ্য; সন্তোষে—সম্যক তুষ্ট করিলেন; সার সম্ভার—দেখাশুনা, তদারক; জেহি তেঁ—যাদের হইতে; জেহিঁ ন হোহি—যাহাতে না হন; বিরহ দব—বিরহরূপ দাবাগ্নি; সৌঁপি—সমর্পণ করিয়া; (দো—৮০ পঃ)

চৌ—পুরী ছাড়ি' দাঁড়া'লেন বশিষ্ঠের দ্বারে। বিরহ-দাবাগ্নি-দগ্ধ হেরেন সবারে ॥
সবারে বুঝান কহি' মধুর বচন। বিপ্রগণে রাম পুন করে আবাহন ॥১॥
বর্ষ-ভোজ্যে তুষি' সবে ল'য়ে গুরু-মত। করেন বিনয়ে, স্নেহে দানে বশীভূত ॥
যাচকেরে দানে, মানে ভূরিশ তুষিয়া। পুণ্য প্রেমে মিত্রদের তুষিলেন হিয়া ॥২
দাস দাসী সবাকারে পুন আবাহিয়া। কর-যোড়ে ক'ন তবে গুরুরে সঁপিয়া ॥
'ওহে প্রভু! দেখা-শুনা সবারে করিবে। পিতা-মাতা-সম তুমি তাদের তুষিবে' ॥৩
বার বার সবাকারে কহি' যুক্ত-করে। মিষ্ট ভাষে তুষিলেন রাম মৃদু স্বরে ॥
'তাহারে সর্ব্বথা মানি হিতকারী মম। যাহা হ'তে নৃপ ভুঞ্জে আনন্দ পরম ॥৪

দোহা— মাতৃগণ যাহে আমার বিরহে না হ'ন কখন দুখদীন ॥
সে সব উপায় সকলে চিন্তিবে পুরজন তোমরা প্রবীণ' ॥৮০॥

সারমর্ম্ম—রামচন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বশিষ্ঠ মুনির বাড়ীর সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া সকলে বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। রাম সকলকে ডাকিয়া প্রিয় বাক্যে বুঝাইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য গুরুকে বলিয়া তাঁহাদিগের এক বৎসরের আহারের ব্যবস্থা করিয়া করযোড়ে রাজা-রাণীদের ও প্রজাদের কষ্ট না পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে প্রার্থনা করিলেন ॥৮০॥

চৌ—এহি বিধি রাম সবহি সমুঝাবা। গুর পদ পদুম হরষি সিরু নাবা ॥
গনপতি গৌরি গিরীসু মনাঈ। চলে অসীস পাই রঘুরাঈ ॥১॥
রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ। সুনি ন জাই পুর আরত নাদূ ॥
কুসগুন লঙ্ক অবধ অতি সোকূ। হরষ বিষাদ বিবস সুরলোকূ ॥২॥
গই মুরুছা তব ভূপতি জাগে। বোলি সুমন্ত্রু কহন অস লাগে ॥
রামু চলে বন প্রান ন জাহীঁ। কেহি সুখ লাগি রহত তন মাহীঁ ॥৩॥

এহি তেঁ কবন ব্যথা বলবানা। জো দুখু পাই তজহিঁ তনু প্রানা॥
পুনি ধরি ধীর কহই নরনাহূ। লৈ রথু সঙ্গ সখা তুম্হ জাহূ ॥৪॥
দোহা— সুঠি সুকুমার কুমার দোউ জনকসুতা সুকুমারি।
রথ চঢ়াই দেখরাই বনু ফিরেহু গএঁ দিন চারি ॥৮১॥

বাংলা অর্থ—মনাই—সন্তুষ্ট করিয়া ; আরত নাদূ—আর্ত্তনাদ ; কু সগুন—কুলক্ষণ ; কেহি সুখ—কোন্ সুখ ; এহি তেঁ—ইহা অপেক্ষা ; কবন—কোন্ ; সুঠি—অত্যন্ত ; দেখরাই—দেখাইয়া ; মুরুছা গঈ—মূর্চ্ছা চলিয়া গেলে ; (দো—৮১ পঃ)

চৌ—হেন মতে সবাকারে বুঝাইয়া রাম। গুরু-পাদ-পদ্মে হর্ষে করেন প্রণাম॥
গণপতি ভবানী ও মহেশে নমিয়া। রঘুরাজ চলে পথে আশিস লভিয়া ॥১
চলিবার পথে রাম বিষাদে ভরিলা। নগরীর আর্ত্তনাদ শুনিতে নারিলা॥
লঙ্কাপুরে কুলক্ষণ অযোধ্যাতে শোক। হরষ-বিষাদ দু'য়ে ভরা সুরলোক ॥২॥
ভূপতি জাগেন হ'লে মূর্চ্ছা অবসান। সুমন্ত্রে আবাহি' তবে কহিয়া শুনা'ন॥
রাম চলে বনে কিন্তু না গেল পরাণ। কোন্ সুখে তনু মাঝে তার অবস্থান? ॥৩
ইহা হ'তে কোন্ ব্যথা কহ বলবান্—যেই ব্যথা লভি তনু ত্যজিবে পরাণ?॥
ধীরতা ধরিয়া পুন কহে নরনাথ। রথ ল'য়ে ওহে সখা! তুমি যাও সাথ ॥৪
দোহা— চারু সুকুমার দুইটি কুমার জনকের সুতা সুকুমারী॥
রথে চড়ি' বন দেখায়ে ফিরায়ে আনো গিয়া দিন দুই চারি ॥৮১॥

সারমর্ম্ম—রাম সকলকে বুঝাইয়া গুরুর পাদ-পদ্মে প্রণাম করতঃ মনে মনে গণেশ, পার্ব্বতী ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বনে যাত্রা করিলেন। তখন পুরীতে ভীষণ আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল, লঙ্কায় ও অশুভ-চিহ্ন দেখা গেলে দেবতারা আনন্দিত হইলেন। রাজার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—রাম বনে যাইতেছে অথচ আমার প্রাণ যাইতেছে না। তুমি রথে করিয়া সীতা-রামকে বন দেখাইয়া দুই চার দিন পরে ফিরাইয়া আনিও ॥১॥

চৌ—জৌঁ নহিঁ ফিরহিঁ ধীর দোউ ভাঈ। সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রঘুরাঈ॥
তৌ তুম্হ বিনয় করেহু কর জোরী। ফেরিঅ প্রভু মিথিলেসকিসোরী ॥১॥
জব সিয় কানন দেখি ডেরাঈ। কহেহু মোরি সিখ অবসরু পাঈ॥
সাসু সসুর অস কহেউ সন্দেসূ। পুত্রি ফিরিঅ বন বহুত কলেসূ ॥২॥
পিতুগৃহ কবহুঁ কবহুঁ সসুরারী। রহেহু জহাঁ রুচি হোই তুম্হারী॥
এহি বিধি করেহু উপায় কদম্বা। ফিরই ত হোই প্রান অবলম্বা ॥৩॥
নাহিঁ ত মোর মরনু পরিনামা। কছু ন বসাই ভএঁ বিধি বামা॥
অস কহি মুরুছি পরা মহি রাউ। রামু লখনু সিয় আনি দেখাউ ॥৪॥
দোহা— পাই রজায়সু নাই সিরু রথু অতি বেগ বনাই।
গয়উ জহাঁ বাহের নগর সীয় সহিত দোউ ভাই ॥৮২॥

বাংলা অর্থ—ফেরিঅ—ফিরাইয়া দাও ; ডেরাঈ—ভয় পাইবে ; সিখ—শিক্ষা ;

অস—এই ; সন্দেসূ—সংবাদ, বার্ত্তা ; সসুরারা—শ্বশুর-গৃহ ; উপায় কদম্বা—উপায় সমূহ ; ত—তবে ; ন বসাই—বশ থাকে না ; রথু বনাই—রথ সাজাইয়া ;(দো—৮২ পঃ)

চৌ—যদি নাহি ফিরে আসে ধীর দুই ভাই। দৃঢ়ব্রত রঘুরাজ সত্যসন্ধ তাই॥
তবে তুমি সবিনয়ে যুক্ত কর করি'। ফিরাও প্রভুরে কহি' জানকী-সুন্দরী॥১
যবে ভয় পাবে সীতা কানন হেরিয়া। কহ মোর শিক্ষা এই সুযোগ লভিয়া॥
'শ্বশুর শাশুড়ী তব এ' বারতা কন। ফিরি' এস ওহে সুতা! দুঃখ-ভরা বন॥২
কভু পিতৃ-গৃহে কভু শ্বশুরের ঘরে। রহিবে তথায় তুমি যথা মন ধরে'॥
হেনমতে বিস্তারিবে বিবিধ উপায়। তাহারে ফিরা'লে মম প্রাণ বেঁচে যায়॥৩
নতুবা আমার জেনো মৃত্যু পরিণাম। কিছু নাহি বশে আসে বিধি হ'লে বাম॥
ইহা কহি' মূর্চ্ছা যা'ন রাজা ভূমি'পরে। হাঃ রাম! লক্ষ্মণ-সীতা দেখাও সত্বরে॥৪

দোহা— রাজাদেশ লভি' শির নমি' মন্ত্রী বেগবান্ রথেতে চড়িল॥
চলিল সেথায় নগর-বাহিরে যেথা সীতা-সহ দু'য়ে ছিল॥৮২॥

সারমর্ম্ম—দৃঢ়ব্রত, সত্যসন্ধ রাম যদি না ফিরে তবে সীতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য করযোড়ে তুমি প্রার্থনা করিও। যখন সীতা বন দেখিয়া ভয় পাইবে, সেই অবসরে আমার উপদেশ শুনাইয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিবে, যদি না ফিরিয়া আসে, তবে আমার নিশ্চয় মরণ হইবে। হে সুমন্ত্র! রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচাও, তারপর রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজার আজ্ঞায় সুমন্ত্র সত্বর রথ সাজাইয়া যথায় সীতা-লক্ষ্মণের সহিত রঘুনাথ রহিয়াছেন তথায় গেলেন॥৮২॥

চৌ—তব সুমন্ত্র নৃপ বচন সুনাএ। করি বিনতী রথ রামু চঢ়াএ॥
চঢ়ি রথ সীয় সহিত দোউ ভাঈ। চলে হৃদয়ঁ অবধহি সিরু নাঈ॥১॥
চলত রামু লখি অবধ অনাথা। বিকল লোগ সব লাগে সাথা॥
কৃপাসিন্ধু বহুবিধি সমুঝাবহিঁ। ফিরহি প্রেম বস পুনি ফিরি আবহিঁ॥২॥
লগতি অবধ ভয়াবনি ভারী। মানহুঁ কালরাতি অঁধিয়ারী॥
ঘোর জন্তু সম পুর নর নারী। ডরপহিঁ একহি এক নিহারী॥৩॥
ঘর মসান পরিজন জনু ভূতা। সুত হিত মীত মনহুঁ জমদূতা॥
বাগন্হ বিটপ বেলি কুম্হিলাহীঁ। সরিত সরোবর দেখি ন জাহীঁ॥৪॥

দোহা— হয় গয় কোটিন্হ কেলি মৃগ পুরপসু চাতক মোর।
পিক রথাঙ্গ সুক সারিকা সারস হংস চকোর॥৮৩॥

বাংলা অর্থ—লাগে সাথা—সাথে চলিল ; সমুঝাবহিঁ—বুঝাইলেন ; ভয়াবনি—ভয়ঙ্কর ; আঁধিয়ারী—অন্ধকার ; ডরপহিঁ—ভয় পাইল ; মসান—শ্মশান ; মীত—মিত্র ; বাগন্হ—বাগানে ; বেলি—বল্লী, লতা ; কুম্হিলাহীঁ—শুকাইল ; গয়—হস্তী ; কোটিন্হ—কোটি কোটি ; রথাঙ্গ—চক্রবাক ; কেলি মৃগ—গৃহপালিত হরিণ ; (দো—৮৩ পঃ)

চৌ—সুমন্ত্র সবারে নৃপ-বাণী শুনাইল। বিনতি করিয়া রামে রথে চড়াইল॥
সীতা-সহ দুই ভাই রথেতে চড়িয়া। অযোধ্যারে নমি' চলে হৃদয় ভরিয়া॥১
রাম চলে, হেরে সবে অযোধ্যা অনাথ। বিকল হইয়া লোকে চলে তাঁর সাথ॥
কৃপাসিন্ধু নানারূপে সবারে বুঝা'ন। ফিরি পুন প্রেমবশে আসিবারে চা'ন॥২
অযোধ্যা হইল যেন ভারী ভয়ঙ্কর। কালরাত্রি-অন্ধকার নামে পুর 'পর॥
ঘোর জন্তু-সম যত পুর-নর-নারী। একে ভীত হয় যেন অন্যেরে নেহারি'॥৩
ভবন শ্মশান-সম, প্রেত পরিজন। পুত্র, মিত্র, হিতৈষীও যমের বাহন॥
বাগানে বিটপ, বল্লী হইল মলিন। নদী তথা সরোবর হ'ল রূপহীন॥৪॥

দোহা— কোটি হাতী, ঘোড়া, চাতক, ময়ূর, গৃহ মৃগ, পুর, পশু-দল॥
পিক, চখা, চখী, শুক, সারি, হংস, সারস ও চকোর সকল॥৮৩॥

সারমর্ম—মন্ত্রী তাঁহাদিগকে রাজার মিনতি জানাইয়া রথে চড়াইলেন, রাম চলিয়া গেলে অযোধ্যা অনাথ হইল দেখিয়া সকলে বিকল হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিল। রাম তাহাদিগকে বুঝাইয়া ফিরাইলেন, পুরবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় গৃহগুলিকে শ্মশানের ন্যায়, পরিজনবর্গকে ভূতের ন্যায় ও সন্তানগণকে যমদূতের ন্যায় দেখিতে লাগিল। রামের বিরহে বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী নর-নারী প্রভৃতি সকলেই মৃত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল॥৮৩॥

চৌ—রাম বিয়োগ বিকল সব ঠাঢ়ে। জহঁ তহঁ মনহুঁ চিত্র লিখি কাঢ়ে॥
নগরু সফল বনু গহবর ভারী। খগ মৃগ বিপুল সকল নর নারী॥১॥
বিধি কৈকঈ কিরাতিনি কীন্হী। জেহিঁ দব দুসহ দসহুঁ দিসি দীন্হী॥
সহি ন সকে রঘুবর বিরহাগী। চলে লোগ সব ব্যাকুল ভাগী॥২॥
সবহিঁ বিচারু কীন্হ মন মাহীঁ। রাম লখন সিয় বিনু সুখু নাহীঁ॥
জহাঁ রামু তহঁ সবুই সমাজু। বিনু রঘুবীর অবধ নহিঁ কাজু॥৩॥
চলে সাথ অস মন্ত্রু দৃঢ়াঈ। সুরদুর্লভ সুখ সদন বিহাঈ॥
রাম চরন পঙ্কজ প্রিয় জিন্হহী। বিষয় ভোগ বস করহিঁ কি তিন্হহী॥৪॥

দোহা— বালক বৃদ্ধ বিহাই গৃহঁ লগে লোগ সব সাথ।
তমাসা তীর নিবাসু কিয় প্রথম দিবস রঘুনাথ॥৮৪॥

বাংলা অর্থ—**ঠাঢ়ে**—দাঁড়াইয়া রহিল; **কাঢ়ে লিখি**—অঙ্কিত চিত্র; **গহবর**—গহন; **বিরহাগী**—বিরহরূপ অগ্নি; **ভাগী চলে**—পলায়নপর চলিল; **দৃঢ়াঈ**—দৃঢ়তা (করিয়া); **সাথ লগে**—সাথে চলিল; **সদন বিহাঈ**—গৃহত্যাগ করিয়া; (দো—৮৪ পর্য্যন্ত)

চৌ—দাঁড়াইয়া রহে সবে বিয়োগে বিকল। যথা তথা রহে যেন চিত্রে লেখা দল॥
পুর যেন ফলবান্ গহন কানন। খগ, মৃগ তাহে যেন নর-নারীগণ॥১॥
কৈকেয়ীরে গড়ে বিধি ব্যাধিনী করিয়া। যেই দিল দশদিকে দাবাগ্নি জ্বালিয়া॥
রামের বিরহ-অগ্নি সহিতে নারিল। তাহাতে ব্যাকুল সবে পালা'তে চাহিল॥২

হেন বিচারিল মনে তদা সর্ব্বজন। সুখ নাই,—ছাড়ি' রাম-জানকী-লক্ষ্মণ ॥
যেথা রাম রহে, সেথা সকল সমাজ। রাম বিনা অযোধ্যাতে নাহি কোন কাজ ॥৩
এই দৃঢ় মন্ত্র চিন্তি' রাম-পিছু চলে—দেবতা-দুর্লভ সুখ ভবন ত্যজিলে ॥
রামের চরণ-পদ্ম প্রিয় হয় যা'র। বিষয়ের ভোগ কি গো সুখ দেয় তা'র ? ॥৪

দোহা— বৃদ্ধ ও বালক গৃহ ত্যজি' সবে চলিতে লাগিল সাথ সাথ ॥
তমসার তীরে নিবাস রচিলা প্রথম দিবসে রঘুনাথ ॥৮৪॥

সারমর্ম্ম—রামের বিরহে সকলে আকুল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। সমস্ত সহরটা গভীর অরণ্যের ন্যায় মনে হইল। বিধাতা যেন কৈকেয়ীকে কিরাতিনী করাইয়া দশ দিকে দুঃসহ দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। রাম-বিরহিগণ সেই আগুন সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে পলাইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া রামের সঙ্গে সঙ্গী হইল, রাম প্রথমদিন তমসার তীরে অবস্থান করিলেন ॥৮৪॥

চৌ—রঘুপতি প্রজা প্রেমবস দেখী। সদয় হৃদয়ঁ দুখু ভয়উ বিসেষী ॥
করুনাময় রঘুনাথ গোসাঁঈ। বেগি পাইঅহিঁ পীর পরাঈ ॥১॥
কহি সপ্রেম মৃদু বচন সুহাএ। বহুবিধি রাম লোগ সমুঝাএ ॥
কিএ ধরম উপদেস ঘনেরে। লোগ প্রেম বস ফিরহিঁ ন ফেরে ॥২॥
সীলু সনেহু ছাড়ি নহিঁ জাঈ। অসমঞ্জস বস ভে রঘুরাঈ ॥
লোগ সোগ শ্রম বস গএ সোঈ। কছুক দেবমায়াঁ মতি মোঈ ॥৩॥
জবহিঁ জাম জুগ জামিনি বীতী। রাম সচিব সন কহেউ সপ্রীতী ॥
খোজ মারি রথু হাঁকহু তাতা। আন উপায়ঁ বনিহি নহিঁ বাতা ॥৪॥

দোহা— রাম লখন সিয় জান চঢ়ি সম্ভু চরন সিরূ নাই।
সচিবঁ চলায়উ তুরত রথু ইত উত খোজ দুরাই ॥৮৫॥

বাংলা অর্থ—**পরাঈ পীর**—পরের পীড়া; **ঘনেরে**—বিশদভাবে; **ফিরহিঁ ন ফেরে**—ফিরিয়াও ফিরিল না; **অসমঞ্জস**—বিপরীত ভাবাপন্ন অবস্থা; **সোগ**—শোক; **শ্রম**—ক্লান্তি; **মোঈ**—মোহিত করিল; **জাম**—যাম, প্রহর; **বীতী**—অতীত হইল; **খোজ মারি**—(রথচক্র) চিহ্ন নাশ করিয়া; **বাতা নহিঁ বনিহিঁ**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; **চলায়উ**—চালাইল; **দুরাই**—লুকাইয়া; (দো—৮৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—রঘুপতি প্রজাগণে প্রেম-বশ হেরি'। সদয় হৃদয়ে দুখ ভুঞ্জিলেন ভুরি ॥
প্রভু রঘুনাথ যিনি করুণা-আধার। অপরের পীড়া তাঁরে দিল দুঃখ-ভার ॥১
কহিয়া সপ্রেমে রাম মধুর বচনে। বহুধা বুঝা'য়ে ক'ন সেথা সর্ব্বজনে ॥
ধরমের উপদেশ অনেক বুঝা'ন। প্রেমবশে কেহ কিন্তু ফিরিতে না চা'ন ॥২
স্নেহ ও সৌজন্য রাম ছাড়ে বা কেমনে। অসুবিধা-মাঝে তাই আপনারে গণে ॥
শ্রম-শোক-বশে সবে হইল নিদ্রিত। দেব-মায়া সবাকারে করে বিমোহিত ॥৩

যামিনীর দ্বিপ্রহর হইল অতীত। রঘুনাথ সচিবেরে কহেন সুপ্রীত॥
রথ-চিহ্ন নাশি তাত! চালাইবে রথ। অন্য রূপে নাহি হবে সিদ্ধ মনোরথ॥৪
দোহা— চড়ে রাম-সীতা সলক্ষ্মণ যানে শম্ভু-পদে মস্তক নমিয়া॥
সারথি চালায় হেনমতে রথ চিহ্ন যাহে যায় লুকাইয়া॥৮৫॥

সারমর্ম—রামচন্দ্র সপ্রেমে সুন্দর-বাক্যে প্রজাদিগকে ফিরাইবার জন্য নিরর্থক বহু ধর্ম-উপদেশ দিলেন। তা'ছাড়া তাহারা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলে রাম মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রথের চাকার চিহ্ন গোপন করার অভিপ্রায়ে নানাদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্য পথে রথ চালাইয়া গেলেন॥৮৫॥

চৌ—জাগে সকল লোগ ভএঁ ভোরু। গে রঘুনাথ ভয়উ অতি সোরু॥
রথ কর খোজ কতহুঁ নহি পাবহিঁ। রাম রাম কহি চহুঁ দিসি ধাবহিঁ॥১॥
মনহুঁ বারিনিধি বূড় জহাজূ। ভয়উ বিকল বড় বনিক সমাজূ॥
একহি এক দেহিঁ উপদেসূ। তজে রাম হম জানি কলেসূ॥২॥
নিন্দহিঁ আপু সরাহহিঁ মীনা। ধিগ জীবনু রঘুবীর বিহীনা॥
জোঁ পৈ প্রিয় বিয়োগু বিধি কীন্হা! তৌ কস মরনু ন মাগেঁ দীন্হা॥৩॥
এহি বিধি করত প্রলাপ কলাপা। আএ অবধ ভরে পরিতাপা॥
বিষম বিয়োগু ন জাই বখানা। অবধি আস সব রাখহিঁ প্রানা॥৪॥
দোহা— রাম দরস হিত নেম ব্রত লগে করন নর নারি।
মনহুঁ কোক কোকী কমল দীন বিহীন তমারি॥৮৬॥

বাংলা অর্থ—ভোরু—প্রাতঃকাল; সোরু—গণ্ডগোল; রথ কর — রথের; চহুঁ—চারি; বূড়—ডুবিয়া গিয়াছে; তজে—ত্যাগ করিয়াছে; নিন্দহিঁ—নিন্দা করিল; সরাহহিঁ—প্রশংসা করিল; জোঁ পৈ ··তৌ কস—যদি····তবে কেন; মাগে—চাহিলে; আস—আশা; নেম—নিয়ম; তমারি—তমসারি, সূর্য্য; (দো—৮৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভোর হ'লে উঠিলেন সকলে জাগিয়া। কলরবে বুঝে রাম গেছেন চলিয়া॥
তাঁর রথ-চিহ্ন কিন্তু কোথা না মিলিল। সর্ব্বভিতে 'রাম' কহি' সকলে ধাইল॥১
যেন পারাবার-মাঝে ডুবিল জাহাজ। বিকল হইল তাহে বণিক-সমাজ॥
এক জনে অন্যে সেথা দেয় উপদেশ। শ্রীরাম ত্যজিল জানি' মো'সবার ক্লেশ॥২
আপনা নিন্দিয়া সবে মীনে প্রশংসিল! রঘুবীর বিনা প্রাণে বহু ধিক্কারিল॥
প্রিয়-হেতু যদি ধাতা দিলেন বিরহ। মাগিলে না দেন কেন মরণানুগ্রহ?॥৩
হেনমতে সবে করে বহুধা বিলাপ। অযোধ্যারে আবরিল বহু পরিতাপ॥
বিষম বিয়োগ-কথা নারি' বাখানিতে। চৌদ্দ বর্ষ আশে চাহে পরাণ রাখিতে॥৪
দোহা— রামে দেখিবারে ব্রত ও নিয়ম নর-নারী লাগিল পালিতে॥
চখা-চখী যেন রবিপদ্ম ত্যজি' চাহে দীন জীবন যাপিতে।৮৬॥

সারমর্ম—ভোরে সকলে জাগিয়া রামকে দেখিতে পাইল না। তাহারা চারিদিকে

খুঁজিতে লাগিল। তখন তাহাদের অবস্থা নৌকা-ডুবি বণিকের ন্যায় হইয়াছিল। একে অন্যকে বলিতে লাগিল,—আমাদের কষ্ট হইবে বলিয়াই রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রামের বিরহে সকলে কাতর হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে অযোধ্যায় ফিরিল, এবং চৌদ্দ বৎসরান্তে রামচন্দ্রের দর্শন পাইবার আশায় অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিল ॥৮৬॥

চৌ—সীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ। সৃঙ্গবেরপুর পহুঁচে জাঈ ॥
উতরে রাম দেবসরি দেখী। কীন্হ দণ্ডবত হরষু বিসেষী ॥১॥
লখন সচিবঁ সিয়ঁ কিএ প্রনামা। সবহি সহিত সুখু পায়উ রামা ॥
গঙ্গ সকল মুদ মঙ্গল মূলা। সব সুখ করনি হরনি সব সূলা।২॥
কহি কহি কোটিক কথা প্রসঙ্গা। রামু বিলোকহিঁ গঙ্গ তরঙ্গা ॥
সচিবহি অনুজহি প্রিয়হি সুনাঈ। বিবুধ নদী মহিমা অধিকাঈ ॥৩॥
মজ্জনু কীন্হ পন্থ শ্রম গয়উ। সুচি জলু পিঅত মুদিত মন ভয়উ ॥
সুমিরত জাহি মিটই শ্রম ভারূ। তেহি শ্রম যহ লৌকিক ব্যবহারূ ॥৪॥

দোহা— সুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় কন্দ ভানুকুল কেতু।
চরিত করত নর অনুহরত সংসৃতি সাগর সেতু ॥৮৭॥

বাংলা অর্থ—উতরে—উত্তরিল, নামিল; দেবসরি—দেবসরিৎ, গঙ্গা; সূলা—বেদনা; বিবুধ নদী—গঙ্গা নদী; পিঅত—পান করিলে; মিটই জাহি—মিটিয়া যায়; অনুহরত—অনুসরণ করেন; সংসৃতি—সংসার; কেতু—নিশান; (দো—৮৭ পঃ)

চৌ—সীতা সহ দুই ভাই সারথি সহিত। শৃঙ্গবের-পুরে তদা হ'ল উপনীত ॥
সুরধুনি হেরি রাম সেথা উত্তরিলা। বিশেষ হরষ-ভরে গঙ্গারে নমিলা ॥১॥
লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র, সীতা করেন প্রণাম। সবার সহিত সুখ লভিলেন রাম ॥
আনন্দ-মঙ্গল-মূল জানহ গঙ্গারে। সুখকর ব্যাধি-হর গণিবে তাহারে ॥২॥
গঙ্গার প্রসঙ্গে রাম কোটি কথা ক'ন। গঙ্গার তরঙ্গ-মালা করি' বিলোকন ॥
সচিবেরে, অনুজেরে, প্রিয়ারে শুনান। গঙ্গার মহিমা-কথা করি' ভূরি গান ॥৩
শ্রম অবসান হ'ল করিয়া মজ্জন। জলপানে শুচি হ'ল প্রমুদিত মন ॥
যাঁহার স্মরণে মিটে সব শ্রমভার। তাঁহার এ শ্রম শুধু লোক-ব্যবহার ॥৪

দোহা— যিনি শুদ্ধ সৎচিদানন্দময় সংসার-সাগরে যিনি সেতু ॥
নরের চরিত পালেন হেথায় হ'য়ে দিনকর-কুল-কেতু ॥৮৭॥

সারমর্ম—সীতা ও মন্ত্রীর সহিত দুই ভাই শৃঙ্গবেরপুরে গিয়া গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন, তখন রামচন্দ্র রথ হইতে নামিয়া আনন্দের সহিত মঙ্গল-স্বরূপা যেই গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন, পরে সীতা, লক্ষ্মণ ও মন্ত্রী গঙ্গাকে প্রণাম করিলে রাম তাঁহাদের নিকট গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। যিনি সৎ, চিন্ময়, শুদ্ধ আনন্দস্বরূপ তিনিই সাধারণ জনোচিত আচরণের অনুবর্ত্তনে গঙ্গায় স্নান ও তাহার জল পান করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৮৭

চৌ—যহ সুধি গুহঁ নিষাদ জব পাঈ। মুদিত লিএ প্রিয় বন্ধু বোলাঈ ॥
লিএ ফল মূল ভেঁট ভরি ভারা। মিলন চলেউ হিয়ঁ হরষু অপারা ॥১॥
করি দণ্ডবত ভেঁট ধরি আগেঁ। প্রভুহি বিলোকত অতি অনুরাগেঁ ॥
সহজ সনেহ বিবস রঘুরাঈ। পূঁছী কুসল নিকট বৈঠাঈ ॥২॥
নাথ কুসল পদ পঙ্কজ দেখেঁ। ভয়উঁ ভাগভাজন জন লেখেঁ ॥
দেব ধরনি ধনু ধামু তুম্হারা। মৈঁ জনু নীচু সহিত পরিবারা ॥৩॥
কৃপা করিঅ পুর ধারিঅ পাউ। থাপিয় জনু সবু লোগু সিহাউ ॥
কহেহু সত্য সবু সখা সুজানা। মোহি দীন্হ পিতু আয়সু আনা ॥৪॥

দোহা— বরষ চারিদস বাসু বন মুনি ব্রত বেষু অহারু।
গ্রাম বাসু নহিঁ উচিত সুনি গুহহি ভয়উ দুখু ভারু ॥৮৮॥

বাংলা অর্থ—সুধি—সংবাদ ; বোলাঈ লিয়ে—ডাকিয়া আনিলেন ; বৈঠাঈ—বসাইয়া ; লেখেঁ ভয়উ—লিখিত হইলাম ; সিহাউ—ঈর্ষ্যা করে ; আনা—অন্য ; পাউ ধারিঅ—পদার্পণ কর ; থাপিঅ—অবস্থান কর ; (দো—৮৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—গুহক নিষাদ ইহা হইয়া বিদিত। বন্ধুগণে সাথে ল'য়ে ধাইল মুদিত ॥
ফল-মূল-ভারে ভরি' ভেট সাজাইল। অপার হরষ-ভরে মিলিতে চলিল ॥১
নিষাদ নমিয়া শির ভেট ল'য়ে আগে। প্রভু রামে বিলোকিল অতি অনুরাগে ॥
রঘুরাজ স্বাভাবিক স্নেহেতে বিকল। বসা'য়ে নিকটে পুছে বারতা কুশল ॥২
পাদ-পদ্ম হেরি' নাথ ! কুশল মানিনু। ভাগ্যবান্ জন ব'লে নিজেরে গণিনু ॥
হে দেব ! এ' রাজ্য, ধন, ধাম তব জানো। পরিবার-সহ মোরে নীচ দাস মানো ॥৩
কৃপা করি' মম পুরে কর পদার্পণ। দাস মানি' রহ যাহে হিংসে সর্ব্বজন ॥
রাম ক'ন—তব কথা করি সত্য জ্ঞান। মম পিতা দিল মোরে আজ্ঞা কিন্তু আন্ ॥৪

দোহা— বনবাস হ'বে বর্ষ চতুর্দ্দশ মুনি-ব্রতে মুনির আহার ॥
গ্রামে বাস মম না হবে উচিত শুনি' গুহ ভুঞ্জে দুঃখ-ভার ॥৮৮॥

সারমর্ম্ম—রামচন্দ্রের আগমন সংবাদ পাইয়া নিষাদ-রাজ গুহক প্রিয়জনের সহিত বহু-ফল-মূলের উপহার লইয়া আসিয়া রামের সম্মুখে রাখিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তিনি তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—তোমার পাদ-পদ্ম দেখিয়াছি তাহাতেই আমাদের কুশল। নিষাদ-রাজ তাঁহাকে তাহার গৃহে লইয়া রাখিতে চাহিলে তিনি পিতৃ-আজ্ঞার কথা শুনাইলেন। তাহাতে গুহক দুঃখিত হইল ॥৮৮॥

চৌ—রাম লখন সিয় রূপ নিহারী। কহহিঁ সপ্রেম গ্রাম নর নারী ॥
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে। জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে ॥১॥
এক কহহিঁ ভল ভূপতি কীন্হা। লোয়ন লাহু হমহি বিধি দীন্হা ॥
তব নিষাদপতি উর অনুমানা। তরু সিংসুপা মনোহর জানা ॥২॥

লৈ রঘুনাথহি ঠাউঁ দেখাবা। কহেউ রাম সব ভাঁতি সুহাবা॥
পুরজন করি জোহারু ঘর আএ। রঘুবর সন্ধ্যা করন সিধাএ॥৩॥
গুহঁ সঁবারি সাঁথরী ডসাঈ। কুস কিসলয়ময় মৃদুল সুহাঈ॥
সুচি ফল মূল মধুর মৃদু জানী। দোনা ভরি ভরি রাখেসি পানী॥৪॥

দোহা— সিয় সুমন্ত্র ভ্রাতা সহিত কন্দ মূল ফল খাই।
সয়ন কীন্হ রঘুবংসমনি পায় পলোটত ভাই॥৮৯॥

বাংলা অর্থ—তে পিতু মাতু—সেই পিতা মাতা; জিন্হ—যাহারা; লোয়ন লাহু—লোচনের লাভ; সিংসুপা—শিশু বৃক্ষ; ঠাউঁ—স্থান; জোহারু—বন্দনা; সিধাএ—চলিলেন; সঁবারি—ব্যবস্থা করিয়া; সাঁথরী—কুশ-শয্যা; ডসাঈ—বিছাইলেন; দোনা—পত্র-রচিত পাত্র খাই—খাইয়া; পলোটত—টিপিলেন; (দো—৮৯ পঃ)

লক্ষ্মণ-নিষাদ-সংবাদ

চৌ—সীতা-রাম-লক্ষ্মণের রূপ নেহারিয়া। গ্রাম্য নর নারী কহে প্রেমেতে ভরিয়া॥
বল বল! ইহাদের মা বাপ কেমন? যাঁহারা পাঠা'ন হেন বালকেরে বন॥১
কেহ ক'ন ন'রপতি নিপুণ বিচারে। নয়নের লাভ বিধি দিল মো'সবারে'॥
তখন নিষাদ-পতি মনে বিচারিল। এক চারু শিশু বৃক্ষে মনন করিল॥২॥
রঘুনাথে ল'য়ে স্থান করে নিরূপণ। চারু সেই স্থান লভে রাম-সমর্থন॥
বন্দি' সবে ফিরিলেন ঘরে পুর-জন। রঘুবর সন্ধ্যা-তরে করেন গমন॥৩॥
গুহ কুশ-শয্যা রচি' বিছান তথায়। মৃদু কুশ চারু তৃণ ল'য়ে সমুদায়॥
শুচি মধুময় মৃদু ফলের সম্ভার। পত্রে ভরি' জল সহ দিল উপহার॥৪॥

দোহা— রাম সীতা সহ সুমন্ত্র লক্ষ্মণ ফলমূল করেন ভোজন।
শয়ন করিলে রঘুবংশ-মণি সংবাহেন লক্ষ্মণ চরণ॥৮১॥

সারমর্ম—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া নর-নারীগণ পরস্পর বলিতে লাগিল,—কি করিয়া ইঁহাদিগকে এঁদের মাতা-পিতা বনে পাঠাইলেন। অপর একজন বলিল,—রাজা ভালই করিয়াছেন। বিধাতা আমাদের চক্ষু সার্থক করিয়া দিলেন। নিষাদ-রাজ তখন সুন্দর শিশু গাছের নীচে রামচন্দ্রের থাকার স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কুশ ও কোমল লতা-পাতার শয্যা রচনা করিলেন। পুর-বাসীরা গৃহে ফিরিলেন, রাম সন্ধ্যা-উপাসনাদি অন্তে ফলাহার করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে লক্ষ্মণ পদ-সেবা করিলেন॥৮৯॥

চৌ—উঠে লখনু প্রভু সোবত জানী। কহি সচিবহি সোবন মৃদু বানী॥
কছুক দূরি সজি বান সরাসন। জাগন লগে বৈঠি বীরাসন॥১॥
গুহঁ বোলাই পাহরূ প্রতীতী। ঠাবঁ ঠাবঁ রাখে অতি প্রীতী॥
আপু লখন পহিঁ বৈঠেউ জাঈ। কটি ভাথী সর চাপ চঢ়াঈ॥২॥
সোবত প্রভুহি নিহারি নিষাদূ। ভয়উ প্রেম বস হৃদয় বিষাদূ॥
তনু পুলকিত জলু লোচন বহঈ। বচন সপ্রেম লখন সন কহঈ॥৩॥

ভূপতি ভবন সুভায় সুহাবা। সুরপতি সদনু ন পটতর পাবা॥
মনিময় রচিত চারু চৌবারে। জনু রতিপতি নিজ হাঁথ সঁবারে ॥৪॥

দোহা— সুচি সুবিচিত্র সুভোগময় সুমন সুগন্ধ সুবাস।
পলঙ্গ মঞ্জু মনি দীপ জহঁ সব বিধি সকল সুপাস ॥৯০॥

বাংলা অর্থ—সোবত—নিদ্রিত; সজি—সজ্জিত হইয়া; পাহরু—পাহারাদার; প্রতীতী—বিশ্বাসযোগ্য; ঠাবঁ ঠাবঁ—স্থানে স্থানে; ভাথী—তূণ; বহঈ—বহিল; সুভায়ঁ—স্বভাবে; পটতর—তুলনা; চৌবারে—উপরতালার হলঘর; সুপাস—সুবিধা; সুমন সুগন্ধ সুবাস—ফুলের সুগন্ধে আমোদিত। (দো—৯০ পঃ)

চৌ—প্রভু নিদ্রাতুর জানি' উঠেন লক্ষ্মণ। শয়নার্থে সারথিরে মৃদুবাণী ক'ন॥
কিছু দূরে সাজাইয়া বাণ শরাসন। বীরাসনে বসি র'ন জাগ্রত লক্ষ্মণ ॥১॥
যোগ্য দ্বার-পালে তবে গুহ আবাহিল। অতিপ্রেমে যথাস্থানে সবারে রক্ষিল॥
লক্ষ্মণ নিকটে নিজে রহেন বসিয়া। কটিতে তুণীর বাণ, শরাসন নিয়া ॥২॥
প্রভু রামে নিদ্রাগত নেহারি' নিষাদ। প্রেম-বশে ভ'রে গেল হৃদয়ে বিষাদ॥
পুলকে শরীর ভ'রে বারিতে লোচন। সপ্রেমে লক্ষ্মণ সনে কহেন বচন ॥৩॥
দশরথ-নৃপগৃহ স্বভাব সুন্দর। তুলনা তাহার নয় শচীপতি-ঘর॥
মণিময় বিরচিত গম্বুজ মোহন। স্বহস্তে সাজান যেন আপনি মদন ॥৪॥

দোহা— শুচিও ও বিচিত্র সুভোগ্য সম্ভূত পুষ্প, গন্ধে রহে সুবাসিত॥
পালঙ্ক সুন্দর মণি-দীপ-মালা সর্ব্ববিধ আরাম-পূরিত ॥৯০॥

সারমর্ম—প্রভু ঘুমাইলে লক্ষ্মণ মন্ত্রীকে শয়নার্থ অনুরোধ করিয়া দূরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ বীরাসনে বসিলেন, গুহকও বিশ্বাসী প্রহরী নিযুক্ত করিয়া নিজে ধনুক ও তূণীর সাজাইয়া লক্ষ্মণের নিকট বসিয়া বলিলেন,—অযোধ্যা-রাজ-পুরী, ইন্দ্রপুরী অপেক্ষাও সুন্দর। উহার চারিকোণ মণি দ্বারা সাজান থাকায় মদন-পুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করে, উহা পবিত্র, সেখানে সুন্দর পালঙ্কাদি থাকায় সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে মিলে ॥৯০॥

চৌ—বিবিধ বসন উপধান তুরাঈ। ছীর ফেন মৃদু বিসদ সুহাঈ॥
তহঁ সিয় রামু সয়ন নিসি করহীঁ। নিজ ছবি রতি মনোজ মদু হরহীঁ ॥১॥
তে সিয় রামু সাথরীঁ সোএ। শ্রমিত বসন বিনু জাহিঁ ন জোএ॥
মাতু পিতা পরিজন পুরবাসী। সখা সুসীল দাস অরু দাসী ॥২॥
জোগবহিঁ জিন্হহি প্রান কী নাঈ। মহি সোবত তেই রাম গোসাঈ॥
পিতা জনক জগ বিদিত প্রভাউ। সসুর সুরেস সখা রঘুরাউ ॥৩॥
রামচন্দু পতি সো বৈদেহী। সোবত মহি বিধি বাম ন কেহী॥
সিয় রঘুবীর কি কানন জোগূ। করম প্রধান সত্য কহ লোগূ ॥৪॥

দোহা— কৈকয়নন্দিনি মন্দমতি কঠিন কুটিলপনু কীন্হ॥
জেহিঁ রঘুনন্দন জানকিহি সুখ অবসর দুখু দীন্হ ॥৯১

বাংলা অর্থ—উপধান—উপাধান, বালিশ ; তুরাঈ—তোষক ; ছীর ফেন মৃদু—দুগ্ধফেননিভ নরম ; সাথরী—কুশ শয্যা ; ন জোএ জাহি—দেখা যায় না ; জোগবহিঁ—যোগাইয়া দেন ; সোবত—নিদ্রিত আছেন ; সোঅ—নিদ্রা যান ; (দো—৯১ পঃ)

চৌ—লেপ উপাধান তথা বিবিধ বসন। দুগ্ধ-ফেন-নিভ শুভ্র মৃদুল শয়ন॥
সেই স্থানে সীতারাম যাপেন যামিনী। নিজ-রূপে কাম-রতি-গরব-হারিণী॥১
কুশ-শয্যা-নিদ্রাগত সেই সীতা রাম। শ্রান্ত হ'য়ে বস্ত্র বিনা—এ'কি হেরিলাম॥
মাতা, পিতা, পরিজন তথা পুরবাসী। বান্ধব সুশীল যত দাস আর দাসী॥২॥
যাহারে যোগা'ন দ্রব্য প্রাণ-সম গণি'। ধরাতে নিদ্রিত আজ সেই রঘুমণি॥
যাঁর পিতৃ-যশ জানে জগৎ-সংসার। ইন্দ্র-সখা রঘু-রাজ শশুর যাঁহার॥৩॥
এ হেন বৈদেহী,—যাঁর স্বামী হ'ন রাম। ধরায় নিদ্রিত,—বিধি কেন হেন বাম॥
সীতা-রাম তরে কভু বন যোগ্য হয়? করম প্রধান বটে লোকে সত্য কয়॥৪॥
দোহা— কৈকয়-নন্দিনী মন্দ-মতি হ'য়ে কঠিন ক্রূরতা ধরি' মনে।
স্থখের সময়ে দুঃখ দান করে জানকী ও শ্রীরঘু-নন্দনে॥৯১॥

সারমর্ম—সীতা-রামকে পত্র-শয্যায় নিদ্রিত দেখিয়া গুহক দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও অযোধ্যা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—যেখানে নানাপ্রকার সুকোমল বিছানায় শয়ান থাকিলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে রতি-কামের অহঙ্কারও দূর হইত। সেই সীতা-রাম আজ কুশ-শয্যায় শায়িত। ভাগ্যই প্রধান ; কর্ম্মের কি বিচিত্র গতি! ॥৯১॥

চৌ—ভই দিনকর কুল বিটপ কুঠারী। কুমতি কীন্হ সব বিশ্ব দুখারী॥
ভয়উ বিষাদু নিষাদহি ভারী। রাম সীয় মহি সয়ন নিহারী॥১॥
বোলে লখন মধুর মৃদু বানী। গ্যান বিরাগ ভগতি রস সানী॥
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা। নিজ কৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা॥২॥
জোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা। হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম ফন্দা॥
জনমু মরনু জহঁ লগি জগ জালূ। সম্পতি বিপতি করমু অরু কালূ॥৩॥
ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ। সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ॥
দেখিঅ সুনিঅ গুনিঅ মন মাহীঁ। মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ॥৪॥
দোহা— সপনেঁ হোই ভিখারি নৃপু রঙ্কু নাকপতি হোই।
জাগেঁ লাভু ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্চ জিয় জোই॥৯২॥

বাংলা অর্থ—নিহারী—দেখিয়া ; সানি—মিশ্রিত ; হিত—বন্ধুজন ; অনহিত—শত্রুজন ; মধ্যম—উদাসীন জন ; ফন্দা—ফাঁদ ; জহঁ লগি—যে পর্য্যন্ত ; দেখিঅ, সুনিঅ, গুনিঅ—দেখিবে, শুনিবে এবং বিচার করিবে ; রঙ্কু—দরিদ্র ; নাকপতি—স্বর্গের রাজা ; তিমি—তেমনি ; জোই—দেখিবে ; (দো—৯২ পঃ)

চৌ—সূর্য্য-বংশ তরুবরে হইয়া কুঠার। বিশ্বে দুঃখময় করে কুমতি তাহার॥
নিষাদ বিষাদে হয় অতীব পাড়িত। রাম সীতা দোঁহা হেরি' ভূমিতে শায়িত॥১

ভুপতি ভবন সুভায় সুহাবা। সুরপতি সদনু ন পটতর পাবা॥
মনিময় রচিত চারু চৌবারে। জনু রতিপতি নিজ হাথ সঁবারে ॥৪॥
দোহা— সুচি সুবিচিত্র সুভোগময় সুমন সুগন্ধ সুবাস।
পলঙ্গ মঞ্জু মনি দীপ জহঁ সব বিধি সকল সুপাস ॥৯০॥

বাংলা অর্থ—সোবত—নিদ্রিত; সজি—সজ্জিত হইয়া; পাহরু—পাহারাদার; প্রতীতী—বিশ্বাসযোগ্য; ঠাবঁ ঠাবঁ—স্থানে স্থানে; ভাথী—তূণ; বইঈ—বহিল; সুভায়ঁ—স্বভাবে; পটতর—তুলনা; চৌবারে—উপরতালার হলঘর; সুপাস—সুবিধা; সুমন সুগন্ধ সুবাস—ফুলের সুগন্ধে আমোদিত। (দো—৯০ পঃ)

চৌ—প্রভু নিদ্রাতুর জানি' উঠেন লক্ষ্মণ। শয়নার্থে সারথিরে মৃদুবাণী ক'ন॥
কিছু দূরে সাজাইয়া বাণ শরাসন। বীরাসনে বসি র'ন জাগ্রত লক্ষ্মণ ॥১॥
যোগ্য দ্বার-পালে তবে গুহ আবাহিল। অতিপ্রেমে যথাস্থানে সবারে রক্ষিল॥
লক্ষ্মণ নিকটে নিজে রহেন বসিয়া। কটিতে তুণীর বাণ, শরাসন নিয়া ॥২॥
প্রভু রামে নিদ্রাগত নেহারি' নিষাদ। প্রেম-বশে ভ'রে গেল হৃদয়ে বিষাদ॥
পুলকে শরীর ভ'রে বারিতে লোচন। সপ্রেমে লক্ষ্মণ সনে কহেন বচন ॥৩॥
দশরথ-নৃপগৃহ স্বভাব সুন্দর। তুলনা তাহার নয় শচীপতি-ঘর॥
মণিময় বিরচিত গম্বুজ মোহন। স্বহস্তে সাজান যেন আপনি মদন ॥৪॥
দোহা— শুচিও ও বিচিত্র সুভোগ্য সম্ভূত পুষ্প, গন্ধে রহে সুবাসিত॥
পালঙ্ক সুন্দর মণি-দীপ-মালা সর্ব্ববিধ আরাম-পূরিত ॥৯০॥

সারমর্ম—প্রভু ঘুমাইলে লক্ষ্মণ মন্ত্রীকে শয়নার্থ অনুরোধ করিয়া দূরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ বীরাসনে বসিলেন, গুহকও বিশ্বাসী প্রহরী নিযুক্ত করিয়া নিজে ধনুক ও তূণীর সাজাইয়া লক্ষ্মণের নিকট বসিয়া বলিলেন,—অযোধ্যা-রাজ-পুরী, ইন্দ্রপুরী অপেক্ষাও সুন্দর। উহার চারিকোণ মণি দ্বারা সাজান থাকায় মদন-পুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করে, উহা পবিত্র, সেখানে সুন্দর পালঙ্কাদি থাকায় সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে মিলে ॥৯০॥

চৌ—বিবিধ বসন উপধান তুরাঈ। ছীর ফেন মৃদু বিসদ সুহাঈ॥
তহঁ সিয় রামু সয়ন নিসি করহীঁ। নিজ ছবি রতি মনোজ মদু হরহীঁ ॥১॥
তে সিয় রামু সাথরীঁ সোএ। শ্রমিত বসন বিনু জাহিঁ ন জোএ॥
মাতু পিতা পরিজন পুরবাসী। সখা সুসীল দাস অরু দাসী ॥২॥
জোগবহিঁ জিন্হহি প্রান কী নাঈ। মহি সোবত তেই রাম গোসাঈ॥
পিতা জনক জগ বিদিত প্রভাউ। সসুর সুরেস সখা রঘুরাউ ॥৩॥
রামচন্দু পতি সো বৈদেহী। সোবত মহি বিধি বাম ন কেহী॥
সিয় রঘুবীর কি কানন জোগূ। করম প্রধান সত্য কহ লোগূ ॥৪॥
দোহা— কৈকয়নন্দিনি মন্দমতি কঠিন কুঠিলপনু কীন্হ॥
জেহিঁ রঘুনন্দন জানকিহি সুখ অবসর দুখু দীন্হ ॥৯১

বাংলা অর্থ—উপধান—উপাধান, বালিশ ; তুরাঈ—তোষক ; ছীর ফেন মৃদু—দুগ্ধফেননিভ নরম ; সাথরী—কুশ শয্যা ; ন জোএ জাহি—দেখা যায় না ; জোগবহিঁ—যোগাইয়া দেন ; সোবত—নিদ্রিত আছেন ; সোএ—নিদ্রা যান ; (দো—৯১ পঃ)

চৌ—লেপ উপাধান তথা বিবিধ বসন। দুগ্ধ-ফেন-নিভ শুভ্র মৃদুল শয়ন॥
সেই স্থানে সীতারাম যাপেন যামিনী। নিজ-রূপে কাম-রতি-গরব-হারিণী ॥১
কুশ-শয্যা-নিদ্রাগত সেই সীতা রাম। শ্রান্ত হ'য়ে বস্ত্র বিনা—এ'কি হেরিলাম॥
মাতা, পিতা, পরিজন তথা পুরবাসী। বান্ধব সুশীল যত দাস আর দাসী ॥২॥
যাহারে যোগা'ন দ্রব্য প্রাণ-সম গণি'। ধরাতে নিদ্রিত আজ সেই রঘুমণি॥
যাঁর পিতৃ-যশ জানে জগৎ-সংসার। ইন্দ্র-সখা রঘু-রাজ শশুর যাঁহার ॥৩॥
এ হেন বৈদেহী,—যাঁর স্বামী হ'ন রাম। ধরায় নিদ্রিত,—বিধি কেন হেন বাম॥
সীতা-রাম তরে কভু বন যোগ্য হয়? করম প্রধান বটে লোকে সত্য কয় ॥৪॥

দোহা— কৈকয়-নন্দিনী মন্দ-মতি হ'য়ে কঠিন ক্রূরতা ধরি' মনে।
সুখের সময়ে দুঃখ দান করে জানকী ও শ্রীরঘু-নন্দনে ॥৯১॥

সারমর্ম—সীতা-রামকে পত্র-শয্যায় নিদ্রিত দেখিয়া গুহক দুঃখে কাতর হইয়া রাম ও অযোধ্যা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,—যেখানে নানাপ্রকার সুকোমল বিছানায় শয়ান থাকিলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যে রতি-কামের অহঙ্কারও দূর হইত। সেই সীতা-রাম আজ কুশ-শয্যায় শায়িত। ভাগ্যই প্রধান ; কর্ম্মের কি বিচিত্র গতি! ॥৯১॥

চৌ—ভই দিনকর কুল বিটপ কুঠারী। কুমতি কীন্‌হ সব বিস্ব দুখারী॥
ভয়উ বিষাদু নিষাদহি ভারী। রাম সীয় মহি সয়ন নিহারী ॥১॥
বোলে লখন মধুর মৃদু বানী। গ্যান বিরাগ ভগতি রস সানী॥
কাহু ন কোউ সুখ দুখ কর দাতা। নিজ কৃত করম ভোগ সবু ভ্রাতা ॥২॥
জোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা। হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম ফন্দা॥
জনমু মরনু জহঁ লগি জগ জালূ। সম্পতি বিপতি করমু অরু কালূ ॥৩॥
ধরনি ধামু ধনু পুর পরিবারূ। সরগু নরকু জহঁ লগি ব্যবহারূ॥
দেখিঅ সুনিঅ গুনিঅ মন মাহীঁ। মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— সপনেঁ হোই ভিখারি নৃপু রঙ্কু নাকপতি হোই।
জাগেঁ লাভু ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্চ জিয় জোই ॥৯২॥

বাংলা অর্থ—নিহারী—দেখিয়া ; সানি—মিশ্রিত ; হিত—বন্ধুজন ; অনহিত—শত্রুজন ; মধ্যম—উদাসীন জন ; ফন্দা—ফাঁদ ; জহঁ লগি—যে পর্য্যন্ত ; দেখিঅ, সুনিঅ, গুনিঅ—দেখিবে, শুনিবে এবং বিচার করিবে ; রঙ্কু—দরিদ্র ; নাকপতি—স্বর্গের রাজা ; তিমি—তেমনি ; জোই—দেখিবে ; (দো—৯২ পঃ)

চৌ—সূর্য্য-বংশ তরুবরে হইয়া কুঠার। বিশ্বে দুঃখময় করে কুমতি তাহার॥
নিষাদ বিষাদে হয় অতীব পাড়িত। রাম সীতা দোঁহা হেরি' ভূমিতে শায়িত ॥১

লক্ষ্মণ কহেন,—মৃদু মধুর ভাষিত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-ভক্তি-রসেতে মিশ্রিত॥
কেহ কভু কারে নাহি সুখ-দুখ দেয়। নিজ-কৃত-কর্ম্ম-ভোগ হে ভ্রাতঃ! নিশ্চয় ॥২
সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, ভাল, মন্দ সব। শত্রু, মিত্র, উদাসীন মায়াতে উদ্ভব॥
সম্পদ, বিপদ, কর্ম্ম, কাল-ধর্ম্ম আর। জন্ম, মৃত্যু নামে যাহা জঞ্জাল ধরার ॥৩॥
ধরণী, ভবন, ধন, পুর, পরিবার। স্বরগ, নরক, যাহা লোক-ব্যবহার॥
দেখি' শুনি' মন-মাঝে বিচার করিবে। মোহ-মূল বুদ্ধি সত্য তারে না গণিবে ॥৪

দোহা—স্বপনে হইছে নৃপতি ভিখারী কাঙাল হইছে স্বর্গপতি।
জাগিলে না লাভ, নাহি কিছু হানি তথা হের প্রপঞ্চের গতি ॥৯২॥

সারমর্ম্ম—সীতা-রামকে মাটিতে শয়ন করিতে দেখিয়া নিষাদ কৈকেয়ীর দুষ্ট-বুদ্ধি ও কুটিলতার কথা বলিলে, লক্ষ্মণ মৃদুস্বরে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি-যুক্ত কথা বলিলেন,—ভাই! কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দেয় না। সকলেই স্ব-কর্ম্মের ফল-ভোগ করে। মিলন-বিচ্ছেদ, ভাল-মন্দ, অরি, হিতার্থী, উদাসীন ঐ সমস্তই ভ্রমমাত্র। ধন, গৃহ, বিপত্তি, কর্ম্ম কাল ও ধর্ম্মাদির যে সম্পর্ক আছে, যাহা শুনা যায় ও কহা যায়, তাহা সমস্তই মোহমাত্র। যেমন স্বপ্নে রাজা ভিক্ষুক হয়, ভিক্ষুক ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; তেমনি সংসার মিথ্যা মোহ মাত্র ॥৯২

চৌ—অস বিচারি নহিঁ কীজিঅ রোসূ। কাহুহি বাদি ন দেইঅ দোসূ॥
মোহ নিসাঁ সবু সোবনিহারা। দেখিঅ সপন অনেক প্রকারা ॥১॥
এহি জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী। পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
জানিঅ তবহিঁ জীব জগ জাগা। জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥২॥
হোই বিবেকু মোহ ভ্রম ভাগা। তব রঘুনাথ চরন অনুরাগা॥
সখা পরম পরমারথু এহূ। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহূ ॥৩॥
রাম ব্রহ্ম পরমারথ রূপা। অবিগত অলখ অনাদি অনূপা॥
সকল বিকার রহিত গতভেদা। কহি নিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা ॥৪॥

দোহা— ভগত ভূমি ভূসুর সুরভি সুর হিত লাগি কৃপাল।
করত চরিত ধরি মনুজ তনু সুনত মিটহিঁ জগজাল ॥৯৩॥

মাসপারায়ণ, পন্দ্রহবাঁ বিশ্রাম

বাংলা অর্থ—বাদি—ব্যর্থ; সোবনিহারা—নিদ্রারত; প্রপঞ্চ বিয়োগী—প্রপঞ্চ-মুক্ত; ভাগা—পলাইয়া যায়; অবিগত—অবিজ্ঞেয়; অলখ—স্থূল দৃষ্টির অতীত; গতভেদা—ভেদ-শূন্য; নিত—নিত্য; ভূসুর—ব্রাহ্মণ; সুরভী—গাভী; জাল—কুহক, জাল; নেহূ—স্নেহ, ভক্তি; ভূমি—পৃথিবী; (দো—৯৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—ইহা বিচারিয়া কিছু না করিবে রোষ। কাহারেও নাহি দিবে বৃথা কোন দোষ॥
মোহ-নিশা নিদ্রাতুর করে সর্ব্বজনে। বিবিধ প্রকার সেথা দেখিবে স্বপনে ॥১
সংসার-যামিনী মাঝে জাগে যোগি-গণ। প্রপঞ্চ-বিহীন যাঁরা পরমার্থি-জন॥
ধরায় জানিবে জীবে তখনি জাগ্রত। বিষয়-বিলাসে যবে বৈরাগ্য সতত ॥২॥

বিবেক জাগিলে মোহ-ভ্রম বিনাশিবে। অনুরাগী রাম-পদে সকলে হইবে॥
ওহে সখা! তারে মানো পরমার্থ-ভাগী। মন-কার্য্য-বাক্যে যেই রাম-অনুরাগী॥৩
জানো ব্রহ্মময় রামে পরমার্থ-সম। জ্ঞান-দৃশ্যাতীত, আদি-হীন অনুপম॥
ভেদ-বিবর্জ্জিত তিনি বিকার-রহিত। 'নেতি' কহি বেদে নিত্য করে নিরূপিত॥৪
দোহা— ভক্ত-ধরাধাম-গো-বিপ্র-দেবতা সর্ব্বহিতে আসে এ দয়াল।
নর-তনু ধরি' করেন ভ্রমণ শুনিলে মিটিবে মোহ-জাল॥৯৩॥

সারমর্ম্ম—ইহা বুঝিয়া কাহাকেও দোষ দিও না। সকলেই মোহ-রাত্রিতে ঘুমাইতেছে, আর নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে। এই সংসার-রূপ রাত্রিতে কেবল মোক্ষাকাঙ্খী সংসার বিরাগী যোগীরাই জাগিয়া থাকেন। যখন মোহ, ভ্রমাদি চলিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হয়, তখন রাম-পদে ভক্তি জন্মে। মিত্র! কায়-মনোবাক্যে পর-ব্রহ্মে ভক্তি রাখাই পরম পরমার্থ। রামচন্দ্রই মোক্ষ-স্বরূপ, পরব্রহ্মও সর্ব্বময়। সেই কৃপাময় রাম দেবতার কল্যাণের জন্য মনুষ্যরূপে চলিতেছেন॥৯৩॥

সমাপি' পনের দিন মাস-পারায়ণে। নমিছে বিজয়কালী শ্রীরাম-চরণে॥

চৌ—সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহূ। সিয় রঘুবীর চরন রত হোহূ॥
কহত রাম গুন ভা ভিনুসারা। জাগে জগ মঙ্গল সুখদারা॥১॥
সকল সৌচ করি রাম নহাবা। সুচি সুজান বট ছীর মগাবা॥
অনুজ সহিত সির জটা বনাএ। দেখি সুমন্ত্র নয়ন জল ছাএ॥২॥
হৃদয় দাহু অতি বদন মলীনা। কহ কর জোরি বচন অতি দীনা॥
নাথ কহেউ অস কোসলনাথা। লৈ রথু জাহু রাম কেঁ সাথা॥৩॥
বনু দেখাই সুরসরি অন্হবাঈ। আনেহু ফেরি বেগি দোউ ভাঈ॥
লখনু রামু সিয় আনেহু ফেরী। সংসয় সকল সঙ্কোচ নিবেরী॥৪॥
দোহা— নৃপ অস কহেউ গোসাইঁ জস কহই করৌঁ বলি সোই।
করি বিনতী পায়ন্হ পরেউ দীন্হ বাল জিমি রোই॥৯৪॥

বাংলা অর্থ—ভিনুসারা—প্রাতঃকাল; সুখদারা—সুখদার, সুখ মূল; নহাবা—স্নান করিলেন; বট ছীর—বট ক্ষীর; মাগাবা—চাহিয়া আনাইলেন; অন্হবাঈ—স্নান করাইয়া; ফেরীহো আনেহু—ফিরাইয়া আনিবে; নিবেরী—দূর করিয়া; বলি (জাউঁ) —আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কহি; রোই দীন্হ—কাঁদিয়া পড়িলেন; (দো—৯৪ পঃ)

চৌ—হেন মতে ত্যজি' মোহ সব বুঝি' লও। সীতা-রঘুবীর-পদে সদা রত হও॥
রাম-গুণ গাহি' হেন উষা উপনীত। ধরা-সুখদ্বার রাম হ'ন জাগরিত॥১॥
সব শৌচ কাজ, স্নান সারি' রঘুবীর। নিজে মাগিবারে চা'ন পূত বটক্ষীর॥
অনুজ সহিত শিরে জটা বিরচিলা। হেরিয়া সুমন্ত্র-আঁখি বারিতে ভরিলা॥২

লক্ষ্মণ কহেন,—মৃদু মধুর ভাষিত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-ভক্তি-রসেতে মিশ্রিত ॥
কেহ কভু কারে নাহি সুখ-দুখ দেয়। নিজ-কৃত-কর্ম্ম-ভোগ হে ভ্রাতঃ! নিশ্চয় ॥২
সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, ভাল, মন্দ সব। শত্রু, মিত্র, উদাসীন মায়াতে উদ্ভব ॥
সম্পদ, বিপদ, কর্ম্ম, কাল-ধর্ম্ম আর। জন্ম, মৃত্যু নামে যাহা জঞ্জাল ধরার ॥৩॥
ধরণী, ভবন, ধন, পুর, পরিবার। স্বরগ, নরক, যাহা লোক-ব্যবহার ॥
দেখি' শুনি' মন-মাঝে বিচার করিবে। মোহ-মূল বুদ্ধি সত্য তারে না গণিবে ॥৪

দোহা—স্বপনে হইছে নৃপতি ভিখারী কাঙাল হইছে স্বর্গপতি।
জাগিলে না লাভ, নাহি কিছু হানি তথা হের প্রপঞ্চের গতি ॥৯২॥

সার মর্ম্ম—সীতা-রামকে মাটিতে শয়ন করিতে দেখিয়া নিষাদ কৈকেয়ীর দুষ্ট-বুদ্ধি ও কুটিলতার কথা বলিলে, লক্ষ্মণ মৃদুস্বরে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি-যুক্ত কথা বলিলেন,—ভাই! কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দেয় না। সকলেই স্ব-কর্ম্মের ফল-ভোগ করে। মিলন-বিচ্ছেদ, ভাল-মন্দ, অরি, হিতার্থী, উদাসীন ঐ সমস্তই ভ্রমমাত্র। ধন, গৃহ, বিপত্তি, কর্ম্ম কাল ও ধর্ম্মাদির যে সম্পর্ক আছে, যাহা শুনা যায় ও কহা যায়, তাহা সমস্তই মোহমাত্র। যেমন স্বপ্নে রাজা ভিক্ষুক হয়, ভিক্ষুক ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; তেমনি সংসার মিথ্যা মোহ মাত্র ॥৯২

চৌ—অস বিচারি নহিঁ কীজিঅ রোসূ। কাহুহি বাদি ন দেইঅ দোসূ ॥
মোহ নিসাঁ সবু সোবনিহারা। দেখিঅ সপন অনেক প্রকারা ॥১॥
এহি জগ জামিনি জাগহিঁ জোগী। পরমারথী প্রপঞ্চ বিয়োগী ॥
জানিঅ তবহিঁ জীব জগ জাগা। জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা ॥২॥
হোই বিবেকু মোহ ভ্রম ভাগা। তব রঘুনাথ চরন অনুরাগা ॥
সখা পরম পরমারথু এহূ। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহূ ॥৩॥
রাম ব্রহ্ম পরমারথ রূপা। অবিগত অলখ অনাদি অনূপা ॥
সকল বিকার রহিত গতভেদা। কহি নিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা ॥৪॥

দোহা— ভগত ভূমি ভূসুর সুরভি সুর হিত লাগি কৃপাল।
করত চরিত ধরি মনুজ তনু সুনত মিটহিঁ জগজাল ॥৯৩॥

মাসপারায়ণ, পন্দ্রহবাঁ বিশ্রাম

বাংলা অর্থ—**বাদি**—ব্যর্থ; **সোবনিহারা**—নিদ্রারত; **প্রপঞ্চ বিয়োগী**—প্রপঞ্চ-মুক্ত; **ভাগা**—পলাইয়া যায়; **অবিগত**—অবিজ্ঞেয়; **অলখ**—স্থূল দৃষ্টির অতীত; **গতভেদা**—ভেদ-শূন্য; **নিত**—নিত্য; **ভূসুর**—ব্রাহ্মণ; **সুরভী**—গাভী; **জাল**—কুহক, জাল; **নেহূ**—স্নেহ, ভক্তি; **ভূমি**—পৃথিবী; (দো—৯৩ পর্য্যন্ত)

চৌ—ইহা বিচারিয়া কিছু না করিবে রোষ। কাহারেও নাহি দিবে বৃথা কোন দোষ ॥
মোহ-নিশা নিদ্রাতুর করে সর্ব্বজনে। বিবিধ প্রকার সেথা দেখিবে স্বপনে ॥১
সংসার-যামিনী মাঝে জাগে যোগি-গণ। প্রপঞ্চ-বিহীন যাঁরা পরমার্থি-জন ॥
ধরায় জানিবে জীবে তখনি জাগ্রত। বিষয়-বিলাসে যবে বৈরাগ্য সতত ॥২॥

বিবেক জাগিলে মোহ-ভ্রম বিনাশিবে। অনুরাগী রাম-পদে সকলে হইবে ॥
ওহে সখা! তারে মানো পরমার্থ-ভাগী। মন-কার্য্য-বাক্যে যেই রাম-অনুরাগী ॥৩
জানো ব্রহ্মময় রামে পরমার্থ-সম। জ্ঞান-দৃশ্যাতীত, আদি-হীন অনুপম ॥
ভেদ-বিবর্জ্জিত, তিনি বিকার-রহিত। 'নেতি' কহি বেদে নিত্য করে নিরূপিত ॥৪
দোহা— ভক্ত-ধরাধাম-গো-বিপ্র-দেবতা সর্ব্বহিতে আসে এ দয়াল।
নর-তনু ধরি' করেন ভ্রমণ শুনিলে মিটিবে মোহ-জাল ॥৯৩॥

স্মরমর্ম্ম—ইহা বুঝিয়া কাহাকেও দোষ দিও না। সকলেই মোহ-রাত্রিতে ঘুমাইতেছে, আর নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে। এই সংসার-রূপ রাত্রিতে কেবল মোক্ষাকাঙ্খী সংসার বিরাগী যোগীরাই জাগিয়া থাকেন। যখন মোহ, ভ্রমাদি চলিয়া গিয়া জ্ঞানের উদয় হয়, তখন রাম-পদে ভক্তি জন্মে। মিত্র! কায়-মনোবাক্যে পর-ব্রহ্মে ভক্তি রাখাই পরম পরমার্থ। রামচন্দ্রই মোক্ষ-স্বরূপ, পরব্রহ্মও সর্ব্বময়। সেই কৃপাময় রাম দেবতার কল্যাণের জন্য মনুষ্যরূপে চলিতেছেন ॥৯৩॥

সমাপি' পনের দিন মাস-পারায়ণে। নমিছে বিজয়কালী শ্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহূ। সিয় রঘুবীর চরন রত হোহূ ॥
কহত রাম গুন ভা ভিনুসারা। জাগে জগ মঙ্গল সুখদারা ॥১॥
সকল সৌচ করি রাম নহাবা। সুচি সুজান বট ছীর মগাবা ॥
অনুজ সহিত সির জটা বনাএ। দেখি সুমনত্র নয়ন জল ছাএ ॥২॥
হৃদয়ঁ দাহু অতি বদন মলীনা। কহ কর জোরি বচন অতি দীনা ॥
নাথ কহেউ অস কোসলনাথা। লৈ রথু জাহু রাম কেঁ সাথা ॥৩॥
বনু দেখাই সুরসরি অন্হবাঈ। আনেহু ফেরি বেগি দোউ ভাঈ ॥
লখনু রামু সিয় আনেহু ফেরী। সংসয় সকল সঙ্কোচ নিবেরী ॥৪॥
দোহা— নৃপ অস কহেউ গোসাইঁ জস কহই করৌঁ বলি সোই।
করি বিনতী পায়ন্হ পরেউ দীন্হ বাল জিমি রোই ॥৯৪॥

বাংলা অর্থ—**ভিনুসারা**—প্রাতঃকাল; **সুখদারা**—সুখদ্বার, সুখ মূল; **নহাবা**—স্নান করিলেন; **বট ছীর**—বট ক্ষীর; **মাগাবা**—চাহিয়া আনাইলেন; **অন্হবাঈ**—স্নান করাইয়া; **ফেরীহো আনেহু**—ফিরাইয়া আনিবে; **নিবেরী**—দূর করিয়া; **বলি (জাউঁ)**—আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কহি; **রোই দীন্হ**—কাঁদিয়া পড়িলেন; (দো—৯৪ পঃ)

চৌ—হেন মতে ত্যজি' মোহ সব বুঝি' লও। সীতা-রঘুবীর-পদে সদা রত হও ॥
রাম-গুন গাহি' হেন ঊষা উপনীত। ধরা-সুখদ্বার রাম হ'ন জাগরিত ॥১॥
সর্ব শৌচ কাজ, স্নান, সারি' রঘুবীর। নিজে মাগিবারে চা'ন পূত বটক্ষীর ॥
অনুজ সহিত শিরে জটা বিরচিলা। হেরিয়া সুমন্ত্র-আঁখি বারিতে ভরিলা ॥২

হৃদয় দহিল দাহে, বদন মলিন। যুক্ত করে ফুকারেন বাণী অতিদীন ॥
হে নাথ! কহিয়াছেন কোশলের নাথ। রথ ল'য়ে যাবে তুমি রঘুবীর-সাথ ॥৩
গঙ্গা-স্নান সমাপিয়া দেখাইয়া বন। দুই ভা'য়ে ত্বরা করি' কর আনয়ন ॥
লক্ষ্মণ, জানকী রামে ফিরায়ে আনিবে। সঙ্কোচ, সংশয় সব তুমি নিবারিবে ॥৪

দোহা— নৃপ ইহা কহে,—যা' কহিনু প্রভু তুমি তাহা করহ পালন।
বিনতি করিয়া পায়ে পড়ি দীন শিশু-সম করে সে রোদন ॥

সারমর্ম্ম—লক্ষ্মণ রামের গুণাবলী বর্ণনা করিতে থাকিলে প্রভাত হইল। মঙ্গলময় রাম জাগিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। বটের আঠা আনাইয়া লক্ষ্মণের ও নিজের মাথায় জটা রচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া সুমন্ত্রের চোখে জল আসিল। তিনি করযোড়ে রাজার কথা বলিতে লাগিলেন,—হে নাথ! রাজা আমাকে বলিয়াছেন,—"রথ লইয়া যাও, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বন দেখাইয়া গঙ্গায় স্নান করাইয়া নিঃসংশয়ে ফিরাইয়া আনিও, প্রভু! তাঁহার ঐ কথা রক্ষা কর" মন্ত্রী। একথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ॥৯৪॥

চৌ—তাত কৃপা করি কীজিঅ সোই। জাতেঁ অবধ অনাথ ন হোঈ ॥
মন্ত্রিহি রাম উঠাই প্রবোধা। তাত ধরম মতু তুম্হ সবু সোধা ॥১॥
সিধি দধীচ হরিচন্দ নরেসা। সহে ধরম হিত কোটি কলেসা ॥
রন্তিদেব বলি ভূপ সুজানা। ধরমু ধরেউ সহি সঙ্কট নানা ॥২॥
ধরমু ন দূসর সত্য সমানা। আগম নিগম পুরান বখানা ॥
মৈঁ সোই ধরমু সুলভ করি পাবা। তজে তিহু পুর অপজসু ছাবা ॥৩॥
সম্ভাবিত কহুঁ অপজস লাহূ। মরন কোটি সম দারুন দাহূ ॥
তুম্হ সন তাত বহুত কা কহউঁ। দিএ উতরু ফিরি পাতকু লহউ ॥৪॥

দোহা— পিতু পদ গহি কহি কোটি নতি বিনয় করব কর জোরি।
চিন্তা কবনিহু বাত কৈ তাত করিঅ জনি মোরি ॥৯৫॥

বাংলা অর্থ—জাতেঁ—যাহাতে ; প্রবোধা —সান্ত্বনা দিলেন ; সোধা—ছাঁকিয়া লইয়াছেন ; দূসর—দ্বিতীয় ; তিহুঁপুর—ত্রিলোকে—স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে ; ছাবা—ছাইয়া যাইবে ; উতরু—উত্তর ; ফিরি দিয়েঁ—ফিরাইয়া দিলে ; কবনিহু বাত কৈ—কোনও কথার ; পাবা—পাইব ; তজেঁ—ত্যাগ করিলে ; (দো—৯৫ পঃ)

চৌ—কহি তাত! তুমি তাহা কর কৃপা করি'। অনাথ না হয় যাহে অযোধ্যানগরী ॥
মন্ত্রীয়ে উঠা'রে রাম করে প্রবোধিত। ধর্ম্মতত্ত্ব তোমা' কিছু নহে অবিদিত ॥১
শিবি ও দধীচি মুনি হরিশ-নরেশ। ধর্ম্মহিত-তরে সহে কোটি কোটি ক্লেশ ॥
রন্তিদেব বলি রাজা* অতীব সুজ্ঞানী।** ধরম ধারণ করে বহু দুঃখ মানি' ॥২
অন্য ধর্ম্ম নাহি হেরি সত্যের সমান। বেদে তন্ত্রে পুরাণেতে করয়ে বাখান ॥
সুলভ হইল তাহা এবে মম লাগি। তা' ত্যজি ত্রিলোকে হব অপযশ-ভাগী ॥৩

** পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। * পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সম্মানিত পুরুষের অপযশ লাভ। কোটি মৃত্যু-সম আনে নিদারুণ তাপ॥
তোমার সহিত তাত! বেশী কি কহিব?। বাদ-প্রতিবাদ করি' পাতক ভুঞ্জিব ॥৪
দোহা— পিতৃপদে ধরি' কোটি নতি করি' কহ সবিনয়ে যুক্ত-করে॥
কোনও বিষয়ে না হ'ন চিন্তিত পিতা যেন কভু মম তরে॥৯৫॥

সারমর্ম্ম—সুমন্ত্র রামের পদ ধরিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—হে প্রিয়! যাহাতে অযোধ্যা অনাথ না হয়, তাহাই কর। তখন রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"শিবি, দধীচি, হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, বলি প্রভৃতি রাজা নানা সঙ্কট সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম-পথ ত্যাগ করেন নাই। সত্যের সমান কোনও ধর্ম্ম নাই। অতএব এই সহজ-লভ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ত্রি-লোকে অপযশ ঘোষিত হইবে। সম্মানিতের অপযশ কোটি মৃত্যুর সমান কষ্টকর। পিতার পদে কোটি প্রণাম জানাইয়া আমার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন।" ॥৯৫॥

চৌ—তুম্হ পুনি পিতু সম অতি হিত মোরেঁ। বিনতী করউঁ তাত কর জোরে ॥
সব বিধি সোই করতব্য তুম্হারেঁ। দুখ ন পাব পিতু সোচ হমারেঁ ॥১॥
সুনি রঘুনাথ সচিব সংবাদূ। ভয়উ সপরিজন বিকল নিষাদূ॥
পুনি কছু লখন কহী কটু বানী। প্রভু বরজে বড় অনুচিত জানী॥২॥
সকুচি রাম নিজ সপথ দেবাঈ। লখন সন্দেসূ কহিঅ জনি জাঈ॥
কহ সুমনত্রু পুনি ভুপ সন্দেসূ। সহি ন সকিহি সিয় বিপিন কলেসূ॥৩॥
জেহি বিধি অবধ আব ফিরি সীয়া। সোই রঘুবরহি তুম্হহি করনীয়া॥
নতরু নিপট অবলম্ব বিহীনা। মৈঁ ন জিঅব জিমি জল বিনু মীনা॥৪॥
দোহা— মইকেঁ সসুরেঁ সকল সুখ জবহিঁ জহাঁ মনু মান।
তহঁ তব রহিহ সুখেন সিয় জব লগি বিপতি বিহান॥৯৬॥

বাংলা অর্থ—**সোচ**—চিন্তা; **বরজে**—বর্জ্জিলেন; **নতরু**—নতুবা; **নিপট**—একেবারে; **মঁইকে**—মাতৃগৃহ (পিত্রালয়); **মনু মান**—মনে মানিয়া লইবে; **বিপতি বিহান**—বিপত্তিরূপ উষাকাল; **সসুরেঁ**—শ্বশুর গৃহে; **দেবাঈ**—দিলেন; (দো—৯৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—তুমিও হিতৈষী মম পিতৃপাদ-সম। যুক্ত করে তোমা'পরে এ বিনতি মম॥
সকল প্রকারে জানো কর্ত্তব্য তোমার। দুঃখ নাহি পা'ন পিতা চিন্তায় আমার॥১
রাম ও সুমন্ত্র-কথা করিয়া শ্রবণ। নিষাদ বিকল হয় সহ পরিজন॥
লক্ষ্মণ কহেন পুন কিছু কটু বাণী। প্রভু নিবারিল তাহা অনুচিত জানি'॥১
রাম সঙ্কুচিত ক'ন,—মম দিব্য লহ। লক্ষ্মণের বাণী নৃপে নাহি যেন কহ॥
সুমন্ত্র কহেন পুন রাজার আদেশ। কেমনে সহিবে সীতা রহি' বনে ক্লেশ॥২
যাঁহাতে আসেন সীতা অযোধ্যাতে ফিরে। তাহা করণীয় তব ক'য়ো রঘুবীরে॥
নতুবা যে একেবারে আশ্রয়-বিহীন। আমি না বাঁচিব যথা জল বিনা মীন॥৪॥
দোহা— পিতৃ-ঘরে কিম্বা শশুরের ঘরে পাবে সুখ যথা মানে মন॥
সেথা, যেথা রহি সুখে দিন যাবে যাবৎ না কাল সমাপন॥৯৬॥

সারমর্ম—রাম মন্ত্রীকে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন,—আপনি আমার পিতার মত হিতাকাঙ্খী। রাজা যাহাতে আমার চিন্তায় দুঃখ না পান, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া নিষাদ শোকে ব্যাকুল হইল। সেই সময় লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে কিছু অপ্রিয় বাক্য বলায় রাম তাহা বলা অনুচিত মনে করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে না বলিতে অনুনয় জানাইলেন। মন্ত্রী রাজার কথা-মত সীতাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন ॥৯৬

চৌ—বিনতী ভূপ কীন্‌হ জেহি ভাঁতী। আরতি প্রীতি ন সো কহি জাতী॥
পিতু সন্দেসু সুনি কৃপানিধানা। সিয়হি দীন্‌হ সিখ কোটি বিধানা ॥১॥
সাসু সসুর গুর প্রিয় পরিবারূ। ফিরহু ত সব কর মিটৈ খভারূ॥
সুনি পতি বচন কহতি বৈদেহী। সুনহু প্রানপতি পরম সনেহী ॥২॥
প্রভু করুনাময় পরম বিবেকী। তনু তজি রহতি ছাঁহ কিমি ছেঁকী॥
প্রভা জাই কহঁ ভানু বিহাঈ। কহঁ চন্দ্রিকা চন্দু তজি জাঈ ॥৩॥
পতিহি প্রেমময় বিনয় সুনাঈ। কহতি সচিব সন গিরা সুহাঈ॥
তুম্হ পিতু সসুর সরিস হিতকারী। উতরু দেউঁ ফিরি অনুচিত ভারী ॥৪॥

দোহা— আরতি বস সনমুখ ভইউঁ বিলগু ন মানব তাত॥
আরজসুত পদ কমল বিনু বাদি জহাঁ লগি নাত ॥৯৭॥

বাংলা অর্থ—খভারূ—চিন্তা; **ছাঁহ**—ছায়া; **ছেঁকী রহতি**—পৃথক থাকিতে পারে; **বিহাঈ**—ত্যাগ করিয়া; **চন্দ্রিকা**—চাঁদের আলো; **আরতি**—আর্ত্তি, ক্লেশ; **বিলগু**—বিষম (অন্যায়); **ন মানব**—মানিবে না; **বাদি**—ব্যর্থ; **নাত**—সম্বন্ধ; **আরজ সুত**—আর্য্যপুত্র (স্বামী); **সব কর**—সবাকার; **উতরু**—উত্তর; (দো—৯৭ পঃ)

চৌ—নৃপতি-মিনতি মন্ত্রী যে প্রকারে ক'ন। সে দীনতা, সেই প্রীতি না যায় কথন॥
পিতার বারতা শুনি' কৃপার নিধান। বহুভাবে সীতারে তা' শিখাইতে চা'ন ॥১
শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, প্রিয় পরিবার। তুমি যদি ফির, মিটে বেদনা সবার॥
জানকী কহেন শুনি' পতির বচন। ওহে প্রাণ-পতি! তুমি স্নেহপরায়ণ ॥২॥
তুমি প্রভু দয়াময় বিবেকী পরম। তনু ত্যজি' ছায়া বল রহিবে কেমন?॥
প্রভা যাবে কোথা বল রবিরে ত্যজিয়া? শশীরে কিরণ কোথা যায় তেয়াগিয়া? ॥৩
পতিরে সপ্রেমে সীতা মিনতি করিল। সুন্দর বচন পরে সচিবে কহিল॥
পিতা ও শ্বশুর-সম তুমি হিত-কারী। প্রত্যুত্তর তোমা' দিলে অনুচিত ভারী ॥৪

দোহা— বিপদে বিবশ সম্মুখে আসিনু দোষ নাহি লহ তাত! মনে॥
ছাড়ি' আর্য্য-পুত্র-চরণ-কমল বৃথা বাস আর কারো সনে ॥৯৭॥

সারমর্ম—তখন সীতাকে রাম নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা তাহাতে না ভুলিয়া রামচন্দ্রকে অনুনয় বিনয় করিয়া অযোধ্যায় ফিরার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া মন্ত্রীকে বিনীত-বাক্যে বলিলেন;—আপনি পিতা ও শ্বশুরের মত হিতকারী, আপনার কথার

প্রত্যুত্তর দেওয়া আমার অনুচিত, তথাপি বিপদে পড়িয়া যাহা বলিতেছি, ইহাতে দোষ ক্ষমা করিবেন। আর্য্য-পুত্র বিনা আমার সবই ব্যর্থ হইবে॥৯৭॥

চৌ—পিতু বৈভব বিলাস মৈঁ ডীঠা। নৃপ মনি মুকুট মিলিত পদ পীঠা॥
সুখনিধান অস পিতু গৃহ মোরেঁ। পিয় বিহীন মন ভাব ন ভোরেঁ॥১॥
সসুর চক্কবই কোসলরাউ। ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
আগেঁ হোই জেহি সুরপতি লেঈ। অরধ সিংঘাসন আসনু দেঈ॥২॥
সসুরু এতাদৃস অবধ নিবাসূ। প্রিয় পরিবারু মাতু সম সাসূ॥
বিনু রঘুপতি পদ পদুম পরাগা। মোহি কেউ সপনেহুঁ সুখদ ন লাগা॥৩
অগম পন্থ বনভূমি পহারা। করি কেহরি সর সরিত অপারা॥
কোল কিরাত কুরঙ্গ বিহঙ্গা। মোহি সব সুখদ প্রানপতি সঙ্গা॥৪॥

দোহা— সাসু সসুর সন মোরি হুঁতি বিনয় করবি পরি পায়ঁ।
মোর সোচু জনি করিঅ কছু মৈঁ বন সুখী সুভায়ঁ॥৯৮॥

বাংলা অর্থ—ডীঠা—দেখিয়াছি; পদ পীঠা—পাদরক্ষী আসন; ভাব ন—ভাল লাগে না; ভোরেঁ—ভ্রমক্রমে; চক্ক-বই—রাজচক্রবর্ত্তী; অরধ—অর্দ্ধ; অগম—অগম্য; কুরঙ্গ—হরিণ; মোরি হুঁতি—আমার হইয়া; সুভায়—স্বভাব; (দো—৯৮ পঃ)

চৌ—পিতার বিভব-চ্ছটা ক'রেছি দর্শন। নৃপতি-মুকুট-শোভী তাঁর পাদাসন॥
হেন সুখালয় মম পিতার ভবন। স্বামী বিনা নহে তাহা সুখের সাধন॥১
শ্বশুর কোশল-রাজ-চক্রবর্ত্তী যার। চৌদ্দ ধরা মাঝে যাঁর যশের বিস্তার॥
আগুয়ান হ'য়ে ইন্দ্র পূজেন যাঁহারে। নিজ-অর্দ্ধ-সিংহাসন দেন বসিবারে॥২
শ্বশুর এহেন, যার অযোধ্যা-ভবন। শাশুড়ী মাতার সম, প্রিয় পরিজন॥
ত্যজি' রঘুপতি-পাদ-কমল-পরাগে। স্বপনেও কোন সুখ ভাল নাহি লাগে॥৩॥
বনভূমি, পথ-ক্লেশ, দুর্গম পাহাড়। সিংহ, হস্তী, সরোবর, সরিৎ অপার॥
কোল, ভীল, নর তথা কুরঙ্গে, বিহঙ্গে। সবে আমি সুখ মানি' প্রাণ-পতি-সঙ্গে॥৪

দোহা— শ্বাশুড়ী শ্বশুরে মোর হ'য়ে কহ সবিনয়ে ধরিয়া চরণ॥
মম তরে চিন্তা না করেন কিছু দিবে সুখ স্বভাবে কানন॥৯৮॥

সারমর্ম—সীতা মন্ত্রীকে অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—আপনি শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ে পড়িয়া আমার মিনতি জানাইবেন—যেন আমার জন্য কোন চিন্তা না করেন। পিতৃ-গৃহের বিপুল ঐশ্বর্য্য, স্নেহাদি এবং শ্বশুর রাজ-চক্রবর্ত্তী, ত্রি-ভুবন বিখ্যাত ও শক্তিশালী শাশুড়ীর মায়ের মত স্নেহ প্রভৃতি সমস্ত থাকা সত্ত্বেও রঘু-পতির পাদ-পদ্মের পরাগ ব্যতীত আমায় স্বপ্নেও কেহ সুখ দিতে পারিবে না। দুর্গম বন-ভূমি বহু বিপদের স্থল হইলেও পতির সঙ্গে থাকিলে আমি স্বভাবতঃই বনে সুখী থাকিব॥৯৮॥

চৌ—প্রাননাথ প্রিয় দেবর সাথা। বীর ধুরীন ধরে ধনু ভাথা॥
নহিঁ মগ শ্রমু ভ্রমু দুখ মন মেরেঁ। মোহি লগি সোচু করিঅ জনি ভোরেঁ॥১

সুনি সুমন্ত্র সিয় সীতলি বানী। ভয়উ বিকল জনু ফনি মনি হানী ॥
নয়ন সূঝ নহিঁ সুনই ন কানা। কহি ন সকই কছু অতি অকুলানা ॥২॥
রাম প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী। তদপি হোতি নহিঁ সীতলি ছাতী ॥
জতন অনেক সাথ হিত কীন্হে। উচিত উতর রঘুনন্দন দীন্হে ॥৩॥
মেটি জাই নহিঁ রাম রজাঈ। কঠিন করম গতি কছু ন বসাঈ ॥
রাম লখন সিয় পদ সিরু নাঈ। ফিরেউ বনিক জিমি মূর গবাঁঈ ॥৪॥

দোহা— রথু হাঁকেউ হয় রাম তন হেরি হেরি হিহিনাহিঁ।
দেখি নিষাদ বিষাদবস ধুনহিঁ সীস পছিতাহিঁ ॥৯৯॥

বাংলা অর্থ—বীর ধুরীন—বীরগণের অগ্রগণ্য ; ভাথা—তুণীর ; সীতলি—শীতল ; সূঝ নহিঁ—দেখে না ; হিত জতন—হিতকর চেষ্টা ; রজাঈ—আজ্ঞা ; মূর—মূলধন ; গবাঁঈ—খোয়াইয়া ; হিহিনাহিঁ—হ্রেষারব করিল ; ধুনহিঁ—করাঘাত করিল ; সীস—শির ; রাম তন—রামের দিকে ; (দো—৯৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রাণনাথ ও দেবর রহে মোর সন। বীরবর দোঁহা ধরে বাণ শরাসন ॥
পথ-শ্রম-শ্রান্তি-দুখ আমারে না দিবে। মোর লাগি' চিন্তা ভ্রমে কেহ না করিবে ॥১
সুমন্ত্র বিকল শুনি' সীতা-চারু-বাণী। হ'লেন যেমন সর্প হ'লে মণি হানি ॥
নয়নে হেরিতে নারে শ্রবণে বধির। কহিতে না পারে কিছু মানস অস্থির ॥২
রাম বুঝাইলা তাঁ'রে বিবিধ প্রকার। তাহে তবু হিয়া শান্ত না হইল তাঁর ॥
সাথে ল'য়ে যেতে তবু করিলে যতন। উচিত উত্তর দেন রঘুর নন্দন ॥৩॥
রামের আদেশ কভু এড়ান না যায়। কঠিন করম-গতি নিজ পথে ধায় ॥
লক্ষ্মণে সীতারে রামে প্রণমি' তখন। ফিরিল বণিক্ যেন নাশি' মূল ধন॥৪

দোহা— হাঁকাইলো রথে অশ্ব রামে হেরি হ্রেষা-রব করে বারে বারে ॥
হেরিয়া নিষাদ বিষাদ-বিবশ শিরে কর হানে শোক-ভারে ॥৯৯॥

সারমর্ম—সীতা বীর-শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকিলে তাঁহার পথ-শ্রম হইবে না বলিলে,—সুমন্ত্র মণি-হারা ফণীর ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। রাম বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া মন্ত্রীকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর হৃদয় শীতল হইল না। তিনি অতি-কষ্টে রাম-প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া গভীর শোক করিতে করিতে ফিরিলেন। রথ চালাইলে রামের দেখিয়া ঘোড়াগুলি শব্দ করিতে লাগিলে গুহক তাহা দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া শোক করিতে লাগিল ॥৯৯॥

চৌ—জাসু বিয়োগ বিকল পসু ঐসেঁ। প্রজা মাতু পিতু জিইহহিঁ কৈসেঁ ॥
বরবস রাম সুমন্ত্রু পঠাএ। সুরসরি তীর আপু তব আএ ॥১॥
মাগী নাব ন কেবটু আনা ॥ কহই তুম্হার মরমু মৈঁ জানা ॥
চরন কমল রজ কহুঁ সবু কহঈ। মানুস করনি মূরি কছু অহঈ ॥২॥

ছুঅত সিলা ভই নারি সুহাঈ। পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনাঈ ॥
তরনিউ মুনি ঘরিনী হোই জাঈ। বাট পরই মোরি নাব উড়াঈ ॥৩॥
এহিঁ প্রতিপালউঁ সবু পরিবারূ। নহিঁ জানউঁ কছু অউর কবারূ ॥
জৌঁ প্রভু পার অবসি গা চহহূ। মোহি পদ পদুম পখারন কহহূ ॥৪॥

ছন্দ— পদ কমল ধোই চঢ়াই নাব ন নাথ উতরাঈ চহৌঁ।
মোহি রাম রাউরি আন দসরথ সপথ সব সাচী কহৌঁ ॥
বরু তীর মারহুঁ লখনু পৈ জব লগি ন পায় পখারিহৌঁ।
তব লগি ন তুলসীদাস নাথ কৃপাল পারু উতারিহৌঁ ॥

সো০— সুনি কেবট কে বৈন প্রেম লপেটে অটপটে ॥
বিহসে করুনাঐন চিতই জানকী লখন তন ॥১০০॥

বাংলা অর্থ—**জিইহহি**—বাঁচিবে; **বরবস**—জোর করিয়া; **রজ কহু**—ধূলা সম্বন্ধে; **মূরি**—মূল, শিকড়; **পাহন তেঁ**—পাথর অপেক্ষা; **ঘরিনী**—ঘরণী, স্ত্রী; **কবারূ**—কারবার, বৃত্তি; **পদ পদুম**—পাদপদ্ম; **ধোই**—ধুইয়া; **উতরাঈ**—নামাইবার অর্থ; **জব লগি ন**—যতক্ষণ না; **পখারিহৌঁ**—ধুইব; **উতারিহৌঁ**—পার করিব; **লপেটে**—মিশ্রিত; **অটপটে**—এলোমেলো; **করুনাঐন**—করুণার অয়ন অর্থাৎ আধার; **বাট পরই**—(অর্থ উপার্জ্জনের) রাস্তা বন্ধ হইবে; **তন**—দিকে; (দো—১০০ পঃ)

চৌ—বিরহে বিকল যদি হেন পশুগণে। প্রজা, মাতা, পিতা বল বাঁচিবে কেমনে?
জোর ক'রে রাম করি' সুমন্ত্রে প্রেরণ। গঙ্গাতীরে অতঃপর উপনীত হ'ন ॥১

নিষাদের ভক্তি-বিহ্বলতা ও রামের পদসেবা

'নৌকা আন'—রাম ক'ন কৈবর্ত্ত না আনে। রামের মরম-কথা সে যে ভাল জানে ॥
পাদ-পদ্ম-ধূলি-কথা সকলে যে কহে। মানুষ-সৃজনী-মূল ইহাতে যে রহে ॥২
তোমার পরশে শিলা চারু নারী হয়। শিলা কাঠে পার্থক্য ত বিশেষ না রয় ॥
তরণী যদি বা হয় মুনির ঘরণী। বন্ধ উপার্জ্জন,—লুপ্ত হ'লে এ' তরণী ॥৩॥
তরণী পালন করে সব পরিবার। নাহি জানা আছে কাজ মম কিছু আর ॥
ওহে প্রভু! যদি তুমি পারে যেতে চাও। তব পাদ-পদ্ম মোরে ধুয়ে দিতে দাও ॥৪

দোহা— ধুয়ে পাদ-পদ্ম তরণী চড়াব পার-কড়ি কিছু না লব মাগিয়া ॥
হে রাম! তোমার দশরথেরও দিব্য ল'য়ে দিনু এ' সত্য কহিয়া ॥
তীক্ষ্ণ তীর যদি মারে বা লক্ষ্মণ যাবৎ না ধুইব তোমার চরণ ॥
তুলসীদাসের কৃপাল নাথেরে পারে নাহি আমি লব ততক্ষণ ॥

সোঃ— প্রেম-মাখা বাণী এলোমেলো ভাবে, কৈবর্ত্তক কহিতে লাগিল ॥
লক্ষ্মণের দিকে সীতা পানে চাহি' দয়াময় হাসিতে ভরিল ॥১০০॥

সারমর্ম্ম—যাঁহাকে ছাড়িতে পশুরও এইরূপ অবস্থা হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া মাতা, পিতা ও প্রজারা কি করিয়া বাঁচিবে? রাম সুমন্ত্রকে জোর করিয়া ফিরাইলেন। তারপর

গঙ্গা-তীরে গিয়া নৌকা চাহিলে পাটনী নৌকা না আনিয়া বলিল,—তোমার মর্ম্ম আমি অবগত আছি। তোমার চরণ-কমলের ধূলায় এমন কিছু আছে, যাহাতে পাষাণও সুন্দরী-স্ত্রী হইয়া যায়। নৌকার অবস্থা যে কি হইবে কে জানে। আমার জীবিকা কেমনে চলিবে? অতএব প্রভু তুমি যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে আমাকে তোমার পদধূলি ধুইয়া দিতে আজ্ঞা দাও। অসংলগ্ন কথা শুনিয়া রাম হাসিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে চাহিলেন॥১০০

চৌ—কৃপাসিন্ধু বোলে মুসুকাঈ। সোই করু জেহিঁ তব নাব ন জাঈ॥
বেগি আনু জল পায় পখারূ। হোত বিলম্বু উতারহি পারূ॥১॥
জাসু নাম সুমিরত এক বারা। উতরহিঁ নর ভবসিন্ধু অপারা॥
সোই কৃপালু কেবটহি নিহোরা। জেহিঁ জগু কিয় তিহু পগহু তে থোরা॥২
পদ নখ নিরখি দেবসরি হরষী। সুনি প্রভু বচন মোহঁ মতি করষী॥
কেবট রাম রজায়সু পাবা। পানি কঠবতা ভরি লেই আবা॥৩॥
অতি আনন্দ উমগি অনুরাগা। চরন সরোজ পখারন লাগা॥
বরষি সুমন সুর সকল সিহাহীঁ। এহি সম পুন্যপুঞ্জ কোউ নাহীঁ॥৪॥

দোহা— পদ পখারি জলু পান করি আপু সহিত পরিবার।
পিতর পারু করি প্রভুহি পুনি মুদিত গয়উ লেই পার।১০১॥

বাংলা অর্থ—নিহোরা—প্রার্থনা করিতেছে; তিহু পগহু তেঁ থোরা—তিন পাদ পরিমাণ ভূমি হইতে ছোট; করষী—আকৃষ্ট (হৃষ্ট) হইলেন; কঠবতা—জল সেচনের পাত্র; পিতর—পিতৃপুরুষ; পারু করি—মুক্তি দিয়া; (দো—১০১ পর্য্যন্ত)

চৌ—স্মিতহাস্য করি' তদা কৃপাময় ক'ন। তাই কর যাহে হয় নৌকার রক্ষণ॥
ত্বরা জল আনি' কর পাদ-প্রক্ষালন। বিলম্ব হ'তেছে কর পারে উত্তরণ॥১॥
যাঁর নাম স্মৃতি-পথে আনি' একবার। উত্তরিবে লোকে ভব-সাগর অপার॥
যে কৃপালু কৈবর্ত্তকে করেছিল মিনতি। ত্রিপাদ হ'তে সে ছোট করেছিলা ক্ষিতি॥২
পদ-নখ নিরখিয়া গঙ্গা হরষিলা। প্রভুর বচন শুনি' মোহ পাশরিলা॥
কৈবর্ত্তক রাম-আজ্ঞা লভিয়া তখন। সেঁউতিতে গঙ্গাজল করে আনয়ন॥৩॥
অনুরাগ-ভরে তার হর্ষ উপজিল। পাদ-পদ্ম-প্রক্ষালনে মন নিমজ্জিল॥
দেবতা বর্ষিয়া ফুল তাহে ঈর্ষ্যা'পর। কহে—তুল্য পুণ্য-শ্লোক নাহি এর'পর॥৪॥

দোহা— পদ ধৌত করি' পাদোদক পানে পিতৃগণ-সহ পরিবার॥
পারে গেল সবে পুন হরষিত প্রভুপাদে ল'য়ে গেল পার॥১০১॥

সারমর্ম্ম—কৃপা-সিন্ধু রাম হাসিয়া তখন বলিলেন,—যাহাতে তোমার নৌকা না নষ্ট হয়, তাহাই কর, বিলম্ব করিও না। পাটনী আজ্ঞা পাইয়া সেঁউতিতে গঙ্গার জল আনিয়া আনন্দে রামের পা ধুইয়া দিল। তখন দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। পাটনীর সমান পুণ্যবান কেহ নাই। পাদোদক পাটনী নিজে পান করিয়া ধন্য হইয়া আনন্দমনে প্রভুকে পারে লইয়া গেল॥১০১॥



শ্রীরাম-নিষাদ-মিলন

কৈবর্ত্তক রাম-আজ্ঞা লভিয়া তখন। সেঁউতিতে গঙ্গাজল করে আনয়ন ॥
অনুরাগে ভরি' তা'র হর্ষ উপজিল। পাদপদ্ম-প্রক্ষালনে মন নিমজ্জিল ॥

চৌ—উতরি ঠাঢ় ভএ সুরসরি রেতা। সীয় রামু গুহ লখন সমেতা॥
কেবট উতরি দণ্ডবত কীন্হা। প্রভুহি সকুচ এহি নহিঁ কছু দীন্হা॥১॥
পিয় হিয় কী সিয় জাননিহারী। মনি মুদরী মন মুদিত উতারী॥
কহেউ কৃপাল লেহি উতরাঈ। কেবট চরন গহে অকুলাঈ॥২॥
নাথ আজু মৈঁ কাহ ন পাবা। মিটে দোষ দুখ দারিদ দাবা॥
বহুত কাল মৈঁ কীন্হি মজুরী। আজু দীন্হ বিধি বনি ভলি ভূরী॥৩॥
অব কছু নাথ ন চাহিঅ মোরেঁ। দীনদয়াল অনুগ্রহ তোরেঁ॥
ফিরতী বার মোহি জো দেবা। সো প্রসাদু মৈঁ সির ধরি লেবা॥৪॥
দোহা— বহুত কীন্হ প্রভু লখন সিয় নহিঁ কছু কেবটু লেই।
বিদা কীন্হ করুনায়তন ভগতি বিমল বরু দেই॥১০২॥

বাংলা অর্থ—ঠাঢ় ভয়ে—দাঁড়াইলেন; রেতা—বালুকা; জাননিহারী—জ্ঞাতা
মনি মুদরী—মণিময় অঙ্গুরীয়; উতরাঈ—পারের কড়ি; কাহ—কি; দাবা—দাবাগ্নি;
ভলি বনি—ভাল করিয়া; চাহিঅ—চাহিদা; উতারী—খুলিলেন; (দো—১০২ পর্য্যন্ত)

শ্রীরামের গঙ্গা-উত্তরণ

চৌ—গঙ্গা-তীরে বালু'পরে সবে উপনীত। সীতা-রাম তথা গুহ লক্ষ্মণ-সহিত॥
উত্তরিয়া কৈবর্ত্তক প্রণাম করিল। কড়ি নাহি দিয়া প্রভু সঙ্কোচে ভরিল॥১
সীতা প্রিয়-হিয়া বুঝি' করি' নিরীক্ষণ। মণিময় অঙ্গুরীয় খুলিলা তখন॥
'পার-কড়ি লহ এবে' কৃপাল কহিলা। নিষাদ চরণ ধরি' আকুল হইলা॥২
নাথ! মম আজি কিবা নাহি বা মিলিল। দুঃখ ও দারিদ্র্য-দোষ আমারে ত্যজিল॥
বহুকাল ধ'রে আমি করেছি মজুরী। আজি বিধি মিলাইল মোরে ভাল ভুরি॥৩
এবে কিছু ওহে নাথ! নাহি মাগিবার। হে দীন-দয়াল! তব ভিখারি কৃপার॥
যাহা কিছু দান কর ফিরিবে যখন। প্রসাদ বলিয়া তাহা করিব গ্রহণ॥৪॥
দোহা— করে যত্ন প্রভু, সীতা ও লক্ষ্মণ তবু কিছু নিষাদ না নিল॥
শুদ্ধা-ভক্তি বর দানিয়া তাহারে কৃপাধার বিদায় করিল॥১০২॥

সারমর্ম্ম—সীতা, রাম, লক্ষ্মণ ও গুহক গঙ্গা পার হইয়া ইহাকে কিছু দেওয়া হইলনা বলিয়া রামের একটু সঙ্কোচ হইলে সীতা তাহা বুঝিয়া গলার মুক্তার মালা বাহির করিলেন, তখন রাম তাহাকে পারের কড়ি লইতে বলিলে, পাটনী ব্যাকুল হইয়া পায়ে পড়িয়া বলিল,— হে দীন দয়াল! আমি আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনা। ফিরিবার সময় আমাকে যাহা দিবেন, সেই প্রসাদ গ্রহণ করিব। সকলে অনেক জিদ করিলেন, কিন্তু পাটনী কিছু লইল না। "নির্ম্মল ভক্তি হউক" এই বর দিয়া রাম তাহাকে বিদায় দিলেন॥১০২॥

চৌ—তব মজ্জনু করি রঘুকুল নাথা। পূজি পারথিব নায়উ মাথা॥
সিয় সুরসরিহি কহেউ কর জোরী। মাতু মনোরথ পুরউবি মোরী॥১॥

পতি দেবর সঙ্গ কুসল বহোরী। আই করৌঁ জেহিঁ পূজা তোরী ॥
সুনি সিয় বিনয় প্রেম রস সানী। ভই তব বিমল বারি বর বানী ॥২॥
সুনু রঘুবীর প্রিয়া বৈদেহী। তব প্রভাউ জগ বিদিত ন কেহী ॥
লোকপ হোহি বিলোকত তোরেঁ। তোহি সেবহিঁ সব সিধি কর জোরেঁ ॥৩
তুম্হ জো হমহি বড়ি বিনয় সুনাঈ। কৃপা কীন্হি মোহি দীন্হি বড়াঈ ॥
তদপি দেবি মৈঁ দেবি অসীসা। সফল হোন হিত নিজ বাগীসা ॥৪॥

দোহা— প্রাননাথ দেবর সহিত কুসল কোসলা আই।
পূজিহি সব মনকামনা সুজসু রহিহি জগ ছাই ॥১০৩॥

বাংলা অর্থ—জেহিঁ করৌঁ—যেন করি; লোকপ—লোকপাল; বড়াঈ—মহত্ত্ব; দেবি—দিব; হোন হিত—হইবার জন্য; পূজিহি—পূর্ণ হইবে; (দো—১০৩ পঃ)

চৌ—তখন মজ্জন করি' রঘু-কুল-নাথ। মহেশে অর্চ্চনা করি' করে প্রণিপাত ॥
গঙ্গারে পূজিয়া সীতা যুক্ত করে ক'ন। মম মনোরথ মাতঃ! করহ পূরণ ॥১
পতি ও দেবর-সাথে ফিরিয়া কুশলে। করি যেন তব পূজা আমরা সকলে ॥
সীতার বচন শুনি' প্রেমরসময়। সুরধুনী-মাঝে এই নভোবাণী হয় ॥২॥
রাম-প্রিয়া হে বৈদেহি! করহ শ্রবণ। ধরা-মাঝে তব গুণ জানে সর্ব্বজন ॥
তব কৃপা-দৃষ্টি স্বজে লোক-পাল যত। সিদ্ধি যুক্ত করে তোমা' পূজে অবিরত ॥৩
অতি যে বিনয় তুমি আমারে দেখা'লে। মোর প্রতি কৃপা করি' আমারে বাড়া'লে ॥
তথাপি শুনহে দিনু আশিস্-বচন। তোমাতে হোক সফল ঈপ্সিত আপন ॥৪

দোহা— 'তুমি প্রাণ-নাথ-দেবর-সহিত অযোধ্যাতে কুশলে ফিরিবে ॥
সুযশে ভরিবে নিখিল জগৎ মনস্কাম সকল পূরিবে' ॥১০৩॥

সারমর্ম্ম—তারপর রাম গঙ্গায় স্নান করিয়া শিবের অর্চ্চনা করিলেন, জানকী করযোড়ে স্বামী ও দেবরের সহিত কুশলে ফিরিয়া আসার কামনা জানাইলে, দৈববাণী হইল, "হে রাম-প্রিয়া বৈদেহি! শোন! তোমার প্রভাব ভুবন-বিখ্যাত তথাপি, তুমি আমাকে মিনতি জানাইয়া আমার খ্যাতি বাড়াইলে। হে দেবি! তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে তোমার যশ ছড়াইয়া পড়িবে। তোমরা কুশলে অযোধ্যাতে ফিরিবে ॥১০৩॥

চৌ—গঙ্গ বচন সুনি মঙ্গল মূলা। মুদিত সীয় সুরসরি অনুকূলা ॥
তব প্রভু গুহহি কহেউ ঘর জাহূ। সুনত সূখ মুখু ভা উর দাহূ ॥১॥
দীন বচন গুহ কহ কর জোরী। বিনয় সুনহু রঘুকুলমনি মোরী ॥
নাথ সাথ রহি পন্থু দেখাঈ। করি দিন চারি চরন সেবকাঈ ॥২॥
জেহিঁ বন জাই রহব রঘুরাঈ। পরনকুটী মৈঁ করবি সুহাঈ ॥
তব মোহি কহঁ জসি দেব রজাই। সোই করিহউঁ রঘুবীর দোহাঈ ॥৩॥
সহজ সনেহ রাম লখি তাসু। সঙ্গ লীন্হ গুহ হৃদয়ঁ হুলাসূ ॥
পুনি গুহঁ গ্যাতি বোলি সব লীন্হে। করি পরিতোষু বিদা তব কীন্হে ॥৪

দোহা— তব গনপতি সিব সুমিরি প্রভু নাই সুরসরিহি মাথ।
সখা অনুজ সিয় সহিত বন গবনু কীন্হ রঘুনাথ ॥১০৪॥

বাংলা অর্থ—সূখ—শুষ্ক; জসি—যেমন; হুলাসূ—উল্লাস; মাথ নাই—মস্তক নত করিয়া; বোলি লীন্হে—ডাকিয়া আনিলেন; বিদা—বিদায়; (দো—১০৪ পঃ)

চৌ—গঙ্গার বচন শুনি' অতি শুভ মূল। সীতা হৃষ্ট হ'ন মানি' গঙ্গা অনুকূল ॥
তখন গুহকে প্রভু ক'ন—যাও ঘর। শুনি' শুষ্ক গুহ-মুখ, দাহ হিয়া'পর ॥১
যুক্ত করে গুহ কহে করুণ-বচন। রঘুকুল-মণি! শুন মম নিবেদন ॥
তব সাথে র'য়ে নাথ পথ দেখাইব। পদ-সেবা করি কিছুদিন কাটাইব ॥২
ওহে রঘুরাজ! তুমি যাইবে যে বন। সুচারু কুটীর তথা করিব রচন ॥
মোরে আজ্ঞা দিবে তুমি যখন যেমন। দোহাই হে রঘুবীর! করিব তেমন ॥৩
স্বাভাবিক প্রীতি গুহে রাম নেহারিয়া। সঙ্গে নিল তাহে, হর্ষে ভরে গুহ-হিয়া ॥
পুন গুহ জ্ঞাতিগণে আহ্বান করিল। পরিতোষ করি' সবে বিদায় দানিল ॥৪

দোহা— তখন গণেশ, শিবেরে স্মরিয়া প্রভুপাদ গঙ্গারে নমিলা ॥
সখা ও অনুজ জানকী সহিত রঘুনাথ বনেতে চলিলা ॥১০৪॥

সারমর্ম—গঙ্গার মঙ্গল-দায়ক কথায় সীতার আনন্দ হইল, তখন রাম গুহককে ঘরে ফিরিতে বলিলে সে মলিন-বদনে বিনীতভাবে দুই-চার-দিন চরণ-সেবার বর চাহিলে রাম তাহার স্বাভাবিক প্রীতি লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে লইলেন। গুহক তাহার পরিজনদিগকে বিদায় দিল। রাম তখন গঙ্গা, গণেশ ও শিবকে প্রণাম করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গেলেন ॥১০৪॥

চৌ—তেহি দিন ভয়উ বিটপ তর বাসূ। লখন সখাঁ সব কীন্হ সুপাসূ ॥
প্রাত প্রাতকৃত করি রঘুরাঈ। তীরথরাজু দীখ প্রভু জাঈ ॥১॥
সচিব সত্য শ্রদ্ধা প্রিয় নারী। মাধব সরিস মীতু হিতকারী ॥
চারি পদারথ ভরা ভণ্ডারূ। পুন্য প্রদেস দেস অতি চারূ ॥২॥
ছেত্রু অগম গঢ়ু গাঢ় সুহাবা। সপনেহুঁ নহিঁ প্রতিপচ্ছিন্হ পাবা ॥
সেন সকল তীরথ বর বীরা। কলুষ অনীক দলন রনধীরা ॥৩॥
সঙ্গমু সিংহাসনু সুঠি সোহা। ছত্রু অখয়বটু মুনি মনু মোহা ॥
চবঁর জমুন অরু গঙ্গ তরঙ্গা। দেখি হোহিঁ দুখ দারিদ ভঙ্গা ॥৪॥

দোহা— সেবহিঁ সুকৃতী সাধু সুচি পাবহিঁ সব মনকাম।
বন্দী বেদ পুরান গন কহহিঁ বিমল গুন গ্রাম ॥১০৫॥

বাংলা অর্থ—তর—তল; বাসূ—নিবাস; সুপাসূ—সুব্যবস্থা; দীখ—দেখিলেন মীতু—মিত্র; ছেত্রু—(প্রয়াগ) ক্ষেত্র; গঢ়ু—কেল্লা; প্রতিপচ্ছিন্হ—প্রতিপক্ষকে, শত্রু; কলুষ অনীক—পাপসমূহ; ছত্রু—ছত্র; দারিদ ভঙ্গা—দারিদ্র্যনাশ; সুকৃতী—পুণ্যবান্ চারি পদারথ—চারি প্রকার পদার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) (দো—১০৫ পঃ)

চৌ—তরু তলে সেইদিন করেন যাপন। সুখের বিধান করে গুহ ও লক্ষ্মণ॥
রঘুরাজ প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন। তীর্থরাজে পঁহুছিয়া করেন দর্শন ॥১॥
সচিব তাঁহার সত্য, শ্রদ্ধা প্রিয় নারী। সুহৃদ্ বেণীমাধব মিত্র হিতকারী॥
চারিটী পদার্থে ভরা তাঁহার ভাণ্ডার। পূত চারু বহু প্রাণে তাঁহার বিস্তার ॥২
দুর্গম সে ক্ষেত্রে গড় দৃঢ় মনোরম। পাপ-শত্রু স্বপনেও প্রবেশে অক্ষম॥
বীর সেনা যেন যত তীর্থ আশে পাশে। রণ-ধীর তারা যেন যত পাপ নাশে ॥৩
শোভিল যে সিংহাসন ত্রিবেণী-সঙ্গম। সেখানে অক্ষয়-বট ছত্র মনোরম॥
গঙ্গা ও যমুনা-বীচি চামর রহিছে। তাহা হেরি' দুঃখ-দৈন্য বিনাশ লভিছে ॥৪
দোহা— পূত শুচি সাধু সেবিয়া তাঁহারে পূরণ করিছে মনস্কাম॥
বেদ ও পুরাণ বন্দিগণ সেথা বাখানে তাঁহার গুণ-গ্রাম ॥১০৫॥

সারমর্ম্ম—সেদিন গাছের তলায় লক্ষ্মণ ও সখা নিষাদ বাস করার উপযোগী সকল প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। রাম প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রয়াগ তীর্থরাজ দর্শন করিলেন। এই তীর্থরাজের রূপ, গুণ, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার সম্বন্ধে লেখনী দ্বারা বা মুখে বর্ণনা করা অসম্ভব। এই তীর্থ-ভাণ্ডারে চারি পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে—যথা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। স্তাবকগণ বেদ ও পুরাণ ইহার বিমল গুণের বন্দনা করে ॥১০৫॥

চৌ—কো কহি সকই প্রয়াগ প্রভাউ। কলুষ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাউ॥
অস তীরথপতি দেখি সুহাবা। সুখ সাগর রঘুবর সুখু পাবা ॥১॥
কহি সিয় লখনহি সখহি সুনাঈ। শ্রীমুখ তীরথরাজ বড়াঈ॥
করি প্রনামু দেখত বন বাগা। কহত মহাতম অতি অনুরাগা ॥২॥
এহি বিধি আই বিলোকী বেনী। সুমিরত সকল সুমঙ্গল দেনী॥
মুদিত নহাঈ কীন্হি সিব সিবা। পূজি জথাবিধি তীরথ দেবা ॥৩॥
তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ আএ। করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ॥
মুনি মন মোদ ন কছু কহি জাঈ। ব্রহ্মানন্দ রাসি জনু পাঈ ॥৪॥
দোহা— দীন্হি অসীস মুনীস উর অতি অনন্দু অস জানি।
লোচন গোচর সুকৃত ফল মনহুঁ কিএ বিধি আনি ॥১০৬॥

বাংলা অর্থ—**সখহি**—সখাকে (গুহককে); **মহাতম**—মাহাত্ম্য; **বেনী**—ত্রিবেণী; **মন মোদ**—মনের আনন্দ; **লাএ**—লইলেন; **কিএ**—করিলেন; (দো—১০৬ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বল কে পারে বর্ণিতে?। করি-নাশী সিংহ-সম পাপ বিনাশিতে
হেরি' হেন তীর্থ-রাজ অতি মনোহর। পুলকিত রঘুবর সুখের সাগর ॥১॥
লক্ষ্মণে সীতারে তথা সখারে শুনান। স্বীয়-মুখে তীর্থরাজ-মাহাত্ম্য মহান্॥
প্রণমিয়া হেরি' রাম বন-উপবন। শ্রদ্ধা-ভরে করিলেন মাহাত্ম্য-বর্ণন ॥২॥
হেন মতে পঁহুছিয়া ত্রিবেণী তখন। সর্ব্ব শুভ-দাত্রী কহি' করেন স্মরণ॥
প্রমুদিত অবগাহি' শিবেরে সেবিয়া। তীর্থ-দেবে যথাবিধি পূজন করিয়া ॥৩

প্রভু ভরদ্বাজ-পাশে উপনীত হ'ন। প্রণমিলে মুনি করে বক্ষে আলিঙ্গন॥
মুনি-মনে হর্ষ হেন কে করে বাখান। ব্রহ্মানন্দ-রস মুনি তাহে যেন পান॥৪

দোহা— মুনীশ-আশিসে হৃদয় তাঁহার মহানন্দে হইল মগন।
আঁখির গোচরে সুকৃতের ফল বিধি যেন আনেন তখন॥১০৬॥

সারমর্ম—এই সুন্দর তীর্থ-পতিকে দেখিয়া সুখ-সাগর রাম সুখে সীতা, লক্ষ্মণ ও গুহককে তীর্থ-রাজের প্রভাবের কথা অতি অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিলেন। তারপর যে ত্রিবেণীর স্মরণে সকল প্রকার মঙ্গল হয়, তাঁহারা সেই ত্রিবেণী দেখিলেন। তাঁহারা আনন্দে স্নান করিয়া যথাবিধি তীর্থ-দেবের পূজা করিয়া প্রভু ভরদ্বাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে মুনি রামকে বুকে টানিয়া লইলেন। তখন মুনি আশীর্ব্বাদ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিলেন॥১০৬॥

চৌ—কুসল প্রস্ন করি আসন দীন্হে। পূজি প্রেম পরিপূরন কীন্হে॥
কন্দ মূল ফল অঙ্কুর নীকে। দিএ আনি মুনি মনহুঁ অমী কে॥১॥
সীয় লখন জন সহিত সুহাএ। অতি রুচি রাম মূল ফল খাএ॥
ভএ ৰিগতশ্রম রামু সুখারে। ভরদ্বাজ মৃদু বচন উচারে॥২॥
আজু সুফল তপু তীরথ ত্যাগূ। আজু সুফল জপ জোগ ৰিরাগূ॥
সফল সকল সুভ সাধন সাজূ। রাম তুম্হহি অবলোকত আজূ॥৩॥
লাভ অবধি সুখ অবধি ন দূজী। তুম্হরেঁ দরস আস সব পূজী॥
অব করি কৃপা দেহু বর এহূ। নিজ পদ সরসিজ সহজ সনেহূ॥৪॥

দোহা— করম বচন মন হাড়ি ছলু জব লগি জনু ন তুম্হার।
তব লগি সুখু সপনেহুঁ নহীঁ কিএঁ কোটি উপচার॥১০৭॥

বাংলা অর্থ—**অমী কে**—অমৃতের (প্রস্তুত); **অবধি**—চরম সীমা; **দূজী**—দ্বিতীয়; **পূজী**—পূর্ণ হইল; **জব লগি....তব লগি**—যাবৎ....তাবৎ; **আস**—আশা; (দো—১০৭ পঃ)

চৌ—পুছি' কুশলাদি, দান করিয়া আসন। প্রেম-ভরে পূজি' তাঁরে করেন তোষণ॥
দিয়া কন্দ, মূল, ফল, অঙ্কুর সুন্দর। সুধা-সম, তুষিলেন তাঁ'রে মুনিবর॥১
গুহক, লক্ষ্মণ, সীতা, রাম,—মনোরম। ফল-মূল আস্বাদিলা রুচির পরম॥
ক্লান্তি দূর হ'লে তাহে রাম সুখী হ'ন। ভরদ্বাজ ক'ন পরে মধুর বচন॥২॥
সফল হইল আজ তীর্থ, তপ, ত্যাগ। ফল-দান করে জপ, যোগ ও বিরাগ॥
সফল সকল শুভ-সাধনের সাজ। হে রাম! তোমারে হেরি' সব সিদ্ধ আজ ৩
লাভ-সীমা, সুখ-সীমা নহে কিছু আন। তোমা' দরশনে আজ পূর্ণ মনস্কাম॥
এবে কৃপা করি' মোরে দাও এই বর। তব পাদ-পদ্ম লভি স্বভাব-সুন্দর॥৪॥

দোহা— কায়-মনো-বাক্যে ছল ত্যজি' জীব দাস যদি না হয় তোমার।
কভু তা'র সুখ স্বপনেও নাহি লভিলেও কোটি উপচার॥১০৭॥

সারমর্ম—মুনি তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া আসন দিলেন ও পূজা করিয়া পূর্ণ-প্রেম

প্রকাশ করিলেন, এবং অমৃতের ন্যায় কন্দ, মূল ও ফল আনিয়া দিলে, সকলে অতি আনন্দে তাহা ভোজন করিয়া শ্রম দূর করিলেন। ভরদ্বাজ তখন আস্তে আস্তে বলিলেন,—আজ তোমার দর্শনে আমার সমস্ত আয়োজন, তপস্যা, সংসার-ত্যাগ, জপ, যোগাদি সফল হইল এবং সমস্ত আশা পূর্ণ হইল। কৃপা করিয়া বর দাও, যাহাতে তোমার চরণ-কমলে নিশ্চল প্রেম থাকে ॥১০৭॥

চৌ—সুনি মুনি বচন রামু সকুচানে। ভাব ভগতি আনন্দ অঘানে ॥
তব রঘুবর মুনি সুজসু সুহাবা। কোটি ভাঁতি কহি সবহি সুনাবা ॥১॥
সো বড় সো সব গুন গন গেহু। জেহি মুনীস তুম্হ আদর দেহু ॥
মুনি রঘুবীর পরসপর নবহীঁ। বচন অগোচর সুখুঁ অনুভবহীঁ ॥২॥
যহ সুধি পাই প্রয়াগ নিবাসী। বটু তাপস মুনি সিদ্ধ উদাসী ॥
ভরদ্বাজ আশ্রম সব আএ। দেখন দসরথ সুঅন সুহাএ ॥৩॥
রাম প্রনাম কীন্হ সব কাহু। মুদিত ভএ লহি লোয়ন লাহু ॥
দেহিঁ অসীস পরম সুখু পাঈ। ফিরে সরাহত সুন্দরতাঈ ॥৪॥

দোহা— রাম কীন্হ বিশ্রাম নিসি প্রাত প্রয়াগ নহাই।
চলে সহিত সিয় লখন জন মুদিত মুনিহি সিরু নাই ॥১০৮॥

বাংলা অর্থ—অঘানে—পরিতৃপ্ত হইলেন ; নবহীঁ—নত হইলেন ; সুধি—সংবাদ ; বটু—বালক ; সুঅন—সূনু, পুত্র ; লাহু—লাভ ; জন—সেবক (গুহক) ; (দো—১০৮ পঃ)

চৌ—মুনি'বাণী শুনি' হ'ন রাম সঙ্কুচিত। আনন্দে ভকতি-ভাবে বটে তিরপিত ॥
রাম মুনি-যশ চারু করি' উচ্চারণ। কোটি বিধি সবাকারে করা'ন শ্রবণ ॥১
সেই বড়,—সেই সব, গুণের আধান। যাঁরে মুনি তুমি কর বহু মান-দান ॥
মুনি-রঘুবীর নত হ'ন পরস্পর। সুখ অনুভবি' তাহে বাক্যে অগোচর ॥২॥
লভি' সমাচার যত প্রয়াগ-নিবাসী। বাল-ব্রহ্মচারী, মুনি, সিদ্ধ ও উদাসী ॥
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে আগমন করে। দশরথ-তনয়ের দরশন-তরে ॥৩॥
যত সমাগত-জনে রাম নতি করে। প্রমুদিত হ'ন সবে হেরি' আঁখি-ভ'রে ॥
অতি সুখ ভুঞ্জি' কহে আশিস্-বচন। ফিরে চলি' গেল রূপে করি' প্রশংসন ॥৪

দোহা— নিশিতে বিশ্রাম লভিয়া রাঘব উষাতে প্রয়াগে সারি' স্নান।
চলেন লক্ষ্মণ-গুহ-সীতা-সহ হর্ষে করি' মুনিরে প্রণাম ॥১০৮॥

সারমর্ম—ভক্তি ও প্রেম-পূর্ণ মুনির বাক্যে রাম সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তারপর তাঁহার যশের কথা লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে শুনাইলেন। মুনি ও রঘুনাথ একে অপরকে প্রণাম করিয়া অসীম সুখের অধিকারী হইলেন। রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য প্রয়াগ-বাসী মুনিগণ তাপস, উদাসী, ব্রহ্মচারী সকলে ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া চক্ষু সার্থক করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া ফিরিলেন ॥১০৮॥

চৌ—রাম সপ্রেম কহেউ মুনি পাহীঁ। নাথ কহিঅ হম কেহি মগ জাহীঁ॥
মুনি মন বিহসি রাম সন কহহীঁ। সুগম সকল মগ তুম্হ কহু অহহীঁ॥১
সাথ লাগি মুনি সিষ্য বোলাএ। সুনি মন মুদিত পচাসক আএ॥
সবন্হি রাম পর প্রেম অপারা। সকল কহহিঁ মগু দীখ হমারা॥২॥
মুনি বটু চারি সঙ্গ তব দীন্হে। জিন্হ বহু জনম সুকৃত সব কীন্হে॥
করি প্রনামু রিষি আয়সু পাঈ। প্রমুদিত হৃদয় চলে রঘুরাঈ॥৩॥
গ্রাম নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ। দেখহিঁ দরসু নারি নর ধাঈ॥
হোহিঁ সনাথ জনম ফলু পাঈ। ফিরহিঁ দুখিত মনু সঙ্গ পঠাঈ॥৪॥

দোহা— বিদা কিএ বটু বিনয় করি ফিরে পাই মন কাম।
উতরি নহাএ জমুন জল জো সরীর সম স্যাম॥১০৯॥

বাংলা অর্থ—অহহীঁ—রহিয়াছে; **পচাসক**—পঞ্চাশ; **দীখ**—দেখা, পরিচিত; **নিকসহিঁ**—বাহির হইলেন; **উতরি**—পার হইয়া; **বটু**—বালক; (দো—১০৯ পঃ)

চৌ—রাম ক'ন প্রেম-ভরে মুনির সদনে। ওহে নাথ! কোন্ পথ ধরিব গমনে॥
মুনি মনে বিহসিয়া রাম প্রতি ক'ন। সব পন্থা তোমা'-তরে হে রাম! সুগম॥১
সাথে যাও কহি' মুনি শিষ্য আবাহিলা। শুনি' হৃষ্ট-মনে জন-পঞ্চাশ আসিলা॥
সর্ব্বজনে রামে রাখি' পিরীতি অপার। সবে কহে—পথ দেখা রয়েছে আমার॥২
যাঁরা যাঁরা বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যধর। হেন চারি শিষ্যে যে'তে ক'ন মুনিবর॥
ঋষি-আজ্ঞা লভি' রাম নমেন তাঁহারে। হৃষ্ট রঘুরাজ চলে বনের মাঝারে॥৩
বন হ'তে গ্রামে রাম যবে পহুছা'ন। নর নারী নিরখিতে হ'লা ধাবমান॥
লভিল জনম-ফল, হইল সনাথ। ফিরে দুঃখে, পাঠাইয়া মনে রাম-সাথ॥৪॥

দোহা— সবিনয়ে বটু পথে বিসর্জ্জিলে ফিরে তা'রা লভি' মনস্কাম।
স্নান করে আসি' যমুনা-সলিলে যাহা রাম-তনু-সম শ্যাম॥১০৯॥

সারমর্ম্ম—রাম মুনিকে প্রণাম করিয়া বনে চলিলেন। স-প্রেমে মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমরা কোন পথে যাইব? তখন মুনি হাসিয়া ক'ন,—সকল পথ তোমার পক্ষে ত সুগম', ইহা বলিয়া মুনি চারজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে পাঠাইলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বন ছাড়িয়া গ্রামের নিকট পৌঁছাইয়া রামের অনেক মিনতি করার পর দুঃখিত মনে ফিরিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া তখন যমুনায় স্নান করিলেন॥১০৯॥

চৌ—সুনত তীরবাসী নর নারী। ধাএ নিজ নিজ কাজ বিসারী॥
লখন রাম সীয় সুন্দরতাঈ। দেখি করহিঁ নিজ ভাগ্য বড়াঈ॥১॥
অতি লালসা বসহিঁ মন মাহীঁ। নাউঁ গাউঁ বূঝত সকুচাহীঁ॥
জে তিন্হ মহুঁ বয়বিরিধ সয়ানে। তিন্হ করি জুগুতি রামু পহিচানে॥২॥
সকল কথা তিন্হ সবহি সুনাঈ। বনহি চলে পিতু আয়সু পাঈ॥
সুনি সবিষাদ সকল পছিতাহীঁ। রানী রায় কীন্হ ভল নাহীঁ॥৩॥

ভরদ্বাজাশ্রমে নবাগত নবীন-তাপস

তেহি অবসর এক তাপসু আবা। তেজ পুঞ্জ লঘু বয়স সুহাবা॥
কবি অলখিত গতি বেষু বিরাগী। মন ক্রম বচন রাম অনুরাগী ॥৪॥
দোহা— সজল নয়ন তন পুলকি নিজ ইষ্টদেউ পহিচানি।
পরেউ দণ্ড জিমি ধরনিতল দসা ন জাই বখানি ॥১১০॥

বাংলা অর্থ—বিসারী—ভুলিয়া (বিস্মরি); নাউঁ—নাম; গাউঁ—গ্রাম; বূঝত—জিজ্ঞাসা করিতে; বয়বিরিধ—বয়োবৃদ্ধ; রায়ঁ—রাজা; (দো—১১০ পর্য্যন্ত)

চৌ—তীর-বাসী নর নারী শুনি' এ বারতা। নিজ কাজ ভুলি' ধায়, যারা ছিল যথা॥
লক্ষ্মণ-রাঘব-সীতা-মধুরিমা হেরি'। নিজ-নিজ-ভাগ্য-গর্ব্ব বুঝিল বিচারি' ॥১॥
প্রবল লালসা-ভরা তা'দের হৃদয়। নাম ধাম পুছিবারে সঙ্কুচিত হয়॥
প্রবীণ ও বুদ্ধিমান্ তা'র মাঝে যাঁ'রা। যুক্তি-বলে সর্ব্বজনে রামে চিনে তাঁরা ॥২
সকলেরে এ' বারতা শুনাইয়া ক'ন। পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে চলিছেন বন॥
শুনি' বহু খেদে তারা মনস্তাপে ভ'রে। কহে—রাজ-রাণী ইথে ভাল নাহি করে ॥৩
এই অবসরে এক আসিল তাপস। তেজঃ-পুঞ্জ তনু তা'র নবীন বয়স।
কবিবোধাতীত গতি বেশেতে বিরাগী। কায়-মনো-বাক্যে তিনি রাম-অনুরাগী ॥৪
দোহা— আঁখি-ভরা জল তনুতে পুলক নিজ ইষ্ট-দেবে চিনি' লয়।
দণ্ডবৎ পড়ে ধরা-ধামে তদা দশা কেবা দিবে পরিচয় ॥১১০॥

সারমর্ম—রামের আগমন সংবাদ শুনিয়া তীরের লোকেরা নিজ নিজ কার্য্য ভুলিয়া সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। কয়েকজন জ্ঞান-বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া দুঃখিত হইলেন। এমন সময় অল্পবয়স্ক তেজস্বী বৈরাগ্য-বেশী এক অজ্ঞাতনামা রাম-ভক্ত তাপস আসিয়া নিজ ইষ্টদেব-জ্ঞানে রামের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ॥১১০॥

চৌ—রাম সপ্রেম পুলকি উর লাবা। পরম রঙ্ক জনু পারসু পাবা॥
মনহুঁ প্রেমু পরমারথু দোউ। মিলত ধরেঁ তন কহ সবু কোউ ॥১॥
বহুরি লখন পায়ন্হ সোই লাগা। লীন্হ উঠাই উমগি অনুরাগা॥
পুনি সিয় চরন ধূরি ধরি সীসা। জননি জানি সিসু দীন্হি অসীসা ॥২॥
কীন্হ নিষাদ দণ্ডবত তেহী। মিলেউ মুদিত লখি রাম সনেহী॥
পিঅত নয়ন পুট রূপু পিয়ুষা। মুদিত সুঅসনু পাই জিমি ভূখা ॥৩॥
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে। জিন্হ পঠএ বন বালক ঐসে॥
রাম লখন সিয় রূপু নিহারী। হোহিঁ সনেহ বিকল নর নারী ॥৪॥
দোহা— তব রঘুবীর অনেক বিধি সখহি সিখাবনু দীন্হ।
রাম রজায়সু সীস ধরি ভবন গবন তেইঁ কীন্হ ॥১১১॥

বাংলা অর্থ—পারসু—স্পর্শমণি; নয়ন পুট—চোখের পল্লব; রূপ পিয়ুষা—সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত; সুঅসনু—সুভোজ্য; রঙ্ক—দরিদ্র; পায়ন্হ—পদে; (দো—১১১ পঃ)

চৌ—প্রেম ভরি' রাম তারে হৃদয়ে ধরেন। যেন অতি দুঃখী স্পর্শ-মণিরে লভেন॥
মানো প্রেম পরমার্থ দু'য়ে এক হয়। দু'য়ে মিলি' ধরে তনু সর্ব্বজনে কয়॥১
পুন লক্ষ্মণের পদে হইলে পতিত। অনুরাগ-ভরে তারে করে উত্থাপিত॥
সীতা-পদধূলি পুন মস্তকে ধরেন। মাতৃবৎ সীতা পুত্রে আশিস্ করেন॥২
নিষাদ তাপসে তদা সাষ্টাঙ্গে নমিলা। রাম-ভক্ত নিষাদে সে হর্ষে কোল দিলা॥
আঁখি-পটে কৃপামৃত তাপস ভুঞ্জিল। ক্ষুধাতুর সুভোজ্যেতে যেন তিরপিল॥৩
অন্যে কহে—'কহ সখি! মা-বাপ কেমন?। হেন সুকুমারে করে বনেতে প্রেরণ॥
রাম-সীতা-লক্ষ্মণের রূপ নেহারিয়া। প্রেমে নরনারী গেল বিকল হইয়া॥৪॥

দোহা— তদা রঘুবীর বিবিধ প্রকারে সখা গুহে শিক্ষা দান করে॥
রামের আদেশ ধরি' শিরোপরে ফিরিয়া চলিল গুহ ঘরে॥১১১॥

সারমর্ম্ম—সেই তাপস যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রণাম করিলে সকলে সস্নেহে তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমবয়স্ক স্ত্রীরা ইঁহাদিগকে দেখিয়া নানা কথা আলোচনা করিয়া স্নেহে ব্যাকুল হইল। নিষাদ এই রাম-ভক্তকে দেখিয়া প্রণাম করিলে তাপসও নিষাদকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর রাম নিষাদকে অনেক উপদেশ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন—সে রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিল॥১১১॥

চৌ—পুনি সিয় রাম লখন কর জোরী। জমুনহি কীন্হ প্রনামু বহোরী॥
চলে সসীয় মুদিত দোউ ভাঈ। রবিতনুজা কই করত বড়াঈ॥১॥
পথিক অনেক মিলহিঁ মগ জাতা। কহহিঁ সপ্রেম দেখি দোউ ভ্রাতা॥
রাজ লখন সব অঙ্গ তুম্হারেঁ। দেখি সোচু অতি হৃদয় হমারেঁ॥২॥
মারগ চলহু পয়াদেহি পাএঁ। জ্যোতিষু ঝুঠ হমারেঁ ভাএঁ॥
অগমু পন্থু গিরি কানন ভারী। তেহি মহঁ সাথ নারি সুকুমারী॥৩॥
করি কেহরি বন জাই ন জোঈ। হম সঙ্গ চলহিঁ জো আয়সু হোঈ॥
জাব জহাঁ লগি তহঁ পহুঁচাঈ। ফিরব বহোরি তুম্হহি সিরু নাঈ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি পূঁছহিঁ প্রেম বস পুলক গাত জলু নৈন।
কৃপাসিন্ধু ফেরহিঁ তিন্হহি কহি বিনীত মৃদু বৈন॥১১২॥

বাংলা অর্থ—**রবিতনুজা কই**—যমুনাকে; **বড়াই করত**—মহিমা কীর্ত্তন করিয়া; **পয়াদেহি**—পদব্রজে; **তেহি মহঁ**—তার উপর; **জোঈ ন জাই**—দেখাও যায় না; **জো**—যদি; **জাব**—যাইবে; **নৈন**—নয়ন; **বৈন**—বচন; (দো—১১২ পঃ)

চৌ—সীতা রাম ও লক্ষ্মণ তদা যুক্ত করে। পুনঃ পুনঃ যমুনারে নমস্কার করে॥
সীতা সহ দুই ভাই মুদিত চলিল। যমুনা-গৌরব সবে কহিতে লাগিল॥১॥
বহু পান্থ মিলে পথে করিতে গমন। দুটি ভা'য়ে হেরি' কহে সপ্রেমে বচন॥
রাজার লক্ষণ অঙ্গে তোমা' দু'জনার। হেরি' শোকে ভরে হিয়া আমা' সবাকার॥২

পরিক্রমা করিতেছ পায়েতে হাঁটিয়া। জ্যোতিষের কথা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া॥
অগম্য কানন-পথ গিরি, অতি ভারী। তা'র 'পরে সাথে আছে সুকুমারী নারী ॥৩
হস্তি-সিংহে ভরা বন অতীব দুর্গম। আজ্ঞা যদি পাই, সাথে চলিব কানন॥
যাবে যথা, সেথা যাব পোঁছিয়া দিব। তব পদে নমি' পুন ফিরিয়া আসিব ॥৪
দোহা— হেনমতে পুছে প্রেম-রসে তনু পুলকিত সজল নয়ন॥
কৃপা সিন্ধু কহি' ফিরা'ন সবারে সবিনয়ে মধুর বচন ॥১১২॥

সারমর্ম—তারপর সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ যমুনাকে প্রণাম করিয়া যমুনার সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিলেন। পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথিকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতে লাগিল এবং তাহারা তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইবার জন্য অনুনয় করিলে কৃপা-সিন্ধু রাম তাহাদিগকে সুমধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া ফিরাইলেন ॥১১২॥

চৌ—জে পুর গাঁব বসহিঁ মগ মাহীঁ। তিন্হহি নাগ সুর নগর সিহাহীঁ॥
কেহি সুকৃতীঁ কেহি ঘরীঁ বসাএ। ধন্য পুন্যময় পরম সুহাএ ॥১॥
জহঁ জহঁ রাম চরন চলি জাহীঁ॥ তিন্হ সমান অমরাবতি নাহীঁ॥
পুন্য পুঞ্জ মগ নিকট নিবাসী। তিন্হহি সরাহহিঁ সুরপুর বাসী ॥২॥
জে ভরি নয়ন বিলোকহিঁ রামহি। সীতা লখন সহিত ঘনস্যামহি॥
জে সর সরিত রাম অবগাহহিঁ। তিন্হহি দেব সর সরিত সরাহহিঁ ॥৩॥
জেহি তরু তর প্রভু বৈঠহিঁ জাঈ। করহিঁ কলপতরু তাসু বড়াঈ॥
পরসি রাম পদ পদুম পরাগা। মানতি ভূমি ভূরি নিজ ভাগা ॥৪॥
দোহা— ছাঁহ করহিঁ ঘন বিবুধগন বরষহিঁ সুমন সিহাহিঁ।
দেখত গিরি বন বিহগ মৃগ রামু চলে মগ জাহিঁ ॥১১৩॥

বাংলা অর্থ—**বসহি**—স্থিত আছে; **বসাএ**—বসাইয়াছিল; **অমরাবতি**—ইন্দ্র-পুরী; **মানতি**—মানিতেছে; **ছাঁহ**—ছায়া; **চলে জাহি**—চলিয়া যান ;(দোঃ—১১৩ পঃ)

চৌ—যে পুর বা গ্রাম পড়ে পথের উপরে। নাগে সুরে ঈর্ষ্যা করে সেই গ্রাম'পরে॥
কোন্ পুণ্যে শুভ ক্ষণে স্থাপেন কে পুর? ধন্য পুণ্যময় তাহে গণে নাগ-সুর ॥১॥
যে যে পথ ধরি' পড়ে রামের চরণ। স্বর্গপুর নাহি হয় তাহার তুলন॥
পুণ্যবান্ হ'ল যারা পথ-পার্শ্ববাসী। তা' সবারে প্রশংসিলা সুরপুর-বাসী ॥২
যাহারা নয়ন ভরি' হেরিয়াছে রামে। সীতা ও লক্ষ্মণসহ সেই ঘনশ্যামে॥
যে সরে বা যে নদীতে শ্রীরামের স্নান। দেবগণও করে তা'র প্রশংসার গান ॥৩
যে যে তরুতলে প্রভু উপবিষ্ট হ'ন। কল্পতরু তা'রে করে বহু প্রশংসন॥
রাম-পাদ-পদ্ম-ধূলি করি' পরশন। ভূরি ভাগ্য মানি' লয় পৃথিবী আপন ॥৪
দোহা— মেঘে ছায়া রচে, দেবে বর্ষে ফুল তাঁরে হেরি' ঈর্ষ্যা উপজিলা॥
হেরি' গিরি-মৃগ, বিহঙ্গম, বন-পথে রাম চলিতে লাগিলা ॥১১৩॥

সারমর্ম—রাম যে সমস্ত গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন, সেই সেই গ্রাম ও

নগরের অধিবাসিগণকে দেবতারাও ঈর্ষ্যা করেন। ঐ পরম পুণ্যময় গ্রাম ও নগরগুলি ধন্য। করুণাময় রাম যে স্থান দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থান অমরাবতীর ন্যায় পুণ্যময়। যে যে নদীতে স্নান করিয়াছেন, সেই সেই নদীকে মানস সরোবর ও মন্দাকিনী নদীও প্রশংসা করে। মেঘ পথে ছায়া করিতেছিল এবং দেবতারা ধন্য ধন্য করিয়া পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছিলেন ॥১১৩॥

চৌ—সীতা লখন সহিত রঘুরাঈ। গাঁব নিকট জব নিকসহিঁ জাঈ ॥
সুনি সব বাল বৃদ্ধ নর নারী। চলহিঁ তুরত গৃহ কাজু বিসারী ॥১॥
রাম লখন সিয় রূপ নিহারী। পাই নয়নফলু হোহিঁ সুখারী ॥
সজল বিলোচন পুলক সরীরা। সব ভএ মগন দেখি দোউ বীরা ॥২॥
বরনি ন জাই দসা তিন্হ কেরী। লহি জনু রঙ্কন্হ সুর মনি ঢেরী ॥
একন্হ এক বোলি সিখ দেহীঁ। লোচন লাহু লেহু ছন এহীঁ ॥৩॥
রামহি দেখি এক অনুরাগে। চিতবত চলে জাহিঁ সঙ্গ লাগে ॥
এক নয়ন মগ ছবি উর আনী। হোহিঁ সিথিল তন মন বর বানী ॥৪॥

দোহা— এক দেখি বট ছাঁহ ভলি ডাসি মৃদুল তৃন পাত।
কহহিঁ গবাঁইঅ ছিনুকু শ্রমু গবনব অবহিঁ কি প্রাত ॥১১৪॥

বাংলা অর্থ—**জাঈ নিকসহি**—যাইয়া বাহির হন ; **বিসারী**—বিস্মরি, ভুলিয়া ; **তিন্হ কেরী**—তাহাদের ; **রঙ্কনহ**—দরিদ্রগণ ; **ঢেরী**—স্তূপ ; **লাহ**—লাভ ; **জাহিঁ**—যাহারা ; **ডাসি**—বিছাইয়া ; **পাত**—পত্র ; **গবাঁইঅ**—মিটাইয়া লও ; **ছিনুকু**—ক্ষণেক ; **গবনব**—চলিয়া যাবে ; **অবহি**—এখনই ; **ছাঁহ**—ছায়া ; **পাত**—পাত. ; (দো—১১৪ পঃ)

চৌ—সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাঘব যখন। গ্রামের নিকটে গিয়া উপনীত হ'ন ॥
শুনি' সব বাল, বৃদ্ধ তথা নর-নারী। ত্বরিতে চলিল সবে গৃহ কাজ ছাড়ি' ॥১
জানকী-লক্ষ্মণ-রাম-রূপ নেহারিয়া। লভে তারা আঁখি-ফল আনন্দ ভুঞ্জিয়া ॥
সজল নয়ন হয় পুলক-শরীর। প্রেমানন্দে ভরে মন হেরি' দুই বীর ॥২॥
তা' সবার সেই সুখ বর্ণনে না যায়। স্পর্শমণি-রাশি যেন দীন জনে পায় ॥
কেহ বা অপরে দিল এ হেন শিক্ষণ। লোচনের লাভ লহ এই শুভক্ষণ ॥৩
রামকে হেরিয়া কেহ অনুরাগ-পর। দেখিতে দেখিতে চলে হ'য়ে সহচর ॥
কেহ বা আঁখির ছবি হৃদয়ে রাখিল। কায়মনোবাক্যে যেন বিকল হইল ॥৪॥

দোহা— কেহ বটচ্ছায়ে বিছাইয়া চারু তৃণাসন এক ভূমি পরে ॥
কহে—ব'স হেথা শ্রম দূর কর যাবে প্রাতে—কিছুক্ষণ পরে ॥১১৪॥

সারমর্ম—সীতা-রামের আগমন বার্তা শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শনে চক্ষু সার্থক করিল। তখন দুইটি ভাইয়ের উপর তাহাদের যে প্রীতি জন্মিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কেহ বা প্রীতি-ভরে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কেহ বা বৃক্ষের নীচে কোমল লতা-পাতার উপর বসিয়া বিশ্রাম করার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিল ॥১১৪॥

চৌ—এক কলস ভরি আনহিঁ পানী। অঁচইঅ নাথ কহহিঁ মৃদু বানী ॥
স্থনি প্রিয় বচন প্রীতি অতি দেখী। রাম কৃপাল স্থসীল বিসেষী ॥১॥
জানী শ্রমিত সীয় মন মাহীঁ। ঘরিক বিলম্বু কীন্হ বট ছাহীঁ ॥
মুদিত নারি নর দেখহিঁ সোভা। রূপ অনূপ নয়ন মনু লোভা ॥২॥
একটক সব সোহহিঁ চহুঁ ওরা। রামচন্দ্র মুখ চন্দ চকোরা ॥
তরুন তমাল বরন তনু সোহা। দেখত কোটি মদন মনু মোহা ॥৩॥
দামিনি বরন লখন স্থঠি নীকে। নখ সিখ স্থভগ ভাবতে জী কে ॥
মুনিপট কটিন্হ কসেঁ তূনীরা। সোহহিঁ কর কমলনি ধনু তীরা ॥৪॥
দোহা — জটা মুকুট সীসনি স্থভগ উর ভুজ নয়ন বিসাল।
সরদ পরব বিধু বদন বর লসত স্বেদ কন জাল ॥১১৫॥

বাংলা অর্থ—ঘরিক—এক ঘণ্টা (ঘড়ি); একটক—একদৃষ্টে; চহুঁ ওরা—চতুর্দ্দিকে; মোহা—মুগ্ধ হইল; জী কে ভাবতে—মনে ভাল লাগে; কসেঁ—কোমরে; সীসনি—মস্তকের উপরে; শরদ পরব—শরৎকালীন; লসত—দীপ্তি পাইল; (দো—১১৫ পঃ)

বনবাসিগণের শ্রদ্ধার্পণ

চৌ—কলসে ভরিয়া জল করি আনয়ন। আচমন-তরে কহে মৃদুল বচন ॥
অতি প্রীতি হেরি' শুনি' মধুর বচন। সুশীল শ্রীরাম ভারী কৃপা'পর হ'ন ॥১
মনোমাঝে জানকীরে বুঝি' শ্রান্তি-পর। বটের ছায়ায় করে দেরী দণ্ডভর ॥
শোভা-মুগ্ধ রহে যত হৃষ্ট নর-নারী। আঁখি-মনোলোভা রূপ অনুপম হেরি' ॥২
রামচন্দ্র-মুখ-চন্দ্র চকোরের সম। এক দৃষ্টে হেরে চারিদিকে অনুপম ॥
তাঁহার তরুণ তনু তমাল বরণ। কোটি-কাম-মনে করে মোহ আনয়ন ॥৩॥
বিদ্যুদ্-বরণ হ'তে লক্ষ্মণ সুন্দর। নখ হ'তে শিখা সর্ব্ব-হৃদানন্দ কর ॥
পরিধানে মুনি-বস্ত্র, কটিতে তুণীর। কর-পদ্মে শোভে চারু ধনু আর তীর ॥৪॥
দোহা— জটার মুকুট শিরে, মনোহর বক্ষ, ভুজ আঁখি সুবিশাল ॥
শারদ-পূর্ণিমা-চন্দ্র-সম-মুখ শোভে তাহে স্বেদ-কণা-জাল ॥১১৫॥

সারমর্ম্ম—তাহাদের প্রীতিপূর্ণ ভাব দেখিয়া এবং সীতার পরিশ্রম হইয়াছে জানিয়া রাম বটের ছায়ায় এক-ঘণ্টা বিশ্রাম করিলেন। একজন তাঁহার মুখ ধুইবার জন্য জল আনিয়া মিষ্ট-বাক্যে বলিল,—হে নাথ, হাত-মুখ ধুইয়া ফেলুন। সেখানে বহু-লোক আসিয়া তাঁহাদের মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল ॥১১৫॥

চৌ—বরনি ন জাই মনোহর জোরী। সোভা বহুত থোরি মতি মোরী ॥
রাম লখন সিয় সুন্দরতাঈ। সব চিতবহিঁ চিত মন মতি লাঈ ॥১॥
থকে নারি নর প্রেম পিআসে। মনহুঁ মৃগী মৃগ দেখি দিআ সে ॥
সীয় সমীপ গ্রামতিয় জাহীঁ। পূঁছত অতি সনেহঁ সকুচাহীঁ ॥২॥

বার বার সব লাগহিঁ পাএঁ। কহহিঁ বচন মৃদু সরল সুভাএঁ ॥
রাজকুমারি বিনয় হম করহীঁ। তিয় সুভায় কছু পূঁছত ডরহীঁ ॥৩॥
স্বামিনি অবিনয় ছমবি হমারী। বিলগু ন মানব জানি গবাঁরী ॥
রাজকুঅঁর দোউ সহজ সলোনে। ইন্হ তেঁ লহী দুতি মরকত সোনে ॥৪॥

দোহা— স্যামল গৌর কিসোর বর সুন্দর সুষমা ঐন।
সরদ সর্ব্বরীনাথ মুখু সরদ সরোরুহ নৈন ॥১১৬॥

বাংলা অর্থ—জোরী—যুগ্ম ; বরনি ন জাই—বর্ণনা করা যায় না ; থকে— স্তম্ভিত হইলেন ; দিআ সে—প্রদীপকে ; পাএঁ—পদে ; ডরহী—ভয় পাইতেছি ; গঁবারী—গোঁয়ার, উদ্ধত ; বিলগু—পৃথক (বিসদৃশ) ; সলোনে—স্নেহময় ; লহী—লয় ; ঐঁন—অয়ন আধার ; সর্ব্বরীনাথ—শর্ব্বরীনাথ (চন্দ্র) ; ইন্হ তেঁ—ইঁহাদের হইতে ; (দো—১১৬ পদ:)

চৌ—বর্ণিব কেমনে বল চারু সে যুগল ?। বহু শোভাধর, মম অল্প বুদ্ধি-বল ॥
লক্ষ্মণ ও সীতা রাম অতি রূপবান্। হেরিলে সবার মন তথা ভরে প্রাণ ॥১॥
প্রেম-ভরে নর-নারী হইল স্তম্ভিত। মৃগ-মৃগী যেন হেরে দীপ প্রজ্বালিত ॥
সীতার সমীপে যায় গ্রাম্য নারীদল। পুছিতে সঙ্কোচ অতি স্বভাব-বিহ্বল ॥২॥
বার বার তাঁর পায়ে সকলে নমিল। সরল বিনম্রভাবে তাঁহারে পুছিল ॥
হে রাজকুমারি ! তোমা পুছি সবিনয়। নারীর স্বভাবে কিন্তু কিছু ভয় হয় ॥৩
'হে স্বামিনি ! ক্ষম তুমি অবিনয় আজ। দোষ নাহি ল'বে জানি'—কহিছে নিলাজ ॥
রাজার কুমার দুটি ধরে চারু কায়। মরকত-স্বর্ণে দ্যুতি দোঁহা হ'তে পায় ॥৪॥

দোহা— বর্ণ শ্যাম গৌর কিশোর সুন্দর মনোহর সুষমা-আলয় ॥
শারদ-চন্দ্রমা-সমান বদন শারদ সরোজ আঁখিদ্বয় ॥১১৬॥

সারমর্ম—তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। গ্রামের স্ত্রীরা সীতার নিকট গিয়া প্রণাম করিল এবং বিনীতভাবে নিজেদের মধ্যে সীতা-রাম-লক্ষ্মণের অপরূপ রূপ বর্ণনা করিল। কিন্তু সীতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচবোধ করিয়াও রাম-লক্ষ্মণ সীতার কে হ'ন—প্রশ্ন করিল ॥১১৬॥

মাসপারায়ণ ষোড়শ বিশ্রাম

সমাপি' ষোড়শ দিন মাসপারায়ণে। নমি'ছে বিজয়কালী শ্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—কোটি মনোজ লজাবনিহারে। সুমুখি কহহু কো আহিঁ তুম্হারে ॥
সুনি সনেহময় মঞ্জুল বানী। সকুচী সিয় মন মহুঁ মুসুকানী ॥১॥
তিন্হহি বিলোকি বিলোকতি ধরনী। দুহুঁ সকোচ সকুচতি বরবরনী ॥
সকুচি সপ্রেম বাল মৃগ নয়নী। বোলী মধুর বচন পিকবয়নী ॥২॥
সহজ সুভায় সুভগ তন গোরে। নামু লখনু লঘু দেবর মোরে ॥
বহুরি বদনু বিধু অঞ্চল ঢাঁকী ॥ পিয় তন চিতই ভৌঁহ করি বাঁকী ॥৩॥

খঞ্জন মঞ্জু তিরীছে নয়ননি। নিজ পতি কহেউ তিন্‌হহি সিয়ঁ সয়ননি ॥
ভঈ মুদিত সব গ্রামবধূটীঁ। রঙ্কন্‌হ রায় রাসি জনু লূটীঁ ॥৪॥

দোহা— অতি সপ্রেম সিয় পায়ঁ পরি বহুবিধি দেহিঁ অসীস।
সদা সোহাগিনি হোহু তুম্‌হ জব লগি মহি অহি সীস ॥১১৭॥

বাংলা অর্থ—লজাবনিহারে—লজ্জাদাতা; আহি—ইঁহারা; বরবরনী—উত্তম বর্ণবিশিষ্ট; পিকবয়নী—কোকিলকণ্ঠী; ভৌঁহ—ভ্রূ; তিরীছে—বক্র করিয়া; সয়ননি—ঈশারাতে; রায় রাসি—ধনরাশি; মহি—পৃথিবী; অহি সীস—অনন্তদেবের মস্তক; জব লগি—যাবৎ কাল; (দো—১১৭ পঃ)

চৌ—কোটি কামে হ'ন যিনি সরম কারণ। কহত সুমুখি! তিনি তব কেবা হ'ন ॥
শুনি' স্নেহময় সেই মধুর বচন। সঙ্কোচেতে, স্মিতহাস্যে ভরে সীতা-মন ॥১
হেরি' তা'র পানে পুন চাহি' ধরা'পরে। কহে বা না কহে—দ্বিধা সীতা-চিত্তে ভরে ॥
প্রেমে ও সঙ্কোচে ভরি' গেল তাঁর মন। পিক-স্বরা সুমধুর কহিলা বচন ॥২
'সহজ স্বভাব চারু গৌরবর্ণ যাঁর। নামেতে লক্ষ্মণ, ছোট দেবর আমার ॥
পুন তাঁর চন্দ্রানন আঁচলে ঢাকিয়া। প্রিয় তনু হেরিলেন ভুরু বাঁকাইয়া ॥৩'
মঞ্জুল খঞ্জন-সম বক্র আঁখিদ্বয়। ইশারাতে নিজপতি করে পরিচয় ॥
গ্রাম্য বধূগণ সবে হেন হৃষ্ট হয়। দীনজন ধনরাশি যেন লুটি' লয় ॥৪॥

দোহা— বিবিধ প্রকারে অতি প্রেমে নমি' সীতা-পদে আশীর্ব্বাদ করে ॥
তাবৎ হইবে পতি সোহাগিনী যাবৎ অনন্ত মহী ধরে ॥১১৭॥

সারমর্ম—সীতা তাহাদের স্নেহময় কোমল-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিলেন। এবং সঙ্কোচের সহিত বলিলেন,—সরল-স্বভাব গৌর-বর্ণ যিনি তিনি আমার দেবর। আর আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ইঙ্গিতে নিজের স্বামীর দিকে তাকাইয়া স্বামীর পরিচয় দিলেন। তাহাতে স্ত্রীরা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং সীতাকে 'চিরসোহাগিনী হও' আশীর্ব্বাদ করিল ॥১১৭॥

চৌ—পারবতী সম পতিপ্রিয় হোহূ। দেবি ন হম পর ছাড়ব ছোহূ ॥
পুনি পুনি বিনয় করিঅ কর জোরী। জৌঁ এহি মারগ ফিরিঅ বহোরী ॥১॥
দরসনু দেব জানি নিজ দাসী। লখীঁ সিয়ঁ সব প্রেম পিআসী।
মধুর বচন কহি কহি পরিতোষীঁ। জনু কুমুদিনীঁ কৌমুদীঁ পোষীঁ ॥২॥
তবহিঁ লখন রঘুবর রুখ জানী। পূঁছেউ মগু লোগন্‌হি মৃদু বানী ॥
সুনত নারি নর ভএ দুখারী। পুলকিত গাত বিলোচন বারী ॥৩॥
মিটা মোদু মন ভএ মলীনে। বিধি নিধি দীন্‌হ লেত জনু ছীনে ॥
সমুঝি করম গতি ধীরজু কীন্‌হা। সোধি সুগম মগু তিন্‌হ কহি দীন্‌হা ॥৪॥

দোহা— লখন জানকী সহিত তব গবনু কীন্‌হ রঘুনাথ।
ফেরে সব প্রিয় বচন কহি লিএ লাই মন সাথ ॥১১৮॥

বাংলা অর্থ—ছোহু—কৃপা ; লখী—দেখিলেন ; মিটা—শেষ হইল ; ছীনে লেত —ছিনিয়া লইলেন ; সোধি—ভালরূপে নির্ণয় করিয়া ; মগু—পথ ; (দো—১১৮ পঃ)

চৌ—পার্ব্বতী-সমান হও পতি-সোহাগিনী। দেবি ! জান মো'সবারে কৃপা-ভিখারিণী

বিনতি করিল পুন যুক্তকর করি'। ফিরিবে তোমরা যেন এই পথ ধরি' ॥১॥

দরশন দিবে সবে জানি' নিজ দাসী। সবারে হেরেন সীতা প্রেমের পিয়াসী ॥

মধুর বচন কহি' তাঁরে পরিতোষে। কৌমুদী-কুমুদে যেন সমাদরে পোষে ॥২

রঘুবর-কঠোরতা জানিয়া লক্ষ্মণ। মৃদু ভাষে কহে—কর পথ প্রদর্শন ॥

নর-নারী শুনে যবে দুখে ভরে মন। তনুতে পুলক ভরে বারিতে নয়ন ॥৩॥

আনন্দ মিটিল, ভরে বিষাদেতে মন। বিধি নিধি দিয়া পুন ছিনাইয়া ল'ন ॥

করমের গতি বুঝি' ধীরতা ধরিল। সরল সুগম পথ দেখাইয়া দিল ॥৪॥

দোহা— জানকী লক্ষ্মণ সহিত তখন রঘুনাথ করেন গমন ॥

ফিরিল সকলে কহি' প্রিয় বাণী চলিলেন তাঁ'রা ল'য়ে মন ॥১১৮॥

সারমর্ম্ম—সকলে পুনঃ পুনঃ যোড়হাতে বলিল,—দাসী জানিয়া ফিরিবার সময় দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিও। তারপর তিনি মিষ্ট-কথায় তাহাদিগকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। রামের কর্ম্মের গতিতে গমন অপরিহার্য্য বুঝিয়া তাহারা ভাল পথ বলিয়া দিল। রাম-লক্ষ্মণ মিষ্ট-বাক্যে তাহাদিগকে ঘরে ফিরিতে বলিলেন—কিন্তু উহাদের মন তাঁহারা সাথে লইয়া চলিলেন ॥১১৮॥

চৌ—ফিরত নারি নর অতি পছিতাহীঁ। দৈঅহি দোষু দেহিঁ মন মাহী ॥

সহিত বিষাদ পরসপর কহহীঁ। বিধি করতব উলটে সব অহহীঁ ॥১॥

নিপট নিরঙ্কুস নিঠুর নিসঙ্কূ। জেহিঁ সসি কীন্হ সরুজ সকলঙ্কূ ॥

রূখ কলপতরু সাগরু খারা। তেহিঁ পঠএ বন রাজকুমারা ॥২॥

জোঁ পৈ ইন্হহি দীন্হ বনবাসূ। কীন্হ বাদি বিধি ভোগ বিলাসূ ॥

এ বিচরহিঁ মগ বিনু পদত্রানা। রচে বাদি বিধি বাহন নানা ॥৩॥

এ মহি পরহিঁ ডাসি কুস পাতা। সুভগ সেজ কত সৃজত বিধাতা ॥

তরুবর বাস ইনহহি বিধি দীন্হা। ধবল ধাম রচি রচি শ্রমু কীন্হা ॥৪॥

দোহা— জোঁ এ মুনি পট ধর জটিল সুন্দর সুঠি সুকুমার।

বিবিধ ভাঁতি ভুষন বসন বাদি কিএ করতার ॥১১৯॥

বাংলা অর্থ—দৈঅহি—দৈবকে ; জো পৈ—যদি তবে ; বাদি—ব্যর্থ ; সেজ—শয্যা ; কত—কেন ; জটিল—জটাধারী ; করতার—বিধাতা ; (দো—১১৯ পঃ)

চৌ—ফিরে যবে নর নারী বহি' শোক-ভার। দৈবেরে দূষিল সবে মনের মাঝার ॥

বিষাদে ভরিয়া সবে পরস্পর কহে। বিধির বিধান সব বিপরীত রহে ॥১॥

অতি নিরঙ্কুশ বিধি নিঠুর নিডর। করেন কলঙ্কী শশী ক্ষয়-বৃদ্ধি-পর ॥

কল্প-বৃক্ষে বৃক্ষ করি', পারাবারে ক্ষার—দানিয়া পাঠান বনে রাজার কুমার ॥২

যদি বিধি ইঁহাদের দেন বনবাস। বৃথা তাঁর সৃষ্টি করা ভোগ ও বিলাস॥
এঁরা যদি পথে যা'ন বিনা পদত্রাণ। ব্যর্থ তবে সৃষ্টি করা নানাবিধ যান॥৩
এঁরা যদি শো'ন্ ভূমে কুশ-পত্র'পরে। সৃজেন পালঙ্ক চারু বিধি কার তরে?
তরু-তলে বাস যদি ইঁহাদের তরে। বৃথা বিধাতার শ্রম সৌধসৃষ্টি-তরে॥৪

দোহা— মুনি-বস্ত্র পরি' জটা শিরে ধরি' যদি যা'ন চারু সুকুমার॥
কেন নিরর্থক বসন ভূষণ সৃষ্টি নানাবিধ বিধাতার?॥১১৯॥

সারমর্ম—তখন নর-নারীরা দুঃখ করিতে করিতে বিধাতাকে দোষ দিতে লাগিল। তাহারা মন্তব্য করিল, বিধাতার সমস্ত ভোগ বিলাসের সৃষ্টি করা ব্যর্থ, এবং আরও কহিল—সুন্দর অতি সুকুমারের এই মুনি-বেশ ধারণ করাইয়া বিধাতা রাজ-প্রসাদাদি সমস্ত রম্য বস্তুর সৃজনকে ব্যর্থ করিয়াছেন॥১১৯॥

চৌ—জৌঁ এ কন্দ মূল ফল খাহীঁ! বাদি সুধাদি অসন জগ মাহীঁ॥
এক কহহিঁ এ সহজ সুহাএ। আপু প্রগট ভএ বিধি ন বনাএ॥১॥
জহঁ লগি বেদ কহি বিধি করনী। শ্রবন নয়ন মন গোচর বরনী॥
দেখহু খোজি ভুঅন দস চারী। কহঁ অস পুরুষ কহাঁ অসি নারী॥২॥
ইন্‌হহি দেখি বিধি মনু অনুরাগা। পটতর জোগ বনাবৈ লাগা॥
কীন্‌হ বহুত শ্রম ঐক ন আএ। তেহি ইরিষা বন আনি দুরাএ॥৩॥
এক কহহিঁ হম বহুত ন জানহিঁ। আপুহি পরম ধন্য করি মানহিঁ॥
তে পুনি পুন্যপুঞ্জ হম লেখে। জে দেখহিঁ দেখিহহিঁ জিন্‌হ দেখে॥৪॥

দোহা— এহি বিধি কহি কহি বচন প্রিয় লেহিঁ নয়ন ভরি নীর॥
কিমি চলিহহিঁ মারগ অগম সুঠি সুকুমার সরীর॥১২০॥

বাংলা অর্থ—জহঁ লগি—যে পর্যন্ত; বরনী—বর্ণনা করিয়াছেন; দস চারী—চতুর্দ্দশ; পটতর জোগ—তুলনাযোগ্য; ঐক ন আএ—একটিও আসে নাই; দুরাএ—গোপন করিয়াছেন; আপুহিঁ—নিজেকে; দেখিহহিঁ—দেখিবে; দেখে—দেখিয়াছে; দেখহিঁ—দেখিতেছে; হম লেখে—আমার বিবেচনা মত; (দো—১২০ পঃ)

চৌ—কন্দ, ফল, মূল যদি এঁদের ভোজন? জগতে অমৃত আদি খাদ্য অকারণ॥
স্বভাবে জনম চারু কেহ কেহ ক'ন। আপনি প্রকট, নহে ব্রহ্মার সৃজন॥১
বিধির বিধান যত বেদেতে বর্ণন। সব কিছু জানে তাহা চক্ষু, কর্ণ, মন॥
চতুর্দ্দশ ধরা যদি খুঁজিয়া দেখিবে। এ হেন পুরুষ নারী কোথায় মিলিবে?॥২
এ সবারে হেরি' বিধি প্রীতির কারণ। তুল্য জন সৃজিবারে যত্নপর হন॥
বহু শ্রম করিয়াও না পারি' সৃজিতে। ঈর্ষ্যা-বশে পাঠা'লেন কাননে ভ্রমিতে॥৩
কেহ কহে আমি নাহি জানি বহুতর। আপনাকে মানি শুধু মহাভাগ্যধর॥
মম মতে সে পৌঁছেছে সুকৃতি-সীমায়। যে দেখেছে, যে বা দেখে, যে দেখিবে তায়॥৪

দোহা— বার বার হেন কহি' প্রিয় বাণী আঁখিতে ভরা'য়ে ভুরি নীর ॥
চিন্তিল কেমনে সু-দুর্গম পথে চলিবে এ' সুন্দর শরীর ॥১২০॥

সারমর্ম—তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—ইঁহাদিগকে বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই। ইঁহারা নিজে নিজেই উৎপন্ন হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ-ভুবনে এ'রকম স্ত্রী-পুরুষ কোথাও দেখা যায় না। বিধি ইঁহাদের সমান সুন্দর মানুষ গঠন কার্য্যে বিফল হইয়াছেন। তাই ঈর্ষ্যায় ইহাদিগকে বনে আনিয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। অপর একজন বলিল,— ইহাদের দর্শনেই নিজেকে ধন্য মনে করি, এ'র বেশী জানিতে চাহি না ॥১২০॥

চৌ—নারি সনেহ বিকল বস হোহীঁ। চকঈ সাঁঝ সময় জনু সোহীঁ ॥
মৃদু পদ কমল কঠিন মগু জানী। গহবরি হৃদয়ঁ কহহিঁ বর বানী ॥১॥
পরসত মৃদুল চরন অরুনারে। সকুচতি মহি জিমি হৃদয় হমারে ॥
জৌঁ জগদীস ইন্হহি বনু দীন্হা। কস ন সুমনময় মারগু কীন্হা ॥২॥
জৌঁ মাগা পাইঅ বিধি পাহীঁ। এ রখিঅহিঁ সখি আঁখিন্হ মাহীঁ ॥
জে নর নারি ন অবসর আএ। তিন্হ সিয় রামু ন দেখন পাএ ॥৩॥
সুনি সুরূপু বূঝহিঁ অকুলাঈ। অব লগি গএ কহাঁ লগি ভাই ॥
সমরথ ধাই বিলোকহি জাঈ। প্রমুদিত ফিরহিঁ জনমফলু পাঈ ॥৪॥

দোহা— অবলা বালক বৃদ্ধ জন কর মীজহিঁ পছিতাহিঁ ॥
হোহি প্রেমবস লোগ ইমি রামু জহাঁ জহঁ জাহিঁ ॥১২১॥

বাংলা অর্থ—**চকঈ**—চক্রবাকী; **সোহী**—শোকী হইয়াছে; **গহবরি**—বিষণ্ণ; **অরুনারে**—অরুণবর্ণ; **কস ন**—কেন না; **মাগা**—ভিক্ষা; **অব লগি**—এ সময়ের মধ্যে; **মীজহি**—কচলাইতে লাগিল; (দো—১২১ পঃ)

চৌ—স্নেহেতে বিবশ ভদ্রা নারীগণ হয়। চকোরী বিবশ যথা সাঁঝের সময় ॥
পথ যে দুর্গম তাহে কমল-চরণ। গভীর হৃদয়ে কহে গম্ভীর বচন ॥১॥
মৃদু-রক্ত-পাদ ধরা-পরশ লভিয়া। মম হিয়া-সম গেল সঙ্কোচে ভরিয়া ॥
যদি বিধি দেন বন ইহাদের তরে। পুষ্প না বিছা'ন কেন সব পথ'পরে ॥২॥
যদি কভু বিধি-পার্শ্বে যাচ্ঞা নিজ পাই। আঁখি-মাঝে রাখি তাঁরে এই বর চাই ॥
আসিতে যে নরনারী না সুযোগ পায়। সীতা-রামে দেখা তা'র ভাগ্যেতে কোথায়?
রূপ শুনি' কারো মনে আকুলতা পূরে—কহে, 'এতক্ষণে ভাই! তাঁ'রা কত দূরে?'
সক্ষম আছিল যারা ধাইয়া হেরিল। জনমের ফল লভি' হরষে ফিরিল ॥৪॥

দোহা— অবলা, বালক, বৃদ্ধজন যত করে কর চাপি' শোকপর ॥
রাম যেথা যা'ন, হেনমতে সবে হইলেন প্রেমেতে কাতর ॥১২১॥

সারমর্ম—সকলেই চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিয়া ইহারা কঠিন মাটির উপর দিয়া সুকোমল পায়ে হাঁটিবেন। বিধাতা যদি ইহাদিগকে বনে যে'তে দিলেন, তবে পথগুলি

পুষ্পাস্তৃত কেন করিলেন না? এইভাবে রাম যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন সেখানকার লোক প্রেমে বিবশ হইয়া পড়িতেছিল ॥১২১॥

চৌ—গাবঁ গাবঁ অস হোই অনন্দূ। দেখি ভানুকুল কৈরব চন্দূ॥
জে কছু সমাচার সুনি পাবহিঁ। তে নৃপ রানিহি দোসু লগাবহিঁ ॥১॥
কহহিঁ এক অতি ভল নরনাহূ। দীন্হ হমহি জোই লোচন লাহূ॥
কহহি পরসপর লোগ লোগাঈ। বাতেঁ সরল সনেহ সুহাঈ ॥২॥
তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হ জাএ। ধন্য সো নগরু জহাঁ তেঁ আএ॥
ধন্য সো দেসু সৈলু বন গাউঁ। জহঁ জহঁ জাহি ধন্য সোই ঠাউঁ ॥৩॥
সুখু পায়উ বিরঞ্চি রচি তেহী। এ জেহি কে সব ভাঁতি সনেহী॥
রাম লখন পথি কথা সুহাঈ। রহী সকল মগ কানন ছাঈ ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি রঘুকুল কমল রবি মগ লোগন্হ সুখ দেত।
জাহিঁ চলে দেখত বিপিন সিয় সৌমিত্রি সমেত ॥১২২॥

বাংলা অর্থ—কৈরব—কুমুদিনী; লোগ লোগাঈ—স্ত্রী-পুরুষ; জাএ — জন্ম দিয়াছেন; ঠাউঁ—স্থান; এ—ইনি; লোগন্হ—লোকগণকে; জাহি চলে—চলিয়া যাইতে লাগিলেন; দেত—দিতে দিতে; দেখত—দেখিতে দেখিতে; (দো—১২২ পঃ)

চৌ—গ্রাম-গ্রামান্তর ভরে আনন্দেতে সেথা। সূর্য্য-কুল-কুমুদের চন্দ্র ফেরে যেথা॥
যা'রা এই সমাচার শুনিতে পাইল। নৃপ-রাণী দুজনারে সকলে দূষিল ॥১
কেহ বলে নরনাথ অতীব সজ্জন। মো'সবার আঁখি-তৃষা করে নিবারণ॥
লোক-মুখে পরস্পর নরনারী কয়। সুন্দর সরল বাণী অতি স্নেহময় ॥২॥
ধন্য সেই পিতা মাতা জন্ম-দাতা যাঁরা। ধন্য সে নগর যেথা পালিত ইঁহারা॥
ধন্য সেই দেশ, তথা শৈল, গ্রাম, বন। যেথা যেথা তাঁ'রা সবে করেন গমন ॥৩
বিরিঞ্চি সৃজিয়া তাঁরে সুখ লাভ করে। সকল প্রকারে সিঞ্চি' স্নেহ তাঁর' পরে॥
পথিক-লক্ষ্মণ-রাম-কথা মনোহর। ছাইল কাননে তথা সব মার্গ'পর ॥৪॥

দোহা— রঘুকুল-পদ্ম-রবি হেনমতে সুখ দিয়া পথে জনতারে॥
দেখিতে দেখিতে চলেন কাননে ল'য়ে সাথে লক্ষ্মণে, সীতারে ॥১২২

সারমর্ম—প্রত্যেক-গ্রামে সূর্য্য-বংশ-রূপ কুমুদ-বনের চন্দ্র রামকে দেখিয়া এই প্রকার আনন্দ হইতেছিল। এই সংবাদ যাহারা পাইয়াছিল, তাহারাই রাজা ও রাণীকে দোষ দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন রাজার প্রশংসা করিয়া বলিল,—তিনি আমাদের চক্ষু সার্থক করিয়া দিয়াছেন! কেহ বা রাজার প্রতি প্রেম-ভরে পরস্পর বলিতে লাগিল,—যে মাতা-পিতা ইঁহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, যেখান হইতে আসিয়া যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন, সেই সমস্তই ধন্য। তাঁহাদের সুন্দর কথা সকল পথ ছাইয়া দিল। রঘু-কুল-সূর্য্য রাম এইভাবে বন দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥১২১॥

চৌ—আগেঁ রামু লখনু বনে পাছেঁ। তাপস বেষ বিরাজত কাছেঁ ॥
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসেঁ। ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসেঁ ॥১॥
বহুরি কহউঁ ছবি জসি মন বসঈ। জনু মধু মদন মধ্য রতি লসঈ ॥
উপমা বহুরি কহউঁ জিয়ঁ জোহী। জনু বুধ বিধু বিচ রোহিনি সোহী ॥২॥
প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা। ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা ॥
সীয় রাম পদ অঙ্ক বরাএঁ। লখন চলহিঁ মগু দাহিন লাএঁ ॥৩॥
রাম লখন সিয় প্রীতি সুহাঈ। বচন অগোচর কিমি কহি জাঈ ॥
খগ মৃগ মগন দেখি ছবি হোহীঁ। লিএ চোরি চিত রাম বটোহীঁ ॥৪॥
দোহা— জিন্হ জিন্হ দেখে পথিক প্রিয় সিয় সমেত দোউ ভাই।
ভব মগু অগমু অনন্দু তেই বিনু শ্রম রহে সিরাই ॥১২৩॥

বাংলা অর্থ—কাছেঁ—কোমরে জড়ান বস্ত্র ; মধু — বসন্ত ঋতু ; লসই—দীপ্তি পাইল ; জোহী—সন্ধান করিয়া সোহী—শোভা পাইতেছেন ; বরাএ—মর্য্যাদা দিলেন ; (এড়াইলেন) ; বটোহী—পথিক ; সিরাই রহে—শেষ হইল ; (দো—১২৩ পঃ)

চৌ—আগে যা'ন রাম পিছু লক্ষ্মণ চলেন। তপস্বীর কটি-বেশে দু'জনা শোভেন ॥
দু'জনার মাঝে সীতা উত্তম শোভিলা। ব্রহ্ম-জীব মাঝে যেন মায়া বিরাজিলা ॥১॥
পুন কহি সেই ছবি যথা বুঝে মন। মাঝে রতি আগে পিছে বসন্ত মদন ॥
মনশ্চক্ষে হেরি' পুন কহি এ তুলনা। বুধ-বিধু-মাঝে যেন রোহিণী শোভনা ॥২
প্রভু-পদ-চিহ্ন ত্যজি রাখিয়া চরণ। ভয়ে ভয়ে পথে সীতা করেন গমন ॥
সীতা-রাম-পদ-অঙ্ক পাশেতে রাখিয়া। লক্ষ্মণ চলেন পথে দক্ষিণ ঘেঁসিয়া ॥৩
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের প্রীতি মনোহর। কেমনে বর্ণিব বল—বাক্য-অগোচর ? ॥
ছবি হেরি' খগ, মৃগ আনন্দে মগন। পান্থ রাম লোক-চিত্ত করিল হরণ ॥৪॥
দোহা— যা'রা যা'রা হেরে সীতা-সহ যে'তে প্রিয় পান্থ ভাই দু'জনারে ॥
ভব-মার্গ-মাঝে ঘনানন্দে মিলি' বিনা শ্রমে তা'রা যায় ত'রে ॥১২৩॥

সারমর্ম—তপস্বীর বেশে দুই ভাই'এর মধ্যে সীতা যেন ব্রহ্ম, এবং জীবের মধ্যে মায়ার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা বসন্ত ও কামের মধ্যে রতি এবং চন্দ্র ও বুধের মধ্যে রোহিনীর ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। রামের পদ-চিহ্নদ্বয়ের মধ্যদেশে সভয়ে সীতা পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন। লক্ষ্মণ-রাম ও সীতার পদ-চিহ্ন বাদ দিয়া চালতেছিলেন। গমনকালে তাহারা পশু, পক্ষী প্রভৃতিকে মুঁগ্ধ করিয়া তাহাদের মন চুরি করতঃ দর্শকগণকে বিনাশ্রমে নিবিড় আনন্দে মিলাইয়া ভব-পথ পার করাইয়াছিলেন ॥১২৩॥

শ্রীরাম-বাল্মীকি সংবাদ

চৌ—অজহুঁ জাসু উর সপনেহুঁ কাউ। বসহুঁ লখনু সিয় রামু বটাউ ॥
রাম ধাম পথ পাইহি সোঈ। জো পথ পাব কবহুঁ মুনি কোঈ ॥১॥

তব রঘুবীর শ্রমিত সিয় জানী। দেখি নিকট বটু সীতল পানী ॥
তহঁ বসি কন্দ মূল ফল খাঈ। প্রাত নহাই চলে রঘুরাঈ ॥২॥
দেখত বন সর সৈল সুহাএ। বালমীকি আশ্রম প্রভু আএ ॥
রাম দীখ মুনি বাসু সুহাবন। সুন্দর গিরি কাননু জলু পাবন ॥৩॥
সরনি সরোজ বিটপ ফূলে। গুঞ্জত মন্জু মধুপ রস ভূলে ॥
খগ মৃগ বিপুল কোলাহল করহীঁ। বিরহিত বৈর মুদিত মন চরহীঁ ॥৪॥

দোহা— সুচি সুন্দর আশ্রমু নিরখি হরষে রাজিব নৈন।
সুনি রঘুবর আগমনু মুনি আগেঁ আয়উ লেন ॥১২৪॥

বাংলা অর্থ—কাউ—কভু ; বটাউ—পথিক ; বটু—বটবৃক্ষ ; সরনি—সরোবরে ; ফূলে—পুষ্পিত হয় ; ভূলে—আনন্দে মত্ত ; রাজিব নৈন—কমল-নয়ন (রামচন্দ্র) ; লেন আয়উ—লইতে আসিলেন ; শ্রমিত—শ্রান্ত ; নহাই—স্নান করিয়া ; (দো—১২৪ পঃ)

চৌ—স্বপনেও কভু আজো যাহার মানসে। পথিক-লক্ষ্মণ-সীতা-রাম আসি ভাসে ॥
সে জনের মিলি' যাবে রাম-নিকেতন ! ক্বচিৎ সেথায় পথ পায় মুনিজন ॥১
রঘুবীর জানিলেন সীতা শ্রান্ত ভারী। হেরি, কাছে বট তরু তথা শীত বারি ॥
তথা বসি' সবে কন্দ-মূল-ফল খা'ন। প্রাতঃস্নান সমাপিয়া রঘুরাজ যা'ন ॥২
পথে হেরি' মনোহর শৈল, সর, বন। বাল্মীকি-আশ্রমে প্রভু উপনীত হ'ন ॥
রাম হেরিলেন মুনি-বাস সুশোভন। মনোহর বন, গিরি, বারি সুপাবন ।৩
বনে বৃক্ষে ফুল ফোটে, পদ্ম সরোবরে। মধুপান ভুলি' ভৃঙ্গ কাননে গুঞ্জরে ॥
খগ, মৃগ সুবিপুল কোলাহল করে। বৈরিতা ত্যজিয়া সবে চলে হর্ষ-ভরে ॥৪॥

দোহা— শুচি ও সুন্দর আশ্রমে নিরিখি' হরষিলা রাজীব-নয়ন ॥
রাম আসে শুনি' লইতে তাঁহারে আসিলেন অগ্রে তপোধন ॥১২৪॥

সারমর্ম—যে পথ মুনিগণের অগোচর, সেই রাম-ধাম বা মোক্ষ-পথ আজিও তাঁহারা লাভ করেন যাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্নেও বাস করেন এই পথিক-বেশী সীতা-রাম-লক্ষ্মণ। সীতা পরিশ্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া, অদূরে শীতল জল দেখিয়া রাম সেইস্থানে বসিয়া কন্দ, ফল ও মূল আহার করিলেন এবং প্রাতে স্নানাদি সমাপন করিয়া পুনঃ যাত্রা করিলেন। সুন্দর বন ও পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে রাম বাল্মীকিমুনির পবিত্র আশ্রমে আসিলেন। সেই পবিত্র সুন্দর আশ্রম দেখিয়া রামের আনন্দ হইল। মুনিও তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিলেন ॥১২৪॥

চৌ—মুনি কহুঁ রাম দণ্ডবত কীন্হা। আসিরবাদু বিপ্রবর দীন্হা ॥
দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে। করি সনমানু আশ্রমহিঁ আনে ॥১॥
মুনিবর অতিথি প্রানপ্রিয় পাএ। কন্দ মূল ফল মধুর মগাএ ॥
সিয় সৌমিত্রি রাম ফল খাএ। তব মুনি আশ্রম দিএ সুহাএ ।২॥

বালমীকি মন আনন্দু ভারী। মঙ্গল মূরতি নয়ন নিহারী॥
তব কর কমল জোরি রঘুরাঈ। বোলে বচন শ্রবন সুখদাঈ ॥৩॥
তুম্হ ত্রিকাল দরসী মুনিনাথা। বিস্ব বদর জিমি তুম্হরেঁ হাথা॥
অস কহি প্রভু সব কথা বখানী। জেহি জেহি ভাঁতি দীন্হ বনু রানী ॥৪॥

দোহা— তাত বচন পুনি মাতু হিত ভাই ভরত অস রাউ।
মো কহুঁ দরস তুম্হার প্রভু সবু মম পুন্য প্রভাউ ॥১২৫॥

বাংলা অর্থ—জুড়ানে—জুড়াইলেন; আনে—আনিলেন; মগাএ—আনাইলেন; আশ্রম দিএ—বিশ্রামার্থ স্থান দিলেন; বদর—কুলফল; মো কহুঁ—আমাকে; মুনি কহুঁ—মুনিকে; খায়ে—খাইলেন; (দো—১২৫ পঃ)

চৌ—মুনি-পদে রঘুবীর করিলেন প্রণাম। মুনীশ্বর করিলেন আশিস্ প্রদান॥
রাম-মূর্ত্তি হেরি' তাঁর জুড়াল নয়ান। আশ্রমেতে আনিলেন দিয়া যোগ্য মান ॥১
মুনিবর প্রাণপ্রিয় অতিথি লভিয়া। স্বাদু কন্দ, ফল, মূল আনেন মাগিয়া॥
লক্ষ্মণ ও সীতা-রাম ফলাদি ভুঞ্জিলা। বিশ্রামের তরে মুনি স্থান নিরূপিলা ॥২
বাল্মীকি-মানস হয় হরষিত ভারী। মঙ্গল-মূরতি রামে স্বচক্ষে নেহারি'॥
কর-পদ্ম যুক্ত করি' রঘুরাজ ক'ন। শ্রবণ-আনন্দ-দায়ী মধুর বচন ॥৩॥
ত্রিকালের জ্ঞান তুমি ধর মুনিবর। তোমা' কাছে ধরা যেন করেতে বদর॥
ইহা কহি' প্রভু সব মুনিবরে ক'ন। যথা রাণী করে'ছেন বনেতে প্রেরণ ।৪

দোহা— পিতৃ-সত্য পালি' মাতৃ-শুভ সাধি' ভ্রাতা রাজ্য দানি' ভরতেরে॥
তব দরশনে যে ভাগ্য লভিনু নিজ-পুণ্য-বল মানি তারে ॥১২৫॥

সারমর্ম্ম—রাম মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে—মুনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সম্মানের সহিত আশ্রমে লইয়া গেলেন। মুনি-বর প্রাণপ্রিয় অতিথি পাইয়া, সুন্দর আসন, ফল, মূল ও কন্দ তাঁহাদিগকে ভোজনার্থ দিলেন। মঙ্গল-মূর্ত্তি রামকে দেখিয়া মুনির খুব আনন্দ হইল। তখন রঘু-রাজ তাহার পদ্মহস্ত যুক্ত করিয়া ত্রিকাল-দর্শী মুনিকে "পিতার আদেশ, মায়ের কামনা-পূরণ, ভাইয়ের রাজ্য লাভ ও যে প্রকারে রাণী বনে পাঠাইলেন"—সেই সকল কথা বলিলেন। আরো তার সঙ্গে,—মুনিকে দর্শন করিয়া তিনি পুণ্যও সঞ্চয় করিলেন,— ইহাও কম ভাগ্যের কথা নয়॥১২৫॥

চৌ—দেখি পায় মুনিরায় তুম্হারে। ভএ সুকৃত সব সুফল হমারে॥
অব জহঁ রাউর আয়সু হোঈ। মুনি উদবেগু ন পাবৈ কোঈ ॥১॥
মুনি তাপস জিন্হ তেঁ দুখু লহহীঁ। তে নরেস বিনু পাবক দহহীঁ॥
মঙ্গল মূল বিপ্র পরিতোষূ। দহই কোটি কুল ভূসুর রোষূ ॥২॥
অস জিয়ঁ জানি কহিঅ সোই ঠাউঁ। সিয় সৌমিত্রি সহিত জহঁ জাউঁ॥
তহঁ রচি রুচির পরন তৃন সালা। বাসু করৌঁ কছু কাল কৃপালা ॥৩॥

সহজ সরল সুনি রঘুবর বানী। সাধু সাধু বোলে মুনি গ্যানী ॥
কস ন কহহু অস রঘুকুলকেতু। তুম্হ পালক সন্তত শ্রুতি সেতু ॥৪।

ছন্দ— শ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ জগদীস মায়া জানকী।
জো সৃজতি জগু পালতি হরতি রুখ পাই কৃপানিধান কী ॥
জো সহসসীসু অহীসু মহিধরু লখনু সচরাচর ধনী।
সুর কাজ ধরি নররাজ তনু চলে দলন খল নিসিচর অনী ॥

সো০— রাম সরূপ তুম্হার বচন অগোচর ব দ্ধিপর।
অবিগত অকথ অপার নেতি নেতি নিত নিগম কহ ॥১২৬॥

বাংলা অর্থ—**পায়**—পদ ; **ভুসুর**—ব্রাহ্মণ ; **কেতু**—ধ্বজা ; **রুখ**—অভিপ্রায় ; **সহসসীসু**—সহস্রশীর্ষ ; **অহীসু**—সর্পগণের স্বামী ; **মহিধরু**—পৃথিবীকে মস্তকে ধারণকারী ; **অনী**—অনীক, সেনা ; **বুদ্ধিপর**—বুদ্ধির অতীত ; **অবিগত**—অব্যক্ত ; **অকথ**—বাক্যাতীত ; **শ্রুতিসেতু**—বেদের মর্য্যাদা রক্ষক ; (দো—১২৬ পঃ)

চৌ—ওহে মুনিবর ! হেরি' চরণ তোমার। সফল হইল সব সুকৃতি আমার ॥
হেন আজ্ঞা মহাভাগ ! আমারে করিবে। মুনিগণ যাহে নাহি উদ্বেগ ভুঞ্জিবে ॥১॥
মুনি ও তাপসে দুঃখ দিবে যেই জন। অগ্নি বিনা হেন নৃপ লভিবে দহন ॥
মঙ্গলের মূল হয় বিপ্র-পরিতোষ। দগ্ধ করে কোটি কুল ব্রাহ্মণের রোষ ॥২
মনে বিচারিয়া সব কহ সেই ঠাঁই। সীতা ও লক্ষ্মণ সহ যেথা মোরা যাই ॥
সেথায় রচিব এক পর্ণ-তৃণ-শাল। কিছুকাল বাস সেথা করিব কৃপাল ! ॥৩
সহজ সরল শুনি রঘুবীর-বাণী। 'সাধু' 'সাধু' উচ্চারিল,—যত মুনি জ্ঞানী ॥
তব যোগ্য কথা ইহা রঘুকুল-কেতু !। জনতা-পালক তুমি আর শ্রুতি-সেতু ॥৪

ছন্দ— বেদ-সেতু হ'য়ে ধরারে পালিছ ওহে রাম ঈশ ! সীতা তব মায়া,—
ধরারে সৃজিয়া পালিছে নাশিছে কৃপানিধি তব আদেশ লভিয়া ॥
সহস্রশীর্ষ যে অনন্ত লক্ষ্মণ চরাচর সহ মহীরে ধরিয়া,—
দেব-কার্য্য-তরে ধরি' নৃপ-তনু রক্ষ-সেনাদলে ফেলিবে দলিয়া ॥

সোঃ— হে রাম ! জানিনু স্বরূপ তোমার বচনে মানসে না আসে গোচরে ॥
অব্যক্ত অকথ্য পারাপারহীন 'নেতি নেতি'—কহি বেদে ব্যাখা করে ॥১২৬

সারমর্ম—রাম বলিলেন,—হে মুনি ! আপনার চরণ দর্শনে আমার পুণ্য সফল হইল। এখন যে স্থানে বাস করিলে মুনিগণের কোন অসুবিধার কারণ না হয়, এমন স্থানে বাস করার আজ্ঞা দিন। ব্রাহ্মণদের সন্তোষে সকল প্রকারে মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণের রোষে কোটি-কুল দগ্ধ হয়। পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে যেন সেখানে বাস করিতে পারি। মুনি রামকে সাধুবাদ দিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় বর্ণনা করিলেন। তুমি স্বয়ং বেদসেতু ভগবান্, সীতা তোমার মায়া বিশ্বসৃষ্টিকারক এবং লক্ষ্মণ অনন্তদেব দেবকার্য্য সাধন করিতে জন্ম লইয়াছে। তোমরা রক্ষঃকুল নাশ করিবে ॥১২৬॥

চৌ—জগু পেখন তুম্হ দেখনিহারে। বিধি হরি সম্ভু নচাবনিহারে ॥
তেউ ন জানহিঁ মরমু তুম্হারা। ঔরু তুম্হহি কো জাননিহারা ॥১॥
সোই জানই জেহি দেহু জনাঈ। জানত তুম্হহি তুম্হই হোই জাঈ ॥
তুম্হরিহি কৃপাঁ তুম্হহি রঘুনন্দন। জানহিঁ ভগত ভগত উর চন্দন ॥২॥
চিদানন্দময় দেহ তুম্হারী। বিগত বিকার জান অধিকারী ॥
নর তনু ধরেহু সন্ত সুর কাজা। কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা ॥৩॥
রাম দেখি সুনি চরিত তুম্হারে। জড় মোহহিঁ বুধ হোহিঁ সুখারে ॥
তুম্ জো কহহু করহু সবু সাঁচা। জস কাছিঅ তস চাহিঅ নাচা ॥৪॥

দোহা— পূঁছেহু মোহিংকি রহৌঁ কহঁ মৈঁ পূঁছত সকুচাউঁ।
জহঁ ন হোহু তহঁ দেহু কহি তুম্হহি দেখাবৌঁ ঠাউঁ ॥১২৭॥

বাংলা অর্থ—জগু পেখন—দৃশ্যস্বরূপ ; দেখনিহারে—দ্রষ্টা ; নচাবনিহারে—নর্ত্তক ; তেউ—তাহারাও ; জেহি—যাহাকে ; জান—জানে ; সাচা—সত্য ; কাছিঅ—বেশ ধারণ করিয়াছ ; সকুচাউ—সঙ্কুচিত হইতেছে ; (দো—১২৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—ধরা-রূপী রঙ্গ-মঞ্চে তুমি যে দর্শক। বিধি, হরি, শম্ভু—সবে সেথায় নর্ত্তক ॥
তা'রা নাহি জানে কভু তোমার মরম। আর বল কে জানিবে তোমার ধরম ? ॥১
সেই জানে তোমা'—যা'রে জানিবারে দিবে। তোমারে জানিলে তব স্বরূপ লভিবে
তোঁমার কৃপাতে তোমা' জানে ভক্তজন। তুমি যে ভকত-জন-উরসি চন্দন ॥২॥
চিদানন্দময় দেহ করি'ছ ধারণ। নির্ব্বিকার তোমা' জানে অধিকারি-জন ॥
নর-তনু ধরি' সাধ সাধু-সুর-কাজ। কাজেতে কথায় তুমি সাধারণ-রাজ ॥৩
ওহে রাম ! হেরি' শুনি' তোমার চরিত। জড় মুগ্ধ হয়, বুধ হ'ন হরষিত ॥
সব সত্য মানি তুমি যা' কর যা' কহ। তেমনি নাচিতে চাহ যেমন সাজহ ॥৪

দোহা— আমারে পুছিছ,—"কোথা রব আমি ?" পুছিতে সঙ্কোচ তোমা এবে,—
"তুমি যেথা নও, কহ সেই স্থান, স্থান তোমা' দেখাইব তবে" ॥১২৭

সারমর্ম্ম—মুনি বলিলেন,—হে রাম ! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নাচাও, কিন্তু তাঁহারাও তোমার মর্ম্ম জানেন না,—অপরে কে তোমার মর্ম্ম জানিতে পারে ? তুমি কৃপা করিয়া যাহাকে জানাও সেই ভক্তই তোমাকে জানিতে পারে। তোমাকে জানিলে সেও তোমার স্বরূপ পায়। হে আনন্দময় ! তুমি দেবতার কাজের জন্য মনুষ্যরূপে সাধারণ রাজার মত কথা বলিতেছ ও কাজ করিতেছ। হে রঘুনন্দন ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—আমি কোথায় থাকিব ? কিন্তু তুমি যে স্থানে নাই সে স্থান আমাকে দেখাইয়া দাও ॥১২৭॥

চৌ—সুনি মুনি বচন প্রেমরস সানে। সকুচি রাম মন মহুঁ মুসুকানে ॥
বালমীকি হঁসি কহহিঁ বহোরী। বানী মধুর অমিঅ রস বোরী ॥১॥
সুনহু রাম অব কহউঁ নিকেতা। জহাঁ বসহু সিয় লখন সমেতা ॥
জিন্হ কে শ্রবন সমুদ্র সমানা। কথা তুম্হারি সুভগ সরি নানা ॥২॥

ভরহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পূরে। তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহুঁ গৃহ রূরে ॥
লোচন চাতক জিন্হ করি রাখে। রহহিঁ দরস জলধর অভিলাষে ॥৩॥
নিদরহিঁ সরিত সিন্ধু সর ভারী। রূপ বিন্দু জল হোহিঁ সুখারী ॥
তিন্হ কেঁ হৃদয় সদন সুখদায়ক। বসহু বন্ধু সিয় সহ রঘুনায়ক ॥৪॥

দোহা— জসু তুম্হার মানস বিমল হংসিনি জীহা জাসু।
মুকুতাহল গুন গন চুনই রাম বসহু হিয়ঁ তাসু ॥১২৮॥

বাংলা অর্থ—সানে—মিশ্রিত ; বোরী—ডুবান ; রূরে—সুন্দর ; নিদরহি—নিরাদর করে ; **মুকুতাহল গুন গন**—গুণসমূহরূপী মুক্তাফল ; **চুনই**—চঞ্চু দ্বারা সংগ্রহ করে ; **জসু মানস বিমল**—যশরূপী নির্মল মানস সরোবর ; (দো—১২৮ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রেম-রস-মাখা বাণী মুনি যবে ক'ন। রঘুনাথ স্মিত-হাসে সঙ্কুচিত হ'ন ॥
বাল্মীকি হাসিয়া পুন প্রভু-পাদে ক'ন। অমৃত-রসেতে ভরা মধুর বচন ॥১॥
'রাম ! শুন' এবে করি স্থান নিরূপণ। যেথা নিবসিবে তুমি সসীতা লক্ষ্মণ ॥
বারিধি-সমান হয় যা'র দুটি কাণ। তব চারু কথা নানা সরিৎ-সমান ॥২
সদা জল পূরে তবু কভু নাহি ভরে। তার হৃদে রচে জেনো গৃহ তব তরে ॥
নিজ আঁখি করে যেই চাতকে তুলিত। তব দরশন-মেঘ-আশাতে তৃষিত ॥৩
সরিতে সাগরে সরে ভারী অনাদর। রূপবিন্দু জলে যার বহু সমাদর ॥
তাহার হৃদয় তব সুখদ সদন। বাস কর তুমি সহ সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৪॥

দোহা— তব শুভ্র-যশ-মানস-সরেতে হংসী-সম রসনা যেথায় ॥
গুণ-মুক্তা-রাজি করয়ে চয়ন নিবসিবে হে রাম ! তথায় ॥১২৮॥

সারমর্ম—মুনির প্রেমপূর্ণ বাক্যে রামের সঙ্কোচ উপস্থিত হইল, তিনি মনে মনে হাসিলেন। বাল্মীকি আবার মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে রাম ! তোমার বাসস্থানের কথা বলিতেছি। যাহার সমুদ্রের মত কান, তোমার কথারূপ সুন্দর নদী যেখানে সর্ব্বদা পড়িতেছে, অথচ যাহা ভরিয়া উঠে না, যাহার চক্ষু তোমার রূপ দর্শনের কামনা করে, নদী সমুদ্রাদির জলকে অনাদর করিয়া তোমর রূপ-জলবিন্দুর প্রাপ্তিতে সুখী হয়, তাহারই হৃদয় তোমার সুন্দর বাসস্থান। হে রঘুনাথ ! যাহার জিহ্বা-রূপী হংসী তোমার যশোরূপ মানস সরোবরে গুণাবলীসদৃশ মুক্তাফল খুঁজিয়া লয়, তাহারই হৃদয়ে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তুমি বাস কর ॥১২৮॥

চৌ প্রভু প্রসাদ সুচি সুভগ সুবাসা। সাদর জাসু লহই নিত নাসা ॥
তুম্হহি নিবেদিত ভোজন করহীঁ। প্রভু প্রসাদ পট ভূষন ধরহীঁ ॥১॥
সীস নবহিঁ সুর গুরু দ্বিজ দেখী। প্রীতি সহিত করি বিনয় বিসেষী ॥
কর নিত করহিঁ রাম পদ পূজা। রাম ভরোস হৃদয়ঁ নহিঁ দূজা ॥২॥
চরন রাম তীরথ চলি জাহীঁ। রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহীঁ ॥
মন্ত্ররাজু নিত জপহিঁ তুম্হারা। পূজহিঁ তুম্হহি সহিত পরিবারা ॥৩॥

তরপন হোম করহিঁ বিধি নানা। বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ বহু দানা॥
তুম্হ তেঁ অধিক গুরহিঁ জিয়ঁ জানী। সকল ভায়ঁ সেবহিঁ সনমানী ॥৪॥

দোহা— সবু করি মাগহিঁ এক ফলু রাম চরন রতি হোউ।
তিন্হ কেঁ মন মন্দির বসহু সিয় রঘুনন্দন দোউ ॥১২৯

বাংলা অর্থ—সুবাসা—সুগন্ধিত ; **নবহী**—নত করে ; **জেবাঁই**—ভোজন করায় ; **ভায়**—ভাবে ; **নাসা লহই**—নাসিকা আঘ্রাণ করে ; (দো—১২৯ পঃ)

চৌ—প্রভুর প্রসাদ শুচি সুগন্ধ সুন্দর। সাদরে আঘ্রাণে নিত্য রহে যত্ন'পর ॥
তোমা' নিবেদন করি' করে যে ভোজন। প্রভুর প্রসাদে ধরে বস্ত্র ও ভূষণ ॥১
শির নমে হেরি' সুর, গুরু ও ব্রাহ্মণ। প্রীতি-ভরে করে নিজ বিনয়-জ্ঞাপন ॥
যার কর করে নিত্য রামের পূজন। রামে বিনা অন্যে আশা না করে পোষণ ॥২॥
রাম-তীর্থ যে'তে চায় যাহার চরণ। তব বাস-স্থান রাম! হ'ক্ তার মন ॥
তব নাম-মহামন্ত্র নিত্য যে জপিবে। সহ পরিবার তোমা' পূজন করিবে ॥৩
তর্পণ ও যাগ করে বিবিধ প্রকার। ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য-দান করে বার বার ॥
তোমা' হতে গুরুরে যে দেয় বেশী মান। সকল ভাবেতে সেবি' করে মান-দান ॥৪

দোহা— সব কার্য্য করি' মাগে এক ফল রামের চরণে শুধু রতি ॥
মানস-মন্দিরে সীতা সই তুমি সর্ব্বক্ষণ করহ বসতি ॥১২৯॥

সারমর্ম্ম—হে রাম! যাহার ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা তোমার পদ-তীর্থের দিকে অগ্রসর হয়, যাহার রাম-পদ ভিন্ন অন্য কোন ভরসা নাই, যে তোমার উদ্দেশে রাম-রূপ-মন্ত্ররাজি নিত্য তর্পণ ও হোম করে, সপরিবারে তোমার পূজান্তে প্রসাদ পায়, তোমাসম জ্ঞানে বিনীতভাবে গুরু ও ব্রাহ্মণের পূজা করে, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাহারই মনোমন্দিরে বাস কর ॥১২৯

চৌ—কাম কোহ মদ মান ন মোহা। লোভ ন ছোভ ন রাগ ন দ্রোহা ॥
জিন্ কেঁ কপট দম্ভ নহিঁ মায়া। তিন্হ কেঁ হৃদয় বসহু রঘুরায়া ॥১॥
সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী। দুখ সুখ সরিস প্রসংসা গারী ॥
কহহিঁ সত্য প্রিয় বচন বিচারী। জাগত সোবত সরন তুম্হারী ॥২॥
তুম্হহি ছাড়ি গতি দূসরি নাহীঁ। রাম বসহু তিন্হ কে মন মাহী ॥
জননী সম জানহিঁ পরনারী। ধনু পরাব বিষ তেঁ বিষ ভারী ॥৩॥
জে হরষহিঁ পর সম্পতি দেখী। দুখিত হোহিঁ পর বিপতি বিসেষী ॥
জিন্হহি রাম তুম্হ প্রানপিআরে। তিন্হ কে মন সুভ সদন তুম্হারে ॥৪

দোহা— স্বামি সখা পিতু মাতু গুর জিন্হ কে সব তুম্হ তাত।
মন মন্দির তিন্হ কেঁ বসহু সীয় সহিত দোউ ভ্রাত ॥১৩০॥

বাংলা অর্থ—কোহ—ক্রোধ ; **দ্রোহা**—দ্রোহ, দ্বেষ ; **সরিস**—সদৃশ ; **গারী**—গালি ; **সোবত**—নিদ্রিত হইয়া ; **পরাব ধনু**—পরের ধন ; (দো—১৩০ পঃ)

চৌ—কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মোহ নাহি যা'র। লোভ, ক্ষোভ, রাগ, দ্বেষ ধরেঁ না'ক, আর ॥
কপটতা, দম্ভ, মায়া না স্পর্শে যে জনে। বাস কর রঘুরাজ! তার হৃদাসনে ॥১
সর্ব্ব-হিত-কারী সর্ব্ব-মঙ্গল-ভাজন। নিন্দা-স্তুতি-সুখ-দুঃখে-সমান যে জন ॥
সত্য-প্রিয়-বাণী কহে যথার্থ বিচারি'। নিদ্রা জাগরণে লয় শরণ তোমারি ॥২
তোমারে ত্যজিয়া যা'র নাহি অন্য গতি। তা'র মনে রাম! তব হউক বসতি ॥
জননীর সম জানে যেই পরদার। পর-ধনে বিষ হ'তে বিষ-জ্ঞান যার ॥৩॥
পরের সম্পদে যা'র হর্ষে ভরে মন। পর-দুঃখ যা'র হয় বিপত্তি-কারণ ॥
হে রাম! যাহার তুমি প্রাণের পিয়ার। তা'র মন জানো শুভ সদন তোমার ॥৪
দোহা— স্বামী ও সুহৃদ, পিতা, মাতা, গুরু তোমাতে হে তাত! যে হেরিবে ॥
মনের মন্দিরে সেথা সীতা-সহ দুই জন ভ্রাতা নিবসিবে ॥১৩০॥

সারমর্ম্ম—যাহার কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মান, অজ্ঞান, লোভ, ক্ষোভ, রাগ, বৈরীভাব, কপটতা, মায়া নাই, যে সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী, যাহার সুখ, দুঃখ, স্তুতি ও নিন্দা সমান, যে ব্যক্তি তোমার শরণ লয়, নিদ্রা-জাগরণে তোমা' ছাড়া যাহার গতি নাই, হে রাম! তাহারই হৃদয় তোমার বাসস্থান। যে পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী, গুরু প্রভৃতি অপরের সুখে দুখে, সুখী ও দুঃখী হয় তাহারই মনোমন্দিরে তুমি অবস্থান কর ॥১৩০॥

চৌ—অবগুন তজি সব কে গুন গহহীঁ। বিপ্র ধেনু হিত সঙ্কট সহহীঁ ॥
নীতি নিপুন জিন্হ কই জগ লীকা। ঘর তুম্হার তিন্হ কর মনু নীকা ॥১॥
গুন তুম্হার সমুঝই নিজ দোসা। জেহি সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসা ॥
রাম ভগত প্রিয় লাগহি জেহী। তেহী উর বসহু সহিত বৈদেহী ॥২॥
জাতি পাঁতি ধনু ধরমু বড়াঈ। প্রিয় পরিবার সদন সুখদাঈ ॥
সব তজি তুম্হহি রহই উর লাঈ। তেহি কে হৃদয়ঁ রহহু রঘুরাঈ ॥৩॥
সরগু নরকু অপবরগু সমানা। জহঁ তহঁ দেখ ধরেঁ ধনু বানা ॥
করম বচন মন রাউর চেরা। রাম করহু তেহি কেঁ উর ডেরা ॥৪॥
দোহা— জাহি ন চাহিঅ কবহুঁ কছু তুম্হ সন সহজ সনেহু ॥
বসহু নিরন্তর তাসু মন সো রাউর নিজ গেহু ॥১৩১॥

বাংলা অর্থ—অবগুন—হীন গুণ; লীকা—মর্য্যাদা; ভরোসা—আশা; পাতি—পংক্তি; সরগু—স্বর্গ; অপবরগু—মোক্ষ; চেরা—চেলা, ভক্ত; ডেরা—বাসস্থান; চাহিঅ—চাহিদা, প্রার্থনীয়; রাউর—স্বীয়; নীকা—সুন্দর; (দো—১৩১ পঃ)

চৌ—অগুণ ত্যজিয়া গুণ করে যে গ্রহণ। বিপ্র-ধেনু-হিতে করে সঙ্কট সহন ॥
নীতি-নিপুণতা যার মর্য্যাদার মান। তার সাধু মন জানো তব বাসস্থান ॥১॥
যে দেখে অন্যেতে গুণ, দোষ আপনার। সকল প্রকারে রাখে ভরসা তোমার ॥
রামেরে জগতে মানে প্রিয় আপনার। সীতা-সহ তব বাস হৃদয়ে তাঁহার ॥২॥

আপনার জাতি, শ্রেণী, মান, ধর্ম্ম, ধন। প্রিয় পরিবার আর সুখদ সদন॥
সব ত্যজি তোমাতে যে মন দিয়া রয়। রঘুরাজ! স্থান তব তাহার হৃদয় ॥৩॥
স্বরগে নরকে মোক্ষে করে সম-জ্ঞান। যে দিকে সে চাহে দেখে তব ধনুর্ব্বাণ॥
করমে, বচনে, মনে তোমার যে দাস। ওহে রাম! সেথা জানি তোমার নিবাস ॥৪

দোহা— যাহার চাহিদা কিছু নাহি কভু তোমাতে সহজ ধরে স্নেহ।
তাহার মানসে সদা বাস কর সেই তব আপনার গেহ ॥১৩১॥

সারমর্ম্ম—যে গুণের বিষয়গুলিকে তোমার ও দোষের বিষয়গুলি নিজের বলিয়া মনে করে, গুরু ও বিপ্রের জন্য সঙ্কট সহ্য করে, যাহার নিকট রামভক্তগণ প্রিয় হয়, তাহারই হৃদয়ে তুমি বাস কর। যে ব্যক্তি তাহার জাতি, ধন, ধর্ম্ম, সুখের সংসার ত্যাগ করিয়া তোমাতেই লীন হয় এবং যেখানে সেখানে তোমার মূর্ত্তি দেখিতে পায়, যে কর্ম্মে ও কায়মনোবাক্যে তোমার ভক্ত, হে রঘুনাথ! তুমি সীতা ও লক্ষ্মণসহ তাহারই হৃদয়ে বাস কর ॥১৩১॥

চৌ—এহি বিধি মুনিবর ভবন দেখাএ। বচন সপ্রেম রাম মন ভাএ॥
কহ মুনি সুনহু ভানুকুলনায়ক। আশ্রম কহউ সময় সুখদায়ক ॥১॥
চিত্রকূট গিরি করহু নিবাসূ। তহঁ তুম্হার সব ভাঁতি সুপাসূ॥
সৈলু সুহাবন কানন চারু। করি কেহরি মৃগ বিহগ বিহারু ॥২॥
নদী পুনীত পুরান বখানী। অত্রিপ্রিয়া নিজ তপ বল আনী॥
সুরসরি ধার নাউঁ মন্দাকিনি। জো সব পাতক পোতক ডাকিনী ॥৩॥
অত্রি আদি মুনিবর বহু বসহীঁ। করহি জোগ জপ তপ তন কসহীঁ॥
চলহু সফল শ্রম সব কর করহূ। রাম দেহু গৌরব গিরিবরহূ ॥৪॥

দোহা— চিত্রকূট মহিমা অমিত কহী মহামুনি গাই।
আই নহাএ সহিত বর সিয় সমেত দোউ ভাই ॥১৩২॥

বাংলা অর্থ—ভাএ—দীপ্ত করিল (ভাল লাগিল); **সুপাসূ**—সু বধা; **বিহারু**—বিচরণ স্থল; **বখানী**—ব্যাখ্যান করিয়াছেন; **আনী**—আনিয়াছেন; **নাউ**—নাম; **পাতক পোতক ডাকিনী**—পাপরূপী বালক-খাদক ডাকিনী; **কসহী**—কৃশ করেন; **নহাএ**—স্নান করিলেন; **ধার**—ধারা; **গাই কহী**—ব্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছেন; (দো— ৩২ পঃ)

চৌ—হেনমতে করে মুনি বাস-নিরূপণ। প্রেম-ভরা কথা ভরে রঘুপতি-মন॥
মুনি কহে শুন' ওহে ভানু-কুল-পতি! কহিনু আশ্রম যাহে সুখ দিবে অতি ॥১
চিত্রকূট গিরি 'পরে ঠাঁই নিরূপিবে। সুবিধা সকল সেথা সর্ব্বথা ভুঞ্জিবে॥
শৈল মনোরম তথা চারু-উপবন। হস্তী, সিংহ, মৃগ, পক্ষী করে বিচরণ ॥২॥
পবিত্র তটিনী তথা পুরাণে বাখানে। অত্রির ভামিনী তা'রে তপোবলে আনে॥
বহে সেথা গঙ্গা-ধারা, নাম মন্দাকিনী। তাহা পাপ নাশে যথা বালকে ডাকিনী ॥৩
অত্রি আদি মুনিবর বহু বাস করে। কৃচ্ছ্রতা সাধিয়া যোগ, তপ, জপ চরে॥
সার্থক সবার শ্রম সেথা গিয়া কর। গৌরব সে গিরিবরে দাও রঘুবর! ॥৪॥

দোহা— কহি' সুধাময় চিত্রকূট-কথা মহামুনি করেন বাখান।
সরিৎ-প্রবরে সীতা ও দু'ভাই অবতরি' করেন সিনান ॥১৩২॥

সারমর্ম—মুনিবর এইভাবে বাসস্থান বর্ণনা করিয়া রামের প্রীতি উৎপাদন করতঃ "চিত্রকূট পর্ব্বত" তাঁহার সময়োপযোগী বাসস্থান বলিয়া সূচনা করিলেন, এবং বলিলেন,—তথায় পর্ব্বত, বন ও সুন্দর পবিত্র নদী আছে। অত্রি প্রভৃতি মুনিবর যেখানে বাস করেন, অত্রিপত্নী যোগবলে মন্দাকিনী নামক গঙ্গার ধারাকে যেস্থানে আনিয়াছেন, হে রাম! তুমি তথায় গিয়া সকলের পরিশ্রম সফল কর এবং চিত্রকূটকে গৌরব দান কর। ইহা শুনিয়া রাম নদীতে স্নান করিতে গেলেন ॥১৩২॥

চৌ—রঘুবর কহেউ লখন ভল ঘাটূ। করহু কতহুঁ অব ঠাহর ঠাটূ ॥
লখন দীখ পয় উতর করারা। চহুঁ দিসি ফিরেউ ধনুষ জিমি নারা ॥১॥
নদী পনচ সর সম দম দারা। সকল কলুষ কলি সাউজ নানা ॥
চিত্রকূট জনু অচল অহেরী। চুকই ন ঘাত মার মুঠভেরী ॥২॥
অস কহি লখন ঠাউঁ দেখরাবা। থলু বিলোকি রঘুবর সুখু পাবা ॥
রমেউ রাম মনু দেবন্হ জানা। চলে সহিত সুর থপতি প্রধানা ॥৩॥
কোল কিরাত বেষ সব আএ। রচে পরন তৃন সদন সুহাএ ॥
বরনি ন জাহিঁ মনজু দুই সালা। এক ললিত লঘু এক বিসালা ॥৪॥

দোহা— লখন জানকী সহিত প্রভু রাজত রুচির নিকেত।
সোহ মদনু মুনি বেষ জনু রতি রিতুরাজ সমেত ॥১৩৩॥

বাংলা অর্থ—**কতহু**—কোথাও; **ঠাহর ঠাটূ**—অবস্থানের ব্যবস্থা; **পয়**—পয়স্বিনী (নদী); **করারা**—পর্ব্বত শিখর; **ফিরেউ**—প্রবাহিত হইয়াছে; **নারা**—নালা; **পনচ**—ধনুক বাঁধিবার দড়ি; **সম**—শম, অন্তরিন্দ্রিয় সংযম; **দম**—বহিরিন্দ্রিয় সংযম; **সাউজ**—হিংস্রক পশু; **অহেরী**—শিকারী; **ঘাত**—আঘাতের লক্ষ্যস্থল; **মুঠভেরী মার**—সম্মুখে আঘাত করিতেছে; **ঠাউঁ**—স্থান; **থলু**—স্থল; **থপতি প্রধানা**—স্থপতিপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা; **সালা**—পর্ণশালা; **রাজত**—শোভা পাইলেন; **সোহ**—শোভা পাইলেন; (দো—১৩৩ পঃ)

চৌ—'লক্ষ্মণ! এ' ঘাট চারু' রঘুবর ক'ন। কোথা' হেথা' বাসস্থান করি নিরূপণ'?
উত্তরেতে উচ্চে উঠি' হেরেন লক্ষ্মণ। 'ধনু-সম চারিদিকে জল আবর্ত্তন ॥১॥
নদী—ধনুগুর্ণ, শর—শম, দম, দান। কলির কলুষ হিংস্র পশুর সমান ॥
চিত্রকূট যেন তথা শিকারী অচল। লক্ষ্যে ভুল নাহি তা'র আঘাত সফল' ॥২
লক্ষ্মণ কহিয়া করে স্থান-প্রদর্শন। রাম হৃষ্ট হ'ন স্থান করি' বিলোকন ॥
তুষ্ট রঘুবর মনে দেবতারা জানে। স্থপতি-প্রধান-সহ আসেন সেখানে ॥৩
কোল, কিরাতের বেশে আসি' দেবগণ। পর্ণ-তৃণে বিরচিল সুন্দর সদন ॥
চারু কুটী দু'টি বর্ণে হেন শক্তি কা'র। সুন্দর বিশাল এক, আন ক্ষুদ্রাকার ৪

দোহা— লক্ষ্মণ-জানকী-সহ প্রভুপাদ শোভিলেন চারু নিকেতনে।
মুনি বেশে যেন শোভে কামদেব রতি আর ঋতুরাজ সনে ॥১৩৩॥

সারমর্ম—রাম লক্ষ্মণকে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করিতে বলিলে,—তিনি নদীর উত্তরদিকে উত্তর তীরভূমিকে দেখাইলেন। সেই স্থান-দর্শনে রঘুপতির আনন্দ জন্মিল; রামের প্রসন্নচিত্ত বুঝিয়া দেবতারা কিরাতের বেশে আসিয়া লতাপাতার সুন্দর কুটীর রচনা করিলেন। সেইখানে এমন সুন্দর দুইটি ঘর নির্ম্মিত হইল, তাহার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। লক্ষ্মণ, সীতা ও রাম সেই কুটীরে প্রবেশ করিলে সেই কুটীর মুনিবেশী মদন ও রতিসহ বসন্ত ঋতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৩৩॥

মাসপারায়ণ ষোড়শ বিশ্রাম

সমাপি' ষোড়শ দিন মাসপারায়ণে। নমি'ছে বিজয়কালী শ্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—অমর নাগ কিন্নর দিসিপালা। চিত্রকূট আএ তেহি কালা ॥
রাম প্রনামু কীন্হ সব কাহূ। মুদিত দেব লহি লোচন লাহূ ॥১॥
বরষি সুমন কহ দেব সমাজূ। নাথ সনাথ ভএ হম আজূ ॥
করি বিনতী দুখ দুসহ সুনাএ। হরষিত নিজ নিজ সদন সিধাএ ॥২॥
চিত্রকূট রঘুনন্দনু ছাএ। সমাচার সুনি সুনি মুনি আএ ॥
আবত দেখি মুদিত মুনিবৃন্দা। কীন্হ দণ্ডবত রঘুকুলচন্দা ॥৩॥
মুনি রঘুবরহি লাই উর লেহীঁ। সুফল হোন হিত আসিষ দেহীঁ ॥
সিয় সৌমিত্রি রাম ছবি দেখহিঁ। সাধন সকল সফল করি লেখহিঁ ॥৪॥
দোহা— জথাজোগ সনমানি প্রভু বিদা কিএ মুনিবৃন্দ।
করহিঁ জোগ জপ জাগ তপ নিজ আশ্রমন্হি সুছন্দ ॥১৩৪॥

বাংলা অর্থ—দিসিপালা—দিক্‌পাল; সিধাএ—চলিলেন; ছাএ—বাস করিলেন; লাই লেহী—লাগাইয়া লইলেন; সুফল—সফল; ছবি—মূর্ত্তি; লেখহি—গণ্য করেন; সুছন্দ—স্বচ্ছন্দে; লহি—লইয়া; লাহূ—লাভ; (দো – ১৩৪ পঃ)

চৌ—কিন্নর, দেবতা, নাগ তথা দিক্‌পালে। চিত্রকূটে উপনীত হ'ন সেই কালে ॥
সবাকারে প্রণমেন শ্রীরাম তখন। তুষ্ট হ'য়ে আঁখি-লাভ মানে দেবগণ ॥১
বরষিয়া পুষ্প কহে দেবের সমাজ। হে নাথ! সনাথ তব দরশনে আজ ॥
সবিনয়ে সবে দুখ দুঃসহ শুনায়। আশ্বাসন লভি' নিজ ঘরে ফিরি' যায় ॥২
রঘুনাথ-স্থিতি সদা চিত্রকূট 'পরে। শুনিয়া মুনির দল আনা-গোনা করে ॥
প্রমুদিত মুনিগণে হেরি' সমাগত। রঘু-কুল-শশী সবে হ'লেন প্রণত ॥৩
রঘুবরে মুনিগণ বক্ষ'পরে ধরে। সফলতা-তরে হিত-আশীর্ব্বাদ করে ॥
রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্ত্তি দরশনে। সকল সাধন সিদ্ধ মানি লয় মনে ॥৪॥
দোহা— যথাযোগ্য প্রভু মান দিলে পরে মুনিগণ বিদায় লইলা।
যোগ, যাগ, তপ, জপ নিজ নিজ আশ্রমেতে স্বচ্ছন্দে সাধিলা ॥১৩৪

সারমর্ম—অমর, কিন্নর ও দিক্‌পালগণ সেই সময় চিত্রকূটে আসিলে, রাম তাঁহা-

দিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও আনন্দিত হইয়া চক্ষু সার্থক করিলেন। দেবতাগণ আজ সনাথ হইলেন বলিয়া মিনতি জানাইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। রামের আগমন সংবাদ পাইয়া মুনিগণ তথায় আসিলে রাম প্রণাম করিলেন। মুনিরা রামের মূর্তি দেখিয়া নিজেদের সাধনা সফল হইয়াছে জানিলেন। তাঁহারা রাম-কর্তৃক যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে গিয়া স্বচ্ছন্দে যজ্ঞাদি করিলেন ॥১৩৪॥

চৌ—যহ সুধি কোল কিরাতন্হ পাঈ। হরষে জনু নব নিধি ঘর আঈ॥
কন্দ মূল ফল ভরি ভরি দোনা। চলে রঙ্ক জনু লূটন সোনা ॥১॥
তিন্হ মহঁ জিন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা। অপর তিন্হহি পূঁছহিঁ মগু জাতা ॥
কহত সুনত রঘুবীর নিকাঈ। আই সবন্হি দেখে রঘুরাঈ ॥২॥
করহিঁ জোহারু ভেঁট ধরি আগে। প্রভুহি বিলোকহিঁ অতি অনুরাগে ॥
চিত্র লিখে জনু জহঁ তহঁ ঠাঢ়ে। পুলক সরীর নয়ন জল বাঢ়ে ॥৩॥
রাম সনেহ মগন সব জানে। কহি প্রিয় বচন সকল সনমানে ॥
প্রভুহি জোহারি বহোরি বহোরী। বচন বিনীত কহহিঁ কর জোরী ॥৪॥
দোহা— অব হম নাথ সনাথ সব ভএ দেখি প্রভু পায়।
ভাগ হমারেঁ আগমনু রাউর কোসলরায় ॥১৩৫॥

বাংলা অর্থ—সুধি—সমাচার; দোনা—পত্রনির্মিত পাত্র; লূটন—লুণ্ঠন করা; তিন্হহি—তাহাদিগকে; নিকাঈ—সুন্দরতা; জোহারু—বন্দনা; চিত্র লিখে জনু—চিত্রার্পিতের ন্যায়; বাঢ়ে—বন্যা বহে; সনমানে—সম্মান করিলেন; পায়—পদ; ভাগ—ভাগ্য; ঠাঢ়ে—দাঁড়াইয়া থাকে; রাউর—আপনার। (দোঃ—১৩৫ পঃ)

চৌ—কোল, ভীল এ' বারতা শুনিল যখন। হরষিত যেন ঘরে লভিল রতন ॥
কন্দ, মূল. ফল পাত্রে ভরিয়া চলিল। দীন যেন কোথা সোনা লুটিতে ধাইল ॥১
তা'র মাঝে যা'রা দোঁহে হেরেছিল আগে। তা'সবারে পুছে আন পথে অনুরাগে ॥
রঘুবীর-সুন্দরতা শুনে আর কহে। সবে আসি' রঘুবীরে বদ্ধ-দৃষ্টি রহে ॥২
নমি' করে পুরোভাগে ভেটের স্থাপন। করে অতি অনুরাগে প্রভু-দরশন ॥
চিত্রে লেখা ছবি যথা তা'রা সেথা রহে। তনুতে পুলক-ভরা চক্ষে বন্যা বহে ॥৩
রাম জানি' সবাকারে প্রেমেতে মগন। মান দেন সবে কহি' মধুর বচন ॥
প্রভু রামে পুনঃ তা'রা দণ্ডবৎ করে। বিনীত বচন কহে সবে যুক্ত-করে ॥৪
দোহা— এবে মোরা নাথ! সনাথ সকলে প্রভু-পাদে হেরিনু যখন।
মোরা ভাগ্যধর তব আগমনে জান ওহে কোশল-রাজন্! ॥১৩৫॥

সারমর্ম—কিরাতেরা রামের আগমন-সংবাদ পাইয়া, কন্দ, ফল ও মূল লইয়া রাম-দর্শনে চলিল। পথে রাম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে আসিয়া দুই ভা'য়ের শ্রীচরণ দর্শন করিল! যখন তাঁহাদের সম্মুখে তাহারা উপঢৌকন রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সপ্রেমে দেখিতেছিল, তখন তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া গেল। সকলে ভক্তিতে মুগ্ধ

হইয়াছে দেখিয়া রাম সসম্মানে তাহাদের সহিত মিষ্ট-কথা বলিলেন। তখন তাহারা প্রভুকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল,—আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদের শুভ আগমন হইয়াছে ॥১৩৫॥

চৌ—ধন্য ভুমি বন পন্থ পহারা। জহঁ জহঁ নাথ পাউ তুম্হ ধারা ॥
ধন্য বিহগ মৃগ কাননচারী। সুফল জনম ভএ তুম্হহি নিহারী ॥১॥
হম সব ধন্য সহিত পরিবারা। দীখ দরসু ভরি নয়ন তুম্হারা ॥
কীন্হ বাসু ভল ঠাউঁ বিচারী। ইহাঁ সকল রিতু রহব সুখারী ॥২॥
হম সব ভাঁতি করব সেবকাঈ। করি কেহরি অহি বাঘ বরাঈ ॥
বন বেহড় গিরি কন্দর খোহা। সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা ॥৩॥
তহঁ তহঁ তুম্হহি অহের খেলাউব। সর নিরঝর জল ঠাউঁ দেখাউব ॥
হম সেবক পরিবার সমেতা। নাথ ন সকুচব আয়সু দেতা ॥৪॥

দোহা— বেদ বচন মুনি মন অগম তে প্রভু করুনা ঐন।
বচন কিরাতন্হ কে সুনত জিমি পিতু বালক বৈন ॥১৩৬॥

বাংলা অর্থ—পহারা—পাহাড়; পাউ—পদ; ধারা—রাখিয়াছেন; দরসূ—নেত্র; দীখ—দেখিলাম; বাসু—নিবাস; বরাই—রক্ষা করিয়া; বেহড়—দুর্গম; খোহা—ক্ষুদ্র গহ্বর; জোহা—দেখা হইয়াছে; অহের—শিকার; ন সকুচব—সঙ্কোচ করিবে না; অগম—অগম্য; ঐন—আশ্রয়; বৈন—বচন; (দো—১৩৬ পঃ)

চৌ—ধন্য ভুমি, বন-পথ তথা মহীধর। তব পাদ-যুগ নাথ! রহে যা'র 'পর ॥
ধন্য পশু, পক্ষী সব, বনে যা'রা চরে। সফল জনম হয় তোমা' যা'রা হেরে ॥১
মোরা সবে ধন্য আজ সহ পরিবার। নয়ন ভরিয়া পাই দর্শন তোমার ॥
নিরূপিলে বাসস্থান বিচারিয়া যথা। সব ঋতু-সুখ হেথা ভুঞ্জিবে সর্ব্বথা ॥২॥
সকল প্রকারে তোমা' সেবিতে থাকিব। হস্তী, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র হইতে রক্ষিব ॥
দুর্গম কানন, গিরি, ভূধর, কন্দরে। সব কিছু আমাদের চক্ষুর গোচরে ॥৩॥
যেথা সেথা শিকারেতে তোমারে লইব। সরোবর, জলাশয়, ঝর্ণা দেখাইব ॥
পরিবার-সহ মোরা সেবক তোমার। না কর সঙ্কোচ তুমি আদেশ দিবার ॥৪॥

দোহা— বেদের বচনে মুনির মানসে অগম্য যে করুণা-নিধান।
কিরাত-বচনে শুনিলেন তথা পিতা যেন পুত্রের আখ্যান ॥১৩৬॥

সারমর্ম্ম—তাহারা বলিল,—হে প্রভু! তুমি যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছ সেই ভূমি, পথ, বন ও পর্ব্বত ধন্য হইয়াছে। যাহারা তোমাকে দেখিয়াছে তাহাদের জন্ম সার্থক হইয়াছে। তুমি বিচার করিয়া উপযুক্ত স্থানে বাস করিতেছ। এখানে সকল ঋতুতেই সুখে থাকিতে পারিবে। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাদিগকে আজ্ঞা করিলে, আমরা তোমার সকল সেবা করিব এবং ঝরণা প্রভৃতি উত্তম স্থান দেখাইব ও নূতন স্থানে লইয়া গিয়া শিকার করাইব। এবং ব্যালাদি হইতে রক্ষা করিব। মনোযোগ-সহকারে রাম তাহাও শুনিতে লাগিলেন ॥১৩৬॥

চৌ—রামহি কেবল প্রেমু পিআরা। জানি লেউ জো জাননিহারা॥
রাম সকল বনচর তব তোষে। কহি মৃদু বচন প্রেম পরিপোষে॥১॥
বিদা কিএ সির নাই সিধাএ। প্রভু গুন কহত সুনত ঘর আএ॥
এহি বিধি সিয় সমেত দোউ ভাঈ। বসহিঁ বিপিন সুর মুনি সুখদাঈ॥২॥
জব তেঁ আই রহে রঘুনায়কু। তব তেঁ ভয়উ বনু মঙ্গলদায়কু॥
ফূলহিঁ ফলহিঁ বিটপ বিধি নানা। মঞ্জু বলিত বর বেলি বিতানা॥৩॥
সুরতরু সরিস সুভায় সুহাএ। মনহুঁ বিবুধ বন পরিহরি আএ॥
গুঞ্জ মনজুতর মধুকর শ্রেনী। ত্রিবিধ বয়ারি বহই সুখ দেনী॥৪॥

দোহা— নীলকণ্ঠ কলকণ্ঠ সুক চাতক চক্ক চকোর।
ভাঁতি ভাঁতি বোলহিঁ বিহগ শ্রবন সুখদ চিত চোর॥১৩৭॥

বাংলা অর্থ—লেউ—লও; জাননিহারা—জ্ঞানলাভেচ্ছু; প্রেম পরিতোষে—প্রেমপুষ্ট; ফূলহি—পুষ্পিত হয়; ফলহি—ফলবান্ হয়; বলিত—সংশ্লিষ্ট; সুভায় সুহাএ—স্বভাব সুন্দর; বিবুধবন—নন্দন বন; বয়ারি—বায়ু; চক্কু—চক্রবাক; বোলহি—বুলি বলে; চিত চোর—চিত্তহরণকারী; (দো—১৩৭ পঃ)

চৌ—রামেরে জানিবে শুধু প্রেমের পিয়ার। জানি' লও, জানিবারে অভিলাষ যা'র
রঘুনাথ তুষিলেন সব বনচরে। মধুর বচন কহি' হিয়া প্রেমে ভরে॥১॥
বিদায় লভিয়া চলে মস্তক নমিয়া। প্রভু-গুণ কহি' শুনি' পৌঁছে ঘরে গিয়া॥
হেনমতে সীতা-সহ ভাই দুই জনে। সুর-মুনি-সুখদায়ী নিবসেন বনে॥২॥
যবে হ'তে আসে সেথা রঘুর নায়ক। তবে হ'তে বন হয় মঙ্গল-দায়ক॥
নানাবিধ তরুগণ ফুল-ফল-ভারে। লতার মণ্ডপ রচে বিবিধ প্রকারে॥৩॥
কল্প-তরু-সম চারু যেন তরুগণ। আসিয়াছে যেন ত্যজি নন্দন-কানন॥
চারু মধুকর যত মধুর গুঞ্জরে। ত্রিবিধ পবন সেথা আনন্দ বিতরে॥৪॥

দোহা— নীলকণ্ঠ, পিক, শুক ও চাতক আর যত চকোরী, চকোর।
নীল কণ্ঠে গাহি' কর্ণে সুখ দেয় পক্ষিগণ সেথা মনোচোর॥১৩৭॥

সারমর্ম—তারপর রাম সমস্ত বনবাসীদিগকে প্রেমপূর্ণ মিষ্টবাক্যে তৃপ্ত করিলেন। কিরাতেরা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রভুর গুণকীর্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। এই ভাবে দেবতা ও মুনিগণের প্রীতি-দানকারী রাম,—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বাস করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের আগমনে বন বহুবিধ সুমিষ্ট ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। মধুকর সুমিষ্ট গুঞ্জন করিতেছিল। সুখদানকারী মৃদুমন্দ সুগন্ধ বাতাস বহিতেছিল এবং কোকিল, চাতক ও চকোর পক্ষীরা মনোহরণকারী শব্দ করিতেছিল॥১৩৭॥

চৌ—করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্গা। বিগত বৈর বিচরহিঁ সব সঙ্গা॥
ফিরত অহের রাম ছবি দেখী। হোহিঁ মুদিত মৃগ বৃন্দ বিসেষী॥১॥

বিবুধ বিপিন জহঁ লগি জগ মাহীঁ। দেখি রামবনু সকল সিহাহীঁ ॥
সুরসরি সরসই দিনকর কন্যা। মেকলসুতা গোদাবরি ধন্যা ॥২॥
সব সর সিন্ধু নদীঁ নদ নানা। মন্দাকিনি কর করহিঁ বখানা ॥
উদয় অস্ত গিরি অরু কৈলাসূ। মন্দর মেরু সকল সুরবাসূ ॥৩॥
সৈল হিমাচল আদিক জেতে। চিত্রকূট জসু গাবহিঁ তেতে ॥
বিন্ধি মুদিত মন সুখু ন সমাঈ। শ্রম বিনু বিপুল বড়াঈ পাঈ ॥৪॥

দোহা— চিত্রকূট কে বিহগ মৃগ বেলি বিটপ তৃন জাতি।
পুন্য পুঞ্জ সব ধন্য অস কহহিঁ দেব দিন রাতি ॥১৩৮॥

বাংলা অর্থ—বিবুধ—দেবতা; সরসই—সরস্বতী; দিনকর কন্যা—সূর্য্যকুমারী যমুনা; মেকলসুতা—নর্ম্মদা; অহের—শিকার; বিন্ধি—বিন্ধ্যাচল; (দো—১৩৮ পঃ)

চৌ—করি ও কেশরী, কপি, বরাহ, কুরঙ্গ। বৈরিতা ভুলিয়া যায়, লয় এক সঙ্গ ॥
রঘুপতি রামে হেরি' শিকারীর বেশে। মৃগ-বৃন্দ প্রমুদিত হ'ল সবিশেষে ॥১
ধরা-মাঝে যত রহে দেবতা-কানন! সকলে করিল ঈর্ষ্যা হেরি' রাম-বন ॥
সুরধুনী, সরস্বতী, দিনকর-কন্যা। নর্ম্মদা মেকল-সুতা গোদাবরী ধন্যা ॥২॥
সব সরোবর, সিন্ধু, নদী, নদ পূত। বাখানিল মন্দাকিনী হ'য়ে শ্রদ্ধা-যুত।
উদয়াস্ত-গিরি তথা পর্ব্বত কৈলাস। মন্দর ভূধর, মেরু সর্ব্ব-সুর-বাস ॥৩॥
হিমাচল আদি যত গিরিবর ছিল। চিত্রকূট-যশ সবে গাহিতে লাগিল ॥
বিন্ধ্যে সুখ ভরে হেন সীমা নাহি যা'র। বিনা শ্রমে বেড়ে গেল গরব তাহার ॥৪

দোহা— চিত্রকূটে যত পশু, পক্ষী, লতা তরুগণ আর তৃণ জাতি।
সবে পুণ্যময় আর ধন্য হয় দেবগণ কহে দিন রাতি ॥১৩৮॥

সারমর্ম—গজ, সিংহ প্রভৃতি বৈরীস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া একত্রে বিচরণ করিতেছিল। তথায় মৃগয়ার বেশে রাম শোভা পাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া হরিণেরা আনন্দ পাইল। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রভৃতি নদী ধন্য হইল। সকলে চিত্রকূট পর্ব্বতের প্রশংসা করিতে লাগিল। বিন্ধ্যাচলে বিনা চেষ্টায় চিত্রকূট যশস্বী হইল বলিয়া, নিজেকে ধন্য মনে করিয়া আনন্দিত হইল। দেবতাগণ চিত্রকূটের প্রাণী ও বৃক্ষদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ॥১৩৮

চৌ—নয়নবন্ত রঘুবরহি বিলোকী। পাই জনম ফল হোহিঁ বিসোকী ॥
পরসি চরন রজ অচর সুখারী। ভএ পরম পদ কে অধিকারী ॥১॥
সো বনু সৈলু সুভায়ঁ সুহাবন। মঙ্গলময় অতি পাবন পাবন ॥
মহিমা কহিঅ কবনি বিধি তাসূ। সুখসাগর জহঁ কীন্হ নিবাসূ ॥২॥
পয় পয়োধি তজি অবধ বিহাঈ। জহঁ সিয় লখনু রামু রহে আঈ ॥
কহি ন সকহিঁ সুষমা জসি কানন। জৌঁ সত সহস হোহিঁ সহসানন ॥৩॥
সো মৈঁ বরনি কহৌঁ বিধি কেহীঁ। ডাবর কমঠ কি মন্দর লেহীঁ ॥
সেবহিঁ লখনু করম মন বানী। জাই ন সীলু সনেহু বখানী ॥৪॥

দোহা— ছিনু ছিনু লখি সিয় রাম পদ জানি আপু পর নেহু।
করত ন সপনেহুঁ লখনু চিতু বন্ধু মাতু পিতু গেহু ॥১৩৯॥

বাংলা অর্থ—অচর—পর্বত বৃক্ষাদি; অতি পাবন পাবন—অতি পাবনের পবিত্রকারী; পয় পয়োধি—ক্ষীরসাগর; সহসানন—সহস্রমুখ অনন্ত; সত সহস—শত সহস্র (লক্ষ); ডাবর—অল্পগভীর জলাশয়; কমঠ—কচ্ছপ; ছিনু ছিনু—ক্ষণে ক্ষণে; চিতু করত ন—স্মরণ করে না; বন্ধু—ভাই; গেহু—গৃহ; (দো—১৩৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—ছিল চক্ষুষ্মান যা'রা রাঘবে হেরিয়া। লভিল জনম-ফল বিশোক হইয়া ॥
পরশি' চরণ-রজ অচর মুদিত। পর-পদ অধিকারে হ'ল প্রতিষ্ঠিত ॥১॥
সেথাকার বন গিরি স্বভাব সুন্দর। পবিত্র ও পুণ্যকারী অতি শুভকর ॥
তাহার মহিমা করি কেমনে বর্ণন। যেথা সুখ-সিন্ধু রচে নিজ নিকেতন ॥২
ক্ষীর-সিন্ধু, অযোধ্যারে করি' পরিহার। যেথায় লক্ষ্মণ সীতা-রামের বিহার ॥
সে বনের শোভা কভু বর্ণিতে নারিব। যদি লক্ষ শেষ-শক্তি আমি না ধরিব ॥৩
কেমনে বলত শুনি বর্ণি' তা' কহিব। তড়াগ-কচ্ছপ হ'য়ে মন্দর ধরিব ॥
লক্ষ্মণ সেবিছে দিয়া কর্ম্ম, মন, বাণী। তা'র সুশীলতা স্নেহ কেমনে বাখানি? ॥৪

দোহা— ক্ষণে ক্ষণে হেরি সীতা-রাম-পদ জানি তাহে দোঁহাকার স্নেহ।
স্বপনে লক্ষ্মণ মনে নাহি আনে পিতা, মাতা, ভ্রাতা তথা গেহ ॥১৩৯

সারমর্ম্ম—ভগবান রামচন্দ্রকে জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা যে দেখিয়াছে তাহার জন্ম সার্থক হইয়াছে এবং শোক-রহিত অবস্থা পাইয়াছে। যাহারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তাহারা পায়ের ধূলি পাইয়া সুখী হইয়াছে এবং মোক্ষের অধিকারী হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র যেখানে বাস করিয়াছেন সেই অতি পবিত্র বন ও পর্ব্বতের মহিমা বর্ণনা করিতে আমার শক্তি নাই। শত সহস্র শেষ-নাগও তাহা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি তাহা কি করিয়া বর্ণনা করিব। রাম ও সীতাকে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা লক্ষ্মণ যেভাবে সেবা করিয়াছিলেন, সেই স্বভাব ও ভক্তির বর্ণনা করা অসম্ভব। সীতা-রামের চরণ দর্শন করিয়া স্বপ্নেও লক্ষ্মণের পিতা-মাতার কথা মনে পড়িত না ॥১৩৯॥

চৌ—রাম সঙ্গ সিয় রহতি সুখারী। পুর পরিজন গৃহ সুরতি বিসারী ॥
ছিনু ছিনু পিয় বিধু বদনু নিহারী। প্রমুদিত মনহুঁ চকোর কুমারী ॥১॥
নাহ নেহু নিত বঢ়ত বিলোকী। হরষিত রহতি দিবস জিমি কোকী ॥
সিয় মনু রাম চরন অনুরাগা। অবধ সহস সম বনু প্রিয় লাগা ॥২॥
পরনকুটী প্রিয় প্রিয়তম সঙ্গা। প্রিয় পরিবারু কুরঙ্গ বিহঙ্গা ॥
সাসু সসুর সম মুনিতিয় মুনিবর। অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফর ॥৩॥
নাথ সাথ সাঁথরী সুহাঈ। ময়ন সয়ন সয় সম সুখদাঈ ॥
লোকপ হোহিঁ বিলোকত জাসূ। তেহি কি মোহি সক বিষয় বিলাসূ ॥৪॥

দোহা— সুমিরত রামহি তজহি জন তৃন সম বিষয় বিলাসু।
রাম প্রিয়া জগ জননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু ॥১৪০॥

বাংলা অর্থ—সুরতি—স্মৃতি ; বিসারী—ভুলিয়া ; নাহ নেহু—নাথের স্নেহ ; কোকী—চক্রবাকী ; অসনু—ভোজন ; ফর—ফল ; সাঁথরী—কুশশয্যা ; ময়ন সয়ন—মদন শয্যা ; সয়—শত ; মোহি সক—মুগ্ধ করিতে পারে ; (দো— ১৪০ পর্য্যন্ত)

চৌ—সীতা রাম-সহ সুখে কালপাত করে। পুর, পরিজন, গৃহে কভু নাহি স্মরে ॥
ক্ষণে ক্ষণে নেহারিয়া প্রিয়-চন্দ্রানন। চকোর-চকোরী-সম রহে হৃষ্টমন ॥১॥
পতি-প্রেম প্রতিদিন বর্দ্ধিত হেরিয়া। দিনে হৃষ্ট যথা চখী বনেতে রহিয়া ॥
রাম-পাদ-অনুরাগে ভরে সীতা-মন। সহস্র অযোধ্যা-সম প্রিয় লাগে বন ॥২
পর্ণকুটী প্রিয় লাগে প্রিয়তম-সঙ্গে। প্রিয় পরিবার মানে কুরঙ্গ-বিহঙ্গে ॥
শ্বশুর, শাশুড়ী—মুনি, মুনির ঘরণী। কন্দ, মূল, ফল ভুঞ্জে সুধা-সম গণি' ॥৩
লোকপাল সৃষ্টি যা'র কৃপাদৃষ্টি-বলে। বিষয়-বিলাস তা'রে মোহিবে কে বলে ? ॥
নাথ-সনে মনোহর কুশের শয়ন। মদন-শয়ন-সম আনন্দ-কারণ ॥৪॥

দোহা— রামে স্মরে যেই তৃণ-সম ত্যজে বিষয়-বিলাসে সেই জনে।
জগৎ-জননী রামের ঘরণী ত্যজিলে তা' বিস্ময় কে গণে ? ॥১৪০॥

সারমর্ম—চকোর-কুমারী যেমন চন্দ্রমা দেখিয়া সুখী হয়, শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্র-মুখ দেখিয়া তেমনি সীতা সংসারের সমস্ত স্মৃতি ভুলিয়া গিয়া সুখী হইলেন। পরন্তু নিত্য তাঁহার উপর রামের ভালবাসা বাড়িতেছে দেখিয়া, সীতার মন রাম-চরণে প্রগাঢ় নিবিষ্ট হইল, এবং বন তাহার সহস্র অযোধ্যার সমান ভাল লাগিল। প্রিয়তম পতির সঙ্গে থাকায় পাতার কুটীরও সীতার ভাল লাগিল। ফল, মূলও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বোধ হইয়াছিল। যাঁহার কৃপা-দৃষ্টিতে ইন্দ্রত্ব পাওয়া যায় তাঁহাকে বিষয়-ভোগ স্পর্শ করিতে পারে না। জগজ্জননী সীতার পক্ষে বিষয়বিলাস ত্যাগ বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য নয় ॥১৪০॥

চৌ—সীয় লখন জেহি বিধি সুখু লহহীঁ। সোই রঘুনাথ করহিঁ সোই কহহীঁ ॥
কহহিঁ পুরাতন কথা কহানী। সুনহিঁ লখনু সিয় অতি সুখু মানী ॥১॥
জব জব রামু অবধ সুধি করহীঁ। তব তব বারি বিলোচন ভরহীঁ ॥
সুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাঈ। ভরত সনেহু সীলু সেবকাঈ ॥২॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু হোহিঁ দুখারী। ধীরজু ধরহিঁ কুসময়ু বিচারী ॥
লখি সিয় লখনু বিকল হোই জাহীঁ। জিমি পুরুষহি অনুসর পরিছাহী ॥৩
প্রিয়া বন্ধু গতি লখি রঘুনন্দনু। ধীর কৃপাল ভগত উর চন্দনু ॥
লগে কহন কছু কথা পুনীতা। সুনি সুখু লহহিঁ লখনু অরু সীতা ॥৪॥

দোহা— রামু লখন সীতা সহিত সোহত পরন নিকেত।
জিমি বাসব বস অমরপুর সচী জয়ন্ত সমেত ॥১৪১॥

বাংলা অর্থ—কহানী—গল্প ; সুধি করহী—স্মরণ করেন ; পরিছাহী—ছায়া ; ভগত উর চান্দনু—চন্দন-সদৃশ ভক্ত-হৃদয় স্নিগ্ধকারী ; বস—বাস করেন ; (দো—১৪১ পঃ)

চৌ—যেমনে লক্ষ্মণ, সীতা আনন্দ ভুঞ্জেন। রামও করেন তথা তেমনি কহেন ॥
শ্রীরাম শুনান কথা কহি' পুরাতন। অতি সুখে শুনিতেন সীতা ও লক্ষ্মণ ॥১
মাতা, পিতা, পরিজন ভ্রাতারে স্মরিয়া। ভরতের স্নেহ-সেবা-চরিত চিন্তিয়া ॥
যবে রাম করিতেন অবধে স্মরণ। অশ্রুধারে দু' নয়ন ভরিত তখন ॥২॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু হ'ন দুঃখে নিমগন। করেন কুকাল চিন্তি' ধীরতা ধারণ ॥
সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁ'রে নেহারি' বিকল। ছায়া-নরে অনুসরে যথা অবিকল ॥৩
প্রিয়া-ভ্রাতা-গতি চিন্তি' রঘুর নন্দন। ধীর ও কৃপালু ভক্ত হৃদয়-চন্দন—
কহিতে লাগেন পুন পবিত্র বচন। শুনি' সুখ ভুঞ্জে তদা সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৪

দোহা— রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত শোভিছেন পর্ণ-নিকেতনে।
বাসবের যথা ইন্দ্রপুরে বাস তনয় জয়ন্ত-শচী-সনে* ॥১৪১॥

সারমর্ম—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের আনন্দদায়ক কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। যখন রামের অযোধ্যার ও ভরত-স্নেহের কথা মনে পড়িত তখন দুঃখিত হইলেও অসময় জানিয়া ধৈর্য্য ধরিতেন। রামের দুঃখে লক্ষ্মণ ও সীতা কাতর হইয়া পড়িতেন এবং ছায়ার ন্যায় সুখে ও দুঃখে রামের অনুসরণ করিতেন। শচী ও জয়ন্তের সহিত যেমন ইন্দ্র অমরাবতীতে বাস করেন, তেমনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম কুটীর-গৃহে শোভা পাইতেন ॥১৪১॥

চৌ—জোগবহিঁ প্রভু সিয় লখনহি কৈসেঁ। পলক বিলোচন গোলক জৈসেঁ ॥
সেবহিঁ লখনু সীয় রঘুবীরহি। জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি ॥১॥
এহি বিধি প্রভু বন বসহিঁ সুখারী। খগ মৃগ সুর তাপস হিতকারী ॥
কহেউঁ রাম বন গবনু সুহাবা। সুনহু সুমন্ত্র অবধ জিমি আবা ॥২॥
ফিরেউ নিষাদু প্রভুহি পহুঁচাঈ। সচিব সহিত রথ দেখেসি আঈ ॥
মন্ত্রী বিকল বিলোকি নিষাদূ। কহি ন জাই জস ভয়উ বিষাদূ ॥৩॥
রাম রাম সিয় লখন পুকারী। পরেউ ধরনিতল ব্যাকুল ভারী ॥
দেখি দখিন দিসি হয় হিহিনাহীঁ। জনু বিনু পংখ বিহগ অকুলাহীঁ ॥৪॥

দোহা— নহিঁ তৃন চরহিঁ ন পিঅহিঁ জলু মোচহিঁ লোচন বারি।
ব্যাকুল ভএ নিষাদ সব রঘুবর বাজি নিহারি ॥১৪২॥

বাংলা অর্থ—জোগবহি—সামলাইয়া রাখেন ; দেখেসি—দেখিলেন ; পুকারী—চিৎকার করিয়া ; হিহিনাহিঁ—হ্রেষারব করিতেছেন ; পংখ—পক্ষ ; অকুলাহীঁ—আকুল হয় ; মোচহি—মোচন করে ; বাজি—অশ্ব ; (দো—১৪২ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রভু রক্ষা করে তথা লক্ষ্মণ সীতাকে। পলক রক্ষিছে যথা নয়ন-গোলকে ॥
লক্ষ্মণ সেবিছে তথা সীতা রঘুবীরে। অবিবেকী জন যথা আপন শরীরে ॥১॥

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হেনমতে প্রভু সুখে নিবসেন বনে। হিত সাধি' খগে, মৃগে, সুরে, মুনিজনে ॥
চারু রাম-বনবাস তুলসী কহিলা। শুনহ সুমন্ত্র যথা অযোধ্যা ফিরিলা ॥২
প্রভুরে পহুছি' দিয়া নিষাদ ফিরিল। সচিব সহিত রথে ফিরিতে দেখিল ॥
নিষাদে বিলোকি মন্ত্রী বিকল হইল। বর্ণিতে না পারি' যথা বিষাদ জাগিল ॥৩
'হা রাম' 'হা সীতে' কহি' লক্ষ্মণে ফুকারি। পড়েন ধরণীতলে ব্যাকুলিত ভারী ॥
হেরেন দক্ষিণ দিকে—অশ্ব নিনাদিল। পাখা বিনা পক্ষী যেন আকুল হইল ॥৪

দোহা— তৃণ নাহি খায়, জল নাহি পিয়ে আঁখি গেল বারিতে ভরিয়া।
ব্যাকুল হইল নিষাদের দল রঘুবর-অশ্ব বিলোকিয়া ॥১৪২॥

সারমর্ম—রাম সযত্নে সীতা ও লক্ষ্মণকে বনে রক্ষা করিতেন। লক্ষ্মণ অজ্ঞান পুরুষের ন্যায় সীতা ও রামের সেবা করিতেন। এইভাবে রাম সুখে বনে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে নিষাদ ফিরিয়া আসিয়া রথের সহিত সুমন্ত্রকে দেখিলেন। সুমন্ত্র "হা! রাম, লক্ষ্মণ, সীতা" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। দক্ষিণদিকে তাকাইয়া ঘোড়াগুলি হ্রেষারব করিতেছিল ॥১৪২॥

চৌ—ধরি ধীরজু তব কহই নিষাদূ। অব সুমন্ত্র পরিহরহু বিষাদূ ॥
তুম্হ পণ্ডিত পরমারথ গ্যাতা। ধরহু ধীর লখি বিমুখ বিধাতা ॥১॥
বিবিধি কথা কহি কহি মৃদু বানী। রথ বৈঠারেউ বরবস আনী ॥
সোক শিথিল রথু সকই ন হাঁকী। রঘুবর বিরহ পীর উর বাঁকী ॥২॥
চরফরাহিঁ মগ চলহিঁ ন ঘোরে। বন মৃগ মনহুঁ আনি রথ জোরে ॥
অঢ়ুকি পরহিঁ ফিরি হেরহিঁ পীছেঁ। রাম বিয়োগি বিকল দুখ তীছেঁ ॥৩
জো কহ রামু লখনু বৈদেহী। হিঙ্করি হিঙ্করি হিত হেরহিঁ তেহী ॥
বাজি বিরহ গতি কহি কিমি জাতী। বিনু মনি ফনিক বিকল জেহি ভাঁতী ॥৪

দোহা— ভয়উ নিষাদু বিষাদবস দেখত সচিব তুরঙ্গ।
বোলি সুসেবক চারি তব দিএ সারথী সঙ্গ ॥১৪৩॥

বাংলা অর্থ—গ্যাতা—জ্ঞাতা; ধীর—ধৈর্য্য; বৈঠারেউ—বসাইলেন; বরবস—জবরদস্তি করিয়া; হাকী ন সকই—হাঁকাইতে পারিলেন না; বাঁকী—বড় তীব্র; পীর উর—হৃদয়ে বেদনা; চরফরাহি—চঞ্চল ভাবে চলে; ঘোরে—পথভ্রষ্ট হইল; রথ জোরে—রথে সংযোজিত; অঢ়ুকি—হোঁচট খাইয়া; তীছে—তীক্ষ্ণ; হিঙ্করি হিঙ্করি—হ্রেষারব করিয়া; হিত—প্রেমভরে; কহি জাতী—কহা যায়; বোলি—ডাকিয়া; (দো—১৩৩ পৃঃ)

চৌ—তখন ধরিয়া ধৈর্য্য কহিলা নিষাদ। এখন সুমন্ত্র তুমি ত্যজহ বিষাদ ॥
তুমি ত পণ্ডিত তথা পরমার্থ-জ্ঞাতা। ধীরতা ধরহ স্মরি' বিমুখ বিধাতা ॥১
কহি' বহুবিধ কথা মৃদু-মধু-বাণী। রথে বসা'লেন তাঁ'রে জোর করি' আনি' ॥
শোকেতে শিথিল রথে না'রেন চালাতে। হৃদয় বিঁধিল রাম-বিরহ-পীড়াতে ॥২

ছট্‌ফট্‌ করি' অশ্ব পথে না ধাইল। বন্য পশু আনি' যেন রথে জুড়ি দিল ॥
ঠোক্কর খাইয়া পড়ি' পিছু পিছু হেরে। রামের বিরহে তা'রা ভারী দুঃখে ভরে ॥৩॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের নাম কেহ কহে। হ্রেষা-রবে সেই দিকে তাকাইয়া রহে ॥
অশ্বের বিরহ-ভাব কহিনু তেমন। মণি বিনা ফণী হয় বিকল যেমন ॥৪॥
দোহা— হইল নিষাদ বিষাদ-বিবশ নিরখিয়া সচিবে, তুরঙ্গে।
ডাকিয়া তখন চারিটি সেবকে পাঠাইয়া দিল তাঁর সঙ্গে ॥১৪৩॥

সারমর্ম্ম—তাহা দেখিয়া নিষাদ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন ধৈর্য্যসহকারে নিষাদ—সুমন্ত্রকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিয়া জোর করিয়া রথে বসাইলেন কিন্তু ঘোড়াগুলি যাইতে চাহে না সর্ব্বদা তাহারা পিছনে ফিরিয়া হ্রেষারব করিতে লাগিল। নিষাদ তখন চারিজন সেবককে সারথির সঙ্গে পাঠাইলেন ॥১৪৩॥

দশরথের স্বর্গারোহণ

চৌ—গুহ সারথিহি ফিরেউ পহুঁচাঈ। বিরহু বিষাদু বরনি নহিঁ জাঈ ॥
চলে অবধ লেই রথহি নিষাদা। হোহিঁ ছনহিঁ ছন মগন বিষাদা ॥১॥
সোচ সুমন্ত্র বিকল দুখ দীনা। ধিগ জীবন রঘুবীর বিহীনা ॥
রহিহি ন অন্তহুঁ অধম সরীরু। জসু ন লহেউ বিছুরত রঘুবীরু ॥২॥
ভএ অজস অঘ ভাজন প্রানা। কবন হেতু নহিঁ করত পয়ানা ॥
অহহ মন্দ মনু অবসর চুকা। অজহুঁ ন হৃদয় হোত দুই টূকা ॥৩॥
মীজি হাথ সিরু ধুনি পছিতাঈ। মনহুঁ কৃপন ধন রাসি গবাঁঈ ॥
বিরিদ বাঁধি বর বীরু কহাঈ। চলেউ সমর জনু সুভট পরাঈ ॥৪॥
দোহা— বিপ্র বিবেকী বেদবিদ সম্মত সাধু সুজাতি।
জিমি ধোখেঁ মদ পান কর সচিব সোচ তেহি ভাঁতি ॥১৪৪॥

বাংলা অর্থ—ছনহি ছন—ক্ষণে ক্ষণে ; সোচ—চিন্তামগ্ন হইলেন ; করত পয়ানা—প্রস্থান করিতেছে (মরিতেছে) ; চুকা—নষ্ট করিয়াছে ; টূকা—টুকরা ; হাথ মীজি—হাতে হাত কচলাইয়া ; ধুনি—আঘাত করিয়া ; গবাঁঈ—খোয়াইয়াছে ; বিরিদ বাঁধি—বীরত্ব ব্যঞ্জক উপাদান বাঁধিয়া ; পরাঈ চলেউ—পালাইয়া চলিতেছে ; ধোখেঁ—প্রতারিত হইয়া ; কহাঈ—কহিল ; সম্মত—সম্মানিত ; (দো—১৪৪ পর্য্যন্ত)

চৌ—গুহ ফিরে চারি সঙ্গী দিয়া সুমন্ত্ররে। বিরহ-বিষাদ তার কহিব কি ক'রে ॥
অযোধ্যাতে রথ ল'য়ে চলিল নিষাদ। ক্ষণে ক্ষণে ভরে তার মনেতে বিষাদ ॥১॥
বিকল সুমন্ত্র চিন্তে হ'য়ে দুখ-দীন। ধিক্‌ ! এ জীবনে মম রাঘব-বিহীন ॥
চিরস্থায়ী না রবে এ অধম শরীর। দেহ নাহি ছাড়ে প্রাণ ত্যজি' রঘুবীর ॥২
অযশ ও পাপভাগী হইল পরাণ। এ যাবৎ কেন নাহি করিছে প্রয়াণ ?
হায় ! মূঢ় মন হেন ত্যজিল সময়। আজিও না দ্বি-খণ্ডিত হইল হৃদয় ॥৩॥

কর চাপি', শিরে হানি' শোকপর হয়। কৃপণের হ'ল যেন বহু ধন-ক্ষয় ॥
বীর সাজে সাজি' যেন গর্ব্বে বীর-বর। যুদ্ধে নামি' যোদ্ধা শেষে পলায়নপর ॥

দোহা— বিবেকী ব্রাহ্মণ বেদবিদ্ যিনি উচ্চ বংশে জনম যাঁহার ॥
প্রতারিত হ'য়ে মদমত্ত যথা মন্ত্রী হ'ন তেমন প্রকার ॥১৪৪॥

সার মর্ম্ম—তখন গুহকের অবর্ণনীয় দুঃখ উপস্থিত হইল। নিষাদ চারিজন অযোধ্যায় দিকে চলিল। সুমন্ত্র নিজেকে ধিক্কার দিয়া মাথায় করাঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার শোকের অবস্থা ভাষায় বর্ণনাতীত। সুমন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া নিষাদ চারিজনও বিষাদমগ্ন হইলেন। অপহৃত ধন কৃপণের এবং যুদ্ধে পলায়িত গর্ব্বিত বীরসেনার যেমন, মন্ত্রীর সেই অবস্থা হইল ॥১৪৪

চৌ—জিমি কুলীন তিয় সাধু সয়ানী। পতিদেবতা করম মন বানী ॥
রহৈ করম বস পরিহরি নাহূ। সচিব হৃদয়ঁ তিমি দারুন দাহূ ॥১॥
লোচন সজল ডীটি ভই থোরী। সুনই ন শ্রবন বিকল মতি ভোরী ॥
সূখহিঁ অধর লাগি মুহঁ লাটী। জিউ ন জাই উর অবধি কপাটী ॥২॥
বিবরন ভয়উ ন জাই নিহারী। মারেসি মনহুঁ পিতা মহতারী ॥
হানি গলানি বিপুল মন ব্যাপী। জমপুর পন্থ সোচ জিমি পাপী ॥৩॥
বচনু ন আব হৃদয়ঁ পছিতাঈ। অবধ কাহ মৈঁ দেখব জাঈ ॥
রাম রহিত রথ দেখিহি জোঈ। সকুচিহি মোহি বিলোকত সোঈ ॥৪॥

দোহা— ধাই পূঁছিহহিঁ মোহি জব বিকল নগর নর নারি।
উতর দেব মৈঁ সবহি তব হৃদয়ঁ বজ্রু বৈঠারি ॥১৪৫॥

বাংলা অর্থ— ডিঠি—দৃষ্টি ; ভোরী—ভ্রান্ত ; লাটী—হাঁপাইল ; জিউ—জীবন ; অবধি কপাটী—সীমাবিশিষ্ট কপাট দ্বারা বদ্ধ (চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা-সীমা) ; কাহ—কি ; পুছিতহি—জিজ্ঞাসা করিবে ; বৈঠারি—রাখিয়া ; বিবরন—বিবর্ণ ; (দো—১৪৫ পঃ)

চৌ—কুলীন ভামিনী সতী বুদ্ধিমতী যথা। কায়মনোবাক্যে মানি' পতিরে দেবতা ॥
স্বকর্ম্ম-বশেতে রহে স্বামীরে ত্যজিয়া। তথা নিদারুণ দহে সচিবের হিয়া ॥১॥
নয়নে ভরিল বারি, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়। কর্ণে নাহি শুনে, মনে ভ্রম উপজয় ॥
অধর শুকায়, মুখে দীর্ঘশ্বাস ঘন। অবধি-কবাট রুদ্ধ না যায় জীবন ॥২॥
এমনি বিবর্ণ হ'ল দেখা নাহি যায়। হত্যা যেন সে করেছে মাতায় পিতায় ॥
বিয়োগ-বেদনা তা'রে করিল ব্যাকুল। মৃত্যু-পথে যেতে পাপী যথা চিন্তাকুল ॥৩
মুখে বাক্য নাহি, ভরে অনুতাপে হিয়া। চিন্তা করে—কি দেখিব অযোধ্যাতে গিয়া ॥
রাম বিনা রথ নিতে দেখিবে যে জন। সঙ্কোচে করিবে মম মুখ-দরশন ॥৪॥

দোহা— ধাইয়া পুছিবে পুরে যবে মোরে বিকল যতেক নর-নারী ॥
উত্তর করিব সবারে তখন হৃদয়ে চাপা'য়ে বজ্র ভারী ॥১৪৫॥

সারমর্ম্ম—পতিব্রতা সতী স্ত্রী কর্ম্মবশে বিরহী হইলে তাহার যে অবস্থা হয় মন্ত্রীর সেই অবস্থা হইল, তিনি চোখে অন্ধকার দেখিলেন। পাপীর যমপুরে যাইতে যেমন দুঃখ

মন্ত্রীরও সেইরূপ খেদ হইল। রাম-শূন্য রথ লইয়া যাইতে তিনি সঙ্কোচ করিলেন। কেবল চৌদ্দ বৎসর পরে রামের ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা আছে বলিয়া—তাঁহার প্রাণ বাহির হইল না। অযোধ্যাতে গিয়া অযোধ্যাবাসীকে কি উত্তর দিবেন ইহা ভাবিয়া তিনি গভীর শোকে মুহ্যমান হইলেন ॥১৪৫॥

চৌ—পুছিহহিঁ দীন দুখিত সব মাতা। কহব কাহ মৈঁ তিন্হহি বিধাতা ॥
পূছিহি জবহিঁ লখন মহতারী। কহিহউঁ কবন সন্দেস সুখারী ॥১॥
রাম জননী জব আইহি ধাঈ। সুমিরি বচ্ছু জিমি ধেনু লবাঈ ॥
পূঁছত উতরু দেব মৈঁ তেহী। গে বনু রাম লখনু বৈদেহী ॥২॥
জোই পূঁছিহি তেহি উতরু দেবা। জাই অবধ অব যহু সুখু লেবা ॥
পূঁছিহি জবহিঁ রাউ দুখ দীনা। জিবনু জাসু রঘুনাথ অধীনা ॥৩॥
দেহউঁ উতরু কৌনু মুহু লাঈ। আয়উঁ কুসল কুঅঁর পহুঁচাঈ ॥
সুনত লখন সিয় রাম সন্দেসূ। তৃন জিমি তনু পরিহরিহি নরেসূ ॥৪॥

দোহা— হৃদউ ন বিদরেউ পঙ্ক জিমি বিছুরত প্রীতমু নীরু।
জানত হৌঁ মোহি দীন্হ বিধি যহু জাতনা সরীরু ॥১৪৬॥

বাংলা অর্থ—কাহ—কি ? ; পুছিহহিঁ—জিজ্ঞাসা করিবেন (বহুবচন) ; পূছিহি—জিজ্ঞাসা করিবেন (একবচন) ; তিন্হহি—তাঁহাদিগকে ; সুখারী সন্দেশ—সুখজনক সংবাদ ; কবন—কোন ; পূছত—জিজ্ঞাসা করিলে ; কৌনু—কোন্ ; আয়উঁ—আসিয়াছি প্রীতমু—প্রিয়তম ; বিছুরত—ছাড়িয়া ; জানত হৌঁ—জানিলাম ; (দো—১৪৬ পঃ)

চৌ—পুছিবেন যবে সব দুখিনী জননী। কি কহিব হে বিধাতঃ! সবারে তখনি ?
পুছিবেন যবে মোরে লক্ষ্মণ-জননী। কি বারতা কহি' দিব আনন্দ-করণী ॥১
রামের জননী যবে আসিবেন ধেয়ে। সদ্য-সুতা ধেনু যথা স্ববৎসে স্মঁরিয়ে ॥
আমি কি উত্তর তাহে দিব এ' বচনে ? রাম-সীতা-লক্ষ্মণেরে ত্যজেছি কাননে ॥
যে কেহ পুছিবে তারে এ' উত্তর দিব। অযোধ্যাতে গিয়া এবে এ' সুখ ভুঞ্জিব ॥
পুছিবেন রাজা যবে হ'য়ে দুঃখ-দীন। যাঁহার জীবন শুধু রামের অধীন ॥৩॥
উত্তর করিব তদা এই কথা ব'লে— কুমারে কাননে রেখে ফিরেছি কুশলে ॥
শুনি' এই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-সন্দেশ। তৃণ-সম ত্যজিবেন স্ব-দেহ নরেশ ॥৪

দোহা— বিদরে না হিয়া মম পঙ্ক-সম ত্যজি' নিজ প্রিয়তম নীর ॥
জানিয়া লইনু বিধি মোরে এবে দেন এই যাতনা-শরীর ॥১৪৬॥

সারমর্ম—সচিব মনে বহু প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়া, সেই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক জানিয়া তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। রামের মাতা, পিতা এবং নগরের সকলকে,—"রামকে বনে রাখিয়া আসিলাম" ইহা বলিবেন কেমনে—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া নৃপবর তৃণের ন্যায় সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিশ্চয় শরীর

ত্যাগ করিবেন। দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাকে প্রাণ দিয়াছেন—এইরূপ সচিব চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৪৬॥

চৌ—এহি বিধি করত পন্থ পছিতাবা। তমসা তীর তুরত রথু আবা ॥
বিদা কিএ করি বিনয় বিষাদা। ফিরে পায়ঁ পরি বিকল বিষাদা ॥১॥
পৈঠত নগর সচিব সকুচাঈ। জনু মারেসি গুর বাঁভন গাঈ ॥
বৈঠি বিটপ তর দিবসু গবাঁবা। সাঁঝ সময় তব অবসরু পাবা ॥২॥
অবধ প্রবেসু কীন্হ অঁধিআরেঁ। পৈঠ ভবন রথু রাখি দুআরেঁ ॥
জিন্হ জিন্হ সমাচার সুনি পাএ। ভূপ দ্বার রথু দেখন আএ ॥৩॥
রথু পহিচানি বিকল লখি ঘোরে। গরহিঁ গাত জিমি আতপ ওরে ॥
নগর নারি নর ব্যাকুল কৈসেঁ। নিঘটত নীর মীনগন জৈসেঁ ॥৪॥

দোহা— সচিব আগমনু সুনত সবু বিকল ভয়উ রনিবাসু।
ভবনু ভয়ঙ্করু লাগ তেহি মানহুঁ প্রেত নিবাসু ॥১৪৭॥

বাংলা অর্থ—পছিতাবা—পশ্চাত্তাপ; পৈঠত—প্রবেশ করিতে; বাঁভন—ব্রাহ্মণ; গবাঁবা—কাটাইয়া দিলেন; অঁধিআরেঁ—অন্ধকারে; পৈঠ—প্রবেশ করিলেন; জিন্হ—যাঁহারা; ঘোরে—ঘোড়াকে; গরহিঁ—গলিয়া গেল; ওরে—বরফ শিলা; নিঘটত নীর—জলবিবর্জ্জিত; (দো—১৪৭ পঃ)

চৌ—হেনমতে পথে বহি অনুতাপ-ভার। ত্বরা রথ আসে চলি' তীরে তমসার ॥
বিনয়ে নিষাদ চারি করেন বিদায়। বিষাদে নমিয়া তারা ঘরে ফিরে যায় ॥১
পুরে প্রবেশিতে মন্ত্রী সঙ্কুচিত মন ॥ ব্রাহ্মণ বুঝি বা গাভী করেছে হরণ ॥
তরুতলে বসি' দিন করেন যাপন। সুযোগ লভেন সন্ধ্যা আসিল যখন ॥২॥
অযোধ্যাতে প্রবেশিয়া নিশার আঁধারে। গৃহে উপনীত, রথ রাখিয়া দুয়ারে ॥
যা'রা যা'রা সমাচার শুনিতে পাইল। রাজ-দ্বারে শূন্য রথ দেখিতে আসিল ॥৩
রথ-সমাগমে অশ্বে হেরিয়া বিকল। আতপে তুষার যথা দেহে ঘর্ম্ম-জল ॥
পুর নর নারী যত হ'ল উদ্বেজিত। মীনগণ হ'ল যেন জল-বিবর্জ্জিত ॥৪॥

দোহা— মন্ত্রী-আগমন-বারতা শুনিয়া অন্তঃপুরে সকলে বিকল ॥
গৃহ ভয়ঙ্কর মানিল সকলে তাহা যেন প্রেত-বাসস্থল ॥১৪৭॥

সারমর্ম্ম—এইভাবে শোক করিতে করিতে রথ সত্বরই তমসা নদীর তীরে আসিল। মন্ত্রী নিষাদদিগকে বিনয়ের সহিত বিদায় দিলেন, তাহারা বিষাদে ব্যাকুল হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইলে—গুরুহত্যাকারীর ন্যায় নগর-প্রবেশে মন্ত্রীর সঙ্কোচ হইল। সমস্ত দিন তিনি বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিলেন এবং সন্ধ্যার পর অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীর আগমনে রাজ-অন্তঃপুর ব্যাকুল হইয়া উঠিল ও প্রেতপুরীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইল ॥১৪৭॥

চৌ—অতি আরতি সব পূছহিঁ রানী। উতরু ন আব বিকল ভই বানী ॥
সুনই ন শ্রবন নহিঁ সূঝা। কহহু কহাঁ নৃপু তেহি তেহি বুঝা ॥১॥

দাসিন্হ দীখ সচিব বিকলাঈ। কৌসল্যা গৃহঁ গঈ লবাঈ ॥
জাই সুমন্ত্র দীখ কস রাজা। অমিয় রহিত জনু চন্দু বিরাজা ॥২॥
আসন সয়ন বিভূষন হীনা। পরেউ ভূমিতল নিপট মলীনা ॥
লেই উসাসু সোচ এহি ভাঁতী। সুরপুর তেঁ জনু খঁসেউ জজাতী ॥৩॥
লেত সোচ ভরি ছিনু ছিনু ছাতী। জনু জরি পংখ পরেউ সম্পাতী ॥
রাম রাম কহ রাম সনেহী। পুনি কহ রাম লখন বৈদেহী ॥৪॥

দোহা- দেখি সচিবঁ জয় জীব কহি কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু।
সুনত উঠেউ ব্যাকুল নৃপতি কহু সুমন্ত্র কহঁ রামু ॥১৪৮॥

বাংলা অর্থ—**আরতি**—আর্ত্তি, দুঃখ; **সূজা নহি**—দেখা গেল না; **বূঝা**—জানিতে চাহিল; **দীখ**—দেখিল; **লবাঈ গঈ**—লইয়া গেল; **বিরাজা**—বিরাজ করিল; **মলীন**—মানসিক ম্লান; **নিপট**—সম্পূর্ণরূপে; **উসাসু**—দীর্ঘশ্বাস; **সোচ**—চিন্তামগ্ন ছিলেন; **ছিনু ছিনু**—ক্ষণেক্ষণে; **জরি**—জ্বলিয়া; **পংখ**—পক্ষ; **সংপাতী**—জটায়ুর ভ্রাতা; **কহু**—কহ, বল; **দণ্ড প্রনামু**—দণ্ডবৎ প্রণাম; (দো—১৪৮ পঃ)

চৌ—শোকে আর্ত্ত হ'য়ে যবে পুছে রাণীগণ। উত্তর না আসে তা'র রোধিল বচন ॥
কানে নাহি শুনে তথা না হেরে নয়নে। নৃপ কোথা? পুছে শুধু সমাগত জনে ॥১
দাসীগণে হেরে যবে মন্ত্রী মন-মরা। কৌশল্যার ঘরে তা'রে নিয়ে গেল ত্বরা ॥
সুমন্ত্র যাইয়া দেখে রাজারে কেমন। অমৃত-বিহীন চন্দ্র বিরাজে যেমন ॥২
আসন, শয়ন তথা ভূষণ-বিহীন। ভূমি তলে পড়ি' র'ন অতীব মলিন ॥
দীর্ঘশ্বাস ল'য়ে চিন্তে মনে হেনমতে। যযাতি* নামিয়া পড়ে যেন স্বর্গ হ'তে ॥৩॥
ক্ষণে ক্ষণে হিয়া হয় চিন্তাকুল হেন। সম্পাতি বিদগ্ধ-পক্ষ ধরাশায়ী যেন ॥
শ্রীরাম-বৎসল ক'ন 'হা রাম, হা রাম'। 'হা লক্ষ্মণ' কহি পুনঃ ক'ন—'সীতারাম' ॥৪॥

দোহা— মন্ত্রী তারে হেরি জয় জীব কহি দণ্ডবৎ করেন প্রণাম ॥
শুনি' উঠি' ক'ন ব্যাকুল নৃপতি হে সুমন্ত্র! কহ কোথা রাম? ১৪৮

সারমর্ম্ম—তখন মন্ত্রীকে রাণীরা আর্ত্তস্বরে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বধির ও অন্ধের ন্যায় 'রাজা কোথায়'—জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার ব্যাকুল-ভাব দেখিয়া দাসীরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেলে তিনি রশ্মিহীন চন্দ্র-সম মলিন ও স্বর্গভ্রষ্ট যযাতির ন্যায় ধরাশায়ী রাজাকে দেখিয়া "জয়-জীব" বলিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা ব্যাকুলভাবে বলিলেন,—'রাম কোথায়?' ॥১৪৮॥

চৌ ভূপ সুমন্ত্রু লীন্হ উর লাঈ। বূড়ত কছু অধার জনু পাঈ ॥
সহিত সনেহ নিকট বৈঠারী। পূঁছত রাউ নয়ন ভরি বারী ॥১॥
রাম কুসল কহু সখা সনেহী। কহঁ রঘুনাথু লখনু বৈদেহী ॥
আনে ফেরি কি বনহি সিধাএ। সুনত সচিব লোচন জল ছাএ ॥২॥

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সোক বিকল পুনি পূছ নরেসূ। কহু সিয় রাম লখন সন্দেসূ ॥
রাম রূপ গুন সীল সুভাউ। সুমিরি সুমিরি উর সোচত রাউ ॥৩॥
রাউ সুনাই দীন্হ বনবাসূ। সুনি মন ভয়উ ন হরষু হরাঁসূ ॥
সো সুত বিছুরত গএ ন প্রানা। কো পাপী বড় মোহি সমানা ॥৪॥

দোহা— সখা রামু সিয় লখনু জহঁ তহাঁ মোহি পহুঁচাউ।
নাহিঁ ত চাহত চলন অব প্রান কহউঁ সতিভাউ ॥১৪৯॥

বাংলা অর্থ—লাই লীন্হ—লগ্ন করিলেন; বূড়ত—মজ্জমান; ফেরি আনে—ফিরাইয়া আনিয়াছি; রাউ—রাজা, রাজত্ব; হরাসূ—বিষাদ; বিছুরত—ছাড়িয়া; নাহিঁ ত—নতুবা; চলন চাহত—চলিয়া যাইতে চাহিতেছে; (দো—১৪৯ পঃ)

চৌ—নিকটে বসা'ন তা'রে স্নেহ-ভরা মন। পুছিতে ভরিল তাঁর অশ্রু দু'নয়ন ॥
নৃপতি সুমন্ত্রে নিজ বক্ষঃ'পরে নিলা। মজ্জমান যেন কিছু আশ্রয় লভিলা ॥১
ওহে প্রিয় সখা! কহ রামের বারতা। লক্ষ্মণ-বৈদেহী-রাম রহে বল কোথা?
ফিরিয়া এসেছে কিম্বা বনেতে চলিল। শুনিয়া সচিব-আঁখি অশ্রুতে ভরিল ॥২
শোকেতে বিকল পুন পুছিলা নরেশ। কহ এবে সীতা-রাম-লক্ষ্মণ-সন্দেশ ॥
রূপ, গুণ, শীল তথা স্বভাব তাহার। স্মরি' পুনঃ পুনঃ রাজা বহে শোক-ভার ॥৩
রাজ্য দিব শুনাইয়া পাঠায়েছি বনে। হর্ষ ও বিষাদ তার তাহে নাহি মনে ॥
হেন সুতে পাশরিয়া না গেল পরাণ। কোন্ পাপী বড় কহ আমার সমান? ॥৪

দোহা— ওহে সখে! রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ যেথা রয় পৌঁছে দাও মোরে।
নতুবা পরাণ যাইতে চাহিছে জানি লও কহি সত্য ক'রে ॥২৪৯॥

সারমর্ম—রাজা সত্বর উঠিয়া সুমন্ত্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহের সহিত নিকটে বসাইলেন। তিনি সজলচক্ষে রামের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা শোকে বিহ্বল হইয়া রামের সংবাদ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রামের গুণাদি স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিলেন। মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন—"আমাকে রামের কাছে পৌঁছাইয়া দাও প্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে" ॥১৪৯॥

চৌ—পুনি পুনি পূঁছত মন্ত্রিহি রাউ। প্রিয়তম সুঅন সন্দেস সুনাউ ॥
করহি সখা সোই বেগি উপাউ। রামু লখনু সিয় নয়ন দেখাউ ॥১॥
সচিব ধীর ধরি কহ মৃদু বানী। মহারাজ তুম্হ পণ্ডিত গ্যানী ॥
বীর সুধীর ধুরন্ধর দেবা। সাধু সমাজু সদা তুম্হ সেবা ॥২॥
জনম মরন সব দুখ সুখ ভোগা। হানি লাভু প্রিয় মিলন বিয়োগা ॥
কাল করম বস হোহিঁ গোসাঈঁ। বরবস রাতি দিবস কী নাঈঁ ॥৩॥
সুখ হরষহিঁ জড় দুখ বিলখাহীঁ। দোউ সম ধীর ধরহিঁ মন মাহীঁ ॥
ধীরজ ধরহু বিবেকু বিচারী। ছাড়িঅ সোচ সকল হিতকারী ॥৪॥

দোহা— প্রথম বাস্থ তমসা ভয়উ দূসর সুরসরি তীর।
ন্হাই রহে জলপানু করি সিয় সমেত দোউ বীর॥১৫০॥

বাংলা অর্থ—কহ—কহিলেন; সেবা—(ক্ষেত্র) সঙ্গ; দিবস কী নাঈ—দিবসের তুল্য; বিলখাঁহী—রোদন করে; ন্হাই—স্নান করিয়া; ধীর—ধৈর্য্য; (দো:—১৫০ পঃ)

চৌ—পুনঃ পুনঃ পুছে রাজা সুমন্ত্র সচিবে। প্রিয়তম পুত্র-কথা মোরে শুনাইবে॥
হে সখা! করহ ত্বরা উপায় এমন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পাই দরশন॥১॥
ধীরতা ধরিয়া মন্ত্রী কহে মৃদু বাণী। মহারাজ! তোমা' জানি সুপণ্ডিত জ্ঞানী॥
হে দেব! তুমি ত বীর ধীর-ধুরন্ধর। সাধুগণে সেবিতেছ তুমি নিরন্তর॥২॥
জনম-মরণ তথা সুখ-দুখ-ভোগ। হানি-লাভ, প্রিয়গণ-মিলন-বিয়োগ॥
কাল-কর্ম্মবশে সব হে প্রভু! জানিবে। দিবা-রাত্রি-তুল্য তাহা স্বভাবে আসিবে॥৩
মূর্খ সুখে হর্ষ করে, দুখে ব্যথা পায়। ধীর কিন্তু দু'য়ে সম, মনে মানে তায়॥
ধীরতা ধরিবে তুমি বিবেক বিচারি'। শোক ত্যজ এবে ওহে সর্ব্বহিতকারী!॥৪

দোহা— প্রথম নিবাস তমসার তট, দ্বিতীয় নিবাস গঙ্গা-তীর।
অবগাহি' র'ন জল পান করি' সীতা-সহ সেই দুই বীর॥১৫০॥

সারমর্ম্ম—রাজা পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—হে সখা! প্রিয়তম পুত্রের সংবাদ শুনাও এবং সত্বর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে যাহাতে দর্শন করিতে পারি তাহার উপায় কর। তখন মন্ত্রী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইয়া এত অধীর হইবেন না। হে প্রভু! জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভোগ, লাভ, ক্ষতি, প্রিয়ের মিলন ও বিচ্ছেদ এই সমস্তই কাল ও কর্ম্মের বশ হওয়ায় দিনের পর রাত্রির ন্যায় পরাধীন। মূর্খই সুখ, দুখে, হর্ষও বিষাদে ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু ধীর ব্যক্তির নিকটে দুই-ই সমান। অতএব যে সর্ব্বহিতকারী রাজন্! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রথম দিন তমসা-তটে, দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাস্নান করিয়া দিনপাত করিয়াছেন॥১৫০॥

চৌ—কেবট কীন্হি বহুত সেবকাঈ। সো জামিনি সিঙ্গরৌর গবাঁঈ॥
হোত প্রাত বট ছীরু মগাবা। জটা মুকুট নিজ সীস বনাবা॥১॥
রাম সখাঁ তব নাব মগাঈ। প্রিয়া চঢ়াই চঢ়ে রঘুরাঈ॥
লখন বান ধনু ধরে বনাঈ। আপু চঢ়ে প্রভু আয়সু পাঈ॥২॥
বিকল বিলোকি মোহি রঘুবীরা। বোলে মধুর বচন ধরি ধীরা॥
তাত প্রনামু তাত সন কহেহু। বার বার পদ পঙ্কজ গহেহু॥৩॥
করবি পায়ঁ পরি বিনয় বহোরী। তাত করিঅ জনি চিন্তা মোরী॥
বন মগ মঙ্গল কুসল হমারেঁ। কৃপা অনুগ্রহ পুন্য তুম্হারেঁ॥৪॥

ছন্দ— তুম্হরেঁ অনুগ্রহ তাত কানন জাত সব সুখু পাইহৌঁ।
প্রতিপালি আয়সু কুসল দেখন পায় পুনি ফিরি আইহৌঁ॥

জননী সকল পরিতোষি পরি পরি পায়ঁ করি বিনতী ঘনী।
তুলসী করেহু সোই জতনু জেহিঁ কুসলী রহহিঁ কোসল ধনী।

দোহা— গুর সন কহব সন্দেসু বার বার পদ পদুম গহি।
করব সোই উপদেসু জেহিঁ ন সোচ মোহি অবধপতি ॥১৫১॥

বাংলা অর্থ—সিঙ্গরৌর—শৃঙ্গবের পুর ; গবাঁঈ—কাটাইয়াছি ; বনাঈ—সজ্জিত ; কহেহু—কহিবে ; গহেহু—গ্রহণ করিবে ; জাত—যাইতে ; পাইহৌঁ—পাইব ; দেখন—দেখিতে ; ঘনী—বিশেষভাবে ; তাত—স্নেহসূচক সম্বোধনবাক্য ; (দো—১৫১ পঃ)

চৌ—নিষাদ সেবিলে সবে বিবিধ প্রকারে। শৃঙ্গবের-পুরে তা'রা রাত্রি বাস করে ॥
প্রভাত হইলে তা'রা বট-ক্ষীর মাগে। জটার মুকুট শিরে ধরিবারে লাগে ॥১
রাম-সখা গুহ তদা মাগি' লয় নায়ে। রাম পিছে চড়ে আগে প্রিয়ারে চড়া'য়ে ॥
লক্ষ্মণ ধনুক-বাণ রাখে হাতে ধ'রে। প্রভু-আজ্ঞা লভি' চড়ে নৌকার উপরে ॥২
রঘুবীর তদা মোরে বিকল হেরিয়া। মধুর বচন ক'ন ধীরতা ধরিয়া ॥
ওহে তাত! তাত-পার্শ্বে নতি জানাইবে। বার বার পাদপদ্ম গ্রহণ করিবে ॥৩
বিনয়ে কহিবে তাঁরে পুন পায়ে ধ'রে। চিন্তা না করেন যেন তিনি মোর তরে ॥
কাননে ও পথে মম কুশল জানা'বে। কহ,—তাঁর কৃপা মম মঙ্গল ঘটা'বে ॥৪

ছন্দ— তাঁহার কৃপাতে কাননে রহিয়া ওহে তাত! জানো আনন্দ লভিব।
আদেশ পালিয়া কুশল লভিয়া চরণ সেবিতে ফিরিয়া আসিব ॥
জননী সকলে পায়ে ধরি' তুমি পুন পুন ভুরি, জানাবে মিনতি।
তুলসী কহিছে যতন করহ সুখী যাহে রহে কোশলের পতি ॥

সো০— গুরুরে কহিবে এ' বারতা পুন চরণ-কমল করিয়া গ্রহণ।
উপদেশ তিনি নৃপে দেন যেন আমা' তরে তিনি চিন্তিত না হ'ন ॥১৫১

সারমর্ম্ম—সচিব রাজাকে বলিলেন,—সেখানে পাটনী রামের অনেক সেবা করিয়াছে। রাম এক রাত্রি শৃঙ্গবের-পুরে থাকিয়া প্রাতঃকালে জটা রচনা করিয়া গুহকের নৌকায় চড়িলেন, এবং রাম আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—হে তাত! পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, যেন আমার জন্য তিনি চিন্তা না করেন। তাঁহার কৃপায় আমার গন্তব্যপথ মঙ্গল ও কুশলজনক হইবে, এবং বনে সুখ পাইব। গুরুর নিকট আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন যেন তিনি নৃপতিকে আমার চিন্তা হইতে দূরে থাকার উপদেশ দেন ॥১৫১॥

চৌ—পুরজন পরিজন সকল নিহোরী। তাত সুনাএহু বিনতী মোরী ॥
সোই সব ভাঁতি মোর হিতকারী। জাতেঁ রহ নরনাহু সুখারী ॥১॥
কহব সন্দেসু ভরত কে আএঁ। নীতি ন তজিঅ রাজপদু পাএঁ ॥
পালেহু প্রজহি করম মন বানী। সেএহু মাতু সকল সম জানী ॥২॥

ওর নিবাহেহু ভায়প ভাঈ। করি পিতু মাতু সুজন সেবকাঈ ॥
তাত ভাঁতি তেহি রাখব রাউ। সোচ মোর জেহিঁ কয়ৈ ন কাউ ॥৩॥
লখন কহে কছু বচন কঠোরা। বরজি রাম পুনি মোহি নিহোরা ॥
বার বার নিজ সপথ দেবাঈ। কহবি ন তাত লখন লরিকাঈ ॥৪॥

দোহা— করি প্রনামু কছু কহন লিয় সিয় ভই সিথিল সনেহ।
থকিত বচন লোচন সজল পুলক পল্লবিত দেহ ॥১৫২॥

বাংলা অর্থ—নিহোরী—অনুরোধ করিয়া; সেএহু—সেবা করিবে; ভায়প—সৌভ্রাত্র, ভ্রাতৃত্ব; বরজি—বর্জ্জিয়া (ছাড়িয়া); দেবাঈ—দিলেন; লরিকাঈ—বাল-চপলতা; কহন লিয়—কহিতে গেলে; থকিত—স্তব্ধ; পুলক পল্লবিত—রোমাঞ্চ ব্যাপ্ত; সুনাএহু—শুনাইবে; নিবাহেহু—রক্ষা করিবে; (দো—১৫২ পঃ)

চৌ—পুরজনে পরিজনে করিয়া মিনতি। ওহে তাত! শুনাইবে আমার বিনতি ॥
সর্ব্বথা জানিব তাঁ'রে মম হিতকারী। যাঁহা হ'তে নৃপ সুখ ভুঞ্জিবেন ভারী ॥১
কহ—এ' বারতা তুমি ভরত আসিলে। ত্যজে না সে নীতি যেন রাজত্ব লভিলে ॥
কায়-মনো-বাক্যে সব প্রজারে পালিবে। সমজ্ঞান করি' সব মাতারে সেবিবে ॥২
আরো কহ,—"ভ্রাতৃ-কার্য্য করহ সাধন। মাতা-পিতা-পরিজনে করিয়া তোষণ ॥
পিতারে রক্ষিবে তাত! তেমনি যতনে। চিন্তিত না হ'ন যাহে মোর তরে মনে" ॥৩
লক্ষ্মণ কহেন,—কিছু কঠোর বচন। রাম তা' নিবারি' করে মিনতি-জ্ঞাপন ॥
নিজ নাম ল'য়ে দিব্য দিলেন আমারে। লক্ষ্মণের চপলতা কহিবে না তাঁরে ॥৪

দোহা— প্রণাম জানায়ে কহিতে চাহিয়া সীতা হ'ন স্নেহেতে অধীর ॥
বাক্য নাহি সরে সজল লোচন পুলকিত হইল শরীর ॥১৫২॥

সারমর্ম্ম—পুরবাসিগণকে রাম অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাহাতে রাজা সুখে থাকেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, ভরতকেও জানাইতে বলিয়াছেন।—রাজ-পদ পাইয়া যেন তিনি নীতি-পথ হইতে ভ্রষ্ট না হন, এবং যথোচিতভাবে মাতৃগণকে সেবা এবং প্রজাগণকে প্রতি-পালন করেন। পিতার যেন কোন কষ্ট না হয়, এমন কার্য্য করিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ এ সময় কিছু রূঢ়-বাক্য প্রয়োগ করিলে—রাম পুনঃ পুনঃ নিজ নামে শপথ দিয়া সেই কথা পিতাকে না কহার জন্য বহু অনুরোধ করিয়াছেন। সীতা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াও ভাবে গদগদ হইয়া পড়ায় কিছু বলিতে পারেন নাই ॥১৫২॥

চৌ—তেহি অবসর রঘুবর রুখ পাঈ। কেবট পারহি নাব চলাঈ ॥
রঘুকুলতিলক চলে এহি ভাঁতী। দেখউঁ ঠাঢ় কুলিস ধরি ছাতী ॥১॥
মৈঁ আপন কিমি কহৌঁ কলেসূ। জিঅত ফিরেউঁ লেই রাম সন্দেসূ ॥
অস কহি সচিব বচন রহি গয়উ। হানি গলানি সোচ বস ভয়উ ॥২॥
সূত বচন সুনতহিঁ নরনাহূ। পরেউ ধরনি উর দারুন দাহূ ॥
তলফত বিষম মোহ মন মাপা। মাজা মনহুঁ মীন কহুঁ ব্যাপা ॥৩॥

করি বিলাপ সব রোবহিঁ রানী। মহা বিপতি কিমি জাই বখানী॥
সুনি বিলাপ দুখহূ দুখু লাগা। ধীরজহু কর ধীরজু ভাগা ॥৪॥

দোহা— ভয়উ কোলাহলু অবধ অতি সুনি নৃপ রাউর সোরু।
বিপুল বিহগ বন পরেউ নিসি মানহুঁ কুলিস কঠোরু ॥১৫৩॥

বাংলা অর্থ—ঠাঢ় দেখউঁ—দাড়াইয়া দেখিলাম ; জিঅত ফিরেউ—জীবিত ফিরিলাম ; হানি গ্লানি—অভাবজনিত দুঃখ ; তলফত—ছটফট করিয়া ; মাপা—ব্যাকুল হইল ; মাজা—প্রথম বর্ষার জল-ফেনা (বিষক্রিয়া কারক) ; ধীরজহু কর—ধৈর্য্যেরও ; নৃপ রাউর—রাজ-অন্তঃপুর ; সোরু—ক্রন্দন-রোল ; মানহু—মানিয়া লও ; (দো—১৫৩ পঃ)

চৌ—রামের ইসারা লভি' এই অবসরে। নিষাদ চালায় নৌকা নদী পার-তরে ॥
রঘু-কুল-মণি চলে হেন বিধি ধ'রে। দাঁড়ায়ে দেখিনু বজ্র রাখি' বক্ষ'পরে ॥১॥
কেমনে কহিব আমি ক্লেশ আপনার। বাঁচিয়া ফিরিনু ল'য়ে এই সমাচার ॥
হেন কহি' হ'ল রুদ্ধ সচিব-বচন। বিয়োগের দুখে অতি শোকেতে মগন ॥২
সারথি-বচন যবে নৃপতি শুনেন। হৃদয়ে দারুণ দাহে ধরাতে পড়েন ॥
দেহ কাঁপে থর থর, মানস মূর্চ্ছিত। প্রথম বর্ষণে মীন যথা জর্জ্জরিত ॥৩॥
বিলাপ করিয়া কাঁদে যত সব রাণী। ভারী সে বিপদে বল কেমনে বাখানি ?
দুঃখও বিলাপ শুনি' দুখেতে মগন। ধৈর্য্য হ'তে ধীরতা যে করে পলায়ন ॥৪

দোহা— উঠি' কোলাহল অযোধ্যাতে ঘোর রাজপুরী যবে ক্রন্দনে ভরিল ॥
যথা রাত্রি ঘোরে বিহগের বনে নিদারুণ এক কুলিশ পড়িল ॥১৫৩॥

সারমর্ম্ম—এই সময় পাটনী নৌকা ছাড়িয়া দেওয়ায় রঘু-পতি চলিয়া গেলেন, তখন আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। সে দুঃখের কথা বলিলে, মর্ম্ম-বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেবল রামের বনে যাওয়ার সংবাদ লইয়া ফিরিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজা-রাণী এবং অযোধ্যার সকলে রামের বিয়োগ দুঃখে গভীরভাবে অভিভূত হইল। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পক্ষী সমাকুল বনে কঠোর বজ্রাঘাত হইলে যে অবস্থা হইয়া থাকে অযোধ্যায় সেই মর্ম্মন্তুদ অবস্থা দেখা দিল ॥১৫৩॥

চৌ—প্রান কণ্ঠগত ভয়উ ভুআলূ। মনি বিহীন জনু ব্যাকুল ব্যালূ ॥
ইন্দ্রীঁ সকল বিকল ভই ভারী। জনু সর সরসিজ বনু বিনু বারী ॥১॥
কৌসল্যাঁ নৃপু দীখ মলানা। রবিকুল রবি অঁথয়উ জিয়ঁ জানা ॥
উর ধরি ধীর রাম মহতারী। বোলী বচন সময় অনুসারী ॥২॥
নাথ সমুঝি মন করিঅ বিচারু। রাম বিয়োগ পয়োধি অপারু ॥
করনধার তুম্হ অবধ জহাজূ। চঢ়েউ সকল প্রিয় পথিক সমাজূ ॥৩॥
ধীরজু ধরিঅ ত পাইঅ পারু। নাহিঁ ত বূড়িহি সবু পরিবারু ॥
জোঁ জিয়ঁ ধরিঅ বিনয় পিয় মোরী। রামু লখনু সিয় মিলহিঁ বহোরী ॥৪॥

দোহা— প্রিয়া বচন মৃদু সুনত নৃপু চিতয়উ আঁখি উঘারি।
তলফত মীন মলীন জনু সীঁচত সীতল বারি ॥১৫৪॥

বাংলা অর্থ—ব্যালু—সর্প; ইন্দ্রী—ইন্দ্রিয়সমূহ; মলালী—ম্লান; অঁথয়উ—অস্ত গিয়াছেন; পথিক সমাজূ—যাত্রি-সমাজ; পিয়—প্রিয়জন; উঘারি—খুলিয়া; চিতয়উ—দেখিলেন; সীঞ্চত—সিঞ্চিত করিলেন; (দো—১৫৪ পঃ)

চৌ—নৃপতি পরাণ হ'ল কণ্ঠে উপনীত। মণি বিনা ফণী যথা হয় ব্যাকুলিত ॥
ইন্দ্রিয় সকল হ'ল অতীব বিকল। কমলের বন যথা শুকাইলে জল ॥১॥
কৌশল্যা নৃপেরে বুঝে অতীব মলিন। চিন্তে—রবিকুল-রবি হবে অস্তলীন ॥
রামের জননী হৃদে ধীরতা ধরিয়া। কহেন বচন তাঁরে সময় বুঝিয়া ॥২॥
ওহে নাথ! মনে বুঝি' করিবে বিচার। রামের বিরহ জেনো জলধি অপার ॥
তুমি তাহে কর্ণধার অবধ জাহাজ। প্রজা ও কুটুম্ব তাহে যাত্রীর সমাজ ॥৩॥
ধীরতা ধরিবে যদি যেতে চাহ পার। নহে ত ডুবিবে তুমি সহ পরিবার ॥
হে প্রিয়! এ বাক্য হৃদে করিলে ধারণ। পুন মিলি যাবে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৪॥

দোহা— প্রিয়া-চারু-বাণী নৃপতি শুনিয়া হেরিলেন নয়ন মেলিয়া ॥
ধড়ফড়-কারী কোন মীনে যেন দিলা শীত সলিল সিঞ্চিয়া ॥১৫৪॥

সারমর্ম—রাজার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে জানিয়া মণি-হারা ফণির ন্যায় রাণীগণ ব্যাকুল হইলেন। তখন কৌশল্যা ধৈর্য্য ধরিয়া রাজাকে বলিলেন,—হে স্বামিন্! তুমি রাম-বিচ্ছেদ-রূপ সমুদ্রে ডুব দিওনা, ধৈর্য্য ধর, রামের প্রত্যাগমনে তুমিই কাণ্ডারী হইবে। এখন প্রাণরক্ষা করিলে, পুনঃ সেই রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। নচেৎ সকল পরিবারই শোক-সাগরে ডুবিবে। রাজা তখন শান্ত হইয়া বসিলেন ॥১৫৪॥

চৌ—ধরি ধীরজু উঠি বৈঠ ভুআলূ। কহু সুমন্ত্র কহঁ রাম কৃপালূ ॥
কহাঁ লখনু কহঁ রামু সনেহী। কহঁ প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী ॥১॥
বিলপত রাউ বিকল বহু ভাঁতী। ভই জুগ সরিস সিরাতি ন রাতী ॥
তাপস অন্ধ সাপ সুধি আঈ। কৌসল্যহি সব কথা সুনাঈ ॥২॥
ভয়উ বিকল বরনত ইতিহাসা। রাম রহিত ধিগ জীবন আসা ॥
সো তনু রাখি করব মৈঁ কাহা। জেহি ন প্রেম পনু মোর নিবাহা ॥৩॥
হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে। তুম্হ বিনু জিঅত বহুত দিন বীতে ॥
হা জানকী লখন হা রঘুবর। হা পিতু হিত চিত চাতক জলধর ॥৪॥

দোহা— রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।
তনু পরিহরি রঘুবরবিরহঁ রাউগয়উ সুরধাম ॥১৫৫॥

বাংলা অর্থ—কঁহ—কোথায়; সিরাতি ন—শেষ হয় না; সুধি আই—স্মরণে আসিল; কাহা—কি; ন নিবাহা—রক্ষা করিল না; আসা—আশা; (দো—১৫৫ পর্য্যন্ত)

চৌ—ধৈর্য্য ধরি উঠি' বসি' কহেন ভূপাল। হে সুমন্ত্র ! কোথা রাম রয়েছে কৃপাল ?
কোথায় লক্ষ্মণ রহে ? কোথা রাম স্নেহী ? কোথা মম পুত্রবধূ জানকী বৈদেহী ?॥১
বিবিধ প্রকারে রাজা বিলপি' অশেষ। যুগ-সম যায় রাতি, নাহি তার শেষ ॥
অন্ধ-মুনি-শাপ-কথা মানসে স্মরিয়া। কৌশল্যারে সব কথা দেন শুনাইয়া ॥২
বিকল কহিতে রাজা বর্ণি' ইতিহাস। "রাম ত্যজি' ধিক্ মম জীবনের আশ ॥
সে তনু রাখিয়া মম কিবা প্রয়োজন ?—যাহে মম প্রেম-পণ না করি পূরণ ॥৩
রঘু-কুল-সূনু ওহে প্রাণের প্রিয়ার ! তোমা' বিনা বহুদিন কাটিল আমার ॥
হা জানকী ! হা লক্ষ্মণ ! হায় রঘুবর ! পিতৃ-চিত্ত-চাতকের তুমি জলধর" ॥৪
দোহা— কহি' 'রাম রাম' 'রাম রাম' কহি' শুধু ল'য়ে মুখে রাম-নাম ॥
তনু পরিহরি' রাঘব-বিরহে নৃপতি গেলেন সুর-ধাম ॥১৫৫॥

সারমর্ম—রাজা ধৈর্য্যসহকারে বসিয়া বলিলেন,—হে সুমন্ত্র ! রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কোথায় বল। তারপর রাজা আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন রাজার মনে অন্ধমুনির শাপের কথা উদয় হইল। তিনি কৌশল্যাকে সেই কথা শুনাইলেন, এবং শোকে আকুল হইয়া হা রঘুনন্দন ! হা লক্ষ্মণ ! হা সীতা ! 'হা রাম' 'হা রাম' 'হা রাম' বলিতে বলিতে রামের বিরহে দেহত্যাগ করিয়া দেব-লোকে চলিয়া গেলেন ॥১৫৫॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ভ্রমসংশোধন চতুর্থ খণ্ড

একাধিকশব্দাত্মক

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬৪	২১	হে মহীপ। মণি ফল আসে আগে	হে মহীপমণি ! ফল আসে আগে
৩৬৯	২৭	আদেশ দিতে	দিতেন আজ্ঞা
৪১৭	২৭	ঋতু অনুকূল	ঋতু-অনুকূল
৪৪৬	২৮	মন্ত্রীয়ে উঠারে	মন্ত্রীরে উঠা'য়ে
৪৬৬	৯	সরম কারণ	সরম-কারণ
৪৬৭	৬	কৌমুদী-কুমুদে	কৌমুদী কুমুদে
৪৭৩	১৮	ভ্রাতা রাজ্য দানি ভরতেরে	রাজ্য দানি ভ্রাতা ভরতেরে
৪৭৮	৪	নিন্দা-স্তুতি-সুখ-দুঃখে-সমান	নিন্দা-স্তুতি-সুখ-দুঃখে সমান
৪৮৮	৮	ছায়া-নরে	ছায়া নরে
,,	৯	ভক্ত হৃদয়-চন্দন—	ভক্ত-হৃদয়-চন্দন—

ভ্রমসংশোধন চতুর্থ খণ্ড

এক-শব্দাত্মক

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬১	৩	সর্ব্বাধিশঃ	সর্ব্বাধীশঃ	৩৬৯	২৬	সাতা	সীতা
৩৬২	১৪	করিল	করিয়া	৩৭৪	৪	মোরে।	মোরে?
,,	১৬	বরষণ	বরিষণ	৩৮৪	১৭	বোষ পরা	রোষ-পরা
,,	২৪	শ্রীরাম	শ্রীরামে	৩৯৪	১৫	শিব	শির
৩৬৪	২	ভুপাল	ভূপাল	৪১০	১২	সুখ দাতা	সুখ-দাতা
৩৬৫	১১	সর	সব	৪৫০	১৩	মার	মোর
,,	১২	কিবা	কিম্বা	৪৫১	২১	করেছিল	করিলা
৩৬৬	৮	আগমন	আবাহন	৪০৫	২১	যা’	যা’
৩৬৭	১২	ধবজ	ধ্বজ	৪১৯	৩০	আত্রর	অত্রির

ভ্রমসংশোধন তৃতীয় খণ্ড

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৮	২২	কুসুমিত	কুসুমিত	২১৫	২১	মুনিগণ ভয়	মুনিগণ-ভয়
,,	২৩	বায়ুযানপর	বায়ুযানপর	২১৭	১৭	যাসে	আসে
২০০	২	ধীরগানও	ধীরমতি	২১৯	২৬	বিকসে	বিঁকসে
২০১	৭১	উপঠৌকন	উপঢৌকন	২২০	১	দোহা	দোঁহা
২০২	৬	ভরি স্বর্ণকুম্ভ	ভরা-স্বর্ণকুম্ভ	,,	৩১	চরু	চারু
,,	১০	কস্তরী	কস্তুরী	২২৩	২২	তূমি	তুমি
,,	২৪	থাকেউ	থাকেউ	২২৭	২০	খানা	খানী
২০৪	৭	আশীষ	আশিস্	৩২১	২৮	ইভিহাস	ইতিহাস
২০৫	৩০	দুটী	দুটি	২২৬	১৫	প্রাত	প্রীত
২০৬	১৪	কম্বু	কম্বু	২৩৫	১৭	নিনি	নিমি
,,	,,	চিবুক	চিবুক	২৫৩	২৬	লব	লবে
,,	২৮	কাম কোটি সম	কাম-কোটি-সম	২৬৭	১৮	উচ্চস্বরে	উচ্চস্বরে
,,	,,	নীলপদ্ম সম	নীলপদ্ম-সম	২৮৯	১৪	ইঙ্গিত	ইঙ্গিত শুধু
২০৭	২	দুটী	দুটি	২৭৬	৯	এক প্রকার কথা	হরিকে অরি
২০৯	২৯	জগৎ পিতারে	জগৎ-পিতারে	২৭৬	১৯	সকল সমান	অরি ভগবান্
২১০	২৫	প্রভূ	প্রভু	২৯৭	২১	কুশল বিজ্ঞানী দ্বারা	কুশল-বিজ্ঞানি-দ্বারা
২১৫	১০	চারিটী	চারিটি	৩০৯	২০	মার্গশীর্ব	মার্গশীর্ষ

পরিশিষ্ট

অন্ধমুনি উপাখ্যান

রাম বনবাস গমন করিলে দশরথ নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপকালে নিজের অভিশাপের কথা স্মরণ করিলেন এবং কৌশল্যাকে বলিলেন,—তরুণ বয়সে আমার শব্দবোধজ্ঞানের গর্ব্ব ছিল। এক সময় বর্ষাকালে ধনুষ্পাণি হইয়া তূণীর সহ সরযূনদীতে যাই। শব্দ অনুসরণ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়া মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে জলপানার্থ সমাগত পশুকে লক্ষ্য করিয়া মারিবার ইচ্ছায় জলকুম্ভে জল পূর্ণ করিবার শব্দ হস্তি-গর্জ্জন বলিয়া অনুমান করি ও শর নিক্ষেপ করি। শর নিক্ষেপান্তে 'হা হত হইলাম' শব্দে বিচলিত হইয়া সন্ধানে দেখিলাম শরাঘাতে মুমূর্ষু এক বালককে। তাহাকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল সে অন্ধ পিতা-মাতার জন্য জল লইতে আসিয়া এই অবস্থায় পতিত হইয়াছে। বালকের পিতা-মাতার জন্য শোকপরায়ণ বালক তাহার পিতা-মাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে বলিল এবং শরমুক্ত করিয়া দিতে বলিল কিন্তু। শরমুক্ত হইলে বালকের মৃত্যু হইবে জানিল। অতঃপর দশরথ মুমূর্ষু বালকের ইচ্ছানুযায়ী তাহার পিতার নিকট এই সংবাদ দিলে পিতা-মাতা পুত্রের সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। 'ভবিতব্যবশ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।' এই কথা পুত্র পিতামাতাকে বলিলেন এবং এই কথা বলিয়া ঋষিকুমার দেবলোকে গমন করিলেন। অতঃপর অন্ধমুনি পুত্রের দাহক্রিয়া সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—আমি যেরূপ অবশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব তুমিও সেইরূপ বার্দ্ধক্যে পুত্র-দর্শনোৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

সেই অভিশাপ লইয়া দশরথ পুরীতে প্রত্যাগমন করিবার পরে সেই মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে দশরথ দেহরক্ষার পূর্ব্বে অন্ধমুনির কথা কৌশল্যার নিকট বলিয়াছিলেন—লিখিয়াছেন। ১৫৫ দোঃ অযোধ্যাকাণ্ড।

কদ্রু-বিনতা উপাখ্যান

মহাভারত আদিপর্ব্বে শৌনক-সৌতি সংবাদে আস্তীকোপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে কদ্রুবিনতা উপাখ্যানের বিষয় বর্ণিত আছে। সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির দুই রূপবতী কন্যা ছিল তাহাদের নাম কদ্রু ও বিনতা। দুজনেই কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। কোন সময়ে কশ্যপ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তাহারা আনন্দিত হইলেন কদ্রু সমান বলবান্ সহস্র সংখ্যক পুত্র হউক বলিয়া বর প্রার্থনা করেন বিনতা দুইটী মাত্র পুত্র চাহিলেন কিন্তু তাহারা কদ্রুর পুত্র অপেক্ষা যেন বলবান্ হয় এবং তেজে আকৃতিতে ও বিক্রমে যেন প্রধান হয়। কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া দুইজনের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। বহুকালের পরে কদ্রু এক হাজার ডিম্ব এবং বিনতা দুইটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। দীর্ঘদিন পরে কদ্রুর সহস্র পুত্র জন্মিল কিন্তু বিনতার ডিম্ব দুইটী হইতে পুত্র জন্মিতে বিলম্ব দেখিয়া অকালে একটী ডিম তিনি

ভাসিয়াছিলেন। তাহাতে অপূর্ণাঙ্গ পুত্র জন্মিল, তাহাতে তাহার শরীরের উপরিভাগ পূর্ণাঙ্গ হইল বটে কিন্তু নিম্ন ভাগের দেহ অসম্পূর্ণ হইল। তাহাতে বিনতার পুত্র ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া মাতাকে অভিশম্পাত করিল তুমি পুত্র-লোভে আমাকে অসম্পূর্ণ দেহ করিয়াছ এবং যে হেতু তুমি কদ্রুর স্পর্দ্ধা করিয়া থাক তার জন্য ৫০০ বৎসর কাল ধরিয়া তুমি কদ্রুর দাসী হইয়া থাকিবে। আর একটী ডিম যাহা আছে তাহাকে অসময়ে ভগ্ন না করিলে যথাসময়ে সেই পুত্র তোমাকে দাস্য হইতে মুক্তি দিবে। সুতরাং তুমি কালের জন্য অপেক্ষা কর। সেই বিনতার পুত্র অমিততেজা সূর্য্যদেবের অরুণবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া অরুণ নামে পরিচিত হইলেন ও অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার নাম অরুণ। এই বিনতার দ্বিতীয় পুত্র গরুড় যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকলাঙ্গ অরুণ সূর্য্যের সারথি হইয়া তাঁহার সম্মুখে রহিলেন। গরুড়কে ব্রহ্মা পক্ষীর রাজত্বে অভিষিক্ত করিলেন। কালক্রমে গরুড় তাহার উগ্র তপস্যার জন্য অমৃত পান না করিয়াও অমর হইয়াছিলেন এবং বিষ্ণুর বাহন হইলেন। বিনতা কদ্রুর দাসী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করার পরে গরুড় তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করেন। এই বিনতা সপত্নী কদ্রুর দাসী থাকাকালে কদ্রু বিনতাকে দুঃখ দিয়াছিল বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে।

গোস্বামী তুলসীদাস মন্থরার মুখে এই উপখ্যান উদাহরণ দিয়া—'কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে অনুরূপভাবে দুঃখ দিবে যদি রাম রাজা হয় ইত্যাদি বাক্যে উত্তেজিত করাইতে চাহিয়াছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ড—১৯ দোহা

গালব উপাখ্যান

গালব—মুনি গালব বিশ্বামিত্র ঋষির অনুরক্ত শিষ্য। বিশ্বামিত্রকে সেবাদ্বারা বিশেষ ভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে বিদায়লাভ করিবার সময়ে তিনি গুরুকে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন কারণ দক্ষিণাযুক্ত কর্ম্ম সফল হয় এবং দক্ষিণাদাতা মুক্তিলাভ করেন এবং কি দক্ষিণা দিবেন তাহা বিশ্বামিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্তি করিলে তিনি নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন আট শত অশ্ব দক্ষিণাস্বরূপ চাহিলেন। গালব ইহাতে বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কিরূপে এই দক্ষিণা দিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন, শেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিনতা-নন্দন গরুড় গালবের সুহৃদ ছিলেন। গরুড় বিষ্ণুর বাহন ছিলেন সুতরাং গরুড়ের মাধ্যমে বিষ্ণুর সহিত গালবের সংযোগ সাধিত হইল। অশ্বের সন্ধান গরুড় সকল দিকের দিক্‌পতিগণ দ্বারা গালবের জন্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। গরুড়ের সঙ্গে ভ্রমণকালে বিশ্বামিত্রের সহিত গালবের একবার সাক্ষাৎ হয়। সে সময় বিশ্বামিত্র গালবের প্রতিশ্রুতি মত দক্ষিণা চাহিলেন কিন্তু তখনও দক্ষিণা সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া দেওয়া সম্ভব তখন হইল না। পরে গরুড় তাঁহার বন্ধু রাজর্ষি যযাতির নিকট তাঁহাকে লইয়া ধনের প্রার্থনা জানাইলেন। ধনের দ্বারা অশ্ব ক্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রকে দেওয়া হইবে স্থির হইল। অর্থ-সংগ্রহার্থ নহুষের পুত্র যযাতির

নিকট গরুড় সহ গালব উপস্থিত হইলেন এবং অর্থ প্রার্থনা করিলেন। যযাতি বলিলেন,—আমার বিত্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে হে গরুড়! তোমার আগমন ব্যর্থ করিতে পারি না, ব্রহ্মর্ষির আশাও বিফল করিতে ইচ্ছা করি না। তখন চন্দ্রবংশীয় যযাতি মাধবীনামক আপনার কন্যাকে গালবের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিয়া বলিলেন—দেবকন্যাসদৃশী এই কন্যা চারিটি বংশ স্থাপন করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবে। এই কন্যার বিনিময়ে রাজারা যে শুল্ক দান করিবেন তাহাতে সমস্ত অশ্ব পাওয়া যাইবে। গালব হর্য্যশ্ব রাজার নিকট সে কন্যা সমর্পণ করিলে পুত্র বসুমনা জন্মে তজ্জন্য দক্ষিণার চতুর্থ ভাগ পাইলেন; অতঃপর কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট সেই কন্যাকে দিলে পুত্র প্রতর্দ্দন জন্মে তাহা হইতে অনুরূপ চতুর্থভাগ অশ্ব দক্ষিণার্থ পাইলেন। অতঃপর সেই কন্যাটিকে উশীনরকে প্রদান করিলে পুত্র শিবি জন্মে তাঁহা হইতে অনুরূপ চতুর্থাংশ অশ্ব লাভ করিলেন তথাপি মোট অশ্ব পূর্ণ হইল না। তখন বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে মাধবীকে দান করিলে তাঁহা হইতে অষ্টক নামে পুত্র জন্মে। তজ্জন্য দুই শত অশ্ব মিলিয়া আট শত মোট অশ্ব পূর্ণ হইয়াছিল। এইভাবে দীর্ঘকাল নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে দানার্থ দক্ষিণা গালবকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে অতি জিদ করিয়া কোন কার্য্য করিতে চাহিলে তাহা দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। অতঃপর যযাতি-নন্দিনী মাধবীর স্বয়ম্বর ব্যবস্থা করিলে অসংখ্য প্রার্থীর সমাগম দেখিয়া মাধবী তপোবনকে বররূপে বরণ করিলেন এবং তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন।

গালব গরুড়ের সহিত মিলিত হইয়া গুরুদক্ষিণা দান করিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে মাধবীকে বলিলেন—বৎসে! তোমার প্রথম পুত্র বসুমনা অসাধারণ দাতা, দ্বিতীয় পুত্র প্রতর্দ্দন মহাবীর, তৃতীয় পুত্র শিবি সত্যধর্ম্মে নিরত, চতুর্থ পুত্র অষ্টক মহা যাজ্ঞিক জন্মিয়াছে। তোমার কৃপায় যযাতি, চারিজন রাজা এবং আমি উদ্ধার পাইয়াছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যের মধ্যে গালবের উদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে এই উপাখ্যান সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

দধীচি উপাখ্যান তথা ইন্দ্র-জয়ন্ত-ইন্দ্রাণী উপাখ্যান

দেবাদিদেব শিবশঙ্করের ভক্ত-প্রীতি ত্রিলোকবিদিত। আরাধনায় তুষ্ট হইলে তিনি নির্ব্বিচারে বর প্রদান করেন। কালকেয় নামে দানব-সম্প্রদায়ের নেতা বৃত্রাসুর সত্যযুগে তপস্যা করিয়া মহাদেবের বর লাভ করিলেন এবং মহাদেবের ত্রিশূলাস্ত্রও প্রাপ্ত হইলেন। বৃত্র সুরলোক আক্রমণ করিয়া দেবগণকে স্বস্থান হইতে বিতাড়িত করিলেন। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেল। বৃত্রাসুর স্বর্গরাজ্যের রাজা হইলেন। দানবের হস্তে নিগৃহীত হইয়া ইন্দ্র সুমেরু পর্ব্বতে নিয়তির আরাধনায় রত হইলেন। ইন্দ্রাণী সখী চপলার সহিত নৈমিষারণ্যে রহিলেন। অন্য দেবগণ পাতালে আত্মগোপন করিলেন। বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলা। তিনি ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া ইন্দ্রাণীর দ্বারা পদসেবা আকাঙ্ক্ষা করিলেন এবং ইন্দ্রাণীকে বন্দী করিয়া আনিতে ভীষণ নামক দৈত্যকে পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া শচীদেবী তাঁহার বীর পুত্র

জয়ন্তকে [যুদ্ধার্থ পাঠাইলেন। জয়ন্তের হস্তে ভীষণ নিহত হইল। তখন বৃত্রাসুর সপুত্র রুদ্রপীড়কে পাঠাইলেন। রুদ্রপীড়ের হস্তে জয়ন্তের পরাজয় হইল। শচী বন্দিনী হইয়া রুদ্রপীড়কর্ত্তৃক স্বর্গে নীত হইলেন।

এতকাল পরে ইন্দ্রের তপস্যা-সাধন সিদ্ধ হইল। নিয়তি দেবী দেবরাজকে বলিলেন,—বৃত্রাসুরের মৃত্যু-তথ্য শিবশঙ্কর বলিতে পারেন। তখন ইন্দ্র শিবশঙ্করের নিকট উপস্থিত হইলে শঙ্করী বৃত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ব্যাপারটি শিবের গোচর করিলেন। শিব ও ইন্দ্র উভয়ে ক্ষুব্ধ হইলে শঙ্করীর উপদেশে শান্ত হইলেন। শিব বলিলেন,—বদরিকাশ্রমে তপস্যারত দধীচি মুনি যদি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগান্তে অস্থি দান করেন এবং দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সে অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করেন তাহার নিক্ষেপে ইন্দ্র বৃত্রবধে সমর্থ হইবেন।

যখন বন্দিনী শচী দৈত্যগণের মধ্যে দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করিতেছিলেন তখন রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। তাহাতে ঐন্দ্রিলা রুষ্ট হইয়া ইন্দুবালাকে বন্দিনী করে। পরে অগ্নিদেব, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ও শিবানুচর বীরভদ্র শিবের আদেশক্রমে ইন্দুবালা ও শচীকে সুমেরু শিখরে লইয়া গেলেন। ফলে দেবদৈত্যের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বৃত্র শিবশূল নিক্ষেপ করিলে শিব নিজ হস্তে তাহা প্রতিসংহার করিলেন অতঃপর বৃত্রের বক্ষোদেশে দধীচির দেহাস্থিতে নির্ম্মিত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল বৃত্র নিহত হইলেন। দৈত্যরাজের মৃত্যুর পর দেবতারা হৃত স্বর্গরাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ইন্দ্রাণীর ও ইন্দ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে। গোঁস্বামী তুলসীদাস অযোধ্যাকাণ্ডে জয়ন্ত, ইন্দ্র ও শচীর উল্লেখপূর্ব্বক চিত্রকূটে সুখে সংসার-যাত্রার একটা রূপ প্রদান করিয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাস দধীচির ত্যাগের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। (দো-১৪১) /চৌ-৪ দো-৮৪)

—অযোধ্যাকাণ্ড

নহুষ উপাখ্যান

মহাভারতের বনপর্ব্বে ও উদ্যোগপর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় নহুষের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। পাণ্ডব-গণের অজ্ঞাতবাস কালের পূর্ব্বে একাদশ বর্ষীয় বনবাস কালে যখন তাঁহারা দ্বৈতবনে বিচরণ করিতেছিলেন তখন একদিন ভীমসেনের গর্জ্জনে সর্পগণ গুহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সে সময় তিনি পর্ব্বতদুর্গের গুহাতে এক বিশালাকৃতি সর্প দেখিতে পাইলেন। সেই অজগর সহসা কুপিত হইয়া বাহুবলে ভীমসেনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল। ভীমসেন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন না। তখন ভীম সেই সর্পের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে ধরিবার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—আমি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ভীমসেন। রাক্ষস, পিশাচ নাগাদি কেহ আমার বেগ সহ্য করিতে পারে না তুমি কিরূপে কোন্ বলে আমাকে বশীভূত করিয়াছ? —বল। তখন সর্প আত্মপরিচয়ে বলিল—আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণেরও পূর্ব্বপুরুষ; চন্দ্র হইতে পঞ্চম বংশধর আয়ুর পুত্র রাজর্ষি নহুষ। "অগস্ত্যের অভিশাপে আমার এই দশা ঘটিয়াছে। যজ্ঞ. তপস্যা, বেদপাঠাদি দ্বারা ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে

আমার দর্প হয়। সহস্র ব্রাহ্মণ আমার শিবিকা বহন করিতেন। তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া অগস্ত্যের শাপে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি ইত্যাদি। পরে যুধিষ্ঠির ভীমের সন্ধানে সেই সর্পের সম্মুখে উপস্থিত হইলে নহুষরূপী সর্প বলিল,—আমি ভীমসেনকে খাইয়া ফেলিব কেবল তুমি আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিব। অতঃপর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মাবিষয়ক বহু জটিল প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠিরের নিকট সমাধান করিয়া সর্প তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অভিমানে মত্ত হইয়া এক সহস্র ব্রহ্মর্ষিদ্বারা পাল্কিবহনকার্য্য করাইয়াছেন তাহা ঐ সময়ে নহুষ বলেন। অগস্ত্যের শাপে তিনি সর্প হইয়া স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হন। তখন শাপের অবসান প্রার্থনা করিলে অগস্ত্য বলিলেন,—তোমার অহঙ্কার ও পাপের ফল ক্ষয় হইলে যুধিষ্ঠির তোমাকে মুক্ত করিবেন। এই ভাবে যুধিষ্ঠিরের উপদেশে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া নহুষ অজগর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন।

রাজা আয়ুর পুত্র নহুষ। তিনি এক সময় স্বর্গের এবং এক সময় মর্ত্ত্যের রাজা হইয়াছিলেন। "তিনি অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করার ফলে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়। তখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন যশস্বী ও ধার্ম্মিক নহুষকে স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান হয়। তিনি প্রথমে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। বহুদিন পরে তিনি কামুক হইয়া পড়েন তিনি পরে ইন্দ্রপত্নী শচীর নিকট অনুচিত প্রস্তাব করেন। বহুদিন শচীদেবী তাঁহার উত্তর দেন নাই। শেষে নহুষের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিলে দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শমত শচীদেবী এই বার্ত্তা পাঠান যে তিনি ব্রহ্মর্ষি ও সপ্তর্ষি বাহিত যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে পারেন। নহুষ কাম ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলদ্বারা শিবিকাতে বাহিত হইবার সময় তাঁহারা ধীরগমনে চলিতেছিলেন। নহুষ যানে দ্রুত গমন করিবার আদেশ-স্বরূপে 'সর্প' 'সর্প' কথা উচ্চারণ করিয়া বাহকগণকে ত্বরান্বিত হইতে বলেন তখন সপ্তর্ষিগণ তাঁহাকে সর্পাকার ধারণ করিয়া জন্ম লইবার অভিসম্পাত করেন। এই অভিসম্পাতে নহুষ পৃথিবীতে অজগর সর্পরূপে দ্বৈতবনে বাস করেন পরে যুধিষ্ঠিরের উপদেশে পাপক্ষয় ও জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ করেন।

কামপ্রবৃত্তিদ্বারা তাড়িত হইয়া অত্যধিক হঠকারিতাবশে নহুষ স্বর্গাধিপতি হইয়াও কিভাবে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ-প্রসঙ্গে সীতাকে বলিতেছেন—অতিরিক্ত জিদ্ করিয়া বনে গমনে অতি ক্লেশের কারণ হইতে পারে যেমন নহুষ ও গালবের অতি জিদে অনর্থ হইয়াছিল। (অযোধ্যাকাণ্ড ৬১ দোহা)

মহাভারত আদিপর্ব্বে মহাভারতে নহুষের যে উপাখ্যান আছে তাহাতে নহুষের ছয় পুত্র। তাহাদের নাম যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অযতি ও ধ্রুব, তন্মধ্যে যযাতি সম্রাট্ হন। এক সময়ে নহুষ তপস্যাদ্বারা দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তুলসীকৃত রামচরিতমানস

যযাতি উপাখ্যান

রাজা যযাতি রাজা নহুষের পুত্র। ইঁহার দুই পত্নী দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিয়া পরিশেষে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে সৌন্দর্য্যনাশক ভয়ানক জরা প্রাপ্ত হন। যযাতির দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার মধ্যে কলহ হওয়ার ফলে শুক্রাচার্য্য বৃহস্পতির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বৃষপর্ব্বা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করেন। যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহকালে তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীভাবে নিজসংসারে স্থান দিবেন কখনও পত্নীভাবে দেখিবেন না। যযাতি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই যার জন্য দেবযানী ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার নিকট চলিয়া যান। যযাতি দেবযানীকে আনিতে শুক্রাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিসম্পাত দান করেন। যযাতির বহু অনুনয়ে কাহারো যৌবনের পরিবর্ত্তে তাঁহার এই বার্দ্ধক্য চলিয়া যাইতে পারিবে ইহা শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পরে বলিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে যযাতির অভিসম্পাতকে লঘু করা হইয়াছিল। জরাগ্রস্ত যযাতি যদু, তুর্ব্বসু প্রভৃতি পুত্রগণকে বলেন,—যে আমি কাহারো যৌবন লাভ করিয়া যৌবন ভোগ করিতে চাই। শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে আমার এই অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ আমার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে তাহার যৌবন আমি লাভ করিয়া যৌবনের সুখ ভোগ করিতে পারিব।" যদু প্রভৃতি চারি পুত্রের কেহ সম্মত হয় নাই পুরু সম্মত হইলেন। রাজা যযাতি আপন তপস্যাপ্রভাবে আপনার জরা পুরুর উপর অর্পণ করিলেন। বহুপ্রকারে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা এবং কুবেরের উপবনস্থ বিশ্বাচী নামক স্বর্গবেশ্যার সহিত যথেষ্ট বিহারেও যখন তৃপ্ত হইলেন না তখন তাহার মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তিনি বুঝিলেন সমস্ত পৃথিবী, ধন, পশু, ও সমস্ত স্ত্রী মিলিয়াও একটি লোকের পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। কামের নিবৃত্তিই তৃপ্তির পথ। যখন সকল প্রকার কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মানুষ হিংসা-দ্বেষমুক্ত হয় তখনই ব্রহ্ম লাভ করে। এই ভাবে জ্ঞানপূত হইয়া তিনি পুরুর নিকট হইতে আপন জরা ফিরাইয়া লইলেন এবং যৌবন সহ আপনার রাজ্যে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর যযাতি ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে দীর্ঘকাল মহাতপস্বী হইয়া পরে উপবাস-ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া ভার্য্যাদের সহিত স্বর্গে চলিয়া যান। যযাতি-অষ্টক সংবাদে জীবন-মৃত্যু-রহস্য মহাভারতে আদিপর্ব্বে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। যযাতি আপন দৌহিত্র অষ্টকের নিকট শিবি-উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া তাহার অসামান্য দানের প্রশংসা করেন।

রন্তিদেব উপাখ্যান

সংকৃতের পুত্র রন্তিদেব দানবীর বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধি আছে। পুরাণে লিখিত আছে তাঁহার বহু পাচক ছিল। অতিথি ব্রাহ্মণ আসিলে তাঁহাদিগকে অর্থদান তাঁহার স্বভাব ছিল। ন্যায়বর্জ্জিতভাবে অর্থের দান এবং শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা শত্রুগণকে তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। অপরিমিত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া তিনি যে অল্পই দান করিতেছেন এইরূপ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। এমন কি, বহু বৃষ ছেদন করিয়া সে মাংসদ্বারা অতিথির তর্পণ করা তাঁহার স্বভাব ছিল। যজ্ঞ, বেদপাঠ প্রভৃতিতেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাহাতেও তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতেন।

তাঁহার দানের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সর্ব্বস্ব দান করিয়া যৎসামান্য যাহা পাইতেন তাহাতে সপরিবারে দিনপাত করিতেন। এক সময়ে ৪৮ দিন উপবাস করিতে বাধ্য হইয়া উনপঞ্চাশৎ দিবসে অন্ন ভোজনার্থ প্রস্তুত হইলে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসেন। তিনি তাঁহাকে নিজের খাদ্যাংশ দিয়া তৃপ্ত করেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনঃ ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার কালে এক শূদ্র অতিথি আসিলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে খাদ্য না দিয়া তিনি অতিথির তৃপ্তিসাধন করেন। অবশিষ্টাংশ ভোজন করিতে উদ্যত হইলে একদল কুকুরসহ এক চণ্ডালের আগমন হয়। তাহাদের তৃপ্তির জন্য সেই অন্ন দান করিলে পানীয় জল ছাড়া তাঁহার কিছু ছিল না। তাহাই পানোদ্যত হইলে এক কসাই জলপানার্থ উপস্থিত হইলে তাহাকে সে জল দান করিয়া ভগবানের কাছে কাতর নিবেদন জানাইলেন যে তিনি ব্রহ্মলোক, সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি কিছু চান না কেবল এই বর চান দুঃখীর অন্তরে তিনি প্রবেশ করিয়া তিনি যেন তাহাকে দুঃখ হইতে মুক্তি দিতে পারেন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব আদি দেবগণ উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহিলে তিনি ভোজনের অতিরিক্ত কিছুই চাহিলেন না। তখন দেবগণের কৃপায় তাঁহার অন্তর হইতে মায়া অপসৃত হইল এবং আত্মস্বরূপে লীন হইয়া তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইল। মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদে রন্তিদেবের দানের বিশদ বর্ণনা আছে। গোস্বামী তুলসীদাস যে রন্তিদেবের ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা রাম সুমন্ত্রকে উপদেশচ্ছলে অযোধ্যাতে ফিরিবার সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। (অযোধ্যাকাণ্ড ৯৫ দো)

বলি উপাখ্যান

দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র বলি অতি ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বস্ব দান করেন। তাঁহার সর্ব্বস্বদান প্রবাদবাক্যরূপে আজিও প্রচলিত আছে। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় রাম-লক্ষ্মণকে যে আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ আশ্রমে বিষ্ণুভগবান্ বামনরূপে প্রবল তপশ্চর্য্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বামিত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অসামান্য ও অদ্ভুত ধর্ম্মের প্রভাবে বলি অদ্বিতীয় ছিলেন এবং দেবগণকে পরাজিত

করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোকের অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবমাতা অদিতি ইহাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহার স্বামী কশ্যপের অনুমতিক্রমে এক যজ্ঞ করেন। তাহার ফলে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলি নিজে তখন এক সুবৃহৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর অভীষ্ট দান করিতেছিলেন। অসুরাধিপতি বলির তজ্জন্য যে অভিমান তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। দেবতারা বিষ্ণুকে বামনরূপে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বলি বিষ্ণুর ছলনা বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণুর অভীষ্ট ত্রিপাদভূমি দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষ্ণু পাদপরিমিত ভূমি পাইয়া তাহা বৃদ্ধি করিয়া প্রথমে মর্ত্ত্যভূমি পরে স্বর্গরাজ্য দ্বিতীয় পদদ্বারা অধিকার করিলেন। অবশেষে তৃতীয় পাদমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে বলি তৃতীয় পদ দেখিতে চাহিলেন। বিষ্ণু নাভিদেশ হইতে তৃতীয় পদ বাহির করিলে বলি বিষ্ণুর ছলনা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতিমত তাঁহার মস্তকে পাদরক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। বিষ্ণু বলির মস্তকে পাদরক্ষা করিয়া বলিকে পাতালে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ ত্রৈলোক্যাধিপত্য লাভ করিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রকে ত্রৈলোকাধিপত্য দান করিলেন। পুণ্যকর্ম্মা বামনরূপী বিষ্ণু সিদ্ধাশ্রমে বাস করিতেন। বিশ্বামিত্র রামকে সেই আশ্রমে লইয়া গিয়া যজ্ঞবিঘ্নকর রাক্ষস হইতে আশ্রমকে মুক্ত করিবার কথা বলেন। আরো বলেন—এই সিদ্ধাশ্রম যেমন আমার তেমনি তোমারও বটে। সুতরাং রাম যে বিষ্ণুভগবান্ তাহা বিশ্বামিত্রের অজ্ঞাত ছিল না।

শিবি (ঔশীনর) উপাখ্যান

মহাভারত বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-লোমশ সংবাদে শিবিরাজার উপাখ্যান লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। উশীনরের ঔরসে মাধবীর গর্ভে শিবির জন্ম হয়। যমুনা নদীর দুই পার্শ্বে জলা ও উপজলা এই দুইটি নদী দেখাইয়া লোমশ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—ইহার তীরে যজ্ঞ করিয়া উশীনর পুত্র শিবি ইন্দ্র অপেক্ষা প্রধান হইয়াছিলেন। শিবি-রাজ-সভায় ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতা শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ইন্দ্র শ্যেনপক্ষী হইয়া এবং অগ্নি কপোত পক্ষী হইয়া যজ্ঞস্থানে গমন করিয়াছিলেন। কপোত শ্যেনের ভয়ে আশ্রয়লাভের জন্য রাজার উরুদেশে ভয়ার্ত্ত হইয়া লুক্কায়িত হইল। এই শ্যেন রাজার এই কপোতকে আশ্রয় দানের জন্য রাজা ধর্ম্মবিরোধী কাজ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া শ্যেন তর্ক উত্থাপন করিল। রাজা আশ্রিতকে ত্যাগ করিবেন না। শ্যেনও তাহার আহার্য্য না লইয়া যাইবে না। শ্যেন আহার্য্য হইতে বঞ্চিত হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহার স্ত্রী পুত্রাদিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহাও ধর্ম্মবিগর্হিত হইবে। আশ্রয়-প্রার্থীকে ত্যাগ করিলে রাজারও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ হইবে। তর্কে দাঁড়াইল—রাজার স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে যদি অপরের ধর্ম্ম নষ্ট করা হয় তাহাও কখনও ধর্ম্ম-সম্মত হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিরূপণের লঘুতা ও গুরুতা বিচার করা প্রয়োজন। তখন শিবি বলিলেন,—তুমি অন্য প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পার। তোমার যে খাদ্য প্রয়োজন হয় আমি

তাহা দিব। শিবি তখন বৃষ-বরাহাদির মাংস দিতে চাহিলে শ্যেন তাহা লইতে না চাহিয়া কপোত মাংসই চাহিল কারণ শ্যেন চিরকাল কপোতের মাংসই ভোজন করিতে অভ্যস্ত। রাজা তখন শ্যেনকে কপোত মাংস ব্যতীত অন্য যে কোন মাংস প্রার্থনা করিতে বলিল। শ্যেন তখন কপোত মাংসের বিনিময়ে শিবির নিজের মাংস তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া সমান পরিমাণ হইলে শ্যেন সন্তুষ্ট হইবে জানাইল। যখন শিবির নিজের দক্ষিণ উরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোত মাংসের সহিত ওজন-ক্রিয়া চলিল কিন্তু কিছুতেই মাংসের পরিমাণ সমান হইতেছে না দেখিয়া ছিন্ন-মাংস রাজা নিজে তুলাদণ্ডে উঠিলেন। যখন দুঃখবোধ না করিয়া এই কার্য্য শিবি নিষ্পাদন করিলেন তখন শ্যেন আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া বলিল,—আমি ইন্দ্র, এই কপোত অগ্নি—আপনাকে ধর্ম্ম বিষয়ে পরীক্ষার জন্য যজ্ঞস্থানে আমরা আসিয়াছিলাম। আমাদের পরীক্ষা সার্থক হইয়াছে। আপনার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আপনার অক্ষয় স্বর্গ থাকিবে।

শিবি সম্বন্ধে আরো একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। বিশ্বামিত্র পুত্র যাজ্ঞিক অষ্টক রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল রাজার সহিত অষ্টকের মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা প্রতর্দ্দন ও বসুমনা এবং উশীনর পুত্র শিবি আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পরে অষ্টক রাজা রথস্থ হইয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন রথে আমাদের যে চারিজন যাগলভ্য ফলে স্বর্গে গমন করিবেন—প্রতর্দ্দন, বসুমনা, শিবি ও আমি, তন্মধ্যে কে কিভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। নারদ বলিলেন—অষ্টক প্রথম অবতীর্ণ হইবেন কারণ তিনি বহু গোদান যজ্ঞ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন তাই তাঁহার পতন প্রথম। পরে প্রতর্দ্দন পতিত হইবেন কারণ তিনি সর্ব্বস্ব স্বরূপে নিজের অশ্বসমূহদান করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি পতিত হইবেন। অতঃপর পতিত হইবেন বসুমনা কারণ বসুমনা যে রথ দান করিয়াছিলেন তাহা সমাপনান্তে দ্রোহসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অতঃপর নারদ বলিলেন—আমি তাহার পরে পতিত হইব। কারণ-স্বরূপে তিনি বলিলেন,—শিবির সমান আমি নহি কারণ শিবি ব্রাহ্মণের তুষ্টির জন্য প্রসন্ন মনে সকলই করিতে পারেন অন্য কেহ পারে না, আমিও নয়। তিনি পুত্রবধ করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণের পরিতোষ করিয়াছিলেন। সে ব্রাহ্মণ নগরে প্রবেশ করিয়া যখন শিবির কোষ-গৃহ, বাস-গৃহ, অশ্বশালা প্রভৃতি দগ্ধ করিতেছিলেন তখনও তাঁহার পরিতোষের জন্য পাক করা দ্রব্যাদি লইয়া শিবি ঘুরিতেছিলেন। স্বয়ং বিধাতা ব্রাহ্মণ-বেশে তখন শিবিকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। শিবি ক্রোধ জয় করিয়াছেন তাঁহাকে অদেয় কিছু নাই ধর্ম্মজ্ঞানে সব তিনি করিয়াছেন দেখিয়া সেই পুত্রটিকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রাহ্মণ-বেশী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান

অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ও দানপরায়ণ ছিলেন এই প্রসিদ্ধি থাকে। দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতে বশিষ্টদেব তাঁহার অসামান্য সত্যনিষ্ঠা ও দানপরায়ণতার প্রশংসা করিলে ইন্দ্রের তাহা পরীক্ষা করার কৌতূহল জন্মে এবং বিশ্বামিত্রকে তিনি ইহা পরীক্ষা করিবার

প্রেরণা দান) করেন। তিনি স্বপ্নযোগে হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়া হরিশ্চন্দ্রকে সেখানে আবাহন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি স্বপ্নকালে নিষ্পন্ন হইলেও তিনি ইহা পূর্ণ করিবেন বলিয়া বিশ্বামিত্রকে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অবিচারিত চিত্তে হরিশ্চন্দ্রের আদেশ পালনের প্রতিজ্ঞাও করিলেন। ক্রমে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত রাজ্য স্বহস্তগত করিলেন। প্রতিশ্রুতিমত স্বর্ণমুদ্রা তখনও দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিশ্বামিত্র তাহাও দাবী করিলেন। হরিশ্চন্দ্র তাহার রাণী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বসহ বারাণসীতে যাত্রাপথে ভিক্ষাদ্বারা ঐ অর্থ পূরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশেষে টাকা পূর্ণ না হওয়াতে স্ত্রী ও পুত্রকে এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে দাসীরূপে নিযুক্ত করিয়া কিছু দিলেন। বাকী অর্থ পূর্ণ করিতে কাশী শ্মশানে এক চণ্ডালের দাসরূপে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিশ্রুতিমত অর্থপূর্ণ করিয়া দিলেন। শৈব্যার ব্রাহ্মণ গৃহে দাসীরূপে কার্য্যকালে বিশ্বামিত্রের পূজার্থ পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত বালক পুত্র সর্পদষ্ট হইয়া মৃত হয়। ঐ পুত্র মাতা কর্ত্তৃক কাশীর শ্মশানঘাটে দাহার্থ আনীত হইলে চণ্ডালের দাসরূপী হরিশ্চন্দ্র তাহার সৎকার ব্যয় দাবী করেন। মাতা ঐ ব্যয় দিতে অক্ষম হন। হরিশ্চন্দ্র নিজ স্ত্রী ও পুত্রকে চিনিতে পারেন। কিন্তু অনুগত ভৃত্যরূপে বিনা ব্যয়ে ঐ দাহকার্য্য করিতে অনুমতি দিলেন না। অবশেষে মাতা মূল্যের পরিবর্ত্তে পরিধেয় বস্ত্রের অংশ ছিড়িয়া দিতে চাহিলে ভগবান্ তাঁহার দানপরায়ণতার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজ, দেবরাজ প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া প্রজাবর্গসহ রাজাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ খণ্ড পরিশিষ্ট সমাপ্ত